উৎস ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ . করিষ্যসি ।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে ॥

২২শ বর্ষ । } বৈশাখ, ১৩৩৪ সাল । { ১ম সংখ্যা ।

নূতন বৎসরে সনাতন পুরুষার্থ ।

করুণাময় ! সকল নর নারীকে তুমি নিরন্তর বলিয়া দিতেছ, সকল নর
রীর অন্তরের অন্তস্তলে তুমি নিরন্তর প্রতিধ্বনি তুলিতেছ, ভিতরে আমরা
লেই পরম পবিত্র, পরম শান্ত । ভিতরে আমাদের কাহারও হিংসা দ্বেষ
ই, কাহারও কোন ভাবনা ভয় নাই, কাহারও কোন মন্দ ভাব নাই । ভিতরে
মরা সবাই স্থির, সবাই আনন্দে পূর্ণ, সবাই ভালবাসায় ভরিত । ভিতরে
মরা যাহা, স্বরূপে আমরা যাহা, তাহাই তোমার দেওয়া । তুমি আমাদিগকে
ভালই দিয়াছ, সব ভালর সমষ্টিরূপে তুমিই আমাদের স্বরূপ হইয়া আছ ।
। এইরূপই না হইত তবে সকল নর নারীই সর্ব্বদা প্রাণে প্রাণে ভাল হইতে
। কেন ? জগতে এমন মানুষ কোথাও কি আছে, যে ভাল হইতে চায় না,
আনন্দে ডুবিয়া থাকিতে ভালবাসে না ? যে হিংসা দ্বেষ বর্জ্জিত হইয়া
লকে ভালবাসিতে চায়না ? মানুষ যতই অধঃপতিত হউক, হৃদয়বীণার তার
র যতই বেসুরা বাজুক, তেমন করিয়া হৃদয় বীণার তারে অঙ্গুলী স্পর্শ
রিতে পারিলে, তেমন করিয়া হৃদয় বীণায় ঝঙ্কার তুলিতে পারিলে, গলিয়া
য় না এমন মানুষই নাই । শুনা যায় ডাকাতি করিয়া করিয়া যে হৃদয়কে
মা করিয়া ফেলিয়াছে সেও আদরের মত আদর পাইলে, সেও প্রাণ খোলা
ল ব্যবহার পাইলে সব ছাড়িয়া সাধুই হইতে চায় । তবে ত প্রভু ! ভিতরে
াই ভাল ।

এই ত তোমার আত্মদান। ভিতরে তুমি তোমাকেই দিয়া রাখিয়াছ, কোথাও তোমার কৃপণতা নাই, কাহাকেও তুমি বঞ্চিত কর নাই। শত অপরাধ করিলেও তুমি ত্যাগ কর না। কত দয়া তোমার, কত ক্ষমা তোমার, কত ভাল বাসিতে জান তুমি, ক র করিতে পার তুমি। এমনটি যদি তুমি না হইতে তবে দীন দুঃখী, কা ভিত, পাপী তাপী এত তৃষিত নয়নে কি তোমার দিকে তাকাইতে পারিত?

ভগবন্ এমন তুমি—তুমি আমাকে এই দিয়াছ, আহা! আমার স্বরূপ হইয়া তুমিই আছ তবুও কেন আমি ভাল হইতে পারিলাম না? কতদিন চলিয়া গেল, কত কি হইয়া গেল, আমি তোমার মত হইলাম কৈ, আমি আমার স্বরূপের মত চলিলাম কৈ, আমি তোমার হইলাম কৈ?

ভাল হইতে ত চাই, সকলকে ভালবাসিতে চাই, শত্রু মিত্র আপন পর না রাখিয়া তোমার মত সকলকে আত্মভাবে দেখিতে চাই কিন্তু পারিনা কেন? হরি! হরি! ভাল হইতে নিরন্তর চেষ্টা করিনা বলিয়া পারিনা—সর্ব্বদা তোমায় স্মরণ করিয়া করিয়া সাধনা করিনা বলিয়া পারিনা; নির্জ্জনে সাধিয়া ব্যবহারে সেই নির্জ্জন সাধনার প্রয়োগ করিনা বলিয়া পারিনা। তথাপি ত তোমার করুণা হইতে বঞ্চিত হই নাই। অহো! কত দয়া তোমার! কত ক্ষমা তোমার! তোমার আজ্ঞা ধরিনা, ধরিতে পারিলেও আজ্ঞামত চলিতে প্রাণপণ করিনা; তবুও তুমি ত্যাগ করনা, তবুও তুমি বল আবার চেষ্টা কর।

আহা ভিতরে যদি সর্ব্বদা তোমার দিকে চাহিতে পারি, সর্ব্বদা যদি সাধিতে পারি স্বরূপে আমি তোমার, স্বরূপে তোমার মত আমার কোন কিছুতে আসক্তি নাই, আমি কোন কিছুই নিতে চাই না—সবই দিতে চাই ভিতরে আমার কোন ভাবনা নাই, আমার কোন সুবিধা অসুবিধা বোধ নাই, আমি ভিতরে সংসার করিনা, সংসারের ভাবনাও নাই, আমি মরিনা আমার আবার জন্মও নাই, এমন কি ভিতরে আমার ক্ষুধা পিপাসাও নাই, আমার শোক মোহও নাই—তোমার আজ্ঞামত নিত্য কর্ম্ম করিয়া শান্ত হইয়া যদি প্রতিদিন এই চিন্তায় হৃদয় ভরিত করিয়া বাহিরের কর্ম্ম করিবার সময়েও এই ভাবনার প্রয়োগ যদি করিতে পারি, এই ভাবনা যদি সর্ব্বদা স্মরণে রাখিতে পারি, তবে বুঝি বাহিরে কর্ত্তা সাজিয়াও ভিতরে নিঃসঙ্গ হইয়াই থাকা যায়।

করুণাবরুণালয়! সকলের জন্য এই প্রার্থনা করিতে করিতে নিজের জন্যও প্রার্থনা করিতেছি তুমি এমন করিয়া দাও যাহাতে আমি এই দিকে পুরুষার্থ

করিয়া ধন্য হইয়া যাইতে পারি ; তোমার হইয়া, তোমার দাস হইয়া সর্ব্বদা স্বরূপ লইয়া এই বিষম মৃত্যু সংসার পার হইয়া যাইতে পারি—আর যাহারা এইরূপ চায় তাহারাও যেন এই দিকে অধ্যবসায় করে।

আর এক কথা। নিয়ম করিয়া স্বরূপ ভাবনা অভ্যাস কর, দেখিবে তোমার নিজত্ব ছাড়িয়া যাইতেছে। আমি করি, আমি খাই, আমি চলি, আমি ফিরি—এ সবই ত নিজত্ব—এই গুলি সমস্তই সম্পূর্ণ মিথ্যা। সত্য কথা হইতেছে আমি পূর্ণ, আমি চলন রহিত, আমি আত্মা, আমি চৈতন্য। আত্মা কিছুই করেননা। কর্ম্ম এই ত্রিসংসারে যাহা কিছু হইতেছে তাহা করিতেছেন প্রকৃতি, আর স্ত্রী বলিতেছেন স্বামীরই কর্ম্ম সমস্ত। প্রকৃতির কর্ম্ম পুরুষে আরোপ হইতেছে। ইহা একেবারে মিথ্যা। যাহা কিছু হইতেছে তাহা করিতেছেন প্রকৃতি আমি মাত্র তার দ্রষ্টা এবং সাক্ষী—ইহা কল্পনাতেও অভ্যাস কর, কিছু দিন কর দেখ কোথায় যাও। করিয়া দেখ শুভ হইবেই। তাই ত বলি তোমার কথা চিন্তা করা, তোমার দেশের কথা ভাবনা করা—ইহা মানুষের বড় মঙ্গল আনিয়া দেয়। এস আর একবার এই চিন্তা করি।

আহা! কত সুখময়, কত আনন্দময় সে দেশ যে দেশে তুমি আছ। কোন উদ্বেগ নাই, কোন অশান্তি নাই, কোন পীড়ন নাই, কোন কিছুরই অভাব নাই, কাহারও জন্য, কোন কিছুর জন্য ভাবনা নাই, কোন সঙ্কল্প নাই, কোন বাসনা নাই, সব পূর্ণ, সব শান্ত, সব আনন্দময়। আহা! যাঁহারা তোমার কাছে স্থান পাইয়াছেন তাঁহারা তোমাতেই ডুবিয়া আছেন। তোমাকে দেখিয়া দেখিয়া ভরিত হইয়া, পূর্ণ হইয়া আছেন। যে মন্ত্রে দৃষ্টি বিশাল হয়, সেই মন্ত্র পাইয়া সেই বিশাল দৃষ্টি পাইয়া, যে বিশাল দৃষ্টিতে তুমি রমণ কর, সেই দৃষ্টির রমণানন্দে মগ্ন হইয়া নিরন্তর তাঁহারা তোমার মতন হইয়া আছেন। তুমি যখন যা কর তাঁহারাত তোমার সঙ্গে, তোমাকে দেখিয়া দেখিয়া তোমার কার্য্য করিয়াও সেই আনন্দে নিরন্তর ডুবিয়া থাকেন। শত ঝঞ্ঝাবাতে—বৃক্ষ নড়িলেও, যখন ঝঞ্ঝাবাত থাকে না—তখন তাঁহারা "বৃক্ষইব স্তব্ধঃ" থাকেন, তোমাতে ডুবিয়া থাকেন। কোন কিছু করিয়াও করেন না, তোমাতে থাকিয়া, তুমি হইয়া সব করিয়াও কিছু করেন না। আবার বলি আহা! কত সুখের স্থান তুমি, আহা! কত সুখময়, কত আনন্দময় স্থান সে দেশ যে দেশে তুমি আছ। শত শব্দ শত কোলাহল মাথার উপর বহিয়া যাইতেছে, তুমি সেই তরঙ্গ রাশির গভীর অন্তস্তলে নিস্তরঙ্গ স্থানে কোলাহল শূন্য স্থানে আপনি আপনি ভরিত হইয়া

আছ। তাই বলিতেছি কত সুখময় কত আনন্দময় সে দেশ যে দেশে তুমি আছ। আর তোমার দেশে যাঁহারা থাকেন, তাঁহাদের কালের সন্ধি সময় কেমন সুন্দর—ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত, মধ্যাহ্নমুহূর্ত্ত, সায়ংমুহূর্ত্ত—কত সুন্দর। নূতন বৎসরের এইত ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত আসিল। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল—ত্রিভুবন জুড়িয়া আরতির শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। যে হিরন্ময় পাত্রে—সত্যদেব তুমি—তোমার মুখ নিরন্তর আবৃত থাকে—সূর্য্যদেব আপন রশ্মি বাহিরে ছড়াইতে আরম্ভ করিলেন—বাহিরের অন্ধকার—তমোভাব বাহিরে সরিয়া গেল আর ভিতরে আবরণ মুক্ত হইয়া, দেবতা তুমি—তোমার সেই সুন্দর বদন কমল প্রকাশিত হইল—তোমার দেশের সকলে তোমার সেই নয়নাভিরাম, মনোভিরাম, প্রাণাভিরাম মুখপদ্ম দেখিয়া দেখিয়া স্বরূপে ডুবিয়া যাইতে লাগিল। স্বয়ং প্রকৃতি উষারূপ ধরিয়া পুরুষের উপাসনা করিতে আসিলেন। আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিয়া আনিয়া, ফুলের সৌগন্ধে তোমার দেশ আমোদিত করিয়া, বিহগ কাকলীতে কণ্ঠ মিলাইয়া অপূর্ব্ব সঙ্গীত বায়ুরাশির উপরে ছড়াইয়া প্রকৃতি পুরুষের পূজা করিতে আসিলেন। চক্ষে চক্ষু রাখিতেই গণ্ডস্থল কুঙ্কুম রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া উঠিল আর দিক বধূগণ সেই প্রেমতরঙ্গে ভরিত হইয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তোমার দেশের দেবতাগণ অপূর্ব্ব স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া স্বর লহরীর মূর্ত্তি ধরিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। মহাপুরুষগণ, ঋষিগণ, সিদ্ধগণ, জ্ঞানী, ভক্ত, কর্ম্মী—সকলের হৃদয়ে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের আনন্দ লহরী অপূর্ব্ব ঝঙ্কার তুলিল—সন্ধ্যা, পূজা, জপ, ধ্যান, স্তব স্তুতিতে সেই ধূপ ধূনা গুগ্‌গুল সুবাসিত তোমার দেশ সঙ্গীতময় হইয়া উঠিল। আর যে যেখানে জাগিয়া থাকে, তাহার প্রাণে তোমার দেশের পূজার স্পন্দন সাড়া দিল—আমার দেশেও বুঝি ঐ ঐ সময়ে তোমার দেশের সাড়া পৌছায়। করিয়া দেখ পৌছায় কিনা? তাই বলিতেছি যিনি নিজের একান্ত সাধনায় এই পুরুষার্থ যে স্বরূপ চিন্তা ইহার অভ্যাস রাখেন, তিনিই নিজের দাম্ভিকতা, নিজের আত্মম্ভরিতা, এক কথায় অল্পে অল্পে নিজের নিজত্ব ত্যাগ করিয়া, হিংসা দ্বেষ ত্যাগ করিয়া, সকল মানুষকে একপ্রাণ করিয়া সমকালে নিজের উন্নতি এবং সমাজের প্রকৃত উন্নতির পথে চলিতে পারেন। ইহা ভিন্ন কথা ও কাজ কখন এক হইবে না। কথা ও কাজ এক করিবার জন্য সাধনা চাই নতুবা শুধুই বচনে কোন লাভ নাই।

প্রার্থনা।

ওহে বিশ্বাধার, প্রার্থনা দীনার, তব শ্রীচরণ আগে।
(যেন) এ নব বরষে, নবীন হরষে, মানস কুসুম জাগে ॥
ওহে দীন নাথ, ক'র সুপ্রভাত (যেন) স্বপন হইতে জাগি।
তোমারি আলোকে, ফুটিয়া পুলকে (যেন) তোমারি সেবাতে লাগি
ওহে—সাধনার সার, এ গতি হীনার, তোমা বিনা কোথা গতি।
তব কৃপাবলে, পাষাণী মানবী, পদতলে ভাগীরথী ॥
যে চরণ লাগি, শিব সর্ব্বত্যাগী, মুখে ব্যোম ব্যোম বলে।
মম—মানস বিহঙ্গ, ত্যজিয়া কুসঙ্গ (যেন) মহাশূন্যে সদা খেলে ॥
নীলিমার কোলে, যত পাখী খেলে, নবীন প্রভাতী তালে।
করিয়া আরতি, জাগায় ভারতী, পরাণে তুফান তুলে ॥
কবে—নবরসে মাতি, করি পাতি পাতি, তোমারে খুঁজিব হরি।
দেহ নব কলেবর, ওহে জলধর, যেন চাতকী হইয়া মরি ॥
কবে—বহিরঙ্গ বাস, ছাড়ি শ্রীনিবাস, তোমার পরশ পাব।
নব বেশ ধরি, তব বাসে হরি, আপনা পাশরি রব ॥
দীনা—অন্নপূর্ণা যাচে, রব পাছে পাছে, তোমারে থুইয়া আগে।
যা কিছু করিব তোমারে জানাব, তব লাগি রব জেগে ॥

তন্ত্র শাস্ত্র।

শিব শক্তির উপাসনা বিষয়ক শাস্ত্রই তন্ত্রশাস্ত্র। সমস্ত জ্ঞানরাশির আশ্রয় যে বেদ, বিশাল তন্ত্রশাস্ত্র সেই বেদেরই অঙ্গ। অথর্ব্ব বেদের বহু প্রক্রিয়া এই তন্ত্র-শাস্ত্র সহজ করিয়া সাধনার সহিত বিবৃত করিয়াছেন।

দেবীনাঞ্চ যথা দুর্গা বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা।
তথা সমস্ত শাস্ত্রাণাং তন্ত্রশাস্ত্রমনুত্তমম্ ॥

সমস্ত দেবীর মধ্যে যেমন দুর্গা, বর্ণের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ, সেইরূপ সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে তন্ত্রশাস্ত্র শ্রেষ্ঠ।

আবহমানকাল হইতে তন্ত্রশাস্ত্রমত কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। ভগবান্ বাল্মীকি অযোধ্যাকাণ্ডে ৫৩ সর্গের ৮৯ শ্লোকে দেখাইতেছেন জগন্মাতা সীতাদেবী ৺গঙ্গাপার হইবার সময় ৺গঙ্গার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

সুরাঘট সহস্রেণ মাংস ভূতৌদনেন চ।
যক্ষ্যেত্বাং প্রীয়তাং দেবি পুরীং পুনরুপাগতা ॥ ৮৯

দেবি গঙ্গে আমি বনবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়া সহস্র ঘট সুরা এবং মহাবলি দান করিয়া তোমার পূজা দিব—দেবি! তুমি প্রসন্ন হও। এক এক যুগে এক এক আচার প্রাধান্য লাভ করিলেও তন্ত্রশাস্ত্রের ব্যবহার মনে হয় চিরদিনই আছে।

কুলার্ণব তন্ত্র বলিতেছেন—

কৃতে শ্রুত্যুক্ত আচার স্ত্রেতায়াং স্মৃতি সম্ভবাঃ।
দ্বাপরে তু পুরাণোক্তাঃ কলাবাগম সম্মতাঃ ॥

সত্যযুগে শ্রুতির আচার মত লোকে চলিত, ত্রেতাতে স্মৃতি মতে, দ্বাপরে পুরাণ মত কিন্তু কলিযুগে আগম মত কর্ম্ম করাই বিধি।

বিশাল তন্ত্রশাস্ত্র আগম ও নিগম ভেদে দ্বিবিধ। আগমে জগদম্বা পার্ব্বতী মহাদেবকে জীবের নিস্তারের উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন আর দেবাদিদেব রক্ষার উপায় বলিতেছেন। নিগমে মহাদেব প্রশ্ন করিতেছেন আর দেবী উত্তর দিতেছেন। মহাদেব দেবীকে বলিতেছেন "গুরুস্তং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং অহমেবপ্রকাশকঃ" পার্ব্বতী তুমিই সর্ব্ব শাস্ত্রের গুরু আর আমি মাত্র প্রকাশক। আরও ঐখানে বলা হইয়াছে"কথং ত্বং জননী ভূত্বা বধূস্ত্বং মম দেহিনাম্। উক্ত্বা চোক্ত্বা ভাবয়িত্বা ভিক্ষুকোঽহং নগাত্মজে"। তুমি জননী হইয়া বধূরূপে বিহার কর কিরূপে, ইহা বলিয়া বলিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া ইহার তত্ত্ব না পাইয়া নগাত্মজে আমি ভিক্ষুক হইয়া আছি।

তন্ত্র শাস্ত্রে যে শিব শক্তির কথা আছে প্রথমেই এই শিব বা কে এবং শক্তিই বা কে ইহা জানা উচিত। শিব শক্তির কৃপা ভিন্ন এই তত্ত্ব জানিবার শক্তি কাহারও নাই। ইহারা যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন তাহা বুঝিতেই চেষ্টা করিতে হয়।

সৌন্দর্য্য লহরী বা আনন্দ লহরী ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রণীত বলিয়াই প্রচলিত। কিন্তু কোথাও কোথাও দেখা যায় ইহা আচার্য্য প্রণীত নহে। যাহা হউক সৌন্দর্য্য লহরীতে প্রথম শ্লোকে শিবশক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে আচার্য্য কিছু

বলিয়াছেন। সৌন্দর্য্যরূপ সমুদ্রের লহরী এই গ্রন্থ বলিয়া গ্রন্থের নাম সৌন্দর্য্য লহরী। ইহার প্রথম শ্লোকে বলা হইয়াছে—

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং
ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।
অতস্ত্বামারাধ্যাং হরিহর বিরিঞ্চ্যাদিভিরপি
প্রণন্তুং স্তোতুং বা কথমকৃতপুণ্যঃ প্রভবতি॥

শিব = পরব্রহ্ম আর শক্তি = শব্দব্রহ্ম।

হে ভবতি—হে প্রকাশ স্বরূপে! যদি শিবঃ আনন্দময়ং পরং ব্রহ্ম শক্ত্যা ভবদ্রূপয়া প্রকৃত্যা শব্দ ব্রহ্মরূপয়া যুক্তঃ তর্হি প্রভবিতুং প্রভুর্ভবিতুং শক্তঃ (কর্ত্তুম কর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং যঃ সমর্থঃ স প্রভুঃ) চেৎ যদি এবং শক্ত্যা যুক্তঃ ন তর্হি দেবঃ স্পন্দিতুং কিঞ্চিচ্চলিতুমপি ন কুশলঃ সমর্থঃখলু। অতঃ হেতোঃ হরিহর বিরিঞ্চ্যাদিভিঃ অপি আরাধ্যাং ত্বাং প্রণন্তুং নমস্কর্ত্তুং স্তোতুং বা অকৃতপুণ্যঃ জনঃ কথং প্রভবতি সমর্থো ভবতি ন কথমপীত্যর্থঃ।

হে প্রকাশ স্বরূপে! শিব অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পর ব্রহ্মের যদি শক্তি-রূপা তোমার সহিত সম্বন্ধ হয় তবেই ব্রহ্ম কোন কিছু করিতে বা না করিতে বা অন্যথা করিতে সমর্থ হন; যদি শক্তিযুক্ত না হন তবে তাঁহার নড়িবার পর্য্যন্ত শক্তি থাকে না। এই জন্য বিষ্ণু রুদ্র ব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও তুমি আরাধ্যা। যে ব্যক্তি অকৃত পুণ্য—যে ব্যক্তি যাগ যজ্ঞাদি না করিয়াছেন এরূপ ব্যক্তি তোমাকে প্রণাম করিতে বা তোমার স্তব করিতে কিরূপে সমর্থ হইতে পারে?

শক্তিকাগম সর্ব্বস্বে বলা হইয়াছে—

শক্তিং বিনা মহেশানি সদাহং শবরূপকঃ।
শক্তি যুক্তো যদা দেবি শিবোঽহং সর্ব্ব কামদাঃ॥
শক্তি যুক্তং জপন্মন্ত্রং ন মন্ত্র কেবলং জপেৎ।

পূর্ণ ব্রহ্ম যখন আপনার শক্তিকে ক্রোড়ীভূত করিয়া রাখেন অর্থাৎ ব্রহ্ম যখন শক্তির সহিত মিলিত হইয়া থাকেন, যখন শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন অবস্থায় থাকেন তখন ব্রহ্ম নির্গুণ—অস্পন্দ স্বভাব। শক্তি শূন্য অবস্থায় তিনি শব। শক্তিযুক্ত হইলে তিনি শিব—সর্ব্বকামনা সিদ্ধিদাতা। এই জন্য শক্তি-যুক্ত করিয়া মন্ত্র জপ করিবে শুধু মন্ত্র জপিবে না। মাতৃকা তন্ত্রে বলা হইয়াছে ককারাদি ক্ষকারান্ত ব্যঞ্জনবর্ণ শিবরূপী আর অকারাদি ষোড়শ স্বরবর্ণ শক্তি-

রূপ। শিবশক্তিময় বর্ণ হইলে শব্দার্থ প্রতিপাদন হয়, নতুবা কিছুরই প্রকাশ থাকে না। "শক্ত্যা বিনা শিবে সূক্ষ্মে নাম ধাম ন বিদ্যতে"—শক্তি গ্রহণ না করিলে শিবের নাম ধাম কিছুই নাই। ইনি তখন আপনি আপনি নির্গুণ ব্রহ্ম, কোথাও নাই অথচ যেখানে ভাবিবে সেইখানে আছেন।

অল্প কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় শিবই পরব্রহ্ম আর শক্তি—শব্দ ব্রহ্ম বা বেদ। পরব্রহ্মে ও শব্দব্রহ্মে ভেদ নাই। যো বেদ স পরং ব্রহ্ম তদেব ব্রহ্মরূপ ধৃক্॥ বেদই পরব্রহ্ম। বেদই ব্রহ্মরূপ ধারণ করেন। এই জন্য তত্ত্ব-কথা হইতেছে—

শব্দ ব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম ব্রহ্মদ্বয় মিহোচ্যতে।
শব্দ ব্রহ্ম বিনা দেবি পরস্তু শবরূপ ধৃক্॥

ভাষার সাহায্যে যেমন ভাবের প্রকাশ সেইরূপ শক্তির সাহায্যে শিবের প্রকাশ। নতুবা শিব নাম ধাম শূন্য আপনি আপনি।

আপনি—আপনি নির্গুণ ব্রহ্মই মূল তত্ত্ব। যাহা কিছু দেখা যায় তাহার মূলে এই চিৎ বা জ্ঞানানন্দ স্বরূপ নিত্য বস্তুই আছেন। ইঁহার দুই স্বভাব। অস্পন্দ স্বভাবই ইনি—আপনি আপনিই আছেন, অন্য কিছুই নাই, অন্য কিছুই উঠে না—ভাসে না। ইনি এই অবস্থায় শক্তির সহিত এক হইয়াই থাকেন। নির্গুণ ব্রহ্মে নির্গুণা শক্তি সদাই এক হইয়া আছেন। ইঁহার আর একটি স্বভাব আছে। এইটি স্পন্দ স্বভাব। এই স্পন্দ স্বভাব আপনা হইতে ভাসেন, ভাসিয়া বহির্মুখ হইয়া জগৎ বিস্তার করেন।

এই যে জগৎটা দাঁড়াইয়া অছে এটা জগৎ নহে, এটা ব্রহ্মই। অবিচারিত সিদ্ধা মায়াশক্তি বা ব্রহ্মের স্পন্দ স্বভাবই ব্রহ্মকে জগৎরূপে দেখাইতেছেন। ব্রহ্মই মায়া সাহায্যে জগৎরূপে অবস্থিত। রজ্জুকে অবলম্বন করিয়া সর্প ভাসিয়াছে কিন্তু মূলে সর্প আদৌ ভাসে না। রজ্জু সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকায় অজ্ঞানেই রজ্জুকে সর্প মত মনে হয়। সেইরূপ ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকায় ব্রহ্মকেই মিথ্যা জগৎরূপে দেখা হইয়া যায়; জ্ঞান হইলে জগৎ নাই ব্রহ্মই আছেন।

এই অজ্ঞানাবরণ—এই জগদাবরণ সরাইবার জন্যই বেদ, তন্ত্র, পুরাণাদি শাস্ত্র উপদেশ করিতেছেন। অজ্ঞানের প্রভাব এতাদৃশ যে ইহা সত্যবস্তুকে ঢাকিয়া রাখিয়া মিথ্যাকে সত্যমত দেখাইতেছে। "তেজোবারি মৃদাং যথা বিনিময়ঃ যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং সত্যং পরং ধীমহি"

শ্রীভাগবত প্রথমেই জগৎকে মিথ্যা বলিয়া পরম সত্য এই আপনি আপনি ব্রহ্মের নিদিধ্যাসনের কথা বলিতেছেন।

এই যে স্পন্দশক্তি—ইনি একভাগে সর্ব্বদা ব্রহ্মের দিকে স্পন্দিত হয়েন। ইহা বরণীয় ভর্গ। অন্যদিকে এই স্পন্দশক্তি ব্রহ্মকে আবৃত করিয়া ব্রহ্মকে জগৎরূপে দেখাইয়া সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করিতেছেন। চিৎশক্তিই বরণীয় ভর্গ আর মায়া শক্তিই অবরণীয় ভর্গ। এই মায়াশক্তিই জীব মোহ কারিণী।

শিব শক্তি সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে এই পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া আমরা আগামী বারে আলোচনা করিব নির্গুণ ব্রহ্ম, নির্গুণা শক্তি যে সগুণ ভাব ধারণ করেন—ইহা কি এবং জীব ভাবই বা কোথা হইতে আসিল? শিব শক্তির উপাসনায় কোথায় এই উপাসনা করিতে হয় আর কেমন করিয়া বা এই উপাসনা সিদ্ধ হয়? এই উপাসনার অপরাপর সাধনাই বা তন্ত্রশাস্ত্র কিরূপ দেখাইতেছেন?

সাধ।

আর খেলা খেলবনা হরি, খেলায় আমার বড় ভয়।
আমি যারে আপন ভাবি, সেইত ফাঁকি দিতে চায়॥
খেলব এবার তোমায় লয়ে, ভবের ভূষণ পরাইয়ে।
আমার সকল অভাব দূরে যাবে, শান্তি মাখা দুটি পায়॥
মা বলিয়ে কোলে যাব, সখা বলে সঙ্গ লব।
আবার বাৎসল্য ভাবেতে কব, সোণার কমল কোলে আয়॥
প্রাণভরে ডাকিয়ে আমি, প্রাণ জুড়াব জগৎ স্বামী।
শূন্য প্রাণ আজ পূর্ণ ক'রে, লুকিয়ে রাখব চাঁদ তোমায়॥
তুমি নাকি ক্ষমা দানে, বঞ্চিত করনা দীনে।
দীনা হীনা অন্নপূর্ণা, বেঁচে আছে ঐ আশায়॥
পাতকী তরাতে নাকি নাম ধরেছ কমল আঁখি।
আমি যদি পড়ে থাকি, কার কলঙ্ক হবে তায়?
নির্বেদ চরণে তব, সদা রাম রাম কব।
এই অঙ্কেতে শূন্য দিয়ে, পূর্ণ কর অভিনয়।

নূতন বৎসরে—আবার চেষ্টা।

বর্ষ যায়, বর্ষ আইসে—কাহারও মুখাপেক্ষাত করে না। তুমি ভাল হইতে পারিলে কি না পারিলে, তুমি শান্তি পাইলে কি অশান্ত রহিলে, তোমার ভাল কর্ম্ম হইল কিনা হইল, তোমার জাতি জাগিল কি মৃত্যুমুখে ছুটিল, সূর্য্যদেব তাহাতে উদাসীন থাকিয়া, চন্দ্রদেব তাহাতে নিরপেক্ষ থাকিয়া, দিবারাত্রি, ঋতুমাস তাহার দিকে না চাহিয়া নিজে নিজের স্থানে থাকিয়া, আপন আপন কর্ম্ম করিয়া চলিলেন। তোমার কর্ম্ম তোমাকেই করিতে হইবে।

গত বৎসরে সুবিধা করিয়া কিছুই করিতে পারিলেনা গত বৎসরে বিঘ্ন সরাইবার জন্য কাতর প্রাণে তাহাকে ডাকিতে পারিলেনা, সে জন্য হা হতাশ করিয়া উপস্থিত সময় বৃথা নষ্ট করিয়া লাভ কি? হায়! আমি যে মনের মতন করিয়া কিছুই করিতে পারিতেছি না, ভবিষ্যতে আমার কি হইবে এই ভাবিয়া ভাবিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিয়া কি হইবে?

আবার নূতর বৎসর আসিল। যাহা গত হইয়াছে, তাহা না ভাবিয়া, ভবিষ্যতে কি হইবে কি না হইবে তাহাও না ভাবিয়া উপস্থিত বৎসর কি করিয়া কাটাইবে তাহায় ব্যবস্থা করাইত ভাল।

কি করিয়া নূতন বৎসরে চলিবে? এস এস এতদিন কিছু পারিলেনা বলিয়া সময়ের অসৎ ব্যবহার করিও না। এস এস আবার চেষ্টা করি এস। এতদিন কিছু করার মত করিতে পারিলাম না ইহা দ্বারা প্রাণটাকে ব্যাকুল করিয়া আবার চেষ্টা করি এস। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করাই জীবন্ত নরনারীর এক মাত্র কার্যা। মরা মানুষ শুধু দুঃখই করে, দুঃখের প্রতীকার করিতে চেষ্টা না করিয়া শুধু হায় হায় করে। ইহাই ত জড়ের কার্য্য। যে শুধু শোক করে, শোকের প্রতীকারের চেষ্টা করেনা, মঙ্গলময় তাহার জন্য কি করিবেন? তিনি ত সব উপায় বলিয়া দিয়াছেন, এখনও বলিয়া দিতেছেন, তিনি ত সাহায্য করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াই আছেন, তুমি অতি সামান্য চেষ্টা করিলেও তিনি হাতে ধরিয়া লইয়া যান। এস এস আবার চেষ্টা করি এস। এতদিন ত চেষ্টা করিলাম—কৈ কি হইল এই বলিয়া হতাশ হওয়া—মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধানের বিপরীত দিকে যাওয়া মাত্র। এস এস আবার উঠিতে চেষ্টা করি

এস। অনেক পাপ আছে তাই হয় না, এস এস পাপ ত্যাগ করিয়া তাঁহার উপদেশ মত চলিতে আবার চেষ্টা করি এস।

তোমার কেহ নাই ইহা ভাব কেন? ভগবান্ তোমরে হৃদয়ে রাজা হইয়া বসিয়া আছেন। তোমার গুরু তাঁহারই প্রতিনিধি। শাস্ত্র তাঁহারই শাসন বাক্য। তোমার উপকার করিবার জন্য তোমার পিতৃলোকে আছেন, তোমার মঙ্গলের জন্য দেব লোক আছেন। তুমি এত থাকিতেও কেহ নাই বলিয়া ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্ব্বল্যে অনার্য্য হইয়া যাইবে কেন? ক্লীবত্বের প্রশ্রয় দাও কেন? এস এস আবার উঠিতে চেষ্টা করি এস।

প্রাণ হইতেছেন সমস্ত চেষ্টার কেন্দ্র। এই প্রাণ কে কাহাকেও দিতে হইবে? কাহাকে দিবে? কে প্রাণ নিতে পারেন? কত স্থানে কত লোককে দিতে গিয়া ত ঠকিয়াছ? প্রাণ নিতে পারেন তিনিই। যদি বল—প্রাণ ত কাহাকেও দিতে পারি নাই—মিথ্যা কথা। শ্রীগুরুকে, শাস্ত্রকে প্রাণ দিতে না পারিলেও দিয়াছ এক জনকে। যে তোমায় সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করায়, যে তোমাকে সর্ব্বদা রিপুর প্রশ্রয় দিতে বলে তাহাকে প্রাণ দিয়াছ, তাঁহার জন্য তুমি শত শত চেষ্টা করিতেছ। ওইত তোমাকে এখনও ছুটাইতেছে, ওইত তোমাকে বলিতেছে যাহা ভাল লাগে তাহাই কর। এত দিন ত ভাল লাগালাগির দিকে ছুটিলে—ভাল লাগালাগি থাকিল কি? এখনি ভাল লাগিল, পরক্ষণেই ভাল লাগা সরিয়া গেল। কত বার ত বলিলে আহা! ইহাকে দেখিয়া ভরিয়া গেলাম। ভরিয়াই যদি গেলে তবে আবার দুঃখ কেন? ভরিয়া যাও যাও নাই। যে বলিতেছে ভরিয়া যাইতেছ সে প্রতারণা করিতেছে।

কে প্রতারণা করে জান? কে তোমায় বাহিরে ছুটায় জান? কাহাকে প্রাণ দিতে, কাহার জন্য চেষ্টা করিতে তুমি ছুটিতেছ জান? তুমি প্রকৃতিকে প্রাণ দিতে ছুটিতেছ—প্রকৃতি বাহিরে আপাতরমণীয় কিছু দিয়া তোমাকে প্রতারণা করিতেছে। প্রকৃতিকে প্রাণ দিওনা। অবরণীয় ভর্গকে প্রাণ দিও না। নষ্টা প্রকৃতিকে প্রাণ দিও না। ইনি সর্ব্বদা মোহ উৎপাদন করেন, ইনি অতি ক্ষণস্থায়ী সুখের প্রলেপ দিয়া তোমাকে পুনঃ পুনঃ শোক সাগরে উন্মজ্জিত নিমজ্জিত করিতেছেন। তুমি বরণীয় ভর্গকে প্রাণ দাও—শিষ্টা প্রকৃতিকে প্রাণ দাও। এই শক্তিই মা, এই শক্তিই গায়ত্রী, এই শক্তিই তোমার উদ্ধার কর্ত্রী। ইনিও তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরেতেছেন। দুষ্টাকে

অগ্রাহ্য কর, শিষ্টাকে গ্রহণ কর। অমঙ্গলময়ীকে অগ্রাহ্য কর, মঙ্গলময়ীকে গ্রাহ্য করিতে চেষ্টা করি এস।

তোমার দুঃখ কি তাহাই ভাল করিয়া ধর। তুমি কাহারও হইতে পারিলে না—কাহারও উপর বিশ্বাস করিতে পারিলে না—কাহারও কথায় নিজের নিজত্ব অগ্রাহ্য করিয়া, তাঁহার কথা পালন করিতে প্রাণপণ করিতে পারিলেনা এইত তোমার দুঃখ? প্রকৃতির গোলাম হইয়া থাকিলে, মনের, ইন্দ্রিয়ের, আপাতঃ রমণীয়ের লোভে পড়িয়া থাকিলে, নিজেকে দুষ্টা প্রকৃতিতে বিলাইয়া রাখিলে—তোমার ভাল হওয়া হইবে না।

কঠিন কথা—নিজত্ব ত্যাগ করা। কিন্তু করিতেই হইবে; ইহার উপায় শাস্ত্র কতরূপে বলিতেছেন—শ্রীগুরু কত প্রকারেই ইহা ধরাইয়া দিতেছেন।

এস এস নূতন বৎসরে এই দিকে পুরুষার্থ করি এস। এস এস এই চেষ্টা করি এস।

শ্রীগুরু, শাস্ত্র ইহার বহু উপায় বলিয়াছেন। বহু উপায়ের মধ্যে দুইটী উপায়ের আলোচনা করা যাইতেছে। একটি জ্ঞান মার্গের উপায় অন্যটি ভক্তি মার্গের।

প্রথমে জ্ঞান মার্গের উপায়টি বুঝিতে চেষ্টা করি এস।

এই যে জগৎটা দাঁড়াইয়া আছে দেখিতেছ—এটাকি জগৎটাই দাঁড়ইয়া আছে, না আর কেহ জগৎরূপে অবস্থিতি করিতেছে? জগতের জ্ঞান গুরু যিনি, তিনি বলিতেছেন ব্রহ্মই জগৎরূপে দাঁড়াইয়া আছেন। জগৎরূপটি মায়ার বিজৃম্ভন আর যাঁহার উপরে এই মায়ার পটক্ষেপ তিনি ব্রহ্ম। জ্ঞানগুরু বলিতেছেন মায়া যোগে ব্রহ্মেরই জগৎরূপে অবস্থিতি। এই মায়াই ব্রহ্মকে জগৎরূপে দেখাইতেছেন। কাজেই ব্রহ্ম এক থাকিয়াও মায়া দ্বারা সর্ব্বময় অসর্ব্বময়, নিপ্রপঞ্চ সপ্রপঞ্চ সৎ অসৎ, স্থূল সূক্ষ্ম, সত্য অসত্য হইয়া প্রতিভাত হইতেছেন। এই মায়া বড়ই দুরত্যয়া—ইহাকে অতিক্রম করা মানুষের অসাধ্য। তবে মানুষ যদি শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হয় তবে তিনিই আপনার মায়ার পট উত্তোলন করিয়া লয়েন। শরণাপন্ন হইলে তবে দুষ্টা মায়া সরিয়া যান আর বরণীয় ভর্গ হস্ত ধারণ করেন। শরণাপন্ন হইবার জন্য কি করিতে হয়? "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" চক্ষের যে ধর্ম্ম প্রকৃতিকে দেখা সেইধর্ম্ম ত্যাগ কর, কর্ণের যে ধর্ম্ম নানা কথা শুনা তাহা ত্যাগ কর, এইরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম, মনের ধর্ম্ম প্রকৃতিকে

দেখা শুনা স্পর্শকরা ভোগকরা এই সমস্ত ত্যাগ করিয়া ভিতরে যিনি রাজা হইয়া আছেন, তাঁহার দিকে ফিরিতে পুনঃ পুনঃ যত্ন কর। কাজেই বাহিরের দেখা শুনা ইত্যাদি ছাড়িয়া ভিতরে থাকিতে প্রয়াস পাও। কিন্তু বাহির ত একেবারে ছাড়িতে পারিবেনা। সেই জন্য সত্য কথা যাহা তাহা গুরুমুখে ও শাস্ত্রমুখে বেশ করিয়া শ্রবণ কর, করিয়া তাহা বুঝিয়া তাহাই সর্ব্বদা মনন করিতে অভ্যাস কর। গুরু বলিয়া দিতেছেন এই জগতে কাহারও কিছু মাত্র সুখ বা দুঃখ নাই সমস্তই আত্মময়। এই সত্যটি ভাল করিয়া বুঝিয়া লও। ব্রহ্ম বা আত্মাই, আপন মহিমা, আপন জ্যোতি আপন শক্তি মণ্ডিত হইয়া নিত্য অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার শক্তির অবরণীয় ভাগ তাঁহাকে ঢাকিয়া আছে—তাঁহাকে মিথ্যা আবরণে আবৃত করিয়া তাঁহাকেই অন্যরূপে দেখাইতেছে কিন্তু সেই চিতের শ্রেষ্টশক্তি যে রমণীয় ভর্গ—গায়ত্রী—ইহা তাঁহাকেই দেখাইয়া দিতেছে। অসত্যের আবরণ, মিথ্যার ভ্রম—ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। রজ্জুকে সর্পভ্রম হইলেও সর্প আদৌ নাই। রজ্জুই আছেন। মণি যেমন অকারণ স্বীয় তেজোময়ী কান্তি প্রসারিত করে, সেইরূপ আত্মাও এই পরিদৃশ্যমান সৃষ্টি বিস্তার করেন। ইহা জানিয়া বাহিরটা হইতে মনকে ভিতরে—আত্মাতে লইয়া চল। ইহারই জন্য সত্য সত্য না পারিলেও কল্পনায় বাহিরের দেখা শুনা স্মরণ করা পুনঃ পুনঃ অগ্রাহ্য করিয়া সেই সত্যং শিবং সুন্দরংকে এক মাত্র সত্য জানিয়া তাহাই পুনঃ পুনঃ স্মরণে আনিতে অভ্যাসের চেষ্টা কর। অন্ততঃ কল্পনাতেও বাহিরের দেখা শুনা স্মরণ করা—মিথ্যা দেখা, মিথ্যা শুনা, মিথ্যা স্মরণ করা ভাবিয়া ভাবিয়া মন হইতে তাড়াইতে প্রয়াস করা আর সেই জ্যোতির্ম্ময় তেজোময় অমৃতময় সর্ব্বশক্তিময় আত্মাকে ভাবিয়া ভাবিয়া আপনাকে জ্যোতিরূপে ভাসাইতে প্রয়াস পাও।

এই রমণীয় দর্শনই তোমার স্বরূপ। আজ স্বরূপ হইতে—মায়াকে প্রশ্রয় দিয়াছিলে বলিয়া—স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইয়া বিরূপ হইয়া দুঃখ পাইতেছ। স্বরূপের চিন্তায় বিরূপের বাহিরে দর্শন শ্রবণ স্মরণ পুনঃ পুনঃ অগ্রাহ্য করিয়া করিয়া গুরুদত্ত কর্ম্মগুলি কর। আর বাহিরের কর্ম্ম যখন করিতে হইবে তখন ও নিত্য পুনঃ পুনঃ বিচার কর কর্ম্ম যাহা হইতেছে তাহা সর্ব্বশক্তিমান জ্যোতির্ম্ময় আত্মার সন্নিকটে থাকিয়া প্রকৃতিই চৈতন্যদীপ্তা হইয়া করিতেছেন। আর প্রকৃতির কর্ম্ম আত্মাতে আরোপিত হইতেছে। এই আরোপেই উঠিতেছে আমি করি, আমি খাই, আমি কথা কই, আমি জপ করি, ধ্যান

করি ইত্যাদি। যথার্থ কিন্তু আমি কিছুই করিনা প্রকৃতিই সব করেন। যখন যে কর্ম্ম হইতেছে তাহাতেই লক্ষ্য রাখ প্রকৃতি করিতেছেন আমি পরম শান্ত, আমি দ্রষ্টা, আমি সাক্ষী। জ্ঞানগুরু সেইজন্য উপদেশ করিতেছেন "যে ব্যক্তি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার ফলের প্রতি লক্ষ্য না করে এবং তজ্জনিত হর্ষ শোক অনুভব না করে, দিবসে অন্ধকারের ন্যায়, শরৎকালে মেঘমণ্ডলের ন্যায় সত্ব রজঃ তমঃ ইত্যাদি গুণ সমুদায় তাহাতেই শুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়। এইভাবে আত্ম তত্ব শোধন করিয়া বিদ্যাতত্ত্বের পুনঃ পুনঃ অভ্যাসে—প্রথমে আমি তোমার হইয়া—পরে আপনাকে শিবতত্ত্বে মিশাইয়া আপনার স্বরূপে বিশ্রাম লাভ কর।

স্বরূপ চিন্তার জন্য একটি স্তব বুঝিয়া বুঝিয়া নিত্য অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত করিয়া ফেলে। স্তবটি এই।

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একংনিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধী সাক্ষীভূতম্
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরু তং নমামি॥

ব্রহ্মানন্দ কি, পরম সুখদ কিরূপে, জ্ঞানমূর্ত্তি কেমন করিয়া ইত্যাদি গুরুমুখে বেশ করিয়া জানিয়া লইয়া আমার স্বরূপই এই ইহার ভাবনা পুনঃ পুনঃ নিত্য অভ্যাস কর। আমার স্বরূপে আমি ঐ হইলেও আমি এত বিরূপের কার্য্য করি কেন সেই জন্য বিরূপকে পুনঃ পুনঃ স্বরূপ স্মরণের অভ্যাসে সচেষ্ট কর। জ্ঞানমার্গের কথা এই পর্য্যন্ত থাকিল।

এখন ভক্তিমার্গের কথা শুন। ভক্তিমার্গে সকলে যাহা করিতে পারিবে তাহা নাম করা। স্বরূপটি শুনিয়া লইয়া রাম রাম কর। ব্যবহারিক জগতে যাহা দেখ রাম রাম করিতে করিতে দেখ, যাহা শুন রাম রাম করিতে করিতে শুন, যাহা খাও রাম রাম করিতে করিতে খাও ইত্যাদি। পারিবে এই দিকে পুরুষকার করিতে? ইহাতেই নিজত্ব থাকিবেনা। কেমন করিয়া জান? রাম রাম জপিতে জপিতে রামের রূপ চিন্তা হৃদয়ে আসিবে, রামের গুণচিন্তা স্বাধ্যায়ে আসিবে। বাহিরে কিছু ভাল লাগিলেই রাম রাম করিয়া রামের রূপ ভাবিয়া রামের লীলা স্মরিয়া, রামের স্বরূপে আসিয়া তোমার স্বরূপই রামর ভাবিয়া নিজের হৃদয়ে ডুবিতে পারিবে। এই সাধনা কর দেখিবে শ্রুতি

"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা" সাধনা চলিতেছে। রাম রাম করিতে করিতে মন হইতে অন্য সমস্ত বাহির করিতে পারিলে জগৎরূপে—মায়া যবনিকার অন্তরালে যে রাম আছেন তাঁহাতে দৃষ্টি পড়িবে তখন রামের হইয়া রামরূপে ডুবিতে পারিবে।

রামলীলায়—নিয়তির পরিহাস।

সকল সংবাদ দান করিয়া রাজারে।
আশীর্ব্বাদ করি কর রাখি শিরোপরে॥
বিদায় লইয়া তবে রাজ সন্নিধানে।
বশিষ্ঠ প্রবর যান আপন ভবনে॥
রাম অভিষেক কথা বিশেষ ভাবেতে।
যখন কহেন গুরু রাজার সভাতে॥
শুনি সে আনন্দ বাণী ভুলি বাহ্যজ্ঞান।
অতি হরষিত চিতে বিমুগ্ধ পরাণ॥
রাম ভক্ত কোন জন সভা হতে আসি।
কৌশল্যা নিকটে গিয়া কহে ফুল্ল হাসি॥
আনন্দ স্বপন সম শুনি শুভ বাণী।
ছুটিয়া আসিনু তোরে জানাতে জননী॥
কালি রাজা হইবেন শ্রীরাম সুন্দর।
সে যে রবি কুল রবি সর্ব্ব গুণাকর॥
কল্যাণ করুণা শান্তি আনন্দ বিধান।
মাধুর্য্য মণ্ডিত ছবি জগতের প্রাণ॥
ভূবন মোহন বেশে ভুবন মোহন।
সিংহাসনে আরোহণ করিবে যখন॥
হইবে কত না শোভা ভাবি বার বার।
কৌশল্যা শুক্তি উদ্ভূত এ মতির হার॥

যতনে ভূষণ করি কণ্ঠেতে পরিয়া।
জনক দুহিতা আছে বিশ্ব বিশরিয়া॥
আনন্দের খনি রাম সাধনার ধন।
নিরখিলে চাঁদমুখ জুড়ায় জীবন॥
জন্ম জন্মার্জ্জিত কত পুণ্য পুঞ্জবলে।
জগত দুর্ল্লভ ধনে পেয়েছ মা কোলে॥
অখিল রমণ রাম পরম পাবন।
ধ্যানে সদা যোগী যারে করে আকিঞ্চন॥
শ্রীরামের গুণ কথা স্বভাব স্বরূপ।
যখন স্মরি মা আমি সে মোহন রূপ॥
কি জানি কি হয় মোর পারিনা বুঝিতে॥
ক্ষুদ্র দেহ অভিমান অজ্ঞান স্বপন।
বিলাস বিভব আশা ভোগ আকিঞ্চন॥
বাসনা বিকার ঘেরা কামনা লালসা।
নিমেষে ছুটিয়া যায় অনিত্য পিপাসা॥
রাম চিন্তা মুগ্ধ শুদ্ধ হৃদয়ে তখন।
আত্মরূপ পূর্ণ ব্রহ্মে করি নিরীক্ষণ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ স্বরূপ।
কখন নিরখি তারে এই বিশ্বরূপ॥
বাসুদেব সর্ব্বময় অনাদি অনন্ত।
প্রেমের মহিমা গুণে হেরি তারে শান্ত॥
খেলিতেছে জীবরূপে প্রতি দেহ গেহে।
অহৈতুকী ভক্তি হলে বাঁধা পড়ে স্নেহে॥
অধিষ্টান রূপ সেই পরম ঈশ্বরে।
তাই মা বেঁধেছ তুমি আপনার ঘরে॥
ধ্যান জ্ঞান যোগ আদি ঐশ্বর্য্য সাধনে।
নানা ভাবে পূজে তারে যে যেমন জানে॥
সুখের স্বপন প্রায় সাধনা মা তোর।
বাৎসল্য ভাবেতে থাক সতত বিভোর॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতি বিশ্ব মূলাধার।

কে বুঝে মা তার খেলা মহিমা অপার॥
বিশ্বজীব হৃদে প্রেম যে করে সিঞ্চন।
কি বুঝিব তারে আমি ক্ষুদ্র আকিঞ্চন॥
তথাপি করেছে মুগ্ধ জানিনা কি গুণে।
তাই অভিষেক বাণী শুনিয়া শ্রবণে॥
ছুটিয়া আসিনু আমি ভুলিয়া আপনা।
হৃদয়ের চির সাধ আনন্দ কল্পনা॥
তোমারে জানালে তৃপ্ত হইবে পরাণ।
কে জানে সাধিতে আর তোমার সমান॥
কহিতে প্রিয়ের কথা ভক্তি অশ্রুজলে।
বহিল নয়ন ধারা আনন্দ বিহ্বলে॥
এ শুভ সংবাদে রাণী প্রফুল্ল অন্তরে।
কণ্ঠহতে হার খুলি দেন তার করে॥
কৌশল্যা চরণে তবে করিয়া প্রণাম।
সে ভক্ত বিদায় লয় গাহি রাম রাম॥
কে জানে বা কি নির্ব্বন্ধ দেবতার মায়া।
লুকান অদৃষ্ট যাহা আনে তার ছায়া॥
সহসা কি যেন চিন্তা হৃদয়ে ফুটিয়ে।
জননী পরাণ তুলে আকুল করিয়ে॥
বিচিত্র ভাগ্যের গতি স্মরিয়া অন্তরে।
রাজ্যেশ্বরী রাম মাতা পশি দেব ঘরে॥
পুত্রের কল্যাণ চাহি ব্যাকুল পরাণে।
পূজিলেন ভক্তিভরে লক্ষ্মী নারায়ণে॥
যে বিশ্ব মঙ্গলদাতা কল্যাণ কারণ।
মাতৃ স্নেহে তার তরে পূজে নারায়ণ॥
চিন্তেন আপন মনে রাণী বার বার।
আনন্দের দিনে চিতে কেন গুরুভার।
সদা সত্যবাদী রাজা প্রতিজ্ঞায় স্থির।
তথাপি জানিনা প্রাণ কেন যে অধীর॥
জানিনা কি গুণে রাণী কৈকেয়ী সুন্দরী।

রাজারে রেখেছে সদা মুগ্ধ প্রায় করি ॥
বেদবাক্য সম রাজা কৈকেয়ী বচন।
আপনারে লঘু করি করেন পালন ॥
তাই পুনঃ পুনঃ হয় মনেতে উদয়।
কৈকেয়ী বচনে কিছু অনর্থ না হয় ॥
জীবনের শত সাধ উঠিতে ফুটিয়া।
আপন মনেতে গেছে ধীরে মিলাইয়া ॥
চির ব্যথা ভরা তাই এ হৃদয়ে মোর।
লভি স্বামী প্রেম কভু হয়নি বিভোর ॥
দেবতার দান রূপে যবে রামধনে।
লভিনু আপন কোলে আনন্দ বেদনে ॥
সে চাঁদ বদন হেরি মূহূর্ত্ত মাঝারে।
ভুলিনু বিষাদ ব্যথা যেন চিরতরে ॥
একটী দিনের তরে সেই হতে আর।
কাঁদেনি হৃদয় লয়ে বেদনার ভার ॥
আজি এ আনন্দ দিনে কিসের লাগিয়া।
করুণ বিষাদ ব্যথা উঠিছে বাজিয়া ॥
অদৃষ্টের অন্তরালে অতি সঙ্গোপনে।
কি জানি কি লুক্কায়িত আছে বা গোপনে ॥
অজানা বিষাদ ব্যথা যেন মর্ম্মে পাই।
বিধির বিধান কিবা আমি ভাবি তাই ॥
রাজা কি আপন বাক্য পালন করিয়া।
করিবেন আশা পূর্ণ রামে রাজ্য দিয়া ॥
কল্যাণী করুণাময়ী জগত জননী।
সর্ব্বসিদ্ধা শুভঙ্করী মঙ্গল দায়িনী ॥
তোমারে ডাকি মা দুর্গে পূজি ও চরণ।
রামের কল্যাণ শিবে কর অনুক্ষণ ॥
পূজি ভক্তিভরে দুর্গা শ্রীপদ দুখানি।
মাগিছেন আশীর্ব্বাদ জুড়ি যুগ পাণি ॥
হেনকালে দেবগণ কহেন বিচারি।

কেমনে রাবণ বধ করিবেন হরি।
গিরিশ গৃহিনী আদ্যা শিবে শুভঙ্করী॥
ভক্তের বাসনা বুঝি হইয়া সদয়।
আশীষ করিয়া যদি দেয় মা অভয়॥
নামের মহিমা জানা আছে চিরদিন।
তা হলে রাবণ বধ হইবে কঠিন॥
মায়া তনু ধারী হরি রাম নারায়ণ।
অযোধ্যার রাজ্য পাট করিলে গ্রহণ॥
কোন্ উপায়েতে হবে রাক্ষস নিধন।
করিতে হইবে তাই বিঘ্ন আচরণ॥
অযোধ্যার সুখ হাট ভাঙ্গি অলক্ষ্যেতে।
কমল কাননে হিম রজনী রূপেতে॥
সাজিব আমরা বিশ্ব মঙ্গল কারণে।
দৈবের বিধান থাকে অদৃষ্টে নয়নে॥
জগত কল্যাণ তার দুষ্টে দণ্ড দিতে।
যখন আসেন হরি এই অবনীতে॥
মোদের সহায় রূপে করেন গ্রহণ।
সর্ব্ব কর্ম্মে হয় তাই দৈব নির্ব্বন্ধন॥
এত বলি দেবগণ চিন্তেন অন্তরে।
এখন উপায় কিবা আছে করিবারে॥
বাণীরে ডাকিয়া তবে তাঁহারা তখন।
কহেন জননি আছে এক নিবেদন॥
তুমি বিনা অন্য কেহ নারিবে করিতে।
মর্ত্ত্যধাম অযোধ্যায় হইবে যাইতে॥
তুমি মাতা বাণীরূপে মন্ত্র তন্ত্র আদি।
প্রণব ব্যাহৃতি বেদ সর্ব্ববাদবাদী॥
সুমতি কুমতি তুমি তুমি ভাবাভাব।
আজি মা ধরিতে হবে নূতন স্বভাব॥
অযোধ্যায় সুখশান্তি আনন্দের মেলা।
প্রমোদ বিলাস রঙ্গ নিত্য নব খেলা॥

ভাঙ্গিতে হইবে আজি দেব কার্য্য জানি।
তুষ্টা সরস্বতীরূপ ধরগো জননী ॥
অসার সংসার মায়া বৃথা অভিনয়।
চিরস্থায়ী নহে যাহা ক্ষণিকে মিলায় ॥
তথাপি অতৃপ্ত আশা বাসা বাঁধি সাথে।
কত ভাঙ্গে কত গড়ে কত চেয়ে থাকে ॥
স্বপনের মত সবি এই আছে নাই।
দেখাইতে ছায়াবাজী সেজেছে সবাই ॥
জগত পতির মায়া মাধুর্য্যের হাট।
অভিনব ভাবময় নব নব ঠাট ॥
মায়াপট আবরণে আপনা আবরি।
খেলিছেন কত খেলা কত ভাবে ভরি ॥
মাতা পিতা সখা ভ্রাতা প্রিয় পত্নী ধন।
আপন ভাবেতে রহে আপনি মগন ॥
এ খেলার হাট ভাঙ্গি ফেল অন্য পট।
রঙ্গমঞ্চে অভিনয় সকলি কপট ॥
যেদিনে বিলয় হবে মায়ার স্বপন।
ঘুচিবে সেদিনে বৃথা পট বিক্ষেপন ॥
অযোধ্যাপুরেতে যাও তুমি গো জননি।
কৌশলে পাঠাবে বনে রাম রঘুমণি ॥
সর্ব্ব ভাবময় রূপ তাহার কারণে।
আশঙ্কা বিষাদ মাতা না আনিও মনে।
বিশ্বের কল্যাণ হেতু জগত আধার।
মায়াময় রূপধারী রাম অবতার ॥
সুখ দুঃখ হাসি অশ্রু কি আছে তাহার।
সর্ব্ব অধিষ্ঠান সেই দ্রষ্টা দৃশ্যাকার ॥
তাহার স্বভাব মায়া দেখায় বিকার ॥
মন্থরাতে অধিষ্ঠান প্রথমে করিয়া।
বনেতে পাঠাবে রামে কৈকেয়ীরে দিয়া ॥
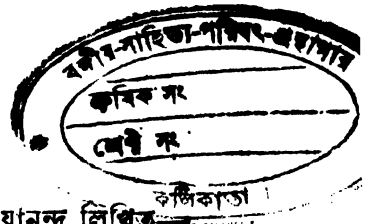
ভার্গব শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ লিখিত—

সংক্ষিপ্ত দেবতাতত্ত্ব।

বক্তা—অচেতন কখনও কোন কর্ম্মের স্বতন্ত্র কর্ত্তা, কোন কর্ম্মের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির প্রভু হইতে পারে না। বেদে, বেদমূলক শাস্ত্রসমূহে এই নিমিত্ত 'ভূত' ও ভৌতিক শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন এই কথা উক্ত হইয়াছে। দেবতা কোন্ পদার্থ, তাহা যথাযথভাবে অবগত হওয়ার প্রয়োজন কত, তুমি ক্রমশঃ তাহা বুঝিতে পারিবে, দেবতাতত্ত্ব না জানিলে, 'শ্রৌত' (শ্রুতি বা বেদবিহিত) ও স্মার্ত্ত (স্মৃতি-গৃহ্যবিহিত), সদাচারাদি কর্ম্মের ফলপ্রাপ্তি হয় না। যাঁহার পূজা করিবে, যদি তাঁহার সহিত তোমার কোন পরিচয় না থাকে, তাহা হইলে, তাঁহার পূজা হইতে পারে না। যে শক্তি দ্বারা যৎকার্য্য সাধিত হয়, সেই শক্তিকে না জানিলে, তৎশক্তি দ্বারা তৎকার্য্য সাধিত হইবে, ইহা অবগত না হইলে, তৎশক্তিসাধ্য কর্ম্মের নিষ্পত্তি হইতে পারে না। অতএব "দেবতা কোন্ পদার্থ," কর্ম্মফলপ্রাপ্তি আকাঙ্ক্ষিত হইলে, তাহা অবশ্য জ্ঞাতব্য। শিব-রাত্রিব্রতের তত্ত্বানুসন্ধানে দেবতা ও দেবযোনি ভূতাদির স্বরূপ বর্ণনের যে প্রয়োজন আছে, তাহা বোধ হয়, তুমি বুঝিতে পারিয়াছ। দেবতা ও দেব-যোনি ভূতাদির স্বরূপনির্ণয় সুখসাধ্য নহে, কারণ ইহাদের স্বরূপ সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে।

দেবতা শব্দের নিরুক্তি।

'দিব্' ধাতুর উত্তর 'অচ্' প্রত্যয় করিলে "দেব" পদ সিদ্ধ হয়; দেব শব্দের উত্তর 'তল্', প্রত্যয় করিয়া ('দেবাত্তল্'—পা ৩।১।১৩৪) দেবতা পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। পাণিনিদেবপ্রণীত ধাতু পাঠে 'দিব্' ধাতুর (১) 'ক্রীড়া', (২) বিজীগিষা' (জয় করিবার ইচ্ছা), (৩) 'ব্যাপার' (কর্ম্ম), (৪) 'দ্যুতি' (জ্যোতিঃ—প্রকাশ), (৫) 'স্তুতি' (গুণকীর্ত্তন), (৬) 'মোদ' (হর্ষ, প্রসন্নতা), (৭) 'মদ' (৮) 'স্বপ্ন' (৯) 'কান্তি' (১০) 'গতি' এই দশবিধ অর্থ উক্ত হইয়াছে। বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রে যদর্থে 'দেবতা' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, চিন্তা করিলে, প্রতীতি হয়, 'দিব' ধাতুর এই দশবিধ অর্থের কোন

না কোন অর্থ তাহাতে সঙ্গত হইতেছে। ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, যাঁহারা ঐশ্বর্য্য দান করেন, যাহা আমাদের অভিমত, ঈপ্সিত, যাহা আমাদের প্রয়োজনীয় যাঁহারা আমাদিগকে তাহা প্রদান করেন, অথবা তেজোময় বলিয়া যাঁহারা পদার্থ সকলকে প্রকাশিত করেন, যাঁহারা পদার্থ সকলের স্বরূপ প্রকটিত করিতে সমর্থ, অথবা যাঁহারা সামান্যতঃ 'দ্যুস্থান' (স্বর্গবাসী) তাঁহারা দেবতা ("দেবো দানাদ্বা দীপনাদ্বা দ্যোতনাদ্বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা।"—নিরুক্তটীকা)। যাঁহারা ক্রীড়া করেন, যাঁহাদের ক্রিয়াই বিশ্বজগতের সৃষ্টি-স্থিতি-ও-লয়ের কারণ, যাঁহারা অসুরগণের বিজিগীষু—যাঁহারা পাপনাশক, যাঁহারা সর্ব্বভূতে বিরাজমান, ব্যাবহারিক জগতে যাঁহারা স্থাবর-জঙ্গম নানারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকেন, যাঁহারা দ্যোতনস্বভাব, যাঁহাদের প্রকাশে নিখিল বস্তু প্রকাশমান, যাঁহারা সকলের স্তুতিভাজন, বিশ্বজগৎ যাঁহাদের গুণ কীর্ত্তন করে, যাঁহাদের বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য খ্যাপন (বর্ণন) করে, যাঁহারা সর্ব্বত্র গতিশীল,—সর্ব্বব্যাপক, যাঁহারা জ্ঞানময়, তাঁহারা 'দেব'—তাঁহারা দেবতা। দেবতা শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে এই সকল অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, যে সকল পদার্থের 'ধর্ম্ম' প্রধানতঃ যে যে মন্ত্রে স্তুত—বর্ণিত, বা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, মন্ত্রের দেবতা বলিতে সেই, সেই পদার্থকে বুঝিতে হইবে ("অথাতো দৈবতং তদ্যানি নামানি প্রাধান্যস্তুতীনাং দেবতানাং তদ্দৈবতমাচক্ষতে।"—নিরুক্ত, দৈবতকাণ্ড)। * ভগবান্ কাত্যায়নপ্রণীত সর্ব্বানুক্রমণীতে উক্ত হইয়াছে, যাঁহার বাক্য, তিনি ঋষি, ঋষি দ্বারা যিনি উক্ত হন, তিনি দেবতা ("যস্য বাক্যং স ঋষিঃ। যা তেনোচ্যতে সা দেবতা।" —সর্ব্বানুক্রমণী)। মহর্ষি শৌনকও বৃহদ্দেবতাতে এইরূপ কথা বলিয়াছেন। * যে, যে মন্ত্রে যে, যে পদার্থের নাম, রূপ, কর্ম্ম ও বন্ধুবর্গ দ্বারা প্রধানতঃ স্তুতি করা হইয়াছে, সেই সেই পদার্থই যখন তত্তৎ মন্ত্রের দেবতা (Subject matter) তখন বলা বাহুল্য, মন্ত্রের দেবতার দর্শন করিতে হইলে, মন্ত্রস্তুত পদার্থসমূহের তত্ত্বানুসন্ধান আবশ্যক।

---

* "যাবন্তো মন্ত্রাঃ সর্ব্বশাখাসু তেষু যানি গুণপদানি লক্ষণোদ্দেশতঃ তানি সর্ব্বাণ্যেব ব্যাখ্যাতানি"—নিরুক্তটীকা।

* "অর্থমিচ্ছন্নৃষির্দেবং যং যমাহায়মস্ত্বিতি। প্রাধান্যেন স্তুবন্ ভক্ত্যা মন্ত্রস্তদ্দেব এব সঃ॥"—বৃহদ্দেবতা।

শব্দের শুদ্ধাশুদ্ধরূপ ব্যবহারের উপরই যথাক্রমে জ্ঞান ও অজ্ঞান অবস্থান করে। বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রচার বিশুদ্ধভাবে শব্দব্যবহার দ্বারা হইয়া থাকে। শব্দের যদি অযথাভাবে প্রয়োগ করা হয়, শব্দসমূহের অর্থ যদি অন্য ভাবে গৃহীত হয়, তাহা হইলে, সত্য জ্ঞানার্জ্জনের পথ অবরুদ্ধ হইয়া থাকে। আজকাল বেদশাস্ত্রের প্রকৃত অর্থোপলব্ধি করা যে দুঃসাধ্য হইয়াছে, যথাযথভাবে শব্দার্থ চিন্তা না করাই তাহার প্রধান কারণ। 'স্তুতি' শব্দটীর আধুনিক ব্যবহারকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণপূর্ব্বক, যাহা বলা হইল, তাহার আশয় কি, তাহা জানাইতেছি। 'স্তুতি' শব্দের এখন সাধারণতঃ যে অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে, তাহাতে 'মন্ত্রসমূহ যে যে পদার্থের স্তুতি করিয়াছেন', এই কথা শুনিয়া অনেকের মনেই কার্য্যের প্রকৃত কারণ জানিতে অসমর্থ, ভয় বা বিস্ময়প্রযুক্ত অসভ্য পুরুষদিগের সূর্য্যাদিকে ঈশ্বর-বোধে স্তব করার ছবিই পতিত হইবে। কিন্তু 'স্তুতি' শব্দ ঋষিগণ যদর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, যদি ইহা তদর্থেই ব্যবহৃত হইত, তাহা হইলে অনেকেই স্বীকার করিতেন, কি বিজ্ঞান (Science), কি দর্শন (Philosophy), সকলেই পদার্থসমূহের স্তুতিপূর্ণ, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পদার্থের স্তুতিই করিয়া থাকেন। মহর্ষি শৌনক বলিয়াছেন, কোন পদার্থের নাম, রূপ, কর্ম্ম ও বন্ধুবর্গ দ্বারা ব্যাখ্যার— বিবরণের নাম স্তুতি ("স্তুতিস্তু নাম্না রূপেণ কর্ম্মণা বান্ধবেন চ।"— বৃহদ্দেবতা) তাপ (Heat), এই নামের উচ্চারণ, এই নামের ব্যাখ্যা, তাপের রূপ বর্ণন, তাপের কর্ম্মখ্যাপন, তাপের সহিত কোন্ কোন্ পদার্থের সাহচর্য্য, সাদৃশ্য বা সম্বন্ধ আছে, তন্নিরূপণ, তাপের স্বরূপ প্রদর্শন করিতে চাইয়া 'বিজ্ঞান' ইহা ছাড়া আর কি করিয়াছেন? আমি তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি, দেবতাদিগের স্বরূপনির্ণয় এখন সুখসাধ্য নহে। আমার এইরূপ কথা বলিবার উদ্দেশ্য হইতেছে, বর্ত্তমান সময়ে যাঁহাদিগকে ভারতবর্ষীয় মানুষেরা অভ্রান্তবোধে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পারদর্শিবোধে, সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া সমাদর করেন, যাঁহাদের মতকে বিনা বিচারে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই 'দেবতা' বা 'ঈশ্বর' বিষয়ক ধারণার অভিব্যক্তি সম্বন্ধে যে প্রকার অনুমান করিয়াছেন, তাহা অবগত হইলে, তোমার কোমল হৃদয় ব্যথিত হইবে। দেবতা ও দেবযোনি ভূতাদির তত্ত্ব বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইবামাত্র আমার মনে হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার্, ডারুবিন্, গ্র্যাণ্ট আলেন্ প্রভৃতি ধীমান্ পুরুষগণের দেবতা বা ঈশ্বর বিষয়ক অনুমানের কথা জাগিয়া

উঠিয়াছে।* যাহা হোক্, আমার দৃঢ় ধারণা, সদ্গুরুর চরণসেবাপূর্ব্বক যথারীতি (বেদজ্ঞ ঋষিগণ যে রীতিতে বেদাধ্যয়ন করিতে উপদেশ করিয়াছেন) বেদ পাঠ করিলে, প্রতীতি হয়, যে সকল পদার্থ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, বা হইতে পারে, এবং যে কোন পদার্থ, স্থূল প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ দ্বারা জানা যায় না, বেদ দ্বারা, সেই সকল পদার্থই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এখন অত্যল্প ব্যক্তিই বিশ্বাস করেন, বেদশাস্ত্র যাহা যাহা বলিয়াছেন, সেই সকল বিষয়ের সত্যতা উপলব্ধি করিতে হইলে সাধনা করা উচিত। সাধনা দ্বারা বেদশাস্ত্রের কথা সত্য কি না, তাহা অনুভব না করিলে, বেদশাস্ত্রে যথার্থ বিশ্বাস হইতে পারে কি? দেবতা আছেন কি না, তাহা জানিতে হইলে, দেবদর্শনের বেদ শাস্ত্রোপদিষ্ট উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই। ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, বেদে যে সকল মন্ত্র আছে, তৎসমুদায় পরোক্ষকৃত, প্রত্যক্ষকৃত ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ ("তাস্ত্রিবিধা ঋচঃ পরোক্ষকৃতাঃ প্রত্যক্ষকৃতা আধ্যাত্মিকাশ্চ" * * * নিরুক্ত।) 'প্রথম পুরুষ', 'মধ্যম পুরুষ', 'উত্তম পুরুষ', এই ত্রিবিধ পুরুষের কথা, অনেকেরই পরিজ্ঞাত আছে, সন্দেহ নাই। যাহা প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইতেছে না, তাহাকে প্রথম পুরুষ দ্বারা (তিনি, সে ইত্যাদি নাম দ্বারা,) উক্ত করা হয়; যাহা প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইতেছে, তাহাকে মধ্যম পুরুষ দ্বারা (তুমি, তোমরা ইত্যাদি যুষ্মদ্বাচী পদ দ্বারা)

* হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের মত ধীমান্ পুরুষ ঝটিতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, দেবতা, ঈশ্বর, পিতৃগণ প্রভৃতির অস্তিত্বে বিশ্বাস হইবার কারণ হইতেছে, অসভ্যেরা তাহাদের জ্ঞানের বাহিরের কোন ঘটনা ঘটিতে দেখিলে, এই সকল ঘটনা অতিপ্রাকৃতিক কারণ বা দেবতা বিশেষ দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে, এই প্রকার নিশ্চয় করে, ইহা হইতে দেবতা ও ভূতাদি (deities, ghosts) বিষয়ক প্রত্যয় আবির্ভূত হইয়াছে।

"The savage thinks, anything which transcends the ordinary is supernatural or divine. Hence applying the title God to anything new, strange or extra-ordinary, he naturally uses it for powerful persons, living and dead of various kinds."—Principles of Sociology—Epitome of the Synthetic Philosophy of Herbert Spencer p. 394.

অভিহিত করা হয়; এবং অস্মদ্ (আমি, আমরা এই পদ দ্বারা) যাঁহাকে লক্ষ্য করা হয়, তাহা উত্তম পুরুষ। 'প্রথম পুরুষ' যে সকল মন্ত্রের দেবতা, যে সকল মন্ত্রের অভিধেয় (Subject matter) তাহারা পরোক্ষকৃত; 'মধ্যম পুরুষ' যে সকল মন্ত্রের দেবতা, তাহারা প্রত্যক্ষকৃত, এবং 'উত্তম পুরুষ' সে সকল মন্ত্রের দেবতা, তাহারা আধ্যাত্মিক। 'পুরুষ' সামান্য—পুরুষ এক, বিশেষিত হইতেছেন 'প্রথম', 'মধ্যম' ও 'উত্তম' এই তিনটী বিশেষণ দ্বারা। এক সামান্য পুরুষ যদ্দ্বারা বিশেষিত হইয়া থাকেন, তাহা কোন্ পদার্থ? অত্যল্প চিন্তাতেই উপলব্ধি হয়, তাহা 'কাল' ও 'দেশ' (Time and space); আমি যে কালে ও যে দেশে বিদ্যমান, যিনি ঠিক সেই দেশে ও সেই কালে বিদ্যমান, তাঁহাকে আমি কখন 'প্রথম' বা 'মধ্যম' পুরুষ বলিয়া মনে করি না। অতএব দেখা যাইতেছে, কাল ও দেশের ভেদ বশতঃ পুরুষের ভেদ হইয়া থাকে, এক পুরুষই ত্রিধা (তিন প্রকারে) বিশেষিত হয়েন, দেশ, কাল ও বস্তুধর্ম্মকৃতপরিচ্ছেদই পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের হেতু। জ্ঞানের স্বরূপ চিন্তা করিলে, হৃদয়ঙ্গম হয়, যাহা জানে, যাহা জ্ঞাতা এবং যাহাকে জানা যায়, যাহা জ্ঞানের বিষয়—যাহা জ্ঞেয় (Subject and Object) জ্ঞানের এই দুইটী ঘটকাবয়ব। যাহা জানে, যাহা জ্ঞাতা, তাহা 'উত্তম পুরুষ' এবং যাহাকে জানা যায়, যাহা জ্ঞেয়, তাহা প্রথম বা মধ্যম পুরুষ। অতএব জ্ঞানকে বিষয়াত্মক ও বিষয়িমূলক (Objective and Subjective) এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। আমা হইতে যাহা ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন কালে বিদ্যমান, তৎপদার্থ সম্বন্ধীয় জ্ঞান 'বিষয়াত্মক' বা 'আধিভৌতিক' জ্ঞান (Objective knowledge)। বিষয়াত্মক জ্ঞান সুতরাং বাহ্য জগতের (External world) জ্ঞান।

জিজ্ঞাসু—বিষয়িমূলক বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের স্বরূপ কি?

বক্তা—আত্মার (আমির—জ্ঞাতা বা দ্রষ্টার) জ্ঞানই বিষয়িমূলক বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রকৃতরূপ। তবে আমরা, 'আমি' বলিতে আমাদের 'শরীর', 'ইন্দ্রিয়', 'মনঃ', 'বুদ্ধি', ও 'প্রাণ' এই সকল উপাধিবিশিষ্ট আমিকে (অহংকে) বুঝিয়া থাকি, অপিচ প্রসিদ্ধ বাহ্য পদার্থ সকলের তুলনায় শরীরাদি আমাদের অধিকতর নিকটবর্ত্তী, এই নিমিত্ত শরীরাদি বিষয়ক জ্ঞানকেও আধ্যাত্মিক (Subjective) জ্ঞান বলা হইয়া থাকে। 'দ্রষ্টা ও দৃশ্য, বা 'জ্ঞাতা' ও জ্ঞেয়' বা 'ভোক্তা' ও ভোগ্য' বা 'বিষয়ী', ও 'বিষয়', দর্শন শাস্ত্র অখিল পদার্থকে এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

জিজ্ঞাসু—বেদ পদার্থ সকলকে কয়ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন?

বক্তা—বেদও অখিল পদার্থকে 'ভোক্তৃ' ও 'ভোগ্য' এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বেদের 'অগ্নি' ও 'সোম', 'ভোক্তৃ' ও 'ভোগ্য' এই পদার্থদ্বয়েরই বাচক। সাংখ্য-পাতঞ্জলের প্রকৃতি (প্রধান) ও পুরুষ, বেদান্তের মায়া ও ঈশ্বর, ন্যায়-বৈশেষিকের পরমাণু ও আত্মা বেদের সোম ও অগ্নি হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের 'আত্মা,, 'বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম' (Voluntary activities of mind) এবং 'অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম'—প্রাণনাদি ব্যাপার (vital activities—Reflex action) ইহারাই জ্ঞেয় পদার্থ। আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক জ্ঞানের সংক্ষিপ্ত সংবাদ জানাইলাম, এখন বেদ 'দেবতা' বলিতে কোন্ কোন্ পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা জানাইব।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতার কথা।

বেদ পাঠ করিলে, ত্রয়স্ত্রিংশৎ (৩৩) দেবতার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। শুক্লযজুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে, পরমেষ্ঠী (পরম ব্যোমে—চিদাকাশে—ব্রহ্মপদে বা সত্যলোকে যিনি অবস্থান করেন, তিনি পরমেষ্ঠী) প্রজাপতি (প্রজাপালক) সর্ব্বভূতস্বামী সকল পদার্থকে ত্রয়স্ত্রিংশৎ (৩৩) দেবতা দ্বারা ধারণ করিয়া আছেন। ("ত্রয়স্ত্রিংশত্তা স্তবত ভূতান্যশাম্যন্ প্রজাপতিঃ পরমেষ্ঠ্যধিপতিরাসীৎ।"—শুক্ল-যজুর্ব্বেদ সংহিতা ১৪।৩১)। অথর্ব্ববেদ সংহিতা বলিয়াছেন, 'এক অদ্বিতীয় পরমাত্মার ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা আছেন, ইহাঁরা তাঁহারই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তাঁহারই শক্তি, ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতাই বিশ্বজগতের রূপ। যাঁহারা ব্রহ্মবিৎ, তাঁহারাই এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতার তত্ত্ব অবগত আছেন' ("যস্য ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবা অঙ্গে গাত্রাবিভেজিরে। তান্ বৈ ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবানেকে ব্রহ্মবিদো বিদুঃ।"—অথর্ব্ববেদ সংহিতা। ১০।২১)।

জিজ্ঞাসু—বেদ ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা বলিতে কোন্ কোন্ পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন?

বক্তা—ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, প্রজাপতি ও বষট্কার এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা পরিগণিত হইয়াছেন ("ত্রয়স্ত্রিংশদ্বৈ দেবা অষ্টৌ বসব একাদশ রুদ্রা দ্বাদশাদিত্যাঃ প্রজাপতিশ্চ বষট্কারশ্চ"—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২।৪)।

শতপথ ব্রাহ্মণের দেবতার সংখ্যা বিষয়ক উপদেশ।

শাকল্য, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে দেবতার সংখ্যা কত ("কতি দেবাঃ"), এইরূপ প্রশ্ন করিলে, যাজ্ঞবল্ক্য তদুত্তরে প্রথমে ষড়ধিক তিনশত, ষড়ধিক তিন সহস্র, এই কথা বলিয়াছিলেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের এইরূপ উত্তরে শাকল্যের জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত হয় নাই, তিনি পুনরপি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, দেবতার সংখ্যা সম্বন্ধে ষড়ধিক তিন শত, ষড়ধিক তিন সহস্র, ছয়, তিন, দুই, ও এক, এবম্প্রকার বহু মত আছে, অতএব আপনি নিশ্চয়পূর্ব্বক বলুন, দেবতার সংখ্যা ঠিক কত? মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য শাকল্যের এতদ্বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, 'অষ্টবসু', 'একাদশ রুদ্র', 'দ্বাদশ আদিত্য', 'ইন্দ্র' ও 'প্রজাপতি' এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ (৩৩) দেবতা; অন্যান্য দেবগণ এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতাদিগেরই বিভূতি—মহিমা।

কাঁহারা 'বসু'সংজ্ঞক দেবতা? 'অগ্নি', 'পৃথিবী', 'বায়ু', 'অন্তরিক্ষ', 'আদিত্য', 'স্বর্গ', 'চন্দ্রমা', ও 'নক্ষত্র' এই আটটী বসু সংজ্ঞক দেবতা। ইহাঁদের 'বসু' এই নাম হইল কেন? নিবাসার্থক 'বস' ধাতুর উত্তর 'উ' প্রত্যয় করিয়া (উণাদি, ১।১১) 'বসু' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহা বাস করে, অথবা যাহাতে বাস করে, তাহা 'বসু', অগ্ন্যাদি দেবগণ প্রাণিদিগের কর্ম্মফলের আশ্রয় স্বরূপ, প্রাণিগণ অগ্ন্যাদিতে বাস করে, কার্য্য-কারণ-সংঘাতরূপে—শরীর ও ইন্দ্রিয়াকারে বিপরিণত হইয়া অগ্ন্যাদি দেবতাগণ নিখিলজগতের আশ্রয় স্বরূপ বিদ্যমান আছেন, বিশ্বজগৎকে ইহাঁরা বাস করান, এই নিমিত্ত ইহাঁদের 'বসু' এই নাম হইয়াছে। কাঁহারা 'রুদ্র'সংজ্ঞক দেবতা? 'রুদ্র' এই নামের সার্থকত্ব কি?

চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক-পাণ্যাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এই দশটী এবং প্রাণ ও মনঃ এই একাদশ দেবতা 'রুদ্র'সংজ্ঞক। অশ্রু বিমোচনার্থক 'রুদ্' ধাতুর উত্তর 'রক্' প্রত্যয় করিয়া (উণা ২।২২) 'রুদ্র' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। প্রাণিগণের কর্ম্মফলের উপভোগ শেষ হইলে, এই একাদশ দেবতা মরণশীল শরীর হইতে যখন উৎক্রমণ করেন, তখন সকলে রোদন করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত ইহাঁদের 'রুদ্র' এই নাম হইয়াছে ("তদ্যদ্রোদয়ন্তি তস্মাৎ রুদ্র ইতি"—শতপথ ব্রাহ্মণ)। কাঁহারা 'আদিত্য' সংজ্ঞক দেবতা? সম্বৎসরাখ্য কালের

অবয়বস্বরূপ দ্বাদশ মাস দ্বাদশ আদিত্য। সম্বৎসরাখ্য কালের অবয়বস্বরূপ দ্বাদশ মাস নিয়ত পরিবর্ত্তমান হইয়া, প্রাণিগণের 'আয়ু' ও 'কর্ম্মফল' আদান--গ্রহণ করেন, 'কাল' জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কারণ, কালে জগৎ উৎপন্ন, কালে স্থিত এবং কালেই বিলীন হইয়া থাকে। সূর্য্য কালের (কলনাত্মক কালের) উৎপত্তি হেতু ("সূর্য্যোযোনিঃ কালস্য।"—মৈত্র্যুপনিষৎ)। সম্বৎসরাখ্য কালের অবয়ব স্বরূপ দ্বাদশ মাসকে এই নিমিত্ত দ্বাদশ আদিত্য বলা হয়। ইন্দ্র কে ?

স্তনয়িত্নু (অশনি) সমন্তাৎ ব্যাপ্ত তড়িৎ শক্তি (All-pervading electricity or force) প্রাণিগণের বল ও বীর্য্য, 'ইন্দ্র' শব্দের অর্থ। 'প্রজাপতি' কে ? যজ্ঞই 'প্রজাপতি'। বিশ্বজগৎ 'যজ্ঞ' হইতে উৎপন্ন হয়, যজ্ঞই বিশ্বজগতের স্থিতি ও লয় কারণ, যজ্ঞই বিশ্বজগতের স্বরূপ, এই নিমিত্ত যজ্ঞকে প্রজাপতি বলা হইয়াছে।*

জিজ্ঞাসু—'দেবতা তিন' এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য কি ?

বক্তা—নৈরুক্তগণ 'পৃথিবী স্থান' (পৃথিবী হইয়াছে স্থান যাহার) 'অগ্নি' 'অন্তরিক্ষ স্থান' 'বায়ু', এবং 'দ্যুস্থান' 'সূর্য্য' এই ত্রিবিধ দেবতা নির্ব্বাচন করিয়াছেন, মহর্ষি কাত্যায়নও এই কথা বলিয়াছেন। ("তিস্র এব দেবতা ইতি" * * *—নিরুক্ত। "তিস্র এব দেবতা ক্ষিত্যন্তরিক্ষদ্যুস্থানা অগ্নির্বায়ুসূর্য্য ইতি।"—ভগবৎ কাত্যায়ন বিরচিত সর্ব্বানুক্রমণী)। শতপথ ব্রাহ্মণ 'পৃথিবী,' 'অন্তরিক্ষ' ও 'স্বর্গ' এই লোকত্রয়কে তিনটী দেবতা বলিয়াছেন; কারণ সকল দেবতাই পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও স্বর্গ এই লোকত্রয়বর্ত্তী। † নৈরুক্তগণ 'অগ্নি' বলিতে 'অগ্নি' ও 'পৃথিবী'কে, 'বায়ু' বলিতে 'বায়ু' ও 'অন্তরিক্ষ'কে এবং 'সূর্য্য' বলিতে 'সূর্য্য' ও 'স্বর্গ'কে লক্ষ করিয়াছেন।

জিজ্ঞাসু—'দেবতার সংখ্যা দুই' এই উপদেশের অভিপ্রায় কি ?

বক্তা—'অন্ন ও 'অন্নাদ' (রয়ি ও প্রাণ), 'গ্রাহ্য' ও গ্রাহক,' 'সোম' ও 'অগ্নি,' সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এই দ্বিবিধ দেবতাই—এই দ্বিবিধ সত্তা বা শক্তিই (সত্তাই শক্তি পদের মূল অর্থ) যে, প্রধান, অন্যান্য দেবতা—অন্যান্য সত্তা বা শক্তি

---

* "কতমেতে ত্রয়স্ত্রিংশদিত্যষ্টৌ বসব একাদশ রুদ্রা দ্বাদশাদিত্যা স্ত একত্রিংশদিন্দ্রশ্চৈব প্রজাপতিশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশাবিতি।" * * *—শতপথ ব্রাহ্মণ।

† "কতমেতে ত্রয়ো দেবা ইতীম এব ত্রয়োলোকা এষু হীমে সর্ব্বে দেবা ইতি।"—শতপথ ব্রাহ্মণ।

যে, এই দ্বিবিধ দেবতা বা শক্তিরই রূপান্তর, ইঁহাদেরই অন্তর্ভূত, তাহা উপলব্ধি হয়। প্রশ্নোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, 'রয়ি' ('সোম', 'অন্ন') এবং 'প্রাণ' (আদিত্য—অগ্নি) এই দ্বিবিধ শক্তি হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, ঋগ্বেদেও উক্ত হইয়াছে, জগৎ অগ্নীষোমাত্মক। এক প্রজাপতি অন্নাদ (ভোক্তা) ও অন্ন (ভোগ্য) এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন ("তদেতদেকমত্তা চান্নঞ্চ প্রজাপতি-রেকং তু মিথুনং ॥); * এক প্রাণ—বিশ্বের সমষ্টিভূত সন্ধারণ শক্তি (সূত্রাত্মা এই নামে প্রসিদ্ধ পদার্থ) বিদ্যমান আছেন বলিয়াই অন্য পদার্থ সমূহ বিদ্যমান আছে, তাঁহার সত্তাতেই অন্য পদার্থ সকলের সত্তা, তাঁহার স্থিতিতেই সর্ব্ব-পদার্থের স্থিতি ও বৃদ্ধি প্রাপ্তি হয়, তাঁহার স্পন্দনেই বিশ্বজগৎ স্পন্দিত হয়।

জিজ্ঞাসু—'দেবতা এক' এতদ্বাক্যে ব্যবহৃত 'এক' এই পদের অর্থ কি?

বক্তা—'প্রাণই' 'এক' এই শব্দের অর্থ, এই পদের অভিধেয়। এই 'প্রাণ' নামক পদার্থ সর্ব্বদেবতার আত্মা বলিয়া, 'ব্রহ্ম'—মহৎ (বৃহৎ) এই নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। 'দেবতা এক' এস্থলে এক বলিতে সর্ব্বদেবতাত্মক—সত্য-জ্ঞান-অনন্ত স্বরূপ ব্রহ্মই লক্ষিত হইয়াছেন। †

দেবতা কোন্ পদার্থ, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত যাহা বলিলাম তাহার নির্গলিত অর্থ।

'দেবতা' কোন্ পদার্থ, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত আমি তোমাকে যাহা বলিলাম, তাহার নির্গলিত অর্থ কি, তাহা বলিতেছি, তুমি সাবধান হইয়া শ্রবণ কর।

'দেবতা' কোন্ পদার্থ, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত আমি তোমাকে প্রথমে বলিয়াছি, যে সকল পদার্থ আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, তাহারা বেদস্তুত 'দেবতা' এই পদবোধ্য অর্থ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যে সকল পদার্থের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করি, তাহা রূপ-রসাদি বিষয় বা অর্থ। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা আমরা যে সকল

* "কতমৌ তৌ দ্বৌ দেবাবিত্যন্নঞ্চৈব প্রাণশ্চেতি।"—শতপথ ব্রাহ্মণ।

† "* * কতম একো দেব ইতি প্রাণ ইতি স ব্রহ্ম তদিতি আচক্ষতে।"

—শতপথব্রাহ্মণ

বিষয় প্রত্যক্ষ করি, তাহারা যে, আমাদিগ হইতে ভিন্ন দেশে বিদ্যমান তাহা আমাদের বোধ হইয়া থাকে। তুমি যাহা দেখ, যাহা শ্রবণ কর, যাহা স্পর্শকর, তাহা যদি তোমা হইতে ভিন্ন না হয়, তাহা হইলে, কে কাহাকে দেখিবে, কে কাহাকে শুনিবে, কে কাহাকে স্পর্শ করিবে?" শতপথ ব্রাহ্মণ এই কথা বলিয়াছেন ("যত্র হি দ্বৈতমিবভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরং মনুতে তদিতর ইতরং বিজানাতি।"—শতপথ ব্রাহ্মণ বা বৃহদারণ্যক উপনিষৎ)। অতএব যে দেখে, তাহা হইতে যাহাকে দেখা যায়, তাহা ভিন্ন পদার্থ, সন্দেহ নাই। আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহাদের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করি তাহাদিগকে আমরা 'সৎ'পদার্থ বলিয়া বুঝি, তাহারা যে অসৎ—আকাশ কুসুমের মত অলীক পদার্থ নহে, তাহা আমাদের বিশ্বাস হয়। যাহাদিগকে আমরা 'সৎ' বলিয়া অবধারণ করি, তাহারা যে, কোন না কোন দেশে বিদ্যমান, তাহারা যে কোন না কোন আধার কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া আছে, আমাদের স্বত'ই তাহা মনে হয়।

জিজ্ঞাসু—তাহা মনে হয় কেন?

বক্তা—কোন কার্য্যপদার্থ (যে পদার্থের উৎপত্তি হয়, বৃদ্ধি ও বিপরিণাম প্রাপ্তি হয়, যে পদার্থের অপক্ষয় ও বিনাশ হইয়া থাকে, তাহা কার্য্যপদার্থ) নিরাধার—আধারশূন্য হইয়া অবস্থান করিতে পারে না। কার্য্যমাত্রের কারণ আছে. কার্য্যপদার্থসমূহ কারণগর্ভে ধৃত হইয়া অবস্থান করে, স্থূলের সূক্ষ্মভাব আছে, যে কারণে আমাদের এই প্রকার জ্ঞান হয় সেই কারণেই কার্য্যপদার্থ নিরাধার হইয়া থাকিতে পারে না, আমাদের এইরূপ বিশ্বাস স্বভাবজ হইয়াছে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা যে সকল পদার্থের অস্তিত্ব তুমি উপলব্ধি কর, তাহারা তোমা হইতে ভিন্ন দেশে অবস্থিত, তাহারা কোন আধার কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া আছে, এই জ্ঞান দেশ বা বসু দেবতার জ্ঞান। বেদ 'বসু' দেবতা বলিতে বিশ্বজগতের আধার শক্তিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। 'বাসুদেব' ভগবানের একটী নাম। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে, যিনি সকলের আধার, তিনি 'বাসুদেব' ("সর্ব্বত্রাসৌ সমস্তং চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ। ততোঽসৌ বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিগীয়তে॥"—বিষ্ণুপুরাণ)। শতপথ ব্রাহ্মণও 'বসু' শব্দের, যিনি সকলকে বাস করান এবং যিনি বিশ্বজগৎ ব্যাপিয়া বিদ্যমান, এই প্রকার নিরুক্তি করিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, প্রাণিগণের কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের আশ্রয়রূপে, উহাদিগের নিবাসরূপে (শরীর ও ইন্দ্রিয় সমুদায়াকারে) বিপরিণত হইয়া, অগ্নি, পৃথিবী প্রভৃতি দেবগণ বিশ্বজগৎকে

বাস করান, এবং আপনারা বাস করেন, এই নিমিত্ত ইহাঁদিগের 'বসু' এই নাম হইয়াছে। * অতএব বলা যাইতে পারে, 'বসু' দেবতাগণের সমীচীন জ্ঞান লাভ হইলে, বিশ্বজগৎ কিরূপে, কি নিমিত্ত কোন্ কোন্ কারণের সমবায়ে উৎপন্ন হয়, কিরূপে, কি নিমিত্ত কোন্ কোন্ শক্তি দ্বারা স্থিত হয়, কিরূপে, কি নিমিত্ত কোথায় বিলীন হইয়া থাকে, এই সকল প্রশ্নের প্রকৃত সমাধান হয়। জগৎ কেন সৃষ্ট হইয়াছে, কার্য্য সকলের পরম কারণ কি, জীবস্রোতস্বিনীসমূহ কোন্ মহাসাগরের সহিত সঙ্গত হইবার জন্য সদা চঞ্চল, প্রকৃত দর্শনশাস্ত্র (True Philosophy) এই সকল প্রশ্নের সমাধান করেন, বা করিবার চেষ্টা করেন। বিজ্ঞান (বিজ্ঞান বলিতে আজকাল সাধারণতঃ যাহাকে গ্রহণ করা হয়, সায়ান্স্—Science নামক পদার্থ) ইন্দ্রিয়গম্য বিষয় সকলের যথা প্রয়োজন তত্ত্বানুসন্ধান করেন, উহাদিগের কারণাবধারণের চেষ্টা করেন। দর্শন, বিশ্বজগতের পরমকারণকে জানিবার জন্য ব্যস্ত, বিজ্ঞান বিশ্বজগতের পৃথক্ পৃথক্ অংশের স্বরূপ-নিরূপণার্থ যত্নশীল; বিজ্ঞান পরমকারণের দর্শনলাভ করিবার জন্য সচেষ্ট নহেন, ইন্দ্রিয়গম্য পদার্থ ছাড়া অন্য পদার্থ আছে 'বিজ্ঞান' তাহা বিশ্বাস করিতে অনিচ্ছুক। 'তাপ', 'তড়িৎ', 'আলোক', 'চৌম্বক শক্তি', 'মাধ্যাকর্ষণ শক্তি', স্থিতিস্থাপকশক্তি', 'আণবিক ও পারমাণবিক ভেদসংসর্গবৃত্তিকশক্তি', ইত্যাদি শক্তিসমূহ এবং হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, প্রভৃতি পদার্থ নিচয় জড়-বিজ্ঞানের অভিধেয় (Subject matter)। অংশের সহিত পূর্ণের যে সম্বন্ধ, বিজ্ঞানের সহিত দর্শনের, সুতরাং, সেই সম্বন্ধ। বেদের দেবতাতত্ত্বের যথার্থভাবে অনুসন্ধান করিলে, প্রতীতি হয়, বেদের দেবতাগণ বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রতিপাদ্য পদার্থসমূহ ছাড়া আর কিছু নহেন। দর্শনশাস্ত্র বিশ্বজগতের সমুদায় পদার্থকে ভোক্তা ও ভোগ্য বা দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই দুই প্রধানভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বেদ দেবতাগণকে 'প্রাণ'—'অগ্নি' এবং 'রয়ি'—'সোম' এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। দ্বৈত দৃষ্টিতে 'অগ্নি' ও 'সোম' ইহারা দুইটী পৃথক পদার্থ, অদ্বৈত দৃষ্টিতে ইহারা পৃথক্ পদার্থ নহে, ইহারা এক পরমকারণের—পরব্রহ্মের দ্বিবিধ রূপ। বেদের দেবতা এই জন্য এক, এই জন্য দুই। ঋগ্বেদসংহিতার তৃতীয়া-

---

* "প্রাণিনাং কর্ম্মফলাশ্রয়ত্বেন কার্য্যকারণসঙ্ঘাতরূপেণ তন্নিবাসত্বেন চ বিপরিণমন্তো জগদিদং সর্ব্বং বাসয়ন্তি বসন্তি চ। তে যস্মাদ্বাসয়ন্তি তস্মাদ্বসব ইতি।"—বৃহদারণ্যক-উপনিষদ্ভাষ্য।

ষ্টকের ২৬ সূক্তের সপ্তম ঋকে উক্ত হইয়াছে বিশ্বজগৎ ভোক্তৃ ভোগ্যভাবে দ্বিবিধ। 'অগ্নি' বিশ্বজগতের 'ভোক্তা' এবং 'সোম' 'ভোগ্য'। বিশ্বজগতের ভোক্তা এক অগ্নি, অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য এই ত্রিবিধ রূপ ধারণপূর্ব্বক যথাক্রমে পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোকে (স্বর্গে) এই লোকত্রয়ে অধিষ্ঠান করিতেছেন।

জিজ্ঞাসু—যে অগ্নিকে বিশ্বজগতের ভোক্তা বলা হইয়াছে, তাহা কোন্ পদার্থ? 'অগ্নি' বলিতে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহা কি তৎপদার্থ? দাদা! 'দেবতা' কোন্ পদার্থ,তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত আপনি যে সকল কথা বলিয়াছেন, বলিতেছেন, তাহা শুনিয়া, আমার যে উপকার হইতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু বোধ হয় (ভাল বুঝিতে পারিতেছি না বলিয়া) আমার তত আনন্দ হইতেছে না। 'দেবতা' কোন্ পদার্থ, এই বিষয় আপনি যে ভাবে বুঝাইবেন বলিয়া আমার আশা হইয়াছিল, আপনি সে ভাবে দেবতা কোন্ পদার্থ, তাহা বুঝাইছেন বলিয়া আমার মনে হইতেছে না। আমার এই নিমিত্ত এই সকল কথা নীরস বলিয়া বোধ হইতেছে।

বক্তা—তোমার কথা শুনিয়া আমি সুখী হইলাম। তুমি যে দেবতার স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা কর, আমি সেই দেবতারই স্বরূপ দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি, তুমি অধীর হইও না, আমার দেবতাতত্ত্বের ব্যাখ্যা এখন নীরস বলিয়া মনে হইলেও, পরে তোমাকে আনন্দ দিবে। যাঁহাকে পাইলে আনন্দ হয়, যিনিই বস্তুতঃ আনন্দময়, শ্রুতি বলিয়াছেন, তিনিই 'রস' ("রসো বৈ সঃ। রসংহ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি॥"—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ)। অতএব যাবৎ রসস্বরূপ ব্রহ্মকে না জানা যায়, তাবৎ প্রকৃত রসের আস্বাদন হইতে পারে না, আনন্দ বলিতে তুমি যাহা বুঝিয়া থাক, তাহা প্রকৃত আনন্দ বা যথার্থ 'রস' নহে, তাহা পরিচ্ছিন্ন, বিষয়ানন্দ, তাহা অপরিচ্ছিন্ন বা ব্রহ্মানন্দের অংশ মাত্র। তুমি বহুবার শুনিয়াছ, ভগবান্ সর্ব্বব্যাপক, ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্, ভগবান্‌কে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় না। 'দেবতা' বলিতে তুমি এই ভগবান্‌কে বুঝিয়া থাক। ভগবান্ বা দেবতা সম্বন্ধে তোমার যে জ্ঞান আছে, তাহা তোমার বৈকল্পিক জ্ঞান।

জিজ্ঞাসু—'বৈকল্পিক জ্ঞান' কাহাকে বলে?

বক্তা—কোন শব্দ উচ্চারিত হইলে, একরূপ জ্ঞান হয়, কিন্তু এই জ্ঞানের সহিত উক্ত শব্দ বোধ্য অর্থের সর্ব্বত্র সম্বন্ধ থাকে না। মনে কর, তুমি 'আকাশকুসুম' এই শব্দ শুনিলে, 'আকাশকুসুম' এই শব্দ শুনিবামাত্র তোমার

মনে হইল, আকাশকুসুম নামে কোন বস্তুতঃ সৎপদার্থ আছে। আকাশকুসুম বস্তুতঃ কোন সৎপদার্থের বাচক নহে। এইরূপ 'ভগবান্,' 'ঈশ্বর,' 'দেবতা' ইত্যাদি শব্দ উচ্চারিত হইলে, তোমার মনে হয়, এই সকল শব্দ-বোধ্য অর্থকে আমি জানিলাম, কিন্তু এই সকল শব্দ-বোধ্য যে অর্থ তুমি জানিলে, তাহাও পূর্ব্বোক্ত আকাশকুসুমের মত বস্তুশূন্য অলীক জ্ঞান, 'ভগবান্,' 'ঈশ্বর' এই সকল শব্দ শুনিয়া তোমার যে জ্ঞান হয়, তাহা এই সকল শব্দের যথার্থ জ্ঞান নহে। এইরূপ জ্ঞানকে 'বৈকল্পিক জ্ঞান' বলা হয়। তুমি দুঃখিত হইও না, 'দেবতা', 'ঈশ্বর', 'ভগবান্' ইত্যাদি পদার্থ সম্বন্ধে বহুব্যক্তির বৈকল্পিক জ্ঞানই আছে। আমি যে অগ্নিকে দেবতা বলিতেছি, সে অগ্নি, 'অগ্নি' বলিতে তুমি যাহা বুঝিয়া থাক, তৎপদার্থ নহেন। তুমি পরে এই সকল কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা বুঝিতে পারিবে। বেদ যে অগ্নিকে বিশ্বজগতের ভোক্তৃশক্তি বলিয়াছেন, সে অগ্নি জাতবেদা, স্বভাবতঃ সর্ব্বজ্ঞ (Omniscient), তাহা স্বয়ং প্রকাশশীল এবং বিশ্বজগতের প্রকাশক, তাহা বিশ্বজগতের প্রাণস্বরূপ ; তাহা 'অগ্নি'রূপে পৃথিবীর অধিষ্ঠাতা, বায়ুরূপে অন্তরিক্ষের অধিষ্ঠাতা, তাহাই আদিত্যরূপে দ্যুলোকের অধিষ্ঠাতা। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি এবং তৎকার্য্য সমুদায়কে বেদ 'ভোগ্য' পদার্থ বলিয়াছেন। ভোগ্য পদার্থের ভেদবশতঃ দেবতার ভেদ হইয়াছে। পৃথিব্যাদি লোক ভেদে দেবতাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। পৃথিব্যাদি-লোকত্রয় এবং ইহাদের অধিষ্ঠাতৃত্রয় এই উভয়ত্রয়ের মিলনে দেবতা ষট্ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বাহ্য ও আন্তর ভেদেও দেবতার ভেদ হইয়া থাকে। 'কার্য্য দেবতা', 'করণ দেবতা' এবং 'কর্তৃ দেবতা', দেবতাকে এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে ; ভূত, ভৌতিক পদার্থ, শরীর ইঁহারা কার্য্য দেবতা, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ, অন্তঃকরণ ইঁহারা করণ দেবতা।

বেদাদি অখিল শাস্ত্র কালকে 'ঈশ্বর' বলিয়াছেন। 'কাল' সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেক কথা বলা হইয়াছে। সূর্য্য হইতে 'কাল'জ্ঞান বিশেষিত হইয়া থাকে। বেদ এই নিমিত্ত কালবিশেষ দ্বাদশ মাসকে দ্বাদশ আদিত্য দেবতা বলিয়াছেন। শতপথ ব্রাহ্মণ 'আদিত্য' শব্দের যেরূপ নিরুক্তি করিয়াছেন, তাহাতে 'আদিত্য', পরিবর্ত্তনের কারণরূপেই লক্ষিত হইয়া থাকেন। 'ইন্দ্র' শব্দ দ্বারা শ্রুতি বিশ্বজগতের প্রাণ বা বলকে (Energy) লক্ষ্য করিয়াছেন। নিরুক্ত 'ইন্দ্র' ও 'বায়ু' দেবতাকে এক বলিয়াছেন। বিশ্বজগতের ক্রিয়াই

যজ্ঞ পদার্থ, ব্রহ্মা বা প্রজাপতি এই যজ্ঞের কারণ, এই নিমিত্ত প্রজাপতিকে 'যজ্ঞ' দেবতা বলা হইয়াছে।

'সূর্য্য' ও 'প্রজাপতি' সম্বন্ধে বৃহদ্দেবতার উপদেশ।

"ভবদ্ভূতস্য ভব্যস্য জঙ্গমস্থাবরস্য চ।
অস্যৈকে সূর্য্যমেবৈকং প্রভবং প্রলয়ং বিদুঃ॥"—বৃহদ্দেবতা।
"অসতশ্চ সতশ্চৈব যোনিরেষা প্রজাপতিঃ।"—বৃহদ্দেবতা।

সূর্য্য ও প্রজাপতিই সর্ব্বকারণ। যাহা আছে, যাহা বর্ত্তমান, যাহা ছিল, যাহা হইবে, যাহা জঙ্গম - গতিশীল, যাহা স্থাবর - স্থির, এই সমস্তের, কাহারও মতে এক সূর্য্যই প্রভব ও প্রলয়ের (উৎপত্তি ও নাশের) কারণ, প্রজাপতিই সৎ ও অসতের যোনি—কারণ, প্রজাপতিই অক্ষর—শাশ্বত ব্রহ্ম।

বেদের দেবতা সম্বন্ধে আজকাল নানারূপ সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য সুধীগণের মধ্যে যাঁহারা বেদাদি শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছেন বা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা, বৈদিক কালে একেশ্বরবাদের বিশেষ প্রচার হয় নাই, বৈদিক আর্য্যগণ একেশ্বরবাদী ছিলেন, কি অনেকেশ্বরবাদী ছিলেন, বহু ব্যক্তিরই তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। বেদের দেবতা ও পুরাণ ও তন্ত্রের দেবতা ভিন্নপদার্থ, অনেকেই এইরূপ মত পোষণ করেন। সত্যসন্ধ, খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক হেকেল্ বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ এই দ্বিবিধ হিন্দুধর্ম্মই মূলতঃ, সংসার "দুঃখের সীমান্ত" এইরূপ মতাবলম্বী ছিল, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ এই দ্বিবিধ হিন্দুধর্ম্মই প্রথমতঃ নাস্তিক ও বিজ্ঞানবাদী ছিল ("Both these Hindu religions were originally pessimistic, and at the same time atheistic and idealistic"—Wonders of Life, Chap. V—Death)। ধীমান্ খ্যাতনামা প্রতীচ্য কোবিদগণের মধ্যে অনেকে যে বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়াই, বৈদিক আর্য্যধর্ম্ম সম্বন্ধে বিবিধ ভ্রান্ত মতের প্রচার করিয়াছেন, করিয়া থাকেন, তাহা জানানই এখানে এই সকল কথা বলিবার উদ্দেশ্য। যাঁহারা প্রতীচ্য সুধীগণের কথাকে ভ্রমপ্রমাদ বিরহিত বলিয়া বিশ্বাস করেন, যদি সত্যের রূপ দেখিবার যথার্থ ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে, তাঁহাদের সাবধান

হইয়া পাশ্চাত্য সুধীগণের মতে আস্থাবান্ হওয়া উচিত, ইহাঁদের মত শ্রবণ-মাত্রেই উহাকে অভ্রান্ত জ্ঞানে গ্রহণ করিলে, ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। বেদে কি নিমিত্ত দেবতা সম্বন্ধে বিবিধ মত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বিচার করা উচিত। দেবতা সম্বন্ধে বহু কথা বলিবার আছে, কিন্তু সেই সকল কথা বলিবার ইহা উপযুক্ত সময় নহে। দেবতা সম্বন্ধে আমি তোমাকে যাহা বলিলাম, তাহা হইতে তুমি বুঝিতে পারিবে, 'দেবতা' শব্দ দ্বারা বেদ-শাস্ত্র সোপাধিক ও নিরুপাধিক ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, এক পরমাত্মাই শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদিতে 'ঈশান', 'শম্ভু', 'ভব', 'রুদ্র', 'প্রজাপতি', 'বিশ্বসৃক্', 'হিরণ্যগর্ভ', 'সত্য', 'প্রাণ', 'বিষ্ণু', নারায়ণ', 'সবিতা', 'ধাতা', 'বিধাতা', 'ইন্দ্র', 'চন্দ্রমা', ইত্যাদি নামে স্তুত হইয়াছেন। পরমাত্মাই পৃথিব্যাদি রূপে বিশ্বজগৎকে ধারণ করিয়া থাকেন। 'পৃথিবী', 'অগ্নি', 'বায়ু', 'আকাশ', 'সূর্য্য', 'সোম', 'বরুণ', 'মিত্র' ইত্যাদি পরমাত্মারই বিভূতি। ভগবান্ যাস্ক এই কথা বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, মহাভাগ্য (মহদৈশ্বর্য্য) হেতু 'দেবতা' এক হইয়াও, বহু প্রকারে স্তুত হইয়া থাকেন অন্য দেবতাগণ এক আত্মার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বরূপ। সত্তালক্ষণ পরমাত্মাই 'ভূতাত্মা'; তিনিই ভূতপ্রকৃতি, স্থাবর-জঙ্গম ভেদে তাঁহার অনেক প্রকার বিপরিণাম হইয়া থাকে।

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥"

— ঋগ্বেদসংহিতা ২।৩।১২।৬

বস্তুতঃ সৎ এক পরমাত্মাকেই দেবতাতত্ত্ববিৎ মেধাবীরা 'ইন্দ্র', মরণত্রাতা 'মিত্র' (অহরভিমানি-দেবতা), বরুণ (পাপনিবারক রাত্র্যভিমানি-দেবতা) দিব্য গরুত্মান্, 'অগ্নি', 'যম', 'মাতরিশ্বা', ইত্যাদি বহু নামে উক্ত করিয়া থাকেন। ভগবান মনুও এই কথা বলিয়াছেন। *

বিজ্ঞান দেবতারই স্তুতি করেন, তবে বেদের ন্যায় পূর্ণভাবে দেবতার স্তুতি করিতে পারেন না, বিজ্ঞান 'অগ্নি', 'তড়িৎ', 'বায়ু', 'প্রাণ' ইত্যাদি পদার্থ সমূহের জড় রূপই দেখিয়া থাকেন, প্রকৃতি যে ক্ষণকালও চৈতন্যময় পুরুষ

---

* "এবমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিম্।
ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণমপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্॥"—মনুসংহিতা, ১২শ অধ্যায়।

হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকেন না, থাকিতে পারেন না, বিজ্ঞান তাহা ভাবেন না. বিজ্ঞান তা'ই দেবতার নাম শুনিলে বিরক্ত হ'ন, যাঁহারা সর্ব্বপদার্থের অধিষ্ঠাতৃদেবতাকে দেখিয়াছেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক অন্যকে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তাঁহারা বর্ব্বর, তাঁহারা প্রবঞ্চক।

জিজ্ঞাসু—যথোক্ত বিজ্ঞান অন্তর্যামিদেবতাকে দেখিতে পান্ না কেন?

বক্তা—দেবতাকে দেখিবার চক্ষু না থাকিলে দেবতাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, ফ্রান্সদেশীয় প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ ল্যাপ্লাস্ দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেবতাকে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

জিজ্ঞাসু—অসভ্য মানুষেরা যে নিমিত্ত বৃক্ষাদিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে, গঙ্গাদি নদীসমূহকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে, তাহা বুঝিতে পারি, কিন্তু বৈদিক আর্য্যজাতি, শুনিয়াছি যাঁহারা সর্ব্বাগ্রে জগৎকে পবিত্র জ্ঞানবিজ্ঞানালোকে আলোকিত করিয়াছিলেন, তাঁহারাও অচেতন বৃক্ষাদিকে, গঙ্গাদি নদী সকলকে, গ্রহনক্ষত্রাদিকে দেবতাবোধে পূজা করিয়াছিলেন কেন, তাহা বুঝিতে পারি না।

বক্তা—অসভ্যেরা অচেতন বৃক্ষাদিকে যে, দেবতাবোধে পূজা করে, তুমি তাহার কি কারণ স্থির করিয়াছ?

জিজ্ঞাসু—দেবতা সম্বন্ধে ইহাদের প্রকৃত জ্ঞানাভাবই তাহার কারণ, আমার এইরূপ বিশ্বাস হইয়াছে।

বক্তা—অসভ্যদিগের অচেতন বৃক্ষাদিকে দেবতাবোধে, ইহাদের পূজা করিলে, আমাদের ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট বিনাশ হইবে, এই বিশ্বাসে পূজা করিবার বুদ্ধি কিরূপে প্রথমে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহা বলিতে পার কি? এই বুদ্ধি কি বিনা কারণে অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়?

জিজ্ঞাসু—তাহাত জানি না। বিনা কারণে কোন কার্য্য হয় না, ইহা শুনিয়াছি, অতএব অসভ্যদিগের এইরূপ বুদ্ধির আবির্ভাবের যে কারণ আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বক্তা—উন্নতম্মন্য ক্রমবিকাশবাদী বৈজ্ঞানিকগণ ইহার যে, কারণ নিশ্চয় করিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে. যথোক্ত বৈজ্ঞানিকগণ সূক্ষ্ম চিন্তাশীল নহেন, তাঁহাদের সন্দর্শন ও পরীক্ষাও বিশুদ্ধ ও ব্যাপক নহে। ঈশ্বর-বিশ্বাস যে কেবল অসভ্যদিগের মধ্যেই হইয়া থাকে ক্রমবিকাশবাদীদিগের এইরূপ অনুমান যে, অব্যাপ্তিদোষযুক্ত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সভ্যতার পূর্ণবিকাশের দিনেও

হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, ডারুবিন্, হেকেল্ প্রভৃতির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ, ইহাঁদের করমর্দ্দন করিতেন, এমন বহু ধীমান্ বৈজ্ঞানিকও যে, ঈশ্বর-বিশ্বাসবান্ ছিলেন, আছেন, থাকিবেন, তাহাতে সন্দেহলেশ নাই। যথোক্ত বৈজ্ঞানিকগণ কর্ম্মতত্ত্বের প্রকৃত রূপ দেখেন নাই, প্রতিভাতত্ত্বের অনুসন্ধান করেন নাই, ক্রমবিকাশবাদেরও (যে বাদের আবিষ্কার হেতু শ্লাঘা করেন, গর্ব্ব করেন, তাহার) ইহাঁরা বিকলাঙ্গই দেখিয়াছেন এ বাদের বিশুদ্ধরূপ পূর্ণ কর্ম্মতত্ত্ব-বিদের নয়নেই পতিত হইয়া থাকে। বিশ্বজগতের অণু, পরমাণু হইতে মহত্তত্ত্ব পর্য্যন্ত এমন পদার্থ নাই, যাহাতে চৈতন্য ব্যাপ্ত নহে, যাঁহাদের এই জ্ঞান বৈকল্পিক নহে, পরমাত্মা সর্ব্ব পদার্থের অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান, সনাতন বেদের এই উপদেশের যাঁহারা যথার্থভাবে তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, এই সত্য যাঁহাদের যথার্থভাবে অনুভূত হইয়াছে, তাঁহারা বৃক্ষ, লতা, নদী, পর্ব্বত, সাগর, উপসাগর, নক্ষত্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, স্বর্গ ইত্যাদি সর্ব্ব পদার্থকেই দেবতাবোধে পূজা করেন, তাহার কারণও বেদেরই প্রেরণা; যে বেদের প্রেরণা বশতঃ বৈদিক আর্য্যসন্তানেরা সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী, পরমাত্মার সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্ব অনুভব করিয়াছিলেন, সর্ব্বপদার্থকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন, অসভ্যেরাও সেই বেদের প্রেরণা বশত'ই বৃক্ষাদিকে পূজা করে, এবং তাহা করিলে, তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, এই প্রকার আশা করে। প্রেরণা একের, প্রেরণা একরূপ, কিন্তু উপাধির মালিন্যনিবন্ধন অসভ্যেরা বৃক্ষাদির জড়শরীরটাই পূজা করিয়া থাকে, জ্ঞান-বিজ্ঞানালোকে আলোকিত-হৃদয় বৈদিক আর্য্যসন্তানদিগের ন্যায় অন্তর্যামীর পূজা করিতে পারে না। অতএব যাঁহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ অচেতন পদার্থের অধিষ্ঠাতৃদেবতাকে দেখিতে পান না, যাঁহারা দেবতার অধিষ্ঠাতৃত্বে বিশ্বাসবান্‌দিগকে অসভ্য জ্ঞানে, বর্ব্বর বোধে উপেক্ষা করেন, ঘৃণা করেন, তাঁহারা প্রকৃত তত্ত্ববিৎ নহেন। বেদের উপদেশানুসারে অগ্ন্যাদি দেবতাগণকে দেবতারূপে স্তুতি করিয়াছিলেন বলিয়া বেদ-প্রাণ ঋষি ও আচার্য্যগণ আধুনিক স্থূলদৃষ্টি পুরুষদিগের সমীপে অর্দ্ধসভ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস, বিজ্ঞানের যখন সমধিক উন্নতি হইবে, সমুন্নত বিজ্ঞানের যখন আত্মদর্শনের চক্ষু উন্মীলিত হইবে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের যখন বিশ্বকার্য্যের পরমকারণকে দেখিবার যথার্থ পিপাসা প্রবল হইবে, তখন ইহাঁরা বুঝিতে পারিবেন, বেদই প্রকৃত দর্শন, তখন ইহাঁদের উপলব্ধি হইবে, পৃথিবী বেদপ্রাণ ঋষিগণের সমীপে অপরি-

শোধনীয় ঋণে বদ্ধ আছেন, তখন ইঁহাদের অনুভব হইবে, পরমকারণকে দেখিবার বেদই একমাত্র দর্শন, বিশ্বজগতের পরমকারণকে দেখিবার বেদনয়ন দ্বারা বেদস্তুত দেবতাগণের স্বরূপাবলোকনই একমাত্র সাধন।

জিজ্ঞাসু—দেবতা সম্বন্ধে যাহা শুনিলাম, তাহা কখন শুনিতে পাইব বলিয়া বিশ্বাস হয় নাই। এখন পুরাণ ও তন্ত্রের দেবতা এবং বেদের দেবতা যে ভিন্ন নহেন, তৎসম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রদান করুন। পুরাণ—তন্ত্রের শিব', পুরাণ-তন্ত্রের 'শিবা' এবং বেদের শিব ও শিবা যে, ভিন্ন পদার্থ নহেন, তাহা বুঝিতে পারিলে, আমি কৃতার্থ হইব।

বক্তা—ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, বেদের উপদেশ, 'পুরুষ' বা আত্মাই সর্ব্বপ্রকার স্থাবর-জঙ্গম পদার্থের প্রকৃতি—কারণ। প্র—কৃত হয়, সর্ব্বপ্রকার কার্য্য ইহঁাতে, 'প্রকৃতির' এই জন্য 'প্রকৃতি' নাম হইয়াছে। সত্তালক্ষণ (সত্তা হইয়াছে লক্ষণ যাঁহার—সামান্য সত্তা দ্বারাই যিনি লক্ষিত হন, আছেন, সৎ এই বুদ্ধিই যাঁহাকে উপলব্ধি করিবার একমাত্র হেতু) মহান্ আত্মা বা ব্রহ্মই ভূতপ্রকৃতি, ব্রহ্ম স্বীয় প্রকৃতি, মায়া বা শক্তি দ্বারা অনেকধা স্থাবর ও জঙ্গম ভাব ধারণ করেন। বেদে যে, স্থাবর-জঙ্গমকে ব্রহ্মরূপে স্তুতি করা হইয়াছে, বেদে যে বৃক্ষাদির স্তুতি দৃষ্ট হয়, কার্য্য, কারণ হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, এই সত্য জানানই তাহার উদ্দেশ্য। অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র, বরুণ ইত্যাদি দেবতাগণ এক পরমাত্মারই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ; অগ্ন্যাদি দেবতাগণ পরমাত্মা হইতে বস্তুতঃ অভিন্ন. শক্তিমান্ হইতে শক্তির বাস্তব ভেদ নাই, অঙ্গ কখনও অঙ্গী হইতে অতিরিক্ত হইতে পারে না। বেদে অদেবতাকে দেবতাবৎ স্তুতি করা হয় নাই, মহান্ আত্মাকেই বিশ্বরূপে সর্ব্বব্যাপক বিভুরূপে স্তব করা হইয়াছে। পরমাত্মা যে সর্ব্বব্যাপক, পরমাত্মাই যে সর্ব্বকারণ, তিনিই যে, স্বশক্তি দ্বারা বিশ্বরূপ ধারণ করেন, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত বেদে পরমাত্মার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ স্তুত হইয়াছেন।

"ইতরেতরজন্মানো ভবন্তীতরেতরপ্রকৃতয়ঃ।"

—নিরুক্ত, দৈবত কাণ্ড।

প্রশ্ন হইবে, এক মহান্ আত্মাই যখন দেবতা-মনুষ্যাদি হইয়াছেন, তখন কি দেবতা ও মনুষ্যাদির মধ্যে কোন ভেদ নাই? দেবতা ও মনুষ্যাদির জন্ম কি, তাহা হইলে, সমান কারণ হইতে হয়? দেবতারা যাহা করিতে পারেন, মনুষ্যাদিরও কি তৎসম্পাদনের সামর্থ্য আছে? ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন,

'না', দেবতা ও মনুষ্যাদির জন্ম সমান কারণে হয় না, দেবতারা যাহা করিতে সমর্থ, মনুষ্যাদির তাহা করিবার সামর্থ্য নাই, প্রকৃতিভেদবশতঃ দেবতা ও মনুষ্যাদির জন্ম সম্বন্ধে ভেদ আছে, দেবতার শক্তি ও মনুষ্যাদির শক্তি একরূপ নহে, ঐশ্বর্য্যবশতঃ দেবতারা যাহা যাহা করিতে পারেন, মনুষ্যাদির অনৈশ্বর্য্য হেতু তাহা, তাহা করিবার শক্তি নাই।*

জিজ্ঞাসু—ঈশ্বর হইয়া প্রভূত শক্তসম্পন্ন হইয়া, কোনরূপ অভাব বা প্রয়োজন না থাকিলেও দেবতাগণ কেন জন্ম গ্রহণ করেন ?

বক্তা—ভগবান্ যাস্ক এতদুত্তরে বলিয়াছেন, দেবতারা কর্ম্মজন্মা—লোকের কর্ম্মফলসিদ্ধির নিমিত্ত, ঈশ্বর হইয়াও, কোনরূপ অভাব না থাকিলেও, লোকানুগ্রহার্থ, 'ঈশ্বর, 'অগ্নি', 'বায়ু', 'সূর্য্য', ইত্যাদি দেবতারূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, অগ্নি-সূর্য্যাদিরূপে আবির্ভূত না হইলে, লোকের কর্ম্মসিদ্ধি হয় না।

জিজ্ঞাসু— ঈশ্বর অগ্নি-সূর্য্যাদিরূপে আবির্ভূত না হইয়াও কি লোকের কর্ম্ম সাধন করিতে পারেন না ?

বক্তা—শক্তি ক্রিয়া করিবে, ক্রিয়া করা শক্তির ধর্ম্ম, প্রবলতর বিরুদ্ধ-শক্তি দ্বারা অভিভূত না হইলে, শক্তির খ্যাতি—শক্তির প্রকাশ না হইয় থাকিতে পারে না। যাহার ক্রিয়া নাই, যদ্দ্বারা কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, তাহার সত্তা উপলব্ধ হয় না, তাহাকে আছে বলিয়া জানিতে পারা যায় না। অতএব ঐশ্বর্য্যের খ্যাপনার্থ ঈশ্বর দেবতারূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

জিজ্ঞাসু—ভগবান্ যাস্কের অতীব গম্ভীরার্থক এই সকল কথার আশয় কি, আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

বক্তা—শক্তি সত্ত্বেও যদি কেহ শক্তির ব্যবহার না করে, তবে তাহার শক্তি আছে, কোন ব্যক্তি কি তাহা জানিতে পারেন ? যাহা দ্বারা কোন-রূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, যাহা কোন ক্রিয়া করে না, তাহাকে তুমি

---

* "মনুষ্যধর্ম্মবিপরীতো হি দেবতাধর্ম্মঃ অনৈশ্বর্য্যান্মনুষ্যাণামৈশ্বর্য্যাচ্চ দেবতানাম্। তৎকথমিতি ? অতো ভেদমাশ্রত্য প্রতিসমাধীয়তে, ইতরেতরজন্মানো ভবন্তীতরেতরপ্রকৃতয়ঃ। দেবা ঐশ্বর্য্যাৎ। ন মনুষ্যাণামিয়ং শক্তিরস্তি অনৈশ্বর্য্যাৎ।"

'সৎ' বলিয়া বুঝিতে পার কি? শক্তি ক্রিয়া করিবেই, ক্রিয়া করা শক্তির ধর্ম্ম। বাধা (Resistance) না পাইলে, শক্তির ক্রিয়োন্মুখ অবস্থা আসেনা, যদি কোন অনুগ্রহীতব্য পাত্র না পান, তাহা হইলে, দয়ালুর দয়াবৃত্তির স্ফুরণ হয় না, অর্থীকে না পাইলে দাতায় দানবৃত্তির বিকাশ হয় না, ঈশ্বর ঐশ্বর্য্যবান্ (অণিমাদি শক্তিমান্) হইলেও, যদি ঈশিতব্য পদার্থ (ঐশ্বর্য্য প্রকাশের পাত্র) না পান, তাহা হইলে, তাঁহার ঐশ্বর্য্য অপ্রকটিত—অনভিব্যক্ত থাকে। 'ঈশ্বর কেন শরীর ধারণ করেন', এই প্রশ্নের উত্তর হইতেছে, ঈশ্বরের লোকানুগ্রহার্থ শরীর ধারণ করিবার সামর্থ্য আছে, লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিবার সময় উপস্থিত হইলেই, তাঁহার শরীর ধারণ করিবার শক্তি স্বতঃ—স্বভাবতঃ প্রব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি শরীর গ্রহণ না করিয়াও, লোকের কর্ম্ম সাধন করিতে পারেন, তথাপি তিনি যে শরীর ধারণ করেন, তাহার কারণ, তাঁহার ইহা করিবার শক্তি আছে, ঈশ্বরত্বকে অব্যাহত রাখিয়া ধর্ম্মসংস্থাপনাদি কার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত,তাঁহাকে শরীরী দেখিবার জন্য ব্যাকুলীভূতহৃদয় ভক্তবৃন্দের তীব্র আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি শরীর গ্রহণ করিতে পারেন, তা'ই শরীর গ্রহণ করেন। * ঈশ্বর, চন্দ্রকে শীতরশ্মি না করিয়া প্রখরকর করিলেন না কেন, জগৎ সৃষ্টি না করিয়া, নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিলেন না কেন, জীবকে জন্ম, জরা, মৃত্যু প্রভৃতির অধীন করিলেন কেন, এই জাতীয় প্রশ্ন হইতে 'ঈশ্বর' শরীর ধারণ না করিয়াই লোকের হিতসাধন করেন না কেন?' এইরূপ প্রশ্নের কোন প্রভেদ আছে কি? আমি যাহা করিতে পারি না, তাহা কাহারও

---

*"সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বময়ঃ সর্ব্বভূতহিতেরতঃ। সর্ব্বেষামুপকারায় সাকারোঽভূন্নিরাকৃতিঃ॥ স ভক্তবৎসলো লোকে সংসারীব ব্যচেষ্টতি। ভক্তানুকম্পয়া দেবো দুঃখং সুখমিবান্বভূৎ॥ যদা যদা চ ভক্তানাং ভয়মুৎপদ্যতে তদা। তত্তদ্ভক্তস্য চিন্তায়ৈ তত্তদ্রূপো ব্যজায়ত॥"— অগস্ত্যসংহিতা।

"মনুষ্যমিব তং দ্রষ্টুং ব্যবহর্ত্তুং চ বন্ধুবৎ। অধ্যাপনায় বিদ্যানাং বোদ্ধুমপ্যরে তপঃ॥ চক্রিরে বৈরিণো ভূত্বা কেচিদ্রোষেণ তেপিরে। ক্ষীরাহারাঃ পরেত্বন্যেস্তীরেষ্ববনিষেবিরে॥ চঞ্চলাক্ষ্যথ কেষাঞ্চিত্তপঃ স্মর্ত্তুং ন শক্যতে। কিং করিষ্যতি দেবোঽয়ং এবং দৃষ্ট্বা সুদারুণং। তপস্তপস্বিনামেতৎ ক্রিয়য়ানুগ্রহীদিহ। মানুষীভূয় সর্ব্বেষাং ভক্তানাং ভক্তবৎসলঃ॥"—অগস্ত্যসংহিতা।

সাধ্য নহে, আমি যে সকল ঐশ বা প্রাকৃতিক নিয়ম অবগত হইয়াছি, তদতিরিক্ত নিয়মান্তর নাই, আমার যাহা বিশ্বাস করিবার শক্তি নাই, ব্যক্তিমাত্রের তাহা বিশ্বাস করা অনুচিত, যাঁহার এই প্রকার প্রত্যয়, ঈদৃশ মত, ঈশ্বরকে শরীরী দেখিতে, প্রতিভার প্রেরণায়, তাঁহার বাধা বোধ হয়, তিনিই 'ঈশ্বরের শরীর ধারণ অসম্ভব' এই মতের প্রতিষ্ঠার্থ বদ্ধপরিকর হইয়া থাকেন।

জিজ্ঞাসু—দেবতারা কিরূপে কোথা হইতে প্রাদুর্ভূত হন?

বক্তা—লোকানুগ্রহার্থ, লোকের কর্ম্মফলসিদ্ধির নিমিত্ত, দেবতারা পরমাত্মা হইতে প্রাদুর্ভূত হয়েন, পরমাত্মা সর্গকালে মায়া দ্বারা বিবিধ বিচিত্র জগদ্ভাব ধারণ করেন, স্থিতিকালে তিনি সর্ব্বমূর্ত্তি গ্রহণ এবং প্রলয়কালে সর্ব্বমূর্ত্তির সংহার করেন। দেবতাদিগের জন্ম পরমাত্মা হইতে হয় ("আত্মজন্মানঃ"—নিরুক্ত, দৈবতকাণ্ড)।

জিজ্ঞাসু—পরমাত্মা সর্ব্বকার্য্যের পরম কারণ, অতএব সকলেই পরমাত্মার কার্য্য, সকলেই পরমাত্মা হইতে জন্ম লাভ করে, অতএব জিজ্ঞাস্য হইতেছে, পরমাত্মা হইতে কে না জন্মে? দেবতাগণকে বিশেষতঃ 'আত্মজন্মা' বলিবার কারণ কি?

বক্তা—সকলেই পরমাত্মা হইতে প্রাদুর্ভূত হয়, সত্য, কিন্তু দেবতাদিগের ন্যায় সকলেই স্বেচ্ছানুসারে জন্মগ্রহণ করে না, দেবতাদিগের পরমাত্মা হইতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আবির্ভাব হয়, দেবতারা যোগদ্বারা আত্মার স্বরূপ দর্শনপূর্ব্বক ঈশ্বরত্ব লাভ করেন, ঐশ্বর্য্যবান্ হ'ন, এবং যথাকালে সঙ্কল্পানুরূপ শরীর ধারণ করেন, অনীশ্বর—ঐশ্বর্য্যহীন স্বল্পশক্তি মনুষ্যাদির জন্ম এই ভাবে হয় না, মনুষ্যাদিকে অবশভাবে স্ব-স্ব কর্ম্মানুরূপ শরীর গ্রহণ করিতে হয়। *

জিজ্ঞাসু—'মনুষ্যাদিকে স্ব-স্ব কর্ম্মানুরূপ শরীর গ্রহণ করিতে হয়,' 'দেবতারা যথাকালে সংকল্পানুরূপ শরীর ধারণ করেন,' এই কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা আর একটু পরিষ্কার ক'রে বুঝাইয়া দিন। দেবতাদিগের আবির্ভাবের কথা শুনিয়া আমার জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, ভগবানের রামকৃষ্ণাদিরূপে অবতরণ এবং সূর্য্যাদি দেবগণের অবতার কি এক নিয়মে হয়?

---

* "ক এব তস্মান্ন জায়তে? ইতি চেৎ। সত্যম্, সর্ব্বং তস্মাৎ জায়তে, ন কামকারেণ। দেবাস্তু তমাত্মানং পশ্যন্তো যোগেন ততঃ কামকারতো জায়ন্তে। কিমেষাং জন্ম? যদেষামিচ্ছতাং সঙ্কল্পানুবিধায়িকর্ম্মানুরূপং যথাকালমাত্মনঃ কার্য্যকারণমুৎপদ্যতে, তদেতেষাং জন্ম। তদনীশ্বরাণাং নাস্তি।"—নিরুক্তটীকা।

বক্তা—তোমার প্রশ্ন শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, ইতঃপর এইরূপ প্রশ্ন হওয়াই উচিত। আমি যথাশক্তি পরে (অবতার বিষয়ক উপদেশ দিবার সময়ে) তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিব, অধুনা এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি।

ভগবান্ পরমৈশ্বর্য্যবান্, অনন্তশক্তিমান্, তিনি ইচ্ছামাত্রে সর্ব্বমূর্ত্তিধারণে সমর্থ, তিনি সঙ্কল্পমাত্রে স্বীয় শক্তি দ্বারা বহুরূপ ধারণ করিতে পারেন, সর্ব্বশক্তিমান্, সত্যসংকল্প পরমেশ্বরের কোন কর্ম্মসম্পাদনার্থ কাহারও সাহায্য লইতে হয় না। সত্যসংকল্প আত্মবিৎ যোগী স্বসংকল্পমাত্রে যখন বহু রূপ ধারণে সমর্থ হন, তখন সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের স্বসংকল্পানুরূপ দেহধারণ অসম্ভব হইবে কেন? ঋগ্বেদে পরমৈশ্বর্য্যবান্ পরমেশ্বরের স্বীয় মায়া বা শক্তিদ্বারা বহুরূপ ধারণের কথা আছে। 'অবতার শব্দ সাধারণতঃ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ভগবান্ যাস্কের দেবতাদিগের আবির্ভাব বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিলেও ভগবানের রাম-কৃষ্ণাদিরূপে অবতরণের রহস্য যেন এতদ্বারা পূর্ণভাবে উদ্ভিন্ন হইল না, অনেকেরই এইরূপ প্রতীতি হইবে।

জিজ্ঞাসু—দেবতাদিগের আবির্ভাব সম্বন্ধে যাহা শুনিলাম, (আমি মলিন-চিত্ত হইলেও, আপনার উপদেশের সর্ব্বাংশ যথাযথভাবে গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইলেও) তাহা শুনিয়া, আমার হৃদয় অপূর্ব্ব আনন্দে পূর্ণ হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

সটীকমধ্যাত্মরামায়ণম্।

অপ্রমেয়ত্রয়াতীতনির্ম্মলজ্ঞানমূর্ত্তয়ে।
মনোগিরাং বিদূরায় দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ॥ ১॥

অপ্রমেয়ং প্রমাতুমশক্যং জ্ঞানাবিষয় ইত্যর্থঃ। ত্রয়াতীতং ত্রীণি সত্ত্বরজস্তমাংসি তান্যতীতং নির্গুণমিত্যর্থঃ। নির্ম্মলং যজ্‌জ্ঞানং নির্ম্মলজ্ঞানং জ্ঞানমত্র চৈতন্যং ব্রহ্ম "সত্যং জ্ঞানমি"ত্যাদি শ্রুতেঃ, তস্য জ্ঞানস্য নৈর্ম্মল্যং নাম সর্ব্ববিধপরিচ্ছেদরাহিত্যম্ "একমেবাদ্বিতীয়মিতি" শ্রুতেঃ, পরিচ্ছিন্নং চৈতন্যমেব সমলজ্ঞানম্ অপ্রমেয়ত্রয়াতীতঞ্চ তৎ নির্ম্মলজ্ঞানঞ্চেতি অপ্রমেয়ত্রয়াতীতনির্ম্মল-জ্ঞানং, তন্মূর্ত্তিঃ স্বরূপং যস্য তস্মৈ নির্ম্মলজ্ঞানস্বরূপায় ইত্যর্থঃ। মনসাং গিরাং বাচাং বিদূরায় অথবা মনঃসহিতানাং বাচাম্ অগোচরায় বাঙ্‌মনসয়োরবিষয়ায় ইত্যর্থঃ। "বাচো যত্র নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" ইতি শ্রুতেঃ। দক্ষিণা অনুকূলা শিবতমা মূর্ত্তির্যস্য তস্মৈ মহাদেবায় নমঃ। "যা তে রুদ্র শিবা তনুরি"ত্যাদি মন্ত্রবর্ণনাৎ॥ ১॥

ভগবান্ মহাদেবের মুখারবিন্দ-নির্গত এই অধ্যাত্মরামায়ণ শ্লোকসমূহ-দ্বারা উপনিবদ্ধ করিবার জন্য উদ্‌যুক্ত হইয়া ভগবান্ ব্যাসদেব এই অধ্যাত্মরামায়ণী-গঙ্গার আদিপ্রবাহ যে পুরারি গিরি হইতে নিঃস্যন্দিত হইয়াছিল, সেই আদি উৎপত্তিস্থান ভগবান্ মহাদেবের পারমার্থিক স্বরূপ স্বীয় হৃদয়ে স্থাপন-পূর্ব্বক আদিগুরু ভগবান্ মহাদেবের নমস্কার করিতেছেন। আর এই নমস্কার-প্রসঙ্গে অধ্যাত্মরামায়ণ-প্রতিপাদ্য মুমুক্ষুগণের অপেক্ষিত অদ্বয়-ব্রহ্মতত্ত্ব, তাহাও গুরুপ্রণাম-প্রসঙ্গে প্রকাশ করিতেছেন।

যিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের অতীত, নির্ম্মল-জ্ঞান-স্বরূপ, মন ও বাক্যের অগোচর, আর এজন্য অপ্রমেয়, (যাহা প্রমেয়, তাহা মন ও বাক্যের অবিষয় হইতে পারে না) সেই দক্ষিণামূর্ত্তি ভগবান্ মহাদেবকে কায়মনোবাক্যে প্রণাম॥

ভগবান্ ব্যাসদেব রামায়ণ-প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণরূপে শিবপ্রণাম উপনিবদ্ধ করিয়া রামায়ণ-রহস্য-পরিজ্ঞানে শিবশ্রদ্ধার আবশ্যকতা সূচিত করিয়াছেন। শিবভক্তি-বিমুখ ব্যক্তি অধ্যাত্মরামায়ণে অধিকারী হইতে পারে না।

এই রামায়ণ-মাহাত্ম্যে ব্যাসদেব স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, "শ্রীরামগীতামাহাত্ম্যং কৃৎস্নং জানাতি শঙ্করঃ"। যিনি যে তত্ত্বের সম্যক্ জ্ঞাতা, তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া সেই তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায় না।

ভগবান্ ব্যাসদেব ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে এই অধ্যাত্মরামায়ণের ৪২০০ শত শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন। ভগবান্ বাল্মীকি চতুর্বিংশতিসহস্র শ্লোকে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র যে রীতি অবলম্বন করিয়া উপনিবদ্ধ করিয়াছেন, ভগবান্ ব্যাসদেবও সেই বাল্মীকি-প্রদর্শিত রীতি অবলম্বন করিয়াই কাণ্ডসপ্তকে চতুঃষষ্টি সর্গে কিঞ্চিদধিক চতুঃসহস্র শ্লোকে রামচরিত-রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন

প্রতিপাদ্য-বিষয়ের উপাদেয়তা বক্তা ও শ্রোতার গুরুত্বের উপরেই নির্ভর করে, যেমন শ্রুতিতে ব্রহ্মিষ্ঠ ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য বক্তা আর মুমুক্ষু সম্রাট্ জনক শ্রোতা। এতাদৃশ শ্রোতার নিকটে তাদৃশ বক্তার প্রতিপাদ্য বস্তু যে পরম উপাদেয় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি। এইরূপ যে স্থলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বক্তা আর পুরুষধুরন্ধর অর্জ্জুন শ্রোতা, সে স্থলেও প্রতিপাদ্য বস্তুর উপাদেয়তা স্বভাবিক। বক্তা ও শ্রোতার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াও যদি প্রতিপাদ্য বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধ না হয়, তবে সে স্থলে বুঝিতে হইবে যে, পুঞ্জীকৃত দুরদৃষ্ট-প্রভাবে তাদৃশ মহনীয় তত্ত্ব-উপলব্ধির সৌভাগ্য উদিত হয় নাই। আর তজ্জন্য শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অতিমাত্র সৎকার-সহকারে বক্তা ও শ্রোতার চরণে স্বীয় দুরভিমান-রাশি অঞ্জলি প্রদান করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণিপাতপূর্ব্বক বক্তা ও শ্রোতার কৃপাভিক্ষা করিতে হইবে। আর প্রতিপাদ্যবস্তুর উপাদেয়তা উপলব্ধির জন্য শ্রদ্ধাসহকারে পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতে হইবে।

এই অধ্যাত্মরামায়ণের উপদেষ্টা সাক্ষাৎ ভগবান্ মহাদেব, আর ইহার শ্রোত্রী জগজ্জননী পার্ব্বতী। জগজ্জননী কত আগ্রহে ভগবান্ মহাদেবের মুখারবিন্দ-নির্গত এই পরম পবিত্র শ্রীরামচরিত্র শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা অধ্যাত্ম রামায়ণেই সুব্যক্ত রহিয়াছে।

কোন্ প্রসঙ্গে এই অধ্যাত্মরামায়ণ আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহার নিরূপণ-প্রসঙ্গে ভগবান্ ব্যাসদেব অধ্যাত্মরামায়ণের প্রথম কাণ্ডে প্রথম সর্গে অধ্যাত্ম-রামায়ণের মাহাত্ম্যরাশির বর্ণনা করিয়াছেন। জন্মান্ধব্যক্তির নিকটে যেরূপ বিষয়-বর্ণন অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ হতভাগ্য ব্যক্তির নিকটেও এই রামায়ণ-মাহাত্ম্য অতিরঞ্জিত হইতে পারে, কিন্তু কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির

নিকটে এই অধ্যাত্মরামায়ণের পরম উপাদেয়তা প্রতিভাত হইবে, ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে বলিতে পারা যায়।

সূত উবাচ।

কদাচিন্নারদো যোগী পরানুগ্রহবাঞ্ছয়া।
পর্য্যটন্ সকলান্ লোকান্ সত্যলোকমুপাগমৎ ॥ ২ ॥

সূতঃ পুরাণাচার্য্যঃ ব্যাসশিষ্যঃ। উবাচ উক্তবান্ নৈমিষারণ্যবাসিনঃ শৌনকাদীনিতি শেষঃ।

পুরাণপ্রবক্তা ব্যাসশিষ্যঃ সূতঃ নৈমিষারণ্যে ঋষীণাং দ্বাদশবার্ষিকে সত্রে বেদব্যাসপ্রোক্তানি সর্ব্বাণি পুরাণানি শৌনকাদীনৃষীন্ শ্রাবয়ামাস। অতঃ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণীয়মিদমধ্যাত্মরামায়ণমপি সূতঃ শৌনকাদীন্ উবাচ।

'কদাচিৎ' আগমিষ্যৎ-কলিযুগে কালে ইত্যর্থঃ। 'নারদঃ' নারং নরসম্বন্ধি অজ্ঞানং, তৎ দ্যতি নাশয়তি তত্ত্বজ্ঞানোপদেশেনেতি নারদঃ "গায়ন্নারায়ণকথাং সদা পাপভয়াপহাম্। নারদো নাশয়ন্নেতি নৃণামজ্ঞানজং তমঃ॥ ইতি নারদীয়পুরাণোক্তেঃ। "যোগী" নিত্যযোগযুক্তঃ, যোগস্তু চিত্তবৃত্তি-নিরোধাত্মকঃ যমনিয়মাদ্যষ্টাঙ্গোপেতঃতাদৃশযোগসেবয়া প্রক্ষীণক্লেশজালঃ অত এব বিদিতবেদিতব্যঃ তত্ত্বজ্ঞ ইত্যর্থঃ। 'পরানুগ্রহবাঞ্ছয়া' পরেষাম্ অতত্ত্বজ্ঞানাং কর্ম্মোপাসনাজ্ঞানোপদেশেন যোঽনুগ্রহঃ তদিচ্ছয়া ইত্যর্থঃ। 'পর্য্যটন্' পরি সমন্তাৎ অটন্ গচ্ছন্। যদ্যপি তত্ত্বজ্ঞস্য নানালোকপরিভ্রমণং নিষ্ফলং কৃতকৃত্যত্বাৎ তথাপি পরানুগ্রহবাঞ্ছয়া তাদৃশস্য নানালোকগমনং যুজ্যত এব পরমকারুণিকত্বাৎ। স্বভাব এব তত্ত্বজ্ঞানাং পরানুগ্রহঃ। 'সকলান্ লোকান্' ঊর্দ্ধাধোভাবেনাবস্থিতানি চতুর্দ্দশভুবনানি পরানুগ্রহবাঞ্ছয়া পর্য্যটন্ ইত্যর্থঃ। 'সত্যলোকং' সত্যাখ্যং কমলাসনলোকং ব্রহ্মলোকমিত্যর্থঃ। 'উপাগমৎ' জগাম ॥ ২ ॥

এই অধ্যাত্মরামায়ণ যে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অন্তর্গত, সেই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ কলিযুগের প্রারম্ভে নৈমিষারণ্যে শৌনকপ্রভৃতি ঋষিগণের নিকটে পুরাণ-প্রবক্তা সূত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন; সুতরাং এই অধ্যাত্মরামায়ণও শৌনকাদি ঋষিগণের নিকটে নৈমিষারণ্যে সূত কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছিল। এই অধ্যাত্ম-রামায়ণ সর্ব্বপ্রথমে ভগবান্ মহাদেব জগজ্জননী পার্ব্বতীকে বলিয়াছিলেন। তাহা পিতামহ ব্রহ্মা অবগত হইয়া নারদকে উপদেশ করিয়াছিলেন।

আর ভগবান্ নারদ হইতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভগবান্ বেদব্যাস ইহা লাভ করিয়াছিলেন। ভগবান্ ব্যাস পুরাণশাস্ত্রে স্বীয় শিষ্য সূতকে উপদেশ করিয়াছিলেন। সূত নৈমিষারণ্যে ঋষিদিগের নিকটে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। দেবর্ষি নারদ কিরূপে এই অধ্যাত্মরামায়ণ ব্রহ্মার নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করিতে যাইয়া সূত ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদের অবতারণা করিতেছেন। পরম যোগী তত্ত্বজ্ঞ দেবর্ষি নারদ ভবিষ্যৎ কলিযুগের অবস্থা জ্ঞানচক্ষুতে দর্শন করিয়া কলিযুগে যে সমস্ত পুণ্যবর্জ্জিত মানবগণ উৎপন্ন হইবে, তাহাদের ঘোর দুর্দ্দশা প্রজ্ঞানেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া পরমকারুণিক দেবর্ষি আগামিপরদুঃখে ব্যথিত হইয়া সেই ভাবি পরদুঃখের প্রতিকার-মানসে পরদুঃখনিবারণব্রত নারদ চতুর্দ্দশভুবন পর্য্যটন্ করিতে করিতে ব্রহ্মলোকে উপনীত হইয়াছিলেন ॥ ২ ॥

ইদানীং সার্দ্ধশ্লোকদ্বয়েন ভগবন্তং ব্রহ্মাণং বিশিনষ্টি—

তত্র দৃষ্ট্বা মূর্ত্তিমদ্ভিশ্ছন্দোভিঃ পরিবেষ্টিতম্।
বালার্কপ্রভয়া সম্যগ্ ভাসয়ন্তং সভাগৃহম্ ॥ ৩ ॥
মার্কণ্ডেয়াদিমুনিভিস্তূয়মানং মুহুর্মুহুঃ।
সর্ব্বার্থগোচরজ্ঞানং সরস্বত্যা সমন্বিতম্ ॥ ৪ ॥
চতুর্মুখং জগন্নাথং ভক্তাভীষ্টফলপ্রদম্।

'তত্র' সত্যাখ্যব্রহ্মলোকে চতুর্মুখং জগন্নাথং দৃষ্ট্বা মুনিপুঙ্গবস্তুষ্টাব ইতি অগ্রেতনশ্লোকেনান্বয়ঃ। ব্রহ্মলোকস্বরূপমাহ শ্রুতিঃ "অরশ্চ হ বৈ ণ্যশ্চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে তৃতীয়স্যাং ইতো দিবি তদৈরম্মাদীয়ং সরঃ তদশ্বত্থঃ সোমসবনস্তদপরাজিতা পূর্ব্রহ্মণঃ প্রভুবিমিমীতং হিরণ্ময়ম্" ইতি তাদৃশে ব্রহ্মলোকে 'মূর্ত্তিমদ্ভিঃ' গৃহীতশরীরৈঃ 'ছন্দোভিঃ' বেদৈঃ 'পরিবেষ্টিতং' অধিষ্ঠিতপুরোভাগং "বেদাঃ সর্ব্বেঽগ্রতঃস্থিতাঃ" ইতি শাস্ত্রাৎ। 'বালার্কপ্রভয়া' নবোদিতসূর্য্যকান্ত্যা লোহিতস্বদেহকান্ত্যা ইতি যাবৎ। সভাগৃহং ভাসয়ন্তং 'মার্কণ্ডেয়াদিমুনিভিঃ' ব্রহ্মলোকনিবাসিভিঃ মুহুর্মুহুঃ স্তূয়মানং 'সর্ব্বার্থগোচরজ্ঞানং' সর্ব্বার্থগোচরং জ্ঞানং যস্য তং সর্ব্বে অর্থাঃ অতীতানাগতপ্রত্যুৎপন্নাঃ সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টাশ্চ এতেন ভগবতো ব্রহ্মণঃ সর্ব্বজ্ঞত্বমুক্তম্। সর্ব্বজ্ঞত্বাদেব জ্ঞানরূপয়া 'সরস্বত্যা' ব্রহ্মণঃ স্বশক্ত্যা যুক্তং ভগবন্তং ব্রহ্মণাং 'চতুর্মুখং' যুগপদ্ বেদচতুষ্টয়প্রকাশনায় মুখচতুষ্টয়োপেতং 'জগন্নাথং' জগৎস্রষ্টারং, জগৎসৃষ্টিরত্র ভৌতিকসৃষ্টিরভিপ্রেতা। ভূতসৃষ্টেঃ সাক্ষাদীশ্বরনিষ্পাদ্যত্বাৎ। 'ভক্তাভীষ্টফলপ্রদম্' ভক্তজনমনোরথ-

পূরণে কল্পবৃক্ষায়মাণং, সাভিপ্রায়বিশেষণমেতদ্ ব্রহ্মণঃ, এতেন প্রশ্নযোগ্যত্বং সূচিতম্ ।

দেবর্ষি নারদ সত্যলোকে উপনীত হইয়া ভগবান্ ব্রহ্মাকে যে মূর্ত্তিতে দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই এস্থলে বিবৃত হইয়াছে। ভগবান্ ব্রহ্মার বদনচতুষ্টয় হইতে বেদরাশি উদ্গীর্ণ হইয়া স্ব স্ব মূর্ত্তিপরিগ্রহ পূর্ব্বক ব্রহ্মার সম্মুখভাগে দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। নবোদিত-সূর্য্যের প্রভা-সদৃশ অরুণবর্ণ দেহ-প্রভা ব্রহ্ম-সভাগৃহকে উদ্ভাসিত করিতেছে। ব্রহ্মলোক-নিবাসী মার্কণ্ডেয়মুনিগণ সেই সভাগৃহে সমাসীন হইয়া ব্রহ্মার নিরন্তর স্তুতি করিতেছেন।

ভগবান্ ব্রহ্মা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত সর্ব্ববিধ বিষয়রাশি করতলস্থিত আমলক ফলের ন্যায় প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছেন। আর সেই সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ ব্রহ্মার স্বীয় সর্ব্বজ্ঞান-শক্তিরূপা ভগবতী সরস্বতী দেবী তাঁহার বামপার্শ্বে উপবিষ্টা রহিয়াছেন ॥ ৩—৪॥

প্রণম্য দণ্ডবদ্ ভক্ত্যা তুষ্টাব মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৫ ॥
সন্তুষ্টস্তং মুনিং প্রাহ স্বয়ম্ভূর্বৈষ্ণবোত্তমম্ ।
কিম্প্রষ্টুকামস্ত্বমসি তদ্বদিষ্যামি তে মুনে ॥ ৬ ॥

তথাবিধং ভগবন্তং দৃষ্ট্বা ভক্ত্যতিশয়োদ্রেকাদ্ 'দণ্ডবৎ' নিপত্য তং 'প্রণম্য' "পদ্ভ্যাং জানুভ্যাং হস্তাভ্যামুরসা শিরসা দৃশা। বচসা মনসা চেতি প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ" ॥ ইত্যুক্তলক্ষণং সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাতং কৃত্বেত্যর্থঃ। 'মুনিপুঙ্গবো' নারদস্তং 'তুষ্টাব' স্তুতিং কৃতবান্ ॥ ৫ ॥

'স্বয়ম্ভূ'রনাবরণজ্ঞানঃ দেবর্ষের্ভক্ত্যতিশয়দর্শনেন তং প্রত্যুন্মুখীভূতঃ সন্তুষ্টঃ 'তং' বৈষ্ণবোত্তমং মুনিং প্রাহ' ইত্যন্বয়ঃ। বৈষ্ণবোত্তমশ্চ ভাগবতপ্রধানঃ "সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ইত্যুক্তলক্ষণঃ, "সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি" ॥ ইত্যনেনাপি তদেবোক্তম্ ।

হে মুনে ত্বং কিম্প্রষ্টুকামোঽসি তৎ তে বদিষ্যামি ইত্যন্বয়ঃ। যজ্জ্ঞাতুমিচ্ছন্ মৎসবিধে আগতোঽসি তৎ তুভ্যং কথয়িষ্যামি ন্যায়েনোপসন্নস্যাপ্রত্যাখ্যেয়ত্বাৎ ॥ ৫—৬ ॥

দেবর্ষি নারদ এই ভাবে জগৎস্রষ্টা ভক্তজনের অভীষ্টফলপ্রদাতা ভগবান্

চতুর্মুখ ব্রহ্মাকে দর্শন করিয়া ভক্তিভাবে দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়া প্রণাম করিলেন এবং ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে তাঁহার স্তুতি করিয়াছিলেন॥ ৫॥

অনাবরণ জ্ঞান ভগবান্ স্বয়ম্ভু, দেবর্ষি নারদের ভক্ত্যতিশয়প্রযুক্ত প্রীত হইয়া সেই আত্মজ্ঞ ভাগবতোত্তম দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছিলেন—হে মুনে! তুমি কোন বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষ করিতেছ? তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয় আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিব॥ ৫—৬॥

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য মুনির্ব্রহ্মাণমব্রবীৎ।
ত্বত্তঃ শ্রুতং ময়া সর্ব্বং পূর্ব্বমেব শুভাশুভম্॥ ৭॥

'মুনি'র্নারদঃ 'তস্য' ব্রহ্মণঃ বচঃ 'আকর্ণ্য' শ্রুত্বা তং ব্রহ্মাণম্ অব্রবীৎ কিমব্রবীদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ ত্বত্ত ইতি। হে ব্রহ্মন্! 'ত্বত্তঃ' ত্বৎসকাশাৎ সর্ব্বং শুভম্ অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সফলকং ধর্ম্মাখ্যম্ কর্ম্ম উপাসনং জ্ঞানঞ্চ 'শ্রুতম্' অধিগতম্, তথা সর্ব্বম্ অশুভং প্রত্যবায়জনকং নিষিদ্ধং কর্ম্ম পূর্ব্বম্ ইতঃ প্রাঙ্ ময়া শ্রুতম্ অধিগতং ভবদনুগ্রহবশাৎ এতৎ সর্ব্বং ময়া জ্ঞাতমিত্যর্থঃ। ময়ি স্বারসিকস্তে প্রসাদঃ॥ ৭॥

দেবর্ষি নারদ ভগবান্ ব্রহ্মার এই স্বারসিক অনুগ্রহ-প্রসূত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—হে ভগবন্! আপনার প্রসাদে ইতঃপূর্ব্বে আমি জীবগণের অভ্যুদয়প্রদ সর্ব্ববিধ কর্ম্ম ও উপাসনা এবং নিঃশ্রেয়সপ্রদ তত্ত্বজ্ঞান অবগত হইয়াছি। আর তাহাদের প্রত্যবায়জনক অশুভকর্ম্মরাশিও অবগত হইয়াছি॥ ৭॥

ইদানীমেকমেবাস্তি শ্রোতব্যং সুরসত্তম।
তদ্রহস্যমপি ব্রূহি যদি তেঽনুগ্রহো ময়ি॥ ৮॥

এবং প্রসাদয়ন্ হৃদ্গতং শ্রোতব্যমাহ—

যদ্যপি ত্বৎসকাশাৎ বহু শ্রুতং তথাপি কলিযুগে উৎপৎস্যমানানাং পুণ্যহীনানাং ভাবিনীং দুর্গতিং বিচিন্ত্য ব্যাকুলিতহৃদয়স্যাস্তদপি কিঞ্চিৎ শ্রোতব্যমস্তি। হে 'সুরসত্তম'! দেবগণপ্রধান! ইদনীম্ 'একম্ এব' পুণ্যহীনানাং পরলোকপ্রাপ্ত্যুপায়রূপং নান্যৎ কিমপি ত্বৎসকাশাৎ শ্রোতব্যম্ অস্তি, ত্বত্তঃ কশ্চনান্যো বক্তা নাস্তীত্যভিপ্রায়ঃ। তৎ পুণ্যহীনানাং পরলোকপ্রাপ্ত্যুপায়রূপং যন্ময়া শ্রোতব্যং তদ্ যদি 'রহস্যমপি' প্রকাশয়িতুমযোগ্যমপি ক্ষীণপুণ্যানাং দুরদৃষ্ট-

প্রতিবন্ধাদিত্যর্থঃ। মাং ব্রূহি মহ্যং কথয় যদি 'তে' তব অনুগ্রহো ময়ি বর্ত্ততে পরোপচিকীর্ষয়া প্রবৃত্তোঽহমিতি কৃত্বেত্যর্থঃ॥ ৮॥

দেবর্ষি নারদ এইরূপে ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করিয়া হৃদয়গত অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন। আগামী ঘোর কলিযুগে যে ক্ষীণপুণ্য জনগণ জন্মপরিগ্রহ করিবে, তাহারা স্বকীয় পাপপুঞ্জ-প্রভাবে ভীষণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে। জীবগণের সেই ভাবিদুর্গতি-চিন্তায় ব্যাকুলিতচিত্ত নারদ ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিতেছেন—হে সুরসত্তম! যদিও আপনার অনুগ্রহে মানবগণের শুভাশুভ সমস্তই শ্রবণ করিয়াছি, তথাপি কলিযুগে নষ্টবুদ্ধি মানবগণের পারলৌকিক কল্যাণ কিরূপে হইবে, আজ মাত্র তাহাই আপনার নিকট শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। সেই নষ্টবুদ্ধি মানবগণের পাপপুঞ্জ-প্রভাবে তাহাদের পারলৌকিক কল্যাণ উপায় গোপনীয় হইলেও সুকৃতি-লেশ-বশতঃ যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে, তবে সেই অনুগ্রহ-বশম্বদ হইয়া তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন॥৮॥

প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে নরাঃ পুণ্যবিবর্জ্জিতাঃ ;
দুরাচাররতাঃ সর্ব্বে সত্যবার্ত্তাপরাঙ্মুখাঃ॥৯॥

একমেবাস্তি শ্রোতব্যমিতি যৎ প্রাগুক্তং তদেবাবতারয়ন্ শ্রোতব্যস্য দুঃসমাধেয়তামাহ—প্রাপ্তে ইত্যাদিনা। কলিযুগোৎপন্নানাং মানবানাং পুণ্যবিবর্জ্জিতানাং যত্নতঃ পাপানুষ্ঠাতৄণাং পিতৃলোকাদিপ্রাপ্তিদুর্ঘটা অত এব জায়স্ব ম্রিয়স্ব ইত্যেতৎ তৃতীয়স্থানবিপরিবর্ত্তমানানামবশ্যম্ভাবিনী কষ্টা অধোগতিরিতি বিচিন্ত্য ব্যাকুলিতমনাঃ কলিযুগোৎপৎস্যমানমানবানাং পরলোকপ্রাপ্তিদুর্গতিনিবৃত্তিশ্চাশক্যেবেতি মন্যমানো দেবর্ষিঃ কলিযুগোৎপৎস্যমানমনুজানাং দুরাচারমাহ ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে সতি যে নরাঃ উৎপৎস্যন্তে তে পুণ্যবিবর্জ্জিতা ভবিষ্যন্তি, পুণ্যবিবর্জ্জিতানামেব কলৌ ভোগঃ অতস্তদৈব তেষাং জন্ম। "পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেনে''তি শ্রুতেঃ। পাপাচারিণাং সঞ্চিতপাপবাহুল্যং জ্ঞেয়ং সঞ্চিতপাপবাহুল্যাদেব পাপাচরণে প্রবৃত্তিঃ। ঘোরে কলিযুগে পুণ্যবিবজ্জিতানামর্জ্জিত পাপানাং যতো জন্ম অতস্তে দুরাচাররতাঃ, দুরাচারো নাম নিষিদ্ধং কর্ম্ম তস্মিন্ রতাঃ। দুরাচারেষু নিষিদ্ধকর্ম্মসু রতিমেব দর্শয়তি পরহিংসাপরায়ণা ইত্যস্তেন। যতো দুরাচাররতাঃ অতঃ 'সত্যবার্ত্তাপরাঙ্মুখাঃ' নানৃতং বদেদিতি নিষিদ্ধ-ভাষণশীলা ইত্যর্থঃ। সত্যপরাঙ্মুখা ইতি বক্তব্যে সত্যবার্ত্তাপরাঙ্মুখা ইতি যদুক্তং তেন সত্যাদতিদূরভ্রষ্টা ইত্যুক্তম্॥৯॥

পরাপবাদনিরতাঃ পরদ্রব্যাভিলাষিণঃ।
পরস্ত্রীসক্তমনসঃ পরহিংসাপরায়ণাঃ ॥১০॥
দেহাত্মদৃষ্টয়ো মূঢ়া নাস্তিকাঃ পশুবুদ্ধয়ঃ।
মাতাপিতৃকৃতদ্বেষাঃ স্ত্রীদেবাঃ কামকিঙ্করাঃ ॥১১॥

পাপপ্রকর্ষোৎপন্নচিত্তমালিন্যানুরূপং চেষ্টিতমাহ পরাপবাদনিরতা ইতি পরকুৎসনরুচয় ইত্যর্থঃ। প্রাক্ সত্যবার্ত্তাপরাঙ্মুখত্বোক্তেমৃ্ষাবাদিত্বমুক্তম্‌ ইদানীং পরাপবাদনিরতোক্ত্যা বাচিকদুরাচারঃ সংগৃহীতঃ অতঃপরং মানসিক-দুরাচারমাহ পরদ্রব্যাভিলাষিণ ইত্যাদি। পরেষাং দ্রব্যাণ্যাভিলষিতুং শীলং যেষাং তে তথোক্তাঃ, পরদ্রব্যনিবিষ্টচিত্তা ইত্যর্থঃ। এতেন চৌর্য্যরূপকায়িকদুরাচারোঽপি সূচিতঃ। 'পরস্ত্রীসক্তমনসঃ' পরস্ত্রীষু সক্তং মনো যেষাং তে তথোক্তাঃ, ইত্যনেন ভোগলাম্পট্যপরাকাষ্ঠা উক্তা কামজব্যসনানি চ সূচিতানি। মানসং দুরাচারমুক্ত্বা শারীরমাহ পরহিংসাপরায়ণাঃ ইতি। যদ্যপি হিংসা কৃতকারিতানু-মোদিত ভেদেন লোভাদিপূর্ব্বকত্বেন চ বহুবিধা তথাপ্যত্র সামান্যতো হিংসাপদেন তাসাং সর্ব্বাসাং গ্রহণম্‌ ॥১০॥

সর্ব্বদুরাচারনিদানমাহ দেহাত্মদৃষ্টয় ইতি। দেহ এব আত্মদৃষ্টির্যেষাং তে তথোক্তাঃ, এতেন অনাত্মনি আত্মবুদ্ধিরবিদ্যাখ্যং তমঃ ইত্যুক্তম্‌, অবিদ্যাবিল-সিতান্যেব সর্ব্বাণি পাপানি, অবিদ্যামূলত্বান্মোহস্য। মোহযুক্তা মূঢ়াঃ, মোহস্য পাপীষ্ঠত্বং শাস্ত্রে প্রসিদ্ধম্‌ অমূঢ়স্যেতরদোষোৎপত্তেরভাবাৎ; অত এব নাস্তিকাঃ নাস্তি দেহাদতিরিক্ত আত্মা ইতি নিশ্চয়বন্ত ইত্যর্থঃ। দেহাদ্যতিরিক্তস্যাত্মনোঽ-স্তিত্বনিশ্চয়বন্ত আস্তিকাস্তদ্‌বিপরীতা নাস্তিকাঃ, "যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে" ॥ ইতি শ্রুত্যনুসারেণৈব আস্তিনাস্তিক-পদপ্রসিদ্ধিঃ। নাস্তিক্যাচ্চ পশুবুদ্ধয়ঃ আহারনিদ্রাভয়মৈথুনপরা ইত্যর্থঃ। দেহা-ত্মদৃষ্টীনাং নাস্তিকানাং পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষো ভাষ্যকৃদ্‌ভিরুক্তঃ। চতুর্ষু পুরুষার্থেষু ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু দেহাত্মবুদ্ধীনাং নাস্তিকানামর্থকামৌ দ্বাবেব পুরুষার্থৌ তাবেবাধিকৃত্য তেষাং প্রবৃত্তেঃ, ধর্ম্মমোক্ষৌ ত্বধিকৃত্য তেষাং প্রবৃত্তির-সম্ভবিন্যেব দেহনাশে নৈবাত্মনাশাৎ পারলৌকিকফলোপভোক্তুরভাবাৎ।

অযোধ্যাকাণ্ডে অন্ত্যলীলা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ভরত শয়ন করিলেন কিন্তু নিদ্রা কোথায়? রামচিন্তা জনিত শোক চিরসুখী ধর্ম্মনিরত রাজকুমারের চিত্তকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। গূঢ়-অগ্নি—কোটর সংযুক্ত অগ্নি যেমন দাবানল সন্তপ্ত বনস্পতিকে দগ্ধ করে সেইরূপ শোকবহ্নি চিন্তানল সন্তপ্ত শ্রীভরতকে দগ্ধ করিতে লাগিল। সূর্য্যাগ্নি সন্তপ্ত হিমবান্ হইতে যেমন হিমরাশি প্রস্রুত হয় সেইরূপ শোকাগ্নি সম্ভূত স্বেদরাশি শ্রীভরতের সর্ব্বগাত্র হইতে ক্ষরিত হইতে লাগিল। শোকশৈলাক্রান্ত ভরত শোকের গুরুভারে নিষ্পেষিত হইতে লাগিলেন। রামচিন্তা ঐ পর্ব্বতের অখণ্ড শিলা, নিঃশ্বাস—গৈরিকাদি ধাতু নিঃসরণ, দীন ভাব ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব বিষয় বৈমুখ্য পাদপ সঙ্ঘ, শোকজনিত পরিশ্রান্তি অধিরূঢ় শৃঙ্গ; অতিমাত্র মোহ—বন্যজন্তু, ইন্দ্রিয় ও মনের সন্তাপ—ওষধি ও বেণু। দুঃখ শৈলাক্রান্ত ভরত শোকসাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন। ভরত মানসিক জ্বরে একান্ত অভিভূত হইয়া যূথভ্রষ্ট বৃষভের ন্যায় শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইল। হায়! ভরত, রামের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন—গুহ তখন ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

(২)

গুহ বলিতে লাগিলেন যুবরাজ! সীতা রামের রক্ষা জন্য শরাসন হস্তে লক্ষ্মণ যখন ঐস্থানে রাত্রি জাগরণ করিতেছিলেন তখন আমি স্বজনের সহিত রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত রহিলাম। কত বলিলাম—কত অনুরোধ করিলাম কিছুতেই লক্ষ্মণ শয়ন করিলেন না। লক্ষ্মণের ক্লেশ দেখিয়া আমি মর্ম্মাহত হইলাম। লক্ষ্মণ বলিতে লাগিলেন নিষাদরাজ! রঘুকুলতিলক জানকীর সহিত ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়াছেন—আমার আর আহার নিদ্রায় রুচি নাই। হায়! এত বড় বীর যিনি, রণস্থলে সমস্ত সুরাসুর যাঁহার বিক্রম সহ্য করিতে পারে না তিনিই আজ পত্নীর সহিত ধরা শয়নে। তুমি আমার হইয়া জাগিয়া থাকিবে ও সীতা রামকে রক্ষা করিবে বলিতেছ কিন্তু বল দেখি আজ অযোধ্যায় কি

হইতেছে ? অহো ! লক্ষ্মণ দুঃখের কথা বলিতে বলিতে রাত্রি শেষ করিলেন —পরদিন প্রভাতে আমি তাঁহাদিগকে গঙ্গা পার করিয়া দিলাম।

ভরত গুহের নিকট এই সকল অপ্রিয় কথা শুনিয়া অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় শোকভরে পুনরায় মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। গুহের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সর্ব্বশরীর ভূমিকম্পে বৃক্ষের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। শত্রুঘ্নও তখন ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। রোদন শব্দে উপবাসকৃশা ভর্তৃবিরহ পরিতাপিতা কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিষীরা দীন মনে ভরতের নিকটে আসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। দেবী কৌশল্যা জলধারাকুল লোচনে ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন বৎস ! তোমার ত কোন পীড়া হয় নাই ? এই সমস্ত রাজপরিবার আজ তোমাকে দেখিয়া প্রাণ ধারণ করিয়া আছে। ভ্রাতায় সহিত রাম বনে গিয়াছেন আমি তোমাকে দেখিয়াই বাঁচিয়া আছি। মহারাজ নাই এখন তুমিই আমাদের রক্ষক। ভরত ! লক্ষণের ত কোন অমঙ্গল হয় নাই ? এক পুত্রা আমি- এই এক পুত্রার পুত্র ও ভার্য্যার ত কোন অশুভ ঘটে নাই ?

মুহূর্ত্তমধ্যে ভরত প্রকৃতিস্থ হইলেন, হইয়া মাতাগণকে আশ্বস্ত করিলেন। কিন্তু ভরত যেন কিছুতেই সুস্থ হইতে পারিতেছেন না।

তিনি সজল নয়নে গুহকে জিজ্ঞাসা করিলেন নিষাদ রাজ ! রাত্রিতে সীতারাম কোথায় শয়ন করিয়াছিলেন আমাকে সেই স্থান দেখাও, সেই স্থান দেখিয়া আমি নয়ন ও মনের জ্বালা জুড়াইব। সীতারাম রজনীতে কি আহার করিলেন ? আমি কত কি আনিলাম—সখা কিছুই গ্রহণ করিলেন না বলিতে বলিতে—গুহ শ্রীভরতকে আনিলেন সেই ইঙ্গুদী বৃক্ষের মূলে। গুহ দেখাইয়া দিতেছেন—এই সেই ইঙ্গুদী বৃক্ষ, এই সেই তৃণ—ইহাতেই রাম ভার্য্যার সহিত এই ইঙ্গুদী তলে শয়ন করিয়াছিলেন।

আহা ! এই তরু অতি পবিত্র। শ্রীভরত বড় আদরে বৃক্ষকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। সেই কুশের শয্যা এখনও বৃক্ষতলে। ভরত ঐ কুশ শয্যা প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিলেন। রামের চরণ চিহ্নের রজ নয়নে লাগাইলেন—প্রাণ বিভোর হইয়া উঠিল। ভরত তখন মাতৃগণকে দেখাইয়া কহিলেন এই ভূমিতে রাম শয়ন করিয়াছিলেন—এই তাঁহার শয্যা ! রাজকেশরী দশরথ হইতে যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার কি ভূমিশয্যা হওয়া উচিত ? যিনি সুন্দর কোমল মৃগচর্ম্মাস্তরণ বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ন করিতেন আহা ! তিনি

এখন কিরূপে ভূতলে শয়ন করিতেছেন? যিনি বিমান সদৃশ সপ্ততল প্রাসাদে শয়ন করিতেন, যাহার কুট্টিম স্বর্ণ ও রজতময়, যাহার ভিত্তি সুবর্ণ শোভিত, যে সমস্ত প্রাসাদ অগুরুচন্দনগন্ধিকুসুমসমলঙ্কৃত, যাহারা শুভ্র মেঘের মত প্রভাবিশিষ্ট, যাহারা শুকসারী কলরবে মুখরিত, এই সমস্ত উৎকৃষ্ট প্রাসাদে বাস করিয়া তিনি কিরূপে ভূমিতলে শয়ন করিতেছেন; প্রাতঃকালে পরিচারিকাগণের নূপুর রবে এবং গীত বাদিত্র নির্ঘোষে যিনি প্রতিবোধিত হইতেন এবং যথাকালে যিনি বন্দী, সূত ও মাগধ কর্তৃক অনুরূপ গাথা ও স্তুতিতে বন্দিত হইতেন তিনি এখন এই সকলে বঞ্চিত হইয়া কিরূপে ভূমি শয্যায় শয়ন করেন—

অশ্রদ্ধেয়মিদং লোকে ন সত্যং প্রতিভাতি মাম্।
মুহ্যতে খলু মে ভাবঃ স্বপ্নোঽয়মিতি মে মতিঃ॥
ন নূনং দৈবতং কিঞ্চিৎ কালেন বলবত্তরম্।
যত্র দাশরথী রামো ভূমাবেবমশেত সঃ॥
যস্মিন্ বিদেহরাজস্য সুতা চ প্রিয়দর্শনা।
দয়িতা শয়িতা ভূমৌ স্নুষা দশরথস্য চ॥
ইয়ং শয্যা মম ভ্রাতুরিদং হি পরিবর্ত্তিতম্।
স্থণ্ডিলে কঠিনে সর্ব্বং গাত্রৈর্বিমৃদিতং তৃণং॥
মন্যে সাভরণা সুপ্তা সীতাস্মিংচ্ছয়নে শুভা।
তত্র তত্র হি দৃশ্যন্তে সক্তাঃ কনকবিন্দবঃ॥
উত্তরীয়মিহাসক্তং সুব্যক্তং সীতয়া তদা।
তথা হ্যেতে প্রকাশন্তে সক্তাঃ কৌশেয় তন্তবঃ॥

রাম সীতার ভূমি শয্যা দেখিয়া শ্রীভরতের প্রাণ যেরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, তোমার আমার প্রাণে সে দুঃখের কতটুকু প্রবেশ করে?

যদি করিত তবে ত চক্ষু আজ জলে ভরিত হইত। তাহা ত হয় না—হায় হৃদয় আমাদের বুঝি বজ্রবৎ কঠিন হইয়া গিয়াছে—কিছুতেই গলেনা। ভরত বলিতে লাগিলেন—এই রামের ভূমি শয্যা! হায়! ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য? ইহা সত্য বলিয়াই আমার বোধ হইতেছে না। আমার অন্তঃকরণ মোহপ্রাপ্ত হইতেছে, মনে হইতেছে ইহা স্বপ্ন। মনে হইতেছে কাল অপেক্ষা বলবত্তর বুঝি কোন দেবতাই নহেন। তাহা না হইলে দাশরথী রাম কি আজ ভূতলে শয়ন করেন, না বিদেহ রাজসুতা, রাজা দশরথের পুত্র বধূ অতি

আদরের প্রিয়দর্শনা জানকী আজ ভূমি শয্যা গ্রহণ করেন? আমার ভ্রাতা রামের এই শয্যা! এই তাঁহার পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনের চিহ্ন! হায়! এই কঠিন অসমান ভূমিতে তাঁহার গাত্র সংস্পর্শে তৃণ সকল এখনও মর্দ্দিত হইয়া রহিয়াছে! দেখিতেছি এই শয্যাতে সর্ব্বালঙ্কৃতা সীতা শয়ন করিয়াছিলেন—এই ত তাঁহার আভরণ সংলগ্ন স্বর্ণবিন্দু সকল পতিত রহিয়াছে! এইখানে সীতার উত্তরীয় সংলগ্ন হইয়াছিল ইহা সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে—দেখা যাইতেছে তাঁহার কৌশেয় বসনের তন্তু সকল সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে।

মন্যে ভর্ত্তুঃ সুখা শয্যা যেন বালা তপস্বিনী।
সুকুমারী সতী দুঃখং ন বিজানাতি মৈথিলী॥

বুঝিতেছি স্বামীর শয্যা কঠিন হউক বা কোমল হউক তপস্বিনী স্ত্রীর তাহাই সুখ দায়িনী; তাই পতিব্রতা মৈথিলী সুকমারী হইয়াও কোনই দুঃখ অনুভব করেন নাই। হায় মানুষ সংসারে কোন্ সুখের আকাঙ্ক্ষা করে? যিনি পরমাত্মা যিনি সর্ব্বশক্তিমান যাঁহার কটাক্ষে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিলয় প্রাপ্ত হয় তিনি আজ জীবের দুঃখ দূর করিবার জন্য—পৃথিবীর পাপ ভার সরাইবার জন্য নরাকারে আগমন করিয়াছেন—কিন্তু এই পৃথিবীতে আগমন করিলেই যে দুঃখ পাইতে হইবে তাহাই তিনি দেখাইতেছেন—হায়! মানুষ তবুও দেখেনা—তথাপি সংসার বুঝেনা, তথাপি এখানে মৃগ তৃষ্ণিকার আশায় নিরন্তর ধাবিত হয়—অহো! ইহা অপেক্ষা মোহ আর কি আছে? এই কথা সত্য কিনা যদি পরীক্ষা করিতে চাও, তবে যে অতি পরিপাটী করিয়া অতি সাবধানে সংসার করিয়াছে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ শেষ বয়সে তাহার কি হইতেছে! এই জন্যই না সকল সাধু উপদেশ করেন—সংসারে মানুষের অবস্থা দেখ, বৈরাগ্য আন; এখানকার কোন সুখে আস্থা রাখিওনা—আর ভবরোগ বৈদ্যকে জান—তাঁহাকে ডাক—সর্ব্বদা রাম রাম করিয়া রাম বোধে সকলকে সেবা করিয়া সংসার সাগর পারে চল—এখানকার এইমাত্র কর্ত্তব্য। ভরত তখন দুঃখ করিয়া বলিতে লাগিলেন—হায়! আমি কি হতভাগ্য! হায়! আমি কি নৃশংস! কেবল আমার জন্যই আজ রাঘব ভার্য্যার সহিত অনাথের ন্যায় ঈদৃশী শয্যায় শয়ন করিতেছেন। যিনি সার্ব্বভৌমকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহাকে দেখিলে সকলে সুখী হয়, যিনি সকলের হিতকারী তিনি আজ রাজ্য ত্যাগ করিয়া আমার জন্যই বনবাসী।

হায়! কিরূপে সেই ইন্দীবর শ্যাম কলেবর, আরক্ত-নয়ন, প্রিয়দর্শন রাম আজ ভূতলে শয়ন করিতেছেন—তিনি যে সকলপ্রকার সুখ ভোগের যোগ্য—তিনি কোন প্রকার দুঃখ ভোগের উপযুক্ত নহেন। শুভলক্ষণ মহাভাগ লক্ষণই ধন্য—তিনি এই বিষম কালে রামের অনুসরণ করিয়াছেন। আর বৈদেহী? তিনিও স্বামীসঙ্গে বনগামিনী হইয়া সফলমনোরথা। আমরাই কেবল রামবর্জ্জিত হইয়া, রামসেবা বিমুখ হইয়া রহিলাম। পৃথিবী আজ কর্ণধার হীন হইয়া শূন্য বোধ হইতেছে—যেহেতু রাজা দশরথ স্বর্গে গিয়াছেন আর রাম অরণ্য আশ্রয় করিয়াছেন। বনবাসী রামের বাহুবীর্য্য রক্ষিত এই বসুন্ধরাকে কেহই মনে মনেও হস্তগত করিতে পারিতেছে না। অযোধ্যায় প্রাকার সমূহে কোন প্রহরী নাই, পুরদ্বার অনাবৃত, হস্তী অশ্ব সকল উন্মুক্ত, রাজধানী অরক্ষিত, সৈন্যবল অপহৃষ্ট অতএব রাজ্য এখন শূন্যপ্রায় তথাপি এই অযোধাকে বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় কোন শত্রুই গ্রহণ করিতে সাহসী হইতেছেনা। যাহা হউক আজ হইতে আমি ভূমিশয্যা বা তৃণশয্যা গ্রহণ করিব, জটাচীর ধারণ করিব এবং ফলমাত্র ভক্ষণ করিব। আমি তাঁহার হইয়া সুখে বনে বাস করিব ইহাতে তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষার কোন ব্যতিক্রম ঘটিবেনা। শত্রুঘ্ন আমার সঙ্গে থাকিবে আর্য্য রাম লক্ষণের সহিত অযোধ্যা পালন করিবেন। দ্বিজগণ তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, দেবতারা আমার অভিলাষ সফল করুন। আমি জানি তিনি আমাকে কখন উপেক্ষা করিতে পারিবেন না—যদি করেন আমি চিরদিন তাঁহার সঙ্গে বনে বাস করিব।

গোস্বামী তুলসীদাস এই স্থানের কথা তাঁহার ভাবে বলিয়াছেন

সজল বিলোচন হৃদয় গলানী।
কহত সখাসন বচন সুবাণী॥

সীতার কুশশয্যা, রামের ভূমিশয়ন—ভরত চক্ষের জলে ভরিত হৃদয় গ্লানীতে পূর্ণ—ভরত গুহকে বলিতেছেন—

সখা—সীতার এই শয্যা—সীতার বিরহে ইহা অযোধ্যার নর নারীর মত দ্যুতিহীন হইয়া পড়িয়া আছে। হায় সীতার পিতা জনকরাজ—ইঁহার তুলনা কোথায়? জগতের যোগ ও ভোগ সমস্তই তাঁহার করতলে। সীতা আজ কাহার পুত্রবধূ—

শ্বশুর ভানুকুল—ভানু ভুয়ালু।
জেহি সিহাত অমরাবতি পালু

সূর্য্যকুলের সূর্য্য স্বরূপ যাঁহার শ্বশুর—স্বয়ং সুরপতি যে ইঁহার প্রশংসা [illegible] করেন। আর সীতার পতি!

প্রাণনাথ রঘুনাথ দয়াল গুসাঁই।
জো বড় হোত সো রাম বড়াই॥

জানকীর প্রাণনাথ দয়াময় রঘুনাথ। ইনি জগতের নাথ। ইনি যাঁহাকে [illegible] করেন জগতে তিনিই বড় হন। হায়! পতি যাঁহার দেবতা, যিনি [illegible]রতন তাঁহার এই কুশশয্যা দেখিয়া আমার প্রাণ বিদীর্ণ হইতেছে না—[illegible]! প্রাণ বুঝি আমার বজ্র অপেক্ষাও কঠিন।

আর লক্ষণ! অতি সুকুমার—এখনও লালনের যোগ্য। এমন ভাই আর [illegible] নাই, হইবেও না; আর রঘুপতি

পুরজনপ্রিয় পিতু মাতু দুলারে
সিয় রঘুবর হি প্রাণপিয়ারে।

মৃদুমুরতি সুকুমার স্বভাউ। তাতি বায়ু তনু লাগিন কাউ।
তে বন বসহিঁ বিপতি সব ভাঁতি! নিদরে কোটি কুলিশয়হচ্ছাতি॥

রাম জনমি জগ কীহ্ন উজাগর।
রূপশীল সুখ সব গুণসাগর॥
পুরজন পরিজন গুরু পিতু মাতা।
রামস্বভাব সবহি সুখদাতা॥
বৈরিউ রাম বড়াই করহীঁ।
বোলনি মিলনি বিনয় মন হরহীঁ॥
শারদ কোটি কোটি শত শেষা।
করি ন সকহি প্রভুগুণ গণ লেখা॥

রাম! সকল পুরজনের প্রিয়, পিতা মাতার দুলাল আর সীতার প্রাণ-অপেক্ষা প্রিয়। কি মৃদুস্বভাব, কিরূপ সুকুমার—তপ্তবায়ু গায়ে লাগিলে শরীর ইঁহার শুকাইয়া যায়। এই রামের বাস বিপত্তিসঙ্কুল বনে। হরি হরি কোটিবজ্র জিনিয়া বুঝি আমার বক্ষ।

ক্রমশঃ।

গভীর নলকূপ DEEP TUBE WELLS,

প্রতিগৃহে

বিশুদ্ধ সুপেয় জল।

(কলে বিন্দুমাত্র চামড়া নাই)

পত্র লিখিলে সচিত্র
ক্যাটালগ পাঠান হয়।

গভর্ণমেণ্ট, রেলওয়ে,
মিউনিসিপালিটী, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড
কণ্ট্রাক্টার
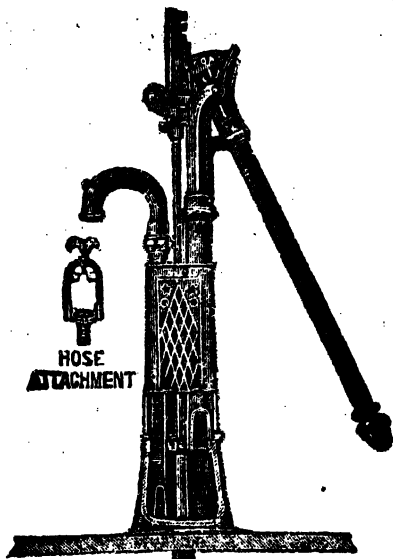
দি এক্সপার্ট টিউবওয়েল কোং

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

The Expert Tube Well Co.

162, Bowbazar Street, Calcutta.

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি প্রণীত

আহ্নিককৃত্য ১ম ভাগ।

(১ম, ২য়, ও ৩য় খণ্ড একত্রে), ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ৪০০ পৃষ্ঠারও উপর। চতুর্দ্দশ সংস্করণ। মূল্য ১৷৷০, বাঁধাই ২৲। ভীপী খরচ ।৵০।

আহ্নিককৃত্য ২য় ভাগ।

(৪র্থ, ৫ম খণ্ড একত্রে), ২য় সংস্করণ, প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য বোর্ড বাঁধাই ১।০। ভীপী খরচ ।৵০।

প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়া হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্মের পরম সহায়তা করিয়া আসিতেছে। চৌদ্দটি সংস্করণ হইতেই গ্রন্থের গৌরব বুঝা যাইবে। সমস্ত মন্ত্রগুলির বিশদ সংস্কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে।

চতুর্ব্বেদি সন্ধ্যা।

কেবল সন্ধ্যা মূলমাত্র। মূল্য ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—**শ্রীসরোজরঞ্জন কাব্যরত্ন** এম্ এ, "কাব্যরত্ন ভবন", পোঃ শিবপুর, (হাওড়া) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ও **"উৎসব" অফিস** কলিকাতা।

উৎসবের নিয়মাবলী।

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা প্রতিসংখ্যার মূল্য ।/০ আনা। নমুনার জন্য ।/০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষ এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার অর্দ্ধেক মূল্য অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত

২২শ বর্ষ।] জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪ সাল। [২য় সংখ্যা

"মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"
শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

২২শ বর্ষ। } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪ সাল। { ২য় সংখ্যা।

রামায়ণে নারী সমস্যা সমাধান।

আদর্শ সেবা ভিন্ন মানুষ উন্নত হয় না, সমাজও উন্নতিলাভ করে না এবং জাতিও সজীব থাকে না; ইহা ঋষিগণের পরীক্ষিত সত্য উপদেশ। রামায়ণ মহাভারতাদি আর্যগ্রন্থ সমূহ ইহাই ঘোষণা করিতেছেন। তথাপি মানুষ সত্য কথা বিশ্বাস করিতে পারে না কেন? সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের উপর অবিশ্বাস জন্মাই-বার জন্য বিদেশী ভাবাপন্ন বহু লোকে বহুদিন হইতে চেষ্টা করিতেছেন। বৃক্ষপত্র রসশূন্য হইলে যেমন বৃক্ষে আর সংলগ্ন থাকে না সেইরূপ যাঁহারা নানাকারণে নিঃসার হইয়া গিয়াছেন তাঁহারা মূল বৃক্ষ হইতে বিচ্যুত হইয়া ক্ষিপ্ত বায়ু বিতাড়িত নিঃসার পত্রের মত বহুদিকে চালিত হইতেছেন। তাই দেখা যায় বিদেশী ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ সুবিধাবাদী হইয়া আচার মানেন না, অনুষ্ঠান মানেন না, সত্য ঈশ্বর কোন্ বস্তু তাহার ধারণা করিতে পারেন না, আহারের সহিত ধর্ম্মের যে অপরি-বর্জ্জনীয় সম্বন্ধ তাহাও মানিতে চান না। আর যাঁহারা সুবিধাবাদী তাঁহাদের সিদ্ধান্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারের। সত্য সিদ্ধান্ত ধরিতে না পারিলে মানুষ ক্ষণিক সুবিধামাত্র দেখিয়া যা-তা ত বলিবেই।

কাজেই শুধু ঋষিগণের উপদেশ সম্মুখে ধরিলে—শ্রদ্ধাহীন মানুষকে শ্রদ্ধাসম্পন্ন করা একরূপ অসাধ্য। সেইজন্য যাঁহারা উপস্থিত সময়ে বিজাতীয় শিক্ষায় পারদর্শী যাঁহারা য়ুরোপাদি দেশে বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের সিদ্ধান্ত উদ্ধার করিয়া আজকালকার শিক্ষিত শিক্ষিতা নর নারীর নিকটে ধরিতে হয়—ইহাতেও যদি ইঁহারা ঋষিগণের শিক্ষা আবার হৃদয়ে তুলিয়া লইয়া নিজের ও দেশের প্রকৃত কল্যাণ করিতে পারেন।

১৭ই বৈশাখ শনিবার ১৩৩৪ বঙ্গবাসী পত্রে ভারতের উন্নতির অন্তরায় সম্বন্ধে স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু কোন সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিকে যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

স্যার জগদীশ বলিতেছেন—"ভারতবাসী ভুলিয়া যায় যে ভারত ভারত য়ুরোপ নহে। সুতরাং য়ুরোপের কোন আদর্শ এদেশে কখনও সুফল প্রদান করিতে পারে না। ভারতকে এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। ভারতবাসীর এই অনুকরণ প্রিয়তা এক্ষণে মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে পর্য্যন্ত ভারতবাসী নিজ আদর্শে আমাদিগকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা না করিবে, সে পর্য্যন্ত তাহার উন্নতি সুদূর পরাহত।"

দ্বিতীয় অন্তরায় হইতেছে "ভারতবাসীর ধৈর্য্যের পরিক্ষীণতা। কোন একটা বিষয় সে দীর্ঘকাল ধরিয়া রাখিতে পারে না। সে জানেনা এ ধৈর্য্য না হইলে কোন প্রকার উন্নতির সম্ভাবনা নাই।" স্যার জগদীশ আরও বলেন—"ভারতই পৃথিবীর সভ্যতার জ্ঞানের আদিক্ষেত্র। এমন দিন আসিতেছে, যেদিন পৃথিবীর জ্ঞান ভাণ্ডারে ভারতকে অনেক জিনিষ দান করিতে হইবে।"

স্যার জগদীশ য়ুরোপের আদর্শ বর্জ্জন করিতে বলিতেছেন এবং ভারতের আদর্শ আমাদিগকে হৃদয়ে তুলিয়া লইতে হইবে ইহা বলিতেছেন। রামায়ণের আদর্শ গ্রহণ করিলে এই জাতির সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হইবে।

ভগবান্ রামচন্দ্রে আমরা আদর্শ রাজা, পূর্ণ পিতৃভক্তি, পূর্ণ ভ্রাতৃবৎসলতা, পূর্ণ প্রজারঞ্জন, পূর্ণ ভক্ত বৎসলতা, এক পত্নী ব্রত পূর্ণতা, এক কথায় গৃহস্থধর্ম্মের পূর্ণ আদর্শ পাই। শ্রীরাম চন্দ্রের চরিত্র বর্ণন সমাধানচ্ছলে আমরা এখানে নিখিল বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে দেখি। জগৎজননী সীতা দেবীতে সতীত্বের পূর্ণতা, পতি নারায়ণ ব্রতের পূর্ণতা সমস্তই পাই। এই প্রবন্ধে আমরা সতীধর্ম্মের সমস্যার সমাধান দেখাইতেছি।

সতীধর্ম্ম লইয়া আজকালকার শিক্ষিতা স্ত্রীলোকের মধ্যে যে নারী সমস্যা

উঠিয়াছে, তাহার একটা সমাধান করিয়া আমরা রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ডের উপসংহার করিতেছি।

ভগবান্ বাল্মীকি সীতা ও অনুসূয়ার কথোপকথনে দেখাইলেন স্বামী সচ্চরিত্র বা অসচ্চরিত্র হউন, ধনবান বা নির্দ্ধন হউন, নগরস্থ হউন বা বনস্থ হউন এক কথায় দুঃশীল স্বামী কামবৃত্ত বা ধন বর্জ্জিত বা অনার্য্য যাহাই হউন কোন প্রকার দ্বিধা না করিয়া এইরূপ পতীকেও সেবা করিতে হইবে, এইরূপ পতিরও পূজা করিতে হইবে—অভক্তি পূর্ব্বক পূজা নহে, প্রীতিসহকারে ভালবাসিয়া পূজা করিতে হইবে কারণ "পতী শুশ্রূষমানার্য্যাস্তপোনান্যদ্বিধীয়তে, পতি সেবা ভিন্ন নারী সকলের অন্য তপস্যার ব্যবস্থা নাই," কারণ আর্য্য স্বভাবা স্ত্রীজনের "পরমং দৈবতং পতিঃ" পতিই পরম দেবতা, কারণ নারী সকলের পতিই একমাত্র গুরু "নার্য্যাঃ পতির্গুরুঃ।" "যোষিতাং পরমং দৈবং পতিরেব ন সংশয়ঃ" ইত্যাদি।

রামায়ণে ভগবান্ বাল্মীকি সতী ধর্ম্ম কি হওয়া উচিত তাহাই দেখাইলেন। মহাভারতে বনপর্ব্বের সাবিত্রী উপাখ্যানে—২৭৯ অধ্যায়ের ৫৩ শ্লোকে ভগবান্ ব্যাসদেব সাবিত্রীর মুখে বলাইতেছেন—

> ন কাময়ে ভর্ত্তৃবিনা কৃতং সুখং
> ন কাময়ে ভর্ত্তৃবিনা কৃতা দিবম্।
> ন কাময়ে ভর্ত্তৃবিনা কৃতা শ্রিয়ং
> ন ভর্ত্তহীনা ব্যবসামি জীবিতুম্॥

সাবিত্রী বলিতেছেন—

স্বামীর হস্ত হইতে যে সুখ না আসিল তাহার কামনা আমি করি না, স্বামী যদি স্বর্গে লইয়া না যান তবে আমি স্বর্গও কমনা করিনা, স্বামীর হস্ত হইতে যদি লক্ষ্মী না আসেন তবে সে সৌভাগ্য সম্পদ ইচ্ছা করি না। আর স্বামীহীনা হইয়া আমি বাঁচিতেও চাহি না। আবার রামায়ণে সতীকুলচূড়ামণি জনক নন্দিনীও সতীধর্ম্মে এই সাবিত্রীর উচ্চস্থান নির্ণয় করিয়াছেন।

প্রতি আর্য্যশাস্ত্রেই সতীত্বের এই আদর্শই প্রদত্ত হইয়াছে। স্ত্রীলোকের পতি সেবাই এক মাত্র তপস্যা। ইহা সহজ সাধ্য। সংযমী হইয়া অন্য সমস্ত ক্লেশ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেই যথার্থ তপস্যা হয়। আপন কর্ম্ম দোষেই দুঃখ আইসে। তপস্যা দ্বারাই কিন্তু দুঃখের প্রতিকার হয় অন্য উপায়ে দুঃখ বাড়িয়াই যায়। আজ-কালের শিক্ষায় প্রশ্ন উঠিতেছে যাহার সহিত মনের মিলন হইল না, যিনি দুঃশীল,

দুশ্চরিত্র তাঁহাকে কি ভালবাসা যায়, না নিতান্ত জঘন্য স্বভাবের মানুষকে প্রীতিভরে পূজা করা যায়?

আজকালকার সভ্য জগতের শিক্ষিত শিক্ষিতা নর নারী বলেন "যায় না" অথচ ঋষিগণ বলেন "যায়"। "কেন যায় না" "কেন যায়" ইহার মীমাংসা করিতে পারিলে নবীন ও প্রাচীনের কে উন্নত কে অবনত তাহা সহজেই বাহির করা যায়। এক কথায় বলা যায় যখন মানুষ নিঃসার হয় তখন শুষ্ক পত্রের মত যখন যেদিকে বায়ু প্রবাহিত হয় সেইদিকে ছুটে এই অবস্থায় সংযম নাই বলিয়া "যায় না" আর যখন সংযম থাকে তখন পতি সেবায় যে সংযম আছে তাহার অভ্যাস যদি হয় তবে বলা যায় "যায়"। নবীনেরা বলেন মনোমিলন না হইলে বিবাহই সিদ্ধ হয় না, এই জন্য প্রথমে সমাজে মনোমিলনের সুবিধা আনিয়া দাও পরে বিবাহ দাও। এই জন্যই যুবক ও যুবতীর স্বাধীন ভাবে বিচরণের সুবিধা থাকা উচিত। যে সমাজে ইহা নাই সে সমাজে পুরুষ জোর করিয়া নারীজাতিকে নিপীড়িত করে, সে সমাজ স্বাধীনতার আদর করেনা বলিয়া স্ত্রীজাতিকে জড় বস্তুর মত ব্যবহার করে। স্যার জগদীশ এইরূপ বিজাতীয় আদর্শকে বর্জ্জন করিতে বলিতেছেন।

যাহা হউক এই সমস্ত যুক্তির বাহিরের চাকচিক্য এত অধিক যে শুনিলেই মনে হয় ইহাই হওয়া উচিত। কিন্তু তরল যুক্তির অন্তরালে যে কঠোর সত্য আছে তাহার দিকেও দৃষ্টিপাত করা উচিত। আজকালকার সভ্য জগতের উপদেশ ঋষিগণের দেশে আসিয়া নর নারীকে নষ্টবুদ্ধি করিয়া দিতেছে। এই যে নবীনে ও প্রাচীনে সামাজিক সমস্যার দুই বিভিন্ন পথে সমাধান, "মনোমিলন হইয়া বিবাহ" এবং "বিবাহের পরে মনোমিলন" ইহার উপরেই কিন্তু পবিত্রতা, অপবিত্রতা সতীত্ব ও সতীত্বের হানী নির্ভর করিতেছে।

নারী হউক বা নরই হউক কোন উত্তম বস্তু লাভ করিতে হইলে তপস্যা করিতে হয়। উত্তম বস্তু ভিতরেই আছে তাহা ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই তপস্যা। ঋষিগণ বলিতেছেন স্বামী সেবা ভিন্ন স্ত্রীজনের অন্য তপস্যা নাই। স্ত্রীজনের ইহা সহজ সাধ্য তপস্যা। নিঃশব্দে সেবা ইহা অপেক্ষা সহজ তপস্যা আর কোথায়? মনোমিলন ব্যাপারও তপস্যার ফল। যথার্থ মনোমিলন যাহা তাহা পাইতে হইলে তপস্যা করিতে হইবে। উচ্ছৃঙ্খল ভাবে স্ত্রীলোক ও পুরুষকে মিশিতে দিয়া যে মনোমিলনের ব্যবস্থা সভ্যজগতে দেখা যায়—অনেক প্রকারে ঠকিয়া ঠেকিয়াও যে মনোমিলন যুবক যুবতী মধ্যে দেখা যায় তাহাও কিন্তু বিবাহের

পরে অন্যরূপ ধারণ করে। কারণ মনোমিলনও দুই প্রকারের হয়। এক প্রবৃত্তি পথে মনোমিলন, দ্বিতীয় নিবৃত্তি পথের মনোমিলন। প্রবৃত্তি পথের যে মনোমিলন তাহা কিন্তু প্রবৃত্তির চরিতার্থতার পরে অন্যরূপ ধারণ করে—তখন আবার বিচ্ছেদের ঘণ্টা বাজে। আজকালকার সভ্য জগতে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। প্রবৃত্তি পথের মনোমিলনে কোন তপস্যা নাই। তথাপি যে মিলন হয় তাহাতে যতদিন প্রবৃত্তি চরিতার্থতার ব্যাপার না ঘটে ততদিন ঐ ক্ষণিক সংযমের জন্য মিলনটা মধুর লাগে। তার পরেই অমিলন। কিন্তু বিবাহের পরে তপস্যা লব্ধ যে সংযম তাহার ফলে যে মনোমিলন তাহা কখন যায় না চিরদিনই থাকে। স্ত্রী পুরুষের স্বভাবের মিলন হইল না বিবাহ হইয়া গেল এক্ষেত্রে নারী যদি ঋষিগণের উপদেশ মত ধর্ম্ম পথে চলিতে থাকেন যদি শত উপেক্ষা সহ্য করিয়া ভগবান্ ভজন করিয়া স্বামী সেবাই করিয়া যান তাহা হইতে যে পবিত্রতা ফুটিয়া উঠে তদ্দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মতনই হইয়া যান ইহাও দেখা যায়। কিন্তু ইহার মূলে যে সাধনা আছে—যদ্দ্বারা স্ত্রীর স্বভাব অন্যরূপ হইয়া যায়—যদ্দ্বারা স্ত্রী নিজের দোষ সংশোধন করিয়া পবিত্রতা লাভ করেন—যদি এখানে সাধনা না থাকে তবে সংসার বিষময় হয়। স্ত্রীলোকের তপস্যা যদি না থাকে তবে কি কখন সৌভাগ্যের উদয় হইতে পারে?

আমরা শিক্ষিতা অশিক্ষিতা সকলকেই একটু বিচার করিয়া দেখিতে বলি এই যে বিবাহ ব্যাপারে একটা যোগাযোগ হয়—এই যে সংসারে স্ত্রী পুরুষ পুত্র কন্যা একত্র মিলিত হয় এই মিলনের মূলে কি কিছু থাকে? যাহার যেরূপ কর্ম্ম আছে সেই কর্ম্মানুসারে স্বামী স্ত্রী পুত্র কন্যা ইহারা মিলিত হয়েন। যাঁহার পূর্ব্ব কর্ম্ম ভাল আছে তাঁহার মনোমত স্বামী মিলে। এইজন্য ঋষিগণের মহামূল্য উপদেশে পাওয়া যায়—

সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা
পরো দদাতীতি কুবুদ্ধি রেষা।
অহং করোমিতি বৃথাঽভিমানঃ
স্বকর্ম্ম সূত্র গ্রথিতো হি লোকঃ॥

সুখ এবং দুঃখের দাতা কেহ নাই। অন্যে আমাকে সুখ দিতেছে বা দুঃখ দিতেছে ইহা নিশ্চয় করা কুবুদ্ধি। আহা! আমার যদি অন্যত্র বিবাহ হইত, আমার পিতা যদি অন্যত্র আমাকে দিতেন, অথবা আমি যদি ঐ অপরকে স্বামী

পদে বরণ করিতাম তবে আমার এই যাতনা হইত না। এইরূপ যিনি মনে করেন তাঁহার ইহা বৃথা অভিমান। কারণ সুখ দুঃখের কর্ত্তা মানুষ নহে। মানুষ আপন আপন কর্ম্মসূত্রে গ্রথিত হইয়া আপনার কর্ম্ম জনিত সুখ ও দুঃখ ভোগের জন্যই মিলিত হয়। যাঁহারা আধুনিক সমাজের নেতা তাঁহাদিগকে আমরা এই সমস্ত মহামূল্য শাস্ত্রোপদেশ বিচার করিতে বলি। এই বিচারের সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিলে মানুষ নিজের অবস্থা দেখিয়া তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিয়া তপস্যা দ্বারা উন্নত হইতে চেষ্টা করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের যতই দুর্ভাগ্য থাকুনা কেন তপস্যা দ্বারা সকলেই উন্নত অবস্থা লাভ করিতে পারেন। যেথানে তপস্যা নাই সেখানেত অবিচার জনিত বহু দুঃখই আসিবেই। এই জন্য ঋষিগণ স্ত্রীজনের তপস্যা কি তাহাই দেখাইয়া দিয়াছেন আর বলিয়াছেন কাঁহারা আর্য্যস্বভাব সম্পন্না আর কাঁহারা অনার্য্য স্বভাব আক্রান্তা।

ইহাও সত্য কথা অনুরাগ ভিন্ন প্রীতির সহিতে ভজনা হয় না। কিন্তু পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃতির ফলে যদি প্রথমেই অনুরাগ নাও থাকে তথাপি অনুরাগ লাভ করিবার জন্য তপস্যা করিতে হয়। শেষে দুষ্কৃতি ক্ষয়ে আপনা হইতেই অনুরাগ জাগে। ইহার উপরেই ভারতের সমাজ প্রতিষ্ঠিত। সংস্কার করা ভাল কিন্তু মূলঘাত করা উচিত নহে। তাহা হইলে ভারত আর ভারত থাকে না—ভারত অন্য দেশ হইয়া যায় আর অন্য দেশের অন্য জাতির দুঃখ আসিয়া ইহার যাতনা আরও বাড়াইয়া তুলে। আমাদের দেশে উপস্থিত সময়ে তাহাই হইতেছে—ইহার নিবারণ করিতে হইলে ঋষিগণের প্রদর্শিত পথে চলাই শ্রেয়ঃ। কারণ তাঁহারা তপস্যালব্ধ নির্ম্মল বুদ্ধি দ্বারা সনাতন পথই ধরিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারাই সমাজ গড়িয়াছিলেন। সমাজ সংস্কার করিতে হইলে স্বদেশ ও বিদেশের উভয় শিক্ষাই আলোচনা করা চাই। শুধু এক দেশী শিক্ষায় মানুষ ভ্রষ্ট পথেই চলিবে। আর যদি তপস্যা থাকে তবে শিক্ষার ও আলোচনারও আবশ্যক হয় না। তপস্যা দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হইলেই যাহা সনাতন তাহাই প্রতিভাত হয়।

তপস্যা বিস্মৃত ভারতকে তপস্যা করাইবে কে? ভগবান্ ভিন্ন বুঝি এ কার্য্য এ কালে আর হয় না। শ্রীভগবানকে বাদ দিয়া পুরুষ কখন পবিত্র হইতেও পারিবে না আর নারী কখন সতী হইতেও পারিবে না এবং সুসন্তানের জননী হইতেও পারিবে না। প্রসব বেদনা পাইব না অথচ সন্তানের মুখ দেখিয়া আনন্দে ভাসিব ইহা যেমন বন্ধ্যাপুত্রের মত মিথ্যা সেইরূপ ভগবানকে

দূরে রাখিয়া সমাজকে সত্য পথে প্রকৃত সুখের পথে চালাইবার চেষ্টাও মিথ্যা প্রয়াস মাত্র। ইহা নিতান্তই উন্মত্ত চেষ্টা। অন্য দেশে মানুষ সঙ্ঘ বদ্ধ হইয়া কতকটা সুবিধা করিতে পারে আর ভারতেও সঙ্ঘ বদ্ধ হইবার কথা আছে তাহা কিন্তু ঈশ্বর সেবা জন্য।

এই ঘোর কলিযুগে ভারতের অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছে নতুবা বেদাদি গ্রন্থ থাকিতে মানুষ তাহার শিক্ষা গ্রহণ না করিয়া অন্য দেশের ভ্রান্ত শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হয় কিরূপে? আজকালকার সমাজ সংস্কারকেরা যদি বলেন যখন মানুষ আদর্শপথে চলিবার সামর্থ্য রাখে না তখন তাহারা যাহা পারে তাহাই তাহাদিগকে দেওয়া উচিত। ইহা অপেক্ষা ভ্রান্ত পথ আর নাই। আদর্শ অবিকৃত রাখিয়া লোকের ঐদিকে রুচি উৎপাদন করাকেই আমরা গ্রন্থকারের প্রকৃত কর্ত্তব্য মনে করি।

ঋষিগণ বহু ঈশ্বরের পূজা জানিতেন না তাই বেদে ৩৩ কোটি দেবতা; আজকালকার শিক্ষিতম্মন্য ব্যক্তিগণ বলেন ঈশ্বর চিরদিন অজানা বস্তুই থাকিবেন ঈশ্বরকে কিছুতেই জানা যায় না ঋষিগণ ইহা ধরিতে পারেন নাই—আমাদের দেশের তথাকথিত মেধাবীবর্গ অন্য দেশের এই সব উক্তিকে সত্য মনে করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজ পরিবর্ত্তিত করিতে উন্মত্ত চেষ্টা করিতেছেন মাত্র।

এই জাতি কোন কালে বহু ঈশ্বর ভজিতেন না। ঈশ্বর এক তাঁহাকে জানাও যায় এবং তিনি চিরদিন গা ঢাকা দিয়া মানুষকে কানে কানে বলিয়া দেন নাই আমি চিরদিন অজ্ঞাতই থাকিব তোমরা অনন্ত অনন্ত কাল ধরিয়া কেবল উন্নতিই করিতে থাক। স্বরূপ চিন্তা করিতে না পারিয়া আজকাল কার প্রসিদ্ধ সংস্কারক ও ধর্ম্মস্থাপকেরা ঈশ্বরকে "unknown, unknowable" বলিতেছেন। বেদ বলিতেছেন "তমেব বিদিত্বাহতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়।" ঈশ্বরকে জানাই মৃত্যু অতিক্রম করা তাঁহাকে জানা ভিন্ন মৃত্যু সংসার সাগর হইতে মুক্ত হইবার অন্য পথ নাই। ঈশ্বর কে যে জানা যায়, তাঁহাকে যে পাওয়া যায়, ইহা কোটি কোটি জীবনে অনুভূত হইয়াছে, সাধকে সাধনা দ্বারা ঈশ্বরকে এখনও লাভ করিতেছেন—এ সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া যাঁহারা নিজের প্রতিভাবলে নূতন ধর্ম্ম গড়িতে চান তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করা কি যায়? ঈশ্বর যে সমকালে নির্গুণ সগুণ আত্মা ও অবতার ইহা ধরিতে না পারিলে মানুষ কখন পুরুষকে চরিত্রবান করিতেও পারিবেন না, এবং নারীকেও চরিত্রবতী করিতে পারিবেন না। যদি পারিতেন তবে এখনকার

শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষকে ইহা বলিতে শুনা যাইত না যে দেব দেবী সমস্ত তুলিয়া দিয়া এক নিরাকারকেই ভজনা কর—কারণ অন্য দেশে নিরাকার উপাসনাই আছে এক ভারত ভিন্ন অন্য কোন দেশে সাকার উপাসনা নাই। এই ভ্রান্ত ধারণা সমাজকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিতেছে। শ্রীভগবানের পুনরাগমন ভিন্ন এই ভ্রষ্ট বুদ্ধির ব্যভিচার স্রোত বুঝি নিবারিত আর হয় না।

শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, শ্রীশিব, শ্রীদুর্গা, শ্রীকালী ইহারা সেই একই ঈশ্বর। ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সম্পাদন জন্য এক ঈশ্বরই ভিন্ন ভিন্ন নাম ও ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করেন মাত্র। ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সম্পাদন জন্য যেমন ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র চাই সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেহ যন্ত্র লইয়া একই ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম কর্ম্ম করেন। যেমন একই ঈশ্বর সূর্য্যরূপে জগতের উপকার করেন, চন্দ্ররূপে জীবের উপকার করেন, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথ্বীরূপে জগতের জীবের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন সেইরূপ জগতের ধর্ম্ম বিপর্য্যয়ের সময়ে, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান সময়ে সেই এক ব্রহ্মই বহু নামে বহুরূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়া জগতের ধর্ম্ম স্থাপন ও অধর্ম্ম বিনাশ করেন। এই জন্য এক ব্রহ্মই ৩৩ কোটি অর্থাৎ অসংখ্য দেবতা। দেবতাতত্ত্ব এই ভাবে যাঁহারা না বুঝিয়াছেন তাঁহারা সত্যের আদর কিরূপে করিবেন? ইহারাই ভারতে বহু ঈশ্বরের পূজা হয় বলিতেছেন। ইঁহারা ঈশ্বরের উপর কৃতজ্ঞ হইবেন কিরূপে? চন্দ্র, সূর্য্য বায়ু অগ্নি জল পৃথ্বী সমস্তই যে ঈশ্বরের বিভূতি ইহা ধারণা করিবেন কিরূপে?

জীবের স্বরূপ কি? ঈশ্বর জীবের মধ্যে কি ভাবে আছেন? ঈশ্বর জীব সৃষ্টি করিয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ হইয়া জীবে জীবে, বৃক্ষে লতায়, সাগরে পর্ব্বতে, আকাশে বায়ুতে, চন্দ্রে সূর্য্যে, তারায় ফুলে একমাত্র তিনিই দাঁড়াইয়া আছেন।

স্বরূপটিই অনন্ত কোটি জগতে ঈশ্বরের আত্মদান। ঈশ্বর জীবের উপর করুণা করিয়া, জীবের দুঃখ দূর করিবার জন্য আপনার পবিত্র স্বরূপ জীবকে দিয়াছেন—"তৎসৃষ্টা তদেবানু প্রাবিশৎ" শ্রুতি এই জন্যই এই সত্য কথা বলিয়া দিয়াছেন।

স্বরূপে সকল নর নারীই পবিত্র, ঈশ্বর ঈশ্বরী সদৃশ। স্বরূপ চিন্তায় যখন এই পবিত্রতার দিকে দৃষ্টি পড়ে, তখন স্বকর্ম্ম দোষে অপবিত্র জীব আপনার স্বরূপের সন্ধান পাইয়া, তাঁহাকে ভাবিয়া ভাবিয়া, তাঁহার তৃপ্তি জন্য কর্ম্ম করিয়া "তাঁহার হইয়া" শেষে তাঁহাকেই লাভ করিয়া মৃত্যু সংসার অতিক্রম করিতে পারে। ইহাই আপনাকে ফুটাইয়া তুলা। ইহাই ভিতর হইতে উন্নত হওয়া।

এই স্বরূপ ভাবনা করিতে পারিলে পুরুষ চরিত্রবান হয়, নারী চরিত্রবতী হয়, জগতের হাহাকার নিবারণের একমাত্র পথ ইহাই।

সকলেই স্বীকার করেন ঈশ্বরের নিকট যাঁহারা যাইতে পারেন তাঁহাদের মধ্যে বিরোধ থাকে না। কিন্তু আজকালকার ধার্ম্মিক লোক কেমন যাঁহারা কিছুতেই অন্যের সহিত মিলিতে পারেন না? আজ কাল এক ধার্ম্মিকের সহিত অন্য ধার্ম্মিকের মিলন হয় না কেন? তবেই বলিতে হয় ইহারা যথার্থ ঈশ্বরের সন্ধান পান নাই; তাই সাধুতে সাধুতে মিল নাই, আর সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে এত বিরোধ। স্বরূপ চিন্তা কি আবার দেশে ফিরিয়া আসিবে—আবার কি সকল ধার্ম্মিক একমাত্র সত্য ঈশ্বরকে ভজনা করিয়া আপনাকে সমাজকে ও জাতিকে এক পথে চালাইতে পারিবে? রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী, ভাগবত, অধ্যাত্ম রামায়ণ, যোগবাশিষ্টাদি গ্রন্থ এক সত্য ঈশ্বরকে ভজনার কথাই বলিতেছেন। শাস্ত্রে সর্ব্বত্র একেরই ভজনা ঘোষিত হইয়াছে—তথাপি যখন সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে এত বিরোধ দেখা যায় তখন বলিতে হয় ঈশ্বরকে মন গড়া করিয়া লইয়া মানুষ নিজে অধঃপতিত হয়, সমাজকেও ধ্বংস মুখে পরিচালিত করে। মহাগ্রন্থ রামায়ণ এই সত্য ঈশ্বর, সত্য ধর্ম্ম সর্ব্ব স্থানে দেখাইয়াছেন—ভাল করিয়া এই একখানি গ্রন্থ পাঠ করিলে মানব জাতি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের সন্ধান পাইয়া আপ্যায়িত হইয়া যায়।

আমরা "অযোধ্যাকাণ্ড রামায়ণ" গ্রন্থে বহুদিন ধরিয়া বৈদিক আর্য্য জাতির আদর্শ সমূহের আলোচনা করিতেছি। আমরা আবার বলি যে জাতির রামায়ণের মত গ্রন্থ আছে, মহাভারতের মত গ্রন্থ আছে, চণ্ডী ও ভাগবতের মত গ্রন্থ আছে সে জাতি অতি অল্প আয়াসে যে উন্নতি লাভ করিতে পারেন সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ২৬ অধ্যায়ে ভগবান্ বাল্মীকি কৃত এই মহাকাব্য রামায়ণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

তত্র রাম চরিত্রস্য ব্যপদেশেন সর্ব্বশঃ।
সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ সমুদ্দিষ্টা বর্ণাশ্রম বিভাগশঃ॥
স্ত্রীধর্ম্মা রাজধর্ম্মাশ্চ ব্রহ্মধর্ম্মাশ্চ পুষ্কলাঃ।
বৈশ্যধর্ম্মাঃ শূদ্রধর্ম্মা ধর্ম্মাশ্চ গৃহিণাং তথা॥

নানা দেব চরিত্রাণি শত্রুমিত্র কথা অপি।
ইতিহাস স্বরূপেণ সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ নিরূপিতা ॥

রামায়ণ মহাকাব্যে ভগবান্ বাল্মীকি রাম চরিত্র বর্ণনচ্ছলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিভাগানুসারে সকল প্রকার ধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছেন। স্ত্রীধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম, বৈশ্যধর্ম্ম, শূদ্রধর্ম্ম, গৃহিধর্ম্ম— সমস্ত ধর্ম্ম বলা হইয়াছে। এখানে নানা দেব চরিত্র শত্রুমিত্র কথা প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্ম ইতিহাস রূপে নিরূপিত হইয়াছে।

সুন্দরের সাড়া।

কখন জানিনা আসিয়া ফিরেছ
এ' রুদ্ধ দুয়ারে ঘা দিয়া।
আমি সারারাত খানি অপেক্ষিয়া
প্রভাতে পড়েছি ঘুমিয়া।
আমার আশার প্রদীপ নিভিয়া
আমারে গেলগো ছলিয়া;
ঘুমভরা আঁখি দেখিল না চেয়ে
অলসে নয়ন মুদিয়া।
সে'ত এসেছিল অলক্তের চিন্
রেখে গেছে পথ রাঙিয়া;
অঙ্গের সুবাসে মদির বাতাস
পুলক বিথারে মাতিয়া।
নয়ন মুদিলে দেখি আঁখি তার
পলক বিহীন চাহিয়া,
কত সাধ লয়ে এসেছিল ফুটি
অবহেলা পে'ল যাচিয়া।

ভাঙ্গা বীণা তার ছুঁয়েছিল বুঝি
ঝঙ্কারি উঠিছে বাজিয়া,
পরশ মধুতে সর্ব্বাঙ্গ বিবশ
তড়িৎ সঞ্চারে ব্যাপিয়া।
(বুঝি) পরখ' করিতে ঘুম ঘোরে মোরে
দেখেছিল বঁধু ছুঁইয়া,
জীবনে জীবন ফিরে এল যদি
মিলাল পরাণ বঁধুয়া।
কোন্ লাজ লয়ে ডাকিব এবার
অঞ্চল মাণিক ডারিয়া ;
সারাটী জীবন কাঁদিতে হইবে
তাহারি পরশ সাধিয়া।
মনের দুয়ারে আগল লাগায়ে
সকল বাসনা রুধিয়া,
দেখি রেখে গে'ছে ছায়াটী ফেলিয়া
তাহারি নামটী লিখিয়া॥

ভুবি ভোগা ন রোচন্তে।

তোমাকে পাইতে পারি—আমার দিক হইতে দেখিলে সে আশা এখনও নাই। সুখ ত নাই—থাকিতেও পারে না—তোমাকে ছাড়িয়া থাকিলে সুখ কি হয়? তোমাকে পাই নাই—কিন্তু ভোগ উপস্থিত হইলে তোমাকে তিলাঞ্জলি দিয়া ভোগলাম্পট্য—অহো! কি অধম আমি। সব মৌখিক আমার—মুখে বলি তোমাকে পাইতেই চাই—তাই যদি চাও—তোমাকে ছাড়িয়া থাকা যে কত বড় যাতনা তাহা যদি সত্য সত্যই বোধ থাকিত তাহা হইলে কি হা হা হি হি থাকিত? বেহুঁস হইয়া ভোগ করিয়া না হয় পরক্ষণেই বা দুদিন পরেই—বলিলাম ভোগলম্পট আমি—আমি কত মন্দ যে যদ্দারা

তোমাকে পাওয়ার বিলম্ব হয় আমি মোহান্ধ হইয়া সেই ভোগ উপস্থিত হইলেই ভোগের সহিত মনোমিলন করিয়া ভোগ করিয়া ফেলি আবার অনুতাপও করি। হায়! চরিত্র গঠন ত এখনও হইল না—আমার দুঃখ দূর হইবার ত আশা নাই।

আমার দিক হইতে দেখিলে ত এই কথা, কিন্তু তোমার দিক হইতে যখন দেখি? "অপরাধ সহস্রাণি ক্রিয়ন্তেহর্নিশং ময়া" অহর্নিশি সহস্র সহস্র অপরাধ আমার হইতেছে—দাস হইতে পারি নাই, দাসী হইতে পারি নাই তবুও দাস হইবার সাধ—আমাকে দাস করিয়া লইয়া রক্ষা কর, আমাকে আশ্রয় দাও। আমাকে রক্ষা করিতে আর কেহ পারে না—এরূপ ভীষণ অপরাধীর রক্ষা এক মাত্র তুমিই করিতে পার, করিয়াই থাক—কারণ এমন করুণ স্বভাব আর যে কেহ নাই।

আহা! যদি তোমাকে পাই না বলিয়া সত্য সত্যই আমার দুঃখ থাকিত তবে কি আমি তোমাকে সরাইয়া আর কোন কিছু ভোগ করিতে ছুটিতাম? যাহা করিয়া ফেলিয়াছি তাহাত আর ভাল করা যাইবে না কিন্তু এখনও যদি তোমাকে সরাইয়া আর কোন কিছু না করি তবে—তোমার এমনি করুণ স্বভাব—এখনও তুমি আমাকে তোমার হইবার অধিকার দাও—কেন বলি এই কথা—আমার মত অনেককে তুমি তোমার করিয়া লইয়াছ বলিয়া। প্রথমে মন্দ ছিল পরে ইহারা ভাল হইয়া তোমার হইয়াছে।

তবে ত তোমার স্বভাব দেখিলে আমার আশা আছে। "ভুবি ভোগা ন রোচন্তে" পৃথিবীর কোন ভোগে আর রুচি থাকিবে না—ইহা কি আমার হইবে? আর ত তোমাকে সরাইব না? আর ত তোমাকে ক্ষণকালের জন্যও ভুলিব না ইহা পারিব কি? অশোক বনে মা যেমন রাক্ষসী মধ্যে স্থিতা এক বেণী কৃশা দীনা মলিনাম্বরধারিণী, ভূমি শয়ানা রাম রাম ভাষিণী হইয়াছিলেন এই আদর্শ কি সর্ব্বদাই আমার প্রাণে ভাসিবে? তোমাকে ভুলিয়া আহারের পরিপাটী কেন—নিদ্রার পরিপাটীই বা কেন, বন্ধু বান্ধবের খাতির রক্ষাই বা কেন—হায়! এ সব কি আমার যাইবে? এই সাধনা কি আমার হইবে? ভোগ ছাড়িলেই তোমাকে পাওয়া যায়, তোমার বিরহ যাহার লাগিয়াছে তুমি ভিন্ন আর কিসে তার রুচি লাগিতে পারে? করে সব বটে কিন্তু রুগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন—ইহা কি আমার হইবে? শতবার

ঠকিয়া দেখিলাম—ইহাই তোমাকে পাইবার একমাত্র পন্থা। আর যে কটা দিন আছি—এই সাধনা কি আমার হইবে?

ভোগে রুচি থাকিবে না—তোমাতে রুচি লাগিলে যে ভোগ তোমাকে ভুলাইয়া দেয় তাহাতে ত রুচি হইতেই পারে না—তথাপিত শরীরটা রাখিতে হইবে। রাখিতে হইবে সত্য, সেই জন্য শাস্ত্রে ভুক্তি ও মুক্তির কথা আছে। তোমার প্রসাদ বলিয়া—দৃঢ়রূপে তোমার প্রসাদ ভাবিয়া অন্ন পানাদি কর কিন্তু পাছে তোমাকে ভুল হয় ইহা মনে রাখিয়া ঘন ঘন নাম করিতে করিতে আহার পান করা আবশ্যক। ইহাতে ভোগে রুচি আসিতে পাইবে না। তোমার নাম করিতেছি আর তোমার রূপ চিন্তা করিতেছি ইহাতে মন তোমার দিকে থাকিবে তখন তোমাকে ছাড়িয়া ভোগ হইবে না। অথবা তোমার সব আমার কিছুই নাই, ন মম, আর ভোগ কর তুমি—এই ভাবনাতেও ভোগে রুচি থাকে না। অথবা কর্ম্ম করেন প্রকৃতি—আত্মা নির্লিপ্ত—আত্মা দ্রষ্টা—আত্মা সাক্ষী এই ভাবে চিন্তা করিতে পারিলেও ভোগে রুচি থাকে না।

ভোগে রুচি ছাড়িতেই হইবে—যত দিন না তুমি উদ্ধার কর। কোন্ সঙ্কটময় স্থানে পড়িয়াছি—আমার কর্ম্ম দোষে কোন্ চেড়ীর যাতনা ভোগ করিতেছি ইহাও চিন্তা করিতে হয়।

তুমি বলিবে চেড়ী আবার কে? আমি বলি যে আমাকে তোমাকে ভুলাইয়া দেয় সেই ত চেড়ী। এই যে অসম্বন্ধ প্রলাপ—ইহারা কি তোমাকে ভুলাইয়া দেয় না ইহারা কি নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে আসিয়া আমার প্রাণকে নিষ্পেষিত করে না? ত্রেতাযুগে অপরিপক্ক তাপসগণকে যেরূপে রাক্ষসেরা বিনাশ করিত—অতি সূক্ষ্মভাবে রাক্ষসেরা আসিয়া আমাকেও কি সেইরূপে কবলিত করে না? যদি না করিত তবে এই যাতনা কিসের? তাই বলিতেছি ইহারা ভিতরের চেড়ী—ইহারা আমার পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্মের পুঞ্জীকৃত মূর্ত্তি। আর বাহিরে যাহারা সর্ব্বদা মন অসুস্থ রাখে—বাক্য বাণে সর্ব্বদা দগ্ধ করে তাহারা বাহিরের চেড়ী। উৎপীড়ন যে দেয় সেই ত চেড়ী। এখন সব অগ্রাহ্য করিয়া সর্ব্বদা উৎপীড়িত হইয়া—তোমার বিরহে হৃদয় জড়িত করিয়া রাম রাম করা—ইহা ভিন্ন আমার উদ্ধার নাই। যে দিক দিয়াই দেখ রাম রাম করা ভিন্ন কলির জীবের নিষ্কৃতি নাই। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন—

রাম রামেতি যে নিত্যং জপন্তি মনুজাভুবি।
তেষাং মৃত্যুভয়াদীপি ন ভবন্তি কদাচন॥

যে সকল মানুষ এই পৃথিবীতে সর্ব্বদা রাম রাম জপ করে তাহাদের মৃত্যু ভয় এবং অন্য কোন প্রকার ভয় থাকে না।

ঐ যে শ্রুতি বলেন জপকালে অসম্বন্ধ প্রলাপ উঠিলে বাক্ বজ্র রূপে সাধকের উপরে পতিত হয়—সাধককে আক্রমণ করে ইহা সত্য কিন্তু চেড়ীর দুর্ব্বাক্য কালে যদি রাম রাম জপ করা যায় রামকে নালীশ করা যায় তবে অসুরেরা কোন অনিষ্ট করিতে পারে না।

দুঃখ বরণ।

দুঃখে যদি হরি তোমাকে স্মরি
সুখ কেন করি কামনা?
সুখে যদি নাথ তোমাকে ভুলি
সুখ কেন করি বাসনা?
দুঃখ যদি নাথ সুখ পোরা এত
আর সুখ কিছু মাগি না
সুখ যদি নাথ দুঃখ ভরা এত
সে সুখে কি কাজ বল না!
সুখ যদি দেয় ভুলায়ে তোমায়
সুখী হতে প্রভু চাহি না
দুঃখ যদি দেয় জাগায়ে আমায়
দুঃখ যেন আমায় ছাড়ে না
একি ভাব তব হে দীনবন্ধো
সুখে কেন এত ছলনা
সুখে যদি হরি তোমাকে পাশরি
আমি শত দুঃখ করি কামনা

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল।

মহানির্ব্বাণতন্ত্র ও বিধবা বিবাহ।

এখন একটা ধূয়া উঠিয়াছে যে মহানির্ব্বাণতন্ত্রে বিধবা বিবাহের বিধান আছে। বিধবা বিবাহের পক্ষাবলম্বিগণ শৈব বিবাহের দুইটী বচন তুলিয়া বিধবা বিবাহ মহানির্ব্বাণতন্ত্র সম্মত বলিয়া লোকের চক্ষে ধূলি দিতেছেন। যাঁহারা মহানির্ব্বাণতন্ত্র কখনও পড়েন নাই তাঁহারা বিধবাবিবাহ তন্ত্রসম্মত বলিয়া মানিয়া লইতেছেন। প্রকৃত পক্ষে মহানির্ব্বাণতন্ত্র কি বলিতেছেন তাহা আলোচনা করা আবশ্যক হইয়াছে।

দ্বাদশোল্লাসে মহাদেব স্পষ্টই বলিয়াছেন :—

জননঞ্চাপি মরণং শরীরাণাং যথা সকৃৎ।
দানং তথৈব কন্যায়া ব্রাহ্মোদ্বাহঃ সকৃৎ সকৃৎ ॥ ১২উঃ ১২৪

যেমন জন্ম ও মৃত্যু একবারের অধিক দুইবার হয় না; সেইরূপ দান এবং ব্রাহ্ম্য বিধান অনুসারে কন্যার বিবাহও একবারের অধিক হইতে পারে না।

বলা বাহুল্য যে মনু প্রভৃতি স্মৃতিকারগণের কথিত (১) ব্রাহ্ম (২) দৈব (৩) আর্য (৪) প্রাজাপত্য (৫) আসুর (৬) গান্ধর্ব্ব (৭) রাক্ষস ও (৮) পৈশাচ এই আট প্রকার বিবাহ মধ্যে ব্রাহ্মবিবাহই সমাজে প্রচলিত। কন্যাকে বস্ত্র ও অলঙ্কার দ্বারা সম্মানিত করিয়া বিদ্যা ও সদাচার সম্পন্ন বরকে স্বয়ং আমন্ত্রণ করিয়া যে কন্যাদান করা হয় তাহাকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলে।

মহানির্ব্বাণ শাস্ত্রে ব্রাহ্ম ও শৈব এই দুইপ্রকার বিবাহ মাত্র কথিত আছে যথা :—

পরিণীতাস্তু যা নার্য্যো ব্রাহ্মৈর্ব্বা শৈব বর্ত্মভিঃ।
তা এব দারা বিজ্ঞেয়াঃ অন্যাঃ সর্ব্বাঃ পরস্ত্রিয়ঃ॥ ১১উঃ ৪৬

যে সকল নারী বেদোক্ত বিধানানুসারে ব্রাহ্ম বিবাহ দ্বারা বা শৈব বিবাহ দ্বারা পরিণীতা হইয়াছে, তাহারাই ভার্য্যা, তদ্ভিন্ন সমুদায় স্ত্রীই পরস্ত্রী।

টীকাকার এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিলেন,

ব্রাহ্মৈর্বেদোক্ত বর্ত্মভিঃ শিবোক্ত বর্ত্মভির্ব্বা যাস্তু নার্য্যঃ পরিণীতা উদ্বাহিতাস্তা এবদারাঃ স্বস্ত্রিয়ো বিজ্ঞেয়াঃ। অন্যাস্তদ্ভিন্নাঃ সর্ব্বা পরস্ত্রিয়োবিজ্ঞেয়াঃ॥

তাহা হইলে এই দাঁড়াইল যে বিবাহ দুই প্রকার (১) ব্রাহ্ম বিবাহ (২) শৈব বিবাহ।

নবমোল্লাসে বৈদিক ব্রাহ্ম বিবাহের মন্ত্রাদি বর্ণনা করিয়া ২৬৫ শ্লোকে বলিলেন যে এই ব্রাহ্মবিবাহে পিতামাতার অসপিণ্ডা ও অসগোত্রা সবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ বিধেয়। যথা

ব্রাহ্মো বিবাহো বিহিতো দোষহীনঃ সবর্ণয়া।
কুলধর্ম্মানুসারেণ গোত্রভিন্না সপিণ্ডয়া॥ ৯উঃ ২৬৫

এবং পরের শ্লোকে ব্রাহ্মবিবাহ দ্বারা পরিগৃহীতা ভার্য্যাই পত্নী ও গৃহেশ্বরী বলিয়া বর্ণনা করিলেন। যথা :—

ব্রাহ্মোদ্বাহেন যা গ্রাহ্যা সৈব পত্নী গৃহেশ্বরী
তদনুজ্ঞাং বিনা ব্রাহ্ম বিবাহং নাচরেৎ পুনঃ॥ ৯উঃ ২৬৬

এই পত্নীর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিই আর পুনর্ব্বার ব্রাহ্মবিবাহ করিতে পারিবেনা।

ইহার পরে দুইটী শ্লোকে ব্রাহ্মবিবাহে বিবাহিতা ভার্য্যার ও শৈববিবাহে বিবাহিতা ভার্য্যার গর্ভজাত সন্তানের ধনাধিকারিত্ব সম্বন্ধে বিধি নির্দ্দেশ করিলেন।

তস্যা অপত্যে তদ্বংশে বিদ্যমানে কুলেশ্বরি।
শৈবোদ্ভবান্য পত্যানি দায়ার্হানি ভবন্তি ন॥ ৯উঃ ২৬৭
শৈবা তদন্বয়াশ্চৈব লভেরন্ ধনভাজিনঃ।
যথা বিভবমাচ্ছাদং গ্রাসঞ্চ পরমেশ্বরি॥ ৯উঃ ২৬৮

কুলেশ্বরি! ব্রাহ্মবিবাহে বিবাহিতা ভার্য্যার গর্ভজাত সন্তান বা তদ্বংশীয় কেহ বিদ্যমান থাকিতে, শৈববিবাহে বিবাহিতা ভার্য্যার গর্ভজাত সন্তান ধনাধিকারী হইতে পারিবেনা, পরমেশ্বরি! শৈব বিবাহে বিবাহিতা রমণী ও তদীয় গর্ভজাত সন্তানগণ, শৈব বিবাহ কর্ত্তার ধনভোগী উত্তরাধিকারীর নিকট বিভবানুসারে কেবল গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হইবে।

আর যেখানে সন্তান না থাকে সেখানেও ব্রাহ্মী ভার্য্যাই সম্পত্তির অধিকারিণী কারণ সেই শ্রেষ্ঠা ও স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপা।

উদ্বাহিকেঽপি সম্বন্ধে ব্রাহ্মী ভার্য্যা বরীয়সী।
অপুত্রস্য হরেদ্‌কৃৎস্নং পত্যুর্দেহার্দ্ধহারিণী॥ ১২উঃ ২৩

বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থলে বেদোক্ত বিধানানুসারে বিবাহিতা ব্রাহ্মীভার্য্যাই শ্রেষ্ঠা সুতরাং অপুত্রব্যক্তির মৃত্যু হইলে, ভর্ত্তার অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপা সেই ব্রাহ্মী ভার্য্যাই ধনাধিকারিণী হইবে। টীকাকর বলিলেন ঃ—

ঔদ্বাহিকেঽপি বিবাহনিমিত্তকেঽপি সম্বন্ধে ব্রাহ্মী বেদোক্ত বিধিনা পরিণীতা ভার্য্যা শৈবী ভার্য্যায়া বরীয়স্যতিবরা ভবেৎ পত্যুঃ স্বামীনো যতো দেহার্দ্ধহারিণী স্যাৎ। শৈবীভার্য্যা অপেক্ষা ব্রাহ্মী ভার্য্যাই শ্রেষ্ঠা যেহেতু সেই স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপিণী।

২৭ শ্লোকে এইরূপ ব্রাহ্মীস্ত্রীর স্বধর্ম্ম নির্ণয় করিলেন।

মৃতে পত্যৌ স্বধর্ম্মেণ পতি বন্ধু বশেস্থিতা।
তদভাবে পিতৃবন্ধোঃ তিষ্ঠন্তী দায়মর্হতি ॥ ১২উঃ ৩৭

স্বামীর মৃত্যুর পর নারী স্বধর্ম্মনিরতা ও পতি বন্ধুদিগের, তদভাবে পিতৃবন্ধু-দিগের বশবর্ত্তিনী থাকিয়া স্বামীর ধনাধিকারিণী হইবে।

বিধবার ধর্ম্ম বর্ণনা করিতে গিয়া একাদশোল্লাসে বলিলেন।

দ্বির্ভোজনং পরান্নং চ মৈথুনামিষ ভূষণম্।
পর্য্যঙ্কং রক্তবাসশ্চ বিধবা পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১১উঃ ৫৬
নাঙ্গমুদ্বর্ত্তয়েদ্বাসৈঃ গ্রাম্যালাপমপি ত্যজেৎ।
দেবব্রতা নয়েৎ কালং বৈধব্যং ধর্ম্মমাশ্রিতা ॥ ১১উঃ ৫৭

দুইবার ভোজন, পরান্ন ভোজন, মৈথুন, আমিষ ভোজন, অলঙ্কার পরিধান, পর্য্যঙ্কে শয়ন, রক্তবস্ত্র পরিধান, এই সমুদায় পরিত্যাগ করিবে। বিধবা নারী সুগন্ধি তৈল মাখিবেনা অথবা সুগন্ধি দ্রব্যদ্বারা গাত্র মার্জ্জন করিবেনা; অশ্লীল আলাপ পরিত্যাগ করিবে। পরন্তু তাহার কর্ত্তব্য এই যে, সে বৈধব্যধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্বদা দেবপূজা নিরতা ও ব্রতপরায়ণা হইয়া কালক্ষেপ করিবে। প্রাগুক্ত আলোচনা দ্বারা তন্ত্রের নিম্নলিখিত আদেশ পাইতেছি।

(১) বিবাহ দুই প্রকার—ব্রাহ্ম (বৈদিক) এবং শৈব।

(২) নারীর ব্রাহ্ম বিবাহ জন্ম মৃত্যুর ন্যায় একবারই হইবে।

(৩) ব্রাহ্ম বিধানানুসারে বিবাহিতা ভার্য্যাই পত্নীও গৃহেশ্বরী।

(৪) ব্রাহ্ম বিবাহিতা নারীর সন্তান সন্ততিগণ ধনাধিকারী হইবে।

(৫) সন্তান না থাকিলে ব্রাহ্মী ভার্য্যাই স্বামীর সম্পত্তির অধিকারিণী কারণ সেই শ্রেষ্ঠা ও ভর্ত্তার অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপিণী।

(৬) স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রাহ্মী স্ত্রী বৈধব্য ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক দেবপূজা ও ব্রত পরায়ণা হইয়া কালক্ষেপ করিবে।

ব্রাহ্মী ভার্য্যা সম্বন্ধে দ্বিতীয় ভর্ত্তা গ্রহণের কোন বিধি দেন নাই। এখন শৈবী বিবাহ কাহাকে বলে তাহা দেখিতে হইবে।

শৈব বিবাহো দ্বিবিধঃ কুলচক্রে বিধীয়তে।
চক্রস্থ নিয়মেনৈকো দ্বিতীয়ো জীবনাবধি॥ ৯উঃ ২৬৯

শিবে! শৈব বিবাহ দুই প্রকার। এই দুই প্রকার বিবাহই কুলচক্রে সম্পাদিত হইয়া থাকে। এক প্রকার বিবাহ, চক্রের নিয়মানুসারে (চক্রনিবৃত্তি পর্য্যন্ত স্থায়ী) দ্বিতীয় প্রকার বিবাহ বন্ধন যাবজ্জীবন স্থায়ী হয়।

এই শৈব বিবাহ স্থলে, কত বয়স, কোন্ বর্ণ বা কোন্ জাতি তাহার বিচারের আবশ্যকতা নাই। শম্ভুর এরূপ আজ্ঞা আছে যে, ভর্ত্তৃহীনা ও অসপিণ্ডা হইলেই বিবাহ করিতে পারিবে। সন্তান কামনায় ঋতুকাল দেখিয়া চক্র নিবৃত্তি সময় নির্দ্ধারণ করিয়া যে রমণীকে বিবাহ করা যাইবে, চক্র শেষ হইলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে অর্থাৎ চক্রনিবৃত্তিব পর তাহাতে আর ভার্য্যাভাব থাকিবে না। (১) অষ্টমোল্লাসেও বলিলেন,

সর্ব্বে বর্ণাঃ স্ব স্ববর্ণৈঃ ব্রাহ্মোদ্বাহং তথাশনম্।
কুর্ব্বীরন্ ভৈরবী চক্রাৎ তত্ত্বচক্রাদৃতে শিবে॥ ৮ উঃ ১৫১
উভয়ত্র মহেশানি শৈবদ্বাহঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তথা দানে চ পানে চ বর্ণভেদো ন বিদ্যতে॥ ৮ উঃ ১৫২

শিবে! ভৈরবী চক্র ও তত্ত্ব চক্রের অনুষ্ঠান কাল ব্যতিরেকে অন্য সময় সকল জাতীয় মনুষ্যই কেবল স্ব স্ব বর্ণের সহিতই ব্রাহ্ম বিবাহ ও ভোজনাদি করিবে। এই উভয় চক্রে শৈব বিবাহ হইতে পারে; এই চক্রদ্বয়ে বিবাহ, ভোজন ও পান বিষয়ে জাতিভেদ করিবে না।

ইহার পরে ভৈরবী ও তত্ত্বচক্র কাহাকে বলে তাহা ভগবতীয় প্রশ্নে শ্রীসদাশিব বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন।

---

(১) বয়োবর্ণ বিচারোঽত্র শৈবোদ্বাহে ন বিদ্যতে।
অসপিণ্ডাং ভর্ত্তৃহীনাম্ উদ্বহেচ্ছম্ভু শাসনাৎ॥ ৯ উঃ ২৭৯
পরিণীতা শৈব ধর্ম্মে চক্র নির্দ্ধারণেন যা।
অপত্যার্থী ঋতুং দৃষ্টা চক্রাতীতে তু তাং ত্যজেৎ॥ ৯উঃ ২৮০

বিবাহো ভৈরবী চক্রে তত্ত্ব চক্রেঽপি পার্ব্বতি।
সর্ব্বথা সাধকেন্দ্রেণ কর্ত্তব্যঃ শৈববর্ত্মনা॥ ৮ উঃ ১৭৮
সম্প্রাপ্তে ভৈরবী চক্রে সর্ব্বে বর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ।
নিবৃত্তে ভৈরবী চক্রে সর্ব্বে বর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্॥ ৮ উঃ ১৮০
নাত্র জাতি বিচারোঽস্তি নোচ্ছিষ্টাদিবিবেচনম্।
চক্র মধ্য গতা বীরা মম রূপা ন চান্যথা॥ ৮ উঃ ১৮১

সাধকেন্দ্রগণ (সাধক শ্রেষ্ঠ) ভৈরবী ও তত্ত্ব চক্রে বিবাহ কার্য্য শিব প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া করিবেন। যদি কোন বীর পুরুষ শৈব বিবাহ ব্যতিরেকে শক্তি সেবা করে, তাহা হইলে তাহাকে পরস্ত্রীগমন পাপে লিপ্ত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। ভৈরবী চক্র অনুষ্ঠিত হইলে সকল জাতীয় ব্যক্তিই দ্বিজ শ্রেষ্ঠ মধ্যে পরিগণিত, কিন্তু ভৈরবী চক্র নিবৃত্ত হইলে সকল বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। তাই ভৈরবী চক্র মধ্যে জাতি বিচার নাই, উচ্ছিষ্টাদি বিচারও নাই।

যাহার ভৈরবী ও তত্ত্ব চক্রের অধিকার নাই তাহার শৈব বিবাহে অধিকার নাই শৈব বিবাহ ব্যতীত কোন স্ত্রী গ্রহণ করিলে সে ব্যভিচার পাপে লিপ্ত হইবে। শিব প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া উচ্চ অঙ্গের সাধক (মূলে সাধকেন্দ্র) হইলে তবে ভৈরবী ও তত্ত্ব চক্রের অধিকার জন্মে। ভৈরবী চক্র সাধন স্তরের প্রথম সোপান ও তত্ত্ব চক্র দ্বিতীয় সোপান। এই তত্ত্ব চক্রের অধিকার ব্রহ্ম জ্ঞান ভিন্ন হইতে পারে না।

সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং ভাবঃ চক্রেঽস্মিংস্তত্ত্বসংজ্ঞকে।
যেষামুৎপদ্যতে দেবি ত এব তত্ত্ব চক্রিণঃ॥ ৮ উঃ ২০৯

দেবি! এই তত্ত্ব চক্রের মধ্যে সমুদায়ই ব্রহ্মময়, যাহাদের এরূপ আন্তরিক ভাব জন্মে সেই তত্ত্ব জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিরাই এই তত্ত্ব চক্রের প্রকৃত অধিকারী।

এখন আমরা দেখিলাম যে,

(১) ভৈরবী ও তত্ত্ব চক্রের অনুষ্ঠান যে সে ব্যক্তি দ্বারা হইতে পারে না, তন্ত্রমার্গানুসারে উচ্চ সাধক হওয়া চাই। ঐরূপ ব্যক্তি ভিন্ন শৈব বিবাহ হইতে পারে না।

(২) ভৈরবী ও তত্ত্ব চক্রের অনুষ্ঠান কাল ভিন্ন অন্য সময়ে মনুষ্যগণ স্ব স্ব বর্ণের সহিত ব্রাহ্ম (বৈদিক) বিবাহ করিবে।

(৩) শৈব বিবাহে জাতি বিচার নাই। ইহা অতি নিকৃষ্ট বিবাহ। শৈব বিবাহে বিবাহিতা স্ত্রী কি তাহার গর্ভজাত সন্তানগণ উত্তরাধিকারী নহে। এখন দুইটী বচন উদ্ধৃত করিয়া বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা করা হইতেছে। তাহা এই

ষণ্টেনোদ্বাহিতাং কন্যাং কালাতীতেঽপি পার্থিবঃ।
জানন্নুদ্বাহয়েদ্ ভূয়ো বিধিরেষ শিবোদিতঃ॥ ১১ উঃ ৬৬
পরিণীতা ন রমিতা কন্যকা বিধবা ভবেৎ।
সাপ্যুদ্বাহ্যা পুনঃ পিত্রা শৈব ধর্ম্মে স্বয়ং বিধি॥ ১১ উঃ ৬৭

শিবোদিত বিধান আছে যে, যদি কোন কন্যা নপুংসক কর্ত্তৃক পরিণীতা হয় এবং বহুকাল অতীত হইলেও যদি তাহা জানিতে পারা যায়, তাহা হইলেও রাজা পুনর্ব্বার অন্য পাত্রে সেই কন্যার বিবাহ দেওয়াইবেন। যদি কন্যা পরিণীতা হইয়া পতি সহবাসের পূর্ব্বে বিধবা হয়, তাহা হইলে তাহার পিতা তাহার পুনর্ব্বার বিবাহ দিবে; শৈব ধর্ম্মে এইরূপ বিধান আছে।

এই দুইটী বচন বিধবা বিবাহের পরিপোষক নহে। কোনরূপ পাত্রীর সহিত শৈব বিবাহ হইতে পারিবে তাহার একটা বিধান মাত্র। ৬৬ শ্লোকে "শিবোদিতঃ" ও ৬৭ শ্লোকে "শৈবধর্ম্মেস্বয়ং বিধিঃ" দ্বারা শৈব বিবাহকে স্পষ্ট লক্ষ্য করিতেছেন।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র মতে দুই ভিন্ন তিন প্রকার বিবাহের উল্লেখ নাই। (১) ব্রাহ্ম বিবাহ (২) শৈব বিবাহ। ব্রাহ্ম বিবাহ একবারই হইবে এবং শৈব বিবাহ চক্র ভিন্ন হইতে পারে না। ব্রাহ্ম ও শৈব বিবাহ ব্যতীত অন্য স্ত্রী পরস্ত্রী ইহা ১১ উঃ ৪৬ শ্লোকে বলিয়াছেন। ৫৬ ও ৫৭ শ্লোকে বিধবার ধর্ম্ম উল্লেখ করিয়া এই দুই শ্লোকের উল্লিখিত স্ত্রী শৈব বিবাহের পাত্রী হইতে পারিবে, ইহাই মাত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কাজেই আমরা দেখিতেছি বিধবা বিবাহ আজ কাল যে অর্থে ব্যবহার হইতেছে এরূপ কোন বিবাহ মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে উল্লিখিত হয় নাই। অষ্টমোল্লাসের ১৫১ ও ১৫২ শ্লোকে ভৈরবী ও তত্ত্ব চক্র ভিন্ন অন্যত্র স্ব স্ব বর্ণের সহিত ব্রাহ্ম বিবাহের স্পষ্ট বিধান দিয়াছেন। ঐ দুইটী শ্লোক পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

বিধবা বিবাহের পক্ষপাতিগণ গায়ের জোরে বিধবা বিবাহ দিতে চাহেন, সে পৃথক্ কথা। শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিয়া লোককে প্রবঞ্চিত করা সর্ব্বথা নিন্দনীয়।

শ্রীকালীচরণ সেন গুপ্ত।

দেখা দিও আসি।

মনের তারে যায় যে জানা
চেয়ে পথের পানে।
আমার তরে দিবানিশি
আছ ব্যাকুল প্রাণে॥
এস ব'লে আবেগ ভরে
ডাক্‌ছে তোমার বাঁশী।
(আমি) ফিরে যেতে শত বাধায়
বারে বারে বসি॥
দেহের বাধা মনের বাধা
ধ'রে রাখে বলে।
তোমার কাছে দেয়না যেতে
ভাসি নয়ন জলে॥
(তাই) শরণ তোমার নিলাম হরি
(আমার) সকল বাধা নাশি।
ভাল যদি বাস প্রিয়
দেখা দিও আসি॥

দেবতাতত্ত্ব

বৈদিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক দেবতাবিষয়ক সংক্ষিপ্ত বিচার।

বক্তা—ভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ।

জিজ্ঞাসু—রমা ও শ্রীনন্দকিশোর বিদ্যানন্দ বি, এল্।

বিরুদ্ধ মতের খণ্ডন সত্যানুসন্ধিৎসুর প্রধান কর্ত্তব্য।

বক্তা—সত্যকে জানিতে হইলে, সত্যকে পাইতে হইলে, যাহা সত্যকে আবৃত করিয়া রাখে, সত্যকে জানিবার বা পাইবার পথ যৎ কর্তৃক আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, তাহাকে সরাইতে হয়, তাহাকে সরাইতে না পারিলে, সত্যকে জানা বা পাওয়া যায় না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা যাবৎ কোন পদার্থের স্বরূপ অবধারিত না হয়, যাহা, যাহা, যাবৎ তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা তদ্ভাবে জানা না যায়, তাবৎ তৎ পদার্থ সম্বন্ধে অব্যভিচারি বা ধ্রুব—সংশয় রহিত জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। অবিদ্যা বা মিথ্যা জ্ঞান, সত্য জ্ঞান লাভের মূল প্রতিবন্ধক, অবিদ্যা বা মিথ্যা জ্ঞান সত্যকে জানিবার, সত্যকে লাভ করিবার পথকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। ইন্দ্রিয় দোষ, অপিচ প্রতিভা বা সংস্কার দোষবশতঃ মানুষ যাহা, যাহা তাহাকে ঠিক তদ্ভাবে জানিতে পারে না। প্রতিভা ভেদই মতভেদের কারণ, প্রতিভা ভেদ নিবন্ধন এক পদার্থ সম্বন্ধে পরস্পর বিরুদ্ধ বিবিধ মতের আবির্ভাব হইয়া থাকে। অতএব বিরুদ্ধ মতের খণ্ডন সত্যানুসন্ধিৎসুর প্রধান কর্ত্তব্য।

অদৃষ্ট—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের অগম্য বিষয় সম্বন্ধেই অধিক মতভেদ হইয়া থাকে।

জিজ্ঞাসু নন্দ—যে সকল পদার্থকে আমরা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা জানিতে পারি না, বোধ হয়, সেই সকল পদার্থ সম্বন্ধেই পরস্পর বিরুদ্ধ মতের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

বক্তা—যে কোন পদার্থ হোক্, তাহার তত্ত্ব বিনিশ্চয় করিতে যাইলেই, তাহার স্বরূপ কি, তাহা স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইলেই, প্রতিভা ভেদ বশতঃ পরস্পর বিরুদ্ধ বিবিধ মতের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। কোন পদার্থের তত্ত্ব বা

স্বরূপ স্থূল প্রত্যক্ষ দ্বারা অবধারিত হইতে পারে না, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ কোন পদার্থের তত্ত্ব বা স্বরূপকে জানিবার উপায় নহে, পদার্থমাত্রের স্বরূপ বা তত্ত্ব, স্থূল প্রত্যক্ষের অবিষয়; স্থূল প্রত্যক্ষ দ্বারা কোন পদার্থের স্বরূপ নিরূপিত হয় না।

জিজ্ঞাসু নন্দ—"স্থূল প্রত্যক্ষ দ্বারা কোন পদার্থের প্রকৃততত্ত্ব বিনিশ্চিত হয় না," এই কথার তাৎপর্য্য কি ?

বক্তা—'জল' কোন্ পদার্থ, স্থূল প্রত্যক্ষ দ্বারা কি, তাহা যথার্থভাবে অবগত হওয়া যায় ? স্থূল প্রত্যক্ষ দ্বারা যাহা জানা যায়, তাহাত কোন পদার্থের পারমার্থিক তত্ত্ব বা স্বরূপ নহে। জলকে যাঁহারা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এই পদার্থদ্বয়ের কার্য্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, 'হাইড্রোজেন্' ও 'অক্সিজেন্' কোন্ পদার্থ, ইহাদের স্বরূপ কি, যিনি তাহা জানিতেও চাহেন, 'হাইড্রোজেন্' ও 'অক্সিজেন্' জলের মূল তত্ত্ব, এই জ্ঞান কি, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হয় ? তড়িৎ (Electricity) দ্বারা বৈজ্ঞানিকগণ বিবিধকার্য্য সাধন করিতেছেন, অব্যক্তাবস্থায় অবস্থিত তড়িৎকে ব্যক্তাবস্থায় আনয়ন পূর্ব্বক কত অদ্ভুত ব্যাপার নিষ্পাদন করিতেছেন, কিন্তু তড়িৎ বস্তুতঃ কোন্ পদার্থ, তাহা যথার্থভাবে অবধারিত হইয়াছে কি ? 'তড়িৎ' কোন্ পদার্থ বৈজ্ঞানিকগণ কি তদ্বিষয়ে একমত হইতে পারিয়াছেন ? বৈজ্ঞানিকগণ তড়িতের শিল্পবিৎ হইলেও, ইহার তত্ত্ববিৎ নহেন। অতএব সর্ব্বপদার্থের মূল তত্ত্ব বিনিশ্চয় স্থূল দর্শন ও পরীক্ষা দ্বারা হয় না, অতএব সর্ব্বপদার্থের পরমরূপ—চরমতত্ত্ব স্থূল প্রত্যক্ষের অগম্য, অতএব নিখিল পদার্থের তত্ত্ব সম্বন্ধে অদৃষ্টতত্ত্ব মনুষ্যদিগের চিরদিন মতভেদ থাকিবে। লৌকিক উদ্দেশ্য, লৌকিক প্রত্যক্ষ দ্বারা সিদ্ধ হইলেও, অলৌকিক উদ্দেশ্য লৌকিক প্রত্যক্ষ দ্বারা সিদ্ধ হয় না।

জিজ্ঞাসু নন্দ—স্থূল বা লৌকিক প্রত্যক্ষ দ্বারা যে, কোন পদার্থের পরমরূপ—মূলতত্ত্ব অবধারিত হয় না, লৌকিক পরীক্ষক যে, কোন পদার্থের পরমতত্ত্বকে জানিতে পারেন না, অতএব নিখিল পদার্থের পরমরূপ সম্বন্ধে যে পরস্পর বিরুদ্ধ মত থাকা প্রাকৃতিক, তাহা বুঝিতে পারিলাম, দেবতা, পরলোক, পুনর্জ্জন্ম, স্বর্গ, বিদ্যাধরাদি দেবযোনি প্রভৃতি পদার্থ সম্বন্ধে যে নিমিত্ত বিবিধ অনুমান হইয়া থাকে, তাহার কারণ কি, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইল।

বক্তা—বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে অনেকেই 'যথাতথ' 'প্রমাণীকৃত' বা ব্যবস্থাপিত জ্ঞানকে (Exact verified and systematic knowledge)

বিজ্ঞান (Science) বলিয়াছেন, বলিয়া থাকেন। যথার্থ জ্ঞান বলিতে বৈজ্ঞানিকগণ স্থূল প্রত্যক্ষ গম্য (ভূতার্থ ভূমিক—Based upon facts), বিশ্বাস বা কল্পনা হইতে বিশিষ্ট (Different from faith and fancy) জ্ঞানকে বুঝিয়া থাকেন। যে জ্ঞান প্রমাণীকৃত নহে (প্রমাণ শব্দ দ্বারা এই স্থলে স্থূল প্রত্যক্ষ প্রমাণই লক্ষিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে), যথাতথ হইলেও, বৈজ্ঞানিকেরা তাহাকে 'বিজ্ঞান' বলেন না। শিল্প বা কলাশাস্ত্রকুশল বিবিধ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারেন, কর্ম্মকুশল চিকিৎসকগণ উপযুক্ত ভেষজ প্রয়োগ দ্বারা বহু রোগ প্রশমিত করিতে পারেন, তথাপি ইঁহাদিগকে বৈজ্ঞানিক বলা যাইতে পারে না। বৈজ্ঞানিকদিগের এইরূপ কথা সারহীন না হইলেও, সার্ব্বভৌম সত্যমূলক নহে। স্থূলপ্রত্যক্ষ ও তন্মূলক অনুমান, ইহারাই যে, 'প্রমাণ' নহে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ, তাহা স্বীকার করিতে পারেন নাই। বেদ অলৌকিক প্রত্যক্ষ, 'সমাধি', শ্রেষ্ঠ প্রত্যক্ষ, বেদ বা সমাধি দ্বারাই নিখিল বস্তুর পারমার্থিক রূপ বিনিশ্চিত হইয়া থাকে। বেদ-শাস্ত্রের কথা, সাক্ষাৎকৃত নিখিল বস্তুতত্ত্ব ঋষিদিগের কথা স্থূলপ্রত্যক্ষের বিরোধী হইলেও, তাহা বস্তুতঃ বিজ্ঞান, তাহা অসভ্য বা বর্ব্বরের কথাজ্ঞানে উপেক্ষণীয় নহে, তাহা (ক্ষুদ্র বিজ্ঞান বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইলেও) প্রকৃত আত্মতত্ত্বদর্শনেচ্ছুর, কৃতকৃত্য হইবার প্রার্থীর কদাচ ত্যাজ্য হইতে পারে না, হওয়া উচিত নহে। বেদ শাস্ত্রের বা ঋষিদিগের কোন কথা অপ্রমাণীকৃত নহে, বেদশাস্ত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা শতশঃ সহস্রশঃ অলৌকিক প্রত্যক্ষসিদ্ধ বা অলৌকিক প্রত্যক্ষ স্বরূপ, সাক্ষাৎকৃত নিখিল বস্তুতত্ত্ব ঋষিদিগের কথা অসত্য বা অনর্থক হইতে পারে না। দেবতা ও দেবযোনি বিদ্যাধরাদি, স্থূলপ্রত্যক্ষের অবিষয় হইলেও, বস্তুতঃ অসৎ নহে, কল্পনার বিজৃম্ভণ নহে। বেদ শাস্ত্রে দেবতা ও দেবযোনিদিগকে কিরূপে স্থূলপ্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত করিতে পারা যায়, তদুপায় বর্ণিত হইয়াছে, অনাদিকাল হইতে দেবতা প্রভৃতি সাধারণের অতীন্দ্রিয় পদার্থ সমূহ যে উপায়ে স্থূলপ্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত করিতে পারা যায় তদুপায় বর্ণিত হইয়াছে, অনাদিকাল হইতে দেবতা প্রভৃতি সাধারণের অতীন্দ্রিয় পদার্থসমূহ স্থূল প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইয়া আসিতেছে, অতএব ইঁহাদের অস্তিত্বে সন্দিহান হওয়া, প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসুর অনুচিত। পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন, অতীন্দ্রিয়, স্থূলপ্রত্যক্ষের অসংবেদ্য ভাব সকলকে যাঁহারা ব্যাবহারিক চক্ষু হইতে ভিন্ন অন্য চক্ষু দ্বারা (বেদ বা সমাধিনেত্র দ্বারা) দর্শন করেন, সেই মুক্ত সংশয়দিগের উপদেশ অলৌকিক প্রত্যক্ষ মূলক, সুতরাং স্থূল প্রত্যক্ষপূর্ব্বক,

ব্যভিচারী অনুমান দ্বারা বাধিত হয়না, ব্যভিচারী অনুমান তাদৃশ উপদেশ বচন সমূহকে কখন নিরাকৃত করিতে সমর্থ হইতে পারেনা ("অতীন্দ্রিয়ানসংবেদ্যান্ পশ্যন্ত্যার্ষেণ চক্ষুষা যে ভাবান্ বচনং তেষাং নানুমানেন বাধ্যতে।"—বাক্যপদীয়)।

'দেবতা' সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি তাহা শুনিয়া রমা! তুমি প্রার্থনা করিয়াছিলে, পুরাণ ও তন্ত্রের দেবতা এবং বেদের দেবতা যে ভিন্ন নহেন, তৎসম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রদান করুন। তোমার এইরূপ প্রার্থনা করিবার উদ্দেশ্য কি, তাহা তুমি আমাকে সংক্ষেপে জানাইয়াছ। তুমি আমাকে স্পষ্টভাবে বলিয়াছ, দেবতা কোন্ পদার্থ, এই বিষয় আপনি যে ভাবে বুঝাইবেন বলিয়া, আমার আশা হইয়াছিল, আপনি সেভাবে দেবতা কোন্ পদার্থ, তাহা বুঝাইতেছেন বলিয়া আমার মনে হইতেছে না। আমার এই নিমিত্ত এই সকল কথা নীরস বলিয়া বোধ হইতেছে। তোমার এই কথা শুনিয়া (পূর্ব্বে বলিয়াছি) আমি সুখী হইয়াছিলাম। আমি তোমাকে সেই সময়ে বলিয়াছিলাম, 'তুমি যে দেবতার স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা কর', আমি তোমাকে সেই দেবতার স্বরূপই দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি, তুমি অধীর হইওনা, আমার দেবতাতত্ত্বের ব্যাখ্যা এখন নীরস বলিয়া মনে হইলেও পরে তোমাকে আনন্দ দিবে। যাঁহাকে পাইলে আনন্দ হয়, তিনিই বস্তুতঃ আনন্দময়, শ্রুতি বলিয়াছেন, তিনিই রস। অতএব যাবৎ রসস্বরূপ ব্রহ্মকে না জানা যায়, তাবৎ প্রকৃত রসের আস্বাদন হইতে পারে না। আনন্দ বলিতে তুমি যাহা বুঝিয়া থাক, তাহা প্রকৃত আনন্দ বা যথার্থ 'রস' নহে, তাহা পরিচ্ছিন্ন বিষয়ানন্দ, তাহা অপরিচ্ছিন্ন বা ব্রহ্মানন্দের অংশ মাত্র। তুমি বহুবার শুনিয়াছ, ভগবান্ সর্ব্বব্যাপক, ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্, ভগবান্‌কে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় না। 'দেবতা' বলিতে তুমি এই ভগবান্‌কে বুঝিয়া থাক। ভগবান্ বা দেবতা সম্বন্ধে তোমার যে জ্ঞান আছে, তাহা তোমার বৈকল্পিক জ্ঞান। 'আকাশকুসুম' বস্তুতঃ কোন সৎ পদার্থের বাচক নহে, কিন্তু 'আকাশকুসুম' এই শব্দ শুনিলে মনে হয় 'আকাশকুসুম' নামে বস্তুতঃ কোন পদার্থ আছে। এইরূপ ভগবান, ঈশ্বর, দেবতা, ইত্যাদি শব্দ উচ্চারিত হইলে, তোমার মনে হয়, এই সকল শব্দবোধ্য অর্থকে আমি জানিলাম, কিন্তু এই সকল শব্দ হইতে তোমার যে অর্থের বোধ হইল তাহা পূর্ব্বোক্ত আকাশকুসুমের ন্যায় বস্তু শূন্য অলীক জ্ঞান, 'ভগবান্', 'ঈশ্বর', এই সকল শব্দ শুনিয়া তোমার যে জ্ঞান হয়, তাহা ইহাদের যথার্থ জ্ঞান নহে। এইরূপ জ্ঞানকে 'বৈকল্পিক জ্ঞান' বলে। তুমি দুঃখিত হইও না, হতাশ হইও না, 'ভগবান্', 'ঈশ্বর', 'দেবতা'

ইত্যাদি পদার্থ সম্বন্ধে বহুব্যক্তির বৈকল্পিক জ্ঞানই আছে। আমি যে 'অগ্নি'কে দেবতা বলিতেছি, সে 'অগ্নি', 'অগ্নি' বলিতে তুমি যাহা বুঝিয়া থাক, তৎ পদার্থ নহেন। তুমি পরে ঐ সকল কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা বুঝিতে পারিবে। তুমি বলিয়াছ, 'ইন্দ্র', 'বায়ু', 'সোম', 'পর্জ্জন্য', ইত্যাদি কোন্ পদার্থ আমি এখনও তাহা ভালরূপে বুঝিতে পারি নাই। ইন্দ্রাদি দেবগণের নাম শুনিয়াছি মাত্র, কিন্তু ইহারা বস্তুতঃ কোন্ পদার্থ তৎসম্বন্ধে আমার কোনরূপ স্থির ধারণা হয় নাই। 'দেবতা', 'ঈশ্বর', 'ভগবান্' ইত্যাদি শব্দ উচ্চারিত হইলে, 'সীতারামকে', 'গৌরীশঙ্করকে', রাধাকৃষ্ণ', 'গঙ্গা', 'দুর্গা', 'কালী' 'জগদ্ধাত্রী', 'গণপতি', 'সূর্য্য' প্রভৃতিকে মনে পড়ে। ইহাঁদের স্বরূপ কি, তাহা আমি জানি না, তবে ইহাঁরা যেন 'দেবতা', ইহাঁরা যেন আমার প্রিয় সামগ্রী, ইহাঁরা যেন আমার সুখদাতা, আমার দুঃখহর্ত্তা, ইহাঁরা যেন আমার স্নেহময়, করুণাময়, শক্তিমান্ মাতা পিতা আমার এইরূপ বোধ হইয়া থাকে। দেবতা বলিতে এতদিন আমি ইহাঁদিগকেই বুঝিতাম। কেন বুঝিতাম তাহা জানি না। সূর্য্যদেবকে প্রণাম করি, সূর্য্যের পূজা করি, বিশ্বাস হয়, এই প্রত্যক্ষ সূর্য্যদেবের ভিতরে আমার প্রাণারাম, আমার নয়নাভিরাম 'সীতারাম' বা 'গৌরীশঙ্কর' বিরাজ করিতেছেন। গঙ্গাকে প্রণাম করি, গঙ্গাকে যখন প্রণাম করি, তখন মনে মনে বলি, মা! তুমি সর্ব্বপাপ-সংহর্ত্রী, মা! তুমি সর্ব্বদুঃখ বিনাশিনী, তুমি 'সুখদা' তুমি 'মোক্ষদা' তুমি 'পরমগতি'। এই সকল কথার অর্থ কি? তাহা বুঝি না, না বুঝিলেও এই সকল কথা বলিতে ভাল লাগে, বলিলে আনন্দ হয়, মনে আশার সঞ্চার হয় —প্রাণ জুড়ায়। রমা! তোমার এই সকল কথা আমাকে যে কত সুখী করিয়াছে, তাহা আমি প্রকাশ করিতে পারি না, তাহা স্বয়ং অনুভব করিবার জিনিস, তাহা অন্যকে বুঝাইবার জিনিস নহে। আহা! তুমি যে প্রাণে বেদের দেবতা এবং পুরাণ ও তন্ত্রের দেবতা ভিন্ন নহেন, তাহা বুঝিতে একান্ত অভিলাষিণী, আমি তোমার সে প্রাণের ভাব কিয়ৎপরিমাণে অনুভব করিতে পারিয়াছি, তাই তোমাকে বেদের দেবতা এবং পুরাণ ও তন্ত্রের দেবতা যে ভিন্ন নহেন তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব, যে 'সীতারাম' যে 'গৌরীশঙ্কর' যে 'গঙ্গা', যে 'সূর্য্য', তোমার হৃদয়ে স্নেহময়, দয়াময়, মাতৃ-পিতৃভাবে সুখদ ও মোক্ষদরূপে অখিল দুরিত নাশকরূপে, অভয়রূপে শান্তমূর্ত্তিতে সতত বিরাজমান, আমি কি, তোমার সে সীতারামকে, সে গৌরীশঙ্করকে, সে সর্ব্বক্লেশ নাশিনী

সুখদা গঙ্গামাতাকে, সে প্রত্যক্ষ দেব সূর্য্যনারায়ণকে, তোমার হৃদয় হইতে সরাইয়া, তৎস্থানে ইন্দ্রাদি বেদের দেবতাগণকে (যাঁহাদিগকে তুমি অদ্যাপি তোমার প্রকৃত মাতা-পিতা বলিয়া বুঝিতে পার নাই) বসাইতে পারি? আমি কি তোমার সরস কোমল হৃদয়কে মরুভূমিতে পরিণত করিতে পারি? আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস, বেদের দেবতা এবং পুরাণ ও তন্ত্রের দেবতা ভিন্ন নহেন, আমার অচল ধারণা পুরাণ বা তন্ত্রাদি বেদ হইতে পৃথক্ সামগ্রী নহেন। আমি এই নিমিত্ত তোমাকে প্রথমে বেদের দেবতাতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত সংবাদ দিয়াছি, এখন পুরাণ ও তন্ত্রের দেবতা যে বেদের দেবতা হইতে ভিন্ন নহেন, সংক্ষেপে তাহা জানাইতেছি। তাহা করিতে হইলে, প্রথমে দেবতা সম্বন্ধে যতপ্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ মতের আবির্ভাব হইয়াছে, সমাসতঃ তাহা শুনিতে হইবে, যথা প্রয়োজন বেদ শাস্ত্র বিরুদ্ধ মতের খণ্ডন করিতে হইবে, বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হইবে, বেদ হইতে পুরাণ ও তন্ত্র যদি বস্তুতঃ ভিন্ন না হয়েন, তবে বেদের দেবতা এবং পুরাণ ও তন্ত্রের দেবতা সহজ জ্ঞানে সর্ব্বাংশে অভিন্ন বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না কেন? বেদের 'শিব' এবং পুরাণ তন্ত্র বর্ণিত শিব আপাত দৃষ্টিতে ভিন্ন বলে মনে হয় কেন? প্রতীচ্য সুধীবর্গের মধ্যে অনেকেই বেদের দেবতা এবং পুরাণ তন্ত্রের দেবতা যে সর্ব্বথা সমান নহেন, পুরাণ ও তন্ত্রে যে, বেদের দেবতারা অল্প বিস্তর রূপান্তরিত হইয়াছেন, এইরূপ মতাবলম্বী, আমি তোমাকে পূর্ব্বে তাহা শুনাইয়াছি। উন্নতম্মন্য ক্রমবিকাশবাদী বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে অনেকের দৃঢ় ধারণা দেবতা বা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস মানুষের অসভ্য বা ঈষৎ সভ্যাবস্থাতেই জন্ম লাভ করিয়া থাকে। নবীন ক্রমবিকাশবাদীদিগের এবম্প্রকার কল্পনা যে, সত্যভূমিক নহে, তাহা আমি তোমাকে অল্প কথায় বুঝাইয়াছি। তুমি বলিয়াছিলে অসভ্য মানুষেরা যে নিমিত্ত বৃক্ষাদিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে, গঙ্গাদি নদী সকলকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে, তাহা বুঝিতে পারি, কিন্তু বৈদিক আর্য্যজাতি, শুনিয়াছি, যে জাতি সর্ব্বাগ্রে জগৎকে পবিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানালোকে আলোকিত করিয়াছিলেন, তাঁহারাও অচেতন বৃক্ষাদিকে, গঙ্গাদি নদী সকলকে, গ্রহ-নক্ষত্রাদিকে দেবতা বোধে পূজা করিয়াছিলেন কেন, তাহা বুঝিতে পারি না। তোমার এই সকল কথা শুনিয়া, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, অসভ্যদিগের অচেতন বৃক্ষাদিকে দেবতা বোধে পূজা করিলে আমাদের ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টের বিনাশ হইবে, এই বিশ্বাসে পূজা করিবার বুদ্ধি কিরূপে প্রথমে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহা বলিতে পার কি? এই বুদ্ধি কি, বিনা কারণে,

অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়? মৎকর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া, তুমি যাহা বলিয়াছিলে, খ্যাতনামা মোক্ষমুলর, ধীমান হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, ডারুবিন্, হেকেল প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ এই প্রশ্নের উত্তরে তাহা হইতে সারবত্তর কথা বলিয়াছেন বলিয়া আমি বুঝিতে পারি না। আমি তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি, বৈজ্ঞানিকগণ ইহার যে কারণ নিশ্চয় করিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে, যথোক্ত বৈজ্ঞানিকগণ সূক্ষ্ম-চিন্তাশীল নহেন, তাঁহাদের সন্দর্শনও পরীক্ষাও বিশুদ্ধ ব্যাপক নহে। সভ্যতার পূর্ণ বিকাশের দিনেও হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, ডারুবিন্, হেকেল প্রভৃতির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ, ইহাঁদের করমর্দ্দন করিতেন, এমন বহু ধীমান্ বৈজ্ঞানিকও যে, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ঈশ্বর বিশ্বাসবান্ ছিলেন, আছেন, থাকিবেন, তাহাতে সন্দেহ লেশ নাই। যথোক্ত বৈজ্ঞানিকগণ কর্ম্মতত্ত্বের প্রকৃত রূপ দেখেন নাই, প্রতিভাতত্ত্বের যথাযথভাবে অনুসন্ধান করেন নাই, ক্রমবিকাশবাদের (যে বাদের আবিষ্কার হেতু তাঁহারা শ্লাঘা করেন, গর্ব্ব করেন, তাহার) ইহাঁরা বিকলাঙ্গই দেখিয়াছেন, এ বাদের বিশুদ্ধরূপ, পূর্ণ কর্ম্মতত্ত্ববিদের নয়নেই পতিত হইয়া থাকে। বিশ্বজগতের অণু, পরমাণু হইতে মহত্তত্ত্ব পর্য্যন্ত এমন পদার্থ নাই, যাহাতে চৈতন্য ব্যাপ্ত নহে, যাঁহাদের এই জ্ঞান বৈকল্পিক নহে, পরমাত্মা সর্ব্বপদার্থের অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান, সনাতন বেদের এই উপদেশের যাঁহারা যথার্থভাবে তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, এই পরম সত্য যাঁহাদের যথার্থভাবে অনুভূত হইয়াছে, তাঁহারা যে, বৃক্ষ, লতা, নদী, পর্ব্বত, সাগর, উপসাগর, নক্ষত্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, স্বর্গ ইত্যাদি সর্ব্ব পদার্থকেই দেবতাবোধে পূজা করেন, তাহার কারণ বেদেরই প্রেরণা। যে বেদের প্রেরণা বশতঃ বৈদিক আর্য্যসন্তানেরা সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী পরমাত্মার সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্বের অনুভব করিয়াছিলেন, সর্ব্বপদার্থকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন, অসভ্যরাও সেই বেদের প্রেরণা বশতই বৃক্ষাদিকে পূজা করে, এবং তাহা করিলে, তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, এই প্রকার আশা করে। প্রেরণা একের, প্রেরণা একরূপ, কিন্তু উপাধির মালিন্য নিবন্ধন অসভ্যেরা বৃক্ষাদির জড় শরীরটাই পূজা করিয়া থাকে, যথার্থ জ্ঞান বিজ্ঞানালোকে আলোকিত বৈদিক আর্য্যসন্তানদিগের ন্যায় অন্তর্যামীর পূজা করিতে পারে না। দুর্ভাগ্য বশতঃ যাঁহারা দেবতার অধিষ্ঠাতৃত্বে বিশ্বাসবানদিগকে অসভ্যজ্ঞানে বর্ব্বরবোধে উপেক্ষা করেন, ঘৃণা করেন, তাঁহারা প্রকৃত তত্ত্ববিৎ নহেন। বেদের উপদেশানুসারে অগ্ন্যাদি দেবতাগণকে দেবতারূপে স্তুতি করিয়াছিলেন বলিয়া

বেদপ্রাণ ঋষিও আচার্য্যগণ আধুনিক স্থূল দৃষ্টি পুরুষদিগের সমীপে অসভ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস, বিজ্ঞানের যখন সমধিক উন্নতি হইবে, বিজ্ঞানের যখন আত্মদর্শনের চক্ষু উন্মীলিত হইবে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক দিগের যখন বিশ্ব কার্য্যের পরম কারণকে দেখিবার যথার্থ ইচ্ছা প্রবল হইবে, তখন ইহাঁরা বুঝিতে পারিবেন 'বেদই প্রকৃত দর্শন' তখন ইহাঁদের উপলব্ধি হইবে, পৃথিবী বেদপ্রাণ ঋষিদিগের সমীপে অপরিশোধনীয় ঋণে বদ্ধ আছেন, তখন ইহাঁদের অনুভব হইবে, পরম কারণকে দেখিবার বেদই একমাত্র দর্শন, বিশ্ব জগতের পরম কারণকে দেখিবার বেদ নয়ন দ্বারা বেদস্তুত দেবতাদিগের স্বরূপাবলোকনই একমাত্র সাধন। "হে সর্ব্বময়! সর্ব্বব্যাপক পশুপতে! দ্যোতমান স্বর্গে তুমি অধিষ্ঠাতৃরূপে বাস কর, তাই আমরা স্বর্গকে স্তব করিতেছি, স্বর্গাশ্রিত নক্ষত্রগণকে স্তব করিতেছি, তুমি ভূমিতে বিদ্যমান এই নিমিত্ত আমরা ভূমিকে (পৃথিবীকে) স্তব করিতেছি," তুমি পৃথিবীস্থযক্ষে (পূজ্য পুণ্যক্ষেত্রে) বাস কর, তাই পূজ্য পুণ্যক্ষেত্র (তীর্থ) সকলকে আমরা স্তব করিতেছি, তুমি হিমবৎ প্রমুখ মহাগিরিতে অধিষ্ঠিত আছ, তাই আমরা হিমবৎ প্রমুখ পর্ব্বত সকলকে স্তব করিতেছি, তুমি প্রসিদ্ধ সপ্তসংখ্যক ভূম্যাশ্রিত সমুদ্রে বাস কর, তুমি গঙ্গাদি নদী ও সরোবর সকলে বর্ত্তমান, এই নিমিত্ত আমরা সমুদ্রকে, গঙ্গাদি নদীকে—সরোবরকে স্তব করিতেছি। হে সর্ব্বময়, সর্ব্বব্যাপক সর্ব্ব! হে পশুপতে (দেব দেব) তুমি আমাদিগকে পাপমুক্ত কর, বিশুদ্ধ কর, তোমাকে যদি সর্ব্বময়—সর্ব্বব্যাপক বলিয়া না জানিতাম, তাহা হইলে, আমরা কখন স্বর্গাদির স্তব করিতাম না (দিবং ব্রূমো নক্ষত্রাণি ভূমিং যক্ষাণি পর্ব্বতান্। সমুদ্রা নদ্যো বেশন্তাস্তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥"—অথর্ব্ববেদ সংহিতা ১১।৮।১০)।

মোক্ষমূলর, হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার, এলেন প্রভৃতি তত্ত্বচিন্তক
সুধীবর্গের কিরূপে দেবতা ও দেবযোনি ভূতাদির
অস্তিত্বে প্রাথমিক অসভ্যদিগের বিশ্বাসোৎপত্তি
হইয়াছিল, অসভ্য প্রাথমিক মনুষ্যেরা কি
কারণে পর্ব্বত, সমুদ্র, নদী প্রভৃতি
অচেতন পদার্থকে দেবতাবোধে
পূজা করিত,

এতদ্বিষয়ক স্বকপোলকল্পিত অনুমান এবং তৎসমালোচনা।
মাইথলোজীর (Mythology)) সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

জিজ্ঞাসু—দাদা! আপনি বলিয়াছেন, অসভ্যেরাও বেদের প্রেরণায় বৃক্ষ, লতা, নদী, পর্ব্বত, সাগর, উপসাগর, নক্ষত্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, স্বর্গ, ইত্যাদি সর্ব্বপদার্থকেই দেবতা বোধেই পূজা করিয়াছে, করিয়া থাকে। আমি যখন প্রথমে এই কথা শুনিয়াছিলাম, তখন আমি উহার অভিপ্রায় কি, তাহা মোটেই বুঝিতে পারি নাই, এখন অথর্ব্ববেদের যথোক্ত অমূল্যোপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক আমার হৃদয় আশা ও আনন্দে পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু দাদা! আমি এখনও অসভ্যেরাও বেদের প্রেরণায় বৃক্ষ, নদী, সাগর, পর্ব্বত প্রভৃতিকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিত, করিয়া থাকে, আপনার এই অতিমাত্র গম্ভীরার্থক বাক্যের প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা বুঝিতে পারি নাই। আমি কি এই কথার যথার্থ আশায় কি, তাহা বুঝিতে পারি?

বক্তা—বেদময়, বেদ যাঁহার হৃদয়ে নিত্য সংস্কার রূপে অবস্থান করেন, বিশ্বের অনুগ্রহশক্তি জগদগুরু, সেই করুণাময় শঙ্করের কৃপা হইলে, তুমি উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝিতে পারিবে। বেদ কি, তাহা ত এখনও যথার্থভাবে জানিতে পার নাই, সুতরাং অসভ্যেরাও বেদের প্রেরণায় বৃক্ষাদিকে দেবতা বা অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন পদার্থ বোধে পূজা করিয়া থাকে, তুমি কেমন করে এই অতিমাত্র গম্ভীরার্থক, সাধারণ প্রতিভাবিশিষ্টের অবোধ্য কথার প্রকৃত আশয় কি, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবে রমা?

জিজ্ঞাসু—'বেদ' ভগবান্ শঙ্করের হৃদয়ে সংস্কাররূপে নিত্য বিদ্যমান আছেন; ইহা আমার বুঝিবার কথা নহে।

বক্তা—ইহা বিশুদ্ধ বৈদিক আর্য্যোচিত প্রতিভাশালি পুরুষ ভিন্ন অন্য কাহারই বুঝিবার কথা নহে। মহেশ্বরই বলিয়াছেন, সনাতন বেদ সকল আমাতে সংস্কাররূপে অবস্থিত ছিলেন, কল্পাদিতে আমা হইতেই সমস্তলোক রক্ষার্থ পুনর্ব্বার পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের মত বিমল বেদ সকল প্রবৃত্ত হইয়াছেন (ময়ি সংস্কাররূপেণ স্থিতা বেদাঃ সনাতনাঃ। কল্পাদৌ পূর্ব্ববন্মত্তঃ প্রবৃত্তা বিমলাঃ পুনঃ॥ সমস্তলোক রক্ষার্থং হরেভূত্বা শরীরিণঃ॥"—সূতসংহিতা)। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, পরব্রহ্মস্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ বর্ণন কালে (বাল্মীকি রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ড দ্রষ্টব্য) বলিয়াছেন,

হে রামচন্দ্র! তোমার নিমেষ ও উন্মেষ যথাক্রমে রাত্রি-দিবা, নিখিল বেদ তোমাতে নিত্য সংস্কার রূপে অবস্থান করেন। 'যিনি শিব, তিনি রাম', অতএব বেদ শিবের হৃদয়ে সংস্কাররূপে নিত্য অবস্থান করেন, এবং বেদ শ্রীরামচন্দ্রের হৃদয়ে নিত্য সংস্কাররূপে অবস্থান করেন, এই কথা শুনিয়া, আশা করি, তোমার কোনরূপ সংশয় হইবে না, ইহারা বিরুদ্ধার্থক বাক্য বলিয়া তোমার উপলব্ধি হইবে না।
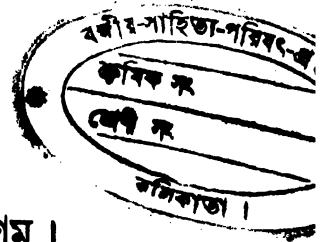
সটীকমধ্যাত্মরামায়ণম্।

[পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সাংখ্য-তর্ক-বেদান্ত তীর্থ লিখিত]

যমধিকৃত্য যেষাং ন প্রবৃত্তিঃ, স ন তেষামর্থঃ, পুরুষৈরর্থ্যমানত্বাদেব পুরুষার্থঃ। দেহাত্মদৃষ্টীনাং ধর্ম্মমোক্ষয়োরর্থনায়া অসম্ভবাৎ অর্থকাময়োরপি কামস্যৈব প্রাধান্যাৎ কামপ্রপূরণায়ৈবার্থস্যাপেক্ষিতত্বেন মাতাপিতৃশুশ্রূষায়াশ্চ কামানঙ্গত্বাৎ প্রত্যুত কামবিঘাতকত্বাৎ মাতাপিতরৌ দ্বিষন্তীতি যুক্তম্। ধর্ম্মমোক্ষাবধিকৃত্য প্রবর্ত্তমানাস্তু তৌ শুশ্রূষন্ত এব ধর্ম্মমোক্ষয়োঃ সাক্ষান্ নিষ্পাদকত্বাৎ, অতএব দেহাত্মদৃষ্টীনাং কামস্যৈব পরমপুরুষার্থত্বাত্তস্য চ বনিতায়ত্তত্বাৎ স্ত্রিয়মেব দেবমিবোপাসীমনাঃ স্ত্রীদেবা ভবন্তি। তত্র স্ত্রীদেবত্বে হেতুঃ কামকৈঙ্কর্য্যাৎ, কামকিঙ্করাঃ কামাধীনাঃ ইত্যর্থঃ ॥১১॥

দেবর্ষি নারদ ভাবি-কলিযুগে উৎপন্ন মানবগণের দুরাচাররাশি চিন্তা করিয়া দুরাচারিগণের দুর্গতিতে যেরূপ ব্যথিত সেইরূপ দুরাচারের ঘোররূপতা দর্শন করিয়া কম্পিত হইতেছেন। মনে ভাবিতেছেন—দুরাচার-রসিক ক্ষীণপুণ্য মানবগণের পারলৌকিক কল্যাণ সম্ভবতঃ আমা হইতে হইল না। ধর্ম্মবিবর্জ্জিত ব্যক্তি প্রকৃতই অশরণ, আর যাহারা ক্ষীণপুণ্য হইয়াও পাপানুষ্ঠান-রসিক, তাহারা প্রকৃতই শোচ্য, প্রকৃতই কৃপার পাত্র। অশরণ হইয়া তাহারা দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হইবে, তাহাই বা কিরূপে সহ্য করিব? আবার ভাবিতেছেন—তাহারা সুতীব্র পাতকরাশির অনুষ্ঠান করিবে, তাহাই বা কিরূপে ক্ষালন করিব? তাহাদের

দারুণ দুষ্কৃতরাশি তাঁহার প্রজ্ঞানেত্রে যেন প্রকাশমান হইতেছে। পাতকরাশির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ব্যাকুলভাবে ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট নিবেদন করিতেছেন —হে সুরসত্তম! ঘোর কলিযুগ উপস্থিত হইলে যে সকল ক্ষীণপুণ্য পুণ্যানুষ্ঠান বিমুখ জনগণ উৎপন্ন হইবে, তাহাদের পুণ্যানুষ্ঠানে যেরূপ অনিচ্ছা, পাপানুষ্ঠানে সেইরূপ বলবতী ইচ্ছা থাকিবে। তাহারা শরীর, বাক্য ও মন দ্বারা পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত হইবে। তাহাদের নিজস্ব বলিতে যাহা কিছু, তাহা সমস্তই পাপোপার্জ্জনে উদ্‌যুক্ত থাকিবে। এই ধর্ম্মামৃত—মন্দাকিনী-ধারার আদি অভিব্যক্তি স্থান যে গোমুখীরূপিণী শ্রদ্ধা, আহা! তাহারা সেই শ্রদ্ধা পরাঙ্মুখ হইবে। অনেকে ভাবেন, শ্রদ্ধার অর্থ অন্ধবিশ্বাস, কিন্তু তাহা নহে। 'শ্রৎ' এই অব্যয় পদের অর্থ সত্য, আর 'ধা' অর্থ ধারণ করা। অল্পপুণ্য-প্রভাবে এই সত্যধারণে উন্মুখতা আসিতে পারে না। ধর্ম্ম এই সত্যে প্রতিষ্ঠিত; সত্যের আদর না জানিলে ধর্ম্মের আদর করা যায় না। মনে হয়, আমরা ত সত্যের আদর করি, কিন্তু তাহা নহে। সত্যের আদর করিলে ধর্ম্মের অনাদর করিতে পারিতাম না। যাহারা অশ্রদ্ধালু, তাহারাই সত্যবার্ত্তা পরাঙ্মুখ, এই সত্য ধারণের অভাবে মিথ্যাভাষণে এত রুচি। দুরাচারের প্রাথমিক অভিব্যক্তি শ্রদ্ধাহীনতায়; এই জন্য দুরাচার-রতি দেখাইতে যাইয়া প্রথমতঃই সত্যবার্ত্তা পরাঙ্মুখতার উল্লেখ করিয়াছেন। কলিযুগজাত জনগণের দুরাচার পূর্ণগোষ্ঠীতে প্রকাশমান হইবে। বাক্য, মন ও দেহ, নিজস্ব বলিতে যাহা কিছু, সমস্তই দুরাচার কলঙ্কিত হইবে। মিথ্যাভাষণ ও পরাপবাদে বাক্য কলঙ্কিত হইবে। পরদ্রব্যাভিলাষ ও পরস্ত্রীর প্রতি আসক্তিতে মন কলঙ্কিত হইবে। পরহিংসাদিতে দেহ কলঙ্কিত হইবে। কোন নদীপ্রবাহ যেরূপ স্বীয় উৎপত্তিস্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া দ্রুতগতিতে নানাজনপদ প্লাবন করিতে করিতে মহাসমুদ্রে আসিয়া বিশ্রান্ত হয়, সেইরূপ অধর্ম্মরূপী বৈতরণীপ্রবাহ পর দ্রব্যাভিলাষ প্রভৃতি ক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া ক্রমে দেহাত্মদৃষ্টিরূপী মহাসমুদ্রে আসিয়া বিশ্রান্ত হয়। পাপবিবৃদ্ধির পরা কাষ্ঠা দেহাত্মদৃষ্টি। সেই মানবগণ এই দেহাত্মদৃষ্টি নিমগ্ন হইয়া তীব্রমোহ-প্রভাবে আত্মার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইবে। আর তাহাতে আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনে বিরত হইবে। অর্থ ও কাম তাহাদের নিকট পরম পুরুষার্থরূপে প্রতিভাত হইবে। এই পুরুষার্থদ্বয়ের মধ্যেও কাম প্রধান এবং অর্থ তাহার অঙ্গরূপে গণিত হইবে। পিতৃশুশ্রূষা ও মাতৃশুশ্রূষা পিতৃদ্বেষ ও মাতৃদ্বেষ রূপে পরিণত হইবে। পূজ্যতম দেবস্থানে স্ত্রী উপবিষ্ট হইয়া কামকিঙ্করতার পূর্ণতা সম্পাদন করিবে ॥৭॥১০॥১১॥

বিপ্রা লোভগ্রহগ্রস্তা বেদবিক্রয়জীবিনঃ।
ধনার্জ্জনার্থমভ্যস্তবিদ্যামদবিমোহিতাঃ ॥১২॥
ত্যক্তস্বজাতি কর্ম্মাণঃ প্রায়শঃ পরবঞ্চকাঃ।

ভাবিকলিযুগজনতানাং সামান্যতো দুরাচারমুক্ত্বা বিশেষতো বক্তুং জনতাসু ব্রাহ্মণানাং প্রাধান্যাৎ আদৌ তেষামেব দুরাচারমাহ—বিপ্রা ইতি সার্দ্ধশ্লোকেন। ব্রাহ্মণমাতাপিতৃজাতা ব্রাহ্মণোচিতসংস্কারসংস্কৃতা গৃহীতবিদ্যাশ্চ বিপ্রা উচ্যন্তে "বিদ্যয়া জাতি বিপ্রত্বমি"তি স্মরণাৎ যদ্বা 'বি' বিশেষেণ প্রান্তি পূরয়ন্তীতি বিপ্রাঃ গৃহীতবিদ্যাঃ কর্ম্মানুষ্ঠানপরাশ্চ ব্রাহ্মণা অপি লোভ এব গ্রহঃ, গৃহ্নাতীতি গৃহঃ সৈংহিকেয়াদিঃ পুতনাদির্ব্বা, তেন গ্রস্তাঃ কবলীকৃতা, লোভরাক্ষস্যা নিগীর্ণা ইত্যর্থঃ এতেন লোভপারতন্ত্র্যাৎ সর্ব্ববিধাকার্য্যকারিত্বং সূচিতম্। লোভবিলাসমাহ-বেদবিক্রয়জীবিনঃ, বেদানাং বিক্রয়েণ জীবিতুং শীলং যেষাং তে, শিষ্যেভ্যঃ সম্প্রদানেনানৃণ্যং সম্পাদয়িতুং গৃহীত্বা বিক্রয়েনোপজীবন্ত্যহো লোভমহিমা! ধনার্জ্জনার্থং মানুষাণি বিত্তান্যর্জ্জয়িতুং ন তু বোধসম্পাদনেনাত্মানং কৃতার্থয়িতু-মভ্যস্তা যা বিদ্যাস্তন্নিমিত্তো যো মদঃ মৎসমো নাস্তীত্যভিমান স্তেন বিমোহিতা মোহ নিদ্রামুপগতা অতএব ত্যক্তস্বজাতিকর্ম্মাণঃ ত্যক্তং স্বজাতিকর্ম্ম ব্রাহ্মণজাত্যুচিতং কর্ম্ম অধ্যয়নাদি যৈস্তে। ব্রাহ্মণজাত্যুচিতং কর্ম্মদর্শয়তি শাস্ত্রং "অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা। দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্‌কর্ম্মাণ্যগ্রজন্মনঃ॥ ষন্নাস্তু কর্ম্মণামস্য ত্রীণিকর্ম্মাণি জীবিকা। যাজনাধ্যাপনে চৈব বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহাঃ (মনু, ১০—৭৫।৭৬)। মোহনিদ্রামুপগতানাং কর্ম্মত্যাগঃ সমুচিত এব। নিদ্রামুক্ত্বা উৎস্বপ্নমাহ—পরবঞ্চকা ইতি। যদ্যপ্যাপাততঃ পরবঞ্চকা ইত্যুক্তং তথাপ্যাত্মবঞ্চকা ইত্যেব তত্ত্বম্। পরপ্রবঞ্চনায় যৎকৃতং তদাত্মবঞ্চনায়ৈব সম্বৃত্তম্। প্রায়শ ইত্যুক্ত্যা সর্ব্বথা ব্রাহ্মণোচ্ছেদঃ কলৌ ন ভবিষ্যতীতি সূচিতম্॥

দেবর্ষি নারদ কলিযুগোৎপন্ন জনতার সামান্যরূপে দুরাচার প্রদর্শন করিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বিভাগানুসারে চতুবর্ণের বিশেষ বিশেষ দুরাচার দেখাইতেছেন। ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যথাসম্ভব ব্রাহ্মাণোচিত সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া এবং বিদ্যাগ্রহণ করিয়াও কলিযুগে ব্রাহ্মণগণ অতিমাত্র লোভাবিষ্ট হইবে। লোভ-রাক্ষসী ইহাদিগকে গ্রাস করিবে। ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ, ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার দ্বারা দেহ ও চিত্তের বিশোধন ও বিদ্যাগ্রহণ প্রভৃতির মাহাত্ম্য, লোভাবিষ্ট ব্রাহ্মণ-গণের হৃদয়ে ক্ষণকালের জন্য ও উদিত হইবে না। লোভগ্রস্ত ব্রাহ্মণের দুরাচার-পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন—ব্রাহ্মণ বেদবিক্রয়জীবী হইবে। যে বেদরাশি

ঋণস্বরূপ গুরুর নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছিল, যথোপযুক্ত শিষ্যে নির্ব্যাজ-প্রদান করিয়া যে ঋণের নিষ্কৃতি ব্যবস্থিত ছিল ; যাহা মাত্র আত্মবিশোধনের জন্য গুরুমুখ হইতে গৃহীত হইত ; সেই বেদবিদ্যার বিক্রয়দ্বারা ব্রাহ্মণ জীবিকানির্ব্বাহে উদ্‌যুক্ত থাকিবে। ব্রাহ্মণগণের যে বিদ্যার নিষ্কারণ গ্রহণ শাস্ত্রে ব্যবস্থিত ছিল, সেই বিদ্যা, লৌকিক ধনার্জ্জন-লোভে গৃহীত হইবে। আর যাহার গ্রহণে মদদম্ভ প্রভৃতি বিগলিত হইয়া চিত্ত বিশোধিত হইত; এই ধনার্জ্জনার্থ গৃহীত বিদ্যা মদদম্ভাদিরই জনক হইবে। অসদভিপ্রায়ে বিদ্যা গৃহীত হইয়া যে মদদম্ভাদির উৎপত্তি হইবে, সেই বিদ্যাপ্রসূত মদদম্ভাদিবশে ব্রাহ্মণ বিচেতন প্রায় হইবে ॥১২॥

বিদ্যাদম্ভে বিমুগ্ধ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণোচিত অধ্যয়নাদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। আর যাহারা ধর্ম্মধ্বজী হইয়া পরপ্রতারণা করিবে; 'আমি ধার্ম্মিক, লোকে আমার ধার্ম্মিক বলিয়া প্রখ্যাতি হউক' এই বলিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। পরবঞ্চনাভিপ্রায়ে ধর্ম্মানুষ্ঠান আপাতদৃষ্টিতে পরবঞ্চনা হইলেও তাহা আত্মবঞ্চনাই বটে। মানব অন্যকে প্রতারিত করিবার অভিপ্রায়ে যাহা করে, তাহাতে অন্যে প্রতারিত হউক বা না হউক, নিজে যে প্রতারিত হয়, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রতারক ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা অন্যের অল্প অপকার করে কিন্তু ঐ প্রতারণা দ্বারা নিজের আত্মঘাত করিয়া থাকে। কলিযুগে এইরূপ আত্মঘাতী ও ধর্ম্মধ্বজী প্রায়শঃ পরিদৃষ্ট হইবে। ব্রাহ্মণ সাধারণতঃ দুরাচারসম্পন্ন ও ধর্ম্মানুষ্ঠান বিমুখ হইবে। যাহারাও বা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, তাহারা প্রায়শঃ পরপ্রতারণার নিমিত্তই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে ॥

ক্ষত্রিয়াশ্চ তথা বৈশ্যাঃ স্বধর্ম্মত্যাগশীলিনঃ।
তদ্বচ্ছুদ্রাশ্চ যে কেচিদ্ ব্রাহ্মণাচারতৎপরাঃ ॥১৩॥

ব্রাহ্মণানাং দুরাচারমুক্ত্বা ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাণাং দুরাচারমাহ আগামিনি কলৌ যুগে ক্ষত্রবংশ্যাঃ ক্ষত্রিয়াঃ, যথা ব্রাহ্মণাস্ত্যক্তধর্ম্মাণস্তথা ক্ষত্রিয়া অপি স্বধর্ম্মত্যাগ-শীলিনো ভবিষ্যন্তি তথা বৈশ্যা অপি ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ স্বধর্ম্মমাহ শাস্ত্রং—"ত্রয়ো ধর্ম্মা নিবর্ত্তন্তে ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ং প্রতি। অধ্যাপনং যাজনঞ্চ তৃতীয়শ্চ প্রতিগ্রহঃ॥ বৈশ্যং প্রতি তথৈবৈতে নিবর্ত্তেরন্নিতি স্থিতিঃ। ন তৌ প্রতি হি তান্ ধর্ম্মান্ মনুরাহ প্রজাপতিঃ॥ (মনু ১০-৭৭।৭৮) অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥ প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। বিষয়েষ্বপ্রসক্তিঞ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥ প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।

বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥ (মনু ১·৮৮।৮৯।৯০) ॥১২॥ যথা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াঃ বৈশ্যাশ্চ পরিত্যক্তস্বধর্ম্মানঃ দুরাচাররতা ভবিষ্যন্তি তদ্বৎশূদ্রা অপি স্বধর্ম্মং পরিত্যজ্য দুরাচাররতা ভবিষ্যন্তি। ব্রাহ্মণোচিতাচার এব তেষাং দুরাচারঃ, শূদ্রাণাং ব্রাহ্মোণাচারো নোৎকর্ষায়, কিন্তু তেষামধঃপাতায়ৈব। ইদমত্রাবধেয়ম্-ধর্ম্মো হি সাধারণাত্মা অসাধারণাত্মা চ, যস্তু সাধারণোধর্ম্মঃ স সর্ব্বেষামেব বর্ণানাম্; সাধারণ ধর্ম্মানুষ্ঠানে চতুর্ণামেব বর্ণানামধিকারঃ, যথা—"অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। এতং সামাসিকং ধর্ম্মং সর্ব্ববর্ণেঽব্রবীন্মনুঃ"॥ ইত্যনুশাসনাৎ পঞ্চলক্ষণ সামাসিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণানামিব শূদ্রাণামাপ্যধিকারঃ অননুষ্ঠানে প্রত্যবায়শ্চ। যস্তু বিশেষাত্মাধর্ম্মঃ যথা ব্রাহ্মণস্য যাজনাধ্যাপনাদিকম্ এবং ক্ষত্রিয়স্য বৈশ্যস্য শূদ্রস্য চ তত্রৈবেয়ং ব্যবস্থা—ব্রাহ্মণাচারঃ ক্ষত্রিয়াদীনাং দুরাচারঃ এবং ক্ষত্রিয়াচারো বৈশ্যাদীনাম্। ইদমেব বিশেষ ধর্ম্মমাধিকৃত্য "শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণ" ইত্যাদি ভগবতা উক্তম্।

ব্রাহ্মণগণ যেরূপ ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম অধ্যয়নাদি পরিত্যাগ করিবে, সেইরূপ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য স্বস্বজাত্যুচিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দুরাচাররত হইবে। অহিংসা, সত্য, অস্তেয় শৌচ ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এই পাঁচটী সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সাধারণ ধর্ম্ম ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়েরই অনুষ্ঠেয়। যাঁহারা এই সামাসিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিমুখ, তাঁহারা বিশেষ ধর্ম্মের অধিকারী হইতে পারেন না। এই সামাসিক ধর্ম্মে যাঁহাদের আদর থাকিবে তাঁহাদের স্বকীয় অসাধারণ ধর্ম্ম পরিত্যাগে ও পরকীয় অসাধারণ ধর্ম্ম গ্রহণে রুচি হইতে পারে না। অহিংসা প্রভৃতি যে পাঁচটী সাধারণ ধর্ম্মরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাই সর্ব্ববিধ ধর্ম্মের মূলভিত্তি। উক্ত পঞ্চলক্ষণ ধর্ম্মে বিমুখ হইলে কোন অসাধারণ ধর্ম্মই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না। স্বকীয় অসাধারণ ধর্ম্মত্যাগ ও পরকীয় অসাধারণ ধর্ম্ম গ্রহণে রুচি হইলে বুঝিতে হইবে যে, সর্ব্ববিধ ধর্ম্মের মূল ভিত্তি যে পঞ্চবিধ সামাসিক ধর্ম্ম, তাহা পূর্ব্বেই পরিত্যক্ত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণাচার যেরূপ দুরাচার, তদ্রূপ বৈশ্যেরও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াচার দুরাচার এবং শূদ্রের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাচার দুরাচার বুঝিতে হইবে। দুরাচার দ্বারা শ্রেয়োলাভ ত দূরে, প্রত্যুত অধঃপাতেরই কারণ হইবে।

স্ত্রিয়শ্চ প্রায়শো ভ্রষ্টা ভর্ত্ত্রবজ্ঞানির্ভয়াঃ ॥১৪॥

শ্বশুরদ্রোহকারিণ্যো ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।

ধর্ম্মসঙ্করমুক্ত্বা বর্ণসঙ্করমাহ স্ত্রিয়শ্চেত্যাদি। স্ত্রিয়শ্চ প্রায়শঃ নতু সর্ব্বাঃ ভ্রষ্টাঃ ব্যভিচারিণ্যঃ, সর্ব্বাসাং ভ্রংশে মূলোচ্ছেদ প্রসঙ্গঃ। যতো ভ্রষ্টা অতো ভর্ত্তুরব জ্ঞানে শঙ্কারহিতাঃ ভর্ত্তারমবজ্ঞাস্যন্ত্যেব ভ্রষ্টানাং ভর্ত্রবজ্ঞানং কিয়ৎ কৌশল মিত্যর্থঃ, এতেন বর্ণসংকরো দর্শিতঃ॥ ১৩॥ ভর্ত্তৃসম্মানন পূর্ব্বকত্বাৎ শ্বশুর সম্মানস্য ভর্ত্রবজ্ঞানে শ্বশুরাবজ্ঞানমর্থাৎ প্রাপ্তমেব অতঃ শ্বশুরদ্রোহকারিণ্যঃ। ভর্ত্তারমতিলঙ্ঘ্য প্রবর্ত্তমানানাং শ্বশুরহিতচিন্তনং "মূলেচ্ছিন্নে কুতঃ শাখেতি" ন্যায়েনৈকান্ততোঽসম্ভবি। শ্বশুরদ্রোহস্য ভর্ত্রবজ্ঞানানুনিষ্পাদিত্ব প্রদর্শনায় ন সংশয় ইত্যুক্তম্। ভর্ত্তারমবজ্ঞায়াপি শ্বশুরৌ মানয়িষ্যন্তীতি কদাপিনৈব সম্ভাব্যতে। শ্বশুরপদমুপলক্ষণং ভর্ত্তৃবন্ধি মাত্রস্য দ্রোহকারিণ্যঃ কুলপাতনাদিত্যর্থঃ।

দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মসঙ্কর প্রদর্শন করিয়া বর্ণসঙ্কর দেখাইতেছেন। ভাবি কলিযুগে স্ত্রীসমূহ প্রায়শঃ ভ্রষ্টা হইবে, এজন্য তাহারা নির্ভয়ে স্বামীর অবজ্ঞা করিবে। আর যাহারা স্বীয় ভ্রষ্টতানিবন্ধন স্বামীর অবজ্ঞায় নির্ভয়, তাহারা যে শ্বশুরাদির দ্রোহ করিবে, তাহাতে তাহাদের অধিক পাণ্ডিত্য অপেক্ষিত নহে। পাতিব্রত্য নারীগণের সর্ব্বস্ব, এই নারীধর্ম্মের সর্ব্বস্ব পাতিব্রত্যে প্রথম কাণ্ড স্বামিশ্রদ্ধা। শ্বশুরশুশ্রূষা প্রভৃতি শাখা প্রশাখা। যাহারা এই ধর্ম্ম সর্ব্বস্ব পাতিব্রত্য দলিত করিবে, তাহারা যে স্বামীশ্রদ্ধা প্রভৃতিকে দলিত করিবে, ইহাতে আর বক্তব্য কি? এস্থলে প্রায়শঃ পদের অভিপ্রায় এই যে, সনাতন ধর্ম্মের মূল সর্ব্বথা ছিন্ন কখনই হইতে পারে না। ক্ষীণপুণ্য পাপকর্ম্মাজনগণের বাহুল্য কলিযুগে পরিদৃষ্ট হইবে, যেহেতু ইহাই তাহাদের ভোগকাল। যেরূপ ঋতুবিশেষে বিশেষ বিশেষ তৃণগুল্মকীটপতঙ্গাদির বাহুল্য পরিদৃষ্ট হয়, ইহাও তদ্রূপ; কিন্তু কেবলমাত্র ক্ষীণপুণ্য পাপকর্ম্মা জনগণের কর্ম্মদ্বারা ভূর্লোকের কোনপ্রকার কর্ম্মই সম্পাদন হইতে পারে না। যেরূপ সাধুবৃত্ত গৃহস্থের অত্যন্ত উচ্ছেদ হইলে চোরগণের চৌর্য্যও উচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ পতিব্রতাগণের সর্ব্বথা উচ্ছেদে ভ্রষ্টাগণের ভোগও উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। যাহাদের চরণস্পর্শে ভূত—ধাত্রী বিশ্বম্ভরা দেবী স্বমর্য্যাদা স্থিতহইয়া সর্ব্ববিধ ভোগের সহায়তা করিতেছেন, তাঁহাদের সর্ব্বথা উচ্ছেদে এই ভূতধাত্রীর উচ্ছেদও অবশ্যম্ভাবী বলিয়া এই ধরিত্রীবক্ষে কেবল পাপিগণের ভোগও অসম্ভাবিত হইবে। এজন্য পৃথিবীতলে ক্ষীণপুণ্য পাপকর্ম্মা জনগণের ভোগ যতদিন থাকিবে, ততদিন ধরিত্রীদেবীর আকাঙ্ক্ষিত সুকৃতকারীজনের সত্তা থাকিবে। এজন্য কলি দুরাচার বর্ণন-প্রসঙ্গে একাধিকবার প্রায়শঃ শব্দ উক্ত হইয়াছে॥

এতেষাং নষ্টবুদ্ধীনাং পরলোকঃ কথং ভবেৎ॥ ১৫
ইতি চিন্তাকুলং চিত্তং জায়তে মম সন্ততম্।
লঘূপায়েন যেনৈষাং পরলোকগতির্ভবেৎ॥ ১৬॥
তমুপায়মুপাখ্যাহি সর্ব্বং বেত্তি যতো ভবান্।

ইতঃ প্রাক্ দেবর্ষিণা যদুক্ত মিদানীমেকমেবাস্তীত্যাদিনা তদেব সাক্ষান্ নির্দ্দিশ্যতে-এতেষামিত্যাদি। এতেষাং পূর্ব্বোক্তদুরাচরণৈরুপচিত পাপানামত এব নষ্টা অদর্শনং গতা বুদ্ধির্যেষাং তেষাম্। উপচিতাঃ পাপ্মানস্তমোগুণবিবৃদ্ধ্যা চিত্তসত্ত্বং মলিনয়ন্তি অতএব কৃষ্ণংকর্ম্মেতি পাপ্মনোঽন্বর্থং নাম। পাপানুষ্ঠানতস্তমঃ সমুদ্রিক্তং চিত্তসত্ত্বমাবৃণোতি। তদাবরণাচ্চ ন সমুন্মিষন্তি সাত্ত্বিক্যো বৃত্তয়ঃ। সাত্ত্বিকীনাং বৃত্তীনামসমুন্মেষাদ্ বুদ্ধিনষ্টা অদর্শনং গতা ভবতি। সাত্ত্বিকবৃত্তীনাম-সমুন্মেষ এবাত্র বুদ্ধিনাশ পদেনোচ্যতে। সমুদ্রিক্ততমস্কৈন শক্যতে পিতৃলোকোবা দেবলোকো বা প্রাপ্তুং তেষাস্তু স্থাবরান্তা অধোগতিনিয়তা। অত্র পরলোক-শব্দেন পিতৃলোকাদি প্রাপ্তিরভিমতা। পিতৃলোকাদিপ্রাপ্তিঃ কথং ভবেদিতি দেবর্ষেঃ প্রশ্নঃ। তীব্রদুষ্কৃতানুষ্ঠাতৄণাং পারলৌকিকং কল্যাণং ন ভবিতুমর্হতি অথচ ভবিতব্যং তু তেনেতি প্রশ্নস্যাভিপ্রায়ঃ॥১৫॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণৈতেষাং পারলৌকিকং কল্যাণং দুর্ঘটমথচ তেন ভবিতব্য মিতি স্থানে খলু চিন্তা পরমকারুণিকস্য দেবর্ষেঃ। চিন্তয়া আকুলম্ অনবস্থিতিকং ভ্রমদিত্যর্থঃ। তাদৃক্ চিত্তং মম সন্ততং জায়তে ইত্যন্বয়ঃ। তেষাং নষ্টবুদ্ধীনাং দুঃখনিস্তারোপায়মনাসাদ্য মমাপি চিত্তস্বাস্থ্যং দুর্লভমেবেতি ভাবঃ। নরাণাং শুভাশুভং সর্ব্বং ত্বয়া মত্তঃ পূর্ব্বং শ্রুতমেব, অতঃ শ্রোতব্যং নাবশিষ্যতে ইত্যাশঙ্কাহ—লঘূপায়েনেতি। যদ্যপি ত্বত্তো নরাণাং শুভাশুভং সর্ব্বং শ্রুতমেব তথাপি তেষাং নষ্টবুদ্ধীনামশুভৈকরতীনাং শুভাচরণবিমুখানাং কথং শুভাচরণাশুভ পরিবর্জ্জনে স্যাতাম্? পাপ্মোপচয়বশেন মলিনসত্ত্বানাং শুভানুষ্ঠানরুচিরপ্যন্তর্হিতা অতোঽশুদ্ধসত্ত্বানাং সাক্ষাচ্চিত্তশোধকং কিঞ্চিদ্ ব্রূহি। তদপ্যসূয়ুরমমাণানাং শ্রোত্রমনোভিরামং যথা স্যাৎ তথা বক্তব্যমন্যথেন্দ্রিয়ারামাণাং তাদৃগ্ বস্তুনি রুচিরসত্ত্বিস্থেব। এবং কিঞ্চিদ্ বক্তব্যং যচ্ছ্রোত্রাহ্লাদকং মনসঃ পরিতর্পণং ক্লেশানুষ্ঠানরহিতমথচ সাক্ষাৎ পাপোপশমনং চিত্তবিশোধনমিতঃ প্রাগেতাদৃক্ তত্ত্বং কিমপি ন শ্রুতমতঃ পুনঃ শুশ্রূষা যুজ্যতে এব তদেব সংক্ষিপ্য লঘুবচন বিন্যাসেন দেবর্ষি রাহ লঘূপায়েনেত্যাদি।

এতেষাং নষ্টবুদ্ধীনাং যেন লঘূপায়েনোপায়স্য লাঘবমুপায় শরীরে এব ন তূপায়

সাধ্যফলে। লঘুশরীরোপায়েন তাদৃগ্ শুরুফলং পরলোককল্যাণং পিতৃলোকাবধি বিদেহকৈবল্য পর্য্যন্তং যেন লভ্যেত তমুপায়মুপাখ্যাহীত্যগ্রেতনেন সম্বন্ধঃ। পরলোককল্যাণ কথনাদৈহকল্যাণমপি অর্থাদুক্তমিতি পৃথঙ্ নোক্তম্; নহ্যকৃত পুণ্যানামিহলোকসুখমপি সম্ভবতীতি ভাবঃ॥ ১৬॥

এবমভিলষিতঞ্চেৎ কশ্চনান্যঃ পৃচ্ছ্যতামিত্যাশঙ্ক্যাহ-সর্ব্বং বেত্তীত্যাদি। ভবান্ ব্রহ্মা অনাবরণজ্ঞান ইত্যর্থঃ অথবা বৃংহন্তি নানাত্মনা পরিণমন্তে ভৌতিকান্য-স্মাদিতি অথবা "বৃহদস্য শরীরং যদ প্রমেয়ং প্রমাণতঃ। বৃংহদ্ বিস্তীর্ণমিত্যুক্তং ব্রহ্মাতেনায়মুচ্যতে"॥ ইতি শাম্বপুরাণম্। যতঃ সর্ব্বং বেত্তি অতঃ ভবানেব তমুপায়মুপাখ্যাতুমর্হতি নান্যঃ অসর্ব্বজ্ঞস্য তদসম্ভবাদিতি ভাবঃ॥

দেবর্ষি নারদ এ পর্য্যন্ত যাহাদের দুষ্কৃতিরাশি প্রজ্ঞানেত্রে অবলোকন করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মার নিকটে যে অভিপ্রায় নিবেদন করিয়াছিলেন, অধুনা তাহা ব্যক্ত করিতেছেন। নারদ বলিতেছেন—হে সুরসত্তম! এই দুরাচার মানবগণ স্বীয় পাপ প্রভাবে নষ্টবুদ্ধি; ধর্ম্ম অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের মধ্যে ইহারা কামকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া গ্রহণ করিবে। তাহার ফলে কামাভিলাষী হইয়া নিরন্তর রূপাদিবিষয় সঙ্গ-পরায়ণ হইবে। আর তাহাতে "ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ" এই ভগবদুক্তি ক্রমে ইহাদের বুদ্ধিনাশ উপস্থিত হইবে। আর তাহার ফল "বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি" সুতরাং কল্যাণ তাহাদের দূরবর্ত্তী হইবে অতএব পারলৌকিককল্যাণ সুদূরে অবস্থান করিবে। শাস্ত্রকারগণ পাপমাত্রকে কৃষ্ণকর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই কৃষ্ণকর্ম্মরাশি চিত্তের শুক্লোচ্ছ্বাসকে স্বভাবতঃই আবৃত করিয়া থাকে। অধর্ম্মপ্রভাবে মানবচিত্তে তমোগুণ অত্যধিক উদ্বেলিত হইয়া চিত্তের স্বারসিক সত্ত্বপ্রবাহকে অবগুণ্ঠিত করিয়া থাকে। এজন্য বুদ্ধিনাশ বলিলে বুঝিতে হইবে যে, বুদ্ধির অদর্শন প্রাপ্তি, কিন্তু বুদ্ধির উচ্ছেদ নহে। বুদ্ধি পদের অর্থ চিত্তের সাত্ত্বিক প্রবাহ। চিত্তের এই শুক্ল সাত্ত্বিক প্রবাহ পাপনামধেয় কৃষ্ণকর্ম্মের প্রভাবে আবৃত হইয়া যায়। যে দুষ্কৃতকারী ব্যক্তি স্বীয় দুষ্কৃতি প্রভাবে আবৃত সত্ত্ব হইয়া অধোগতির দিকে ধাবিত হইতেছে, তাহারও কিন্তু কল্যাণ প্রবাহে ধাবিত হইয়া কল্যাণ কাষ্ঠা প্রাপ্তির যোগ্যতা পূর্ণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। কেবলমাত্র কৃষ্ণকর্ম্মাবরণে আবৃত রহিয়াছে বলিয়া শুক্ল প্রবাহের প্রকাশ হইতেছে না। পাপ প্রভাবে নষ্টবুদ্ধি জনগণের যিনি পাপাবরণ অপসারণ করিতে সমর্থ তিনিই প্রকৃত বান্ধব। বিশ্ববান্ধব পরম কারুণিক ঋষি বিশ্ববন্ধুতার উপযোগী উপায় নির্দ্ধারণ মানসে ভগবান্ ব্রহ্মার

নিকট প্রণত হইয়া বলিতেছেন—হে ভগবন্! এই নষ্টবুদ্ধি জনগণের পারলৌকিক কল্যাণ কোন উপায়ে হইতে পারে? কোন উপায়ে বা তাহাদের সুদৃঢ় পাপাবরণ নির্দ্দগ্ধ হইতে পারে? ইতঃপূর্ব্বে আপনি মানবগণের যে সমস্ত শুভাশুভ রাশি কীর্ত্তন করিয়াছেন; তাহা এই নষ্টবুদ্ধিমানবগণের শুভাবহ হইলেও এই উৎপথগামী বিপরীতবুদ্ধি মানবগণ প্রথমতঃ তাহার অনুষ্ঠান দ্বারা কৃতার্থ হইতে পারিবে না। শুভকর্ম্মানুষ্ঠানে যে সৌভাগ্য অপেক্ষিত, তাহা এই ভোগ লম্পট জনগণের কোথায়? একদিকে যেরূপ ইহাদের কল্যাণ সম্পাদনে অতিমাত্র আকাঙ্ক্ষা হইতেছে, অপরদিকে সেইরূপ ইহাদের শুভকর্ম্মানুষ্ঠানে অযোগ্যতা-দর্শন করিয়া চিত্ত চিন্তাব্যাকুলিতও হইতেছে। ইহাদের দুঃখ প্রতিকার অপ্রতি-সমাধেয় প্রায় প্রতিভাসমান হইয়া চিত্ত উন্মথিত করিতেছে। হে ভগবন্! এজন্য আবার আপনার শরণপ্রার্থী হইয়াছি। হে ব্রহ্মন্! আপনার মুখারবিন্দ হইতে ইতঃপূর্ব্বে যে ধর্ম্মামৃতমন্দাকিনী ধারা ক্ষরিত হইয়াছিল, তাহাতে অবগাহন করিয়া কৃতার্থ হইবার যোগ্যতা সম্প্রতি ইহাদের নাই। এমন কোন কল্যাণকর লঘুশরীর উপায় কীর্ত্তন করুন, যাহাতে এই নষ্টবুদ্ধিজনগণ কৃতার্থ হইতে পারে। শ্রদ্ধারহিত জনগণ বিততানুষ্ঠান কর্ম্মরাশির অনুষ্ঠানে, ক্ষীণ সংযম মানব দৃঢ়সংযমায়ত্ত কর্ম্মের অনুশীলনে; অল্পবুদ্ধি মনুষ্য বিশালবুদ্ধিগম্য কর্ম্মের তত্ত্বাবধারণে কোন মতেই সমর্থ হইতে পারে না। অতএব হে কৃপানিধান! শ্রদ্ধারহিত ক্ষীণসংযম অল্পবুদ্ধি জনগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাদের অনায়াস সম্পাদ্য অথচ সুবৃহৎফল এমন কোন লঘু উপায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন, যাহাতে তাহারা কৃতার্থ হইতে পারিবে। এতাদৃশ বিষয়ের বক্তা একমাত্র আপনিই হইতে পারেন, যেহেতু আপনি সর্ব্বজ্ঞ; আর সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া আপনি অসীম করুণার নিধান।

ইত্যৃষের্বাক্যমাকর্ণ্য প্রত্যুবাচাম্বুজাসনঃ ॥ ১৭ ॥
সাধু পৃষ্টং ত্বয়া সাধো বক্ষ্যে তচ্ছৃণু সাদরম্।
পুরা ত্রিপুরহন্তারং পার্ব্বতী ভক্তবৎসলা ॥ ১৮ ॥
শ্রীরামতত্ত্বজিজ্ঞাসুঃ পপ্রচ্ছ বিনয়ান্বিতা।
প্রিয়ায়ৈ গিরিশস্তস্যৈ গূঢ়ং ব্যাখ্যাতবান্ স্বয়ম্ ॥ ১৯ ॥

'ইতি পূর্ব্বোক্তরূপম্, ঋষেঃ' নারদস্য বাক্যম্ 'আকর্ণ্য' শ্রুত্বা 'অম্বুজাসনঃ' ব্রহ্মা প্রত্যুবাচ নারদং প্রতি বক্ষ্যমাণমিতি শেষঃ ॥ ১৭ ॥

হে সাধো! সাধয়তি পরকার্য্যনীতি সাধুঃ, 'ত্বয়া' সাধুনা নারদেনেত্যর্থঃ। যতঃ 'সাধু' সর্ব্বজনহিতং 'পৃষ্টং' জিজ্ঞাসিতম্, অতঃ সাদরং 'তৎ' উত্তরং বক্ষ্যে যদহং সাদরং বক্ষ্যে তদুত্তরং শৃণু ইত্যর্থঃ।

ভগবান্ ব্রহ্মা যন্নারদেন শ্রোতব্যং তদাহ পুরেতি। 'পুরা' পূর্ব্বসময়ে ত্রিপুরহন্তারং পার্ব্বতী পপ্রচ্ছ ইতি যোজনা। পার্ব্বতী ভক্তবৎসলা বৎসলা স্নিগ্ধা স্নেহবতীত্যর্থঃ। ভক্তজনোপরিনিরতিশয়করুণাপরায়ণা, অতএব 'শ্রীরামতত্ত্ব-জিজ্ঞাসুঃ' শ্রীরামস্য তত্ত্বং জ্ঞাতুমভিলাষবতী, শ্রিয়ং রময়তীতি শ্রীরামঃ পুরুষোত্তমো দাশরথিরিত্যর্থঃ। তস্য তত্ত্বম্ অনারোপিতং রূপং পারমার্থিকস্বরূপমিতি যাবৎ। তজ্জ্ঞাতুমিচ্ছুঃ স্বস্য পরিতৃপ্তত্বেনেচ্ছায়া অসম্ভবেঽপি তত্ত্বোপদেশেন স্বভক্তানমু-গ্রহীতুং ভক্তজনোপরি করুণয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসুস্তথাপি ভগবত্যাঃ পরিপূর্ণজ্ঞানত্বেন জিজ্ঞাসানুপপন্নেত্যত আহ ত্রিপুরহন্তারং পপ্রচ্ছ। 'ত্রিপুরহন্তারং' ভগবন্তং মহাদেবং সর্ব্ববিদ্যাসম্প্রদায় প্রবর্ত্তকং পপ্রচ্ছ, এতেন বিদ্যায়াঃ সম্প্রদায় পরিশুদ্ধিঃ প্রদর্শিতা, অতএব বিনয়ান্বিতা। অত্র বিনয়পদমুপলক্ষণং তেন শিষ্যজনোচিতাঃ সর্ব্বেগুণাঃ সংগৃহীতাঃ বিনয়াদিগুণান্বিতেন হি বিদ্যাধিগমাতে ইতি শিক্ষয়িতুং সর্ব্বজ্ঞানপ্রসূতিরপি পরিতৃপ্তাপি শিষ্যভাবেন ত্রিপুরহন্তারং পপ্রচ্ছ। গিরিজয়া পৃষ্টো গিরিশঃ গিরৌ কৈলাসে শেতে গিরৌ স্থিত্বা শং তনোতীতি বা গিরিশঃ, 'তস্যৈ' গিরিজায়ৈ গিরিজয়া পৃষ্টং বস্তু গূঢ়মপি ভগবতো লীলাবতারচারিত্র্যেণ ছন্নমপি অতএব অন্যৈরুদ্‌ঘাটয়িতুমশক্যমপি স্বয়ং ব্যাখ্যাতবান। অত্র স্বয়ং পদেন জিজ্ঞাসিততত্ত্বস্য দুরবগাহত্বং প্রতিপাদনে চ স্বস্যাদরাতিশয্যং সূচিতম্। গূঢ়মপি তত্ত্বমাদরাতিশয়েন প্রতিপাদয়ন্ বিনয়াদিগুণান্বিতস্য শিষ্যস্যাপ্রত্যাখ্যেয়ত্বং গ্রাহয়তি ॥ ১৭-১৯ ॥

দেবর্ষি নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা দেবর্ষিকে বলিয়াছিলেন— হে পরহিতৈকব্রত! সর্ব্বজনের হিতকর বড় শুভ প্রশ্ন করিয়াছ, এজন্য বড় আদরের সহিত তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিব, তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর ॥১৭॥

তুমি যাহাদের ভাবি-দুঃখ-দর্শনে ব্যথিত হইয়া লঘু উপায়ে তাহাদের পারলৌকিক কল্যাণ অন্বেষণ করিতেছ। তোমার আকাঙ্ক্ষা উদয়ের বহুপূর্ব্বে জগজ্জননী পার্ব্বতীর হৃদয়ে এই আকাঙ্ক্ষা উদিত হইয়াছিল। নষ্টবুদ্ধি জনগণের ভাবি-দুর্গতি চিন্তা করিয়া জগজ্জননী মহাদেবকে রামতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন। যিনি আনন্দ সিন্ধু-স্বরূপা, যে সিন্ধুর কণামাত্র লাভ করিয়া জীবজগৎ

আনন্দ আস্বাদন করিয়া থাকে, সেই আনন্দ সিন্ধু স্বরূপা জগজ্জননীর জ্ঞানতৃষ্ণা অসম্ভব। আর সমস্ত বিদ্যা যাঁহার স্বরূপ, সেই সর্ব্ববিদ্যা স্বরূপা পার্ব্বতী শিষ্যরূপে বিদ্যার্থিনী, ইহাও অসম্ভব। কেবলমাত্র ভাবিসন্তানগণের দুর্গতিরাশি চিন্তা করিয়া, তাহাদের ভাবি-সুখতৃষ্ণা স্বীয় কণ্ঠে আলেপন করিয়া সুখ সিন্ধুরূপা হইয়াও তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়াছেন। স্বয়ং সর্ব্ববিদ্যাস্বরূপা হইয়াও বিনয় পূর্ব্বক 'গুরূপসদন বিদ্যাপ্রাপ্তির একমাত্র সাধন' ইহাই দম্ভোন্মত্ত জনগণকে বুঝাইবার জন্য মহাবিদ্যা গুরুর নিকটে বিদ্যাপ্রার্থিনী হইয়াছেন। বিদ্যা প্রার্থিনী হইয়া আদি গুরু ত্রিপুরহন্তার নিকটে পৌলস্ত্য হন্তার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছেন। পৌলস্ত্যহন্তা রামচন্দ্র স্বীয় অগণিত লীলার আবরণে আবৃত রহিয়াছেন, এজন্য তাঁহার তত্ত্ব গূঢ় অর্থাৎ দুরবগাহ।

অযোধ্যাকাণ্ডে অন্ত্য-লীলা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়া বিশ্বকে উজ্জ্বল করিয়াছেন, রূপে সুন্দর, ব্যবহারে বড়ই সুখময়, সর্ব্বগুণের সাগর রাম। পুরবাসী পরিজন, গুরু, পিতা, মাতা—রামের স্বভাব সকলকে সুখী করে। শত্রুও রামের প্রশংসা করে, রামের বাক্য, রাম সঙ্গে মিলন, রামের বিনয়, সকলের মন হরণ করে। সহস্র বদন অনন্ত, কোটি কোটি মুখে সরস্বতী, রামের গুণ বলিয়া শেষ করিতে পারেন না।

ভরত রামকে স্মরণ করিয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন আর আপনাকে বড়ই ধিক্কার দিতে লাগিলেন। নিষাদরাজ শ্রীভরতকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন

রাম তুমহি প্রিয় তুম প্রিয় রামহি।
য়হ নির্দ্দোষ দোষ বিধি বামহি॥

সখা রাম তোমার প্রিয়, তুমিও রামের প্রিয়। এখানে দোষ কারও নয়—দোষ ধাতার—তিনিই বাম।

রাম ত সকলকেই ভালবাসেন। সূর্য্য কিরণ সমভাবে শুদ্ধ অশুদ্ধ সকল বস্তুতেই পড়ে। কিন্তু তুমি কি রামের ভালবাসা অনুভব করিতে পার? পারনা। কেন পারনা? নিজের দিকে চাহিলেই তোমার প্রাণ জ্বলিয়া উঠে, শত শত দোষ, কত শত তুচ্ছ ক্ষণধ্বংসি বিষয়ে যে তোমার রতি! তুমি যে

রামের না হইয়া কতকির সুখে ক্ষণে ক্ষণে ভরিয়া উঠ। তথাপি হতাশ হইওনা। "ছাড় আন অভিলাষ রামপদে কর আশ রিপু ইন্দ্রিয় শান্ত কর আগে। তবে থাকে পঞ্চপ্রাণ রাম পদে দেহ দান, শ্রীরাম ভজহ অনুরাগে।

(৩)

গঙ্গাতীরে রাত্রি কাটিয়া গেল। শ্রীভরত প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া শত্রুঘ্নকে বলিলেন, শত্রুঘ্ন উঠ, এখনও শয়ন করিয়া রহিয়াছ কেন? তোমার কল্যাণ হউক, তুমি নিষাদরাজকে শীঘ্র আনয়ন কর, তিনি সৈন্যগণকে পার করিয়া দিন। শত্রুঘ্ন নিদ্রা যান নাই। তিনি সত্বর গাত্রোত্থান করিলেন, এমন সময়ে গুহ আসিলেন। সৈন্যগণের গঙ্গা পারের ব্যবস্থা হইল।

পাঁচশত নৌকা আসিল। এতদ্ব্যতীত রাজাদিগের আরোহণযোগ্য স্বস্তিক নামক কতিপয় তরণিও আসিল। ঐ সমস্ত নৌকা বিচিত্র ভাবে সজ্জিত, এবং উহাদের পতাকা সকলে বৃহৎ ঘণ্টা সংযোজিত। শত্রুঘ্ন, ভরত, কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং অন্যান্য রাজমহিষী সকল নৌকায় উঠিলেন। গুরু, পুরোহিত ও ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বেই উহাতে উঠিয়াছিলেন। পৃথক্ পৃথক্ নৌকায় সানুচর রাজপরিবারবর্গ, শকট ও পণ্য সকল উঠিল। নৌকায় উঠিবার সময় সৈন্যগণের কোলাহল ধ্বনিতে আকাশমণ্ডল পরিপূরিত হইয়া উঠিল। কোন নৌকা স্ত্রীগণে পূর্ণ, কোন নৌকা অশ্বসমূহে সমাকীর্ণ, কোথাও বা বহুমূল্য শকট, ও বলীবর্দ্দ ছিল। নৌকা সকল পরপারে গমন করিলে, ধীবরগণ আরোহীদিগকে নামাইয়া দিয়া, নৌকা লইয়া জলমধ্যে বিচিত্র ক্রীড়া দেখাইতে লাগিল। ধ্বজ-দণ্ড ধারী হস্তী সকল আরোহি-তাড়িত হইয়া সন্তরণ প্রবৃত্ত হইলে সপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা বিস্তার করিল। কেহ নৌকায়, কেহ ভেলায়, কেহ কুম্ভ ও ঘট ধরিয়া সন্তরণ করিতে করিতে পরপারে উঠিল।

গঙ্গা পার হইয়া সেই শোভমানা চতুরঙ্গিণী সেনা, মৈত্র-মুহূর্ত্তে—সূর্য্যোদয়ের তৃতীয় মুহূর্ত্তে প্রয়াগ বনে প্রবেশ করিল।

ভরত তিসরে পহর কঁহ * কিহু প্রবেশ প্রয়াগ।
কহত রাম সিয় রাম সিয়
উমঁগি উমঁগি অনুরাগ।

তৃতীয় প্রহরে ভরত সকলকে লইয়া প্রয়াগ বনে প্রবেশ করিলেন। ভরত সীতা রাম সীতা রাম বলিয়া বলিয়া অবিরাম ডাকিতে লাগিলেন আর তাঁহার অনুরাগ উথলি উথলি উঠিতে লাগিল। সকলেই শ্রীভরতকে রথে বা অশ্বে

আরোহণ করিয়া যাইতে বলিলেন। ভরত তাহা পারিলেন না। হায়! রঘুকুলের প্রভু পায়ে হাঁটিতেছেন আমার কি রথ অশ্ব শোভা পায়?

শিরভর যাউঁ উচিত অস মোরা।
সবতে সেবক ধর্ম্ম কঠোরা॥

মস্তক দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে গমন, ইহাই আমার করা উচিত। সর্ব্বাপেক্ষা সেবকের ধর্ম্ম বড় কঠোর।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

মহর্ষি শ্রীভরদ্বাজ আশ্রমে ভরত।

হতোঽস্মি যদি মামেবং ভগবানপি মন্যতে।
মত্তো ন দোষমাশঙ্কে মৈবং মামনুশাধি হি॥ বাল্মীকি

ত্রিবেণীতে আসিয়া—

দেখত শ্যামল ধবল হিলোরে।
পুলক শরীর ভরত কর জোরে॥

ভরত শ্যামল ও শুভ্রবর্ণ তরঙ্গ দেখিয়া কণ্টকিত কায়ে করজোড়ে গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

হায়! কলির মোহ! কতবার ত প্রয়াগ রাজ দর্শন ঘটিল, কিন্তু একবারও কি জীবন্ত বোধে প্রার্থনা আসিয়াছে? শ্রদ্ধা ভক্তি ঈশ্বর বিশ্বাস বিনাশ করাই বুঝি কলির প্রতাপ! যাঁহারা এইদিকে নরনারীকে আকর্ষণ করে তাহারাই বুঝি কলির প্রচ্ছন্ন দূত! ইহারা সদাচার মানেনা, সাত্ত্বিক আহার মানে না, নিত্যক্রিয়া মানে না, সুকৃতি উপার্জ্জনের জন্য প্রত্যহ মুষ্টিভিক্ষা পর্য্যন্ত দান করিতে পারে না,

ইহাদের চিত্ত শুদ্ধ হইবে কিরূপে ? ইহাদের হৃদয়ে জীবন্ত ঈশ্বরে ভক্তি আসিবে কিরূপে

যাহা হউক শ্রীভরত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন হে তীর্থরাজ! তোমার প্রভাব বেদে কীর্ত্তিত এবং জগতে বিদিত। সকলেই জানে তুমি ব্যাকুল প্রার্থীর কামনা পূর্ণ কর। তুমিত হৃদয় দেখিতেছ! আজ আমার মত আকুল আর কে আছে ? রাম হারা হইয়া আমি আজ কি হইয়া আছি ? শুধু হারা নয়—আজ আমার অপরাধে আমার ইষ্ট, আমার দেবতা, আমার গুরু, আমায় ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

আমি ক্ষত্রিয়! ক্ষত্রিয় হইয়াও ভিক্ষা করিতেছি। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ভিক্ষা নয়, আমি আমার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তোমার নিকটে ভিক্ষা চাই। দুঃখী জনে কোন্ কুকর্ম্ম না করে ? ইহা জানিয়া হে তীর্থরাজ! তুমি যাচকের প্রার্থনা পূর্ণ কর। আমি অধমের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি না—অধমের নিকটে প্রার্থনা করিয়া লব্ধকাম হওয়াও কিছু নয় কিন্তু উত্তমের নিকটে প্রার্থনা করিয়া যদি কিছু না পাওয়া যায় তাহাও ভাল।

অর্থ ন ধর্ম্ম ন কামরুচি, গতি ন চহেঁ। নির্ব্বাণ।
জন্ম জন্ম রতি রাম পদ, ইহ বর দান ন আন॥

অর্থ, ধর্ম্ম, কামে আমার অভিলাষ নাই, আমি নির্ব্বাণ গতি বা মুক্তিও চাই না। কেবল এই বর চাই যেন জন্ম জন্ম আমার রামপদে মতি থাকে!

জানহি রাম কুটিল করি মোহী * লোক কহে গুরু-সাহব দ্রোহী।
সীয় রাম চরণ রতি মোরে * অনুদিন বড়ে অনুগ্রহ তোরে॥
জলদ জন্মভরি সুরভি বিসারে * যাচত জল পবি পাহন ডারে।
চাতক রটনি ঘটে ঘটি জাই * বড়ে প্রেম সব ভাঁতি ভলাই॥
কনক হি-বাণ চড়ে জিমি দাহে * তিমি প্রীতিম পদ প্রীতি নিবাহে॥

রাম আমাকে যদি কুটিল বলিয়া ভাবেন, আর সকল লোক যদি আমাকে

গুরুদ্রোহী, আর স্বামীদ্রোহীও বলে তথাপি হে প্রয়াগরাজ! তোমার অনুগ্রহে যেন সীতারাম চরণে আমার রতি, আমার অনুরাগ দিন দিন বাড়িয়াই চলে।

মেঘ জন্মভরিয়া চাতককে ভুলিয়াই থাকে, চাতক জল প্রার্থনা করে, আর মেঘ চাতকের উপরে বজ্র হানে ও শিলাপাত করে। ইহাতে যদি চাতকের প্রেম কমিয়া যায়—তবে আর উহার প্রেমের মর্য্যাদা রহিল কোথায়? ইহাতেও যদি মেঘের প্রতি চাতকের প্রেম দৃঢ় হয় তবে উহার মঙ্গলই বাড়িয়া যায়। অথবা মেঘ বজ্রহানে আর শিলাপাত করে, ইহাতেও কিন্তু চাতকের প্রেম কমিয়া যায় না, নিজে মরে কিন্তু প্রেম কমেনা—এইজন্য বলিতেছি প্রেমবৃদ্ধিতে সবই ভাল হয়। যেমন পোড় দিলে সুবর্ণের শোভা, বৃদ্ধিই পায়, এইপ্রকার আমার প্রিয়পদে আমার প্রীতি যেন নির্য্যাতনে বাড়িয়াই যায়।

হায়! যাহারা প্রেম প্রেম করে তাহারা ভারতের এই প্রেম দেখিয়া আশ্বস্ত হউক, যেন প্রেম বৃদ্ধির জন্য সকল নির্য্যাতনই অগ্রাহ্য করিতে ইহারা পারে।

ভক্ত তুলসী এই কথাই অন্যস্থানে লিখিতেছেন—

উপল বরষি তরজত গরজি ডাকত কুলিশ কঠোর।
চিতব কি চাতক জলদ ত্যজি করহুঁ আনকি ওর॥

মেঘ শিলাবৃষ্টি করে, তর্জ্জন গর্জ্জন করে, কঠোর বজ্রহানে তথাপি কি চাতক মেঘ ছাড়িয়া আর কাহারও দিকে ফিরিয়া চায়?

লোকে দেখে এই আকাশ, এই মেঘমালা, এই সূর্য্য, এই পর্ব্বত, এই সাগর, এই পৃথিবী একভাবেই দাঁড়াইয়া আছে কিন্তু যে দেখিতে জানে সে দেখিতে পায়, সে ইহাদের নিস্তব্ধ ভাবে, নির্ব্বাক মুখমণ্ডলে কত প্রেম ছড়াইয়া পড়িতেছে তাহা পুস্তক পাঠের মত পড়িয়া ধন্য হইয়া যায়।

মধুর ভাবে যিনি বলিয়াছেন—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাগরঃ॥

সে আমাকে আলিঙ্গনই করুক, বা পায়ে ঠেলিয়াই ফেলুক, অথবা দর্শন না

দিয়া মর্ম্মাহতই করুক—যাহাই করুক না কেন, সেই আমার প্রাণনাথ, অন্যে নহে। এই ঘোর কলিযুগে অধিকাংশ নামধারী প্রেমিকই শ্রীভগবানকে বিষয়-ভোগের চাটনি করিয়া ধর্ম্মের নাম করিয়া অধর্ম্মই করেন। এখানে প্রেমের নামে কাম বিকাইতেছে। অতি জঘন্য রিপুর কার্য্যকেও ইহারা মুক্তপুরুষের কার্য্য বলিয়া লজ্জাশূন্য আচরণ করে। যাহা হউক শ্রীভরতের প্রার্থনা ত্রিবেণী শ্রবণ করিলেন আর দৈববাণীতে উত্তর দিলেন—ভরত তোমার সাধুমতি, রামচরণে, তোমার অগাধ অনুরাগ। বৃথা আত্মগ্লানী আর করিও না "তুম সম রামহি প্রিয় কোউ নাহি" তোমার সমান রামের প্রিয় আর কেহ নাই। ত্রিবেণীর বাক্যে ভরত বড়ই আশান্বিত হইলেন।

প্রয়াগ বন হইতে শ্রীভরদ্বাজ মুনির আশ্রম একক্রোশ মাত্র। সৈন্যগণকে বনমধ্যে রাখিয়া শ্রীভরত ঋত্বিক ও সদস্যগণ সঙ্গে আশ্রমাভিমুখে চলিলেন এবং আশ্রম সান্নিধ্যে উপনীত হইয়া ঋষির রমণীয় পর্ণকুটীর ও তরুলতা পূর্ণ মহৎ বন দর্শন করিলেন।

ভরত পদব্রজে চলিয়াছেন—পরিধানে ক্ষৌমবাস—কৌশেয় বসন। ভরতের সঙ্গে কতিপয় মন্ত্রী ও ভগবান্ বশিষ্ঠদেব। দূর হইতে ঋষিকে দেখিয়া, ভরত মন্ত্রীদিগকে রাখিয়া, ভগবান্ বশিষ্ঠ দেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া ভগবান্ ভরদ্বাজকে প্রণাম করিলেন। ভরদ্বাজ ঋষি বশিষ্ঠ দেবকে দেখিয়া আসন ছাড়িয়া উত্থিত হইলেন এবং অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। বশিষ্ঠ দেবের সঙ্গে রাজপুত্রকে দেখিয়া ঋষি বুঝিলেন ইনি ভরত। ঋষি রাজপুত্রকে যথারীতি সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ভরত ও বশিষ্ঠদেব উভয়েই ঋষির তপঃ সাধন, শরীর, অগ্নি, শিষ্য, মৃগ ও পক্ষিগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবান্ ভরদ্বাজ রাজা দশরথের স্বর্গলাভের কথা শুনিয়াছেন। সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া রাঘব স্নেহবশতঃ ভরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

রাজ্যপ্রশাসক্ত স্তেস্থ কিমেতদ্বল্কলাদিকম্।
আগতোঽসি কিমর্থং ত্বং বিপিনং মুনিসেবিতম্॥

তুমি রাজ্যশাসনে নিযুক্ত কিজন্য তবে আজ জটাবল্কল ধারণ করিয়া, মুনিসেবিত বনে আসিয়াছ? এখানে আসিবার প্রয়োজন কি হইল বল?—আমার বিশ্বাস

হইতেছে না। অপাপ রামচন্দ্রের উপরে পাপাচরণে তোমার ত অভিলাষ নাই?
"কচ্চিন্নতস্যাপাপস্য পাপং কর্তুমিহেচ্ছসি"।

ভরতের চক্ষে জল। ভরত কি উত্তর দিবেন? অতি কষ্টে ভরত বলিলেন ভগবন্ আপনিও যদি আমাকে এইরূপ মনে করেন তবে আমি হত হইলাম, আমি ব্যর্থজন্মা হইলাম। আপনি তপঃ প্রভাবে সমস্তই জানিতেছেন, তথাপি যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন সে কেবল আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ প্রকাশ জন্যই হইবে। রামের রাজ্যবিঘ্ন ও রামের বনবাস সম্বন্ধে কৈকেয়ী যাহা করিয়াছেন তাহা আমি কিছুই জানিতাম না; আমি সত্য বলিতেছি, কি মিথ্যা বলিতেছি আজ এই বিষয় প্রমাণ করিতে আপনার চরণ যুগল ভিন্ন আমার অন্য প্রমাণ নাই। ভরত বড়ই আর্ত্ত হইয়া মহর্ষির চরণে পতিত হইলেন, বলিলেন—

"জ্ঞাতুমর্হসি মাং দেব শুদ্ধোবা শুদ্ধ এব বা"

আমার হৃদয় শুদ্ধ কি অশুদ্ধ আপনি ধ্যান নেত্রে তাহাই দেখুন।

মম রাজ্যেন কিং স্বামিন্ রামে তিষ্ঠতি রাজনি।
কিঙ্করোঽহং মুনিশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রস্য শাশ্বতঃ॥

স্বামিন্! রাজরাজেশ্বর রাম বিদ্যমানে আমার রাজ্যে কোন্ প্রয়োজন? মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি নিত্যকালের জন্য রাম-কিঙ্কর। আমি সেই পুরুষোত্তমকে প্রসন্ন করিয়া, তাঁহার চরণে ধরিয়া তাঁহাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইতে আসিয়াছি।

ভগবন্ আপনি প্রসন্ন হউন এবং কৃপা করিয়া বলিয়া দিন—রাম সম্প্রতি কোথায় আছেন।

মহর্ষি ভরতের ভাব দেখিয়া এবং ভরতের কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন। তিনি ভরতকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বিস্মিত হইয়া পুনঃ পুনঃ ভরতের মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। পরে শ্রীভরতকে বলিতে লাগিলেন পুরুষসিংহ! সুপ্রসিদ্ধ রঘুকুলে তোমার জন্ম, গুরু সেবা, দম ও সাধুগণের আনুগত্য এই তিনের অভাব তোমার কেন হইবে? তোমার মনোগত ভাব আমি জানি, তথাপি ইহা সকলের সম্মুখে ব্যক্ত হইয়া দৃঢ়তর হউক এবং তদ্দ্বারা তোমার কীর্ত্তি সম্যকরূপে বর্দ্ধিত হউক এই জন্যই আমি ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।

"মাশুচস্ত্বং পরো ভক্তঃ শ্রীরামে লক্ষ্মণাদপি"

বৎস! তুমি শোক করিও না—আমি জানি লক্ষ্মণ অপেক্ষাও তুমি রামের পরম ভক্ত। আমি জানি ভরত! রামই তোমার জীবন, তোমার ধন, তোমার প্রাণ। "ভুরিভাগ্য কো তুমহিঁ সমানা" তোমার মতন ভাগ্য আর কার? দশরথের পুত্র তুমি, রামের প্রিয় ভ্রাতা তুমি, ইহা কিছু তোমার পক্ষে অদ্ভুত নহে।

শুনহু ভরত রঘুপতি মন মাহিঁ।
প্রেম পাত্র তুম সম কোউ নাহিঁ॥
লখণ রাম সীতহি অতি প্রীতি।
নিশি সব তুমহিঁ সরাহত বীতি॥
জানা মর্ম্ম অহ্নাত প্রয়াগা।
মগন হোহিঁ তুম্ হরে অনুরাগা॥

শুন ভরত! রঘুপতির মনে তোমার সমান প্রেম পাত্র আর কেহই নাই। আমি দেখিয়াছি সীতা, রাম ও লক্ষ্মণ বড় প্রেমভরে তোমার প্রশংসা করিয়া রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। "জম্বুদ্বীপে ভরত খণ্ডে" বলিয়া যখন প্রয়াগে মজ্জন করেন তখন তোমার অনুরাগে কেমন মগ্ন হইয়াছিলেন আমি তাহার মর্ম্ম জানি। ইহাতেই যে রামের বড় একটা গৌরব হইয়াছে তাহাও আমি বলি না—কারণ "প্রণত কুটুম্ব পাল রঘু রাই" রাম যে প্রণতের ও কুটুম্বের পালনকারী—

"তুম তৌ ভরত মোর মত এহূ।
ধরেউ দেহ জনু রাম সনেহূ॥

ভরত! আমার মনে এই লয় যে তুমিই যেন রাম-প্রেমের মূর্ত্তি। তোমার কলঙ্ক তুমি যাহা ভাবিতেছ তাহা কিন্তু আমাদের প্রতি উপদেশ। রামের উপরে ভক্তি রস সিদ্ধি করিবার জন্য তুমিই এখানে সিদ্ধিদাতা গণেশ। তুমি যে অনুপম কীর্ত্তি-চন্দ্র প্রকাশ করিলে রামের প্রেম মৃগরূপে তাহাতে চিরদিন বসিয়া রহিল। তাত! আর বৃথা গ্লানি করিও না। স্পর্শমণি পাইয়াছ, দারিদ্র্যের ভয় কি? শুন ভরত! আমি উদাসী তাপস, সর্ব্বদা বনে বাস করি, আমি

কখন মিথ্যা বলি না—রাম সীতা ও লক্ষ্মণকে দেখিয়াছি। সেই দর্শন ফলে তোমার দর্শন লাভ হইয়াছে।

ভরত ধন্য তুম জগ যশ লয়উ।
কহি অস প্রেম মগন মুনি ভয়উ॥

ভরত! তুমি ধন্য! তুমি যে যশ উপার্জ্জন করিলে তাহার তুলনা নাই। মহর্ষি ইহা বলিতে বলিতে প্রেমে মগ্ন হইলেন—প্রয়াগে সকলে বড়ই তুষ্ট হইল আর সব লোক শ্রীভরতের প্রেমে মগ্ন হইল।

ভরত বলিতে লাগিলেন—একে ইনি তীর্থরাজ, তাহার উপর এখানে মুনিগণ উপস্থিত। এখানে শপথ করা পাপকার্য্য। আপনারা সর্ব্বজ্ঞ—আমি আমার হৃদয়ের কথা সত্য বলিতেছি—আমার অন্তর রঘুমণিই জানেন। আমি মাতার আচরণে শোক করিতেছি না, জগতে সকলে আমাকে যদি নীচ ভাবে তাহাতেও আমার দুঃখ নাই। পরলোকে আমার মন্দ হইবে সে ভয়ও আমার নাই পিতার মরণেও শোক নাই—যাঁহার পুত্র রাম তাঁর জন্য শোক কেন হইবে? রাম লক্ষ্মণ সীতা যে খালি পায়ে মুনি বেশে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এই কষ্টেই আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে।

গাছের ছাল পরিয়া, ফলমূল ভক্ষণ করিয়া, কুশ শয্যায় তাঁহারা যে ভূমিতে শুইতেছেন আর তরুতলে নিশিদিন শীত, আতপ, বর্ষা, বাত সহ্য করিতেছেন এই দুঃখে আমার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। দিবসে আহার পান না, রাত্রিতে নিদ্রা যান না—আহা! ইহার প্রতিকার কিরূপে মিলিবে?

মহর্ষি শ্রীভরতের বাক্য শুনিয়া, ভরতের প্রেম দেখিয়া বড়ই সুখী হইলেন, হইয়া বলিলেন তাত! তুমি শোক করিও না "সব দুখ মিটিহি রাম পদ দেখি" রামচন্দ্রের পাদপদ্ম দর্শনে তোমার সব দুঃখ মিটিয়া যাইবে।

বৎস! রাম এখন চিত্রকূটে বাস করিতেছেন। তুমি কল্য প্রাতে তৎপ্রতি যাত্রা করিও। অদ্য সসৈন্যে তুমি আমার আতিথ্য গ্রহণ কর।

"ভগবন্" মহর্ষি ভরদ্বাজকে আতিথ্য নিমন্ত্রণ করিতে দেখিয়া ভরত বলিতে লাগিলেন—"বনে যাহা সুলভ সেই পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারাই ত আতিথ্য করা হইয়াছে—এখানে আর কি আতিথ্য হইবে?" ঈষৎ হাস্য করিয়া মহর্ষি বলিতে লাগিলেন ভরত আমি জানি যৎকিঞ্চিৎ পাইয়াও তুমি সন্তোষ লাভ কর। তোমার সৈন্য সামন্ত ক্ষুধিত আমি উহাদিগকে ভোজন করাইতে ইচ্ছা করি। মনুজর্ষভ! আমার ইচ্ছা যাহা তুমি তাহা অঙ্গীকার কর।

আশ্রম পীড়া না হয় এই জন্য ভরত সৈন্যগণকে দূরে রাখিয়া আসিয়াছিলেন—ভগবান্ ভরদ্বাজের আজ্ঞায় সেনাগণ আশ্রমের চারিধার পরিব্যাপ্ত করিল। তখন বনবাসী দরিদ্র ভগবান্ ভরদ্বাজ আতিথ্যের আয়োজন করিবার জন্য অগ্নিগৃহে প্রবেশ করিলেন।

ভগবান্ বাল্মীকি মিথ্যা কথা বলিবার মানুষ নহেন। বাক্ প্রয়োগ, ঋষিগণ করিতে জানিতেন। তাঁহারাই শিক্ষা দিয়াছেন।

বাচঃ পবিত্রং পরমং, বাচঃ স্বাদু পরং মতম্।
বাচোঽমৃতং বিষং বাচো বাচো মাল্যং করা বচঃ॥
বাচা পবিত্রিতং সর্ব্বং পবিত্রয়তি সর্ব্বথা।
বাচো বেদাঃ সংহিতাশ্চ বাচো মন্ত্রাঃ সুপুষ্কলাঃ॥
বাচো কাব্যং পুরাণানি বাচি সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্।
ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্য-শৌর্য্যাদি বাগ্‌ভিরেব প্রপদ্যতে॥
অতো বাচঃ সসর্জ্জাদৌ ব্রহ্মরূপ ন সংশয়ঃ॥

বাক্য পরম পবিত্র, বাক্য অত্যন্ত সুস্বাদু, বাক্যই অমৃত, বাক্যই বিষ? বাক্য সকলকে সর্ব্বপ্রকারে পবিত্র করে। কি বেদ, কি সংহিতা, কি মন্ত্র, কি কাব্য, কি পুরাণ সমস্তই বাক্যময়। আর সত্য যাহা তাহা বাক্যেই প্রতিষ্ঠিত। বাক্য দ্বারাই ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, শৌর্য্যাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় এই জন্য বাক্য প্রথমেই সৃষ্ট—ইহা ব্রহ্মরূপ—ইহাতে সংশয় নাই।

বাগেব ব্রহ্মরূপেণ তাং যো মিথ্যাসু নিক্ষিপেৎ।
মিথ্যাবাদী স বিজ্ঞেয়ো নারকী পরমো মতঃ॥
বরং প্রাণাঃ পরিত্যাজ্যাঃ শিরসশ্ছেদনং তথা।
ন তথাপি বচো ব্রহ্ম মিথ্যা বাচ্যং বিধীয়তে॥

বাক্যই ব্রহ্ম স্বরূপ। যে বাক্যকে মিথ্যাতে ব্যবহার করে তাহাকে মিথ্যাবাদী জানিবে, সে ঘোর নারকী। প্রাণ পরিত্যাগ অথবা মস্তক ছেদন বরং ভাল তথাপি ব্রহ্মরূপী বাক্যকে কখন মিথ্যা ব্যাপারে প্রয়োগ করিবে না।

বলিতেছিলাম ঋষিগণ বাক্য কি জানিতেন, তাহার যথাযথ ব্যবহারও করিতেন। কলির জীব সংশয়ে ভরা। ইহারা সত্যের আদর জানেনা—বাক্যেরও ব্যবহার বুঝে না। ভগবান্ ভরদ্বাজের সত্য কথা ইহারা বুঝিবে কিরূপে?

পূর্ব্বকৃত সুকৃতি না থাকিলে ঋষিগণের সকল কথাই যে সত্য ইহা কলির মানুষ বিশ্বাস করিতে পারে না। মহর্ষি যোগবলে কত আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন করিলেন —এবং ভরতের সৈন্যগণকে আপ্যায়িত করিলেন—আমরা সংক্ষেপে তাহা উল্লেখ করিতেছি।

মহর্ষি অগ্নিশালায় প্রবেশ করিলেন, সলিল দ্বারা আচমন করিয়া ওষ্ঠ মার্জ্জনা করতঃ আতিথ্য ক্রিয়া হেতু বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিলেন। ভগবান্ ভরদ্বাজ বলিতে লাগিলেন "আমি সৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিতেছি তিনি আমার আতিথ্যের উপযোগী যাহা যাহা আবশ্যক তাহার বিধান করুন। আমি ইন্দ্র যম বরুণ কুবের—এই লোকপালগণকে আহ্বান করিতেছি তাঁহারা আমার অতিথি সৎকারের ইচ্ছা পূর্ণ করুন। পৃথ্বীলোকে ও অন্তরীক্ষ লোকে প্রাক্‌স্রোতা ও তির্য্যক্ স্রোতা যে সমস্ত নদী আছেন তাঁহারা সকলে অদ্য এই খানে আসুন। ইহাদের মধ্যে কেহ মৈরেয় মদ্য, কেহ সুনিষ্পাদিত গৌড়ী, মাধ্বী, পৈষ্টী ইত্যাদি সুরা, কেহবা ইক্ষু রসের মত মধুর ও সুশীতল সলিল প্রবাহিত করিতে থাকুন। আমি দেবতা, গন্ধর্ব্ব, বিশ্বাবসু, হাহা হুহু, অপ্সরা ও দেবগন্ধর্ব্ব—ঘৃতাচী, বিশ্বাচী মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, নাগদত্তা, হেমা, পর্ব্বতবাসিনী সোমাকে আহ্বান করিতেছি। বেশভূষা ধারিণী যে সমস্ত ভামিনী ইন্দ্রের ও ব্রহ্মার পরিচর্য্যা করে আমি তুম্বুরুর সহিত তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছি।

বনং কুরুষু যদ্দিব্যং বাসো ভূষণ পত্রবৎ।
দিব্যনারী ফলং শশ্বৎ তৎ কৌবেরমিহৈবতু॥ ১৯

উত্তর কুরুতে কুবেরের যে দিব্যবন আছে সেই বনের পত্রসকল বসনভূষণ আর ফলসকল দিব্যনারীর সেই বন এই আশ্রমে আগমন করুক। ভগবান্ সোম, উৎকৃষ্ট অন্ন বহুবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য, চুষ্য, লেহ্য প্রদান করুন, বৃক্ষ হইতে স্বয়ংজাত বিবিধ মাল্য, সুরা প্রভৃতি পানীয়, ও নানাপ্রকার মাংস পাঠাইয়া দিউন।

সুব্রত মহর্ষি ভরদ্বাজ সমাধিযুক্ত হইয়া অপ্রতিম তেজপ্রভাবে উপযুক্ত স্বর ও সুপ্রযুক্ত বর্ণোচ্চারণ পূর্ব্বক সকলকে আহ্বান করিলেন। পূর্ব্বমুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া মনে মনে ধ্যান করিতে করিতে একে একে সমস্ত দেবতা আসিতে লাগিলেন। তখন সুগন্ধ মলয় মারুত মন্দমন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল, মেঘ সকল পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল, চতুর্দ্দিকে দেব-দুন্দুভি ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল, অপ্সরা-

সকল নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। বীণা-সকল ষড়জাদি স্বর ছড়াইতে লাগিল। নৃত্যগীতাদির তানলয়ে দ্যাবাপৃথিবী এবং প্রাণিগণের শ্রবণরন্ধ্র পরিপূরিত করিল। ভরতের সৈন্যগণ বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ কৌশল দেখিতে লাগিল। চারিদিকে পাঁচ যোজন ভূমি নীলবৈদূর্য্যমণিতুল্য কোমল হরিৎবর্ণ তৃণে আচ্ছন্ন—কোথাও উচ্চনীচ দৃষ্ট হয়না সর্ব্বত্র সমতুল্য চারিদিকে নানাপ্রকার বৃক্ষ ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে। উত্তর কুরু হইতে দেবভোগ্য চৈত্ররথ বন এবং নানা তীর তরু সমাকীর্ণা মনোহারিণী তরঙ্গিণী তথায় আসিয়াছে। সুন্দর সুন্দর ধবল গৃহ, হস্তিশালা, অশ্বশালা, হর্ম্ম্যপ্রাসাদ সংযুক্ত পুরদ্বার, শুভ্রমেঘসন্নিভ তোরণ শোভিত রাজপ্রাসাদ, শুক্লমাল্যে অলঙ্কৃত এবং সুগন্ধি জলসিক্ত। গৃহে গৃহে সুরচিত শয্যা, আস্তীর্ণ আসন, নানাবিধ শিবির, উৎকৃষ্ট ভোজ্য, ধৌত পাত্র, নানাপ্রকার স্বাদুরস।

মহর্ষির অনুজ্ঞা লইয়া ভরত অনুচর সহ পুরে প্রবেশ করিলেন, এবং গৃহের সাজসজ্জা দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন। তথায় দিব্য রাজাসন, ছত্র ও চামর—ভরত মন্ত্রীদিগের সহিত প্রদক্ষিণ করিলেন। সেই রাজাসন রামচন্দ্রের যোগ্য—ভাবনা করিয়া ভরত প্রণাম করিলেন। আসন পূজা করিয়া চামর হস্তে সচিবের আসনে উপবিষ্ট হইলেন। পরে আর সকলে যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিলেন। ভগবান্ ভরদ্বাজের আজ্ঞাক্রমে মুহূর্ত্তমধ্যে পায়স কর্দ্দমা নদী সকল ভরতের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল—নদীর উভয় কূলে সুধালিপ্ত কত কত গৃহ। দেখিতে দেখিতে প্রজাপতি প্রেরিত এবং কুবের প্রেরিত বিংশতি সহস্র করিয়া রমণী সুবর্ণ মণিমুক্তা প্রবাল শোভিত হইয়া আগমন করিলেন। উহারা যে পুরুষকে গ্রহণ করে সেই উন্মত্ত হইয়া উঠে। আরও নন্দন কানন হইতে বিংশতি সহস্র অপ্সরা আসিল। সূর্য্যবর্চ্চস্ নারদ তুম্বুরু ও গোপাদি গন্ধর্ব্ব-রাজগণ ভরতের অগ্রে গান আরম্ভ করিলেন আর অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, পুণ্ডরীকা ও বামনা নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহর্ষির তপঃ প্রভাবে দেবলোকে ও চৈত্ররথ-বনে যে সকল মাল্যদাম পাওয়া যায় সেই সমস্ত প্রয়াগে আসিয়া উপস্থিত হইল। বৃক্ষসকল মৃদঙ্গবাদকাদিরূপে এবং লতাসকল প্রমদা শরীর ধারণ করিয়া আসিল। যে যাহা চায় সে তাহাই পাইল; ক্ষুধিতেরা ইচ্ছামত আহার করিতে লাগিল। কোথাও সাত আট জন বিপুললোচনা রমণী একএকজন পুরুষকে লইয়া মনোহর নদীতীরে উদ্বর্ত্তন করাইয়া স্নান করাইতে লাগিল। স্নানান্তে আর্দ্র অঙ্গ বস্ত্রদ্বারা মার্জ্জিত করিয়া চরণ সেবা করত মধ্বাদি পান করাইতে লাগিল। বাহকেরা

অশ্ব গজ উষ্ট্র বৃষদিগকে নানাবিধ খাদ্য ভোজন করাইতে লাগিল। সৈন্যগণ মাদক দ্রব্য সেবনে মত্ত হইয়া উঠিল। ইহারা সর্ব্বপ্রকার পানভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া, রক্তচন্দন চর্চ্চিত হইয়া এবং অপ্সরাগণের সহিত মিলিত হইয়া বলিতে লাগিল—

নৈবাযোধ্যাং গমিষ্যামো ন গমিষ্যাম দণ্ডকান্।
কুশলং ভরতস্যাস্তু রামস্যাস্তু তথা সুখম্॥ ৫৯

আর আমরা অযোধ্যা কি দণ্ডকারণ্য কোথাও গমন করিবনা—ভরত কুশলে থাকুন রামেরও জয়জয়কার হউক।

সকলেই পরিতুষ্ট—কেহ কেহ "ইহাই স্বর্গ" মনে করিয়া আহ্লাদে উচ্চশব্দ করিতে লাগিল, কেহ নৃত্য করিল, কেহ বা গান ধরিল, কেহ বা হাস্য করিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ একবার ভোজন করিয়া আবার ভোজনে প্রবৃত্ত হইল; দাসদাসী ও অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া আনন্দ করিতে লাগিল। অশ্ব গজাদি প্রচুর পরিমাণে আহার করিয়া আর কোন দ্রব্যে মুখ দিলনা। চারিদিকে উপাদেয় অন্ন ব্যঞ্জন, নানাস্থানে স্বর্ণ রজত নির্ম্মিত বহুবিধ পাত্র পতিত রহিয়াছে দেখিয়া সকলেই বিস্ময়ান্বিত হইল। বহুস্থানে আম্রাদি ফলের ক্বাথরসে সিদ্ধ ছাগ ও বরাহের মাংস, সুগন্ধি সূপ ও উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন সজ্জিত রহিয়াছে, কূপ সকল পায়সের কর্দ্দমবিশিষ্ট, গাভীসকল কামধেনু এবং বৃক্ষসকল মধুক্ষরণ করিতে লাগিল। হ্রদসকল কোথাও তক্রে, কোথাও দধিতে, কোথাও দুগ্ধে, কোথাও শর্করাতে পূর্ণ দেখা গেল।

মহর্ষি এইরূপে ভরতের আতিথ্য করিলেন। এই স্বপ্ন সদৃশ ব্যাপার অবলোকন করিয়া লোকের আর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিলনা। নন্দনবনে দেব বিহারের ন্যায় ভরদ্বাজাশ্রমে এই প্রকার আমোদ করিতে করিতে রাত্রি অতিবাহিত হইল। ভগবান্ ভরদ্বাজের অনুমতি লইয়া সমাগত অপ্সর, গন্ধর্ব্ব ও রমণীসকল বিদায় গ্রহণ করিলেন। সৈন্যগণ মদিরামত্ত এবং মাল্যসকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও মর্দ্দিত হইয়া পড়িয়া রহিল।

যাঁহারা যোগসিদ্ধ জীবন্মুক্ত তাঁহারা বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি লয় ভিন্ন আর সকলেই করিতে পারেন ইহা এই কলিযুগে কয়জন বিশ্বাস করিতে পারে?

রাত্রি প্রভাত হইল। হুতাগ্নিহোত্র মহামুনি ভরদ্বাজ, কৃতাঞ্জলি বদ্ধ ভরতের প্রণাম গ্রহন করিয়া, সকলে পরমাপ্যায়িত হইয়াছেন জানিয়া, অত্যন্ত সন্তুষ্ট

হইলেন। ভরত বলিতে লাগিলেন ভগবন্ এক্ষণে আমি ভ্রাতার নিকটে গমন করিব। আপনি আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টি করুন।

আশ্রমং তস্য ধর্ম্মজ্ঞ ধার্ম্মিকস্য মহাত্মনঃ।
আচক্ষ্ব কতমো মার্গঃ কিয়ানিতি চ শংসমে॥

ভরত পুনরায় বলিলেন ধর্ম্মজ্ঞ! ধর্ম্মপরায়ণ রামের আশ্রম কতদূরে বলুন এবং ওখানে কোন্ পথ দিয়া যাইতে হইবে তাহাও বলুন।

ভগবান্ ভরদ্বাজ পথ বলিয়া দিলেন। এখান হইতে অর্দ্ধতৃতীয় যোজন দূরে জনশূন্য অরণ্য মধ্যে রমণীয় কানন সমাকীর্ণ বিদীর্ণ পাষাণ চিত্রকূট পর্ব্বত। পর্ব্বতের উত্তর দিক দিয়া মন্দাকিনী গঙ্গা প্রবাহিতা। মন্দা পুষ্পিতদ্রুমতটা এবং রম্য পুষ্পিত-কাননা।

প্রয়াগ বনে মহর্ষির আশ্রম। যমুনা নদীর দক্ষিণ তীরস্থ পথে কিয়দ্দূর গমন করিয়া সেই পথের দুইটি শাখাপথ দৃষ্ট হইবে। তাহার মধ্যে বাম ভাগ দিয়া দক্ষিণ দিকে যে পথ গিয়াছে সেই পথ দিয়া তুমি সৈন্য সামন্ত লইয়া যাও— শ্রীরামচন্দ্রের আশ্রমে পৌঁছিবে।

এখন মহিষী সকলে বিদায়ের প্রণাম করিতে আসিলেন। যান হইতে অবতরণ করিয়া প্রথমেই "বেপমানা কৃশা দীনা সহ দেব্যা সুমিত্রয়া"—কম্পমানা, কৃশাঙ্গী, দুঃখিনী, কৌশল্যা, সুমিত্রা দেবীর সহিত কর দ্বারা মুনির চরণ গ্রহণ করিলেন। "কৌশল্যা তত্র জগ্রাহ করাভ্যাং চরণৌ মুনেঃ"। পরে আসিলেন ব্যর্থ মনোরথা সর্ব্বলোকগর্হিতা সলজ্জা কৈকেয়ী। কৈকেয়ী প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া দীন মনে ভরতের অদূরেই দাঁড়াইলেন।

"তব মাতৄণাং বিশেষং জ্ঞাতুমিচ্ছামি" তোমার মাতৃগণের বিশেষ পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি—ভগবান্ ভরদ্বাজ শ্রীভরতকে ইহাই জিজ্ঞাসা করিলেন। ভরত বলিতে লাগিলেন—ভগবন্ এই যে শোকে অনশনে কর্ষিতা, দেবতামিব —দেবতার ন্যায় যাঁহাকে দেখিতেছেন ইনি আমার পিতার প্রধানা মহিষী। ইনিই সেই পুরুষ ব্যাঘ্র, সিংহবিক্রান্তগামী রামকে—অদিতি যেমন উপেন্দ্রকে প্রসব করিয়াছিলেন, সেইরূপ প্রসব করিয়াছেন। আর

অস্যা বামভুজংশ্লিষ্টা যৈষা তিষ্ঠতি দুর্ম্মনাঃ।
ইয়ং সুমিত্রা দুঃখার্ত্তা দেবী রাজ্ঞশ্চ মধ্যমা॥
কর্ণিকারস্য শাখেব শীর্ণ পুষ্পা বনান্তরে॥

আর ইঁহার বামভুজ আশ্রয় করিয়া এই যিনি দুর্ম্মনা হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, ইনি দুঃখার্ত্তা মধ্যমা রাজ্ঞী সুমিত্রা। বনমধ্যে পুষ্প বিশীর্ণ হইলে কর্ণিকার বৃক্ষের শাখা যেমন দেখায় ইঁহাকেও সেইরূপ দেখা যাইতেছে। এই দেবীর দুই পুত্র। দেবতার মত দেখিতে সত্য পরাক্রম, বীর কুমার লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। আর এই যে ইনি—

যস্যাঃ কৃতে নরব্যাঘ্রৌ জীবনাশমিতো গতৌ।
রাজা পুত্রহীনশ্চ স্বর্গং দশরথো গতঃ॥

আর এই যে ইনি—যাঁহার কার্য্যে নরব্যাঘ্র রাজা দশরথ পুত্রবিহীন হইয়া জীবন ত্যাগ করিলেন এবং স্বর্গে গমন করিলেন— এই

ক্রোধনামকৃত প্রজ্ঞাং দৃপ্তাং সুভগমানিনীম্।
ঐশ্বর্য্যকামাং কৈকেয়ীমনার্য্যামার্য্যরূপিণীম্॥
মমৈতাং মাতরং বিদ্ধিং নৃশংসাং পাপনিশ্চয়াম্।
যতো মূলং হি পশ্যামি ব্যসনং মহদাত্মনঃ॥

এই ক্রোধন স্বভাবা, অসদ্‌বুদ্ধি, গর্ব্বিতা, সৌভাগ্য-অভিমানিনী, রাজমাতা হইতে যাঁহার বড়ই সাধ, এই কৈকেয়ী, এই অনার্য্যা অথচ আর্য্যার মত, সাধ্বীর মত প্রতিভাসমানা—ইনিই আমার মাতা—আপনি ইহা জানুন। ইনি নিষ্ঠুর স্বভাবা, ইনি পাপনিশ্চয়া। ইঁহাকে আমি আমার মহা-বিপদের মূল বলিয়া দেখিতেছি।

বাষ্প গদ্‌গদ্ বাক্যে এই কথা বলিতে বলিতে নরশার্দ্দূল ভরত ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।

অনুতপ্তা কৈকেয়ীকে কাঁদিতে দেখিয়া মহর্ষি ভরদ্বাজ ভরতকে বলিতে লাগিলেন রাজপুত্র! তোমার মাতার দিকে চাহিয়া দেখ—এই করুণ দৃশ্য আর দেখা যায় না। মহর্ষি তখন ভরতকে যুক্তিপূর্ণ করুণ বাক্যে বলিলেন—

ন দোষেণাবগন্তব্যা কৈকেয়ী ভরত ত্বয়া।
রাম প্রব্রাজনং হ্যেতৎ সুখোদর্কং ভবিষ্যতি॥

সুখোদর্কং = দেবানামৃষীণাং চ সুখ ফলম্।

ভরত! তুমি রাণী কৈকেয়ীকে এইরূপে দোষ দিও না। রামের এই বনবাস দেবতা ও ঋষিগণের সুখকর হইবে। ইহাতে রাণীর দোষ নাই। দেবতারাই মন্থরা দ্বারা কৈকেয়ীর মোহ উৎপাদন করিয়াছেন।

দেবানাং দানবানাঞ্চ ঋষীণাং ভাবিতাত্মনাম্।
হিতমেব ভবিষ্যদ্ধি রাম প্রব্রাজনাদিহ॥

দেবতাদিগের, দানবদিগের এবং আত্মভাবনা তৎপর ঋষিদিগের—রামের প্রব্রজ্যা দ্বারা নিশ্চয়ই হিত হইবে।

ভরত তখন মহর্ষি ভরদ্বাজকে প্রণাম করিলেন, প্রদক্ষিণ করিলেন, করিয়া সৈন্যগণকে সুসজ্জিত হইতে বলিলেন। তখন সকলে আপন আপন রথে, অশ্বে, হস্তীতে আরোহণ করিতে লাগিল।

গজকন্যা সকল (করেণুগণ) আর হস্তিসমূহ স্বর্ণ নির্ম্মিত রজ্জু ও পতাকা দ্বারা সুশোভিত হইয়া ঘণ্টা শব্দ করিতে করিতে ছুটিয়াছে—মনে হইতেছে যেন বিদ্যুৎ স্ফুরিতোদর মেঘসকল গ্রীষ্ম শেষে শব্দ করিতে করিতে ছুটিয়াছে।

"জীমূতা ইব ঘর্ম্মান্তে স ঘোষাঃ সংপ্রতস্থিরে"

বিবিধ যান চলিল, পদাতিগণ পদব্রজে চলিল এবং কৌশল্যা প্রভৃতি রাজ-মহিষীবৃন্দ উৎকৃষ্ট শিবিকাতে চলিলেন। এক শিবিকা অত্যন্ত সুন্দর। তাহার কোথাও স্ফটিক মণি, কোথাও পদ্মরাগমণি ঝক্‌মক্ করিতেছে। সেই নবোদিত চন্দ্রপ্রভাসদৃশী শিবিকা ভরতের জন্য। ভরত রাজ দর্শনে যাইতেছেন দীন হীন ভাবে গমন করা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ।

সেই গজবাজি সমাকুলা মহতী সেনা সমুত্থিত মহামেঘের ন্যায় দক্ষিণ দিক আচ্ছন্ন করিয়া চলিল। ক্রমশঃ গঙ্গার পশ্চিমতীর দিয়া, সন্নিহিত পর্ব্বত ও নদীতীরস্থ মৃগ পক্ষিগণকে চকিত, ভীত, ত্রস্ত করিয়া ঐ মহতী সেনা চিত্রকূটের নিবিড় বনে প্রবেশ করিল।

(ক্রমশঃ)

তিনখানি নূতন গ্রন্থ :—

অনুরাগ।

ব্রহ্মচারিণী শ্রীমতি মৃণালিনী দেবী প্রণীত। মূল্য ১৲ মাত্র।

ভগবানের প্রতি অনুরাগ ভরা কবিতাগুচ্ছ। কবিতাগুলি পড়িলে সাধকের হৃদয় আনন্দে ভরিয়া যাইবে। রচনায় ভাবের গাম্ভীর্য্য, ও পবিত্রতা লক্ষ্য করিবার বিষয়!

সুন্দর পুরু চিক্কন কাগজে বড় বড় অক্ষরে সুন্দর কালিতে ছাপা ১৭৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। একখানি রঙ্গিন হরগৌরীর সুন্দর ছবি আছে।

বঙ্গবাসী, বসুমতি, সার্ভেণ্ট, অমৃতবাজার, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি পত্রিকায় বিশেষ প্রশংসিত।

শ্রীশ্রীরামলীলা। মূল্য ১।০ মাত্র।

(আদিকাণ্ড)

ভূমিকা শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল বেদান্তরত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত।

অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বনে পদ্যে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লিখিত। ২২০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। সুন্দর বাঁধাই। সোনার জলে নাম লেখা।

উপরোক্ত গ্রন্থ দুইখানি ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট উৎসব আপিসে প্রাপ্তব্য)।

শ্রীভরত।

শ্রীশ্রী অদ্বৈত মহাপ্রভুর বংশোদ্ভবা সাধনরতা ব্রহ্মচারিণী শ্রীমতী মানময়ী দেবী প্রণীত। মূল্য ১।০ মাত্র। একখানি অপূর্ব্ব ভক্তিগ্রন্থ। শ্রীভরতের অলৌকিক সংযম, ত্যাগস্বীকার ও বৈরাগ্য এবং সর্ব্বোপরি জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি ভাব অবলম্বনে সাধকের ভাষায় মর্ম্মস্পর্শী ভাবে লিখিত। সুন্দর বাঁধাই কাগজ ও ছাপা। সোনার জলে নাম লেখা। ২৫৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

বঙ্গবাসী, বসুমতী, সার্ভেণ্ট, অমৃতবাজার, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি পত্রিকায় বিশেষ প্রশংসিত।

উৎসবের নিয়মাবলী।

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা প্রতিসংখ্যার মূল্য ।/০ আনা। নমুনার জন্য ।/০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হ'তে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি **কার্য্যাধ্যক্ষ** এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার **অর্দ্ধেক মূল্যে** অর্ডার সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত

Registered No. C. 822

২২শ বর্ষ।] আষাঢ়, ১৩৩৪ সাল। [৩য় সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত ও

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"

শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

পারে যাইবার কথা।

কি হইলে পারে যাওয়া যায়? জ্ঞান না হইলে মৃত্যু সংসার সাগর পার হওয়া যায় না। জ্ঞান কি? জ্ঞান হইবে কিরূপে?

জ্ঞান মানে জানা। কি জানা? তোমার স্বরূপ জানাই জ্ঞান লাভ করা। স্বরূপে তুমিই এমন একটি বস্তু যেখানে কোন দুঃখ পৌঁছিতে পারে না। স্বরূপে তুমি এমন একটি বস্তু যাহার মৃত্যু নাই। যাহাকে অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, বায়ুতে শুষ্ক করিতে পারে না, জল দ্রব করিতে পারে না। স্বরূপে তুমি অজর, অমর, নিত্য, আনন্দময়।

আমার স্বরূপ যে এই বস্তু তাহা জানি কিরূপে? কোন্‌টি তুমি অনুসন্ধান কর, দেখিবে হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, মন, অহংকার ইহাদের কোনটিই তুমি নও। এই সমস্তের সমষ্টিও তুমি নও। দেহটা, তোমার মধ্যে যা আছে তার সমষ্টি। কিন্তু দেহটা "আমি" নই। দেহটা "আমার"। যাহা আমার তাহা আমি হইতে পারে না। "আমি" যাহাতে মাখান যায় তাহাই "আমার" হয়। কাজেই আমি হইতে তাহা ভিন্ন বস্তু। চৌকীর পায়া চোকী নয়। সেইরূপ আমার যাহা—তা সমষ্টি হউক বা ব্যষ্টি হউক তাহা আমি নয় বুঝিলাম। তবে আমিটি কোন বস্তু? আমিটি চৈতন্য বস্তু। চৈতন্য না থাকিলে দেখা, শুনা, যাওয়া, আসা, খাওয়া, ভ্রমণ করা, চিন্তা করা কিছুই থাকে না। এই চৈতন্যই আমার স্বরূপ। এই চৈতন্যকে ধর দেখিবে ইহা অতি সূক্ষ্ম, অতি ব্যাপক, আকাশ অপেক্ষা সূক্ষ্ম, আকাশ অপেক্ষা ব্যাপক। আকাশটা শূন্য বস্তু, সকল বস্তু ইহার মধ্যে থাকিতে পারে। সকল বস্তু থাকিবার অবকাশ ইহা, তজ্জন্য ইহার নাম আকাশ। চৈতন্য কিন্তু শূন্য বস্তু নহে, শূন্য আকাশের মত ইহার মধ্যে কোন অবকাশ নাই। ইহা নিবিড়, ঘন। ইহার মধ্যে কিছুই থাকিতে পারে না। সৈন্ধব লবণ খণ্ডের মত একরস বলিয়াই নিবিড়, ঘন।

তবে যে বলা যায় জগৎটা চৈতন্যে রহিয়াছে ইহা কি?

আদর্শে যেমন পার্শ্ববর্তী বস্তু সমূহের প্রতিবিম্ব থাকে সেইরূপ নিবিড় চৈতন্যে একটা প্রতিবিম্ব মাত্র থাকিতে পারে কোন বস্তু রাখিবার অবকাশ এই নিবিড়, এইঘন, এই একরস বস্তুতে থাকিতে পারে না। কিন্তু প্রতিবিম্ব কিরূপে আসিবে? জগতের একটা বিম্ব কোথায় যে প্রতিবিম্ব পড়িবে? জগতের বিম্ব

কিছুই নাই। অথচ জগৎটা আছে। এটা প্রতিবিম্ব মতই আছে। এই প্রতিবিম্ব কোথা হইতে আসিল? ইহা চৈতন্যের মহিমা—চৈতন্যের মধ্যে যে শক্তি আছে তাহার ভাবনা মাত্র। জগতটা চিত্তস্পন্দন কল্পনা। চিৎবস্তু ভাবনাযুক্ত হইলেই চিত্ত হয়। এই চিত্ত হইতে নিরন্তর ভাবনা বা সঙ্কল্পের স্ফুরণ হয়। স্ফুরণ হওয়াই চিত্তের স্বভাব, চিত্তের বৃত্তি বা উপজীবিকা। একক্ষণও চিত্ত বৃত্তি শূন্য হইয়া থাকে না। এই চিত্তকে বৃত্তি শূন্য করাই জ্ঞান মার্গের সাধনা। চিত্তকে যখন চিতের দিকে ফিরান যায়, যখন চিৎকে ইহা স্পর্শ করে তখন ইহা চিৎই হইয়া যায়—ইহা তখন ব্রহ্মই হইয়া যায়। ইহাই স্বরূপে স্থিতি। ইহাই জ্ঞান।

এই জ্ঞান লাভ করা ত অত্যন্ত কঠিন। ইহার অধিকারী কে?

জ্ঞানী হইতে না পার তবে ভক্ত হইয়া যাও। ভক্ত হইলে ভগবানের অনুগ্রহে জ্ঞান জন্মিবে, জন্মিলে মৃত্যু সংসার সাগর পার হইয়া যাইবে।

ভক্ত কি এই অনুগ্রহ পায়?

ভক্তই এই অনুগ্রহ পান। ভক্ত না হইলে ভগবানের অনুগ্রহ ধরা যায় না। মেঘ যেমন সর্ব্বত্র জল বর্ষণ করে সেইরূপ ভগবান্ সর্ব্বত্র অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। মানুষ সর্ব্বত্রই অনুগ্রহ পাইতেছে সত্য কিন্তু সে অনুগ্রহ যে ভগবান্ করিতেছেন ইহা বিশ্বাস করে না। সূর্য্যরূপে, চন্দ্ররূপে, বায়ুরূপে, জলরূপে, অগ্নিরূপে, পৃথ্বীরূপে, পিতারূপে, মাতারূপে, স্ত্রী বন্ধু বান্ধবরূপে, রাজা প্রজারূপে—আর কোন রূপেই বা নয়? গুরুরূপে, শাস্ত্ররূপে একমাত্র সেই চৈতন্যই অনুগ্রহ করিতেছেন—ইহা যখন মানুষ ধারণা করে তখন মানুষ কৃতজ্ঞ হইয়া যায়। মানুষ শ্রীভগবানের সেবা না করিয়া থাকিতে পারে না। শ্রীভগবানের আজ্ঞা পালন না করিয়া মানুষ থাকিতেই পারে না। আধাআধি ভাবে আজ্ঞা পালন নহে, সুবিধা মত তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন নয় কিন্তু তাঁহার আজ্ঞা তাঁহার প্রিয় কার্য্য—সকল গুলিই সে মান্য করে, আদর করে, ইহাদের মধ্যে সে যাহার পালন করিবার অধিকারী তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে উচ্চ অধিকার লাভ করিয়া সংসার সাগর পার হইয়া যায়। তাই বলা হইতেছে একবারে জ্ঞানী হইতে না পার প্রথমে ভক্ত হইয়া যাও ক্রমে দেখিবে তিনি তোমার চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া দিয়া, আদর্শকে নির্ম্মল করিয়া দিয়া আপন স্বরূপ দেখাইয়া বলিতেছেন এই দেখ আমি কে এবং তুমিই বা কে? একবারে "আমি" যে "তুমি" ইহা বুঝিতে পার না বলিয়া প্রথমে "আমার" হইয়া যাও। আমার ভক্ত হইয়া

যাও ক্রমে জ্ঞানী হইয়া মুক্ত হইবে। ভক্ত না হইলে কি জ্ঞানী হওয়া যায় না? কিছুতেই নহে। শুন শাস্ত্র কি বলেন—

মদ্ভক্তি বিমুখানাং হি শাস্ত্রগর্ত্তেষু মুহ্যতাম্।
ন জ্ঞানং ন চ মোক্ষঃ স্যাত্তেষাং জন্মশতৈরপি॥

ঈশ্বরে ভক্তি যাহাদের নাই তাহারা শাস্ত্রগর্ত্তে পড়িয়া মোহ প্রাপ্ত হয়। ইহারা শাস্ত্র লইয়া থাকিলেও ইহাদের শত জন্মেও জ্ঞানও হইবে না, মোক্ষও হইবে না।

"ভক্তিঃ প্রসিদ্ধা ভবমোক্ষণায় নান্যত্ততঃ সাধনমস্তি কিঞ্চিৎ" মৃত্যু সংসার সাগর হইতে মুক্তির জন্য ভক্তিই প্রসিদ্ধ। ভক্তিভিন্ন অন্য সাধন এখানে নাই।

তথা শুদ্ধি র্ন দুষ্টানাং দানাধ্যয়ন কর্ম্মভিঃ।
শুদ্ধাত্মতা তে যশসি সদা ভক্তিমতাং যথা॥

দানে বল, অধ্যয়নে বল, দুষ্টচিত্তের শুদ্ধি কিছুতেই তেমন হয় না যেমন ভক্তিমানের শুদ্ধান্তঃকরণে ভগবানের নাম ও যশ কীর্ত্তনে হয়।

সংসারময় তপ্তানাং ভেষজং ভক্তিরেব তে॥

সংসার তাপে যাহারা তপ্ত হইতেছে ভক্তি মাত্রই সেই তাপ নিবারণের ঔষধ।

ত্বদ্ভক্ত্যমৃত হীনানাং মোক্ষঃ স্বপ্নেঽপি নো ভবেৎ॥

শ্রীভগবানে ভক্তিরূপ অমৃত যে পান না করে তার স্বপ্নেও মৃত্যু সাগর হইতে মুক্তি হয় না।

ইদং মোক্ষ স্বরূপং তে কথিতং রঘুনন্দন।
জ্ঞান বিজ্ঞান বৈরাগ্য সহিতং মে পরাত্মনঃ॥
কিং ত্বেতদ্ দুর্ল্লভং মন্যে মদ্ভক্তি বিমুখাত্মনাম্॥
চক্ষুষ্মতামপি যথা রাত্রৌ সম্যক্ ন দৃশ্যতে।
পদং দীপ সমেতানাং দৃশ্যতে সম্যগেব হি॥
এবং মদ্ভক্তি যুক্তানামাত্মা সম্যক্ প্রকাশতে॥

শাস্ত্রাদি পাঠে পরোক্ষ জ্ঞান হয়, পরে সাধনা দ্বারা জ্ঞানের অনুভব হয়— ইহার সঙ্গে বৈরাগ্য থাকিবেই। এই যে স্বরূপে স্থিতি ইহাই মোক্ষ।

কিন্তু এই মোক্ষ কিছুতেই হইবে না যদি ঈশ্বরে ভক্তি না জন্মে।

অন্ধকার রাত্রে চক্ষু থাকিলেও কিছু দেখা যায় না। কিন্তু দীপের সাহায্যে সমস্তই সম্যগ্‌রূপে দেখা যায়। সেইরূপ ঈশ্বরে ভক্তিরূপ প্রদীপ না থাকিলে আত্মার সম্যক্ প্রকাশ হইতেই পারে না। এইরূপ কতই শাস্ত্র আছে কত আর বলা যাইবে?

বুঝিলাম ভক্তিবিনা জ্ঞান নাই, জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই কিন্তু ভক্তি হইবে কিরূপে?

শাস্ত্র কত প্রকারে "ভক্তি হইবে কিরূপে" ইহা বলিয়াছেন। বলিতেছেন— সৎসঙ্গ না হইলে মৃত্যু সংসার সাগর পার হওয়া যায় না। সাধুগণ সমচিত্ত, নিস্পৃহ, ইচ্ছা শূন্য, ইন্দ্রিয় জয়ী, শান্ত, ঈশ্বর ভক্ত এবং কোন কামনা তাঁহাদের নাই। ইষ্ট প্রাপ্তিতেও যা, অনিষ্ট বিপত্তিতেও তাই; কাহারও সঙ্গ তাঁহারা করেন না। সেই জন্য কোন কিছুতেই তাঁহারা আসক্ত নহেন। সমস্ত বাসনা, সমস্ত সঙ্কল্প, সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহারা সর্ব্বদা ঈশ্বর লইয়াই থাকেন। এইরূপ সাধুর মুখে জ্ঞানের কথা, ভক্তির কথা শুনিতে শুনিতে "ত্বৎ কথা শ্রবণেরতিঃ" ভগবৎ কথা শুনিতে পিপাসা বাড়িয়া যায়। তখন সনাতন বস্তুতে ভক্তি জন্মে ভক্তি কিরূপে হইবে তাহা বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—

মদ্ভক্তে কারণং কিঞ্চিদ্বক্ষ্যামি শৃণু তত্ত্বতঃ॥
মদ্ভক্ত সঙ্গো মৎসেবা মদ্ভক্তানাং নিরন্তরম্।
একাদশ্যুপবাসাদি মম পর্ব্বানুমোদনম্॥
মৎকথা শ্রবণে পাঠে ব্যাখ্যানে সর্ব্বদা রতিঃ।
মৎপূজা পরিনিষ্ঠা চ মম নামানুকীর্ত্তনম্॥
এবং সতত যুক্তানাং ভক্তিরব্যভিচারিণী।
ময়ি সঞ্জায়তে নিত্যং ততঃ কিমবশিষ্যতে॥
অতো মদ্ভক্তি যুক্তস্য জ্ঞানং বিজ্ঞান মেব চ।
বৈরাগ্যং চ ভবেচ্ছীঘ্রং ততো মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ॥

ভগবান বলিতেছেন—

ঈশ্বরভক্তি কিরূপে হইবে তাহা বলিতেছি মনোযোগ কর। "আমার ভক্তের সঙ্গ কর—ভক্ত সঙ্গে নিরন্তর আমার সেবা কর। একাদশী উপবাস কর, আমার পর্ব্ব সমূহ পালন কর। আমার কথা শ্রবণ কর, পাঠ কর, ব্যাখ্যা কর—ইহাতে তোমার প্রবল আসক্তি হউক। নিষ্ঠা পূর্ব্বক আমার পূজা কর,

আমার নাম কীর্ত্তন কর এই ভাবে আমাকে লইয়া সর্ব্বদা থাক তবেই আমাতে অব্যভিচারিণী ভক্তি জন্মিবে। ইহা জন্মিলে এবং সর্ব্বদা ভক্তির কার্য্য করিলে আর বাকি রহিল কি? সেই জন্য বলিতেছি আমাতে যার ভক্তি জন্মিয়াছে তাহার শাস্ত্র পাঠের জ্ঞান, অনুভব জ্ঞান এবং বৈরাগ্য শীঘ্রই জন্মিবে এবং ইহা হইতেই ভীষণ মৃত্যু সংসার সাগর হইতে মুক্তি লাভ হইবে।

নবধা ভক্তির কথা শাস্ত্র কত স্থানে দেখাইয়া দিতেছেন। তাহা আলোচন কর, করিয়া সেই মত কার্য্য কর। সব হইবে।

অযোধ্যাকাণ্ডে—অন্ত্যলীলা।

পঞ্চদশ অধ্যায়

চিত্রকূটে ভরত

অয়ং গিরিশ্চিত্রকূটস্তথা মন্দাকিনী নদী।
এতৎ প্রকাশতে দূরান্নীল মেঘনিভং বনম্॥ বাল্মীকি।

রামদর্শনাকাঙ্ক্ষী ভরত সসৈন্যে চিত্রকূটের নিবিড়বনে প্রবেশ করিলে বনভূমি বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। মদমত্ত বন্য গজযূথপতিসকল বন্যহস্তীসকলের সহিত চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল; ভল্লুকগণ, সবিন্দু-অবিন্দু হরিণসকল, ভীত চকিত ত্রস্ত হইয়া পর্ব্বত শিখরে, নদীতীরে ও বনভূমিতে দলে দলে দেখা যাইতে লাগিল। ভরতের চতুরঙ্গিনী সেনা প্রীতিভরে গমন করিতেছে, বর্ষাকালে মেঘসকল যেমন আকাশ আচ্ছাদন করে সেইরূপ ঐ সাগরপ্রবাহ সন্নিভ মহতীসেনা বনভূমিকে আবৃত করিয়া চলিয়াছে, গমনকালে বহুক্ষণ ধরিয়া হস্তী ও অশ্বাচ্ছাদিত বনও যেন দেখা যাইতে ছিলনা।

ভরত বহুদূরে আসিয়াছেন, বাহনসকল পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে, ভরত বশিষ্ঠদেবকে বলিতে লাগিলেন তপোধন! এইস্থান যেরূপ দেখিতেছি এবং যে প্রকার শুনিয়াছিলাম, তাহাতে মনে হইতেছে আমরা ভগবান্ ভরদ্বাজ লক্ষিত প্রদেশে যেন উপস্থিত হইয়াছি।

এই সেই চিত্রকূট, এই সেই মন্দাকিনী নদী, আর দূর হইতে নীলমেঘ সন্নিভ এই সেই বনরাজি দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি আমার পর্ব্বত-প্রমাণ হস্তিসমূহ-দ্বারা চিত্রকূট পর্ব্বতের রমণীয় গিরিশৃঙ্গসকল মর্দ্দিত হওয়ায়, বর্ষাকালে নীল মেঘ-সকল যেমন জলধারা বর্ষণ করে সেইরূপ শিখর জাত বৃক্ষসকল পর্ব্বতসানুদেশে কুসুমরাশি বর্ষণ করিতেছে। শত্রুঘ্ন! পর্ব্বতে এই সকল দেশে কিন্নর জাতির বাস, ঐ দেখ—আমাদের অশ্বগণে এই সমস্ত দেশ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হওয়ায় উহারা মকর সমাকীর্ণ সাগরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। এই সমস্ত মৃগ কেমন দেখাইতেছে দেখ—শরৎকালে আকাশমণ্ডলে মেঘসমূহ বায়ুবেগে চালিত হইয়া যেমন শীঘ্র গমন করে ইহাদিগকেও সেইরূপ দেখা যাইতেছে। বৃক্ষসকল শিখরাগ্রে কুসুমস্তবক ধারণ করিয়া মেঘের মত চর্ম্ম-ফলক (ঢাল) ধারী দাক্ষিণাত্যগণ যেমন মস্তকে কুসুম নির্ম্মিত ভূষণ ধারণ করে সেইরূপ দেখা যাইতেছে। এই বন পূর্ব্বে জনশব্দরহিত ঘোরদর্শন হইলেও আজ ইহাকে জনাকীর্ণ অযোধ্যার মত দেখিতেছি। তুরগ-খুর-খুন্ন ধূলিজাল গগনমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে, বায়ু তাহা শীঘ্র অপসারিত করিয়া যেন আমার ইষ্ট সাধনই করিতেছে। শত্রুঘ্ন! ঐ দেখ বনমধ্যে অশ্বযোজিত রথ সকল কেমন দ্রুতবেগে গমন করিতেছে আর, রথশব্দে প্রিয়দর্শন ময়ূরগণ ভীত ও ত্রস্ত হইয়া কিরূপ ভাবে বিহঙ্গগণের আবাসভূমি এই পর্ব্বতেই উড়িয়া বসিতেছে। এই দেশ অতিমাত্র মনোহর বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। এখানে তাপসেরা বাস করেন —ইহা স্পষ্টই স্বর্গপ্রদেশ। এই বনে বহু চিত্রমৃগ মৃগীর সহিত কেমন সুন্দর দেখাইতেছে। মনে হয় উহাদের দেহ যেমন কুসুমের দ্বারা চিত্রিত। আমার সৈন্যগণ এক্ষণে সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করুক, করিয়া যাহাতে পুরুষব্যাঘ্র রাম লক্ষণকে দেখিতে পায় তাহাই করুক। ভরতের বাক্যে বহু শস্ত্রপাণি বীরপুরুষ অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহারা একস্থানে দেখিল ধূমশিখা উত্থিত হইতেছে। উহারা শ্রীভরতের নিকটে আসিয়া জানাইল যেখানে মানুষের সমাগম নাই সেখানে অগ্নি থাকা অসম্ভব। স্পষ্টই বোধ হইতেছে এখানে রাম লক্ষণ আছেন। যদি ইহা না হয় তবে রাম সদৃশ অন্য তাপসেরা এখানে যে আছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অমিত্র-বল-মর্দ্দন ভরত এই সাধু-সম্মত বাক্য শ্রবণে সৈন্যগণকে বলিলেন এই স্থানে তোমরা অবস্থান কর অতঃপর আর অগ্রসর হইওনা। আমি, সুমন্ত্র ও ধৃতি—শুধু আমরাই গমন করিব।

সৈন্যেরা সেই স্থানেই ইতস্ততঃ অবস্থান করিতে লাগিল। যেদিকে

ধূমশিখা উত্থিত হইতেছিল সেই দিক লক্ষ্য করিয়া শ্রীভরত গমন করিতে লাগিলেন।

ভরতের সৈন্যগণ বাসের জন্য স্থান দেখিতে লাগিলেন এবং তাঁহারা সেনাদিগকে নিতান্ত হৃষ্টচিত্ত দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন প্রিয় শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইবার আর বিলম্ব নাই।

ষোড়শ অধ্যায়।

চিত্রকূটে রাম বৃত্তান্ত।

উপস্পৃশং স্ত্রিষবণং মধুমূল ফলাশনঃ।
নাযোধ্যায়ৈ ন রাজ্যায় স্পৃহয়েয়ং ত্বয়াসহ॥ বাল্মীকি।

[উপস্পৃশং=স্নানং কুর্ব্বন্]

শ্রীভগবান্ শ্রীসীতাকে বলিতেছেন তোমার সঙ্গে মন্দাকিনী গঙ্গাতে ত্রিকালীন স্নান, এই বনজাত মধুপান ও ফলমূল ভক্ষণ করিয়া আমি অযোধ্যা বা রাজ্য কিছুই ইচ্ছা করি না। এই গজযূথ আলোড়িতা, এই মাতঙ্গসিংহ বানর কর্ত্তৃক নিপীত সলিলা, এই পুষ্পিত বনশালিনী, প্রস্ফুট পুষ্পালঙ্কৃতা রমণীয়া মন্দাকিনী—এই নদীতে স্নান করিয়া গতক্লম না হয় আর তৃপ্ত না হয় এমন মানুষই নাই। সীতারামের চরণরেণু পবিত্রীকৃত সেই চিত্রকূট, জনকতনয়াস্নান পুণ্যোদকশালিনী সেই মন্দাকিনী আজকালকার এই দিনেও অতিরমণীয় তীর্থক্ষেত্র, এখনও ইহা সুন্দর সাধনার স্থান। এখনও এই চিত্রকূট, মন্দাকিনী, কামদগিরি, লক্ষ্মণগিরি, প্রমোদবন, জানকীকুণ্ড, তীর্থকোটি, দিব্যাঙ্গনী, হনুমানধারা, অনুসূয়া, এখনও এখানকার বৃহৎ বৃহৎ শিলাবিকীর্ণ পর্ব্বতমালা, পার্ব্বতীয় পথ, বনস্পতি, বনলতা, বনফুল, স্থানে স্থানে জলধারা, গিরিকন্দর তদুপরি ময়ুর ময়ুরীর নৃত্য, পাখীর স্বরে চি-ত্র-কূট উচ্চারণ, নানাবিধ বন বিহঙ্গের পরিষ্কার ঝঙ্কার, ইহাদের বিচিত্র দ্রুত

গমন ভঙ্গী, এখনও এখানকার নীল আকাশে তুষার ধবল পর্ব্বতাকার মেঘপুঞ্জ, এখনও এই পর্ব্বত সানুদেশে অস্তঃসূর্য্য বিচ্ছুরিত রশ্মিপুঞ্জোদ্ভাসিত রজতমণ্ডিত নীল মেঘের বপ্রক্রীড়া—এই সমস্ত নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য ভক্তের প্রাণে রামরামের ঝঙ্কার তুলে।

ভগবান্ বাল্মীকি রচিত বৃহৎ রামায়ণের চিত্রকূট মাহাত্ম্যে যাহা বর্ণিত আছে তাহা যে সম্পূর্ণ সত্য এখনও তাহা অনুভব করা যায়, যদি একটু বিশাল দৃষ্টিতে, যদি একটু ভক্তির চক্ষু লইয়া এই সমস্ত দেশে ভ্রমণ করা যায়।

বৃহৎ রামায়ণে ভগবান্ বাল্মীকি বলিতেছেন—

চিত্রকূট গিরৌ রম্যে মন্দাকিন্যা স্তটেশুভে।
ঋষীণামাশ্রমপদে সদা তিষ্টতি সানুজঃ॥

*　　*　　*　　*　　*

যয়ো ভূতা নদী যত্র রামরূপা ন সংশয়॥

রমণীয় চিত্রকূট পর্ব্বতে, মন্দাকিনীর শুভতটে ঋষিগণের আশ্রম পদে এখনও লক্ষ্মণের সহিত রাম বাস করেন। আর এই মন্দা যে রামময়ী হইয়া রামরূপা হইয়া আছে ইহাতে কোন সংশয় নাই। ভগবান্ বাল্মীকি ইহাই বলিতেছেন। তোমার সংশয় যদি থাকে—তাহা তোমার দুর্ভাগ্য। এই কলিকালে ভাগ্যহীন নর নারী ঘরে ঘরে দেখা যাইতেছে। ইহারা সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট অসন্তুষ্টা। ইহারা সংসারাশ্রমে বাস করে না। ইহারা যেখানে থাকে সে স্থানকে জ্বালা মালাময় করিয়া ফেলে। কেন এমন হয়? হইবে না ত কি হইবে বল? ইহারাও জপ তপ করে কিন্তু এই জপ তপ যতক্ষণকে ততক্ষণ। যতক্ষণ জপ করে ততক্ষণ চুপ চাপ—ছাড়িয়া উঠিয়াই বিষ উদ্গীরণ করিয়া সংসার জ্বালাইয়া দেয়। বলিতেছিলাম কেন এমন হয়? হায়! ইহাদের কোন পুণ্যকর্ম্ম করা নাই। পুণ্যকর্ম্ম করা না থাকিলে মন কিছুতেই শুদ্ধ হয় না। এরূপ নর নারীও যদি এই অবস্থাতেও প্রতিদিন নিয়ম করিয়া কিছু কিছু দান করে তবে ইহাদের দুষ্কৃতি খণ্ডিত হইয়া কিছু কিছু পুণ্য সঞ্চিত হইবেই। অতি দরিদ্র সংসারীও প্রতিদিন নিয়ম করিয়া আহারের পূর্ব্বে অতিথির জন্য মুষ্টি ভিক্ষা লইয়া যেন অপেক্ষা করে। আর অতিথিকেও ভগবান্ বোধে যেন মুষ্টি ভিক্ষা দিয়া পুণ্য সঞ্চয় করে। তার পর যখন বেশী যুটিবে ভগবান্ বোধে যথাসাধ্য দান করিতে যেন অভ্যাস করে।

যাহা হউক চিত্রকূট সম্বন্ধে সুতীক্ষ্ণ ঋষি ভগবান্ অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

কথং শ্রীরাম রাজাসৌ সপ্তাবরণ শোভিতঃ।
জানক্যা সহিতঃ শ্রীমান্ মন্দিরে রত্নভূষিতে॥
অভ্যন্তরে পর্ব্বতস্য বিহারং কুরুতে পরঃ।
এতৎ বিস্তারতো ব্রূহি সংসারার্ণব তারক॥

রত্নভূষিত সপ্তাবরণ শোভিত এই চিত্রকূটাভ্যন্তরবর্ত্তী মন্দিরে, সেই রাজ-রাজেশ্বর শ্রী জানকীর সহিত কিরূপে বিহার করেন—হে সংসারার্ণব তারক! তাহাই বিস্তৃত ভাবে বলিতে আজ্ঞা হয়।

ভগবান্ অগস্ত্য শ্রীভগবানের এই নিত্য বিহার তখন বলিতে লাগিলেনঃ— চিত্রকূট পর্ব্বত মধ্যে সন্তানক বন। বনের মধ্যে বিধাতা নির্ম্মিত সরোবর। সরোবরের উত্তর দিকে বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত মণিমাণিক্য বিজড়িত মন্দির। ইন্দ্রনীল, মহানীল, পদ্মরাগাদি বিজড়িত চতুর্দ্দার সেই অপূর্ব্ব মন্দিরের। মন্দির রত্নকবাট দ্বারা সুশোভিত। মন্দিরের শিখর দেশ মণিমানিক্য-শোভিত হেম-কুম্ভ যুক্ত। মন্দিরের তোরণ দ্বার সমূহ মুক্তাদাম বিলম্বিত।

ভগবান্ বাল্মীকির বর্ণনা কতই সুন্দর! মন্দিরের চারিধারেই রমণীয় বনভূমি। সেথানে হংস, পারাবত, ময়ূর, কোকিল, শারিকা, শুকবৃন্দ সর্ব্বদা আনন্দধ্বনি করিতেছে। মন্দির সহস্র স্তম্ভ বিশিষ্ট এবং বজ্রভিত্তি বিনির্ম্মিত। মন্দিরের মধ্যে রম্য দিব্য রত্নবিনির্ম্মিত বেদিকা। ত্রৈলোক্যের সারভূত বস্তু দ্বারা এই রম্য মন্দির সুশোভিত। চারিদিকের সরোবর মণিবদ্ধ সোপান যুক্ত। মন্দিরের মধ্যে আবার পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর—এই চারিদিকেই কত মন্দার, কত পারিজাত, কত সন্তান, কত হরিচন্দন বৃক্ষ। মধ্যদেশের বেদিকা কল্পবৃক্ষ তলে। মন্দির যোজনায়তন।

অতি প্রশস্ত বেদিকার উপরে দিব্য রত্নকাঞ্চন নির্ম্মিত, ইন্দ্রনীলাদি নবরত্ন খচিত মনোহর সিংহাসন। রস বিগ্রহ শ্রীভগবান্ সীতার সহিত সেই সিংহাসনে উপবিষ্ট। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্রাদি ত্রিদশ সেব্যমান শ্রীভগবান্‌কে এই পর্ব্বতান্তরাল-স্থিত রত্নভূষিত মন্দিরে যিনি ধ্যান করেন, তিনি এক্ষণেই সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়েন এবং তাঁহার সর্ব্ব কামনাই সিদ্ধ হয়।

ধ্যায়ন্তি যে শ্রীরঘুবংশ বর্দ্ধনং
সিংহাসনাসীনমুদার বর্চ্চসম্।

নগস্য মধ্যে সুবিশাল মন্দিরে,
তে দেববন্দ্যা ভগবৎ প্রিয়ো নরাঃ ॥

বৃহৎ রামায়ণ মন্দির বর্ণনার পরেই আবরণ দেবতাগণের সংবাদ দিতেছেন। ধ্যানকালে ভক্তিমান্ সাধকের ভক্তিবর্দ্ধনের জন্য যাহা যাহা আবশ্যক হয় সেই সমস্তই এই হৃদ্পুণ্ডরীক মধ্যবর্ত্তী জ্যোতির্ম্ময় হৃদয়াকাশে বিরাজ করিতেছে। এই সূর্য্য-চন্দ্র-অগ্নি মণ্ডলের মধ্যে শক্তি শক্তিমান্, শ্রীভগবানের অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত, সমস্ত বিভূতি, সমস্ত দেবতা, সমস্ত মুনি ঋষি, পুণ্যসলিলা সমস্ত নদী, সমস্ত ভক্ত—সমস্তই এক সঙ্গে পাইয়া সাধকের ভরিত হইয়া যাইবারই কথা। এই সপ্তাবরণের সংবাদ বৃহৎ রামায়ণ দৃষ্টে এই স্থানে উল্লেখ করা হইতেছে।

এইখানে অতি প্রয়োজনীয় আর একটি কথা বলা আবশ্যক। নিতান্ত অধঃপতিত হইলেও আমরা বিশ্বাস করি হৃদয়ে ভগবান্ আছেন আর যেখানে ভগবান্ সেইখানেই তাঁহার আবরণ দেবতা ও ভক্ত মণ্ডলী থাকিবেনই। হৃদয়ে দেবতা আছেন ইহা বিশ্বাসের কথা কিন্তু সেই দেবতাকে বাহিরে দেখার জন্যই মানস পূজা ও বাহ্য পূজা আবশ্যক। ইহা যাঁহারা ঠিক ঠিক করিতে পারেন তাঁহারা সমস্তই বাহিরেও দেখেন।

প্রথম আবরণে— রাম পাদপ্রিয়া বিভূতিদা ঋদ্ধিদা শ্যামা কান্তিমতী কান্তা বিমলাদি সখীবৃন্দ।

ইঁহারা— রামরম্যা রামরতা রামনাম পরায়ণা।
জানকী লক্ষ্মণাভিজ্ঞা জানকীপাদসেবিকা ॥

ইঁহাদের কেহ বীণা বাদন করিতেছেন, কেহ মৃদঙ্গ বাজাইতেছেন, কেহ গান করিতেছেন, কেহ তাল দিতেছেন, কেহ হাস্য করিতেছেন। কেহবা—

শ্রীরামচন্দ্রস্য মুখ পঙ্কজ নিঃসৃতং
তাম্বুলং চর্ব্বণং চক্রে—ইত্যাদি।

আহা! এই ঘনীভূত-স্বরলহরী যেখানে মূর্ত্তি ধরিয়া বিশ্বসঙ্গীত তুলিতেছেন, এই উপনিষদোদ্যান্ কেলীকলকণ্ঠী, বীণাস্বাদন উল্লাসপরা সঙ্গীত মাতৃকা, যাঁহারা স্বরে শক্তি এবং ব্যঞ্জনে শিব, শুকপক্ষীর কণ্ঠস্বর জিনিয়া যাঁহাদের কণ্ঠস্বর, ভ্রমর কুল বিনিন্দিত যাঁহাদের কেশ গুচ্ছ, যাঁহারা নয়ন মাধুরীতে হরিণীর নয়নকে

পরাস্ত করিয়াছেন, যাঁহারা শশাঙ্ক সুন্দর বদনা, কুন্দ-কুসুম দশনা, যাঁহাদের অরুণাধর, বিম্বফলকে পরাস্ত করে, যাঁহাদের মন্থর গমন মরাল গতিকে লজ্জা দেয়, যাঁহারা সৌন্দর্য্য প্রসূত আনন্দ সম্পদের উন্মেষকারিণী, যাঁহারা নব নব করুণা প্রদর্শন ব্যাপারে পরিপূর্ণা, যাঁহাদের চক্ষু নূতন জল কল্লোলের মত কত অস্ফুট কথা কয়, আহা এই আলোক মন্দিরে, এই সমস্ত আলোক তরঙ্গের মূর্ত্তি, এই সমস্ত সঙ্গীত লহরী, যাঁহারা ক্ষণকালের জন্যও ভাবনায় আনিতে পারেন, তাঁহাদের চিত্ত যে কোথায় ডুবিয়া যায় তাহা বর্ণনা করিতে চেষ্টা না করিয়া কল্পনায় আনাই ভাল। আহা! মানুষের হৃদয়ের অতি নিভৃত প্রদেশে যেন এই সর্ব্বানন্দময়ী স্বর লহরী নিরন্তর বিরাজ করিতেছে, মানুষ ভিতরে ঢুকিতে পারে না বলিয়াই নিরন্তর বাহিরে ছুটাছুটি করে ও দুঃখ পায়।

একবার স্থির হইয়া ধারণা করিয়া দেখ দেখি এই আপন ঝঙ্কৃত বীণা গুঞ্জনে ভরিত হৃদয়ার করুণা তরঙ্গ-উদ্বেলিত অপাঙ্গ—দেখ দেখি ইহা ফুল্লফুল-মধুগন্ধ-মুগ্ধভৃঙ্গমত কিনা? ঐ দেখ কোন্ কমনীয় হস্ত বীণায় সংলগ্ন হইয়া ঐ ঝঙ্কার তুলিতেছে—বলনা ঐ শান্ত মৃদুধ্বনিকারিণী কুচভর নমিতাঙ্গীকে প্রণাম প্রণাম প্রণাম না করিয়া থাকিতে পার কি? আহা! ঐ যে যাঁহার কেশপাশ গ্রীবা-দেশে বিগলিত, ঐ যে যিনি তন্ত্রীতাড়নে তাল রক্ষা করিতেছেন, যাঁহার কর্ণভূষণ মৃদুমন্দ আন্দোলিত, বীণা বাদনে ব্যাপৃত থাকায় যাঁহার মস্তক মৃদুমন্দ কম্পিত, আহা এই মুক্তা কর্ণ ভূষণ-শোভিত মুগ্ধ হাস্য জড়িত বদন চন্দ্রমা—ইহা কাহার মানস অন্ধকার না চিরতরে বিনষ্ট করে?

দ্বিতীয় আবরণে— অনিমাদি বিভূতি সমূহ মূর্ত্তি ধরিয়া। যখন ভক্ত ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেন "কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া।" কি কি ভাবে ঠাকুর তোমায় চিন্তা করিব তখন ভগবান বলেন আমার বিভূতি ধরিয়া আমাকে চিন্তা করিবে। আমার কথা শুনিয়া শুনিয়া মনন করিয়া করিয়া—মনকে আমার ভাবে ভরিত করিয়া যখন সূর্য্য দেখিবে তখন ভাবনা করিবে সূর্য্যরূপে আমিই, এইরূপ চন্দ্ররূপে, তারকারূপে, নীল নভোরূপে, পর্ব্বতরূপে, সমুদ্র-রূপে, নদীরূপে, বায়ুরূপে, বিদ্যুৎ বজ্ররূপে, সুন্দর কুৎসিৎ রূপে, গুরু মন্ত্র-রূপে, ইষ্টরূপে, পিতারূপে, মাতারূপে, আচার্য্যরূপে, অতিথিরূপে আমিই আছি। আর এখানে সমস্ত বিভূতি মূর্ত্তি ধরিয়া তোমার কাছে জোড় হস্তে দাঁড়াইয়া—বলনা কত সুন্দর! আজ এই জগৎটা বুঝি লৌকিক

ভালবাসাই বুঝে আর বুঝি বৈদিক ভালবাসা ধরিতেই পারে না। লৌকিক ভালবাসায় যাহাকে ভালবাসি সে আমার—কাজেই আমার কলঙ্কে সে কলঙ্কিত কিন্তু বৈদিক ভালবাসায় সর্ব্বকলঙ্ক শূন্য সে, আর আমি তার হইয়া তার মতন নির্ম্মল, বিশুদ্ধ হইয়াই তাহারে পাই।

তৃতীয় আবরণে—ধ্যানপরায়ণা, সর্ব্বাবরণভূষিতা, দেবমাতা গায়ত্রী-দেবী। চারিবেদ, অষ্টাদশপুরাণ, সংহিতা, আগম—সমস্ত শব্দরাশি—পৃথক পৃথক মূর্ত্তি ধরিয়া। সর্ব্ব সাধুশব্দ মাখা, অস্পন্দভরা প্রথম স্পন্দন, সেই চতুর্দ্দশ ভুবন বিহারিণী, সেই ভিতরের শ্বাসপ্রশ্বাস রূপে জগৎজীব ধারিণী ত্রিলোকজননী দেখিতে কেমন তাহা তাঁহার অনুগ্রহ ভিন্ন বলা কি যায়?

চতুর্থ আবরণে—ব্রহ্মা, শম্ভু, আদিত্যগণ, বসুগণ, সাধ্য, মরুদ্গণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বগণ "ধ্যায়ন্তি জানকীং শান্তং চতুর্থাবরণেস্থিতা।" সন্দেহ করিবার কি আছে? এই সগুণব্রহ্ম-সৌন্দর্য্য-লহরীর আদি লহরী এই জানকীই আপনি বলিতেছেন "মাং বিদ্ধি মূলপ্রকৃতিং সর্গস্থিত্যন্ত কারিণীম্," ইনিই বলিতেছেন "এবমাদীনি কর্ম্মাণি ময়ৈবাচরিতান্যপি আরোপয়ন্তি রামেঽস্মিন্ নির্ব্বিকারেঽখিলাত্মনি"—আমাকে মূলপ্রকৃতি জানিও আমিই সৃষ্টি স্থিতি অন্ত করিয়া থাকি, আমিই সমস্ত কর্ম্ম করি, আর লোকে সেই নির্ব্বিকার, অখিলাত্মা রামে সেই সব আরোপ করে, বলে রামই করেন। এই সীতাই "বিষ্ণোর্লক্ষ্মী," আবার "লোকে স্ত্রীবাচকং যাবত্তৎ সর্ব্বং জানকীশুভা। পুন্নামবাচকং যাবত্তৎ সর্ব্বং ত্বং হি রাঘব" "তস্মাল্লোকত্রয়ে দেব যুবাভ্যাং নাস্তি কিঞ্চন।" শাস্ত্র আবার বলিতেছেন "এষা সীতা হরের্ম্মায়া সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী," "সীতা ভগবতী মায়া জনসম্মোহকারিণী," "সীতাং মহামায়াং রাবণোঽপ-হরিষ্যতি" "সীতা ভগবতী লক্ষ্মী রামপত্নী যশস্বিনী" "কালী-সীতাভিধানেন জাতা জনকনন্দিনী" "সীতা চ যোগমায়েতি বোধিতোঽপি ন বুধ্যসে" "আস্তেত্বয়া জগদ্ধাত্রি......অগ্রতো যাহি বৈকুণ্ঠং," ৩৮। উত্তঃ চতুর্থসর্গঃ—এই যিনি তাঁহাকে ব্রহ্মা শম্ভু ইত্যাদি দেবতাই না ধ্যান করেন? তুমি সন্দেহ তুলিয়া আত্মবধ নাটকের অভিনয় কর কেম? আর অন্য লোককে এই বধ নাটকের অভিনয়ে ডাক কেন?

পঞ্চমাবরণে—বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, ব্যাস, অগস্ত্য, নারদাদি মুনীশ্বরগণ। জগতের জ্ঞানগুরু, ভক্তিগুরু, প্রেমগুরু যাঁহারা তাঁহাদের শ্রীচরণে লুটাইয়া পড়িতে না পারিলে ভিতরে প্রবেশ করা যায় কি?

ষষ্ঠাবরণে—নদীগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ। এখানে শঙ্করমৌলিনিবাসিনী ত্রিলোকনমিতা গঙ্গা, এখানে কলরব নূপুর হেমময়াঞ্চিত পাদ সরোরুহ সারুণিকা, তালবিনোদিত মানস মঞ্জুল পাদগতা যমুনা, এখানে মূর্ত্তিমতী গদ্‌গদ্‌সলিলা গোদাবরী, এখানে সরস্বতী, নর্ম্মদা, সিন্ধু, কাবেরী প্রভৃতি দিব্যরূপধারিণী নদীসকল রসবিগ্রহ রামসীতার সেবার্থ দণ্ডায়মানা।

সপ্তমাবরণে—দিব্যদেহধারী, সুগ্রীব, হনুমান, বিভীষণ, ধ্রুব, প্রহ্লাদাদি ভক্তগণ। সীতারাম চক্ষে চক্ষু রাখিয়া আনন্দাশ্রু জলে ইহাঁদের বক্ষ ভিজিয়া যাইতেছে। জোড়হাতে অচঞ্চলে দাঁড়াইয়া ইহাঁরা কোন্ রাজ্যে ডুবিয়া যাইতেছেন কে বলিবে? এই সপ্তাবরণের সকলেই রামানন্দ-রসোৎসুক। এখানে কত গৌরবর্ণ, কত শ্যামবর্ণ, কর্ব্বূরবৃন্দ। এই সপ্তাবরণ মধ্যে—

জানকীজানিঃ সখীভিঃ সহিতো হরিঃ।
সিংহাসনে রাজমানঃ সর্ব্বেষাং পুরতস্থিতঃ।

ভগবান্ বাল্মীকি বলিতেছেন—

এবমাবরণোযুক্তং যো ধ্যায়ন্তি রঘূত্তমম্।
চিত্রকূটস্থমচলং মনোবাঞ্ছা ফলং লভেৎ॥

এই মহিমান্বিত পর্ব্বতকে এখনও সকলে প্রদক্ষিণ করে। চিত্রকূটের আজকালকার এক নাম কামদগিরি। ভিতরে প্রবেশের চারিদ্বার—কামধেনু, মুখারবিন্দ, ভরতমিলন—চতুর্থ দ্বারের নাম আমরা জানিতে পারি নাই। এখন আমরা শ্রীভগবানের মুখ হইতে সীতার প্রতি প্রযুক্ত বাক্য ভগবান্ বাল্মীকির বর্ণনা মত বলিতে যাইতেছি। তোমার আমার সে ভাগ্য কোথায় যে ভগবান্ আমাদের সঙ্গে কথা কহিবেন? এইভাবে শ্রীভগবানের কথা শুনিয়া ধন্য হওয়া ইহাও বড় সৌভাগ্যের কথা। ইহাই লঘুপায়ে ভজনের প্রধান অঙ্গ।

বৈদেহীকে আনন্দ দিবার জন্য এবং আপনারও চিত্ত বিনোদন জন্য গিরি-বন-প্রিয় শ্রীরামচন্দ্র দীর্ঘকাল ধরিয়া এই রমণীয় চিত্রকূট পর্ব্বতে বাস করিতেছেন। ইন্দ্র যেমন শচীকে কত সুন্দর বস্তু দর্শন করান সেইরূপ আজ রাম সীতাকে চিত্রকূটের অতি সুন্দর স্থানে আনিয়া সীতাকে কত বিবিধ বস্তু

দেখাইতেছেন। একবার চক্ষু নিমীলিত করিয়া মানস নেত্রে দেখ দেখি—রাম বলিতেছেন ভদ্রে! এই রমণীয় শৈল দর্শনে রাজ্যনাশ ও সুহৃদ্বিচ্ছেদ আমার মনকে ব্যথিত করিতেছেনা। কল্যাণি! দেখ এই পর্ব্বতের আশ্চর্য্য শোভা! কত বিচিত্র বর্ণের পক্ষী এই পর্ব্বতে বাস করিতেছে দেখ; আর দেখ বিচিত্র ধাতু রঞ্জিত পর্ব্বত শিখর সকল কেমন আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। কোথাও রজতবর্ণ, কোথাও রক্তবর্ণ, কোথাও পীতবর্ণ, কোথাও মঞ্জিষ্ঠার মত লোহিতবর্ণ, কোথাও ইন্দ্রনীলপ্রভ, কোথাও বা পুষ্প স্ফটিক, কোথাও বা কেতক কুসুমের ন্যায় আভাবিশিষ্ট, কোথাও নক্ষত্রপ্রভ, কোথাও পারদপ্রভ—ধাতু বিভূষিত পর্ব্বত শিখর প্রদেশ সকল শোভা পাইতেছে। তপস্যা প্রভাবে হিংসাদি দোষরহিত নানাজাতীয় মৃগ, দ্বীপী=মহাব্যাঘ্র, তরক্ষু=ক্ষুদ্রব্যাঘ্র, ভল্লূক এবং বহু পক্ষী সমাকুল এই পর্ব্বত—ইহার শোভা বর্ণনাতীত। আর এখানে কত প্রকারের বৃক্ষ দেখ—আম, জাম, অসন, শ্বেতবর্ণ লোধবৃক্ষ, পিয়াল, কাঁটাল, অঙ্কোল, ভব্যতিনিশ, ভিল্ল, তিন্দুক, বেণু, কাশ্মরী, অরিষ্ট (নিম্ব), বরণ, মধূক, তিলক, কূল, আমলক, নীপ, বেত্র, ধন্বন (ইন্দ্রজবা) ও বীজক (দাড়িম্বাদি বীজ প্রচুর ফলশালী বৃক্ষ) এবং অন্যান্য পুষ্প-ফল শোভিত, ছায়া-বহুল মনোহর বৃক্ষ সকল এই পর্ব্বতের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। ভদ্রে! ঐ দেখ ঐ সুরম্য সানুদেশে কিন্নর মিথুন কেমন পরম সুখে বিহার করিতেছে। অদূরে বিদ্যাধরী সকলের রমণীয় ক্রীড়াস্থানে উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও কিন্নরগণের খড়্গ সকল বৃক্ষশাখায় সংলগ্ন আছে। স্থানে স্থানে জল প্রপাত ঊর্দ্ধ হইতে পতিত হইতেছে, কোথাও বা নির্ঝর সকল ভূমিভেদ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, কোথাও বা অল্প নির্ঝর সকল এই পর্ব্বতকে মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় শোভাযুক্ত করিয়াছে। গুহামুখ বিনির্গত সমীরণ নানাবিধ পুষ্পের বহুবিধ গন্ধ আহরণ করিয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করিতে করিতে কাহাকে না আনন্দিত করিতেছে? অনিন্দিতে! যদি আমি বহুবৎসর এখানে তোমার সঙ্গে ও লক্ষণের সঙ্গে বাস করি, তথাপি কোনও শোক, কোন প্রকারে আমাকে অভিভূত করিতে পারিবে না। ভামিনি! বহুবিধ পুষ্প ফল সম্পন্ন, নানা-জাতীয়-বিহঙ্গম পূর্ণ বিচিত্র শিখর সমন্বিত এই পরম রমণীয় চিত্রকূটে আমি অতিমাত্র প্রীতিলাভ করিতেছি। এই বনবাসে আমি পিতার ঋণমুক্তি এবং ভরতের প্রীতি এই দ্বিবিধ ফল লাভ করিতেছি।

"অনেন বনবাসেন ময়া প্রাপ্তং ফলদ্বয়ম্।
পিতুশ্চানৃতা ধর্ম্মে ভরতস্য প্রিয়ং তথা॥"
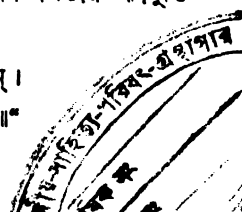
আমার এই বনবাসে পিতার ঋণমুক্তি হইল, ভগবানের এই বাক্য বুঝিতে ক্লেশ নাই; কিন্তু বনবাসের দ্বিতীয় লাভ ভরতের প্রীতি—ইহা ভগবান্ কেন বলিলেন? তবে কি ভরতের উপরেও ভগবানের কোন সন্দেহ ছিল?

আমরা বহুবার বলিয়াছি গীতার মধ্যে শ্রীভগবান্ যেমন কোথাও নির্গুণ-ব্রহ্মভাবে বলিতেছেন "নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্—কোথাও সগুণ ভাবে বলিতেছেন "ময়া তত মিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা," কোথাও আত্মা ভাবে বলিতেছেন "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ অজোনিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে" আবার কোথাও অবতার ভাবে বলিতেছেন "কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃপ্রণশ্যতি" "তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার সাগরাৎ," "মামেকংশরণংব্রজ" এই রামায়ণেও সেইরূপ শ্রীভগবান্ কোথাও অলৌকিক ভাবে বলিয়াছেন, কোথাও বা লৌকিক ভাবে সকল মানুষের মনে যেরূপ ভাবের উদয় হইয়া থাকে সেইরূপ ভাবের কথা কহিয়াছেন। ভগবানের অবতার ভাবে লৌকিক অলৌকিক উভয় লীলাই থাকিবে ইহা জটিল নহে। যাহারা রামকে অবতার বলিতে পারেননা তাঁহাদের নিকট রামচরিত্র জটিলই বটে।

বৈদেহি! আমার সহিত এই চিত্রকূটে বিহার করিয়া—বলিতে বাক্য গদ্ গদ্ হইয়া যায়, মন আনন্দে ভরিত হইয়া উঠে—এখানকার এই সমস্ত পদার্থ দেখিয়া তোমার আনন্দ হইতেছে ত? ভগবান্ জগজ্জননী শ্রীজানকীর চিবুক ধরিয়া বড় আদর করিয়া এই সমস্ত বলিতেছেন, আর জানকী কেমন হইয়া যাইতেছেন, ইহা মানস নয়নে দেখিতে পারিলে কত কি হয়! ইহাত ধ্যানের বিষয়! ভয়ভীত মানুষের ভয় দূর করিবার জন্য যেমন ধ্যান করিতে হয়—

হত্বা যুদ্ধে দশাস্যং ত্রিভুবনবিষমং বামহস্তেন চাপং
ভূমৌ বিষ্টভ্য তিষ্ঠন্নিতর করধৃতং ভ্রাময়ন্ বানমেকম্।
আরক্তোপান্তনেত্রঃ শরদলিতবপুঃ সূর্য্যকোটিপ্রকাশো
বীরশ্রীবন্ধুরাঙ্গ স্ত্রিদশপতিনুতঃ পাতু মাং বীররামঃ॥ ৮৮

অঃ রা যুদ্ধ কাণ্ড একাদশ স্বর্গঃ।

টীকাকার বলিতেছেন "এবং ধ্যাতৃণাং সর্ব্বভয়াপহমিতি তন্ত্রেষু প্রসিদ্ধম্"।

করনা এই ধ্যান—আর অপেক্ষা কর—দেখ তোমার সমস্ত ভয় দূর হয় কিনা—এমন কি মৃত্যুভয় পর্য্যন্ত। অর্থাৎ এইমাত্র রাবণ বধ হইল—ভগবানের সেই রণকর্কশ ভাব এখনও যায় নাই। ব্যাসদেব বলিতেছেন ত্রিলোক কণ্টক

রাবণকে যুদ্ধে বিনাশ করিয়া, বামহস্তে ধনুকের অগ্রভাগ দিয়া পৃথিবী স্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান, দক্ষিণহস্তে একটি বাণ লইয়া ঘুরাইতেছেন, নেত্রকোণ এখনও রক্তবর্ণ, ঘনশ্যামবপু রাবণ-শর-দলিত, কিন্তু কোটি সূর্য্যের প্রকাশ দেহ হইতে বিচ্ছুরিত হইতেছে, ত্রিদশপতি—সুতঃ ইন্দ্রমুকুটমণিরাজিত চরণ, যথোচিত নতোন্নতাঙ্গ, বীর রামচন্দ্র—আহা! এই ঠাকুর আমাকে রক্ষা করুন। বলিতেছিলাম বিঘ্ন-ব্যাকুল মানুষের বিঘ্ন দূর করিবার জন্য যেমন দশানন বিনাশের অব্যবহিত পরবর্ত্তী শ্রীভগবানের এই মূর্ত্তি ধ্যান করিতে হয়, সেইরূপ প্রিয়জন সমাগমে ভরিত চিত্ত মানুষের ধ্যানের জন্য এই নির্জ্জন পর্ব্বত কানন প্রিয় শ্রীভগবানের এই আদর, বরণীয় ভর্গরূপিণী মা জানকীর প্রীতি, ইহার ধ্যান করিতে হয়। শ্রীভগবান্ আবার বলিতেছেন—রাজ্ঞি! রাজর্ষিগণ বলেন রাজার পক্ষে এইরূপ নিয়মে বনে বাস করাই অমৃত—মোক্ষ সাধক। আমার প্রপিতামহ মন্বাদি, বনবাসকে শরীরত্যাগোত্তর হিরণ্যগর্ভলোক প্রাপ্তি রূপ প্রয়োজন সাধক বলিয়াছেন। মৈথিলি! ঐ দেখ শ্বেত পীত নীল লোহিত—বিবিধ বর্ণের বিবিধ বিশাল শিলা সকল শৈলরাজ চিত্রকূট কে কেমন সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে! রাত্রিকালে এই শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতে চারিদিকে শত সহস্র ঔষধী সমূহ আপন প্রভা সৌন্দর্য্যে হুতাশন শিখার ন্যায় শোভা বিস্তার করে। এই পর্ব্বতের কোন স্থান অতি নিবিড় বহু পল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষ থাকায় গৃহ সদৃশ, কোন স্থান উদ্যান সদৃশ; ভামিনি! ইহার কোন স্থান একশিলা অর্থাৎ অনেক লোকের অবস্থান যোগ্য অখণ্ড শিলায় অলঙ্কৃত হইয়া শোভা পাইতেছে। এই চিত্রকূট বসুধা ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়া শোভা বিস্তার করিয়াছে। ইহার মঙ্গলময় শিখর সকল চারিদিকেই দেখা যাইতেছে। কুষ্ঠ অর্থাৎ উৎপল, স্থগর (পুত্র জীব বৃক্ষ), পুন্নাগ, ভূর্জ্জপত্রবৃক্ষ এবং পদ্মদল যুক্ত বিলাসিগণের আস্তরণ সকল অবলোকন কর। প্রিয়ে! আরও দেখ বিলাসিগণের পরিত্যক্ত কমলমালা দলিত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে এবং তাহাদের ভুক্তাবশিষ্ট বিবিধ ফল সকলও পড়িয়া আছে। কুবেরের নগর বস্বৌকসারা বা অলকা, ইন্দ্রপুরী নলিনী বা অমরাবতী এবং উত্তরকুরু এই সমস্ত দেশকে অতিক্রম করিয়া বহুমূলফলোদক এই চিত্রকূট পর্ব্বত শোভা পাইতেছে। প্রিয়ে! উৎকৃষ্ট নিয়মে সাধুপথে থাকিয়া এই বনবাস কাল যদি আমি তোমার সহিত ও লক্ষ্মণের সহিত এই স্থানে অতিবাহিত করিতে পারি তবে আমার কুলধর্ম্ম পালন জনিত সুখ অবশ্যই লাভ হইবে।

৩

কোশলেশ্বর রাজীবলোচন রাম এখন পর্ব্বত হইতে বাহিরে আসিলেন, আসিয়া চারুচন্দ্রনিভাননা, স্ত্রীজনশ্রেষ্ঠা বিদেহরাজনন্দিনী মৈথিলীকে পবিত্র সলিলা, রমণীয়া, মন্দাকিনী নদী দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন প্রিয়ে দেখ দেখি এই বিচিত্র তটশালিনী, রমণীয়া হংস-সারস-সেবিতা, কুমুদকহ্লার সুশোভিতা মন্দাকিনী নদী কত সুন্দর! দেখ দেখ ইহার নানাবিধ তীর-তরুর শোভা দেখ—বৃক্ষে বৃক্ষে কত কত পুষ্প ও ফল—আহা! ইহা রাজরাজ দেবরাজের অমরাবতীর শোভা সর্ব্বত্র যেন ছড়াইতেছে। মৃগযূথ সম্প্রতি জলে নামিয়া জলপান করাতে নদীর জল কলুষিত হইয়াছে; ইহার অবতরণ পথ সকল অতি মনোহর, ইহারা আমার প্রীতি উৎপাদন করিতেছে। জটাজিনধারী ঋষিগণ বল্কলের উত্তরীয় ধারণ করিয়া, ঐ দেখ যথাকালে মন্দাকিনী নদীতে অবগাহন করিতেছেন। বিশালাক্ষি! ঐ যে সমস্ত ঊর্দ্ধবাহু মুনি দেখিতেছ, উঁহারা ব্রত ধারণ করিয়াছেন, করিয়া নিয়ম পূর্ব্বক সূর্য্য দেবকে উপস্থান করিতেছেন।

বায়ুবেগে বৃক্ষ সকলের অগ্রভাগ কম্পিত হওয়ায় পর্ব্বতস্থ পাদপরাজি হইতে নদী জলে পুষ্প পত্র সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে আর মনে হইতেছে যেন চিত্রকূট নৃত্য করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে! মন্দাকিনী নদী, কোথাও মণিরত্নায় স্বচ্ছসলিলা, কোথাও পুলিনশালিনী, কোথাও সিদ্ধজনাকীর্ণা অবলোকন কর; তনুমধ্যমে! আরও দেখ বায়ুভরে সঞ্চালিত কুসুমরাশি, কোথাও জলে ভাসিতেছে, কোথাও জলে পুনঃ পুনঃ উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইতেছে। কল্যাণি! এদিকে দেখ চারুভাষী রথাঙ্গাহ্বয়না সকল—চক্রবাক্ সকল মধুর শব্দ করিতে করিতে কেমন পুলিনে আরোহন করিতেছে।

দর্শনং চিত্রকূটস্য মন্দাকিন্যাশ্চ শোভনে।
অধিকং পুরবাসাচ্চমন্যে তব চ দর্শনাৎ॥

শোভনে! অযোধ্যাপুরীবাসের সুখ অপেক্ষা এবং তোমার দর্শন সুখ অপেক্ষা এই চিত্রকূট ও মন্দাকিনীর দর্শন সুখ অধিক মনে হইতেছে। বিধূত কল্মষ তপ-দম-শমান্বিত সিদ্ধগণ নিত্য এই জলে অবগাহন করেন, ভামিনি! তুমিও রক্তোৎপল ও শ্বেতপদ্ম সকল অবমজ্জন করিয়া সখীর মত এই মন্দাকিনী নদীতে আমার সহিত অবগাহন কর। বনিতে! তুমি সর্ব্বদা এখানকার হিংস্র জন্তু সকলকে পৌরজনের মত, এই পর্ব্বতকে অযোধ্যার মত এবং এই নদীকে সরযূর

মত মনে করিও। লক্ষণও ধর্ম্মাত্মা, আমার আজ্ঞাকারী, আর বৈদেহি! তুমিও আমার অনুকূলা ভার্য্যা; তোমরা আমায় আনন্দ দিতেছ। ত্রিসন্ধ্যা তোমার সহিত এই জলে স্নান করিয়া, এখানকার মধু মূল ফল পান ভক্ষণ করিয়া আমি অযোধ্যাও চাহিনা, রাজ্যও চাহিনা।

ইমাং হি রম্যাং গজযূথলোড়িতাং
নিপীত তোয়াং গজ-সিংহ বানরৈঃ।
সুপুষ্পিতাং পুষ্পভরৈরলঙ্কৃতাং
ন সোঽস্তি যঃ স্যান্ন গতক্লমঃ সুখী॥

এই রম্যা, গজযূথ আলোড়িতা, গজ সিংহ বানর নিপীত সলিলা, পুষ্পিত তীরতরু তটশালিনী, কুসুম নিকর অলঙ্কৃতা মন্দাকিনীতে স্নান করিয়া গতক্লম হয় না এবং সুখী হয় না এমন মানুষ কেহই নাই। রঘুবংশ বর্দ্ধন রাম মন্দাকিনী প্রসঙ্গে কত কথাই জানকীকে বলিলেন, বলিয়া কজ্জলের ন্যায় নীলপ্রভ রমণীয় চিত্রকূটে প্রিয়ার সহিত পাদচারে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

সীতার সহিত এই চিত্রকূট ভ্রমণ কেমন দেখাইল? ক্ষীণমধ্যা কানকীলতার হস্ত ধারণ করিয়া এই নবীন জলধরের পর্ব্বত বিহার রামভক্তের হৃদয়ে স্ফুরিত হউক ইহাই প্রার্থনা।

—

রামায়ণের অবতরণিকা।

আত্মপ্রাপ্তিফলপ্রদ এই রামায়ণের মঙ্গলাচরণ শ্লোক সমূহের একাধিক শ্লোকে স্বামী রামানুজ ভগবান্ বাল্মীকিরও বন্দনা করিয়াছেন—একটী শ্লোকে বলিতেছেন—

কূজন্তং রামরামেতি মধুরং মধুরাক্ষরম্।
আরূঢ়কবিতাশাখং বন্দে বাল্মীকিকোকিলম্॥

নূতন বসন্তে, নিবিড় বহুপল্লববিশিষ্ট বৃক্ষশাখায় দেহ লুকাইয়া কোকিল যখন

আপনার মধুর কূজনে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করে, তখন সেই উন্মত্ত মধুর রব যিনিই শ্রবণ করেন, বুঝি তাঁহারই হৃদয়, কি এক চির-আকাঙ্খিত, চির-বিস্মৃত মধুর মিলনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। কেন এমন হয়? মধুময় মিলন-সুখের আস্বাদন ভাবনায় ভরিত হইয়া প্রাণ যে রস উদ্গার করে, সেই রসময়, মধুময় আনন্দ ধ্বনিতে স্বর যেন কেমন এক গদগদ্ ভাবে ভরিত হইয়া জন্ম জন্মান্তরের লুপ্তস্মৃতি জাগাইয়া তুলে তাহাত কথায় প্রকাশ করা যায় না। কোকিল-কাকলি-কূজিত কুঞ্জে, প্রকৃতির প্রতি পুরুষের আদর—ইহা বুঝি সকল নর নারীর অন্তরের অন্তস্তলে লুক্কায়িত আছে। মানুষ বুঝি একদিন এই ঘনীভূত সৌন্দর্য্য লহরীর মূর্ত্তি দেখিয়াছিল, মানুষ যেন কোন কালে কোন উপনিষদুদ্যান কেলি-কল-কণ্ঠীর—কোন সৌন্দর্য্যপ্রসূত আনন্দ-সম্পদের উন্মেষকারিণীর—কোন সকল ভুবনোদয় স্থিতিলয়মায়াবিনোদনকারিণীর ঝঙ্কৃত বীণা-গুঞ্জনে, ফুল্ল-ফুল-মধু-গন্ধ-মুগ্ধ-ভৃঙ্গ মত কোন এক পুরুষোত্তমের করুণা তরঙ্গ উদ্বেলিত অপাঙ্গে, নূতন জলকল্লোলের মত কত অস্ফুট কথা ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছিল, আহা! মানুষের হৃদয়ের অতি নিভৃত প্রদেশে যেন এই সর্ব্বানন্দময়ী স্বর-লহরী চির বিরাজিত—তাই নূতন বসন্তের কোকিল-কাকলি কোন কিছু আস্বাদনের জন্য যেন প্রাণকে ব্যাকুল করিয়া তুলে! তাই এই আদরভরা কোকিল-কাকলি বড় মধুর—বড় প্রাণোন্মাদকারী।

সুদূর অতীতের কোন্ সুখময়, আনন্দময় যুগে বাল্মীকি-কোকিল, সর্ব্বত্র সঞ্চারিণী কবিতা-লতার ঘনপল্লবাবৃত শাখায় উপবেশন করিয়া মধুরাক্ষরে মধুর রাম রাম কাকলি তুলিয়া গিয়াছেন, সেই কুহুরব এখনও দিগদিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছে, বুঝি এই পবিত্র মনোরম রাম কথা "যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে। তাবদ্রামায়ণ কথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি" এই রামায়ণকথা যতদিন গিরি সরিৎ ব্যাপ্ত এই মহীতলে রহিবে ততদিন সকল লোকে ইহা প্রতিধ্বনিত হইবে। এস আমরা এই বাল্মীকি-কোকিলকে বন্দনা করি।

ভগবান্ বাল্মীকি জগতের নর নারীকে এমন কি দিয়া গিয়াছেন যাহার জন্য তাঁহার এই বন্দনা?

আমরা ভগবান্ বাল্মীকির এই মহাগ্রন্থ রামায়ণের আদিতেই ইহার উত্তর পাই। দেবর্ষি নারদকে আদিকবি জিজ্ঞাসা করিলেন—

কোন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্য্যবান্।
ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ॥

চারিত্রেণ চ কো যুক্তঃ সর্ব্বভূতেষু কো হিতঃ।
বিদ্বান্ কঃ কঃসমর্থশ্চ কশ্চৈকপ্রিয়দর্শনঃ॥
আত্মবান্ কো জিতক্রোধো দ্যুতিমান্ কোঽনসূয়কঃ।
কস্য বিভ্যতি দেবাশ্চ জাতরোষস্য সংযুগে॥

সম্প্রতি এই লোকে গুণবান্ কে? কেই বা বীর্য্যবান্—দিব্য অস্ত্র বলাদি শক্তি বিশেষ দ্বারা শত্রুপরাভবে সমর্থ কে? কোন পুরুষই বা ধর্ম্মজ্ঞ—শ্রৌত স্মার্ত্ত সমস্ত ধর্ম্ম রহস্য অবগত আছেন কে? কোন্ জনই বা কৃতজ্ঞ—বহু অপকার উপেক্ষা করিয়া একটি মাত্র উপকার স্মরণে কেবল ভরিত আদর কে? কেইবা সত্যবাদী—যথাশ্রুত, যথাদৃষ্ট বিষয়টি মাত্র বলিয়া থাকেন—লোকরঞ্জনার্থ ইহা কিছুমাত্র পল্লবিত, পুষ্পিত করেন না? কোন্ পুরুষই বা দৃঢ়ব্রত—"স্থিরতা সৎক্রিয়াদিষু"—সৎকর্ম্মে স্থির অবিচলিত—এমন কি অত্যন্ত আপদেও ধর্ম্মের জন্য পরিগৃহীত ব্রত ত্যাগ করেন না কে? কে চরিত্রবান্—চরিত্র মাধুর্য্যে গৌরবান্বিত? সর্ব্বপ্রাণীর এমন কি গুরুতর অপরাধীরও ইহ-পর-কালের হিত-করণশীল কে? কেই বা বিদ্বান্—সত্য অসত্যকে তত্ত্বতঃ জানিয়া অসত্য ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা সত্য লইয়া থাকেন কে? কে সমর্থ—লৌকিক ব্যবহারেও লোকরঞ্জন সামর্থ্য আছে কাহার? কেই বা একমাত্র প্রিয়দর্শন—অবয়ব সৌন্দর্য্যে, নিত্য মাধুর্য্যে সর্ব্বদাই রমণীয় দর্শন কে? আত্মবান্ কে—মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার, ইন্দ্রিয়, দেহ—এই সমস্ত বশীভূত রাখিয়া সর্ব্বদা স্বস্বরূপে অবস্থিত কে? কে জিতক্রোধ—নিন্দা, হিংসা প্রভৃতি—যাহা হইতে ক্রোধ জন্মে সেই ক্রোধ জয় করিয়াছেন কে? কেই বা দ্যুতিমান্—সর্ব্বজনের দর্শন পিপাসা মিটিয়া যায় এমন রূপ কাহার আছে? কোন্ ব্যক্তি অসূয়া শূন্য—পরের উৎকর্ষ সহ্য করিতে না পারার নাম অসূয়া—এই অসূয়া নাই কাহার? যুদ্ধকালে যাঁহার ক্রোধ মূর্ত্তি—রণকর্কশমূর্ত্তি দেখিয়া দেবতারাও ভয় পান এমন পুরুষ কে আছেন?

দেবর্ষি নারদ উত্তর করিলেন মুনে! যে সমস্ত গুণের কথা আপনি বলিলেন একাধারে এই সমস্ত গুণের সমাবেশ কোন প্রাকৃত পুরুষে সম্ভব নহে। তথাপি অতি দুর্ল্লভ এই সমস্ত গুণ মহিমায় গৌরবান্বিত পুরুষ এই কালে কে আছেন তাহা আমি স্মরণ করিয়া বলিতেছি—শ্রবণ করুন।

দেবর্ষি নারদ ক্ষণকাল স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন—ইক্ষ্বাকুবংশজাত রামের নাম সকলেই শুনিয়াছেন। এই পুরুষই সেই পুরুষ। এই স্নিগ্ধ শ্যামল

শ্রীমূর্ত্তি রূপে, গুণে, লীলায়—এককথায় সর্ব্বাবয়ব সৌন্দর্য্যে—সমস্ত গুণগৌরবে সকলেরই নয়নাভিরাম, মনোভিরাম। সকল প্রকারেই ইনি সকলেরই আদর্শ পুরুষ।

"সমুদ্র ইব গাম্ভীর্য্যে ধৈর্য্যেণ হিমবানিব।
বিষ্ণুনা সদৃশো বীর্য্যে সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ॥
কালাগ্নিসদৃশঃ ক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবী সমঃ।
ধনদেন সমস্ত্যাগে সত্যে ধর্ম্ম ইবাপরঃ॥

এই পুরুষোত্তমই গাম্ভীর্য্যে—অগাধাশয়ত্বে সমুদ্রতুল্য, ধৈর্য্যে হিমাচলের সমান ইনি—ইনি মনে মনেও অধৃষ্য, ইষ্টবিয়োগেও অনভিভূতচিত্ত—রণস্থলে সর্ব্বপ্রকার সহায় শূন্য হইয়াও অচল; তেজে ইনি বিষ্ণুর সমান, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ইনি প্রিয়দর্শন, ক্রোধে ইনি প্রলয়াগ্নির তুল্য, ধর্ম্মার্থ ধনব্যয় বিষয়ে ইনি কুবেরের সমান, সত্যবাক্যে ইনি দ্বিতীয় ধর্ম্মের মত। শুধু প্রেমময় ইনি নন কিন্তু যেমন প্রেমময়, সেইরূপ অধর্ম্ম বিনাশে বজ্রাদপি কঠোর।

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি॥

কর্ত্তব্য পালনে বজ্র অপেক্ষাও অধিক কঠোর আর স্বভাবে কুসুম অপেক্ষাও অধিক কোমলান্তঃকরণ। এইরূপ লোকোত্তর পুরুষের চিত্তকে কে বা জানিতে পারে?

জগতের নর নারী যদি এইরূপ পুরুষ পায়, যদি এইরূপ মনের মানুষের সঙ্গ করে তবে কি কোন মানুষের, কোন স্ত্রীলোকের নীচত্ব থাকিতে পারে? কোন পুরুষের, কোন স্ত্রীলোকের কোন প্রকার দুঃখ কি তখন থাকিতে পারে? থাকেনা।

কেন থাকেনা? বলিতেছি।

জ্ঞানের উপদেশ, ধর্ম্মের উপদেশ, ভক্তির উপদেশ, সৎকর্ম্মের উপদেশ মানুষ ত কতই শুনে, কতই পড়ে তথাপি মানুষ সর্ব্বদার জন্য ভাল হইয়া যায় না কেন—তথাপি মানুষ চিরতরে জুড়াইয়া যায়না কেন?

মানুষ যতক্ষণ না রক্তমাংসের দেহ ধারণ করিয়া কোন মহাপুরুষকে চক্ষের সম্মুখে কার্য্য করিতে দেখে ততক্ষণ তাহার প্রাণ জাগিয়া উঠে না, ততক্ষণ

তার সাধুবৃত্তি স্থায়িভাবে ফুটিয়া থাকে না, ততক্ষণ তার চিরআকাঙ্ক্ষিত, চিরসুপ্ত মিলন সুখ অন্তঃকরণকে ভরিত করে না, তার স্বরূপ নিহিত প্রেম, ভালবাসা আপনা হইতে চিরতরে ফুটিয়া উঠে না। আদর্শ পুরুষের আচরণ না দেখিলে মানুষের শিক্ষা পূর্ণতাভিমুখে প্রধাবিত হয় না। কথায় উপদেশ যাহা দেওয়া হয়, কার্য্যে উপদেষ্টাকে, তাহার বিপরীত আচরণ করিতে দেখিলে, প্রাণ সঙ্কুচিত হইয়া যায়, তাই মানুষ বলে কত লোক ত ধর্ম্ম করে কিন্তু তাহাদের চরিত্র নাই কেন? তাহারা মুখে যা বলে কার্য্যে তাহা করে না কেন? এই জন্য দেখা যায় কেহ করিয়া দেখাইলে মানুষ সহজেই ভাল হইয়া যায়। জগতের নর নারীকে প্রকৃত উন্নতি পথে লইয়া যাইতে হইলে আপনি আচরণ করিয়া অপরকে শিক্ষা দিতে হয়।

গ্রন্থের আদিতে ভগবান্ বাল্মীকি কেন এইরূপ আদর্শ পুরুষের সংবাদ লইতেছেন—ইহাতে তাঁহার অভিপ্রায় কি—ইহা কি বুঝা গেল না?

ভগবান্ বাল্মীকি যে রামচরিত্র দেখিয়াছেন, যে রামচরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে এমন কি আছে যাহার অনুসরণে মানুষ দুঃখ অতিক্রম করিতে পারে, মানুষ নির্ম্মল হয়, চরিত্রবান্ হয়, সকল প্রাণীকে আত্মবৎ ভালবাসিতে পারে, জগৎকে সেবা করিয়া নিজে ধন্য হয় ও জগৎকে ধন্য করিতে পারে?

রামচন্দ্রের মত এমন পরিপূর্ণ চরিত্র আর কোথায় আছে? এত প্রেম আর কোথায়? এমন আচরণ, এমন লোকমর্য্যাদা-রক্ষা, এমন শৌর্য্যবীর্য্য, এমন ভক্তিশ্রদ্ধা, এমন স্বধর্ম্মরক্ষা আর কোথায় পাওয়া যায়? এমন আদর্শপুত্র, এমন আদর্শস্বামী, এমন আদর্শভ্রাতা, এমন আদর্শরাজা, আদি কবি এই রামায়ণে ইঁহাকে দেখিয়া ইঁহার চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন—এমন উত্তম পুরুষ আর নাই, আর হইতেও পারেনা। এই পুরুষ—

"ধর্ম্মমার্গং চরিত্রেণ জ্ঞানমার্গং চ নামতঃ।
যথা ধ্যানেন বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং স্বস্যপূজনাৎ॥"

ইনি চিরদিনের জন্য জগতের সম্মুখে আপন চরিত্রে ধর্ম্মমার্গ, নামে-নামী ভাবনায় জ্ঞানমার্গ, রূপধ্যানে, লীলাকীর্ত্তনে বৈরাগ্যমার্গ এবং আপনার পূজায় ঐশ্বর্য্যমার্গ—বলিতেছি ইনি মানব জীবনের নিত্য আবশ্যকীয় সকল পথই খুলিয়া দিয়াছেন।

পুস্তক মধ্যে আমরা যথাসাধ্য রামগুণ কীর্ত্তন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। এখানে দুই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়াই ক্ষান্ত থাকিব।

মানুষ একনিষ্ঠ হইয়া ব্যবহারিকজগতে মানুষের শত অপকার অগ্রাহ্য করিয়া যদি তৎকৃত একটি মাত্র উপকার অনুসন্ধান করে তবে মানুষের অশুদ্ধচিত্ত রাগ দ্বেষ হইতে নির্ম্মল হইয়া শত অপকারকারীকেও ভালবাসিতে পারে। রাজা দশরথ বৃদ্ধ হইয়াও রামের এই গুণ অনুকরণ করিতে চাহিয়াছিলেন—পুস্তক মধ্যে ইহা দেখান হইয়াছে।

বনবাসের সময়েও ভগবান্ বলিয়াছেন মা! বহুদিন একত্রে থাকিলে সকল সময়ে মধুর ব্যবহার রক্ষা হয়না। যদি আমি আমার ব্যবহারে কখন আপনাদের মনঃপীড়ার কারণ হইয়া থাকি সে জন্য আমি বিদায় কালে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। যিনি রামকে বনে দিয়াছেন তাঁহার নিকটেও এই ক্ষমা প্রার্থনা ইহা অপেক্ষা বিনয়ের দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে?

ভগবান্ "আতপানিলবর্ষাদিসহিষ্ণুঃ পরমেশ্বরম্ ধ্যায়ন্তী" পাষাণীকে উদ্ধার করিয়া প্রথমেই

"ননাম রাঘবোঽহল্যাং রামোঽহমিতি চাব্রবীৎ"

আমি রাম—আমি ক্ষত্রিয়—আপনি ব্রাহ্মণী—ঋষিভার্য্যা, আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। ভগবান্ ভিন্ন এইরূপ লোকমর্য্যাদা দেখাইতে পারিয়াছেন কে?

রাবণ-বিনাশের পর আপন পক্ষের বীরগণকে লক্ষ্য করিয়া পরিতুষ্ট মনে বলিয়াছিলেন "ভবতা বাহুবীর্য্যেণ নিহতো রাবণোময়া" আপনাদের বাহুবলে আমি রাবণ বিনাশ করিলাম—ইহা নিজত্ব ত্যাগের দৃষ্টান্ত।

পিতৃসত্যরক্ষাজন্য—সকলের অনুরোধেও রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনবাসে অদ্ভুত দৃঢ়তা, রাজধর্ম্ম-রক্ষা-জন্য সীতা বিসর্জ্জনে সীতার প্রতিষ্ঠা, লক্ষ্মণবর্জ্জনে সত্যরক্ষা, শ্রীভগবানের এই সমস্ত গুণ কীর্ত্তনে মানুষের নীচত্ব কি যায়না? বাহুল্যভয়ে আমরা আর অধিক বলিবনা। এমন ভ্রাতৃবৎসলতা, এমন ভক্তবৎসলতা, এমন শরণাগতবৎসলতা, এমন প্রজাবৎসলতা—আর কোথায় কে দেখিয়াছে? আপনি আচরণ করিয়া এমন ভাবে স্বধর্ম্ম রক্ষার দৃষ্টান্ত আর কোথায় পাওয়া যায়?

যে রামনাম রত্নাকরকে মহর্ষি করিয়াছিল সেই রাম নাম ভগবান্ বাল্মীকির নিকটে মধুর লাগিতে পারে কিন্তু এই বাল্মীকি-কোকিল-কূজন কি সকলের কর্ণে মধুক্ষরিত করে? বুঝি করেনা। যাঁহারা কিন্তু সত্যের আদর করেন, সত্যের সন্ধান পাইয়া—যদি অসত্য সম্প্রদায় গঠন করিয়াও থাকেন তথাপি সেই অসত্য সম্প্রদায় ধ্বংস করিবার সাহস যাঁহারা রাখেন তাঁহারা

বলিবেন বাল্মীকি কোকিলের এই মধুর রাম রাম ধ্বনি চিরদিনই মধুর থাকিবে, চিরদিনই মানবজাতিকে উন্নতির পথ দেখাইবে, চিরদিনই নরনারীর হৃদয়ে কল্যাণ ধারা প্রবাহিত করিবে।

সকলে স্বীকার করিতে পারুন আর না পারুন, যাঁহারা কিন্তু নিজের দেবভাব ক্ষণকালের জন্যও জাগাইতে পারেন, সেই কালে তাঁহাদের সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে বেদ, সকল বিদ্যার প্রসূতি, এবং মানব জাতির সকল প্রকার উন্নতির সনাতন ভিত্তিভূমি। আর রামায়ণ? রামায়ণের শেষ সর্গে ভগবান্ বাল্মীকি বলিতেছেন "রামায়ণং বেদসমং" রামায়ণ বেদের সমান। ভগবান্ বাল্মীকির পদানুসরণে ভগবান্ ব্যাসদেব অধ্যাত্ম রামায়ণে বলিতেছেন রামায়ণ "বেদোপবৃংহণার্থায়" রামায়ণ বেদের তাৎপর্য্যার্থ পরিজ্ঞান জন্য, এবং বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে ব্রহ্মা আদিকবিকে বলিতেছেন "ত্বন্তং বেদার্থ বক্তাস্যাঃ কাব্যরূপেণ সর্ব্বশঃ" তুমি কাব্যরূপে সর্ব্ব প্রকারে বেদার্থ প্রকাশ করিবে।

রামায়ণ ও বেদ এক বলিয়াই রামায়ণের এত প্রশংসা। প্রতি নরনারীর স্বরূপের কথা এই রামায়ণ। আত্মপ্রাপ্তিফলপ্রদ এই রামায়ণ কখন পুরাতন হইতে পারে না। তাই ভগবান্ বাল্মীকি বলিতেছেন—

মঙ্গলং লেখকানাঞ্চ পাঠকানাঞ্চ মঙ্গলম্।
শ্রোতৄণাং মঙ্গলঞ্চৈব ভূমৌ ভূপতি মঙ্গলম্॥

রামায়ণ যিনি লেখেন তাঁহার মঙ্গল হয়, যিনি পাঠ করেন তাঁর মঙ্গল হয়, যিনি শ্রবণ করেন তাঁর মঙ্গল হয় আর পৃথিবীতে রাজগণের মঙ্গল স্বরূপ এই রামায়ণ। "শ্রীরামস্য পরামূর্ত্তিঃ কাব্যং রামায়ণং তব" তোমার প্রণীত এই রামায়ণ শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রেরই দিব্য মূর্ত্তি।

ইদং পবিত্রং পাপঘ্নং পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মিতম্।
যঃ পঠেদ্রামচরিতং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

এই পাপ বিনাশন, চিত্তশুদ্ধিকর, সকল পুণ্যসাধন, রহস্যময় বেদার্থ প্রতিপাদন জন্য বেদতুল্য, রাম চরিত্র যিনি পাঠ করেন তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন।

এতদাখ্যানমায়ুষ্যং পঠন্ রামায়ণং নরঃ।
স পুত্রপৌত্রঃ সগণঃ প্রেত্য স্বর্গে মহীয়তে॥

এই আয়ুর্ব্বর্দ্ধনকারী রামায়ণ আখ্যান যে মনুষ্য পাঠ করেন তিনি পুত্র পৌত্র দাস দাসী সহ ঐহিক ভোগ সকল ভোগ করিয়া দেহান্তে স্বর্গলোকে অমরগণ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া আনন্দ প্রাপ্ত হন।

পঠন্ দ্বিজো বাগৃষভত্ব মীয়াৎ
স্যাৎ ক্ষত্রিয়ো ভূমিপতিত্ব মীয়াৎ।
বণিগ্ জনঃ পুণ্যফলত্ব মীয়াৎ
জনশ্চ শূদ্রোঽপি মহত্ব মীয়াৎ॥

রামায়ণ পাঠ করিলে ব্রাহ্মণ, শব্দ ব্রহ্ম যে বেদ, সেই বেদ পারগত্ব প্রাপ্ত হয়েন, যদি ক্ষত্রিয় ইহা পাঠ করেন তবে তিনি ভূপতিত্ব প্রাপ্ত হয়েন, বৈশ্য ইহা পাঠে প্রচুর বাণিজ্য ফল লাভ করেন এবং শূদ্রজনও ইহা পাঠে দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের দাস হইয়া মহত্ব লাভ করেন।

শৃন্বন্ রামায়ণং ভক্ত্যা যঃ পাদং পদমেব বা।
স যাতি ব্রহ্মণস্থানং ব্রহ্মণা পূজ্যতে সদা॥

ভক্তি পূর্ব্বক রামায়ণ শ্রবণের ফল ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি ইত্যাদি বহুবিধ ফল শ্রুতি ভগবান্ বাল্মীকি কীর্ত্তন করিয়াছেন। আর কি বলা যাইবে—বলা হউক "সুরাঃ সমস্তা অপি যান্তি তুষ্টতাং। বিঘ্নাঃ সমস্তা অপযান্তি শৃন্বতাম্—শুনিলে দেবতা সন্তুষ্ট হন এবং সমস্ত বিঘ্ন দূর হয়।

এই রামায়ণ কিন্তু কাব্য আর "কাব্যালাপাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ" কাব্যালাপ বর্জ্জন করিবে ইহাও শাস্ত্রবিধি, কিন্তু এই বিধি, এই সর্ব্বপুরুষার্থ সাধক ঋষি প্রণীত আদি কাব্য সম্বন্ধে প্রযুজ্য হয় না, কারণ ইহা যে রামায়ণ। রামায়ণ নাম কেন হইল লক্ষ্য কর দেখিবে—

পরানন্দময়ো রামো অয়তে শ্রবণাদিভিঃ।
অতোঽস্য অভিধা পুণ্যা রামায়ণমিতীরিতা॥

রাম পরমানন্দময়। রাম কথা শ্রবণে হৃদয়ে রাম প্রতিষ্ঠিত হয়েন। রামায়ণ এই রামেরই বাসস্থান। এই জন্য এই পবিত্র গ্রন্থের নাম হইয়াছে রামায়ণ।

এই ঘোর কলিযুগে সে অযোধ্যাও নাই, সে রামও নাই সত্য, কিন্তু রামায়ণ আছেন। রামায়ণে রামও আছেন। যদিও এখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাকে আচরণ করিতে দেখিয়া আচরণ শিখিবার উপায় নাই তথাপি তাঁহার পূর্ব্বাচরিত কর্ম্মের ভিতরে সমস্তই রহিয়াছে।

ভগবান্ বাল্মীকি যে রামকে পূর্ণ মানুষ, আদর্শ মানুষ বলিতেছেন সেই রাম কি শুধু রাজা দশরথেরই পুত্র না আরও কিছু ?

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে রাম কোন প্রাকৃত পুরুষ নহেন—কারণ এত গুণের সমাবেশ কোন প্রাকৃত পুরুষে সম্ভবেনা। তবে এই রাম কে ?

ভগবান্ বাল্মীকি যে সমস্ত গুণের কথা বলিলেন তাহা শ্রীভগবান্ ভিন্ন অন্য কোন মানুষে থাকিতে পারেনা। ভগবান্ বাল্মীকি শ্রীভগবান্ যে অবতার হইয়া আইসেন এই অবতারের কথা মনে রাখিয়াই "কোন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্য্যবান্" ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। রামায়ণের সর্ব্বত্রই আদি কবি যিনি নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতার সমকালে--ইহা মনে রাখিয়াই জগতবাসীর পরিত্রাণের জন্য এই মায়ামানুষের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। একটু নিবিষ্টচিত্তে আদিগ্রন্থ পাঠ করিলে এ বিষয়ের সংশয়-লেশ মাত্রও থাকেনা।

এইখানে জিজ্ঞাসা উঠিতে পারে অবতার বস্তুটি কি ? যিনি নিরাকার, যিনি সর্ব্বব্যাপী, যিনি অখণ্ড, তিনি আপনার অখণ্ড সর্ব্বব্যাপক স্বরূপের ধ্বংস করিয়া ক্ষুদ্র মানবমূর্ত্তিতে আসিবেন কিরূপে ? বেদ, যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলেন—

কুত্রচিৎ গমনং নাস্তি তস্য পূর্ণস্বরূপিণঃ।
আকাশমেকং সম্পূর্ণং কুত্রচিন্নৈব গচ্ছতি ॥

যিনি পূর্ণ, যিনি ঘন, নিবিড় চৈতন্য তিনি গমন করিবেন কোথায় ? পূর্ণ স্বরূপের গমন কোথাও নাই। আকাশ এক, আকাশ অখণ্ড, ইহা কোথাও গমন করেনা। তবে তিনি অবতরণ করিবেন কোথায় ? যিনি পূর্ণ তিনি নিম্নে আসিবেন, উর্দ্ধে গমন করিবেন ইহা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ কথা। এই যুক্তি দিয়া কেহ কেহ বলেন অবতার হইতেই পারেনা।

উর্দ্ধ হইতে নিম্নে অবতরণ—ইহার যথার্থ অর্থ হইতেছে অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থায় আগমন। যিনি অব্যক্ত তিনি যদি সর্ব্বদা অব্যক্তই থাকেন তবে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ কাহাকে প্রকাশ করিতেছে ? আর এই সৃষ্টিই বা উৎপন্ন হয় কিরূপে ? যিনি নির্গুণ অবস্থায় অবিজ্ঞাত স্বরূপ, যিনি আপনি-আপনি অবস্থায় কোথাও কিছু থাকেনা, তিনি যে আত্মপ্রকাশ করেন তাহা কিরূপে করেন ? আর ব্রহ্ম যদি আত্মপ্রকাশ না করেন তবে কি সৃষ্টি কখন হয় ?

লোকে জিজ্ঞাসা করে আনন্দময় ঈশ্বর এই অপার দুঃখময় জগৎ সৃজন করিলেন কেন ? সুখময় ঈশ্বরের সৃষ্টি এই জগৎ দুঃখময় কিনা ইহাওত বিচার

করিয়া দেখিতে হয়। এখানে আমরা সমস্ত বিচার উত্থাপন না করিয়া ঋষিগণের মীমাংসার কথাতেই প্রশ্নের উত্তর হইবে মনে করি।

যিনি জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তাঁহার মোহ পরিক্ষীণ হয়, নিবিড় ভ্রান্তিরূপ অজ্ঞান মেঘ বিগলিত হয়। এই অবস্থায় জগৎ ভ্রমণটা ক্রীড়া মাত্র—ইহা পীড়ন নহে "ধীয়া দৃষ্টে তত্ত্বে রমণমটনং জাগতমিদং" বুদ্ধিদ্বারা তত্ত্ব বা স্বরূপ দেখিতে পাইলে জগতমটনং ভ্রমণং রমণং ক্রীড়নমেব ন পীড়নম্ অর্থাৎ স্বরূপ দেখিতে যদি পাও তবে জগৎ দুঃখময় নহে ইহা আত্মরমণেরই স্থান—এখানে ভ্রমণ ক্রীড়া মাত্র।

যদি বল সকলে ত স্বরূপ দর্শন করিতে পারেনা, সকলে ত জ্ঞানী হইতে পারেনা—ইহাদের জন্য ত জগৎটা দুঃখময়?

জ্ঞানী হইতে না পার ভক্ত হইয়া যাও। ভক্ত হও দেখিবে তোমারই মনোভিরাম, নয়নাভিরাম পুরুষই সকল মূর্ত্তি ধরিয়া জগতে খেলা করিতেছেন—সুখ দুঃখ তুমি যাহা দেখ তাহা তাঁহার অভিনয় মাত্র।

কিন্তু ভক্তই বা হওয়া যাইবে কিরূপে? ইহারই জন্য সাধনা। আপন হৃদয়ে রমণীয় দর্শন আছেন ইহা প্রথমে গুরুবাক্যে ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করিয়া লও। বিশ্বাসে ভাবনা করিয়া করিয়া মানসে তাঁহার পূজা করিতে থাক। "স্থিরতা সৎক্রিয়াদিষু" অত্যন্ত আপদেও ধর্ম্মের জন্য পরিগৃহীত এই ব্রত ত্যাগ করিওনা। কিছুদিন করিয়া দেখ এক অপূর্ব্ব অবস্থা লাভ হইবেই। অন্তরে সেই রমণীয় দর্শনকে নিরন্তর ভাবিতে ভাবিতে, নিরন্তর মানসে পূজা করিতে করিতে, বাহিরের সকল বস্তুতেও সেই রমণীয় দর্শন, সেই ঈপ্সিততম, সেই দয়িত, সেই সবার সব, হৃদয়ের রাজা আছেন বলিয়া বোধ হইতে থাকিবে। চক্ষু মুদিলে ভিতরে তিনি আবার চক্ষু চাহিলে বাহিরেও তিনি—কোথাও আর তাঁর অদর্শন নাই। পর্ব্বত দেখিয়া, সমুদ্র দেখিয়া, আকাশ দেখিয়া মনে হইবে সেই কি করিতেছে। বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথ্বী সকলে সেই, নরনারী, পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা সর্ব্বত্রই সে আছে মনে হইবে। জননে অব্যক্তের ব্যক্তাবস্থা আবার মরণে ব্যক্তের অব্যক্ত অবস্থা—ইহাতেও সেই লুকোচুরি খেলিতেছে বুঝিতে পারিবে।

হৃদয়ে তাহার সেবা করিয়া, অন্তরে তাহার সহিত কথা কহিয়া, বাহিরে সেই সেবার দেবতাকে নানা ভাবে-নানারূপে সেবা করা হইয়া যাইবে। বৃক্ষ দেখিয়া, আকাশ দেখিয়া, তারা দেখিয়া, বিচিত্র পশু পক্ষী দেখিয়া, নানা ভঙ্গের নানা রঙ্গের নর নারী দেখিয়া, নানা ভাবের বিঘ্ন উৎপাৎ দেখিয়াও একবারও

ভুল হইবে না সবই তার খেলা। নির্জ্জনে আসিয়া, বা সকলের সঙ্গে, সেই সর্ব্বমূর্ত্তিতে বিরাজিত সেই প্রাণের দেবতাকে যখন ইচ্ছা দেখিয়া, সেই অন্তরের অন্তরতম সঙ্গে যখন ইচ্ছা, কথা কহিয়া, কখন তাহার হইয়া, কখন তাহাকে আমার করিয়া, কখন বা তাহাতে আমাতে এক হইয়া থাকিতে কত সুখ তাহা যিনি ভক্ত ও জ্ঞানী তিনিই অনুভব করিতে পারেন। বলনা যখন সেই পুরুষোত্তমের অভাব কোথাও না হয় তখন ও কি জগৎ দুঃখময়?

এখন বুঝিলে কি অবতার হওয়া সম্ভব কি অসম্ভব? যিনি নির্গুণ তিনি যখন সগুণ হইয়া বিশ্বরূপ ধারণ করেন তখনইত তাঁর প্রথম অবতরণ হয়। সৃষ্টি না হইলে সৃষ্টি কর্ত্তাকে পাইতে কোথায়? কিন্তু এই যে বিশ্বরূপ ধারণ ইহাও কিন্তু তাঁহার অব্যক্ত মূর্ত্তি মাত্র। "ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা" আমি অব্যক্ত মূর্ত্তিতে জগৎ ব্যাপিয়া থাকি। পূর্ণব্যক্ত মূর্ত্তি না হইলে কিন্তু হয় না সেই জন্য দশ অবতারে দশমূর্ত্তিতে তিনি আগমন করেন। নিরাকারের নরাকার মূর্ত্তিই কিন্তু অব্যক্তের পূর্ণ ব্যক্তাবস্থা।

আপনি আচরণ করিয়া জীবকে হাতে ধরিয়া মৃত্যু সংসার সাগর হইতে পার করিয়া দিতে আর কে সমর্থ? জীবের সর্ব্বেন্দ্রিয় তৃপ্তি আর কে করিতে পারে? ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিয়া অধর্ম্মের অভ্যুত্থান প্রতিহত করিতে আর কাহার শক্তি আছে? দুষ্কৃত বিনাশ করিতে, সাধুর পরিত্রাণ করিতে, ধর্ম্ম স্থাপন করিতে অবতার ভিন্ন কার শক্তি আছে?

যে সমস্ত মনুষ্য অবতার মানিতে পারে না তাহাদের কুসংস্কার অতি প্রবল! কেননা যিনি সৎ, যিনি চিৎ, যিনি আনন্দ স্বরূপ তাঁহাকে ভজিবার অন্য কোন উপায়ই নাই যদি এই নিরাকার, উপাধি অবলম্বনে আত্মপ্রকাশ না করেন। অনন্ত আনন্দ স্বরূপ যে ব্রহ্মানন্দ তিনিই যেমন বিষয় উপাধি দ্বারা যেন খণ্ডিত হইয়া বিষয়ানন্দ ও বাসনানন্দ রূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, সেইরূপ জ্ঞান স্বরূপ যিনি তিনিই নামরূপধারী প্রতি বস্তু অবলম্বনে খণ্ডিত হইয়াই যেন আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন। যেমন রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের ভিতর দিয়া সেই একই আনন্দ প্রকাশিত হয়েন সেইরূপ জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা সেই একই জ্ঞান যাবতীয় বস্তুর ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইতেছেন। নানাবিধ জ্ঞান সেই এক চিৎস্বরূপকেই প্রকাশ করিতেছে, নানাবিধ রস সেই এক আনন্দকেই প্রকাশ করিতেছে। সেই এক তেজোময় চৈতন্য বস্তুই স্বর্গলোকে সূর্য্যরূপে, অন্তরীক্ষে-বিদ্যুৎরূপে এবং পৃথিবীলোকে অগ্নিরূপে ভাসিতেছেন। অখণ্ডের আত্মপ্রকাশ

খণ্ড ধরিয়াই যেমন হয় সেইরূপ নিরাকার সচ্চিদানন্দই মায়ামানুষ রূপে নরাকারে আত্মপ্রকাশ করেন। মায়া দ্বারাই ভগবান্ মানুষ মূর্ত্তি গ্রহণ করেন বলিয়াই তাঁহাকে মায়ামানুষ বলা হয়। সাধারণ মানুষও যখন এক থাকিয়াও অপরের অভিনয় করিতে পারে তখন অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক, আপন স্বরূপে সর্ব্বদা অবস্থান করিয়াও আপন সর্ব্বশক্তিমত্বার প্রভাবে অবতার হইতে না পারিবেন কেন? যিনি অখণ্ড তিনি খণ্ড বিশ্বরূপে আত্ম প্রকাশ করিলেও যেমন তাঁহার আত্মস্বরূপের বিনাশ হয় না, সেইরূপ যিনি স্বরূপে অপরিচ্ছিন্ন তিনি মায়ামানুষ রূপ ধারণ করিলেও তাঁহার স্বস্বরূপের কখন ধ্বংস হইতে পারে না। কি শাস্ত্র, কি যুক্তি কোথাও যখন অবতারের অসম্ভাবনা দেখা যায় না—তখন বশিষ্ঠ, ব্যাস, বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষির বাক্যকে মিথ্যা করিয়া কোন্ আধুনিকের মতে বলা যাইবে অবতার হইতে পারে না?

স্বরূপের কথা শাস্ত্রমুখে গুরুমুখে শ্রবণ করিয়া মনন করিতে না পারিলে, অন্ততঃ বিশ্বাসেও স্বরূপের ভাবনা না করিতে পারিলে অবতার-পূজা পৌত্তলিকতায় পর্য্যবসিত হইয়া যায়। অবতার পূজার এই দোষ পরিহার জন্য শাস্ত্র সর্ব্বত্রই স্বরূপ বস্তুটির এত আলোচনা করিয়াছেন। স্বরূপ ভাবনা মূলে না থাকিলে আমার ভগবানটিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অন্য ভগবান্ কিছুই নহে এই সাম্প্রদায়িক ভাবে ধর্ম্ম জগতে রক্তারক্তি হইবেই। কিন্তু স্বরূপে বিশ্বাস করিতে পারিলে ধর্ম্ম জগতে কোথাও কোন বিরোধ থাকেনা, এক ভগবানই বহুমূর্ত্তিতে উপাসিত হয়েন, কাজেই কোন অবতারের নিন্দা করিলে ভগবানকে ক্ষুদ্র মন গড়া ভগবান্ করিতে হয়। ইহা হইতেই ধর্ম্ম জগতে এত বিরোধের সৃষ্টি হয়।

স্বরূপটিই, জগতের নরনারীকে শ্রীভগবানের আত্মদান। প্রতি প্রাণীর স্বরূপই চৈতন্য। চৈতন্য-রূপেই শ্রীভগবান্ জীবে জীবে বিহার করেন। এই চৈতন্য কিন্তু নিবিড়, ঘন, সৈন্ধব লবণের মত। চৈতন্য সর্ব্বব্যাপী হইলেও আকাশের মত শূন্য পদার্থ নহেন। আকাশের মধ্যে অন্য বস্তু থাকিতে পারে—অবকাশ দান করে বলিয়াই ইহা আকাশ। কিন্তু যিনি পূর্ণ, যিনি নিবিড়, তাঁহার মধ্যে অন্য কিছুই থাকিতে পারে না। তথাপি যে এই জগৎ তাঁহাতে ভাসে তাহা বনমধ্যে নিপতিত স্ফটিক শিলায় যেমন পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষলতা, পর্ব্বতাদি প্রতিবিম্বরূপে ভাসে সেইরূপ। এখানেও বিচার্য্য এই যে বৃক্ষলতা পর্ব্বতাদি বিম্ব স্বরূপ, ইহাদের প্রতিবিম্ব স্ফটিক শিলায় পড়িতে পারে কিন্তু জগৎ বলিয়া যে বস্তু দেখা যায় তাহার বিম্ব কোথায় যে ব্রহ্মে ইহার প্রতিবিম্ব পড়িবে? বিম্বনাই অথচ

প্রতিবিম্ব পড়িতেছে। এই জন্য জগতকে চিত্ত স্পন্দন কল্পনা বলা হয়। ব্রহ্ম অস্পন্দ স্বভাবে নির্গুণ ব্রহ্ম কিন্তু স্পন্দ স্বভাবে ইনি চেত্যতা প্রাপ্ত হইয়া, বহির্ম্মুখতা প্রাপ্ত হইয়া আপনার অভ্যন্তরস্থ কল্পনা ঘনীভূত করিয়া জগৎ প্রতিবিম্ব তুলেন। এই কঠিন তত্ত্ব আর একটু বিষদ ভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

বিধবার পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ক সম্ভাষণ।

বক্তা—ভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ।

জিজ্ঞাসু—শ্রীইন্দু ভূষণ সান্যাল এম্, এস্, সি, এম্ বি,

তথা শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায় বিদ্যানন্দ বি, এল,

তথা কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল, অধ্যাপক

শ্রীমহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি,এস্,সি, এম্,এ, এল, এল বি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রস্তাবনা।

জিজ্ঞাসু ইন্দুভূষণ—বিবাহতত্ত্ব সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহা হইতে দৃঢ় নিশ্চয় হইয়াছে, বিশুদ্ধ বৈদিক আর্য্যজাতির, বৈদিক ও বেদমূলক স্মৃত্যাদি শাস্ত্রবাসনা বাসিত হৃদয়ে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ হওয়া উচিত কিনা, এইরূপ জিজ্ঞাসার উদয় হইতে পারেনা, যাঁহারা সনাতন বেদের উপদেশানুসারে বিশ্বজগৎকে যজ্ঞের মূর্ত্তি বলিয়া বুঝিয়াছিলেন. যাঁহারা যজ্ঞকে বিশ্বজগতের সৃষ্টি, স্থিতি, বৃদ্ধি ও বিপরিণামের কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, যজ্ঞকে প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন, পত্নীকে যাঁহারা যজ্ঞকর্ত্তার অর্দ্ধস্বরূপভূতা জ্ঞানে, আত্মার অর্দ্ধবোধে সমাদর করিতেন ("অর্দ্ধো বা এষ আত্মনঃ যৎ পত্নী—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ; 'যজ্ঞ কর্ত্তুরর্দ্ধস্বরূপভূতা পত্নী'—কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ ভাষ্য),

বিবাহকে যাঁহারা পূর্ণ হইবার সাধন মনে করিতেন, সংস্কৃত পুত্রোৎপাদনার্থ, শুভ সংস্কার বিশিষ্ট, ধার্ম্মিক, আত্মপরের কল্যাণকারী, নিখিল সদ্‌গুণশালী বীর সন্তানের উচ্ছেদ না হয় এই নিমিত্ত যাঁহারা জায়া গ্রহণ করিতেন, বিশুদ্ধ বৈবাহিক সম্বন্ধ আধ্যাত্মিক, স্থূল শরীর নষ্ট হইলেও আধ্যাত্মিক বৈবাহিক সম্বন্ধের নাশ হয় না, আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ দম্পতীর লোকান্তরে পুনর্ম্মিলন হইয়া থাকে, যে জাতির ইহা হৃদয় প্ররূঢ় বিশ্বাস, বেদ-শাস্ত্র বর্ণিত পবিত্র বিবাহ ও ম্যারেজ (marriage) সমান পদার্থ নহে, যাঁহারা ইহা সম্যগরূপে অবগত ছিলেন, ইতর প্রাণীদিগের এবং অসভ্য ও অর্দ্ধসভ্য মনুষ্যগণের মধ্যে যে অনিয়ত কাম হেতুক স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সম্মিলন হইয়া থাকে, তাহাই ম্যারেজের (marriage) প্রথমাবস্থা—যৌন সম্বন্ধের (Sexual relation) আদ্যরূপ হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার, ডারুবিন্, লেন্‌নেন্ Lennen) প্রভৃতি ক্রমবিকাশবাদী সুধীগণের এইরূপ অনুমানকে যাহারা স্বল্পদর্শীর অনুমান বলিয়াই বুঝিতেন, বুঝিয়া থাকেন, বিবাহ প্রথা ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়াছে, স্ত্রী পুরুষের মিলন এক সময়ে প্রায়শঃ পৃথিবীর সর্ব্বত্র অনিয়মিত ছিল, যাদৃচ্ছিক ছিল, মনুষ্যজাতির পূর্ব্বপুরুষ দিগের তত্ত্বাবধারণে প্রবৃত্ত হইয়া, মানুষ মাত্রের নির্ব্বিশেষে এককোষাত্মক (Protist) পূর্ব্বপুরুষ, ক্রিমিসদৃশ পূর্ব্বপুরুষ (Wormlike ancestors), মৎস্যসদৃশ পূর্ব্বপুরুষ (fishlike ancestors), পঞ্চপদ পূর্ব্বপুরুষ (fivetoed ancestors) ও শাখামৃগ পূর্ব্বপুরুষ (Ape ancestors), উন্নতম্মন্য ক্রমবিকাশ বাদীদিগের এই সকল কথাকে, বেদ-শাস্ত্র বিরুদ্ধ ও অযুক্তিক বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, করিয়া থাকেন, কৃৎস্ন বস্তুতত্ত্বজ্ঞ, তপস্তেজে দেদীপ্যমান্, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, সমগ্র সদ্‌গুণশলী মরীচি, ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণকে যাঁহারা আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া মনে করিতেন, করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মনে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ক প্রশ্ন উঠিতে পারেনা। জানিবার ইচ্ছা হয়, বৈদিক আর্য্যজাতির মনে, কি কারণে, কতদিন হইতে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ হওয়া উচিত কিনা, এইরূপ প্রশ্ন উঠিতেছে? অনার্য্য দিগের মধ্যে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, এখনও আছে, কিন্তু বৈদিক আর্য্যদিগের মধ্যে বিধবার পুনবির্ব্বাহ প্রথা কখন প্রচলিত ছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না।

জিজ্ঞাসু নন্দকিশোর—বাবা! বিধবার পুনর্ব্বিবাহ হওয়া উচিত কিনা, আমার বিশ্বাস, যাঁহারা এই বিষয় লইয়া, বাদানুবাদ করিয়াছেন, করিয়া থাকেন, তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে বেদ শাস্ত্রের অনুবর্ত্তন করেন নাই, করেন না, তাঁহারা

স্ব-স্ব প্রতিভা ও প্রয়োজনানুসারেই এই বিষয়ের বিচার করিয়াছেন, করিয়া থাকেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ রূপে বিশুদ্ধ বৈদিক প্রতিভা বিশিষ্ট নহেন, বেদ-শাস্ত্রের যে সকল কথা, তাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের প্রতিভা ও প্রয়োজনের অনুকূল, বেদ শাস্ত্রের সেই সকল কথাই তাঁহাদের সমীপে আদর পাইয়াছে, পাইয়া থাকে। পূজ্যপাদ দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামী প্রভৃতি সুধীগণ যে, বেদ-শাস্ত্রের উপদেশ সমূহকে স্ব-স্ব প্রতিভানুসারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অত্যল্প চেষ্টাতেই তাহা প্রমাণীকৃত হয়। আপনি বলিয়াছেন, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বেদ যে, অভ্রান্ত, বেদ যে, অখিল জ্ঞানের আদ্যপ্রসূতি, তাহা প্রাচ্য প্রতীচ্য-বিমিশ্রভাবে বিশ্বাস করিতেন, 'বেদ অভ্রান্ত', দয়ানন্দ সরস্বতী তাহা প্রতিপাদন করিতে যাইয়া, অনেক স্থলে নবীন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে যেন মানদণ্ডরূপে আশ্রয় করিয়াছেন, নবীন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত বেদের সামঞ্জস্য আছে দেখাইতে পারিলেই যেন বেদের অভ্রান্তত্ব প্রতিপাদিত হইবে, স্বামীজীর মস্তিষ্কে এইরূপ প্রতিভা ক্রীড়া করিত, এবং এই প্রতিভার প্রেরণায় অনেক স্থলে তিনি পাশ্চত্য বিজ্ঞানের সহিত বেদের সঙ্গতি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। পাশ্চত্য বিজ্ঞানে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর, আমার ধারণা, বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিলনা, এই নিমিত্ত তাঁহার চেষ্টা সুফল প্রসব করে নাই, নবীন বিজ্ঞান যে, অভ্রান্ত নহে, স্বামীজী অনেক সময়ে তাহা যেন বিস্মৃত হইয়াছেন। যাহা হোক্, প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকগণ যাহা বলিয়াছেন, বেদের সহিত যদি তাহার বিরোধ হয়, তাহা হইলে, বেদের অভ্রান্তত্ব সপ্রমাণ হইবে না, যিনি এইরূপ বিশ্বাসকে স্বপ্নেও হৃদয়ে স্থান দিতে পারিয়াছিলেন, তিনি কখন বিশুদ্ধ বৈদিক আর্য্যদৃষ্টিতে বেদজ্ঞ বা বেদভক্ত নহেন। দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামীর যে, ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে প্রচুর পাণ্ডিত্য ছিল, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, তথাপি তিনি যখন পঞ্চম বেদ নামে লক্ষিত, ঋষি ও আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত পুরাণেতিহাসকে অবজ্ঞা করিয়াছেন, ঈশ্বরের অবতারবাদকে বেদবিরুদ্ধ ও অযুক্তিক বলিয়াছেন, বেদের ব্রাহ্মণভাগকে "বেদ" বলিয়া মানেন নাই, বেদ মন্ত্র সকলের অনেক স্থলে নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিজ প্রতিভানুসারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বিধবা বিবাহ যে, বেদানুমোদিত তৎপ্রতিপাদনার্থ ঋষি ও আচার্য্যগণ ব্যাখ্যাত মন্ত্র সকলের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন, তখন আমি তাঁহাকে বিশুদ্ধ বৈদিক আর্য্যপ্রতিভা সম্পন্ন পুরুষরূপে গ্রহণ করিতে অপারগ।"

আপনার এই সকল কথাতে যে, বিন্দুমাত্র মিথ্যাদোষ নাই, আমার তাহাই দৃঢ়

বিশ্বাস। তাহার পর, যাঁহারা বিধবার পুনর্ব্বিবাহ হওয়া উচিত এইরূপ মতাবলম্বী, যাঁহারা এই বিষয় অবলম্বন পূর্ব্বক বাদানুবাদ করিয়াছেন, করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যে, দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামীর ন্যায় শাস্ত্রের যথার্থ অভিপ্রায় গ্রহণ করেন নাই, করেন না, আপনার অনুগ্রহে আমার তাহা প্রতীতি হইয়াছে।

জিজ্ঞাসু অধ্যাপক মহেশচন্দ্র—বাবা! বৈদিক আর্য্যজাতি ভিন্ন অন্য সকল জাতিতে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ বোধহয়, বিনা আপত্তিতে হইয়া থাকে। যাঁহাবা বিধবা বিবাহের পক্ষ সমর্থন করেন, তাঁহারা কি ভাবিয়া থাকেন, বিধবাবিবাহ বৈদিক আর্য্যজাতির যাদৃশ আপত্তিজনক, অন্য জাতির তাদৃশ দোষাবহরূপে বিবেচিত না হইবার কারণ কি? বিধবার পুনর্ব্বিবাহ বেদ-শাস্ত্রানুমোদিত কিনা, এইরূপ বিচারের প্রয়োজন বর্ত্তমান কালের বৈদিক আর্য্যসন্তানগণের মধ্যে, যে ভাবে উপলব্ধ হইতেছে, পূর্ব্বে বোধ হয়, ইহা তদ্ভাবে উপলব্ধ হয় নাই। বেদে ও বেদমূলক স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ সম্বন্ধে কোন কথা নাই, তাহা নহে, কিন্তু আমার ধারণা, বেদে তথা বেদমূলক স্মৃত্যাদি শাস্ত্র সমূহের কোথাও বিধবার পুনর্ব্বিবাহের বিধি নাই। আপনার উপদেশ শ্রবণ ও আপনার সঙ্গ করিয়া বোধ হইয়াছে, বৈদিক আর্য্যজাতি বিধবার পুনর্ব্বিবাহকে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সিদ্ধির অন্তরায় বলিয়াই মনে করিতেন। জানিবার ইচ্ছা হয়, অন্যান্য জাতিতে যাহা তেমন দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না, অন্যান্য জাতিতে যাহা বিনা আপত্তিতে চলিয়াছে, চলিতেছে, বৈদিক আর্য্যজাতিতে তাহা কেন এইরূপ দোষাবহরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে? আমার এই প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলিয়াছেন, "আমার বিশ্বাস, যে দিন হইতে বৈদিক আর্য্যজাতি স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইতেছেন, যথাবিধি শ্রৌত ও স্মার্ত্ত সংস্কার বর্জ্জিত হইতেছেন, সেইদিন হইতে এই জাতি ক্রমশঃ বিধবার পুনর্ব্বিবাহের প্রয়োজন উপলব্ধি করিতেছেন, সেই দিন হইতে এই জাতি জাতিভেদের মূলোৎপাটন করিতে না পারিলে, আমাদের কখনও উন্নতি হইবেনা, এইরূপ বিশ্বাসকে হৃদয়ে স্থান দিতে আরম্ভ করিয়াছেন; শৌচ ধর্ম্মের যথাবিধি অনুষ্ঠানকে পাতঞ্জল দর্শনে সৌমনস্যের, আত্মদর্শন যোগ্যতা-প্রাপ্তির, পরম ধর্ম্মসাধনের হেতুরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এই শৌচ ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিতে না পারিলে, আমাদের উন্নতি সুদূর পরাহত, যে দিন হইতে এবম্প্রকার ধারণা বৈদিক আর্য্যজাতির চিত্তে শনৈঃ শনৈঃ লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতেছে, যে দিন হইতে বৈদিক আর্য্যসন্তানগণ বহির্ম্মুখ চিত্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন, বৈষয়িক সুখকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া বুঝিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সুরত্ব হারাইয়া,

অসুরত্ব প্রাপ্ত হইতেছেন, সেইদিন হইতেই বিধবার পুনর্ব্বিবাহ হওয়া উচিত, এইরূপ বিশ্বাস বৈদিক আর্য্যদিগের হৃদয়ে স্থান পাইতেছে। যাদৃশ প্রকৃতিতে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ দোষাবহরূপে বিবেচিত হয় না, বৈদিক আর্য্যসন্তানদিগের মধ্যে যাঁহারা বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী হইয়াছেন, হইতেছেন, বিধবাকে বিবাহ করিয়াছেন, করিতেছেন, বুঝিতে হইবে, তাঁহাদের তাদৃশী প্রকৃতি হইয়াছে। বাবা! আপনার এই সকল উপদেশ আমার সমীপে পরমোপাদেয় বলিয়াই প্রতীয়মান হইয়াছে। বঙ্গদেশে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ক আন্দোলন বোধহয় শ্রদ্ধাস্পদ বিবিধগুণভাজন বিখ্যাত পণ্ডিত ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তৃক প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবার পুনর্ব্বিবাহকে প্রচলিত করিবার নিমিত্ত যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন কাল পূর্ণভাবে তাঁহার সহায়তা করেন নাই বলিয়া, বোধহয় তাঁহার চেষ্টা তাঁহার আশানুরূপ ফল প্রসব করিতে পারে নাই, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবার পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ক আন্দোলন, তাঁহার জীবদ্দশাতে অল্প লোকের চিত্তেই সম্প্রসারিত হইয়াছিল। কালের অনুকূলতার উপরি সর্ব্ববিষয়ের সিদ্ধি নির্ভর করে। বোধ হইতেছে, যাঁহারা বিধবার পুনর্ব্বিবাহের পক্ষপাতী, কাল ক্রমশঃ তাঁহাদের মুখপানে সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। কাল যদি তাহা না করিতেন, তাহা হইলে, স্বধর্ম্মপরায়ণ এবং স্বধর্ম্মনিরত বলিয়া অভ্যুদয়শীল মাড়োয়ারী বৈশ্যদিগের মধ্যে কতিপয়ের বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার প্রবৃত্তি এইরূপ প্রবলা হইত না। শুনিতে পাইতেছি, মাড়োয়ারীদিগের মধ্যে অধুনা বিধবার পুনর্ব্বিবাহ লইয়া তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। এতদ্দ্বারা যে ক্ষতি ভিন্ন কোন প্রকার লাভ হইবে না, আমার তাহাই অনুমান হয়। মাড়োয়ারীদিগের বিধবার পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ক আন্দোলন যে, অনর্থের উৎপাদক হইবে, আপাতদৃষ্টিতে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। আপনার মানবতত্ত্ব পড়িয়াছি; মানবতত্ত্বে উন্নতির সাধন কি এই বিষয়ে সংক্ষেপে যাহা উক্ত হইয়াছে, আমার দৃঢ় ধারণা, উন্নতির সাধন কি, এই প্রশ্নের অল্প কথায় এমন অবিকলাঙ্গ সমাধান অন্য কোথাও পাই নাই। ঋগ্বেদের একটী মন্ত্রের উপদেশ স্মরণপূর্ব্বক আপনি বলিয়াছেন, 'ধর্ম্ম বা প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্ত্তন করিলে সুখ হয়, উন্নতি হয়। মনুষ্য জ্ঞানের অনুশীলন করিবে, প্রকৃতিতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিবে, প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহ অবগত হইবে, ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, ধী, বিদ্যা, সত্য, সহানুভূতি, ভক্তি, প্রেম ইত্যাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট হইবে, মানবপ্রকৃতির ইহা নিয়ম, মানবপ্রকৃতির ইহা ধর্ম্ম। ধর্ম্মের অবিরোধে

মানব কৃষি বাণিজ্যাদি দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিবে, মানবপ্রকৃতির ইহা আদেশ, ইহা নিয়ম। মানবগণ পরস্পর সঙ্গত—মিলিত হইবে, বিরোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পর একবিধ বাক্যের ব্যবহার করিবে, একরূপ অর্থ অবগত হইবে, সকলে সমান মন্ত্র, সমান প্রাপ্তি, সমান মনস্ক (একপ্রকার অন্তঃকরণ), সমান চিত্ত (একপ্রকার বিচারজ জ্ঞানসম্পন্ন) হইবে, পরস্পর একার্থে একীভূত হইবে, সমান সঙ্কল্প ও সমান হৃদয় হইবে। ইহা প্রকৃতির নিয়ম, ইহা ধর্ম্ম। যাঁহারা এই সকল প্রাকৃতিক নিয়ম পালন করিবেন, স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন, তাঁহাদেরই উন্নতি হইবে, তাঁহারাই সুখী হইবেন।' * মানবতত্ত্ব। আমি আপনার এই সকল কথার গর্ভে ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতির বীজ দেখিতে পাইয়াছি। 'আত্মদর্শন,' যাহাকে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য পরমধর্ম্ম বলিয়াছেন, আমার বিশ্বাস হইয়াছে, আপনার এই সকল উপদেশের গর্ভে তাহার বীজ আছে। 'প্রাকৃতিক নিয়মের ক্রমবিকাশই উন্নতি, নিখিল সম্ভাব্য উন্নতি প্রাকৃতিক নিয়ম-গর্ভে বীজভাবে অবস্থিত থাকে। অতএব প্রাকৃতিক নিয়মের প্রব্যক্তাবস্থাকেই উন্নতি বলিতে হইবে। আগস্ত কোম্‌তের (August Comte) উন্নতির স্বরূপ বিষয়ক এইরূপ অনুমানের বিশুদ্ধ ও ব্যাপক রূপ যে, আপনার বেদমূলক স্বল্লাক্ষরাত্মক উপদেশ গর্ভে বিদ্যমান আছে, আমার তাহা উপলব্ধি হইয়াছে, যাদৃশ পরিণাম সমূহ সাক্ষাৎ পরম্পরা যে ভাবেই হোক্, মানবের সুখ সম্বর্দ্ধন প্রবণ, তাদৃশ পরিণাম সমূহই অভ্যুদয়াত্মকরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে † ধীমান্ হার্ব্বার্ট্ স্পেন্‌সারের অভ্যুদয় বা উন্নতি সম্বন্ধীয় ইত্যাদি উপদেশের অবিকলাঙ্গ, ব্যাপকতর রূপ যেন আপনার উন্নতির সাধন কি, এতচ্ছীর্ষক প্রস্তাবে আমার নয়নে পতিত হইয়াছে। যাহা হইতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি হয়, তাহা ধর্ম্ম ('যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ'—বৈশেষিক দর্শন), মহর্ষি কণাদের ধর্ম্মের স্বরূপ

---

* "সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবোমনাংসি জানতাং। * * * সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাং। সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি॥ সমানীব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ। সমানমস্তু বো মনো যথাবঃ সুসহাসতি॥"—ঋগ্বেদসংহিতা ৮।৮।৪৯।

† "Order is the condition of all Progress; Progress is always the object of Order. Or, to penetrate the question still

বর্ণনাত্মক এতদ্বাক্যের যথার্থরূপ আমি মানবতত্ত্বের পরিচ্ছিন্ন প্রকৃতিতত্ত্ব নামক অধ্যায় পাঠ পূর্ব্বক দর্শন করিয়াছি, ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান যে, অভিন্ন পদার্থ, সমাজনীতি (Sociology) রাজনীতি (Political philosophy) কর্ত্তব্যনীতি (Ethics) ইত্যাদি যে, বেদ-শাস্ত্র ব্যাখ্যাত ধর্ম্ম পদার্থ হইতে বিভিন্ন নহে, আমার তাহা উপলব্ধি হইয়াছে। 'সমাজ' কোন্ পদার্থ, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই যে, সমাজের ধারক, সমাজের পোষক, সমাজের গুরু, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের যথার্থ ভাবে অনুষ্ঠান দ্বারাই যে, সমাজ-শরীর অক্ষত থাকে, আপনার কৃপায় আমার এই বোধ উৎপন্ন ও দৃঢ় হইয়াছে, পূর্ণাবতার, করুণামূর্ত্তি শ্রীরামচন্দ্রকে কেন 'বর্ণাশ্রমগুরু' বলা হইয়াছে, আপনার রামাবতার পড়িয়া, আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। বৈদিক আর্য্য সমাজ বর্ণাশ্রমমূলক বলিয়া, ইহার বন্ধন দৃঢ়তর, ইহার আন্তরবল অত্যন্ত অধিক। ভূমণ্ডলে এমন কোন সমাজ নাই, যাহার বিশুদ্ধ বর্ণাশ্রমমূলক বৈদিক আর্য্য সমাজের সহিত তুলনা হইতে পারে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মমূলক সনাতন বৈদিক আর্য্য সমাজের বন্ধনসূত্র যে, দৃঢ়তর, ইতিহাস তাহার সাক্ষী। মিশরীয়, পারসীক, রোমীয় প্রভৃতি সমাজ সকল কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু বর্ণাশ্রমমূলক বৈদিক আর্য্য সমাজ এখনও বহু বাধা, বহু ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়াও, পর্ব্বতের ন্যায়

---

more deeply, Progress may be regarded simply as the development of Order; for the order of nature necessarily contains within itself the germ of all possible progress. * * * Progress then is in its essence identical with Order, and may be looked upon as Order made manifest"—

—System of Positive Polity,—August Comte, Vol I, pp. 83-4.

"Only those changes are held to constitute progress which directly or indirectly tend to heighten human happiness. And they are thought to constitute progress simply because they tend to heighten human happiness"—Essays—H. Spencer, Vol I, p. 2

অচল ভাবে দাঁড়াইয়া আছে, এখনও তাহার দৃঢ়ত্ব ও সত্যভূমিকত্ব প্রতিপাদন করিতেছে, বৈদিক আর্য্য সমাজের অন্তরে যদি সারতম সনাতন তথ্য না থাকিত, তাহা হইলে, অন্যান্য সমাজের ন্যায় ইহাও এতদিন কোথায় চ'লিয়া যাইত, ইহার অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হইত। আমি বলিয়াছি, মাড়োয়ারী বৈশ্যেরা স্বধর্ম্ম পরায়ণ এবং স্বধর্ম্মনিরত বলিয়া এই জাতির উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতেছি, ইহাঁরা ক্রমশঃ স্বধর্ম্ম বিচ্যুত হইতেছেন। স্বধর্ম্ম বিচ্যুত না হইলে, ইহাঁদের মধ্যে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ক আন্দোলনের প্রবৃত্তি হইত না। শ্রদ্ধাস্পদ, কীর্ত্তনীয়নাম বিশুদ্ধ বৈদিক আর্য্য হৃদয়বান্ শ্রীযুক্ত ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁহার সামাজিক প্রবন্ধের একস্থানে লিখিয়াছেন—একদিন অতি প্রধান এক মৌলবীর সহিত কথোপকথন কালে, তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "তোমাদিগের মধ্যে ইংরাজী নবিসেরা যত সংস্কার কার্য্যের উল্লেখ করেন, তাহার একটিও কঠোর ব্যবহারের অনুকূল হয় না কেন? হিন্দুজাতির সর্ব্বপ্রধান গুণই এই যে, এই জাতীয় লোকেরা অন্যান্য জাতীয় দিগের অপেক্ষা ইন্দ্রিয় দমনে সুশিক্ষিত—ইহারা কখনই নিতান্ত ইন্দ্রিয় সুখ পরায়ণ হয় না। এই গুণ থাকাতেই হিন্দুজাতি এতদিন বাঁচিয়া রহিয়াছে, এই গুণ থাকাতেই মুসলমান দিগের ভগ্নাবস্থা হইলেও, হিন্দুদিগের ভগ্নাবস্থা হয় নাই, তাহারা পুনর্ব্বার তেজ করিয়া উঠিতেছে, কিন্তু এইবারে বুঝি হিন্দুর এই চিরসঞ্চিত গুণের লোপ হইবে, হিন্দু একান্ত ঐহিকতার দাসত্ব পাইবে।" উক্ত মৌলবীর অনুমান যে, সত্য ভূমিক তাহা এখন অনেক ত প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব 'এতদ্দ্বারা মাড়োয়ারী দিগের ক্ষতি ভিন্ন কোন প্রকার লাভ হইবে না,' আমার মুখ হইতে এই কথা বাহির হইয়াছে। বিধবার পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ক এই আন্দোলন যে, যথোক্ত মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের জাতীয়তাকে, সুতরাং সামাজিকতাকে দুর্ব্বল করিবে, ইহাঁদের সৌহার্দ্দ ও সৌভ্রাত্র সূত্রকে ছিন্ন ভিন্ন করিবে, ইহাঁদের উন্নতি পথের প্রবল প্রতিবন্ধক হইবে, আমার তাহাই দৃঢ় বিশ্বাস। আপনার বিবাহতত্ত্ব বিষয়ক সম্ভাষণ শ্রবণ পূর্ব্বক বুঝিয়াছি, বৈদিক আর্য্য জাতির বৈবাহিক সম্বন্ধ পবিত্রতম, এজাতির বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থূল শরীরের নাশে বিনষ্ট হয় না, আপনার "পতিপ্রাণা রমণী নিত্য সধবা থাকেন, কখনও বিধবা হ'ন না" এতচ্ছীর্ষক প্রবন্ধ (যাহার কিয়দংশ বাঙ্গালা বঙ্গবাসী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল) তাহা পড়িয়াছি, পড়িয়া দৃঢ়প্রত্যয় হইয়াছে, স্বভাবে স্থিত বৈদিক আর্য্যজাতির অন্তঃকরণে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ক প্রশ্ন উদিত

হওয়াই অপ্রাকৃতিক (Unnatural)। তবে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, বিধবার পুনর্ব্বিবাহ হওয়া উচিত, যাহাঁদের মনে এবম্প্রকার ভাব উদিত হইয়াছে, তাঁহাদের স্বধর্ম্ম পরায়ণতার পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাঁহাদের সামাজিক বন্ধন শিথিল হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাঁহাদের উচ্ছাস্ত্র স্বাতন্ত্রিকতার বৃদ্ধি হইতেছে। স্বাতন্ত্রিকতার অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি, সামাজিকতার বন্ধনকে শিথিল করে, অতএব ইহা শুভ ফল প্রসব করে না, ইহা অনর্থেরই হেতু হইয়া থাকে। জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, এখন কি কর্ত্তব্য। আপনি যদি কৃপা করে এই সময়ে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ হওয়া উচিত কিনা, এই বিষয় অবলম্বন পূর্ব্বক কিছু উপদেশ দেন, তাহা হইলে আমাদের বিশেষ উপকার হয়। ভারতবর্ষে অনার্য্যজাতির মধ্যে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, এখনও আছে, কিন্তু বৈদিক আর্য্যদিগের মধ্যে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ কখনও প্রচলিত ছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। ডাক্তার ইন্দুভূষণ সান্যাল মহাশয়ের এই কথা যে, মিথ্যা নহে, আমার তাহাই বিশ্বাস। অপিচ "বাবা! বিধবার পুনর্ব্বিবাহ হওয়া উচিত কিনা, যাঁহারা এই বিষয় লইয়া বাদানুবাদ করিয়াছেন, করিয়া থাকেন, তাঁহারা, আমার ধারণা, সর্ব্বোতো ভাবে বেদ শাস্ত্রের অনুবর্ত্তন করেন নাই, করেন না, তাঁহারা স্ব স্ব প্রতিভা ও প্রয়োজনানুসারে এই বিষয়ের বিচার করিয়াছেন, করিয়া থাকেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ রূপে বৈদিক প্রতিভাবিশিষ্ট নহেন, বেদশাস্ত্রের যে সকল কথা তাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের প্রতিভা ও প্রয়োজনের প্রতিকূল নহে, বেদশাস্ত্রের সেই সকল কথাই তাঁহাদের সমীপে আদর পাইয়াছে," সুবিদ্বান্, সুচিন্তক শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর বিদ্যানন্দ মহাশয়ের এই কথাগুলিও আমার ভাল লাগিয়াছে, ইহারা যে, যুক্তিসঙ্গত কথা, আমার তাহা বিশ্বাস হইয়াছে।

বক্তা—তোমাদের কথা শুনিয়া আমি প্রীতি লাভ করিলাম। বেদশাস্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আমার দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছে, অনার্য্যদিগের মধ্যে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, এখনও আছে, কিন্তু বৈদিক আর্য্যদিগের মধ্যে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ প্রথা কখন প্রচলিত ছিল না। বেদশাস্ত্র বর্ণিত 'বিবাহ' ও 'ম্যারেজ' (marriage) যে, সর্ব্বথা সমান পদার্থ নহে, আমি তাহা বিশ্বাস করি, ক্রমোৎকর্ষবাদী নবীন প্রতীচ্য সুধীবর্গের বিবাহ বিষয়ক অনুমান যে, দোষমুক্ত নহে, তাহা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারা যায়।

বিবাহতত্ত্ব বিষয়ক সম্ভাষণে আমি বলিয়াছি, যাঁহারা বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও

লয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে নিরত, যাঁহারা পূর্ণভাবে সর্ব্ব পদার্থের তত্ত্ব-সুধা পান করিতে একান্ত অভিলাষী, যাঁহাদের হৃদয় রাগ-দ্বেষের বশগ নহে, অতএব যাঁহারা যথার্থ সত্যানুসন্ধিৎসু, বেদশাস্ত্রবর্ণিত বিবাহতত্ত্ব যথাযথভাবে অবলোকিত হইলে আমার দৃঢ় প্রত্যয়, তাঁহারা বিশেষতঃ লাভবান্ হইবেন, অতিমাত্র আনন্দিত হইবেন। বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়তত্ত্ব যে. বিবাহতত্ত্ব ভিন্ন অন্য কিছু নহে, অখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল প্রসূতি শ্রুতি তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন। বিবাহের এইপ্রকার বিশুদ্ধ ও ব্যাপকরূপ বোধ হয় আর কেহ দেখাইতে পারেন নাই, অন্য কোন দেশে, কোন ব্যক্তি বিবাহের বেদশাস্ত্র বর্ণিতরূপ দেখিতে পান নাই। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, ডারুবিন্, লেন্নেন্ Lennen প্রভৃতি তত্ত্বচিন্তকগণ ম্যারেজের (Marriage) বা যৌন সম্বন্ধের (Sexual relation) তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, যে, যেরূপ অনুমান করিয়াছেন, তাহা হইতে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়, ইহাঁরা ইতর প্রাণীদিগের এবং অসভ্য ও অর্দ্ধ সভ্য মনুষ্যগণের মধ্যে যে অনিয়ত কামহেতুক সম্মিলন হইয়া থাকে, তাহাকেই ম্যারেজের প্রথম অবস্থা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাঁদের ধারণা, মানুষের সভ্যাবস্থাতে ম্যারেজের যাদৃশরূপ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইয়াছে। ডারুবিন্ বলিয়াছেন, বিবাহ প্রথা যে, ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়াছে, স্ত্রী পুরুষের মিলন যে এক সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র অনিয়মিত ছিল, যাদৃচ্ছিক ছিল তাহা নিঃসন্দেহ বলিয়াই বোধ হয়। ইতর প্রাণিগণের মধ্যে স্ত্রীপুরুষের অনিয়ত সঙ্গমকে প্রত্যক্ষ করিয়া এবং মানুষের অবতরণ বানর হইতে হইয়াছে, বানর মনুষ্য জাতির পূর্ব্ব পুরুষ এই মতে দৃঢ় আস্থাবান থাকায়, ডারুবিন্ প্রভৃতি নবীন ক্রমবিকাশবাদী মাত্রেই, 'এক সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র সর্ব্বজীবের স্ত্রী পুরুষ সঙ্গম, যাদৃচ্ছিক ছিল, অনিয়ত বা ব্যক্তিবিশেষে অনাবদ্ধ ছিল, এই প্রকার বিশ্বাসকে হৃদয়ে অচল আসন দিয়াছেন, দিয়া থাকেন। *

---

* "Although the manner of development of the marriage lie is an obscure subject, as we may infer from the divergent opinions on several points between the three authors who have studied it most closely, namely, Mr. Morgan Mr.M. Lennan, and Sir J. Lubbock, yet from the foregoing and several other lines

নবীন ক্রমবিকাশবাদিগণ যে সকল প্রমাণ দ্বারা মানুষ মাত্রের এক কোষাত্মক (Protist) পূর্ব্বপুরুষ, ক্রিমিসদৃশ পূর্ব্বপুরুষ (Wormlike ancestors) মৎস্য সদৃশ পূর্ব্বপুরুষ (Fishlike ancestors) ও শাখামৃগ পূর্ব্ব পুরুষ (Ape-ancestors) এই সকল পূর্ব্ব পুরুষ নির্ব্বাচন করিয়াছেন, সেই সকল প্রমাণের প্রমাণিকত্ব, সূক্ষ্মবিচারে যথার্থভাবে পরীক্ষা করিলে, সিদ্ধ হয় না। সনাতন বেদ ও তন্মূলক নিখিল শাস্ত্রের উপদেশ, কৃৎস্ন বস্তুতত্ত্বজ্ঞ, তপস্তেজে দেদীপ্যমান, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন সমগ্র গুণশালী মরীচি, ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ আমাদের পূর্ব্বপুরুষ। মরীচি, ভৃগু, অত্রি প্রভৃতি মহর্ষিগণ যে, ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সনাতন অন্ততঃ প্রাচীনতম বেদ ইহাঁদিগকে প্রজাপতির প্রাণভূত বলিয়াছেন, বিশ্বের আত্মগুরু বলিয়াছেন। অদ্যাপি ইহাঁদের গগনস্পর্শী দশদিগ্বিভাসক অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ সমূহ বিদ্যমান আছে, অদ্যাপি ত্রিকালদর্শী মহর্ষিদিগের রচিত অমূল্য গ্রন্থপ্রভাকর জগৎকে সাক্ষাৎ পরম্পরা ভাবে আলোকিত করিতেছে, অদ্যাপি মানব মাত্রের বিস্ময়জনক ভৃগু সংহিতা ভৃগুদেবের অস্তিত্বের, তাঁহার অমর ভাবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব ও যোগসূত্রভাষ্যকার ভগবান্ বেদব্যাসের বচনানুসারে বলিতেছি, যথাবিধি স্বাধ্যায়শীল পুরুষবৃন্দ অদ্যাপি ঋষিদিগের দর্শন লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগ দ্বারা বিবিধরূপে অনুগৃহীত হইয়া থাকেন। অতএব পরম কারুণিক, জগৎগুরু মহর্ষি দিগের অস্তিত্বে প্রকৃত সত্যসন্ধ মননশীল মানবের সন্দিহান হইবার কোন কারণ নাই। বিবাহের মন্ত্র সকলের অর্থ চিন্তা করিলে, প্রতিপন্ন হয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্র

---

of evidence it seems certain that the habit of marriage has been gradually developed, and that almost promiscuous intercourse was once extremely common throughout the World. Nevertheless from the analogy of the lower animals, more particularly of those which come nearest to man in the series I cannot believe that absolutely promiscuous intercourse prevailed formerly, when man had hardly attained to his present rank in the Zoological scale. Man as I have attempted to show, is certainly descended from some ape-like creature."—The Descent of Man by Darwin Vol 11. p. 361.

মানুষ মাত্রের মধ্যে একসময়ে পশুপক্ষ্যাদির মত কেবল পাশববৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গম হইত, সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত বিবাহ প্রথার ক্রমশঃ পরিশুদ্ধি হইয়াছে, উন্নতি হইয়াছে, এই প্রকার অনুমান নির্দ্দোষ ব্যাপ্তি জ্ঞান মূলক নহে, যথার্থ দর্শন ও পরীক্ষার ফল নহে। ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচর্য্য শীর্ষক সম্ভাষণে আমি বেদ ও শাস্ত্র প্রমাণে, অপিচ বেদশাস্ত্রের অবিরোধিনী সদ্‌যুক্তির সাহায্যে প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছি, রসায়নতন্ত্রের (Chemistry) আনবিক সংযোগ বিষয়ক বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত সমূহ, বেদোপদিষ্ট বিবাহতত্ত্ব মূলক। শতপথ ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে, ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন, "প্রজাপতি নিজদেহকে দুই খণ্ড করিয়া, অর্দ্ধাংশে পুরুষ ও অর্দ্ধাংশে নারী হইয়াছেন, বিরাট্ পুরুষ" উক্ত অর্দ্ধ বা সমাংশ দ্বয়ের সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছেন ("দ্বিধাকৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ। অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভু॥"—মনুসংহিতা)। অগ্নি বিনা সোম এবং সোম বিনা অগ্নি অপূর্ণ—অর্দ্ধ। অর্দ্ধের পূর্ণ হইবার চেষ্টা ও স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর সঙ্গত হইবার চেষ্টা এক কথা। পুংশক্তি বিরহিত স্ত্রীশক্তি এবং স্ত্রীশক্তি বিরহিত পুংশক্তি অপূর্ণ; পূর্ণ হইবার জন্যই বিবাহ, জায়া গ্রহণ ব্যবস্থা। জড়জগৎও স্ত্রীশক্তি ও পুংশক্তির মিলিত মূর্ত্তি, জড় পদার্থের মধ্যেও স্ত্রী ও পুরুষ আছে, জড়বস্তু সমূহের মধ্যেও বিবাহ হইয়া থাকে। তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ বিবাহ তত্ত্ব বুঝাইতে যাইয়া, বিশ্বের সৃষ্টি তত্ত্বই বুঝাইয়াছেন। পতিকে পত্নীর সহিত এবং পত্নীকে পতির সহিত সর্ব্বতোভাবে মিলাইবার, বিভাজিত দুইটীকে একীকৃত করিবার জন্য বৈদিক বিবাহ সংস্কার। বৈদিক আর্য্যের বৈবাহিক একীকরণ, যথার্থ একীকরণ, এতদ্দ্বারা যে সংযোগ হয়, তাহার আর কখনও (না এ জন্মে, না পরজন্মে) বিয়োগ হয় না। অতএব পতিপ্রাণা রমণী নিত্য সধবা থাকেন, কখনও বিধবা হন না, অতএব স্বভাবে স্থিত বৈদিক আর্য্যদিগের চিত্তে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ক চিন্তা উঠিতেই পারে না। কবিশ্রেষ্ঠ মাঘ স্বপ্রণীত শিশুপাল নামক মহাকাব্যে বলিয়াছেন,প্রকৃতি, সতী যোষিতের ন্যায় সুনিশ্চল', সতী যোষিৎ যেমন জন্মান্তরে স্বীয় পতিকে প্রাপ্ত হ'ন, বর্ত্তমান জন্মের প্রকৃতিও সেইরূপ জন্মান্তরে পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ("সতীব যোষিৎ প্রকৃতিঃ সুনিশ্চলা পুমাংসমভ্যেতি ভবান্তরেষ্বপি॥")। কোন, কোন প্রতীচ্য কোবিদের বিবাহতত্ত্ব বিষয়ক দৃষ্টি সূক্ষ্মতর প্রদেশে উপনীত হইয়াছে, বিবাহকে সাধারণতঃ যে দৃষ্টিতে দেখা হয়, বিবাহের যাদৃশ প্রয়োজন সাধারণতঃ উপলব্ধ হইয়া থাকে, তত্ত্বানুসন্ধায়ি—পাশ্চাত্য সুধীবর্গের মধ্যে কতিপয় ধীমানের বিবাহ বিষয়ক দৃষ্টি

সেই নিকৃষ্ট স্তরকে অতিক্রম করিয়াছে, বিবাহের প্রয়োজন যে, উৎকৃষ্টতর, ব্যাপকতর, তাহা ইহাঁদের অনুভব হইয়াছে, স্ত্রী-পুরুষের বৈবাহিক সম্বন্ধের আধ্যাত্মিকতা, স্থূল শরীরের নাশে যে, এ সম্বন্ধ নষ্ট হয় না, ইহাঁরা কিয়ৎপরিমাণে তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন। শরীরতত্ত্ববিৎ ডাক্তার কার্পেণ্টার তাঁহার নরশরীর বিজ্ঞানে (Human Physiology) বলিয়াছেন, ‘পাশববৃত্তি চরিতার্থ করাই বিবাহের উদ্দেশ্য নহে, বিশুদ্ধ বৈবাহিক সম্বন্ধ আধ্যাত্মিক, স্থূল শরীর নষ্ট হইলেও, এ সম্বন্ধের নাশ হয় না, আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ দম্পতীর লোকান্তরে পুনর্মিলন হইয়া থাকে। * জিজ্ঞাস্য হইবে, তবে ইদানীং বৈদিক আর্য্যবংশধর দিগের মধ্যে যে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ক আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, বৈদিক আর্য্যসন্তানগণের মধ্যে যে, কেহ কেহ বিধবাকে বিবাহ করিয়াছেন, করিতেছেন, তাহার কারণ কি? এতদুত্তরে বলিতে হইবে, বৈদিক আর্য্যসন্তানদিগের মধ্যে যাঁহাদের বৈদিক আর্য্য প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাঁহারাই বিধবার পুনর্ব্বিবাহ হওয়া উচিত বলিয়া বুঝিয়াছেন, বুঝিতেছেন, তাঁহারাই বিধবাকে বিবাহ করিতে সাহসী হইয়াছেন, হইতেছেন। স্বভাবে স্থিত বৈদিক আর্য্যগণ স্বভাবতঃ শাস্ত্রিত পৌরুষ বিশিষ্ট, ইহাঁরা কদাচ শাস্ত্র বিধিকে অতিক্রম করেননা, করিতে পারেন না। উচ্ছাস্ত্র ও শাস্ত্রিত, পৌরুষ (পুরুষকার) এই দ্বিবিধ। এই দ্বিবিধ পৌরুষের মধ্যে শাস্ত্রিত পৌরুষই, সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র শুভফল প্রসব করে, উচ্ছাস্ত্র পুরুষকার অনিষ্টজনক হয়, উচ্ছাস্ত্র পুরুষকার দ্বারা কদাচ ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহার হয় না, শাস্ত্রিত পৌরুষ দ্বারাই পরমার্থ সাধিত হইয়া থাকে ("উচ্ছাস্ত্রং শাস্ত্রিতং চেতি পৌরুষং বিবিধং মতম্। তত্রোচ্ছাস্ত্রমনর্থায় পরমার্থায় শাস্ত্রিতম্॥"— মুক্তিকোপনিষৎ ও যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, শাস্ত্রিত পৌরুষ বিশিষ্ট বৈদিক আর্য্যেরা শাস্ত্রোপদেশকেই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া বিবেচনা করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্র বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি শাস্ত্র বিধিকে ত্যাগপূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারী হয়, সে সিদ্ধি পায় না, সে না সুখ না পরাগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের ব্যবস্থাতে হে অর্জ্জুন! শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ, শাস্ত্রই

---

* "In proportion as the Human being makes the temporary gratification of the mere sexual appetite his chief object, and overlooks the happiness arising from spiritual communion, which is not only purer but more permanent, and of which a

যথার্থ জ্ঞানের সাধন ("যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্। তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণংতে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ। জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্মকর্ত্তুমিহার্হসি॥"—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৬।২৪)। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে উক্ত হইয়াছে, সহস্র, সহস্র ব্যবহার আমাদের সম্মুখে আসিতেছে, যাইতেছে, তাহাতে রাগ-দ্বেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক শাস্ত্রানুসারে ব্যবহার করা উচিত ("ব্যবহার সহস্রাণি যান্যুপয়ান্তি যান্তি চ। যথাশাস্ত্রং বিহর্ত্তব্যং তেষু ত্যক্ত্বা সুখাসুখম্॥")। যে ব্যক্তি যথাশাস্ত্র স্বীয় মর্য্যাদা পরিত্যাগ করেনা, সাগরে, রত্নের ন্যায় তাহার নিকটে সমুদয় অভীষ্ট উপস্থিত হয়। শাস্ত্র বিহিত যত্নই পরম পুরুষার্থ লাভের হেতু ("যথাশাস্ত্রমনুচ্ছিন্নাং মর্য্যাদাং স্বামনুজ্ঝিতঃ। উপতিষ্ঠন্তি সর্ব্বাণি রত্নান্যম্বুনিধাবিব॥"—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ) সাধুর উপদিষ্ট পন্থানুসারে মন, বাক্য ও শরীরের যে পরিচালনা, তাহাই প্রকৃত পুরুষকার, তাহাই সফল হইয়া থাকে, অন্য পুরুষকার উন্মত্তের চেষ্টা মাত্র। যে ব্যক্তি যে বস্তু প্রার্থনা করে, সেই প্রার্থিত বস্তু পাইবার জন্য সে যদি শাস্ত্রোক্ত প্রণালী অনুসারে চেষ্টা করে, তাহা হইলে, তাহার নিশ্চয় তদ্বস্তু প্রাপ্তি হয়, শাস্ত্রোক্ত প্রণালীর ব্যত্যয় ঘটিলে শাস্ত্র নিয়ন্ত্রিত মার্গে না চলিলে, অর্দ্ধপথ হইতেও নিবৃত্ত হইতে হয়। পুরুষের যে প্রযত্ন শাস্ত্রশাসিত কর্ম্ম নিষ্পাদনে তৎপর, তৎপ্রযত্নই সমগ্র অভিমত ফলসিদ্ধির মূল, শাস্ত্রবিগর্হিত কর্ম্ম-প্রয়োজক প্রযত্ন অনর্থের নিদান।*

জিজ্ঞাসুত্রয়—আপনার এই সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমরা বিশেষতঃ উপকৃত হইতেছি, বৈদিক আর্য্যসন্তানদিগের মধ্যে এখন যে, প্রকৃতিগত পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। জানিতে ইচ্ছা হইতেছে,

---

renewal may be anticipated in another world,—does he degrade himself to a level with the brutes that perish. Yet how lamentably frequent is this degradation;"—Principles of Human Physiology, by W. B. Carpenter. M. D. P. 752.

* "সাধূপদিষ্টমার্গেন যন্মনোঙ্গবিচেষ্টিতম্। তৎপৌরুষং তৎসফলমন্যদুন্মত্ত চেষ্টিতম্॥

যোযমর্থং প্রার্থয়তে তদর্থং চেহতেক্রমাৎ। অবশ্যং স তমাপ্নোতি ন চেদর্দ্ধান্নিবর্ত্ততে॥"

—যোগবাশিষ্ঠ—মুমুক্ষুপ্রকরণ, ৪র্থ সর্গ।

বৈদিক আর্য্যজাতির যে প্রকৃতিগত পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে তাহার কারণ কি? বৈদিক আর্য্যজাতির স্বাভাবিক প্রকৃতি কি? বৈদিক আর্য্যগণ পূর্ব্বে বেদ শাস্ত্রের আজ্ঞাকে যে ভাবে শিরোধার্য্য করিতেন, এখন ইহাঁদের মধ্যে অনেকেই যে, বেদশাস্ত্র শাসনকে তদ্ভাবে শিরোধার্য্য করেন না, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়, বৈদিক আর্য্যজাতির মধ্যে এখন উচ্ছান্বিত পৌরুষবিশিষ্ট ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, গুরুজনকে অবহেলা করাকে, বেদশাস্ত্রকে অগ্রাহ্য করাকে, কুলাচারকে অতিক্রম করাকে, দেবতাদিগের অবমাননা করাকেই এখন অনেকেই যেন অপরাধীনতা মনে করেন, মানসিক বলের পরিচয় ভাবিয়া থাকেন।* বৈদিক আর্য্যসমাজের উচ্ছৃঙ্খল, স্বাতন্ত্রিকতা যেন ক্রমশঃ বাড়িতেছে, ইহা যে, পুরাতন পবিত্রতম বৈদিক আর্য্যসমাজের বিশেষ ক্ষতিকর হইতেছে, তাহা বিশ্বাস হয়। বুঝিতে পারি না, বৈদিক আর্য্যজাতির এইরূপ অকল্যাণকর পরিবর্ত্তন হইবার কারণ কি?

বক্তা—উন্নতি ও অবনতি চক্র যে, পর্য্যায়ক্রমে আবর্ত্তন করে, তাহা তোমাদের জানা আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু উন্নতি ও অবনতি চক্র যে, পর্য্যায়ক্রমে আবর্ত্তন করে, তাহার কারণ কি, তাহা বোধ হয় তোমরা যথার্থভাবে চিন্তা কর নাই। উন্নতি ও অবনতি দুইই প্রাকৃতিক নিয়ম; উন্নতির পর অবনতি এবং অবনতির পর উন্নতি প্রকৃতির নিয়মানুসারে হইয়া থাকে। বৈদিক আর্য্যজাতি উন্নতির প্রান্তভূমিতে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত (প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে) ইহাঁর অবনতি হইয়াছে, হইতেছে। জ্ঞাননিধি অনন্তাবতার ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, বৃদ্ধির পর অপায় অবশ্যম্ভাবী, বৃদ্ধি ও অপায় প্রাকৃতিক নিয়ম সর্ব্বত্র

---

* বাণভট্টবিরচিত কাদম্বরী পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়, শুকনাস চন্দ্রাপীড়কে উপদেশদানকালে বলিয়াছেন:—"* * * গুরুবচনাবধীরণমপর-প্রণেয়ত্বমিতি * * * স্বচ্ছন্দতা প্রভুত্বমিতি দেবাবমাননং মহাসত্ত্বতেতি * * *"। কোন দেশে ব্যক্তিবিশেষ যখন উচ্ছৃঙ্খল স্বাতন্ত্রিকতার পক্ষপাতী হয়েন, তখন তিনি উক্তরূপ মতই প্রকাশ করিয়া থাকেন (তখন তিনি গুরূপদেশের অবহেলনকে এবং স্বেচ্ছাচারিতাকে স্বাধীনতা এবং দেবতার অবমাননাকে মহাবলের পরিচায় মনে করিয়া থাকেন)। বৈদিক আর্য্যদেশে এখন সেই প্রকার উচ্ছৃঙ্খল স্বাতন্ত্রিকতাপ্রিয়তার আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

এই উভয়াত্মক ("যাবদনেন বর্দ্ধিতব্যমপায়েন বা যুজ্যতে তচ্চোভয়ং সর্ব্বত্র।"— মহাভাষ্য)। প্রত্যেক ক্রিয়ার সকল স্থলেই সমান প্রতিকূলাভিমুখ প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে (To every action there is always equal and coutrary reaction) মহামতি নিউটনের এই কথা এস্থলে স্মরণ কর। পূর্ণ প্রাকৃতিক নিয়ম যে, উন্নতি ও অবনতি এই উভয়াত্মক, প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ স্পষ্টাক্ষরে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। †

জিজ্ঞাসুত্রয়—'উন্নতি ও 'অবনতি', এই দুইটাই যে, প্রাকৃতিক নিয়ম, তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি, কিন্তু উন্নতি ও অবনতি এই দুই প্রাকৃতিক নিয়ম হইল কেন, তাহা বুঝিতে পারিনা। আর বুঝিতে পারিনা, বৈদিক আর্য্যবংশধরদিগের এতাদৃশ শোচনীয় অধঃপতন হইতেছে কেন। উন্নতি ও সভ্যতার স্বরূপ কারণ ও প্রান্তভূমি সম্বন্ধে আপনি যাহা বলিলেন, তদ্দ্বারা আধুনিক বৈদিক আর্য্যসন্তানদিগের বিশেষ উপকার না হইলেও, আমাদের বিশ্বাস, অভ্যুদয়শীল য়ুরোপ, আমেরিকা দেশবাসীদিগের মধ্যে কোন, কোন সত্যসন্ধ পুরুষসিংহের কিছু উপকার হইবে, সারগর্ভ কথাতে ইহাঁরা কর্ণপাত করেন, সত্যের অনুসন্ধিৎসা উন্নতিশীলের হৃদয়কেই আশ্রয় করিয়া থাকে।

বক্তা—য়ুরোপ ও আমেরিকা পারমার্থিক দৃষ্টিতে না হইলেও ব্যবহারিক দৃষ্টিতে যে, ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে, ধনে, বিদ্যায়, বাণিজ্যে; ক্ষাত্রবলে য়ুরোপাদিদেশবাসিগণ যে মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। কিরূপ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি আত্মপরের হিতসাধনে সমর্থ হন, কীদৃশ পুরুষ মহান্ হন, ছান্দোগ্যোপনিষদে তাহা উক্ত হইয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিয়াছেন, একাগ্রতা ব্যতিরেকে কেহ ধন, বিদ্যা বা অন্যান্য গুণগ্রাম দ্বারা মহান্ হইতে

† "A law that expresses progress only, can be merely a law of movement in one direction, a part only of the law of human advance. The true law, the complete law, must be a law of retrogression as well as a law of progress; it must express, simultaneously with the general tendendcy to advance, the partial retrogression which retard progress without destroying it."

Outline of the Evolution—Philosophy by Dt M. E. Cazelles.

পারেনা। সংসারে যাঁহারা বিদ্যাচার্য্য হইয়াছেন, রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন, অন্যের প্রভু—নিয়ামক হইয়াছেন, পূজার্হ হইয়াছেন, অনুসন্ধান করিলে, জানিতে পারা যায়, তাঁহারা একাগ্রচিত্ত, তাঁহাদের ব্যুত্থানশক্তি হইতে নিরোধশক্তি প্রবলতর—তাঁহারা ধ্যানশীল বা যোগী (যোগী বলিলাম বলে বিস্মিত, বিরক্ত বা ভীত হইবার কারণ নাই, 'যোগী' শব্দ উচ্চারিত হইলেই, সন্ন্যাসীর বেশধারী, নগ্ন বা জটাজূট-ধারীকে বুঝায় না, একাগ্রচিত্ত ও বৈষয়িক সুখভোগে অনাসক্ত ব্যক্তিই বস্তুতঃ যোগী) তাঁহাদের হৃদয়, শম-দমাদি সদ্গুণের আধার, মাৎসর্য্যাদি দোষ বর্জ্জিত। একাগ্রচিত্ত না হইলে, ধ্যায়ী বা যোগী না হইলে, যথার্থ সত্যসন্ধ না হইলে, তপস্বী না হইলে (মন ও ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতাই প্রধান তপঃ, এই কথা মনে করিও) মহত্ত্ব প্রাপ্তি হয় না। ক্ষুদ্র হৃদয় মাৎসর্য্যাদি দোষ সকল দ্বারা মলীমস, পরিচ্ছিন্ন স্বার্থপর কদাচ একাগ্রচিত্ত বা ধ্যানশীল হইতে পারে না, চাঞ্চল্য রহিত হইতে পারেনা। ক্ষুদ্রচিত্ত কলহশীল হয়, পিশুন হয়, পরের দোষোদ্ভাসনেই সতত ব্যস্ত হইয়া থাকে। অতএব এতাদৃশ ব্যক্তি কোন বিষয়ের তথ্য নিরূপণার্থ চিত্তকে নিরোধপূর্ব্বক সমাধি করিতে পারিবে কিরূপে? পরিচ্ছিন্ন স্বার্থপর চিত্ত, মাৎসর্য্যাদি দোষসমূহ দ্বারা মলিন হৃদয় সর্ব্বদা অপ্রসন্ন থাকে, নিয়ত বাধা (Resistance) পায় এবং এই নিমিত্ত স্বভাবতঃ চঞ্চল হয়, চিত্তপ্রসাদহীন হয়, একাগ্র হইতে পারে না। যাহার প্রকৃতি যে পরিমাণে পরিচ্ছিন্ন, সে সেই পরিমাণে অপরকে বাধা দিয়া থাকে, তাহার দ্বেষ্য পদার্থ তত অধিক, সঙ্কীর্ণাত্মবুদ্ধিরই রাগ-দ্বেষ প্রবল হয়। কঠিন (Solid) তরল (Liquid) ও বায়বীয় (Gas) এই পদার্থত্রয়ের স্বরূপ চিন্তা করিলে, তোমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে, ছান্দোগ্যোপনিষদের উক্ত উপদেশ বচনগুলির মূল্য কত। *

---

* "পরিচ্ছিন্নং হি অর্থান্তরেণ সংপ্রযুজ্যমানং বিরুধ্যতে।"

—বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্য।

দ্রব্যের কঠিনাবস্থায়, অণু সকল পরস্পর গাঢ় বা ঘন ভাবে সংযুক্ত হয় (Firmly cohere), অণু সকলের মধ্যবর্ত্তী অবকাশ (Intermolecular space) স্বল্প হয়, এই অবস্থায় ভেদবৃত্তি শক্তি (repulsion) অভিভূত ও সংসর্গ বৃত্তি শক্তি (molecular attraction or cohesion) প্রবল হয়, তমোগুণের প্রাদুর্ভাব এবং রজোগুণের অভিভব হয়, সুতরাং এই অবস্থায় আনবিক গতির হ্রাস হয়, দ্রব্যের জড়ত্ব স্থিতিশীলত্ব বা ঘাতপ্রতিঘাত ধর্ম্মকত্ব (The property of offering

বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র সমূহের উপদেশ, যাহারা প্রাকৃতিক নিয়ম পালন করে, স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদেরই উন্নতি হইয়া থাকে, তাহারাই সুখী হয়। শ্রুতি ও শ্রুতিমূলক শাস্ত্র সকলের উপদেশ স্মরণ পূর্ব্বক বলিতেছি, য়ুরোপ ও আমেরিকা যখন ক্রমশঃ উন্নত হইতেছেন, তখন তদ্দেশবাসীদিগের মধ্যে (সকলেই না হোন) বহু ব্যক্তি যে মহত্ত্ব হেতু একাগ্রতাদি সদ্‌গুণবিশিষ্ট হইয়াছেন, কিয়ৎ পরিমাণে মাৎসর্য্যাদি দোষ বিমুক্ত হইয়াছেন, হেয় স্বার্থপরতা শূন্য হইয়াছেন, গুণের আদর করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। অতএব অভ্যুদয়শীল য়ুরোপাদি দেশে সারগর্ভ কথা সমাদৃত হইবে, বিনা পরীক্ষায় উপেক্ষিত হইবে না, তোমাদের এইরূপ অনুমান যে, ভ্রান্তিমূলক নহে, আমার তাহা বিশ্বাস হয়, সার গ্রহণের প্রবৃত্তি উন্নতিশীলের স্বভাবতঃ হইয়া থাকে। বৈদিক আর্য্যজাতি এখন অবনত হইতেছে, অতএব ইহার মহত্ত্বহেতু একাগ্রচিত্তাদি গুণগ্রামের হ্রাস হইবারই কথা। বৈদিক আর্য্যদিগের যদি মহত্ত্ব হেতু একাগ্রচিত্তাদি গুণগ্রামের হ্রাস না হইত, যদি ইঁহারা গুরু, শাস্ত্র, দেবতা প্রভৃতিকে অবহেলা করাকে স্বাধীনতা বলিয়া, মানস বলের পরিচয় বলিয়া বুঝিতে আরম্ভ না করিতেন, শাস্ত্রিত পুরুষকার দ্বারাই সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইয়া থাকে, যাঁহারা শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারী হয়েন, তাঁহাদের কখন ইষ্টসিদ্ধি হয় না,

resistance) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, দ্রব্য সকল নির্দ্দিষ্ট আকার বিশিষ্ট হয়। দ্রব্যের তরলাবস্থায় অণু সকলের সংসক্তি শিথিল হয়, কঠিনাবস্থা হইতে এই অবস্থায় ভেদবৃত্তি-শক্তির বা রজোগুণের প্রাবল্য হয়, এই অবস্থায় অণু সকল স্বাধিকরণে অপেক্ষাকৃত অনিরুদ্ধ বা নিরর্গল ভাবে, কথঞ্চিৎ স্বচ্ছন্দতার সহিত স্পন্দিত হইতে পারে (The molecules have more freedom of motion than in the solid); তরল দ্রব্যের নিজ নির্দ্দিষ্ট আকার নাই, যখন যে আধারে ধৃত হয়, তখন তদাকারে আকারিত হয়, তরল পদার্থের মধ্যে কোন বস্তু নিমজ্জিত করিলে (Immersed) ইহা অধিক বাধা দেয় না, তরল পদার্থ সকল বস্তুতঃ অসঙ্কোচনীয় (Virtually incompressible)। দ্রব্যের বায়বীয় অবস্থাতে অণু সকলের ভেদ-বৃত্তি-শক্তি অধিকতর প্রবল হয়, গতিশীলত্ব বর্দ্ধিত হয়, লঘুত্ববশতঃ বায়বীয় পদার্থ উদ্গমন করিতে পারে, তরল পদার্থের ন্যায় ইহারও নিজরূপ নাই, বায়বীয় পদার্থ অতি সঙ্কোচনীয় ও বিস্তৃত্বর বা বিস্তারী (Eminently compressible and expansive), তরলাবস্থায় অণু সকল স্বাধিকরণে সম্পূর্ণ সচ্ছন্দভাবে স্পন্দিত

তাঁহাদের কখন কোন প্রকার উন্নতি হয় না, শাস্ত্র ও শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষদিগের উপদেশানুসারে বাক্, মন ও শরীরের যে পরিচালনা, তাহাই প্রকৃত পুরুষকার, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, বশিষ্ঠদেব প্রভৃতির এই পরম হিতকর উপদেশকে বৈদিক আর্য্যসন্তানেরা যদি অবজ্ঞা না করিতেন, তাহা হইলে, কদাচ উন্নতির প্রান্ত ভূমিতে উপনীত এই পুরাতন পবিত্র জাতির ঈদৃশী শোচনীয় দুরবস্থা হইত না। যে ভারতবর্ষ, পৃথিবীর কথাত দূরের, সুখময় স্বর্গধামকেও এককালে সর্ব্ব বিষয়ে পরাভূত করিয়াছিল, মনুষ্যের কথা কি, অমরবৃন্দও যে ভারতবর্ষের প্রশংসা করিতেন, সুখময় স্বর্গধাম ছাড়িয়া যে ভারতবর্ষে বাস করিতে ইচ্ছা করিতেন, স্বর্গ ভোগের অবসান হইলে, মুক্তির জন্য কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে জন্ম লাভের আকাঙ্ক্ষা করিতেন, সেই ভারতবর্ষের আজ কি দুর্গতি হইয়াছে, সেই সর্ব্বলোক সমাদৃত বৈদিক আর্য্যসন্তানগণের কিরূপ হীনাবস্থা হইয়াছে। বৈদিক আর্য্যবংশধরদিগের মধ্যে ইদানীং বহু ব্যক্তি অমর পূজিত ঋষিদিগকেও অবজ্ঞা করেন, নির্ভয়ে, যথোচিত বিচার বিনা

হইতে পারে না, ইহাদের গতি ক্ষিতিতল অতিক্রম পূর্ব্বক উর্দ্ধে গমন করিতে পারে না, কিন্তু বায়বীয় অবস্থাতে ইহারা স্বচ্ছন্দতঃ আকাশ পথে বিচরণ করিতে পারে। * * * * * যে কারণে কঠিন হইতে তরলের এবং তরল হইতে বায়বীয় পদার্থের প্রসারণশীলতা বা ব্যাপকত্ব অধিকতর, সেই কারণে তত্ত্বদর্শী সর্ব্বজগৎ স্বরূপ হয়েন, সেই কারণে তাঁহার আত্মপরবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া যায়।

পণ্ডিত কুক্ (Cooke) বলিয়াছেন—"A molecule, in the midst of the mass, moves freely, because the attractions are equal in all directions, but a molecule near the surface is in a very different condition."—The New Chemistry, P. 49.

যাঁহার আকর্ষণ সর্ব্বভূতে সমান, যাঁহার প্রেম বিশ্বব্যাপক, যিনি আত্মাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আত্মাতে নিরীক্ষণ করেন, তিনিই স্বাধীন ভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ করেন, তাঁহারই গতি সর্ব্বত্র অব্যাহত। ভূত সকল যেরূপ কঠিন অবস্থা ত্যাগ পূর্ব্বক তরলাবস্থায়, এবং তরলাবস্থা ত্যাগপূর্ব্বক বায়বীয় অবস্থায় আগমন করিতে পারে, মানব ও সেইরূপ উপযুক্ত সাধনা দ্বারা স্বল্পাত্মকতা—পরিচ্ছিন্নাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বাত্মক হইতে পারে, সার্ব্বভৌম হইতে পারে, অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মরূপে পরিণত হইতে পারে।

পূর্ব্বপুরুষদিগকে অসভ্য বলেন, বর্ব্বর বলেন, স্বার্থপর বলিয়া ঘৃণা করেন, বিশ্বকারণ, বিশ্বজ্ঞান, বিশ্ববিজ্ঞান, বিশ্বের নিত্য ইতিহাস বেদকে অসার, অসভ্য বালকোচিত বুদ্ধিবিশিষ্ট, বিজ্ঞান বিহীন কৃষকের গান বলিয়া আমোদী হন, অহো কাল মাহাত্ম!!! অহো বৈদিক আর্য্যবংশধরদিগের শোচনীয় অধঃপতন !!!

জিজ্ঞাসুত্রয়—যে দেশকে তপস্যা নির্দ্দগ্ধকল্মষ, জ্ঞানপ্রদীপ্ত চিত্ত, বেদময় বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ভৃগু, ভরদ্বাজ, কপিল, পতঞ্জলি, জৈমিনি, বাদরায়ণ, গোতম, কণাদ, নারদ, শুকদেব, বামদেব, যাস্ক, আশ্বলায়ন, শৌনক, অগস্ত্য প্রভৃতি আদর্শ পুরুষবৃন্দ পবিত্রীকৃত করিয়াছিলেন, সে দেশের এইরূপ দুরবস্থা হইল কেন? ঋষিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও, বৈদিক আর্য্যবংশধরদিগের চিত্ত সর্ব্বথা বিজাতীয় সংস্কার বিশিষ্ট হইতেছে কেন? বৈদিক আর্য্যসন্তানেরা বেদ ও শাস্ত্র বিশ্বাস হারাইতেছেন কেন? উন্নতির পর অবনতি প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে হইয়া থাকে এই কথার প্রকৃত আশয় কি! বর্ত্তমান সময়ে উন্নতি ও সভ্যতার যে রূপ প্রায়শঃ সর্ব্বজনের চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে, ভারতবর্ষে কি, কখনও উন্নতির তাদৃশ রূপের যথোচিত পূজা হইয়াছিল? সভ্যতার তাদৃশরূপ কি, বৈদিক আর্য্যগণ দেখিয়াছিলেন? বৈদিক আর্য্যগণ কি কখনও ভৌতিক বিজ্ঞানের, শিল্পকলার উন্নতি বিধানে বিশেষতঃ মনোনিবেশ করিয়াছিলেন? বাণিজ্যের উৎকর্ষার্থ যথাপ্রয়োজন চেষ্টা করিয়াছিলেন? বৈদিক আর্য্যজাতি কি, কখনও স্বদেশের উন্নতি হেতু সমুদ্র পার হইয়া দেশান্তরে গমন করিতেন? বেদ ও শাস্ত্র দ্বারা যদি প্রমাণীকৃত হয়, বৈদিক আর্য্যজাতি প্রবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তিমূলক এই উভয়বিধ ধর্ম্মেরই যথোচিত অনুষ্ঠান করিতেন তাহা হইলে এ জাতির এইরূপ অধঃপতন হইবার কারণ কি? শাস্ত্রপাঠ করিলে, আপাত দৃষ্টিতে বোধ হয়, বৈদিক আর্য্যগণ নিবৃত্তি মূলক ধর্ম্মানুষ্ঠানকেই যেন বিশেষতঃ আদর করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে সাধারণের ধারণা, আর্য্যশাস্ত্রকারেরা কেবল নিবৃত্তি বিষয়ক শিক্ষা দান করিয়াছেন, তাঁহারা ঐহিক উন্নতি বিধানের উপায় প্রদর্শনার্থ বিশেষ যত্ন করেন নাই। বিজ্ঞান, শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদির উন্নতি দ্বারা মানুষ তাহার পার্থিব জীবনকে যে প্রকারে কিঞ্চিন্মাত্রায় বাধারহিত করিতে সমর্থ হয়, বেদও বেদমূলক শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিলে কি, তাহা করিতে ক্ষমবান্ হওয়া যায়?

বক্তা—তোমাদের এই কথা শুনিয়া, আমি দুঃখিত ও বিস্মিত হইলাম।

জিজ্ঞাসুত্রয়—তাহা হইবেন জানিয়াই, আমরা এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছি।

বক্তা—তোমাদের মুখ হইতে এইরূপ কথা শুনিতে হইবে, আমি তাহা কখনও ভাবি নাই। ইহা কি, তোমাদের নিজ প্রশ্ন ?

জিজ্ঞাসুত্রয়—আজ্ঞে না, ইহা ইদানীন্তন শিক্ষিতন্মন্য উচ্ছৃঙ্খল স্বাতন্ত্রিকতা প্রিয় ব্যক্তিদিগের প্রশ্ন, ইহার সদুত্তর পাইবার উদ্দেশ্যে আমরা আপনাকে ইহা জানাইয়াছি।

বক্তা—বেদ ও শাস্ত্র কি, বিজ্ঞানের, শিল্পের কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি বিধানার্থ চেষ্টা করিতে নিষেধ করিয়াছেন ? বৈদিক আর্য্যজাতি কি, বিজ্ঞানাদির উন্নতি করেন নাই ? শিল্প শাস্ত্রের ভারতবর্ষে কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল, স্যার উইলিয়ম জোন্সের বচন হইতে তোমরা কিয়ৎ পরিমাণে তাহা অবগত হইতে পারিবে। স্যার উইলিয়ম জোন্স বলিয়াছেন, য়ুরোপীয়েরা গণনা করিয়াছেন, সার্দ্ধদ্বিশতাধিক (২৫০) শিল্পের আবিষ্কার হইলে, মানব, প্রকৃতি হইতে সুখময় জীবনের উপযুক্ত সাধন ও ভূষণ স্বরূপ বিবিধ বস্তু নির্ম্মাণ করিতে পারগ হয়। ভারতবর্ষীয় শিল্প বিদ্যা যদিও চতুষষ্ঠি সংখ্যাতে লঘূকৃত হইয়াছে, তথাপি আবুল ফ্যাজল্ (Abul Fazl) কর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছে যে, হিন্দুরা তিনশত শিল্প ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের গণনা করিতেন। হিন্দুদিগের শিল্প শাস্ত্র এক্ষণে অল্পীভূত হইলেও, আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি, আমরা এক্ষণে যে সকল শিল্পের ব্যবহার করি, প্রাচীন হিন্দুরা অন্ততঃ সেই সকল শিল্পের ব্যবহার করিতেন। বিষপ্ হিবার (Bishop Heber) অবিকল এইরূপ কথা বলিয়াছেন। * বেদেও শিল্পবিদ্যার

* "The other useful arts have long been very numerous among the Hindoos is evidient, for Sir Wm. Jones says 'that Europeans enumerate more than two hundred and fifty mechanical arts by which the productions of nature may be variously prepared for the convenience and ornament of life ; and though the Silpi-Sastra (or Sanscrit Collection of Treatises on Art and Manufactures), reduces them to sixtyfour, yet Abul Fazl had been assured that the Hindoos reckoned three hundred arts and sciences : now their sciences being comparatively few, we may conclude that they anciently practised at least as many useful arts as ourselves (Jones, 10th Disc).' With respect to their skill in many of these arts, we may adduce the unexceptional evidence of the late excellent, widely and universally esteemed Bishop Heber."—

Antiquity of Hindoo Medicine, P. 180.

কথা আছে। তোমাদের বিশ্বাস হইবেনা জানিয়াও বলিতেছি, বর্ত্তমান সময়ে অভ্যুদয়শীল য়ুরোপাদি দেশে বিজ্ঞান ও শিল্প শাস্ত্রের যাদৃশী উন্নতি হইয়াছে, ঋষিরা বিজ্ঞান ও শিল্প শাস্ত্রের ততোঽধিক উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন। বেদ ও তন্মূলক শাস্ত্র সকল কেবল যজ্ঞ (যজ্ঞ বলিতে আজকাল যাহা বুঝাইয়া থাকে অর্থাৎ কেবল অগ্নিতে ঘৃতাদি নিক্ষেপ, যজ্ঞ বস্তুতঃ তাহা নহে) করিতে, যোগ করিতে ইহলোক ছাড়িয়া কেবল পরলোকের চিন্তা করিতে, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাকিতে উপদেশ দেন নাই। ডাক্তার রয়েল্ (T. F. Royle M. D.,) বলিয়াছেন, আমরা যদি হিন্দুদিগের সাহিত্য ও দর্শনের উন্নতির গবেষণা ছাড়িয়া ইহাঁদের বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় উন্নতির অনুসন্ধান করি, তাহা হইলে, আমাদিগকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, হিন্দুরা কেবল বিশদ কল্পনা ও দার্শনিক বিবেক শক্তিতেই উৎকৃষ্ট ছিলেন, তাহা নহে তাঁহারা সমভাবে প্রকৃতি বিজ্ঞানেরও অনুশীলন করিয়াছিলেন।

জিজ্ঞাসুত্রয়—এতদ্দ্বারা বৈদিক আর্য্যজাতির যে, কুহক বিদ্যা নামে শিল্পশাস্ত্র ছিল, অতি প্রাচীন বৈদিক আর্য্যজাতি যে, স্বয়ংবহ বহুযন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, বৈদিক আর্য্যগণ যে, কেবল নিবৃত্তিমার্গের পথিক ছিলেন না, তাঁহারা ঐহিক উন্নতি সাধনের পথকে একেবারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পারমার্থিক উন্নতি সাধনেই মনোযোগী হইয়াছিলেন, এইরূপ ধারণা যে, সত্যভূমিক নহে, তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

বক্তা—নিবিষ্ট চিত্তে, যথোচিত বিচার পূর্ব্বক বেদ ও বেদ মূলক শাস্ত্র পাঠ করিলে, উপলব্ধি হয়, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই উভয়ের সামঞ্জস্য বিধানপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করাই, বেদ-শাস্ত্রের উপদেশ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই উভয়ের সামঞ্জস্য বিধান পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই ঐহিক ও পারত্রিক শ্রেয়ঃ সাধিত হইয়া থাকে, মানুষ প্রকৃত কল্যাণভাজন হয়। বিশুদ্ধ বৈদিক প্রতিভা হইতে আবির্ভূত বিধি বা কর্ত্তব্যজ্ঞান যে কার্য্যে প্রবৃত্তি দিয়াছে, দিয়া থাকে, স্বভাবেস্থিত বৈদিক আর্য্যগণ সর্ব্বান্তঃকরণে, সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাই সম্পন্ন করিয়াছেন, করিয়া থাকেন, এবং বিশুদ্ধ বৈদিক প্রতিভা হইতে আবির্ভূত বিধি বা কর্ত্তব্যজ্ঞান যাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে আদেশ করিয়াছে, করিয়া থাকে, অবিকৃত বৈদিক আর্য্যেরা বিনা বিচারে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতেন, হইয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, মহর্ষি বশিষ্ঠদেব, এক কথায় নিখিল আদর্শ মহাপুরুষবৃন্দ কি নিমিত্ত সর্ব্বান্তঃকরণে, সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্রের অনুবর্ত্তন করিতে উপদেশ করিয়াছেন, এখন অনেকেই

তাহা ভাবিয়া দেখেন না। বর্ত্তমান কালে বৈদিক আর্য্যসন্তানগণের মধ্যে যাঁহারা উচ্ছাস্ত্র পুরুষকার করিতে, বেদ-শাস্ত্রের উপদেশকে অবজ্ঞা করিতে একান্ত অভিলাষী, বেদশাস্ত্রের উপদেশানুসারে কর্ম্মকরাকে যাঁহারা পরাধীনতা বলিয়া বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা বস্তুতঃ ভ্রান্ত, তাঁহারা ঐহিক, পারত্রিক, অকল্যাণকরমার্গে গমন করিতে প্রস্তুত হইতেছেন। ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ পরমপুরুষার্থসিদ্ধি শাস্ত্রিত পুরুষকার বিশিষ্ট বিশুদ্ধ বৈদিক আর্য্যদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও, তাঁহারা ব্যক্তিমাত্রকে, অধিকার বিচার না করিয়া, নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দেন নাই। বৈদিক আর্য্যগণ বেদশাস্ত্রের উপদেশানুসারে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়েরই সামঞ্জস্যবিধান পূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়াছিলেন। কেবল প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মানুষ যে, কৃতকৃত্য হইতে পারে না, নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে বুদ্ধি যে, বিমল হয় না, কি কর্ত্তব্য, কি অকর্ত্তব্য, কি হিতকর, কি অহিতকর, সম্যগরূপে তদবধারণ সাধ্য হয় না, শারীর ও মানস বলের যথোচিত বৃদ্ধি হয় না, তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় না, ঐহিক উন্নতি ও পূর্ণভাবে সাধিত হয় না, প্রাকৃতিক তথ্য সমূহের আবিষ্কারের যথোচিত সামর্থ্যের বিকাশ হয় না, আত্মদর্শনরূপ পরমধর্ম্মের সাধন হয় না, বেদের কৃপায় এই সকল সত্য অবগত হইয়া, বৈদিকপ্রতিভার প্রেরণায় বৈদিক আর্য্যেরা নিবৃত্তিমার্গের উপাদেয়তা, অধিকারীদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বেদশাস্ত্রের শিক্ষা লোকদ্বয়ের হিতকরী, বেদপ্রাণ বৈদিক আর্য্যেরা শাস্ত্রিত ঐহিকতার কদাচ বিরোধী ছিলেন না। সত্যনিষ্ঠ, সত্যজ্ঞ, সত্যময় বেদপ্রাণ বৈদিক আর্য্যজাতি কেবল অনিত্য ঐহিকতার অনুবর্ত্তন করিতে পারিবেন কেন? স্বভাবচ্যুত ইদানীন্তন বৈদিক আর্য্যসন্তানদিগের মধ্যে 'বেদ-শাস্ত্র কেবল নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্মেরই উপদেশ দিয়াছেন,' বৈদিক আর্য্যজাতি বেদশাস্ত্রের উপদেশানুসারে সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্তিমার্গের পথিক হওয়াতেই অধঃপতিত হইয়াছে, হইতেছে, যাঁহারা এইরূপ মতকে হৃদয়ে পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা বেদশাস্ত্রের প্রকৃত রূপ দেখেন নাই, তাঁহারা বিচারশীল নহেন, তাঁহারা পরপ্রত্যয়নেয় বুদ্ধি লইয়াই বাস করেন, 'প্রবৃত্তি' ও 'নিবৃত্তি'র যথার্থ রূপ তাঁহাদের নয়নে পতিত হয় নাই। নিবৃত্তি যে প্রবৃত্তির অন্ত্যাবস্থা, প্রবৃত্তিমাত্রেই যে পরিশেষে নিবৃত্তিতে পরিণত হয়, আকর্ষণ যেমন বিপ্রকর্ষণবিরহিত হইয়া অবস্থান করে না, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই উভয়ই যে, সেইরূপ কদাচ পরস্পরকে ছাড়িয়া থাকে না, থাকিতে পারেনা, কেবল আকর্ষণ ও শুদ্ধ বিপ্রকর্ষণ (Attraction and

Repulsion) দ্বারা যেমন কোনরূপ গতি (Motion) বা ক্রিয়া হয় না, সেইরূপ কেবল প্রবৃত্তি ও শুদ্ধ নিবৃত্তি দ্বারা কোনপ্রকার গতি বা কর্ম্ম হয় না, তাঁহারা এই সকল তথ্যের রূপ দেখেন নাই। পদবিক্ষেপ বা চলনাত্মক কর্ম্মের স্বরূপ দর্শন করিলে প্রতীতি হয়, গমন কালে আমাদের পদদ্বয়ের মধ্যে একটীকে স্থির রাখিয়া অপর পদটী ব্যুত্থিত হয়, চলনাত্মক কর্ম্ম পদদ্বয়ের পর্য্যায়ক্রমে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। অতএব বৈদিক আর্য্যজাতি বেদশাস্ত্রের প্রমাণানুসারে কেবল নিবৃত্তি মার্গের অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং এই নিমিত্ত তাঁহাদের শোচনীয় অবনতি হইয়াছে, এতাদৃশ মত বিচারমূলক নহে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি গুণত্রয়ের কার্য্য, গুণত্রয় অন্যোন্যমিথুনবৃত্তিক, অন্যোন্যাশ্রয়বৃত্তিক, ইহারা নিয়ত পরস্পরকে অভিভব করিবার চেষ্টা করে; আবার ক্ষণকালও ইহাদের কেহ অন্যকে ছাড়িয়া থাকে না, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই কারণে ইতরেতরাশ্রয়ী। গুণত্রয়ের সাম্য ও বৈষম্য দ্বারা যথাক্রমে সৃষ্টি ও লয় এই কার্য্যদ্বয় সংঘটিত হইয়া থাকে, গুণত্রয়ের বৈষম্য (Disturbance of the equilibrium) অবস্থা না হইলে গতিপ্রবৃত্তি বা জগতের সৃষ্টি হয় না। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা গতিনিবৃত্তির হেতু, জগতের লয়ের কারণ। এতদ্বারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে, সাম্যাবস্থা-প্রাপ্তি গতিমাত্রের চরম লক্ষ্য। বেদ নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্মকে প্রেতি—প্রকৃষ্টগতি এবং প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম্মকে সাংসারিক গতি চক্রাবর্ত্তগতি বলিয়াছেন। 'নিবৃত্তি প্রবৃত্তির চরম লক্ষ্য,' যিনি এই সত্যকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তিনি নিশ্চয় স্বীকার করিবেন, মানুষ যাবৎ নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করে, তাবৎ তাহার স্থায়ি—সাম্যাবস্থাপ্রাপ্তি হইতে পারে না। বুঝুক্ না বুঝুক, স্থায়ি—সাম্যাবস্থাপ্রাপ্তিই যে, মানুষের ঈপ্সিততম, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাঁহাদের গতি কেন্দ্রাভিমুখিনী, যাঁহাদের চিত্তনদী কৈবল্য-সাগরপ্রবণা, বিষয় ভোগবাসনা যাঁহাদের ক্ষীণ হইয়াছে, তাঁহারা প্রাকৃতিক নিয়মে আধ্যাত্মিক উন্নতিকেই প্রকৃত উন্নতি বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রধানতঃ নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া থাকিতে পারেননা। যাঁহারা বেদশাস্ত্রের উপদেশা-নুসারে কর্ম্ম করিতে করিতে শুদ্ধচিত্ত হ'ন, তাঁহারা সর্ব্বভূতে আপনাকে এবং আপনাতে সর্ব্বভূতকে দেখিয়া থাকেন, তাঁহারা স্বয়ং কৃতকৃত্য হইয়া, অন্যের কল্যাণ সাধনার্থ সদা ব্যস্ত হ'ন, আপ্তকাম তাদৃশ পুরুষগণের আত্মকাম বা নিষ্কাম হওয়া, সম্পূর্ণতঃ নিবৃত্তিমার্গের পথিক হওয়া প্রাকৃতিক। মানুষের যাহা বস্তুতঃ ঈপ্সিততম, তাহা নিবৃত্তিমুলক ধর্ম্মদ্বারাই সমধিগত হইয়া থাকে, প্রকৃত

সুখে সুখী হইবার এতদ্ব্যতীত অন্য পন্থা নাই, যত কালেই হোক্ পরিশেষে মানুষকে নিবৃত্তিমার্গের আশ্রয় লইতেই হইবে। সকলেই নিবৃত্তিমার্গের পথিক হইতে পারেনা, পারা অসম্ভব, বেদ-শাস্ত্র এই নিমিত্ত অধিকারানুসারে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দ্বিবিধ মার্গকে মিলাইয়া, লোকদ্বয়ের হিতকরী পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়াছেন। কেবল প্রবৃত্তি পথে চলিলে ক্রমশঃ অধঃপতিত হইতে হয়, পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতে হয়, মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশ্বাদিনিকৃষ্ট প্রাণিত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়। বেদ-শাস্ত্রের উপদেশ যথার্থভাবে পালন না করিয়া, বিনা বিচারে যাঁহারা নিবৃত্তিমার্গের পথিক হন, তাঁহারাও ভ্রষ্টাচার হ'ন, তাঁহারাও মহতী-ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন। বিশুদ্ধ বৈদিক আর্য্যজাতি প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক, এই নিমিত্ত এই জাতি প্রধানতঃ সংযমী, এই নিমিত্ত এই জাতি ইন্দ্রিয়গ্রামকে সংযত করিতে, মনকে সর্ব্বতোভাবে বশীভূত করিতে, অনাসক্তচিত্ত হইয়া সর্ব্বদা বেদ-শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে সতত স্বভাবতঃ যত্নশীল। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই উভয়ের সামঞ্জস্য বিধানপূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে, চিত্ত বিমল হয়, প্রসারিত হয়, বুদ্ধির প্রকর্ষতা জন্মিয়া থাকে। কি মানস বল, কি শারীর বল চিত্তের একগ্রতাই এই উভয়ের নিদান, নিরোধশক্তির বৃদ্ধিতেই মানুষ সর্ব্বতোভাবে বলবান হয়, সর্ব্বপ্রকারে সুখময় হইয়া থাকে, সর্ব্বথা বাধারহিত জীবন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ বৈদিক আর্য্যজাতিতে যে নিমিত্ত বিধবার পুনর্ব্বিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল না, যাহা বলা হইল, তাহা হইতে তোমরা তাহা কিঞ্চিন্মাত্রায় উপলব্ধি করিতে পারিবে।

অধ্যাত্ম রামায়ণ।

এই দুরবগাহতত্ত্বের অবগতি সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তির একমাত্র উপায়। ভগবান্ ত্রিপুরারি বিনয়ান্বিত শিষ্যের শুশ্রূষা—বশংবদ হইয়া অতি আদরের সহিত তাহা পার্ব্বতীর নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। হে দেবর্ষি! তুমি যে লঘু উপায় জানিতে চাহিতেছ, এই দুরবগাহ রামতত্ত্বের পরিজ্ঞানই সেই লঘু উপায়। এই তত্ত্ব স্বভাব দুরবগাহ হইলেও শ্রীরামলীলা বিমিশ্রিত বলিয়া অল্পায়াস-গম্য। চিত্তের বহির্ম্মুখতাই তত্ত্বের দুরবগাহতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। সঞ্চিত পাপপুঞ্জ প্রভাবে চিত্ত সর্ব্বদা অনবস্থিত থাকে। অনবস্থিত চিত্তই বহির্ম্মুখ। পাপরাশি ক্ষীণ না হইলে চিত্ত লব্ধস্থিতি হইতে পারে না। যে যে উপায়ে পাপ প্রশমিত হইয়া থাকে, সেই সমস্ত উপায়রাশির মধ্যে ভগবল্লীলা শ্রবণ শ্রেষ্ঠতম উপায়।

উপায়ঃ উপায়ে অনুরাগ থাকে না কিন্তু ভগবল্লীলা শ্রবণে, অনুরাগ স্বভাবসিদ্ধ; বিশেষতঃ শ্রীরামলীলা-শ্রবণে। এই লীলার শ্রবণে, কীর্ত্তনে ও অনুচিন্তনে মনের আত্মহারা হইয়া যায়। এই শ্রুতিরসায়ণ ও চিত্তরসায়ণ শ্রীরামলীলা-প্রবাহে জীব আত্মসমর্পণ করিয়া ক্ষণকালমধ্যে কৃতার্থতা লাভ করিতে পারে। যে কৃতার্থতা পুরুষায়ুব্যাপি প্রয়াসেও লাভ করিতে পারা যায় না, সাক্ষাৎ পাপশোধক চিত্তের স্থৈর্যসম্পাদক হৃদয়ের উল্লাসবর্দ্ধক এই শ্রীরামলীলা বিমিশ্রিত তত্ত্বোপদেশ জীবের অনায়াস-বোধ্য হয় বলিয়া ইহা লঘু উপায়। আর হিম-শৈলজা পার্ব্বতী কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান্ মহাদেব অনন্তলীলা-পরিবৃত শ্রীরামচন্দ্রের গূঢ়স্বরূপ অতি আদরের সহিত পার্ব্বতীর নিকটে বিবৃত করিয়া-ছিলেন ॥ ১৭-১৯ ॥

পুরাণোত্তম মধ্যাত্মরামায়ণমিতি স্মৃতম্।
তৎ পার্ব্বতী জগদ্ধাত্রী পূজয়িত্বা দিবানিশম্ ॥ ২০ ॥
আলোচয়ন্তী স্বানন্দ-মগ্না তিষ্ঠতি সাম্প্রতম্।

গিরিশো যদ্ গূঢ়ং ব্যাখ্যাতবান্ তৎ কিমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ পুরাণোত্তমেত্যাদি। পুরাণং হি পঞ্চলক্ষণং পরিভাষ্যতে "সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ। বংশ্যানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥" ইতি হি স্মরন্তি। ব্রাহ্মণেষ্বপি পুরাণমাম্নায়তে, ইতিহাসঃ পুরাণমিতি তদনুস্মৃত্যৈব ভগবান্ দ্বৈপায়নঃ পুরাণানি প্রণিনায়, অতএব নৈতানি স্বপ্রতিভোত্থাপিতানি কিন্তু শ্রৌতান্যেব। তেষু পুরাণেষু উত্তমং ভগবতো দাশরথেশ্চরিতানুকীর্ত্তন সহিত ভগবত্তত্ত্বোল্লেখনাৎ। এতৎ পুরাণোত্তমং যদধ্যাত্মরামায়ণং তদেব গূঢ়ং যৎ প্রাগুক্তং গূঢ়ং ব্যাখ্যাত-বানিত্যনেন। গিরিশঃ প্রিয়ায়ৈ যদ্ গূঢ়ং ব্যাখ্যাতবান্ তৎ পুরাণোত্তমমধ্যাত্ম-রামায়ণমিতি হি স্মরন্তি। অধ্যাত্মরামায়ণমিতি কস্মাৎ, আত্মানমধিকৃত্য স্বাত্মাভিন্নতয়া বর্ত্ততে যো রামঃ তস্য অয়নং প্রাপকং প্রতিপাদকত্বাদিত্যর্থঃ, প্রাগেব কৃতনির্ব্বচনমেবৈতৎ। তদধ্যাত্মরামায়ণং জগদ্ধাত্রী পার্ব্বতী পূজয়িত্বা অত্যাদরেণ তদক্ষরাণি গৃহীত্বা দিবানিশম্ আলোচয়ন্তী নৈরন্তর্য্যেণ তদর্থা-নুধ্যায়ন্তী 'সাম্প্রতম্' ইদানীমপি 'স্বানন্দমগ্না' স্বস্বরূপানন্দমাত্রেণ স্ফুরন্তী তিষ্ঠতি স্থিতেত্যর্থঃ। অত্র স্বানন্দমগ্না তিষ্ঠতীত্যনেন ভগবত্যাঃ পার্ব্বত্যাঃ সচ্চিদানন্দরূপত্বমুক্তম্। স্বানন্দপদেন স্বস্বরূপানন্দঃ উক্ত মগ্নপদেন প্রকাশমানত্বং, তিষ্ঠতি পদেন সদ্রূপঞ্চোক্তম্ অথবা অধ্যাত্মরামায়ণমালোচয়ন্তী স্বস্বরূপানন্দ মাত্রেণ স্ফুরন্তী স্থিতেতি সাম্প্রতং যুক্তমিত্যর্থঃ। (ক্রমশঃ)

বিজ্ঞাপন।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ, মহাশয় প্রণীত গ্রন্থাবলী কি ভাষার গৌরবে, কি ভাবের গাম্ভীর্য্যে, কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উদঘাটনে, কি মানব-হৃদয়ের ঝঙ্কার বর্ণনায় সর্ব্ব-বিষয়েই চিত্তাকর্ষক। সকল পুস্তকই সর্ব্বত্র সমাদৃত ও সংবাদপত্রাদিতেও বিশেষভাবে প্রশংসিত। প্রায় সকল পুস্তকেরই একাধিক সংস্করণ হইয়াছে।

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

গ্রন্থকারের পুস্তকাবলী।

১। গীতা প্রথম ষট্ক [তৃতীয় সংস্করণ] বাঁধাই ৪॥০
২। " দ্বিতীয় ষট্ক [দ্বিতীয় সংস্করণ] " ৪॥০
৩। " তৃতীয় ষট্ক [দ্বিতীয় সংস্করণ] " ৪॥০
৪। গীতা পরিচয় (তৃতীয় সংস্করণ) বাঁধাই ১৷৵০ আবাঁধা ১।০।
৫। ভারত-সমর বা গীতা-পূর্ব্বাধ্যায় (দুই খণ্ড একত্রে) বাহির হইয়াছে। মূল্য আবাঁধা ২৲, বাঁধাই ২॥০ টাকা।
৬। কৈকেয়ী [দ্বিতীয় সংস্করণ] মূল্য ॥০ আট আনা
৭। নিত্যসঙ্গী বা মনোনিবৃত্তি—বাঁধাই মূল্য ১॥০ আনা।
৮। ভদ্রা বাঁধাই ১৷৹ আবাঁধা ১।০
৯। মাণ্ডূক্যোপনিষৎ [দ্বিতীয় খণ্ড] মূল্য আবাঁধা ১।০
১০। বিচার চন্দ্রোদয় [দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় ৯০০ পৃঃ মূল্য—
২॥০ আবাঁধা, সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই ৩৲
১১। সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ত্ব [প্রথম ভাগ] তৃতীয় সংস্করণ ॥০
১২। শ্রীশ্রীনাম রামায়ণ কীর্ত্তনম্ বাঁধাই ॥০ আবাঁধা ।০
১৩। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ১ম খণ্ড ১৲

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-বিবৃতি।

অর্থাৎ—বঙ্গদেশীয় সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণের কুলপ্রথা সম্বন্ধে অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়। ২৩২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য দশ আনা মাত্র। ভিঃ পিতে চারি আনা অধিক লাগে বলিয়া, অনেক ভিঃ পিঃ ফেরত দিয়া ক্ষতি করেন। খামের মধ্যে বার আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে পুস্তক পাঠান হয়। দশ বা ততোধিক লইলে কমিশন দেওয়া যায়। পত্রে জ্ঞাতব্য। প্রাপ্তিস্থান ডাক্তার শ্রীবটকৃষ্ণ গাঙ্গুলী ২৩ নং গোপাল লাল চৌধুরীর লেন, সানাপাড়া, বোটানিক গার্ডেন পোঃ আঃ, হাওড়া, অথবা কলিকাতা ১৬২ নং বহুবাজার "উৎসব" কার্য্যালয়।

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাক মাশুল সমেত ৩৲ তিন টাকা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।/০ আনা। নমুনার জন্ত ।/০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি **কার্য্যাধ্যক্ষ** এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার **অর্দ্ধেক মূল্য** অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত

Registered No. C. 583

২২শ বর্ষ।] শ্রাবণ, ১৩৩৪ সাল। [৪র্থ সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত ও

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"

শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

২২শ বর্ষ। | শ্রাবণ, ১৩৩৪ সাল। | ৪র্থ সংখ্যা।

উত্তম উপদেশ সঞ্চয়।

১। "শাস্ত্রবুদ্ধি দ্বারাই কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারা যায় এই নিমিত্ত শাস্ত্র প্রয়োজনীয়" মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ১২০ অধ্যায়।

২। ভোগের স্পৃহা, বলিবার স্পৃহা, দেখিবার স্পৃহা ত্যাগ করিতে হইবে। ভোগের সময় ঈশ্বর নিকটে দাঁড়াইয়া বিশ্বাস রাখিও, বলিবার সময় সত্যকে রক্ষা করিও, দর্শন করিবার সময় সাধুতাকে দর্শন করিয়া ভিতরে প্রবেশ কর—বাহিরে থাকিও না।

৩। ঈশ্বরের আজ্ঞা জান—পালন কর না, শাস্ত্র অধ্যয়ন কর কার্য্যে তাহা আচরণ করনা, ঈশ্বরের বস্তু গ্রহণ কর কৃতজ্ঞ হওনা, পাপীর জন্য নরক জানিতেছ তথাপি পাপ ত্যাগ করনা, রাগ দ্বেষ শত্রু তথাপি তাহাদের সঙ্গে সখ্যতা কর, জানিতেছ মৃত্যু আছে কিন্তু মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওনা—এই জন্য তুমি বুঝিতে পারনা ঈশ্বর তোমার প্রার্থনা গ্রহণ করিতেছেন কি না?

৪। যাহাদের চিত্ত অত্যন্ত তীব্র, অত্যন্ত নীরস—কিছুতেই দ্রুত হয়না—কিছুতেই গলেনা তাহারাই ঐহিক সম্পদে নির্ব্বিন্ন হওয়ার পর তত্ত্বজ্ঞানের পথ বা অদ্বয়বাদের পথ গ্রহণ করুক। যাহাদের চিত্ত সেরূপ শক্তিশালী নহে—সেরূপ তীব্র নহে, যাহাদের চিত্ত দ্রুতিপ্রবণ—সহজে গলিয়া যায়, তাঁহারা ঐহিক সম্পদে

নির্ব্বিঘ্ন হওয়ার পর সন্বয় বাদের উপদিষ্ট ভক্তির পথ গ্রহণ করুক” ভক্তিরসায়ণ মধুসূদন সরস্বতী।

৫। জীব যে কারণে ব্রহ্মরূপে প্রকাশ পায়না সেই কারণটি হইতেছে অজ্ঞান। এই কারণটি জীবে স্বপ্নবৎ অবস্থিত। যে নিদ্রা যাইতেছে ও স্বপ্ন দেখিতেছে, সে যেমন জানেনা আমি স্বপ্ন দেখিতেছি সেইরূপ যাহার জ্ঞান নাই সেও জানেনা যে সে অজ্ঞান।

৬। মান সম্ভ্রম, স্বর্ণ রৌপ্য, ধন রত্ন, ভদ্রতা খাতির যিনি মাটীকে যেমন ঝাড়িয়া ফেলিতে হয় সেইরূপ ঝাড়িয়া ফেলিতে পারেন তিনিই সাধক। সিদ্ধ অবস্থায় সর্ব্ব কল্পনাকেও মাটীর মত ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে।

৭। আপনি রোগে ভুগিতেছেন একটু প্রার্থনা করিলেই ত রোগ সারিয়া যায়। তুমি কি জাননা—কাহার ইচ্ছায় এই রোগ উৎপন্ন হইয়াছে? পরমেশ্বরের ইচ্ছায় কি হয় নাই? যদি তাই জান তবে তাঁর ইচ্ছার বিরোধী হওয়া কি বৈধ? সকল লোকের পক্ষে এই বিধি নহে।

৮। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিন্দা করে তিনি তাহারও জীবিকা বন্ধ করেন না। যে তাঁহার আশ্রিত তাহাকে কি তিনি জীবিকা দানে বঞ্চিত করেন? তুমি যে আমাকে দান দিতে চাও আমি ত ইহা বৈধ বা অবৈধ কিছুই জানিনা—তবে ইহা গ্রহণ করি কিরূপে?

৯। রসনায় নাম জপ করি কিন্তু তাহাতে অন্তরের যোগ হয় না।

এক অঙ্গ বশীভূত হইয়াছে বলিয়া কৃতজ্ঞ থাক। এক অঙ্গ পথ পাইয়াছে হইতে পারে মনও তাহাতে যোগ দিবে।

১০। উচ্চ জপ অপেক্ষা জিহ্বা জপ দশগুণ শ্রেষ্ঠ। জিহ্বা জপ অপেক্ষা মানস জপ শতগুণ শ্রেষ্ঠ। মারণ উচ্চাটনাদিতে বাচিক জপ, পুষ্টিকামীর জন্য জিহ্বাজপ, বুদ্ধি ইচ্ছা যাঁহারা করেন তাঁহাদের জন্য মানস জপ।

এই কি অনুগ্রহ ?

ইহা যে অনুগ্রহ সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। কারণ যাহাকে পালন করিতে শাস্ত্র বলিয়া দিয়াছেন তাহা যখন তৃপ্তি পূর্ব্বক হইতে থাকে, যখন তাহা একাগ্রচিত্তে সম্পাদন করিয়া প্রাণ আনন্দ অনুভব করে তাহা যে তোমার অনুগ্রহ তাহাতে ত সন্দেহ থাকে না। তথাপি ইহাতে বিচার আইসে। আজ যেন মন এই কার্য্যে একাগ্র হইয়া আনন্দের সহিত এই কার্য্য করিল কিন্তু যদি ইহা স্থায়ী হয় তবেই ত অনুগ্রহ ঠিক হইয়াছে বুঝা যায়। এই প্রকারের অনুগ্রহ ত তুমি অনেক করিয়াছ কিন্তু তাহা যে স্থায়ী হয় না ? আমি অগ্রে তোমাকে গ্রহণ করিলে পশ্চাৎ তুমি গ্রহণ কর—ইহাকেই ত অনুগ্রহ বলা যায়। অনু= পশ্চাৎ গ্রহণ করার নাম অনুগ্রহ। কিন্তু আমি কি তোমাকে গ্রহণ করিয়াছি ? যদি করিয়া থাকি তবে এখনও কেন অন্য বিষয় গ্রহণ করিয়া ক্ষণিক একটা কিছু অনুভব করি ? ইহাকে ত্যাগ করিয়া শুধু তোমাকে—তোমাকে লইয়াই থাকিতে পারিনা কেন ? ভাল লাগে বলিয়া কখন কখন তোমার প্রসাদ আরোপ করিয়া ভোগ করি কেন ? ইহাও ত ভোগ ? ইহা কি "মিথ্যা কার্য্যে ক্বচিৎ প্রীতি ?" এখনও যে তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন হইয়া যায়, কোথাও বা স্বেচ্ছায়—কোথাও পরেচ্ছায় আজ্ঞা লঙ্ঘন হয়। চাইনা তথাপি করিতে হয় ইহাতেও ত অপরাধ হয় ? এই অপরাধের ক্ষমার জন্য ক্ষমাসার তুমি—তোমার কাছে প্রার্থনা ভিন্ন আর কিছুই ত করিনা। প্রতি অপরাধের জন্য উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত ত করিনা—তবে আমার দোষ সারিবে কিরূপে ? তথাপি তোমার কত অনুগ্রহ পাই।

আজকার অনুগ্রহের কথা বলি। আজ স্বাধ্যায়ের সময় অগ্নি পরীক্ষা পড়িতে ছিলাম। রাবণ বিনাশ হইল আর রাক্ষসরাজমহিষী মন্দোদরী নীল জীমূত সঙ্কাশ রুধিরাবৃত মৃত পতির বক্ষে "সন্ধ্যানুরক্তে জলদে দীপ্তা বিদ্যুদিবোজ্জ্বলা" সন্ধ্যারাগরঞ্জিত জলদজালে উজ্জ্বল বিদ্যুতের মত পুনঃ পুনঃ পতিত হইতে লাগিলেন। এই করুণ দৃশ্য—রাণীর পাগলিনীর মত বিলাপ—কখন স্বামীর পাপের উল্লেখ, কখন "পতিব্রতানাং নাকস্মাৎ পতন্ত্যশ্রূণি ভূতলে। কথঞ্চনাম তে রাজন্ লোকানাক্রম্য তেজসা" পতিব্রতার চক্ষের জল ভূতলে পতিত হইলে নিশ্চয়ই তাহাতে অনর্থ ঘটায় এই প্রবাদ যে সত্য—তাহার উল্লেখ—ইত্যাদি বৃত্তান্তের পর রাবণের দাহ কার্য্য হইয়া গেল। তৎপরে জগজ্জননীর নিকট

হনুমান দৌত্য, চেড়ীগণের প্রতি দয়া প্রকাশ ইত্যাদি, পরে বিভীষণকে সীতা আনয়নের আজ্ঞা প্রদান ইহাও শেষ হইল। সীতাকে আসিতে দেখিয়া শ্রীভগবানের রোষ, হর্ষ ও করুণার কারণ চিন্তা করা হইল। পরে শ্রীভগবানের সীতা দেবীর উপর অত্যন্ত কঠোর বাক্য প্রয়োগ পড়িতে পড়িতে নিতান্ত ক্লেশ বোধ হইতেছিল।

ইহার পরে ভগবতী জগজ্জননীর কাতরোক্তি প্রাণকে অত্যন্ত ব্যাকুল করিল। মাতার স্বরূপ ও রূপ এই খানে যেন সম্পূর্ণ ফুটিয়া উঠিল। বাক্যবাণে গাঢ়বিদ্ধ হওয়ায় শল্যবিদ্ধের ন্যায় জগজ্জননী যাতনা পাইতেছেন। অশ্রুপরিপ্লুত মুখমণ্ডল মার্জ্জনা করিয়া গদগদ স্বরে তিনি ভর্ত্তাকে বলিতে লাগিলেন বীর! প্রাকৃতজনেরা প্রাকৃতা নারীকে যেমন তিরস্কার করে আপনিও সেইরূপ আমাকে এই সকল ঈদৃশ শ্রুতিকঠোর অসদৃশা বাক্যে তিরস্কার করিতেছেন। আমি নিজ চরিত্রের শপথ করিয়া বলিতেছি আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন। সামান্য স্ত্রীলোকের চরিত্র দর্শনে আপনি স্ত্রীজাতিকেই আশঙ্কা করিতেছেন। আপনি আমাকে অনেকবার পরীক্ষা করিয়াছেন, এক্ষণে আশঙ্কা ত্যাগ করুন। আমি স্ববশে না থাকায় নারকীর গাত্রস্পর্শ সংঘটন দোষে দূষিত হইয়াছি কিন্তু আমি ইচ্ছা করিয়া পরের গাত্র স্পর্শ করি নাই। অতএব সে বিষয়ে দৈবেরই দোষ। নাথ! যাহা আমার নিজের আয়ত্ত সেই হৃদয়কে ত কেহ স্পর্শ করিতে পারে নাই। আমার চিত্ত সমভাবে চিরকাল আপনাতেই অনুরক্ত রহিয়াছে। কিন্তু আমার গাত্র-সকল পরাধীন; তাহার উপর অনীশ্বর হইয়া আমি কি করিতে পারিব? মানদ! বহুকাল সংসর্গ বশতঃ আমাদের অনুরাগ পরস্পরের উপর পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে; তাহাতেও যখন আপনি আমাকে বুঝিতে পারিলেননা "যদি তেঽহং ন বিজ্ঞাতা" তখন আমি চিরদিনের জন্য হত হইলাম। ইহা পরেই চিতাশয্যা পরে অগ্নিতে প্রবেশ পরে দেবতাগণের সীতা স্তুতি এবং অগ্নিদেব কর্ত্তৃক সীতাকে রামহস্তে অর্পণ—রামায়ণের এই অংশ স্বাধ্যায় হইয়াছিল।

পরাহ্নে শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে বহুবিধ ধর্ম্মকথা শ্রবণ করা হইল। সীতারামের মূর্ত্তি—বৃহৎ মূর্ত্তি—দেখিতেছিলাম আর সাধুগণের উপদেশ শুনিতে ছিলাম। কিন্তু স্থিরচক্ষে মূর্ত্তি দেখার সুবিধা হইতেছিলনা পরে তাহাও ঘটিল। মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে কি অপূর্ব্ব দেখা হইয়া গেল। মনে হইল এমন করিয়া দেখা ত কখন হয় নাই। অন্যান্য কত সাধের কথা যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা বলা গেল না।

বাড়ীতে আসিয়া সন্ধ্যাকৃত্য শেষ করিয়া আহারান্তে শয়ন করিলাম। রাত্রি তিনটার কিছু পূর্ব্বে শয্যা হইতে উঠিয়া বাহিরে খোলা ছাদে আসিলাম। কৃষ্ণা-চতুর্থীর চাঁদ আকাশে—তাঁহার সম্মুখে একটি মাত্র উজ্জ্বল তারকা। দেখিয়া দেখিয়া প্রণাম করিয়া—যাহা করিবার করিতেছি মনে হইল সম্মুখে তুমি। আর আমি ঘন ঘন নাম করিতেছি আর তোমাদের কথাবার্ত্তা—তোমাদের চরিত্র ভাবনা করিতেছি। গৃহে ফিরিবার সময় এক আধুনিক শিক্ষিত অনুষ্ঠান শূন্য শাস্ত্র অনভিজ্ঞ পুত্র তাহার ধার্ম্মিক পিতাকে বলিয়াছিল হরি হরি জপিলেই যদি সব হয় তবে চুরী চুরী জপিলে না হইবে কেন? মূর্খের কথা—নাস্তিকের কথা। হরির ভাব লইয়া হরি হরি জপিলে হরির ভাবেই চিত্ত ভরিয়া যায় কিন্তু চুরী চুরী জপিলে চুরীর ভাবে হৃদয় যে কলুষিত হইবে ইহাও কি শিক্ষিতন্মন্য মানুষে বুঝেনা? যাহা হউক বড় রসের সহিত নাম হইতেছিল। বলিতেছিলাম—ইহা তোমার অনুগ্রহ। আমি যাই হইনা কেন—তোমার অনুগ্রহ লাভে আমিও বঞ্চিত হইনা। যদি অনুগ্রহটি অনুভব সীমায় আনিয়া দিলে তবে এই অনুগ্রহ যেন আর সরিয়া না যায়। এই পাথেয় যেন শেষ সময়ে আইসে। তোমার আজ্ঞা পালনে—নিত্যক্রিয়া, স্বাধ্যায়, স্বরূপ চিন্তা সবই ত করি। কিন্তু পাথেয়টিই সব সময়ের জন্য। আজ যে ভাবে ইহা হইতেছিল তাহাই বাড়াইয়া দাও আমি পাথেয় পাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া সব ছাড়িয়া তোমার হইয়া যাই—ইহাই প্রার্থনা।

আর একটী কথা। তুমি ত সম্মুখে, পশ্চাতে ঊর্দ্ধে অধে সর্ব্বত্র আছ। এই তুমি আমার নিকটে। যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া, তোমার দিকে চাহিয়া অনুমতি লইয়া আমার সকল কর্ম্ম, সকল বাক্য এবং সকল ভাবনা হয়—ইহার ভুল যদি একবারও না হয় তবে ত জীবনটা বড় সুখের হয়।

বাহিরে কর্ত্তা সাজা থাক কিন্তু ভিতরে যদি কর্ত্তব্য আর না থাকে কারণ কর্ত্তব্য থাকাই ত দুঃখ—সর্ব্ব কর্ত্তব্য শূন্য হইয়া তোমা লইয়া থাকাই সুখ—বলিতেছিলাম কর্ত্তব্যের দুঃখ আর যদি না থাকে অথবা যদিই থাকে তাহা তোমার জন্য—তোমার মুখ হইতে আজ্ঞা শুনিয়া তাহারই পালন মাত্র যদি থাকে তবেই ত জীবনটা সফল হইয়া যায়। তোমার অনুগ্রহে তোমাকে সর্ব্বদা লইয়া থাকা ভিন্ন জীবের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল আর কোথাও নাই।

———
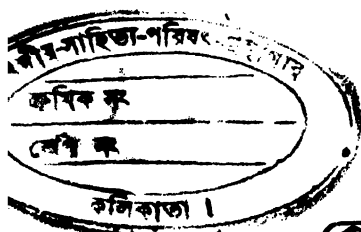
কে তুমি আমার

ওগো!

দেবতা আমার! দয়িত আমার! প্রিয়! প্রিয় যে সবার আগে,
হৃদয়ে তোমার করুণ পরশ, একি! পুলক জাগায়ে জাগে!
তিমির পথের অজানার মাঝে
শত অজানিত বিপদের সাঁঝে
দেখি, অকথিত কথা বিফলিত ব্যথা নিরাশ ভগ্ন ডাকে,
সুপ্তির-দীপ প্রশান্ত বাণী অমিয়া উগরি আলোকিয়া রাখে।
সুখ দুঃখ ঘেরা চপলতা মুছি,
নিমিষ পরশে ক'রে নাও শুচি;
তোমার প্রেরণা হৃদয় উদ্‌ঘাটি শান্তির ধারা বহায় আনি,
ওগো! কে তুমি আমার! চিনিনা তোমায় প্রতিক্ষণ তবু জানি।
একি ভ্রান্তির দেশে সেজেছি অন্ধ!
আপনার জন, পাই তার গন্ধ;
তবু চেয়ে আছি অজানার সাথে দেখা হলে পা'ব পরিচয়।
নিবিড় পরশ সরসিয়া যবে অসীমে করিবে সসীম লয়॥

সৎসঙ্গ—স্বামী হরিহরানন্দ।

প্রঃ শান্তি কি করিলে হয়—?

উঃ দাসকো ভূষণ ভক্তি—
ভক্তিকো ভূষণ জ্ঞান
জ্ঞানকো ভূষণ ধ্যান হ্যায়—
ধ্যানকো ভূষণ ত্যাগ
ত্যাগকো ভূষণ শান্তি।

প্রঃ ভূষণ শব্দের তাৎপর্য্য কি?

উঃ যখন দাস্যভাব পরিপক্ক হয় তখন যথার্থ ভক্তি প্রকাশ পায় সেইরূপ যখন যথার্থ ত্যাগ সিদ্ধ হয় তখন শান্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যদি কোনও স্থানে দেখা যায় যে ত্যাগ আছে কিন্তু শান্তি নাই তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে যথার্থ ত্যাগ হয় নাই, কিংবা সেই ত্যাগে কিছু গোল আছে অর্থাৎ mechanical বা যান্ত্রিক কার্য্যের ন্যায় হইয়াছে; ইহা যথার্থ সাধনার ফল নহে।

প্রঃ ত্যাগ অর্থে কি বুঝায়?

উঃ ব্রহ্মই এক মাত্র সার এবং আর আর সমস্ত অসার বস্তু জ্ঞানেই ত্যাগ কিংবা ঐপ্রকার জ্ঞানকেই যথার্থ ত্যাগ বলা যায়। সাধারণ ত্যাগ ত্যাগের ছায়া মাত্র। পূর্ব্বোক্ত প্রকার জ্ঞান হইলেই সাধারণ ত্যাগ আপনি আইসে।

প্রঃ অহঙ্কার কিসে নাশ হয়?

জাগতিক পদার্থের বিষয় জানাই অহঙ্কার।

আত্মচিন্তাই অনহঙ্কার। আত্মচিন্তার দ্বারাই অহঙ্কার নাশ হয়।

ভগবানের নাম করিতে করিতে চিত্ত সংযমিত হইয়া যখন যাইবে তখন আত্মচিন্তায় ডুবিয়া যাও। তাঁহার শরণাপন্ন হও অহঙ্কার নাশ হইবে।

প্রঃ মহাত্মা অনেক দেখিতে চাই কিন্তু তাহা দেখিতে পাই না কেন?

উঃ মহাত্মার সংখ্যাই বড় কম কারণ ইহা হওয়া অত্যন্ত পরিশ্রম সাপেক্ষ। আমি বলিলাম—ইহা হইতে হইলে ভগবানের কৃপাও চাই।

উঃ তীব্র পুরুষকার করিতে হইবে ইহাই ভগবান্ এবং তাঁহার কৃপা—

নার্থ পুরুষকারস্ত্বেবং মা শঙ্কতান্
যতঃ ঈশঃ পুরুষকারস্য রূপেণাপি বিবর্ত্ততে।

আমার ছাত্রেরা ঘাটে স্নান করিতেছিল আমাকে দেখিয়া তাহারাও তাঁহার নিকটে গেল এবং প্রশ্ন করিল কাশী, বিশ্বনাথের খাস মহল কেন?

উঃ "কিছু বিলম্বে" বিশ্বনাথ জ্ঞানগুরু জ্ঞানের কার্য্য প্রকাশ এবং কাশী সর্ব্বপ্রকাশিকা, ইহা অনুভূতি সিদ্ধ ব্যাপার, বালকদের বুঝা কঠিন।

তাহার পর তিনি আমাকে সহজ করিয়া বুঝাইয়া দিতে বলিলেন—যাহাতে বালকেরা বুঝিতে পারে,

আমার বক্তব্যটী তাঁহার নিকট বলিয়া ছিলাম বলিয়া লিখিলাম:—

(১) সমস্ত জগতই এক মূল উপাদান বৃহৎ বা ব্রহ্ম হইতে গঠিত।

(২) সমস্ত জগতই উদ্দেশ্য মূলক Teleolgical evolution) এবং একটী জীবের ন্যায় (organism)

(৩) ইহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত পরস্পর কোনও না কোনওরূপ সম্বন্ধ সূত্রে গ্রথিত এবং প্রত্যেক অঙ্গের একটী বিশিষ্ট কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে।

(৪) সকল অংশের কার্য্যই প্রয়োজনীয়; পরম উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং চালিত—এক পরম সিদ্ধির জন্য ধাবিত হইতেছে। ইহা ক্ষুদ্রাংশে এবং বৃহদংশে তুল্যরূপেই সমান অর্থাৎ ইউরোপে রজোগুণ এবং তমোগুণের বিকাশ ভারতে সত্তগুণ এবং রজোগুণের বিকাশ। য়ুরোপ শীত প্রধান দেশ, ভারত গ্রীষ্ম প্রধান দেশ। আবার কাবুলে আঙ্গুর, বাদাম পেস্তা এবং কাশীতে লেঙ্গড়া আম, কুল পেয়ারা দেখা যায়। আবার চক্ষু দিয়া দেখি এবং কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করি। একটীর কার্য্য আর একটীর দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। এই সব মনে রাখিয়া এখন আমরা কয়েকটী কথা বলিব। তীর্থ কি এবং কয় প্রকার? মানসিক তীর্থ এবং বাহ্যিক তীর্থ ইহা নির্ণয় করেন কে? ৺ কাশী তীর্থ কিনা এবং ইহার শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে প্রমাণ কি?

সত্যং তীর্থং, ক্ষমা তীর্থং, তীর্থমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূত দয়া তীর্থং, তীর্থমার্জ্জব মে বচঃ॥
দানং তীর্থং দমস্তীর্থং সন্তোষ স্তীর্থমুচ্যতে।
ব্রহ্মচর্য্যং পরং তীর্থং, তীর্থঞ্চ প্রিয়বাদিতা॥
জ্ঞানং তীর্থং ধৃতি স্তীর্থং তপস্তীর্থ মুদাহৃতং।
তীর্থানামপি তৎ তীর্থং বিশুদ্ধি মানসঃ পরা॥
মানসান্যপি তীর্থানি সত্যাদিনী চৈব প্রিয়ে।
এতানি মুক্তি দান্যেব নাত্র কার্য্য বিচারণা॥
যথা শরীরস্যোদ্দেশাঃ কচিন্মেধ্যতমা স্মৃতাঃ।
তথা পৃথিব্যাং উদ্দেশ্যাঃ কেচিৎপুণ্য তমাস্মৃতাঃ॥
প্রভাবাদ্ভু তাদ্ভুমেঃ সলিলস্য চতেজসা।
পরিগ্রহা মুনিনাঞ্চ তীর্থানাং পুণ্যতা স্মৃতাঃ॥
তস্মাদ্ভৌমেষু স্তীর্থেষু মানসেষু চ নিত্যশঃ।
উভয়েষ্বপি যঃ স্নাতি স যাতি পরমাং গতিম্॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে তীর্থ দুই প্রকার মানসিক এবং বাহ্যিক। মানসিক তীর্থ বিস্তৃতভাবে কথিত হইল। এবং একটি স্থানকে কেন তীর্থ বলা হয় তাহাও স্থিরীকৃত হইল।

তীর্থ কাহারা স্থির করেন তাহার বিচার করিতে গেলে তাহারও উত্তরে বলা যায় যে সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ যাঁহারা তাঁহারা স্থির করেন। সর্ব্ব বিষয়ই বিশেষজ্ঞ দ্বারা যথাযথভাবে নির্ণয় করা হয়। তীর্থেই বা তাহা না হইবে কেন? (ক) কে সেই বিশেষজ্ঞ মুনি? উত্তর—যাঁহারা ভগবৎ আরাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, যা মুক্তি হেতুরবিচিন্ত্য মহাব্রতাচ। অভ্যাস্যসে সনিয়তেন্দ্রিয় তত্ত্বসারৈ মোক্ষার্থিভির্মুনিভি রস্ত সমস্ত দোষৈর্ব্বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমাহি দেবী।

এই যে সুনিয়তেন্দ্রিয় মুনি যাঁহার সমস্ত দোষ অস্তমিত হইয়াছে তিনি একটী সাধারণ লোক নহেন। তিনি পাতঞ্জল, দর্শন নির্দ্দিষ্ট যম নিয়মাদিতে প্রথমেই সিদ্ধ হইয়া মনকে নিরুদ্ধ ভুমিতে লইয়াছেন। এবং তখন তিনি সত্য সঙ্কল্প সত্যকাম এবং দ্রষ্টা স্বরূপে সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন। সেইজন্য তিনি আমাদের এ ক্ষেত্রে expert বা বিশেষজ্ঞ। এখন তাঁহার কথা বিশ্বাস্য কিনা তাহা সুধিগণের বিচার্য্য।

প্রয়াগাদপি তীর্থাগ্রাদবিমুক্তং বিশিষ্যতে। যথা বিমুক্তে নির্ব্বাণং ন তথা কাপ্য সংশয়ম্॥ অন্যানি মুক্তি ক্ষেত্রাণি কাশী প্রাপ্তি করাণিচ। কাশীং প্রাপ্যান মুচ্যেত নান্যয়া তীর্থ কোটিভিঃ॥

স্বামিজি সন্তুষ্ট হইলেন এবং আমরাও প্রণামান্তে সে দিন চলিয়া আসিলাম।

কথা বার্ত্তা।

কি রে এত বিমর্ষ কেন?

কিছুই যে হচ্চে না। বড় নীচে যেন নামিতেছি।

কখন উপরে ছিলি নাকি?

মনে ত করিতাম উপরে ছিলাম।

তখন কি হইত?

যথা সময়ে সব কার্য্যগুলি করিতে পারিতাম। তাই বেশ থাকিতাম।

এই কথা? কর্ম্মের শেষ যেখানে সেখানে কখন কি গিয়াছিলে?

না—তা যাইনি।

এখন কি চাস্ ঠিক করেছিস্?

স্বরূপের সঙ্গে সর্ব্বদা থাকতে চাই স্বরূপের সঙ্গে সর্ব্বদা কথা বার্ত্তা কইতে চাই।

আর কারও সঙ্গে না?

না আর কারও সঙ্গে না।

"একান্তে যোগদা দশায়" তা সর্ব্বদা হবে। এখন তুই না চাহিলেও লোকে যেচে সেধে তোর কাছে আস্‌বে। তখন?

তাইত তখন সব গোল হইয়া যায়, লোককে যে কিছু ভাল লাগে না তাওত বলিতে পারি না।

আচ্ছা তবে এখন আসি। কেন গো? যা হয় তাই বলিলাম। ইহাও ত চাই না। কি করিব বলিয়া দাও না। একবারে চলিয়া যাইতে চাও কেন?

সত্য সত্যই যদি সেই শশিকোটীকান্তি পুরুষকে চাও, যদি সেই সর্ব্বকাল সুখাবহ স্থানে থাকিতে চাও, তবে সেই সংসার সিন্ধু তরণের একমাত্র নৌকা—সেই পাদপদ্ম দৃঢ় ভাবে অবলম্বন কর—কপট হইয়া ভোগ লাম্পট্য জন্য তাঁহাকে অবলম্বন করিও না ইহা ভিন্ন স্বরূপকে ধরিতেই পারিবে না। ইহারই জন্য স্বরূপের জ্ঞান সদা অভ্যাস কর—বিদ্যাভাসে সদা যত্ন কর—তোমার কর্ম্ম তার মুখ পানে চাহিয়া চাহিয়া কর—তার আজ্ঞা শাস্ত্রমুখে ও গুরুমুখে শুনিয়া পালন করিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর—আর যা কিছু তাহা আসিলে অগ্রাহ্য কর—সর্ব্ব ত্যাগ জন্য তাহাকেই গ্রহণ কর। অন্য উপায় এখানে নাই। গুরুদত্ত কর্ত্তব্য লইয়া থাকিতেই পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর—সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বদা নাম কর তারপরে সে যা করে তার অপেক্ষায় তার দিকেই চাহিয়া থাক।

"তস্মাৎ জাগ্রত জাগ্রতো ভবান্"॥ তোমার স্বরূপ ভিন্ন আর কেহ তোমার নাই—এইটী বিশেষ ভাবে জানিয়া তাহারই হইয়া যাও। একনিষ্ঠাকর—বহু নিষ্ঠায় তাহাকে হারাইও না।

নিরন্তর তার সঙ্গে কথা কহিতে অভ্যাস কর—সবই হইয়া যাইবে।

মানস প্রবোধন

১

জাগ জাগ জাগ ওরে মানস আমার।
দেহ অভিমানে আর থেকনা নিদ্রিত।
নহেরে ভোগের তরে জনম তোমার॥
সাধ সাধ সাধ কার্য্য তব সঙ্কল্পিত॥

২

কে তুমি কোথায় ছিলে কেন এলে হেথা।
কোন কার্য্য সেধে ছিলে তুমি জন্মান্তরে।
কিম্বা লক্ষ্য জীবনের ভুলিয়া সে কথা॥
যেতেছ ডুবিয়া নিত্য নিবিড় আঁধারে॥

৩

চিরমুক্ত তুমি ওরে গগনের মত।
এ বাঁধনে বাঁধা থাকা সাজে কি তোমার?
দিনে দিনে গোনাদিন হ'য়ে যায় গত॥
পদেদলি বাধাবিঘ্ন হও আগুসার॥

৪

সুধামাখা রামনাম জপ অবিরাম।
প্রতি জীবে রামরূপ কর নিরীক্ষণ।
প্রতি শব্দে শুন তুমি রাম রাম রাম॥
সকল ইন্দ্রিয়ে কর রামের সেবন॥

৫

ক্ষিতিতে সলিলে রাম রাম হুতাশনে।
পবনে গগনে রাম তন্মাত্র মাঝারে।
তারায় ধারায় রাম চন্দ্রমা তপনে॥
ব্রহ্মাণ্ড ডুবিয়া গেছে শ্রীরামসাগরে॥

৬

জয় জয় জয় রাম জয় সীতারাম।
যেজন লইবে নাম সে জন তরিবে।
দিবানিশি জপতুমি প্রাণারাম রাম॥
আনন্দ মাঝারে মন আপনা হারাবে॥

৭

সকল অভাব যা'বে, যাবে শোক রোগ।
রবে না ভাবনা কোন হইবে নির্ভয়।
অনুক্ষণ জপ নাম এই মহাযোগ॥
এ সুযোগ ছেড়নারে, গাও রামজয়॥

৮

পেয়েছ জনম ভাল (আছে) স্ববশে রসনা।
বিরস বিষয় রস নিওনারে আর।
জাগ্রতে স্বপনে নাম কররে রটনা॥
যোগক্ষেম রঘুনাথ বহিবে তোমার॥

ডুমুরদহ
৺ব্রজনাথজীউর বাটী।

খ্যাপার ঝুলি।

কুকুর সংবাদ।

কাল যখন সন্ধ্যার সময় চণ্ডীগাছা হইতে আসিতেছিলাম সেই সময় সাঁওতাল পাড়ায় তিন চারিটা কুকুর ডাকিতে ডাকিতে পিছু পিছু আসিতে লাগিল কামড়ায় আর কি। আমি করমালায় রাম রাম জপ করিতে করিতে ধীরভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, প্রতি মূহূর্ত্তে মনে হইতেছে এইবার বুঝি কামড়াইল, আরও স্মরণ হইতেছে কুকুর তাহাওত তুমি কিন্তু সেভাব থাকিতেছে না। ভয় এবং

সবই তুমি এ দুই মনে হইতেছে, পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম না। কোন চেষ্টা করিলাম না। খানিক দূর ডাকিতে ডাকিতে আসিয়া তাহারা ফিরিয়া গেল।

কুকুর সাজিয়া খুব উপদেশ দিয়া যাইলে, তখন বুঝি নাই পরে বুঝিলাম যে, বিশ্বাস দৃঢ় না হইলেও যদি সব সময় তোমাকে মনে পড়ে তাহা হইলে সুখ-দুঃখ অভিভূত করিতে পারে না, সব তুমি এ বিশ্বাস দৃঢ় হইলেত কথাই নাই।

এ সংসারে শোক দুঃখ রোগ অভাব ঋণ সুখ ঐশ্বর্য্য সাধুবাদ নিন্দাবাদ ইত্যাদি কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করিবেই, তাহাদিগকে গ্রাহ্য না করিয়া রাম রাম করিতে করিতে অগ্রসর হইতে পারিলে তাহারা কিছুক্ষণ চীৎকার করিয়া পশ্চাদ্ধাবন করিবে তাহার পর আপনা-আপনি নীরব হইয়া যাইবে।

রোগ-শোক দুঃখ-জ্বালা অভাব, ঋণ, ধন, ঐশ্বর্য্য সুখ শান্তি সবই তুমি এ বিশ্বাস স্থির হইলে আর মন আকুল হইতে পারে না। এ কথা ধ্রুবসত্য, বিশ্বাস দৃঢ় হয় নাই, সব তুমি মনেও হইতেছে আবার বিক্ষেপ আসিতেছে, এ অবস্থাতেও যদি রাম রাম জপ করা যায় তাহা হইলেও তোমার কৃপালাভ করিতে পারা যায় এবং রকম বিরকম কুকুরের চীৎকার ও আক্রমণের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়।

এ সংসার কুকুর চীৎকার করিবেই—সুখে বল, দুঃখে বল অভাবে বল, ঐশ্বর্য্যে বল, মানে বল, অপমানে বল, অর্থাগমে বল, অর্থ ব্যয়ে বল এ চীৎকার না করিয়া কিছুতেই থাকিতে পারিবে না—এ করুক চীৎকার তাহা গ্রাহ্য না করিয়া নাম করা আর সব তুমি সব তুমি মনে করা তাহা হইলে সব স্বতঃই শান্ত হইবে।

দেখ তুমি কত রূপ ধারণ করিয়া আমায় এ উপদেশ দিতেছ, অভয় দিতেছ তথাপি আমি স্থির হইতে পারিনা। কি নিত্য কর্ম্মে, কি পূজা পাঠে যদি প্রাণের ভিতর তোমার সাড়া না পাই প্রাণটা বড় খারাপ হয়—মনে হয় সবটাই ব্যর্থ হইল, পরক্ষণে যখন মনে হয় সবই তুমি, পূজাপাঠে আনন্দও তুমি, নিরানন্দও তুমি, তখন আর সে ভাব থাকে না। তুমি আমার পাঠ শুনিতেছ স্মরণ করিয়া পাঠ করিলে খুব আনন্দ হয় তোমায় ভুলিয়া পাঠ করিলে মোটেই আনন্দ পাইনা আবার যখন মনে হয় সবই তুলি, তুমিছাড়া কিছু নাই তোমার বিস্মরণও তুমি তখন মন একটু শান্ত হয়।

আমার চেষ্টায় কিছু হইবে না আমি বেশ বুঝিয়াছি ; সাধন করিয়া তোমায় পাইবার আশা করা উন্মত্ততা ভিন্ন আর কিছু নয়। আমার সাধন ভজন কিছু

নাই, আমার যোগধ্যান কিছু নাই, আমার কিছুই নাই ; তাহা হইলে আমি কি করিব ? কাহাকে আশ্রয় করিব ? কাহাকে মনের বেদনা জানাইব ? কে আমার কথা শুনিবে ? কে আমার ব্যথা বুঝিবে ?—কেহ বুঝিবে না কেহ একটা কথার আশ্বাস দিবেনা সবাই ভয় দেখাইতেছে সকলে আমাকেই কর্ত্তা সাজাইয়া নিন্দা সুখ্যাতি করিতেছে আমি এখন দেখিতেছি তুমি ভিন্ন আমার গত্যন্তর নাই তাই তোমাকে জানিতে চাই, তাই তোমাকে ধরিতে চাই, তাই তোমার সঙ্গে কথা কহিতে চাই, মনের কথা কওয়া বন্ধ করিতে পারি না, মন যখন কথা কহিবেই তখন আজ হইতে তোমার সঙ্গেই কথা কহিব। আচ্ছা তোমার কি কথা কহিতে ইচ্ছা করে না ? কথা কওনা রাগ করিয়াছ ? কেন গা রাগ করিয়াছ ? আমি তোমার কথা শুনিনা বলিয়া রাগ করিয়াছ ? আর আমি তোমার অবাধ্য হইব না। যাহা বলিবে তাহাই করিব বল কি করিব ? সন্ধ্যা পূজা পাঠ করিব, শাস্ত্র পথে চলিব, তোমার প্রীতির জন্য কর্ম্ম করিব কেমন ? দেখ অনেকবার তোমায় একথা বলিয়াছি কিন্তু কথা রাখিতে পারি নাই আমার কর্ম্ম আমি ঠিক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে পারিনা তাহাতে অনেক দোষ থাকিয়া যায় দেখ তুমি আমার সর্ব্বদোষ ক্ষমা কর আমার দোষ নিওনা আমায় ক্ষমা কর।

আমি সংসার সংগ্রামে বার বার যাতায়াতে, এবং কামাদির পীড়নে পরাজিত; ক্লান্ত ও অত্যন্ত পীড়িত হইয়া আজ তোমার আশ্রয় চাইয়াছি দাও আশ্রয় দাও, কও কথা কও কথাকহিতেই হইবে, এই আমি লিখিতেছি তুমি আমার ঊর্দ্ধে অধে সম্মুখে পশ্চাতে পার্শ্বে রহিয়াছ তুমি কি আমার কথা শুনিতে পাইতেছ না ? যদি শুনিতে পাইতেছ তবে সাড়া দিবেনা কেন ? তুমি কোথায় নাই ? তুমিইত মাটী তুমিইত জল তুমিইত আগুণ তুমিইত বাতাস তুমি-ইত্ত আকাশ তুমি কর্ণ তুমি ত্বক্ তুমি চক্ষু তুমি জিহ্বা তুমি ঘ্রাণ তুমি বাক্ তুমি পাণি তুমি পাদ তুমি পায়ূ তুমি উপস্থ তুমি মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার তুমি দিক্ বায়ু সূর্য্য বরুণ অশ্বিনীকুমার তুমি ইন্দ্র উপেন্দ্র যম প্রজাপতি তুমি রক্ত মাংস বসা মজ্জা অস্থি মেদ, সবই তুমি ওই ঝি ঝি পোকা ডাকিতেছে তাহাও তুমি, খাট তুমি, বিছানা তুমি, এ কাগজ তুমি, এ লেখনী তুমি, আলো তুমি ভাব তুমি, ভাষা তুমি, যাহাকিছু ছিল তাহা তুমি, যাহা আছে তাহা তুমি যাহা থাকিবে তাহা তুমি যাহা থাকিবেনা তাহা তুমি, সব তুমি, সব তুমি, তুমিত আমার কথা শুনিতে পাইতেছ আমার ভাল মন্দ আমি জানি না, তুমি আমার ভালই করিতেছ তাহা জানি সব সময় তোমার ভালর মর্ম্মগ্রহণ করিতে না পারিয়া আমি কেমন হইয়া

যাই, ঠিক তোমার আমি থাকিতে পারি না, যেন আমার আমি হইয়া যাই তুমি আমায় তোমার করিয়া লও লইতেই হইবে কেন লইবে না?

শুন শুন এখনত কেহ নাই একবার এসনা একবার কথা কও না।

ওকি কে কাহাকে ডাকিতেছে, আমাকে ডাকিতেছ? ও নামত আমার নয় আমার নাম কি জাননা? জান যদি ওনামে ডাকিতেছ কেন? ওঃ আমি আমার যে নামটা জানি তাহা এই দেহটার, এই পাঁচভূতের ধারকরা বোঝটার, সেই জন্য বুঝি আমার আসল নামে ডাকিতেছ। হা হা ডাক ডাক খুব ডাক তোমার ডাক শুনিলে আমি যেন কোথায় চলিয়া যাই, আমি যেন আরএকজন হইয়া যাই, আমার যেন কত কথা মনে পড়ে কত কাজ মনে পড়িয়া যায় চুপ করিওনা ডাক আমিও ডাকি তুমিও ডাক।

রাম রাম রাম রাম রাম রাম হরেহরে রামকৃষ্ণ রাম কৃষ্ণ হরেহরে। তোমার ডাক বড়মিষ্ট মনে মনেইডাক মন রূপেই ডাক তোমার ডাক শুনিলে আমার শরীরটা শিহরিয়া উঠে যেন অবশ হইয়া আসে আবার ডাক আবার ডাক তোমার ডাক শুনিতে শুনিতে আমি ঘুমাইয়া পড়ি বেশ বেশ।

রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ হরে হরে।
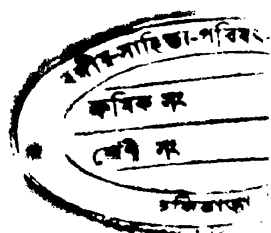
অধ্যাত্ম রামায়ণ।

অগণিত লীলারাশিতে প্রচ্ছন্ন যে গূঢ়বস্তু ভগবান্ ত্রিপুরহন্তা পার্ব্বতীর নিকট স্বয়ং বিবৃত করিয়াছিলেন, তাহা পুরাণতত্ত্ববিৎ ঋষিগণ পুরাণোত্তম অধ্যাত্ম-রামায়ণ নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষৎ, সূত্র, শ্লোক, ব্যাখ্যা ও অনুব্যাখ্যা, এই আট ভাগে বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ বিভক্ত। ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অজ্ঞজনের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া বেদের পুরাণ ভাগ মহাপুরাণ উপপুরাণ প্রভৃতিতে বিবৃত করিয়াছেন। এই কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নপ্রোক্ত সমস্ত পুরাণরাশির মধ্যে অধ্যাত্মরামায়ণ শ্রেষ্ঠতম পুরাণ। ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বীয় পুরাণসমূহে সৃষ্টি, প্রলয়, মহর্ষি রাজর্ষিগণের বংশ, মন্বন্তর ও শ্রেষ্ঠবংশপ্রসূত মহর্ষি রাজর্ষিগণের কীর্ত্তিকলাপ বিবৃত করিয়াছেন।

যাহাতে কশ্যপ বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণের ও নল নহুশ মান্ধাতা প্রভৃতি রাজর্ষিগণের কীর্ত্তিকলাপ দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাহা যে শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি ? কিন্তু যাহাতে সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম ভগবান্ নারায়ণের লীলাবতার ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের কীর্ত্তিমন্দাকিনী প্রবাহিত রহিয়াছে, তাহা যে শ্রেষ্ঠতম, তদ্বিষয়েই বা বক্তব্য কি ? নিখিল জগজ্জননী পার্ব্বতী ভগবান্ মহাদেবের মুখারবিন্দনির্গলিত এই অধ্যাত্মরামায়ণ অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া এবং নিরন্তর তাহার অর্থের অনুধ্যান করিয়া স্বীয় স্বরূপানন্দে নিমগ্ন রহিয়াছেন। যিনি আনন্দময়ী আনন্দৈকরূপা তিনিও অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধার অভিনয় করিয়া রামচরিত্রে কিরূপে শ্রদ্ধা সমর্পণ করিতে হয়, তাহাই জনগণকে শিক্ষা দিয়াছেন। কেবল রামচরিত বলিয়াই নহে, সর্ব্বপ্রকার সাধুকর্ম্মেব স্বয়ং আচরণ করিয়া সেই পুরাণপুরুষ অর্ব্বাচীন জনগণকে শিক্ষা দিয়াছেন। সেই আদিদেব ভগবান্ স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া শিক্ষা না দিলে কেহ সাধু কর্ম্মের সদ্‌গন্ধ গ্রহণ করিতে পারিতনা॥ ২০॥

প্রচরিষ্যতি তল্লোকে প্রাণ্যদৃষ্টবশাদ্ যদা॥ ২১॥
তস্যাধ্যয়ন মাত্রেণ জনা যাস্যন্তি সদ্‌গতিম্।
তাবদ্ বিজৃম্ভতে পাপং ব্রহ্মহত্যা পুরঃসরম্॥ ২২॥
যাবজ্জগতি নাধ্যাত্মরামায়ণমুদেষ্যতি।
তাবৎ কলিমহোৎসাহো নিঃশঙ্কং সং প্রবর্ত্ততে॥ ২৩॥

'তৎ' অধ্যাত্মরামায়ণং 'প্রাণ্যদৃষ্টবশাৎ' প্রাণিনাং মানবানাং শুভকর্ম্মোদয়াৎ যদা তস্মিন্ লোকে প্রচরিষ্যতি তদা 'তস্য' অধ্যাত্মরামায়ণস্য অধ্যয়ন মাত্রেণ জনাঃ সদ্‌গতিং যাস্যন্তীতি যোজনা। অদৃষ্টং নাম অর্জ্জিতং শুভমশুভঞ্চ কর্ম্ম। বিপচ্যমানমশুভং কর্ম্ম পরিতাপ পরীতানি ফলানি প্রসূতে, শুভঞ্চ কর্ম্ম বিপচ্যমানং হ্লাদময়ানি ফলানি। সাক্ষান্মোক্ষ নিবন্ধমেতদধ্যাত্মরামায়ণং নহ্যকৃতপুণ্যৈরধিগন্তুং শক্যতে, অতঃ পুণ্যপুঞ্জাদেব বিপরিপচ্যমানাদ্ হ্লাদৈকস্বরূপ মোক্ষনিদানমেতদধ্যাত্মরামায়ণমধিগতং ভবেদিত্যাহ ভগবান্ প্রাণ্যদৃষ্টবশাদিতি। কর্ম্মবিপাককালানিয়মং সূচয়তি যদেতি॥ ২১॥

মহতা পুণ্যপুঞ্জেনাসাদিতেঽপ্যধ্যাত্মরামায়ণে কিং স্যাদিত্যত আহ—তস্যাধ্যয়নমাত্রেণেতি। তস্য অধ্যাত্মরামায়ণস্য অধ্যয়নমাত্রেণ কেবলাদক্ষরগ্রহণাৎ। আহ কৈষা বাচো যুক্তিঃ অর্থাববোধনমন্তরা অক্ষরগ্রহণ মাত্রাৎ সদ্‌গতিঃ প্রাপ্তিঃ ? এষৈব বাচো যুক্তিঃ অক্ষরগ্রহণাদেব সদ্‌গতিপ্রাপ্তিমনুশাস্তি শাস্ত্রং, নহি শাস্ত্রং

লৌকিকং বচঃ যেনাতিশঙ্ক্যেত। লৌকিকবচাংসি খলু পুরুষদোষকলুষিতানি উচ্চা-রণমাত্রেণ কল্যাণং প্রাপয়িতুমনর্হাণি নিরস্তনিখিলদোষস্য শব্দরাশেঃ স্বভাবঃ খল্বেষঃ যদুচ্চারণমাত্রেণ বাক্‌শ্রোত্রমনাংসি পবিত্রয়তি, তপঃশ্রদ্ধাদ্যুপহারেণ গৃহ্যমাণঃ পুনঃ কলুষিতবুদ্ধেরপি বুদ্ধিমুল্লাসয়তি কিমু বক্তব্যং শ্রদ্ধারাদ্ধগুরুমুখাদ্ গৃহ্যমাণঃ ॥ ২২ ॥

এতদধ্যাত্মরামায়ণস্য সাক্ষাচ্চিত্তবিশোধকত্বেন পুণ্যপুঞ্জোদয়ফলমাহ— "তাবদি"ত্যাদি। ব্রহ্মহত্যাপ্রমুখ্যানি পাপাণি তাবৎ সন্তাপয়ন্তি স্বসত্তয়া চিত্তভূমিং মলিনয়ন্তি যাবদধ্যাত্মরামায়ণং জগতি নোদেষ্যতি ন প্রচরিষ্যতি নাধ্যেষ্যতে ইত্যর্থঃ। ভগবল্লীলাবতারকীর্ত্তিমন্দাকিনীম্ অবগাহমানানাং সাক্ষাদ্ভগবন্মুখারবিন্দবিগলিত-তত্ত্বামৃত্যপশৃণ্বতামলং বরাকৈর্ব্রহ্মহত্যাপ্রমুখৈঃ পাপ্মভিঃ। শ্রীরামচরণরজোভিঃ নির্ঘৃষ্যমাণং মলিনং চেতঃ নির্ম্মলদর্পণতলমিব ভবতীতি নির্গলিতার্থঃ।

অর্থকামাবেবাধিকৃত্য প্রবর্ত্তমানানাং দেহাত্মদৃষ্টীনাং সহিষ্ণুতা নাম সাত্ত্বিকী সম্পন্নৈব সম্ভাব্যতে, দুরাচাবতঃ খলু প্রক্ষীয়তে সত্ত্বং রজস্তমসী এব বিবৃদ্ধিকাষ্ঠা-মনুভবতঃ, অতঃ লোভাদয়ো বিবর্দ্ধমানাঃ কুতশ্চিৎ প্রতিহন্যমানাশ্চ অসহিষ্ণুতা-হ্যনুবিধানেন কলহরূপেণাবির্ভবন্তি, স এব কলহঃ কলিরিতি গীয়তে; অতএব ধনকনেহয়া মিথঃ প্রহরন্তঃ কলিমহোৎসাহং বর্দ্ধয়ন্তীতি প্রসিদ্ধিঃ। সম্প্রতিতন কালাধিনায়কস্য কলিরিতি নাম্না প্রসিদ্ধাবেতদেব বীজং প্রতিহৃদয়ং কলহ-রূপেণ বিপরিবর্ত্তমানস্যাধিদৈবিক পরিণামঃ কলিরিতি গীয়তে। যদ্যপি সর্ব্বেষু কালেষু কলহোদয়দর্শনাৎ কলহাধিষ্ঠাতৃদেবতায়াঃ কলেঃ প্রচারঃ সিদ্ধ্যতীতি তথাপি কলহবাহুল্যাপেক্ষয়া সম্প্রতিতন কালস্য কলিরেবানুগ্রাহিকা দেবতেতি প্রসিদ্ধিঃ। স্বরসবাহী খল্বয়মিদানীং সর্ব্বেষু জনহৃদয়েষু। ইদানীং কলহান্তরেণৈব কলহো বিচ্ছিদ্যতে, নৈষা দশা ইতঃ প্রাগাসীৎ, উদীয়মানঃ শমদমাদিভিরেব কলহং ছিন্দন্নুপলভ্যতে তত্র তত্র শাস্ত্রপ্রদেশেষু। রাজসানাং তামসানাঞ্চ লোভাদি—মহাগ্রাহৈর্গৃহীতানাং দুরুচ্ছেদ এব কলহোচ্ছেদঃ। সত্ত্বসমুদ্রেকমন্তরা কঃ খলু বিবর্দ্ধমানং কলহং সমুচ্ছেত্তুমিষ্টে; অতিশায়িতলোভাবেশবশতঃ কলহায়মানা-নাং যতোঽয়ং ভোগকালঃ অতঃ কলহাধিষ্ঠাতৃদেবতা নাম্নৈব কালোঽপি কলি-রিতি ব্যপদিশ্যতে। সোঽয়ং কলিস্তস্য মহান্ উৎসাহো নাম সত্ত্বক্ষয়াৎ রজসো-বিবৃদ্ধ্যা লোভাদীনাং বিবৃদ্ধিঃ, তদমুনিষ্পাদিনোঽনর্থাশ্চ কলেরেতাদৃশো মহোৎ-সাহঃ। নিঃশঙ্কং নির্বাধং নিরর্গলমিত্যর্থঃ। তাবৎ প্রবর্ত্ততে যাবৎ অধ্যাত্মরামায়ণং জগতি নোদেষ্যতীত্যগ্রেতন বাক্যেনান্বয়ঃ। ইদানীমপি অধ্যাত্মরামায়ণস্য পঠনপাঠনাদিভিঃ সত্যপ্যুদয়ে কথং কলিমহোৎসাহো নিঃশঙ্কং প্রবর্ত্ততে

ইতি ? নৈবং মংস্থাঃ, শ্রদ্ধাবিধুরাণামনুষ্ঠানপরাঙ্মুখানাং হীনপুণ্যানাং বাচো বিজ্ঞাপনব্যাজেন যদধ্যাত্মরামায়ণপঠনপাঠনাদি তন্ন অধ্যাত্মরামায়ণোদয়-শব্দেনাভিলপ্যতে, কিন্তু রামায়ণোদিততত্ত্ববুভুৎসয়া তদুদিতার্থানুষ্ঠনায় স্বাত্ম-পবিত্রতায়ৈ ভগবৎকৃপাকটাক্ষাধিগমায় যত্নেতস্য পঠনপাঠনাদি স্যাৎ, স্যাৎ কলি-মহোৎসাহস্য নিরোধঃ ॥ ২৩ ॥

স্বভাবশুদ্ধমণি যেরূপ বিশুদ্ধসুবর্ণজড়িত হইয়া শোভাতিশয় পোষণ করে, তদ্রূপ এই অধ্যাত্মতত্ত্ব পরমবিশুদ্ধ স্বভাবগম্ভীর হইয়াও শ্রীরামলীলা বিজড়িত-হইয়া অপূর্ব্ব শোভার আধার হইয়াছে। এই মণিকাঞ্চনযোগ হইয়াছে বলিয়াই অধ্যাত্মরামায়ণের এত উপাদেয়তা! যিনি শ্রদ্ধার চক্ষে নিজের উপাস্য তত্ত্বরূপে শ্রীরামচরিতাবলী দর্শন করিয়া থাকেন, তিনিই অধ্যাত্মরামায়ণের যথার্থ উপাদেয়তা উপলব্ধি করিতে সমর্থ। পরম রামভক্ত তুলসীদাস এই অধ্যাত্ম-রামায়ণ অবলম্বন করিয়া শ্রীরামভক্তিতরঙ্গিণী প্রবাহিত করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং তাহাতে অবগাহন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন আর অন্যেরও কৃতার্থ হইবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। গোস্বামী তুলসীদাসের মুখোচ্চারিত "রাম" নাম ধ্বনি যাহার কর্ণে একবার প্রবেশ করিয়াছে, সেই বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে—এই অধ্যাত্মরামায়ণ তুলসীদাসের হৃদয়ে কি ভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল। তুলসীদাস বুঝিয়াছিলেন প্রাণিগণের কত শুভাদৃষ্টের ফলে অধ্যাত্মরামায়ণ পৃথিবীতলে প্রকা-শিত হইয়াছিল। প্রাণিগণের পুঞ্জীকৃত সৎকর্ম্মরাশি পরিপাক উন্মুখ হইয়াই সর্ব্ববিধ শুভপন্থা আবির্ভূত করিয়া থাকে। যে যে ভক্তিমান্ তত্ত্বজিজ্ঞাসু অধিকারী এই অধ্যাত্মরামায়ণ অধ্যয়ন করিয়া স্বীয় উপাস্য শ্রীরামতত্ত্বকে আত্মতত্ত্বরূপে অবগত হইয়া কৃতার্থ হইবেন, তাঁহাদের পুঞ্জীকৃত সৎকর্ম্মই পরিপাক উন্মুখ হইয়া ভগবান্ পঞ্চাননের মুখপঞ্চক হইতে বিগলিত শ্রীরামসুধা পৃথিবীতলে স্যন্দিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। অর্জ্জিত পুণ্যের পরিপাকবশতঃ এই অধ্যাত্মরামায়ণ অধ্যয়নের ফলে অধ্যেতৃজনগণ সদ্গতি লাভ করিবে সন্দেহ নাই। যদি অযোধ্যা-নাথকে হৃদয়নাথরূপে অবগত হইতে পারি, "তবে কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা" আর "শ্রুতঃ সংকীর্ত্তিতোঽধ্যাতঃ পূজিতশ্চাদৃতোঽপি বা। নৃণাং ক্ষিণোতি ভগবান্ হৃৎস্থো জন্মাযুতাশুভম্" ॥ যে পুরুষধুরন্ধর স্বীয় সুকৃতিপ্রভাবে স্বীয় হৃদয়ে অযোধ্যানাথকে হৃদয়নাথরূপে স্থাপিত করিতে পারেন, আর স্থাপিত করিয়া সেই হৃদয়নাথের কীর্ত্তিকলাপ শ্রবণ, কীর্ত্তন, তাঁহার ধ্যান ও অর্চ্চনাতে নিরত হইতে পারেন, তাঁহার অনন্ত জন্মসঞ্চিত পাপরাশি যে ক্ষণকাল মধ্যে ক্ষীণ হইবে

তাহাতে আর সন্দেহ কি। যাহাতে জীব ভগবান্‌কে এইরূপে গ্রহণ করিতে পারে, তাহারই পন্থা বালকোপলালনের মত করিয়া অধ্যাত্মরামায়ণ বিবৃত করিয়াছেন; সুতরাং এই গ্রন্থ অকৃতপুণ্যজনের উপাদেয় হইতে পারে না। এই অধ্যাত্মরামায়ণের অর্থাববোধ না হইয়াও যদি অক্ষররাশি মাত্র গৃহীত হয়, যদি কেহ ইহার অর্থ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে অক্ষররাশি পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করে, তবে সেই উচ্চারণ মাত্র শ্রদ্ধাসম্পন্ন উচ্চারয়িতার সদ্‌গতি সুনিশ্চিত। শাস্ত্রান্তরে ইহা সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত রহিয়াছে যে "যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ, পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্। বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং, প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ॥" পুরুষ বিবশ হইয়া স্খলিত বা পতিত হইতে হইতে ব্যাধিপীড়িত অথবা মুমূর্ষু হইয়া যাহার নাম উচ্চারণ করিয়া নিখিল কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে ও সদ্‌গতি লাভ করিয়া থাকে, কলির মাহাত্ম্যবশতঃ জনগণের সেই শ্রীভগবানে রুচি উৎপন্ন হয় না। ব্রহ্মহত্যা প্রমুখ পাপরাশি তাবৎকাল পর্য্যন্ত জীব চিত্তকেনির্বাধে কলুষিত করিবে, যাবৎকাল পর্য্যন্ত এই পৃথিবীতলে অধ্যাত্মরামায়ণের উদয় না হইবে। তাবৎকাল পর্য্যন্ত মহোৎসাহে কলিরাজ চিত্তভূমিতে নির্বাধগতিতে প্রবর্ত্তিত হইবে, যে পর্য্যন্ত এই পৃথিবীতলে অধ্যাত্মরামায়ণের উদয় না হইবে। প্রত্যেক জীবহৃদয়ে যে দুষ্কৃতরাশি বর্ত্তমান থাকিয়া নির্বাধ গতিতে স্বীয় কটু-তিক্ত ফলরাশি প্রসব করিতেছে, সর্ব্বজীবচিত্তের সেই পুঞ্জীভূত দুষ্কৃতরাশি একীকৃত হইয়া দুষ্কৃতঘন মূর্ত্তিতে প্রকাশমান, আর তাহাই "কলি" নামে অভিহিত। সর্ব্বজীবচিত্তে নিরন্তর দুষ্কৃতপ্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছে বলিয়া দুষ্কৃত ফলভোগ কালই যেন কলঙ্কিত হইয়া কলিনামে আখ্যাত হইয়াছে। যে কালে নিতান্ত লুব্ধ দুরাচার নির্দ্দয় কূটবৈরবিশিষ্ট দুর্ভগ এবং বহুতৃষ্ণাবিশিষ্ট জনগণ ভোগার্থী হইয়া পৃথিবীতলে অবতরণ করে, সেই কালই কলিনামে আখ্যাত হয়, অথবা তাদৃশ জনগণই ভোগগ্রহণের জন্য ভূমিতলে প্রকট হইয়া থাকে। শাস্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়—"যস্মিন্ লুব্ধা দুরাচারা নির্দ্দয়াঃ শুষ্ক বৈরিণঃ। দুর্ভগা ভূরিতর্ষাশ্চ"···ইত্যাদি। আসুরভাবগ্রস্থ হইয়া মানব কলিমহোৎসবে মত্ত হইয়া থাকে। তাবৎকাল পর্য্যন্ত কলিকৌতুক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, যাবৎকাল পর্য্যন্ত অসুরঘ্নী বাক্ মানবের শ্রুতিপ্রবিষ্ট না হয়। বাগ্‌দেবীর এই অসুরঘাতিনী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কলি ভীত ত্রস্ত হইয়া স্বীয় মহোৎসব হইতে বিরত হইয়া থাকে। আসুরভাবদুষ্ট হৃদয়ের উদ্‌গার বাগ্‌দেবীর গাত্র কলঙ্কিত

করিয়া থাকে, এজন্য মাদৃশ আসুরভাবাপন্ন ব্যক্তিমুখোদ্গীর্ণ বাক্য অন্যের আসুরভাব বিনাশে সমর্থ হয় না ; আর এজন্য প্রাকৃতজনপ্রণীত সন্দর্ভের আপাত-মধুরতা থাকিলেও তাহা অসুরঘ্নী বাক্ নামে আখ্যাত হইতে পারে না। অসুরনিসূদন ত্রিপুরারি ভগবান্ মহাদেবের মুখারবিন্দ হইতে যে ভারতী মন্থরপদবিন্যাসে আবির্ভূত হইয়াছেন, ইহার মূর্ত্তি অসুরঘাতিনী। এই অসুরঘাতিনী বাগ্‌দেবীর পদসঞ্চারে কলিমহোৎসবের বিরতি স্বাভাবিক। ২১—২৩॥

যাবজ্জগতি নাধ্যাত্মরামায়ণমুদেষ্যতি।
তাবদ্ যমভটাঃ শূরাঃ সঞ্চরিষ্যন্তি নির্ভয়াঃ॥ ২৪॥

তাবৎ শূরা যমভটা নির্ভয়া সঞ্চরিষ্যন্তি যাবজ্জগতি অধ্যাত্মরামায়ণং নোদেষ্যতি। শূরা বিক্রান্তা, যমস্য ভটা যোধাঃ। যমঃ কস্মাৎ? যময়িতা হি প্রাণিনাং ভবতীত্যাহ। কে সংযম্যন্তে? যে বালাঃ। কে বালাঃ? "ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্। অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে"॥ ইতি হি শ্রূয়তে। তীব্রমোহ মাহাত্ম্যেন পাপবাহুল্যাৎ আসন্নচেতসো বালা যে পারলোকং ন প্রতিযন্তি তেষু নিঃশঙ্কপ্রচারো যমভটানাম্। রামায়ণমেতদনুশীলয়ন্তো বিগলিতদেহাত্মবুদ্ধয়ঃ স্বস্বরূপবিশ্রান্তা যমকবলমতিবর্ত্তন্তে ইতি যুক্তং। সংযমনযোগ্যস্য কস্যচিদাত্মাত্বেন। অপরিগ্রহাদিতি ভাবঃ॥ ২৪॥

কপূয়াচার-সম্পন্ন জনগণের উপার্জ্জিত কর্ম্মরাশি এই মনুষ্যলোকে ফল প্রদানে অসমর্থ। তাদৃশ দুষ্কৃতসমূহের ফলপ্রদানস্থান সংযমন নামক যমনিকেতন। এই সংযমনপুরে কপূয় কর্ম্মরাশি স্বানুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকে। এই সংযমন নগর—রৌরবকালসূত্র প্রভৃতি সপ্তনরক নামে শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। সুকৃতকারী ব্যক্তির স্বীয় সুকৃত কর্ম্মরাশির ফলভোগের নিমিত্ত যেরূপ পিতৃলোক ও দেবলোক নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে এবং সুকৃতকর্ম্মের বিপাক-স্থান পিতৃলোক ও দেবলোকে সুকৃতকারিকে আরোহণ করাইবার জন্য ধূমাদি দেবতা ও অর্চ্চিরাদি দেবতা আতিবাহিক দেবতারূপে সুব্যবস্থিত রহিয়াছেন, তদ্রূপ দুষ্কৃতকারি ব্যক্তির স্বীয় দুষ্কৃতানুরূপ ফলভোগস্থান সংযমন নগর ; যাহার অধিপতি—ধর্ম্মরাজ যম। এই সংযমন নগরে দুষ্কৃতকারিকে অতিবহন করিবার জন্য যমপুরুষগণ সুব্যবস্থিত রহিয়াছেন। মানবের দুষ্কৃত কর্ম্মানুষ্ঠান যমপুরুষ-গণের নিঃশঙ্কসঞ্চার প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। ঐশীমর্য্যাদা অনুসারে সুকৃতকারিকে পিতৃলোকাদিতে আরোহণ করাইবার যেরূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে, সেইরূপ দুষ্কৃত-কারিকে রৌরবাদি সপ্তবিধ নরকে বহন করিবারও ব্যবস্থা রহিয়াছে। আর

যমপুরুষগণ এই দুষ্কৃতকারিকে যমলোকে অতিবহন করিবার জন্য অতিবাহক দেবতারূপে ব্যবস্থিত রহিয়াছেন। পাপাচরণ মন্দীভূত হইলে এই যমপুরুষগণের সঞ্চারও মন্দীভূত হইবে। যে উৎপথধাবিত অনুরাগপ্রভাবে পাপাচরণ, প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই অনুরাগের উৎপথগতি সংযত করিতে এই অধ্যাত্মরামায়ণ অদ্বিতীয়। সুতরাং অধ্যাত্মরামায়ণের উদয়ে যমপুরুষগণের নিঃশঙ্ক-সঞ্চার যে নিরুদ্ধ হইবে, তাহাতে আর বক্তব্য কি? ॥ ২৪ ॥

যাবজ্জগতি নাধ্যাত্মরামায়ণ মুদেষ্যতি।
তাবৎ সর্ব্বাণি শাস্ত্রানি বিবদন্তে পরস্পরম ॥ ২৫ ॥

যাবৎ আধ্যাত্মরামায়ণং জগতি নোদেষ্যতি তাবৎ পর্য্যন্তং সর্ব্বাণি শাস্ত্রাণি কাপিলকানাদপ্রভৃতীনি পরস্পরং বিবদন্তে বিবাদং কুর্ব্বতে। যদ্যপি সর্ব্বাণি শাস্ত্রাণি সাক্ষাৎ প্রমাণাড্যা বা ব্রহ্মাত্মৈক্যপ্রতিপাদনায় প্রবর্ত্তানি, "সর্ব্বাণি শাস্ত্রাণি চ যদ্ বদন্তী"তি শ্রুতেঃ, তথাপি শাস্ত্রাণাং তত্ত্বব্যুৎপাদনশৈলীনাং বৈচিত্র্যাৎ অবান্তরতাৎপর্য্যমহাতাৎপর্য্যয়োর্দুর্গ্রহত্বাৎ শাস্ত্রাণাং বিনেয়াজনাশয়ানু-রোধন প্রবৃত্তত্বাৎ শাস্ত্রতাৎপর্য্যমবধারয়িতুমশক্নুবন্ত উত্তানাশয়া তত্ত্বনিশ্চয়মলভ-মানা অন্যথান্যথা ব্যাচক্ষতে। শাস্ত্রমিদং তাননুজিঘৃক্ষু সুস্পষ্টসরলবচনোপন্যাসেন ঔপনিষদসিদ্ধান্তং কক্ষীকৃত্য তৃণার্চ্চকাদিহৈরণ্যগর্ভসিদ্ধান্তপর্য্যন্তসিদ্ধব্রহ্মস্বরূপং বিশোধয়ৎ দেহাত্মবাদিমতমারভ্য কাপিলমতপর্য্যন্তসিদ্ধাত্মতত্ত্বঞ্চ পরিষ্কুর্ব্বৎ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মাত্মৈক্যং নির্দ্দিশৎ জীবব্রহ্মতত্ত্বনির্ণিনীষু সর্ব্বশাস্ত্রানামস্মিন্ ব্রহ্মাত্মৈক্য বিবাদাভাবমাঘোষয়তীতি যুক্তম্। অধ্যাত্মরাময়ণোদয়াবধি শাস্ত্রাণাং বিবাদঃ। সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তরহস্যপ্রতিপাদকমেতদধ্যাত্মরামায়ণমিতিভাঃ ॥ ৫৫ ॥

যে পর্য্যন্ত সমস্ত শাস্ত্রের মহাতাৎপর্য্য সম্যক্‌রূপে বুঝিতে না পারা যায়, সেই পর্য্যন্ত শাস্ত্রসমূহ পরস্পরবিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদক বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। অধিকারিজনগণের আশয়ানুসারে তাহাদের অধিকারোচিত তত্ত্বনিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া এবং ব্যুৎপাদনপ্রক্রিয়ার অস্থিরতাপ্রযুক্ত একই তত্ত্ব স্থূল হইতে স্থূলতররূপে এবং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অধিকারানুসারে নির্দ্দেশের তারতম্যবশতঃ একই তত্ত্ব নানারূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া নির্দ্দেশানুরূপ ফল অধিকারি-জনকে প্রদান করিয়া থাকে। যেরূপ ভগবত্তত্ত্ব নিরূপণ করিতে যাইয়া শাস্ত্র তৃণ-গুল্মাদি হইতে আরম্ভ করিয়া অধিকারিজনের আশয়ানুসারে ক্লেশকর্ম্ম-বিপাকাশয় বর্জ্জিত পুরুষবিশেষকেও ঈশ্বররূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন, এইরূপ আত্মতত্ত্ব-নিশ্চয়ে প্রবৃত্ত হইয়াও শিষ্যগণের আশয়ানুসারে স্থূলদেহ হইতে আরম্ভ করিয়া

অসঙ্গ চৈতন্যস্বরূপ পর্য্যন্তও প্রদর্শন করিয়াছেন। শাস্ত্রের এই বিভিন্নরূপ প্রতিপাদন আপাত দৃষ্টিতে বিরুদ্ধরূপ প্রতীত হইলেও পরমার্থতঃ তাহা পরস্পরবিরুদ্ধ নহে। উপাসকগণের সামর্থ্যের তারতম্যানুসারে একই উপাস্য বস্তু তরতমভাবে নিরূপিত হইয়াছে মাত্র; এইরূপ আত্মতত্ত্বনিরূপণেও বুঝিতে হইবে। ভগবতী শ্রুতি যে ঈশ্বরতত্ত্ব ও জীবতত্ত্বের সম্যক্ নিরূপণ করিয়া তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যচতুষ্টয়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তাহাতে প্রসঙ্গতঃ নানারূপে প্রতিপাদিত ঈশ্বরতত্ত্বের ও জীবতত্ত্বের এক সুসামঞ্জস্যও প্রদর্শিত হইয়াছে, যে সুসামঞ্জস্যের ফলে সর্ব্ববিধ শাস্ত্রের পরস্পর বিবাদ অস্তমিত হইয়া যায়। উপনিষৎ প্রতিপাদিত এই অদ্বয়তত্ত্ব সরস ও সরলভাবে প্রতিপাদন করিবার জন্যই এই অধ্যাত্মরামায়ণের অবতারণা। এই অধ্যাত্মরামায়ণের পরম তাৎপর্য্য যে শ্রুতিপ্রদর্শিত অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব, তাহা এই আধ্যাত্মরামায়ণের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে যথাস্থানে বিবৃত হইবে; সুতরাং অধ্যাত্মরামায়ণের উদয়ে শাস্ত্রসমূহের আপাতবিরোধেরও অবসান হইবে॥ ২৫ ॥

তাবৎ স্বরূপং রামস্য দুর্ব্বোধং মহতামপি।
যাবজ্জগতি নাধ্যাত্মরামায়ণ মুদেষ্যতি॥ ২৬ ॥

শ্রীরামস্য যৎ'স্বরূপম্' অনারোপিতং রূপং সচ্চিদানন্দাদ্বয়ব্রহ্মস্বরূপং তন্নানাবিধোপাধ্যুপহিতং লীলাবতারাদিরূপেণাবস্থিতং লীলোচিতচারিত্রেণাবৃতঞ্চাত এব মহতামপি দুর্ব্বোধং যৎখলু পার্ব্বতী "তথাপি হৃৎসংশয়বন্ধনং মে বিভেত্তুমর্হস্যমলোক্তিভিস্ত্বম্।" ইত্যাদিবচনসন্দর্ভেণ মহতামপি শ্রীরামতত্ত্বস্য দুর্ব্বোধত্বমভিনয়ন্তী ত্রিপুরহরং পপ্রচ্ছ। যদ্যপি বিদিতসকলবেদিতব্যায়া জগজ্জনন্যাঃ সন্দেহলেশোঽপি নাবকাশমাসাদয়িতুমর্হতি তথাপি ভগবল্লীলাবিলাসবিমুগ্ধহৃদয়ানাং মোহাপসারণায়োত্থাপিতোঽয়ং প্রশ্নো ভগবত্যা পার্ব্বত্যা। তৎপ্রশ্নাপাকরণায় প্রবৃত্তো ভগবান্ এতদ্রামায়ণকীর্ত্তনব্যাজেন শ্রীরামতত্ত্বমাবির্ভাবয়ামাস; অতএব লীলাবিলাসোত্থচিত্তচমৎকৃতি বিমুগ্ধমতীনাং মোহমপ্যবসাদয়ামাস। তস্মাৎ সুষ্ঠুক্তং "যাবজ্জগতিনাধ্যাত্মরামায়ণমুদেষ্যতিতাবৎ শ্রীরামতত্ত্বং মহতামপি দুর্ব্বোধমিতি॥২৬॥

পূর্ণ হইতে পূর্ণতর সাক্ষাৎ ভগবান্ মায়া-মানুষ-শরীর পরিগ্রহ করিয়া অগণিত লীলাবিস্তারপূর্ব্বক অখিল মানবচিত্ত আবৃত করিয়া স্বয়ংই যেন আবৃতভাবে ব্যবস্থিত রহিয়াছেন। মেঘমালাসমাচ্ছন্ন চক্ষুঃ যেরূপ সূর্য্যমণ্ডলকে মেঘাচ্ছন্নরূপে অবলোকন করিয়া থাকে, সেইরূপ ভগবল্লীলাসমাবৃত মানবহৃদয় ভগবানকে আবৃত বলিয়া মনে করিয়া থাকে। এজন্য ভগবল্লীলাবতার শ্রীরামচন্দ্রের তত্ত্ব তাঁহার অনারোপিত স্বকীয় রূপ, যাহা পূর্ণ হইতেও পূর্ণতর সচ্চিদানন্দ অদ্বয় ব্রহ্মমূর্ত্তি

মহাজনেরও দুরধিগম্য হইয়াছে, এই দুরধিগমনীয়তা প্রদর্শন করিবার জন্য পরবর্ত্তি অধ্যায়ে জগজ্জননী পার্ব্বতীর প্রশ্ন উপস্থাপিত হইয়াছে। এই প্রশ্ন জ্ঞানৈকস্বরূপা পার্ব্বতীর সন্দেহ প্রদর্শন করিবার জন্য নহে; কিন্তু মাদৃশ ভগবল্লীলাবিমুগ্ধবুদ্ধি জনগণের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাহাদের সন্দেহরাশি স্বীয় হৃদয়ে আলেপনপূর্ব্বক ভগবান্ ত্রিপুরারীর নিকটে পার্ব্বতী প্রশ্নোপন্যাস করিয়াছেন। ভগবান্ মহাদেব উপন্যস্ত প্রশ্নসূচিত সন্দেহের মূলোচ্ছেদ করিতে যাইয়া ভগবল্লীলার বর্ণনব্যাজে ভগবত্তত্ত্বোদ্ঘাটন করিয়াছেন, ইহাই আধ্যাত্ম-রামায়ণের প্রতিপাদ্য বস্তু। এই তত্ত্বোদ্ঘাটনই লীলাবিমুগ্ধজনের একমাত্র মোহ-প্রতিকার; এই জন্য আধ্যাত্মরামায়ণের উদয় না হইলে শ্রীরামতত্ত্ব মহাজনেরও দুর্ব্বোধ্য বলা হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

আধ্যাত্মরামায়ণসং—কীর্ত্তনশ্রবণাদিজম্।

ফলং বক্তুং ন শক্নোমি কাৎস্ন্যেন মুনিসত্তম! ॥ ২৭ ॥

বিগতসন্দর্ভেণাধ্যাত্মরামায়ণস্যানন্যসাধারণত্বমভিধায় ইদানীং তস্যাধ্যয়ন-শ্রবণাদিফলমাহ—"অধ্যাত্মরামায়ণে" ত্যাদি। অধ্যাত্মরামায়ণস্য যৎসঙ্কীর্ত্তন কীর্ত্তনস্য সম্যক্তুং নাম শ্রদ্ধাদিপুরঃসরত্বম্। যচ্চ তস্য শ্রবণং-আদিপদাদ্ধারণস্মরণা-র্চ্চনবন্দনলেখনানাং পরিগ্রহঃ। তেভ্যঃ কীর্ত্তনাদিভ্যো জায়তে যৎফলং তৎকাৎ-স্ন্যেন সমগ্রতয়া বক্তুং হে মুনিসত্তম! দেবর্ষে নাহং শক্নোমি ॥ ২৭ ॥

শ্রদ্ধাসহকারে অধ্যাত্মরামায়ণের কীর্ত্তন, শ্রবণ, নিরন্তর স্মরণ, রামভক্তলিখিত অধ্যাত্মরামায়ণ পুস্তকে শ্রীরামচন্দ্রের অর্চ্চন, অধ্যাত্মরামায়ণ দর্শন করিয়া ভক্তি সহকারে প্রণিপাত ইত্যাদির চরম ফলও মোক্ষলাভ। হে মুনিসত্তম! চরমফল মোক্ষের কীর্ত্তন সম্পূর্ণ অসম্ভব; যেহেতু মোক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ। শ্রবণাদির মুখ্যফল মোক্ষভিন্ন অবান্তর ফলও অনন্ত প্রকার। এই অনন্ত প্রকার অবান্তর ফলের সম্পূর্ণ কীর্ত্তনও অসম্ভব। অধ্যাত্মরামায়ণের শ্রবণাদিদ্বারা ইহজীবনে সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনলাভ হইয়া থাকে। গোস্বামী তুলসীদাস এই অধ্যাত্ম-রামায়ণ অবলম্বন করিয়া চর্ম্মচক্ষুদ্বারা ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে বহুবার দর্শন করিয়া-ছিলেন; ইহা তাঁহার উক্তিতে পরিস্ফুট রহিয়াছে। শ্রীরামদর্শনের আস্বাদ যে জানে না তাহার নিকটে, রামদর্শন এককথায় ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। আর যিনি সেই আস্বাদের কথঞ্চিৎ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তিনি যাবজ্জীবন কীর্ত্তন করিয়াও এই আস্বাদের পরিসমাপ্তি দেখাইতে পারেন না। কোন্ আস্বাদে ভগবান্ পঞ্চাননের মুখপঞ্চকে নিরন্তর রামনাম ধ্বনিত হয়? কোন

আস্বাদে ভগবান্ বাল্মীকির শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত হৃদয়তন্ত্রী রামনামে ঝঙ্কৃত হইয়াছিল? আবাল ব্রহ্মচারী মহাবীর কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত রামনাম ধ্বনিতে দিগন্ত মুখরিত করিয়া কোন্ রসাস্বাদে নিমগ্ন? অনন্তকাল রঘুনাথকথা কীর্ত্তন করিয়াও হৃতসার পুরাতন কথাবোধে উপেক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া রঘুনাথ-কথা-শ্রবণাকাঙ্ক্ষা-ভরিতহৃদয়ে অশ্রুপূর্ণনেত্রে কৃতাঞ্জলি হইয়া মহাবীর রামকথাকীর্ত্তন স্থানে অপেক্ষা করেন? আকল্পজীবী, বাগ্মিগণের অগ্রগণ্য, ব্রহ্মচর্য্যের আশ্রয়, বীরত্বের নিদর্শন মহাবীর অনন্তচ্ছন্দে, অনন্তভাবে রামনাম কীর্ত্তন করিয়াও আজ পর্য্যন্ত নিবৃত্ত হইতে পারেন নাই। সেই রামনাম কীর্ত্তনের ফলসংখ্যার নিরূপণপ্রয়াস নিতান্ত বাতুলতা মাত্র ॥২৭॥

তথাপি তস্য মাহাত্ম্যং বক্ষ্যে কিঞ্চিত্তবানঘ ! ।
শৃণু চিত্তং সমাধায় শিবেনোক্তং পুরা মম ॥২৮॥

বক্তুং ন শক্যতে চেৎ বিরম্যতাং তর্হি, ইত্যত আহ—"তথাপী"তি। তথাপি অধ্যাত্মরামায়ণমাহাত্ম্যং বক্তুং কৃৎস্নমসমর্থোঽপি তস্যাধ্যাত্মরামায়ণস্য মাহাত্ম্যং হে অনঘ! নিষ্পাপ! অঘ ইতি পাপনামসু পঠ্যতে। 'তব' ত্বদর্থং কিঞ্চিদ্ বক্ষ্যে; অতস্ত্বং "চিত্তং সমাধায়" সমাহিতচিত্তঃ সন্ শৃণু। যদধ্যাত্মরামায়ণং পুরা শিবেন 'মম' মদর্থমুক্তম্ 'অনন্ত মহিমশালিনো ভগবতো মহিম্নাং পারং বিদ্বান্ নহি সম্ভবতি কশ্চিৎ; অতঃ অবিদ্বান্ কথং কাৎস্ন্যেন বক্ষ্যতি। যদি বা ভগবস্তত্ত্বং নিরস্তসমস্তবিশেষং চিদেকরসমতিপতিতবাক্যমনঃসীমতয়া ব্যবস্থিতং তথাপি কথংকারং মনসাকলয্য বাচা ব্যাহ্রিয়েত "বাচো যত্র নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" ইতি শ্রুতেঃ। বক্তুমেতাবদযোগ্যোঽপি যোঽয়মেতাবান্ বচনপ্রয়াসঃ স তু কেবলং 'পুনামীত্যর্থেঽস্মিন্ পুরমথনবুদ্ধির্ব্যবসিতা' ইতি রীতিমনুসৃত্য অত্যাদরেণ শ্রীরামতত্ত্বশুশ্রূষাদিপরাণাং শ্রবণকীর্ত্তনাদিপরম্পরয়া স্বাত্মৈক্যেন শ্রীরামতত্ত্বসাক্ষাৎকার এব ফলং তস্য চাখণ্ডব্রহ্মরূপতয়া ন সাক্ষাৎ প্রতিপাদনসম্ভবঃ কেষামপীতি ভাবঃ ॥২৮॥

হে দেবর্ষে! রঘুনাথের কীর্ত্তিমন্দাকিনীতে অবগাহন করিয়া স্বীয়কৃতার্থতা সম্পাদনে অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু কীর্ত্তিমন্দাকিনীর গাম্ভীর্য্যনিরূপণের সামর্থ্য কাহারও নাই। তোমার নিকটে যে রামলীলা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম; অতৃপ্তহৃদয়ে আরও যে মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে অভিলাষী হইতেছি, তাহার অভিপ্রায় এরূপ মনে করিওনা যে, রামলীলা মহাসিন্ধু সংখ্যাগণিত করিয়া—মানমিত করিয়া তোমাকে দেখাইব। বাক্য ও মনের অতীত যাঁহার স্বরূপ তাহা পরিমিত

বলিয়া মনে করিয়া থাকে। এজন্য ভগবল্লীলাবতার শ্রীরামচন্দ্রের তত্ত্ব তাঁহার অনারোপিত স্বকীয় রূপ, যাহা পূর্ণ হইতেও পূর্ণতর সচ্চিদানন্দ অদ্বয় ব্রহ্মমূর্ত্তি অক্ষরে সমর্পিত করিয়া দেখাইতে পারি, এমন সামর্থ্য আমার নাই। কেবল লীলামাহাত্ম্য চিন্তনে নিতান্ত পরবশ হইয়া রামলীলাসিন্ধু হইতে দুই একটী বিন্দু গ্রহণ করিয়া তোমায় অর্পণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে, এ জন্যই মাহাত্ম্যকীর্ত্তনের অবতারণা করিতেছি; তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। ভগবান্ মহাদেবের নিকটে আমি যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, তাহাই তোমাকে বলিব ॥২৮॥

অধ্যাত্মরামায়ণতঃ শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধমেব বা।
যঃ পঠেৎ ভক্তিসংযুক্তঃ স পাপান্মুচ্যতে ক্ষণাৎ ॥২৯॥

ভগবতা মহাদেবেনাধ্যাত্মরামায়ণমাহাত্ম্যং যৎ প্রাগুক্তং তদেবাবতারয়ন্নাহ ভগবান্ ব্রহ্মা অধ্যাত্মরামায়ণতঃ ইত্যাদি। 'অধ্যাত্মরামায়ণতঃ' অধ্যাত্মরামায়ণস্য পূর্ণমেকং শ্লোকং শ্লোকস্যার্দ্ধং বা ভক্তিসংযুক্তো যঃ পঠেৎ স 'ক্ষণাৎ' ক্ষণমাত্রতঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যো 'মুচ্যতে' নিস্তীর্ণো ভবতীত্যর্থঃ। ভক্তিসহিতেন যৎ পঠ্যতে ভক্তিরহিতেনাপি তদেব পঠ্যতে কিমিতি তয়োঃ পাঠে ফলবৈষম্যং পঠ্যমানস্যাভিন্নত্বাৎ? ভক্তিসাহিত্যারাহিত্যাভ্যাং ফলভেদ ইত্যাহ। মাহাত্ম্যমেতদ্ ভগবত্যা ভক্তের্যন্মলকলুষীকৃতমপি চেতঃ নিস্তীর্ণং ভবতি সর্ব্বেভ্যশ্চিত্তমলেভ্যঃ। ভক্তিমাহাত্ম্যেন প্রক্ষীণসকলমলাবরণং চিত্তসত্ত্বং স্বভাবভাস্বরং ভবতি মলকলুষিতঃ অধীতস্য তত্ত্বমবধারয়িতুমশক্নুবৎ পুনর্নির্ম্মলং সত্ত্বং দ্যোতয়তি যথৈব সঞ্চিতদোষাশয়ে প্রযুক্তমপি রসায়নমনুপকুর্ব্বদপকরোত্যেব তদেব পুনর্দোষনির্হরণবিমলে আশয়ে প্রযুক্তং নিতরাং পুষ্ণাত্যেব এবমিয়দুপাদেয়মপ্যধ্যাত্মরামায়ণং ভক্তিনির্ম্মলায়াং চিত্তভূমাবুপ্তং ন কেবলং পল্লবিতং পুষ্পিতং বা কিন্তু ফলিতমেব ভবেৎ। অতো ভক্তিসহকারেণ পঠ্যমানস্য রামায়ণশ্লোকস্য শ্লোকার্দ্ধস্য বা সকলমনোমলাপহারকত্বাৎ সর্ব্বপাপপ্রশমকত্বং যুক্তম্ ॥২৯॥

যে ব্যক্তি ভক্তিশ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয়ে অধ্যাত্মরামায়ণের একটিমাত্র শ্লোক যদি বা শ্লোকার্দ্ধও পাঠ করে, সে ক্ষণকাল মধ্যে পাপরাশি হইতে নিস্তীর্ণ হইয়া থাকে। ভগবান্ শূলপাণি পূর্ব্ব সময়ে ব্রহ্মার নিকটে যে অধ্যাত্মরামায়ণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহাই ভগবান ব্রহ্মা নারদের নিকটে কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রদ্ধা নির্ম্মল চক্ষুতে যে দৃশ্য যে ভাবে নিহিত হইয়া থাকে, অশ্রদ্ধা কলঙ্কিত দৃষ্টিতে তাহা অন্যরূপে প্রতিভাত হয়। তত্ত্ব শ্রদ্ধার-বিষয়কে রঞ্জিত করে না, কিন্তু তত্ত্বাভি-

নিবেশে সহায়তা করে। তত্ত্বাভিনিবিষ্টচিত্ত বস্তুকে যেভাবে দর্শন করে অশ্রদ্ধা-মল কলঙ্কিত হৃদয় তাহা রঞ্জিত বলিয়া গ্রহণ করে।

বিধবার পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ক সম্ভাষণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বক্তা—স্বভাবেস্থিত বৈদিক আর্য্যজাতি ঐহিকতাকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিতে পারেন নাই, অনিত্য বিষয় সুখ ভোগের আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের চিত্তকে অভিভূত করিতে সমর্থ হয় নাই, পার্থিব সুখ প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক বৈদিক আর্য্যজাতির চিত্তকে সর্ব্বথা আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। মৃত্যু বস্তুতঃ স্থূল দেহের সহিত সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ দেহের বিচ্ছেদ ভিন্ন অন্য কিছু নহে, মৃত্যু হইলে, জীবের আত্যন্তিক নাশ হয় না, বেদ-শাস্ত্র বাসনা বাসিত—বৈদিক প্রতিভাবিশিষ্ট বৈদিক আর্য্যজাতির ইহা নৈসর্গিক ধারণা; পূর্ব্বে বলিয়াছি, বৈদিক আর্য্যজাতির বিবাহ আধ্যাত্মিক সম্মিলন, এসম্বন্ধ যথাবিধি স্থাপিত হইলে, স্থূল দেহের নাশ হইলেও বিনষ্ট হয় না। অতএব পতিপ্রাণা, স্বধর্ম্মপরায়ণা ব্রহ্মচারিণী রমণী নিত্য সধবা থাকেন, পতির মৃত্যু হইলেও তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে বিধবা—'ধব বিরহিতা' হন না, সুতরাং তাঁহার পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার প্রবৃত্তি হইতে পারে না, বিশুদ্ধ বৈদিক আর্য্যজাতিতে কি নিমিত্ত বিধবার পুনর্ব্বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল না, তোমাদিগকে সংক্ষেপে তাহা জানাইলাম। স্থূল দেহের পতন বা মৃত্যু হইলে জীবের যে নাশ হয় না, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার উপায় ছান্দোগ্যো-পনিষদে প্রদর্শিত হইয়াছে। * স্বভাবেস্থিত বৈদিক আর্য্যজাতীয় বিধবাদিগের

---

* "জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়ত ইতি"—ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

"যো যো হ্যস্যেতঃ প্রৈতি ন তমিহ দর্শনায় লভতে॥ অথ যে চাস্যেহ জীবা যে চ প্রেতা যচ্চান্যদিচ্ছন্ন লভতে সর্ব্বং তদত্র গত্বা বিন্দতেঽত্র হ্যস্যৈতে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাস্তদ্যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুরেবমেবেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ"—ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

পুনর্ব্বিবাহ হওয়া উচিত কিনা, যথার্থভাবে তাহা জানিতে হইলে, বেদ ও বেদ-মূলক শাস্ত্রের শরণ গ্রহণ করিতে হইবে, শুদ্ধচিত্ত হইয়া, মানব জীবনের চরম লক্ষ্য কি, প্রকৃত সুখের স্বরূপ কি, বিবাহ কাহাকে বলে, বিবাহের উদ্দেশ্য কি, বিবাহ সম্বন্ধে বেদ-ও-বেদমূলক শাস্ত্র সমূহ কি বুঝাইয়াছেন ইত্যাদি বিষয়ের সম্যগ্ জ্ঞানার্জ্জন অবশ্য কর্ত্তব্য, প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত এই দ্বিবিধ বৈদিক কর্ম্মের স্বরূপাবলোকন করা উচিত, সুখ-দুঃখ, জীবন-মরণ, উন্নতি-অবনতি ইত্যাদি যে, কর্ম্মাধীন, শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে জীবের সুখ, দুঃখ, জাতি, আয়ুঃ ইত্যাদি নিয়মিত হইয়া থাকে, নিয়তি ও পুরুষকারের স্বরূপ কি, কল্পারম্ভ হইতে কল্পান্ত পর্য্যন্ত পুরুষ ক্রিয়ামূলক যে কিছু ব্যবহার চলিতেছে, তৎসমুদায় নিয়তি বশেই হইয়া থাকে, এই অবশ্যম্ভাবিনী নিয়তি যাহা করিবে, তাহা কাহারই লঙ্ঘনীয় নহে, নিয়তিই পুরুষকাররূপে কর্ম্মের নিয়ন্ত্রী হইয়া থাকে, পুরুষকাররূপে পরিণত না হইলে, নিয়তি দ্বারা কোন ফল হয়না, পুরুষকাররূপে পরিণত হইলেই নিয়তি সফলা হইয়া থাকে, শাস্ত্র ও শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষবৃন্দের উপদেশানুসারে শরীর, মন ও বাক্যের যে পরিচালনা, তাহাই প্রকৃত পুরুষকার, স্বীয় পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধি

"যো যো হি যস্মাদস্য জন্তোঃ পুত্রোভ্রাতা বা ইষ্ট ইতোঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি প্রগচ্ছতি ম্রিয়তে তমিষ্টং পুত্রং ভ্রাতরং বা স্বহৃদয়াকাশে বিদ্যমানপীহ পুনর্দর্শনায়েচ্ছন্নপি ন লভতে। অথ পুনর্যে চাস্য বিদুষো জন্তোর্জীবা জবন্তীহ পুত্রা ভ্রাত্রাদয়ো যে চ প্রেতা মৃতা দৃষ্টাঃ সম্বন্ধিনো যচ্চান্যদিহলোকে বস্ত্রান্নপানাদি বা বস্তিচ্ছন্ন লভতে তৎসর্ব্বমত্র হৃদয়াকাশাখ্যে ব্রহ্মণি গত্বা যথোক্তেন বিধিনা বিন্দতে লভতে। অত্রাস্মিন্ হার্দাকাশে হি যস্মাদস্যৈতে যথোক্তাঃ সত্যাঃ কামা বর্ত্তন্তে ঽনৃতাপিধানাঃ॥ কথমিব। তদন্যায়মিত্যুচ্যতে। তত্তত্র যথা হিরণ্যমেব পুনর্গ্রহণায় নিধাতৃভির্নিধীয়ত ইতি নিধিস্তং হিরণ্যনিধিং নিহিতং ভূমেরধস্তান্নিক্ষিপ্তমক্ষেত্রজ্ঞা নিধিং শাস্ত্রৈর্নিধিং ক্ষেত্রমজানন্তস্তে নিধেরুপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তোঽপি নিধিং ন বিন্দেয়ুঃ শক্যবেদনমপি। এবমেব ইমা অবিদ্যাবত্যঃ সর্ব্বা ইমা প্রজা যথোক্তং হৃদয়াকাশাখ্যং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মৈব লোকস্তমহরহঃ প্রত্যহং গচ্ছন্ত্যোঽপি সুষুপ্তকালে ন বিন্দতি ন লভন্তে এষোঽহং ব্রহ্মলোকভাবমাপন্নোঽস্মাদ্যেতি। অনৃতেন হি যথোক্তেন হি যস্মাৎ প্রত্যূঢ়া হৃতাঃ স্বাত্মস্বরূপাৎ অবিদ্যাদি-দোষৈর্বহিরপ্রকৃষ্টা ইত্যর্থঃ। অতঃ কষ্টমিদং বর্ত্ততে জন্তূনাং যৎস্বায়ত্তমপি ব্রহ্ম ন লভতে ইত্যভিপ্রায়ঃ।"—ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

পূর্ব্বক প্রযত্ন, উন্মত্তের অনর্থক চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে, জীবগণের অদৃষ্ট, বস্তু শক্তি ও ঈশ্বর সঙ্কল্প এই ত্রিতয়ের সমাবেশে 'মহানিয়তি' হয়, এই পদার্থ এই প্রকারে স্পন্দিত হইবে, এইরূপে এই সময়ে উৎপন্ন হইবে, ইত্যাকার অবশ্যম্ভাবিতাকে "দৈব" বলে, * যথার্থভাবে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যাবধারণ করিতে হইলে এই সকল বিষয়ের সম্যগ্ জ্ঞানার্জ্জন অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রিত পুরুষকারই শুভফল প্রসব করে, উচ্ছাস্ত্র পুরুষকার (উচ্ছৃঙ্খল স্বাতন্ত্রিকতা) অনর্থের উৎপাদক হইয়া থাকে, এই শাস্ত্রোপদেশের তাৎপর্য্য কি, তাহা জানিবার চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য। বৈদিক আর্য্যজাতীয় বিধবার পুনর্ব্বিবাহ বেদ-শাস্ত্রের অনুমোদিত ইহা যদি প্রমাণীকৃত হয়, তাহা হইলে, স্থির করিতে হইবে, এইকালে বৈদিক আর্য্য জাতীয় বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহ হওয়ার নিয়তি আছে, তাহা হইলে, সহস্র চেষ্টা করিয়াও কেহ এই প্রবৃত্তিকে বাধা দিতে পারিবেন না। বিশুদ্ধ বৈদিক আর্য্যজাতীয় বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহ হওয়া যদি বেদ-শাস্ত্রের অনভিমত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, বৈদিক আর্য্যজাতীয় বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহ প্রথা প্রচলিত করিবার নিমিত্ত যাঁহারা সচেষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাদের চেষ্টা উচ্ছাস্ত্রিত পুরুষকার, এতদ্দ্বারা কখনও শুভফল প্রাপ্তি হইবে না, স্বভাবেস্থিত বৈদিক আর্য্যগণ কখনও উচ্ছাস্ত্র পুরুষকার করিবেন না, করিতে পারেন না। উচ্ছাস্ত্র পুরুষকার বিশিষ্ট স্থূলদর্শীরা মনে করেন, বিধবার পুনর্ব্বিবাহ দিতে পারিলেই, আমরা উহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করিতে পারিব, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মূলোৎপাটন করিতে পারিলেই, শৌচাচার প্রবৃত্তিকে ত্যাগ করাইতে পারিলেই, আহারের সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই, এই বিশ্বাসকে অবিকৃত বৈদিক আর্য্যদিগের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত করিতে পারিলেই আমরা অধঃপতিত বৈদিক আর্য্যজাতিকে পুনর্ব্বার উন্নমিত করিতে সমর্থ হইবে, কিন্তু দুঃখের সহিত

---

* "অস্তীহ নিয়তির্ব্রাহ্মী চিচ্ছক্তিঃ স্পন্দরূপিণী। অবশ্যভবিতব্যৈকসত্তা সকলকল্পগা॥ আদি সর্গে হি নিয়তির্ভাববৈচিত্র্যমক্ষয়ম্। অনেনেত্থং সদা ভাব্যমিতি সম্পদ্যতে পরম্॥

* * * * *

এসা দৈবমিতি প্রোক্তা সর্বং সকলকালগম্। পদার্থমলমাক্রম্য শুদ্ধা চিদিতি সংস্থিতা॥ স্পন্দিতব্যং পদার্থেন ভাব্যং বা ভোক্তৃতাপদম্। অনেনেত্থমনেথমবশ্যমিতি দৈবধীঃ॥"=যোগবাশিষ্ঠ, উৎপত্তিপ্রকরণ, ৬২ সর্গ।

বলিতেছি, উঁহাদের ঐরূপ মতি পবিত্র বৈদিক আর্য্যসন্তানদিগের ধ্বংস প্রাপ্তিরই কারণ হইবে, নিয়তি বশে তাহাই হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। বিধবার বিবাহ দিলেই কি, আর তাহার বিধবা হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না? আর কি কাল তাহার দ্বিতীয় পতিকে (আয়ুঃ শেষ হইলে) গ্রহণ করিবে না? যাঁহারা বিধবার ক্লেশ দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছেন, কোন স্ত্রীকে বিধবা থাকিতে দিবেন না, যাঁহারা এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাঁহাদের একবার ভাবা উচিত, তাঁহারা যাহা করিতে চাহিতেছেন, তাহা করিবার শক্তি তাঁহাদের আছে কিনা? কিরূপে বৈধব্য নিবারিত হইতে পারে? কিরূপে রমণীগণ নিত্য সধবা থাকিতে পারেন? পূর্ব্বজন্মের যে কর্ম্ম বশতঃ নারী বিধবা হ'ন, সেই কর্ম্মকে, বিরুদ্ধ পর্য্যাপ্ত শুভ কর্ম্ম দ্বারা নষ্ট করিতে না পারিলে, কোন নারীর বৈধব্য ক্লেশ নিবারিত হইবে না। বিশুদ্ধ বৈদিক আর্য্যজাতি, বেদশাস্ত্রে শ্রদ্ধাবান্, সজ্জনে ভক্তিমান্, ঈশ্বর পরায়ণ বৈদিক আর্য্যজাতি, কিরূপ পুরুষকার বৈধব্য নাশক, শাস্ত্র ও শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষগণ হইতে তাহা বিদিত হইয়া, তাদৃশ পুরুষকার করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, রোগের চিকিৎসা হইতে রোগ প্রতিষেধের—যাহাতে রোগে আক্রান্ত হইতে না হয় তচ্চেষ্টাকেই তাঁহারা শ্রেয়সী, (Prevention is better than cure) মনে করিতেন, এখনও (যাঁহারা স্বভাব বিচ্যুত হন নাই) করিয়া থাকেন। স্বভাবে স্থিত বেদপ্রাণ বৈদিক আর্য্যগণ বেদের কৃপায় বিবাহকে পূর্ণত্ব প্রাপ্তির উপায় বলিয়া বুঝিতেন, তাঁহারা মহানিয়তিকে পুরুষকারে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেন, ত'াই তাঁহারা সর্ব্বত্র বিজয়ী হইয়াছিলেন। আমি তোমাদিগকে যাহা বলিলাম তাহা শুনিয়া তোমাদের যে যে বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইয়াছে, তাহা জানাইতে পার।

জিজ্ঞাসু নন্দ—বাবা! আপনার উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক আমরা অত্যন্ত লাভবান হইয়াছি, আমাদের বহু বিষয়ের সন্দেহ মিটিয়াছে। অন্যান্য জাতিতে যাহা দোষাবহ বা আপত্তিজনক বলিয়া বিবেচিত হয় না, অন্যান্য জাতিতে যাহা বিনা আপত্তিতে চলিয়াছে, চলিতেছে, বৈদিক আর্য্যজাতিতে তাহা কেন এইরূপ দোষাবহ বা আপত্তিজনক রূপে বিবেচিত হইয়া থাকে, আমাদের এই প্রশ্নের সম্যগ্‌রূপে না হইলেও, অনেকতঃ সমাধান হইয়াছে। যাদৃশ প্রকৃতিতে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, বৈদিক আর্য্যদিগের মধ্যে ইদানীং যাঁহারা বিধবার পুনর্ব্বিবাহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, হইতেছেন, বুঝিতে হইবে তাঁহাদের তাদৃশ প্রকৃতি হইয়াছে, আপনার এই কথা যে, যুক্তি সঙ্গত

আমাদের তাহা বোধ হইয়াছে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই উভয়ের সামঞ্জস্য বিধান পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করাই বেদ শাস্ত্রের উপদেশ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই উভয়ের সামঞ্জস্য বিধান পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই ঐহিক ও পারত্রিক শ্রেয়ঃ সাধিত হইয়া থাকে, মানুষ প্রকৃত কল্যাণভাজন হয়, কেবল প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মানুষ কৃতকৃত্য হইতে পারে না, নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে বুদ্ধি বিমল হয় না, কি কর্ত্তব্য, কি অকর্ত্তব্য, কি হিতকর, কি অহিতকর সম্যগরূপে তদবধারণ সাধ্য হয় না, শরীর ও মানস বলের যথোচিত বৃদ্ধি হয় না, তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় না, ঐহিক উন্নতিও পূর্ণভাবে সাধিত হয় না, প্রাকৃতিক তথ্য সমূহের আবিষ্কারের যথোচিত সামর্থ্যের বিকাশ হয় না, আত্মদর্শনরূপ পরম ধর্ম্মের সাধন হয় না, বেদের কৃপায় এই সকল সত্য অবগত হইয়া বৈদিক প্রতিভার প্রেরণায় বৈদিক আর্য্যেরা নিবৃত্তি মার্গের উপাদেয়তা অধিকারীদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; বেদ শাস্ত্রের শিক্ষা লোকদ্বয়ের হিতকারিণী, বৈদিক আর্য্যগণ শাস্ত্রিত ঐহিকতার কদাচ বিরোধী ছিলেন না, বেদ শাস্ত্রের উপদেশানুসারে সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্তি মার্গের পথিক হওয়াতেই বৈদিক আর্য্যজাতি অধঃপতিত হইয়াছে, হইতেছে, যাঁহারা এইরূপ মতাবলম্বী তাঁহারা বেদ শাস্ত্রের প্রকৃত রূপ দেখেন নাই, তাঁহারা যথার্থ বিচারশীল নহেন, তাঁহারা পরপ্রত্যয়নের বুদ্ধি লইয়াই বাস করেন, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির প্রকৃত রূপ তাঁহাদের নয়নে পতিত হয় নাই, নিবৃত্তি যে, প্রবৃত্তির অন্ত্যাবস্থা প্রবৃত্তিমাত্রেই যে, পরিশেষে নিবৃত্তিতে পরিণত হয়, আকর্ষণ যেমন বিপ্রকর্ষণ বিরহিত হইয়া অবস্থান করে না, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ই যে, সেইরূপ কদাচ পরস্পরকে ছাড়িয়া থাকে না, থাকিতে পারে না, কেবল আকর্ষণ ও শুদ্ধ বিপ্রকর্ষণ দ্বারা যেমন কোনরূপ গতি বা ক্রিয়া হয় না, সেইরূপ কেবল প্রবৃত্তি ও শুদ্ধ নিবৃত্তি দ্বারা কোন প্রকার গতি বা কর্ম্ম হয় না, তাঁহারা এই সকল তথ্যের রূপ দেখেন নাই; পদবিক্ষেপ বা চলনাত্মক কর্ম্মের স্বরূপ দর্শন করিলে, প্রতীতি হয়, গমন কালে আমাদের পদদ্বয়ের মধ্যে একটিকে স্থির রাখিয়া অপর পদটি বুত্থিত হয়, চলনাত্মক কর্ম্ম পদদ্বয়ের পর্য্যায়ক্রমে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দ্বারা নিষ্পন্ন হয়; অতএব বৈদিক আর্য্যজাতি বেদ শাস্ত্রের প্রমাণানুসারে কেবল নিবৃত্তি মার্গের অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং এই নিমিত্ত তাঁহাদের শোচনীয় অবনতি হইয়াছে, এতাদৃশ মত বিচারমূলক নহে। বাবা! এই সকল কথা আমাদের পরম হিতকর বলিয়াই বোধ হইয়াছে, আমাদের

দৃঢ় বিশ্বাস, সত্যসন্ধ যথার্থ বৈজ্ঞানিকগণ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইবেন, বেদ-শাস্ত্রোপদিষ্ট ধর্ম্ম ও বিশুদ্ধ বিজ্ঞান যে, এক পদার্থ, প্রকৃত ধর্ম্ম ও প্রকৃত বিজ্ঞান, এই উভয়ের মধ্যে যে, বস্তুতঃ কোন বিরোধ নাই, ভিন্ন নাম হইলেও ইহারা ভিন্ন পদার্থ নহে, আপনার এই সকল অমূল্য উপদেশ শুনিয়া আমরা তাহা সম্যগ্রূপে উপলব্ধি করিয়াছি, কৃতার্থম্মন্য হইয়াছি, সনাতন বেদশাস্ত্রের অনির্ব্বচনীয়, সর্ব্বোপরি উৎকর্ষতার, পরম উপাদেয়তার কিঞ্চিন্মাত্রায় আভাষ পাইয়া, জীবন সার্থক হইল, মনে করিয়াছি।

জিজ্ঞাসু ইন্দুভূষণ—বাবা! নরশরীরের—ক্রিয়া বিজ্ঞান [Human Physiology) পাঠ পূর্ব্বক অবগত হইয়াছিলাম, নর শরীর ক্রিয়া বিজ্ঞানে প্রবেশ লাভ করিতে হইলে, এনাটমী, কেমিষ্ট্রী ও ফিজিক্স (Anatomy, Chemistry and Physics) এই তিনটী বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞান অবশ্য অর্জ্জনীয়, এনাটমী, কেমিষ্ট্রী ও ফিজিক্স এই বিজ্ঞানত্রয়ের সহিত যথা প্রয়োজন পরিচয় না থাকিলে, নরশরীর-ক্রিয়া বিজ্ঞানে প্রবেশ সুখসাধ্য হয় না * রসায়নতন্ত্র ও ভূততন্ত্র (Chemistry and Physics) পরমাণু ও অণুর স্পন্দনাত্মিকা ক্রিয়ার তত্ত্ব ব্যাখ্যানের অথবা ইহারা আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ এই শক্তি দ্বয়ের ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের পরিস্পন্দনের স্বরূপ বর্ণনের চেষ্টা করেন। আপনার 'ভূত ও শক্তি' নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়া অবগত হইয়াছি, পরিস্পন্দনাত্মক কর্ম্মতত্ত্বই রসায়নতন্ত্র ও ভূততন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। হৃদ্‌যন্ত্রাদির ব্যাপার সকলকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিলে, অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়, হৃদ্‌যন্ত্রাদি, আবির্ভাব, তিরোভাব ও স্থিতি (Pause) এই ত্রিবিধ ক্রিয়াই করিয়া থাকে। আবির্ভাব ও তিরোভাব যে, আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ এই শক্তিদ্বয়ের কার্য্য, তাহা বুঝিতে পারা যায়। নরশরীর-ক্রিয়া বিজ্ঞান, নরশরীরের ক্রিয়া বা পরিস্পন্দনাত্মক কর্ম্মেরই স্বরূপ প্রদর্শনের চেষ্টা করেন। পরিস্পন্দনাত্মক

---

* "Human Physiology or the knowledge of the functions of the cells, tissues and organs that constitute the body requires in the first place, an elementary knowledge of Anatomy, of Chemistry and Physics.—"

An Introduction to Human Physiology A. D. Waller M. D. F, R. S. P. 4

কর্ম্ম যখন আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ এই শক্তিদ্বয়ের কার্য্য, তখন নরশরীরের বিজ্ঞান যে শারীর যন্ত্রসমূহের আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের ক্রিয়া বা গতির ব্যাখ্যা নাত্মক ভিন্ন আর কিছু নহে, তাহা নিঃসন্দেহ। * অধ্যাপক বেমা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, পরমাণু, অণু অণুসঙ্ঘাত ইহারা যাদৃশ সম্বন্ধে পরস্পর সম্বন্ধ, ব্যক্তি, পরিবার, রাজ্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ক্রম পরিণাম সকলও তদ্রূপ সম্বন্ধে পরস্পর সম্বন্ধ। † প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ইহারা যে এক মিথুন, ইহারা যে ইতরেতরাশ্রয়ী, ইহাদের কেহই যে, অন্যকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, গতি প্রবৃত্তিতে যে, ইহাদের উভয়েরই ক্রিয়া হওয়া আবশ্যক, তৎ-প্রতিপাদনার্থ আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা যে ফিজিক্স্ ও কেমিষ্ট্রীর সার কথা, তাহা উপলব্ধি হইয়াছে। যদুদ্দেশ্যে আপনি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্মের কথা তুলিয়াছেন, তাহা কিঞ্চিন্মাত্রায় বুঝিতে পারিয়াছি। বৈদিক আর্য্যেরা কেবল পরমার্থিক চিন্তাতেই কালাতিপাত করেন নাই; অত্যন্ত পুরুষার্থ সিদ্ধি তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও, তাঁহারা যে, অধিকারানুসারে প্রবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তিমূলক এই উভয়বিধ ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ করিয়াছেন, তাঁহারা যে, এই উভয়বিধ ধর্ম্মের সামঞ্জস্য বিধান পূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়াছিলেন, আপনি বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়ম দ্বারা তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। এতদ্বারা আমার যে কত উপকার হইয়াছে, তাহা আমি পূর্ণভাবে

---

* বেমার মোলিকিউলার মেকানিক্সে (Molecular Mechanics) আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ (Athractive and repulsive) জড়জগতে এই দ্বিবিধ শক্তির অস্তিত্বই স্বীকৃত হইয়াছে ("Both attractive and repulsive powers must be admitted as existing in this material world."— Molecular Mechanics P. 37)। অধ্যাপক বেমা (Prof. J. Bayma S.. J.) ফিজিক্স্ ও কেমিষ্ট্রী যে, আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ এই শক্তিদ্বয়ের ক্রিয়াতত্ত্বের ব্যাখ্যাত্মক, তাহা বিশদ্‌ভাবে প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন।

† "Element, molecule, body have the same relation to each other in the physical order, that individual, family, state, bear to each other in the social order; * * *"—

Molecular Mechanics
by J. Bayma. S. J. P. 5.

প্রকাশ করিতে অসমর্থ। অল্প কথায় বৈদিক আর্য্যজাতির বিশেষত্ব যে ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা মাৎসর্য্যমলমুক্ত, সত্যসন্ধ বিদ্বজ্জনের লক্ষীভূত না হইয়া থাকিতে পারে না। অন্য জাতিতে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকিলেও, কি কারণে বৈদিক্ আর্য্যজাতিতে ইহা দোষাবহ রূপে বিবেচিত হইয়াছে, তাহা ইতঃপূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। পদবিক্ষেপ বা চলনাত্মক কর্ম্ম, পদদ্বয়ের পর্য্যায় ক্রমে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, আপনার এই কতিপয় অক্ষরাত্মক উপদেশ গর্ভে, আমার বিশ্বাস, গতিতত্ত্বের স্বরূপাবলোকনের উপায় আছে। নিবৃত্তি, প্রবৃত্তির অন্ত্যাবস্থা, সকল প্রবৃত্তিই পরিশেষে নিবৃত্তিতে পরিণত হইয়া থাকে, নিবৃত্তি মূলক ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে মানবের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না, বৈদিক আর্য্যেরা এই নিমিত্ত নিবৃত্তি মূলক ধর্ম্মের উপাদেয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন, আপনার এই সকল উপদেশের প্রকৃত অভিপ্রায় উপলব্ধি করিতে পারিলে মানুষের যে কিরূপ উপকার হইবে, তাহা যথার্থ তত্ত্বচিন্তকগণেরই অনুভব করিবার বিষয়। আয়ুর্ব্বেদে যথার্থ ফিজিয়োলজী বা প্যাথোলজী নাই, ইদানীন্তন প্রতীচ্য ও প্রাচ্য শিক্ষিতম্মন্য পুরুষদিগের মধ্যে বহু ব্যক্তির ইহাই বিশ্বাস। বাত, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয়ের সাম্য, অরোগতা এবং ইহাদের বৈষম্যই রোগ ("রোগস্তু দোষবৈষম্যং দোষসাম্যমরোগতা।"—অষ্টাঙ্গ হৃদয়। "বিকারো ধাতুবৈষম্যং সাম্যং প্রকৃতিরুচ্যতে।"—চরক সংহিতা)। * আমার বিশ্বাস হইয়াছে, আয়ুর্ব্বেদ রোগের নিদান সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতিমাত্র সারগর্ভ কথা, তাহা অসভ্যোচিত কল্পনামূলক কথা নহে, তাহা একদিন চিকিৎসাবিজ্ঞান বৃক্ষের সারতম ফলরূপে সমাদৃত হইবে। বিসর্গ,

---

* কর্ণেল কেনেথ ম্যাক্লিয়ড্ (Colonel Kenneth Macleod, M.D., L.,L.D, F.R.C.S) স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন— Notions regarding the nature and causation of diseases were crude and speculative, and fanciful theories were formulated to explain observed phenomena. To this category belonged the *Bayu*, *Pitta*, and *Capha* of the ancient Hindu Medicine.

আদান ও বিক্ষেপ এই ত্রিবিধ কর্ম্ম দ্বারা, সোম, সূর্য্য ও অনিল যেমন জগদ্দেহকে ধারণ করিয়া থাকে ("বিসর্গাদান বিক্ষেপৈঃ সোম সূর্য্যানিলা যথা। ধারয়ন্তি জগদ্দেহং কফপিত্তানিলাস্তথা ॥"—সুশ্রুত সংহিতা—সূত্রস্থান), সুশ্রুত সংহিতার এই স্বল্পাক্ষরাত্মক সারবান্ বিশ্বতোমুখ উপদেশের তাৎপর্য্য যথাযথভাবে গৃহীত হইলে, আয়ুর্ব্বেদে প্রকৃত ফিজিয়োলজী ও প্যাথোলজী নাই, এইরূপ মত প্রকাশ যে, অন্যায্য, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ফিজিয়োলজী বস্তুতঃ আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ জনিত কর্ম্মেরই ব্যাখ্যা করেন, ত্যাগ, গ্রহণ ও বিক্ষেপ এই তিনটাই যে শারীর যন্ত্র সমূহের সামান্য প্রবৃত্তি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বাত, পিত্ত ও কফের সাম্য বিচ্যুতিই যে, রোগমাত্রের সাধারণ কারণ, প্রকৃত বৈজ্ঞানিককে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। শারীর যন্ত্র সমূহের ছন্দোভঙ্গই যে 'রোগ', রোগতত্ত্বজ্ঞ তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন কি? আপনি বলিয়াছেন, পূর্ণত্ব প্রাপ্তি বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য; চির সাম্যাবস্থাতে উপনীত হওয়াই পূর্ণত্ব প্রাপ্তি। অতএব বাত, পিত্ত, ও কফ এই দোষত্রয়ের সাম্যাবস্থাই যে, শারীর প্রকৃতি এবং ইহাদের বৈষম্যাবস্থাই যে, শারীর বিকার, তাহাতে কি বিন্দুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে? প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমার দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছে, যাঁহারা যথার্থ তত্ত্বদর্শী, তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে, দোষত্রয়ের সাম্যাবস্থাই অরোগতা এবং উহাদের বৈষম্যাবস্থা 'রোগ', ইহা তথ্যবহুল, যথার্থ বৈজ্ঞানিকের আনন্দপ্রদ সারগর্ভ রোগনিদানসূত্র, তাঁহাদিগকে মানিতেই হইবে, নিবৃত্তি মূলক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে, কেহই স্থায়ি-সাম্যাবস্থা বা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিবেন না, কেহই বস্তুতঃ চিরদিনের জন্য নীরোগ হইতে সমর্থ হইবেন না। বিধবামাত্রের পুনর্ব্বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইলে, মানুষের পরিণামক্রমের পরিসমাপ্তিরূপ পরম পুরুষার্থ সিদ্ধির পথ একেবারে অবরুদ্ধ হইবে, চিরদিন চক্রাবর্ত্তে আবর্ত্তিত হইতে হইবে। ভবসাগরে পুনঃ পুনঃ উন্মজ্জিত, নিমজ্জিত হইতে হইবে।

জিজ্ঞাসু অধ্যাপক মহেশচন্দ্র—বাবা! বৈদিক আর্য্যজাতি সাধারণতঃ বিধবার পুনর্ব্বিবাহকে কি নিমিত্ত অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সিদ্ধির অন্তরায় বলিয়া মনে করিতেন, আপনার উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক আমি সুন্দরভাবে তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। যাঁহারা চিন্তাশীল হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারের ফার্ষ্ট্ প্রিন্সিপ্‌লের ইকুইলিব্রিয়ম্ (Equilibrium) শীর্ষক অধ্যায় পাঠ করিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার

সৃষ্টি ও লয়তত্ত্ব বিষয়ক উপদেশের মর্ম্ম যথার্থ ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা উক্ত সুধীবর কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের স্বরূপাবলোকন করিয়াছেন, প্রবৃত্তি শূন্য বা নিষ্কাম হইতে না পারিলে সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নহে, সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইতে না পারিলেও মৃত্যু রাজ্য বা কর্ম্মভূমি অতিক্রম পূর্ব্বক নিত্যানন্দময় অমৃত ধামে উপনীত হওয়া যায় না, দুরন্ত ভবরোগের যাতনা একেবারে উপশমিত হয় না; * হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের ইত্যাদি সারগর্ভ বচন সমূহের আশয় কি, যথার্থ ভাবে যাঁহারা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয় স্বীকার করিবেন, আপনি অল্প কথায় যাহা বলিলেন তাহা অমূল্য উপদেশ, তাহা সারতম, তাহা যথার্থভাবে বুঝিতে পারিলে, বেদ-শাস্ত্র কি নিমিত্ত বৈদিক আর্য্যজাতীয় বিধবার পুনর্ব্বিবাহের প্রতিষেধ করিয়াছেন তাহা সুগম হইবে। "মানুষের যাহা বস্তুতঃ ঈপ্সিততম, তাহা নিবৃত্তি মূলক ধর্ম্ম দ্বারাই সমধিগত হইয়া থাকে, প্রকৃত সুখে সুখী হইবার এতদ্ব্যতীত অন্য পন্থা নাই, যতকালেই হোক্, পরিশেষে মানুষকে নিবৃত্তিমার্গের আশ্রয় লইতেই হইবে।" আমার বিশ্বাস, আমি পূর্ব্বে এইরূপ কথা শুনি নাই। বিশুদ্ধ বৈদিক আর্য্যজাতি প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক, এই নিমিত্ত এই জাতির ব্যুত্থান শক্তি হইতে নিরোধ শক্তি সাধারণতঃ প্রবলতর, এই নিমিত্ত এই জাতি প্রধানতঃ সংযমী, এই নিমিত্ত এই জাতি ইন্দ্রিয়গ্রামকে সংযত করিতে, মনকে সর্ব্বতোভাবে বশীভূত করিতে, অনাসক্ত হইয়া সর্ব্বদা বেদ-শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্ম করিতে স্বভাবতঃ সতত যত্নশীল। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই উভয়ের সামঞ্জস্য বিধান পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে, চিত্ত বিমল হয়, প্রসারিত হয়, বুদ্ধির প্রকর্ষতা হইয়া থাকে, কি মানস বল, কি শারীর বল, চিত্তের একাগ্রতাই এই উভয়ের নিদান, নিরোধ শক্তির বৃদ্ধিতেই, মানুষ সর্ব্বতোভাবে বলবান্ হয়, সর্ব্বপ্রকারে সুখী হইয়া থাকে, সর্ব্বথা বাধা রহিত জীবন প্রাপ্ত হইয়া থাকে, বাবা! এই সকল অমূল্য উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক আমি কত সুখী হইয়াছি, কিরূপ উপকৃত হইয়াছি, তাহা পূর্ণভাবে প্রকাশ করিবার শক্তি আমার নাই।

বক্তা—তোমরা এখন কি জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, কোন্ কোন্ বিষয়ের

---

* Hence this primordial truth is our immediate warrant for the conclusion that the changes which evolution presents, can not end until equilibrium is reached and that equilibrium must at last be reached"—First Principles, P. 516.

সমাধানার্থী হইয়াছ, আমাকে তাহা জানাও, আমি যথাশক্তি তোমাদিগের জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিতে উৎসাহী হইব।

জিজ্ঞাসুত্রয়—বাবা! আমাদের জিজ্ঞাসা হইয়াছে, শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায় নিশ্চয়পূর্ব্বক জানিবার উপায় কি? দেখিতে পাই, শাস্ত্র সকল একরূপ মতাবলম্বী নহেন, ঋষিদিগের মধ্যেও মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়, অতএব জানিবার ইচ্ছা হয়, শাস্ত্রকারদিগের মধ্যে যখন মতভেদ আছে, তখন এই মত সত্য—গ্রাহ্য, এই মত মিথ্যা—ত্যাজ্য, আমরা তাহা কিরূপে নিশ্চয় করিব? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র 'কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থাতে শাস্ত্রই প্রমাণ' এই স্থলে শাস্ত্র বলিতে কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন? শাস্ত্র বিধি বলিতে কি বুঝিব? শাস্ত্র ও শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষের উপদিষ্ট পন্থানুসারে মন, বাক্য ও শরীরের যে পরিচালনা তাহাই প্রকৃত পুরুষকার, তাহাই সফল হইয়া থাকে, অন্য পুরুষকার উন্মত্তের চেষ্টা মাত্র; যে ব্যক্তি যে বস্তু প্রার্থনা করে, সেই প্রার্থিত বস্তু পাইবার নিমিত্ত যদি সে শাস্ত্রোক্ত প্রণালী অনুসারে চেষ্টা করে, তাহা হইলে, তাহার নিশ্চয় তদ্বস্তুব প্রাপ্তি হয়, ইত্যাদি উপদেশ দিবার সময়ে বশিষ্ঠদেব শাস্ত্র ও সাধু বলিতে কাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াছেন? বাবা! সভয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছি, বর্ত্তমান কালে যাঁহাদিগকে আমরা অভ্যুদয়শীল বলিয়া মানিয়া থাকি, তাঁহারাত শাস্ত্রিত পৌরুষ বিশিষ্ট নহেন, তাঁহারা ত শাস্ত্র নিয়ন্ত্রিত মার্গে চলেন না, তবে তাঁহাদের উন্নতি হইতেছে কেন? কেন তাঁহারা জাগতিক দৃষ্টিতে সুখী? শাস্ত্র নিয়ন্ত্রিত মার্গে না চলিলে, অর্দ্ধ পথ হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়, বর্ত্তমানকালের অভ্যুদয়শীল সহাস বদন বহুজনের নায়ক প্রতীচ্য দেশবাসীদিগের পক্ষে কি এই নিয়ম খাটে?

বক্তা—তোমাদের এই সকল প্রশ্ন সারগর্ভ এবং বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়োচিত। 'যে ব্যক্তি শাস্ত্র বিধিকে ত্যাগ পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারী হয়, সে সিদ্ধি পায় না, সে না সুখ, না পরা গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে' গীতার এই সকল কথাতে পাশ্চাত্য দেশবাসীর কথাত দূরের, বৈদিক আর্য্যসন্তানদিগের মধ্যেই বহুব্যক্তি যে, অশ্রদ্ধাবান্ হইবেন, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে উপহাস করিবেন, তাহা বলা বাহুল্য। শাস্ত্রবিধি বলিতে বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রবিধি বুঝিতে হইবে, বেদ ও শাস্ত্রের স্বরূপদর্শন হইলে, প্রতীচ্য দেশ বেদ শাস্ত্রের আজ্ঞাকে উপেক্ষা করিয়া, বেদশাস্ত্রনিয়ন্ত্রিত মার্গে না চলিয়া উন্নত হইয়াছেন, হইতেছেন, এই কথা কোন প্রেক্ষাবানের মুখ হইতে আর কখনও বাহির হইবে না। 'সত্যেরই জয় হইয়া থাকে, অনৃত বা মিথ্যার জয় কখনও হয় না,' ইহা যদি সত্য হয়, বেদ ও

তন্মূলক শাস্ত্র সকল সত্যময়, বেদশাস্ত্র দ্বারা সত্যকে জানা যায়, সত্যকে পাওয়া যায়, ভ্রমপ্রমাদরহিত জ্ঞানলাভের বেদ-শাস্ত্র এবং শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট সাধু বা মহর্ষিগণ ব্যতীত অন্য উপায় নাই, ইহা যদি মিথ্যোক্তি না হয়, তাহা হইলে, বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও বশিষ্ঠদেবের বর্ত্তমান কালের উন্নতম্মন্য, বিতণ্ডাপ্রিয়, স্থূলদর্শী পুরুষদিগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা অসম্ভব হইবে না। বেদ কি, শাস্ত্র কোন্ পদার্থ, সাধু বা মহর্ষির যথার্থ লক্ষণ কি, সর্ব্বপদার্থের তত্ত্বজ্ঞানলাভের উপায় কি, যাঁহারা তাহা নিশ্চয়পূর্ব্বক জানিতে পারেন নাই, স্থূলপ্রত্যক্ষ ও পরীক্ষাকেই যাঁহারা সত্যজ্ঞানার্জ্জনের একমাত্র উপায় বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাঁহারা কখন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও বশিষ্ঠদেবের 'কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থাতে শাস্ত্রই প্রমাণ,' 'শাস্ত্র ও শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষের উপদিষ্ট পন্থানুসারে মন, বাক্য ও শরীরের যে পরিচালনা, তাহাই প্রকৃত পুরুষকার, তাহাই সফল হইয়া থাকে, অন্য পুরুষকার উন্মত্তের চেষ্টা' ইত্যাদি উপদেশের সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের উৎপত্তি প্রকরণে শাস্ত্র ও সাধুর লক্ষণ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, 'যাঁহাদের দৃষ্টি, যাঁহাদের জ্ঞান অপরের প্রমাণ স্বরূপ, সেই বীতরাগ (রাগ-দ্বেষের অবশীভূত, রাগ-দ্বেষের বশীভূত হইয়া যিনি অন্যথাবাদী হয়েন না) মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ শ্রুতি ও শ্রুতির অবিরোধিনী যুক্তি দ্বারা যাহা নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই শাস্ত্র এবং যাঁহারা অত্যন্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণভূষিত, যাঁহারা ধীর—বিক্ষেপের কারণ উপস্থিত হইলেও, যাঁহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না, যাঁহারা কখনও বিচলিত হন না, যাঁহারা অনুপক্রুতচিত্ত, যাঁহারা সমদৃষ্টি, যাঁহারা সর্ব্বভূতকে আত্মাতে এবং আত্মাকে সর্ব্বভূতে দেখিয়া থাকেন, যাঁহারা সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহাদের বৈষম্যভাবের তিরোধান হইয়াছে, যাঁহারা অনির্ব্বচনীয়—বাক্যদ্বারা অনির্দ্দেশ্য পরমানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকাররূপ ফল লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই 'সাধু' এই নামে অভিহিত হয়েন। যাহারা অজ্ঞাততত্ত্ব (অতত্ত্বদর্শী) যাহারা বালক তাহাদের তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত শাস্ত্র ও যথোক্তলক্ষণ শাস্ত্রজ্ঞ সাধু ইহাঁরাই সর্ব্বনিষ্পাদক দুইটী চক্ষু স্বরূপ, শাস্ত্র ও যথোক্তলক্ষণ সাধুগণ দ্বারাই সত্যজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। * স্থূল প্রত্যক্ষ ও তন্মূলক অনুমান, দর্শন ও পরীক্ষা

---

* "অবিসম্বাদিনার্থে যৎ যৎ প্রামাণিক দৃষ্টিভিঃ। বীতরাগৈর্বিনির্ণীতং তচ্ছাস্ত্রমিতি কথ্যতে॥ মহাসত্ত্বগুণোপেতা যে ধীরাঃ সমদৃষ্টয়ঃ। অনির্দ্দেশ্য-কলোপেতাঃ সাধবস্ত উদাহৃতাঃ॥ দ্বয়ং হি দৃষ্টির্বালানাং সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্। সাধুবৃর্ত্তং তথা শাস্ত্রং সর্ব্বদৈবানুবর্ত্ততে॥"—যোগবাশিষ্ঠ, উৎপত্তিপ্রকরণ ৯৫ সর্গ।

সর্ব্বপদার্থতত্ত্বজ্ঞান লাভের আদি কারণ নহে, অলৌকিক ধর্ম্ম ও ব্রহ্মবিষয়ক ভ্রম-প্রমাদরহিত জ্ঞান বেদ-শাস্ত্র এবং সর্ব্বদর্শি-সমাধিনেত্রবিশিষ্ট, সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা মহর্ষিগণ এই উভয় ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই পদার্থ এই প্রকারে স্পন্দিত হইবে, এইরূপে, এই প্রকারে, এই সময়ে উৎপন্ন হইবে, ইত্যাকার অবশ্যম্ভাবিতাকে 'নিয়তি' বা 'দৈব' বলে।

জিজ্ঞাসুত্রয়—বাবা! 'নিয়তির' স্বরূপ কি? আপনি এই স্থলে নিয়তির কথা বলিলেন কেন?

বক্তা—নিয়তি, প্রাণিগণের অদৃষ্ট, বস্তুশক্তি ও ঈশ্বরসংকল্প এই ত্রিতয়ের সমাবেশে অভিব্যক্ত হয়, স্পন্দরূপিণী, অবশ্যম্ভাবিনী সকলকল্পগামিনী, ব্রাহ্মী চিৎশক্তিকে 'মহানিয়তি' বলা হইয়া থাকে, ইহা আদি সৃষ্টিকালে, 'এই বহ্নি সর্ব্বদা এইরূপ ঊর্দ্ধজ্বলনাদি স্বভাবসম্পন্ন হইবে,' এই প্রকার অক্ষর পরব্রহ্মের সংকল্পাত্মক বৃত্তিরূপে উদ্রিক্ত হয়। এই মহানিয়তিই 'মহাসত্তা,' 'মহাচিতি,' 'মহাশক্তি,' 'মহাদৃষ্টি,' 'মহাক্রিয়া,' 'মহোদ্ভব,' 'মহাস্পন্দ' ও 'মহাত্ম'রূপে অভিহিত হইয়া থাকে কল্পারম্ভ হইতে কল্পান্ত পর্য্যন্ত পুরুষ-ক্রিয়ামূলক যে কিছু ব্যবহার চলিতেছে, তৎসমুদায় এই নিয়তিবশেই হইয়া থাকে। এই অবশ্যম্ভাবিনী নিয়তি যাহা করিবে, তাহা কাহারও বুদ্ধি দ্বারা লঙ্ঘনীয় হয় না। এই নিয়তি পুরুষকাররূপে কর্ম্মের নিয়ন্ত্রী হয়, ইহা যখন পুরুষ প্রযত্নে বিবক্ষিত হয় না, ইহা যখন ঈশ্বরসংকল্প মাত্রেই অবস্থিত হয়, তখন ইহা 'নিয়তি' পদবাচ্য হয়, এবং যখন সৃষ্টিফল সম্পৃক্ত হয়, তখন ইহাকে পুরুষকার নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। পুরুষকারে পরিণতা না হইলে, নিয়তি দ্বারা কোন ফল হয় না, পুরুষকারে পরিণতা হইলেই, নিয়তি সফলা হইয়া থাকে। সর্ব্বগামী ব্রহ্মই বস্তুতঃ 'নিয়তি'রূপে স্ফুরিত হ'ন। ব্রহ্মের স্পন্দরূপিণী অবশ্যম্ভাবিনী চিৎশক্তি বা মহানিয়তি এবং বেদাত্মা বিশ্বপ্রাণ হিরণ্যগর্ভ-ভিন্ন পদার্থ নহেন। এই সকল দুর্ব্বিজ্ঞেয় তত্ত্বকথা বোধ হয় তোমাদের কর্ণে অস্ফুটধ্বনিরূপে প্রকাশ করিতেছে। আমি কোন্ উদ্দেশ্যে এই স্থলে নিয়তির কথা তুলিয়াছি, তাহা এখন বুঝিতে পারিয়াছ কি?

জিজ্ঞাসুত্রয়—আমরা যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, তাহা নহে, এই সকল কথা শুনিয়া আমরা বিস্মিত হইতেছি, পুলকিত হইতেছি, অতিমাত্র

কৌতূহলাক্রান্ত হইতেছি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের উক্ত উপদেশগর্ভে যে অমূল্য রত্ন নিহিত আছে, পূর্ব্বে কোন দিন আমাদের তাহা মনে হয় নাই। নবীন বিজ্ঞান যে প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের আবিষ্কার করিতে সতত উৎসাহী, তাহারা যে, যথোক্ত মহানিয়তি-সাগরের বুদ্বুদ বিশেষ, বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র সকল যে, মহানিয়তিরই স্বরূপ, তাহার একটু আভাস পাইয়াছি। বেদজ্ঞ ও বেদপ্রাণ ঋষিরা কেন বেদকে এত মানিয়াছেন, তাহা কিঞ্চিন্মাত্রায় অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছি। দৈব ও পুরুষকারের দুর্ভেদ্য রহস্য এইবার যেন উদ্ভিন্ন হইবে বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে। আপনার মুখ হইতে বহুবার শুনিয়াছি, বেদ হইতেই বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, বেদেই বিশ্বজগৎ স্থিত হইয়া থাকে, লয়কালে ইহা বেদেই বিলীন হয়, কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও, এযাবৎ এই সকল উপদেশের অভিপ্রায় কি, তাহা ভাল বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু আপনার কৃপায় আজ বিশ্বাস হইতেছে, আপনার শ্রম, একবারে বিফল হইবে না। বাবা! শাস্ত্র ও সাধুর লক্ষণ কি সুন্দর, শাস্ত্র ও সাধুর লক্ষণগর্ভে কত তথ্য বাস করিতেছে। এই শাস্ত্রকে উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে যে কর্ম্ম বিফল হইবে, যিনি যথোক্তলক্ষণ শাস্ত্রবিধি অতিক্রম পূর্ব্বক কর্ম্ম করিবেন, তাঁহাকে যে ঐহিক পারত্রিক কল্যাণলাভে বঞ্চিত থাকিতে হইবে, তাহাতে কি আর আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে? শাস্ত্র ও সাধুকৃপা ব্যতীত কাহারও যে, কোন প্রকার সদ্গতি হইতে পারে না, দৃঢ় প্রত্যয় হইল, তাহা সত্যের সত্য।

বক্তা—শাস্ত্রবিহিত প্রযত্নই যে, পরম পুরুষার্থ লাভের হেতু, যদি যথার্থভাবে কোনরূপ সিদ্ধির তত্ত্বানুসন্ধান করা হয়, তাহা হইলে, তাহা প্রতীতি হইবে। সৎশাস্ত্র ও সৎসঙ্গই সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধির নিদান। যদ্দ্বারা যখন সৎকার্য্য সিদ্ধ হইবে, শুদ্ধচিত্তে তখন তাহা বিজ্ৃম্ভিত হয়, তদনন্তর তৎকার্য্য সাধনের ইচ্ছা হইয়া থাকে, তৎপরে তদর্থ শারীর চেষ্টা হয়, ইহাকেই পৌরুষ (পুরুষকার) বলা হইয়া থাকে। যথার্থ পুরুষকার—বেদপ্রণোদিত পুরুষকার, প্রতীচ্য দেশে একরূপ, ভারতবর্ষে অন্যরূপ হইতে পারে কি? বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র বিমল বা সত্যজ্ঞানের বাচক। প্রতীচ্য দেশের উন্নতি ও ভারতবর্ষের উন্নতি এক নিয়মেই হইবে, সকল দেশ, সর্ব্বজাতি যথোক্ত নিয়তির বশেই কর্ম্ম করিয়া থাকে, নিয়তিই পুরুষকারে পরিণত হয়েন। 'পুরুষকার' শব্দের ব্যবহার অনেকেই করেন, কিন্তু পুরুষকার যে পুরুষের কার—পুরুষের যত্ন, যাহা শান্তাবস্থায় অবস্থান

করে, তাহাই যে, উদিত অবস্থায় আগমন করে, অব্যক্তাবস্থায় অবস্থিত শক্তির ব্যক্তাবস্থা প্রাপ্তিই যে 'কর্ম্ম' নামে প্রসিদ্ধ পদার্থ, তাহা সকলে চিন্তা করেন কি? 'কারণের আত্মভূতা শক্তি এবং শক্তির আত্মভূত কার্য্য' সকলের হৃদয়ে কি, এই সত্যের রূপ সমভাবে জাগরিত থাকে? যথাবিধি চিত্তশুদ্ধিকর কর্ম্ম না করিলে অমোঘ পুরুষকার হয় না, পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না এই কথা ভুলিও না। প্রতীচ্য দেশ জাগতিক দৃষ্টিতে যতই উন্নত হোন্ না কেন, বেদ-শাস্ত্রে যাহা 'পরমগতি' পরমপুরুষার্থ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে, তাহা হইতে ইহা, অদ্যাপি বহুদূরে অবস্থান করিতেছে, অদ্যাপি সে সিদ্ধি প্রতীচ্য দেশের দৃষ্টিগতই হয় নাই। দেশভেদে, জাতিভেদে, ধর্ম্মাধর্ম্মসংস্কারভেদে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের ব্যবস্থা সর্ব্বত্র একরূপ হইতে পারে না। অতএব বিধবাবিবাহ কোন না কোন দেশে, কোন না কোন জাতিতে আপত্তিজনক হইবেই, আবার কোন না কোন দেশে, কোন না কোন জাতিতে ইহা দোষাবহরূপে বিবেচিত হইবে না।

শাস্ত্রে যে মতভেদ দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ কি, এবং কিরূপে ইতিকর্ত্তব্যতা নিরূপিত হইবে, এই প্রশ্নের উত্তর।

তোমরা জানিতে ইচ্ছা করিয়াছ, শাস্ত্র সকল একরূপ মতাবলম্বী নহেন, ঋষিদিগের মধ্যেও মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, অতএব শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায় নিশ্চয়পূর্ব্বক জানিবার উপায় কি? কোন্ শাস্ত্রীয় মতকে আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব? কোন্ শাস্ত্রীয় মতকে মিথ্যা বলিয়া পরিত্যাগ করিব? তোমাদের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, বহু কথা বলিতে হইবে, অল্প কথায় ইহার যথার্থ ভাবে সমাধান করা অসম্ভব। আমি এস্থলে সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি, ভগবানের প্রেরণা হইলে সময়ান্তরে বিস্তারপূর্ব্বক ইহার সমাধান করিবার চেষ্টা করিব।

পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি সকলই যখন বেদমূলক, বেদ যখন একরূপ, তখন মতভেদ হইবার কারণ কি, তাহা হইলে ত মতভেদ হইবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না, যাঁহাদের মনে এই প্রকার প্রশ্ন হয় তাঁহাদের প্রশ্নের সমাধানার্থ বলিয়াছেন—

"তস্যার্থবাদরূপাণি নিশ্চিত্য স্ববিকল্পজাঃ।
একত্বিনাং দ্বৈতিনাং চ প্রবাদা বহুধা মতাঃ॥"—বাক্যপদীয়।

অর্থাৎ বেদের অর্থবাদ (অর্থ—প্রয়োজন সিদ্ধিকে লক্ষ্য করিয়া, যাহা কিছু উক্ত হয়, তাহাকে 'অর্থবাদ' বলে 'অর্থায় প্রয়োজন সিদ্ধয়ে বাদঃ কথনম্'।)—রূপ বাক্য সকল হইতে পরস্পর বিরুদ্ধ কৃৎস্ন পৌরুষেয় প্রবাদের আবির্ভাব হইয়াছে। সমদর্শী, সকল প্রজার প্রতি সমস্নেহ বিশ্বসবিতা বেদ, তাঁহার যে সন্তান স্বীয় প্রতিভানুসারে যাদৃশ উপদেশ গ্রহণ করিবার যোগ্য, তাহার জন্য তদনুরূপ উপদেশই দিয়াছেন। বহির্ম্মুখ—বাহ্যবিষয়াসক্ত পুরুষ একেবারে পরম পুরুষার্থ অদ্বৈতমার্গ প্রবেশ করিবার যোগ্য নহে, রাগ—দ্বেষ যুক্তচিত্ত এককথায় 'যাহা কিছু সৎ তাহাই ব্রহ্ম', ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য বস্তু নাই, ব্রহ্ম ভিন্ন জগৎ মিথ্যা, এই সারতম উপদেশের মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ হইতে পারে না। অতএব অদ্বৈতবাদ স্বরূপতঃ সত্য হইলেও রাগ-দ্বেষ বশগ বহির্ম্মুখ দ্বৈতজ্ঞানী, তাহা উপলব্ধি করিবার অযোগ্য; সদসৎ ভাব অভাব, হাঁ-না, সুখ দুঃখ ইত্যাদি দ্বৈতবুদ্ধি ঘুচাইয়া এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই ('একমেবাদ্বিতীয়ম্') এই অদ্বৈত জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়া অসাধ্য ব্যাপার। ভগবান্ এই নিমিত্ত কৃপা করিয়া অধিকার বিচার পূর্ব্বক উপদেশ করিয়াছেন। কি দ্বৈতবাদ কি অদ্বৈতবাদ, কি সৎকার্য্যবাদ, কি অসৎকার্য্যবাদ সকল বাদই বেদের অর্থবাদ হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ সত্যবিদ্যাময় বেদকেই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। ঋষিদিগের মধ্যে আপাত প্রতীয়মান মতভেদের ইহাই কারণ। পুরুষের বুদ্ধিবিকল্প হইতেও বিবিধ মতের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, হইয়া থাকে। যাঁহারা নাস্তিক, নিজ বুদ্ধিই যাঁহাদের প্রমাণ, তাঁহাদের মতভেদ স্ব-স্ব বুদ্ধিদোষজ। বেদচরণাশ্রিত আস্তিক-দিগের মতভেদ, অবরকালীন বা স্বল্পবুদ্ধিদিগকে বুঝাইবার জন্য, নাস্তিকদিগের মতভেদ, বুঝিতে না পারা নিবন্ধন।

বিনা প্রমাণে কেহ কোন কথা গ্রাহ্য করেন না, করা উচিতও নহে। প্রমাণই প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের করণ—প্রকৃত জ্ঞানের মানদণ্ড। যে জ্ঞান প্রমাণ প্রমিত নহে, শাস্ত্রের উপদেশ, তাহাকে কদাচ বিশ্বাস করিও না, অথবা কেবল শাস্ত্রের উপদেশ কেন, প্রেক্ষাবানমাত্রেরই ঐ কথা, প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন কথা বিশ্বাস করা যে উচিত নহে, ঋষি, আর্য্য, ম্লেচ্ছ, সকলেই তাহা বলেন, বিনা প্রমাণে কোন কথা যে বিশ্বাস করা উচিত নহে, তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত,

এ বিষয়ে শাস্ত্রোপদেশের সহিত বিদেশীয় সুধীগণের কোন মতভেদ নাই। মতভেদ হইতেছে, প্রমাণ বা জ্ঞানের মানদণ্ড লইয়া; পাশ্চাত্য কোবিদবৃন্দ এবং তাঁহাদের প্রাচ্য শিষ্যগণ যাহাকে প্রমাণ বা অভ্রান্ত জ্ঞানের করণ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, শাস্ত্র বলেন তাহা প্রমাণ বটে। কিন্তু তাহা প্রমা বা সত্য জ্ঞানের অব্যভিচারিমানদণ্ড নহে, তাহা সার্ব্বভৌম সত্যকে জানিবার করণ নহে। দেশ—কালের আবরণে যে জ্ঞান পরিবর্ত্তিত হয় না, দেশ-কালের ভ্রূ-ভঙ্গে যে জ্ঞান ভীত ও চঞ্চল হয় না, যে জ্ঞানের হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, যে জ্ঞান সদা স্থির—অব্যভিচারী, তাহার নাম পূর্ণ সত্যজ্ঞান। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির বিকৃতভাব বিশেষ হইতে চক্ষু, কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি হইয়াছে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ প্রকাশ-ক্রিয়া-ও-স্থিতিশীল সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের সত্ত্বগুণ প্রধান পরিণাম এবং শব্দাদি বিষয় ইহাদের তমোগুণ প্রধান পরিণাম। ইন্দ্রিয়গণ সদা চঞ্চল, ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের হ্রাস্-বৃদ্ধি আছে, দেশ-কালের আবরণে ইহা আবৃত, দেশ কালের পরিবর্ত্তনে ইহা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অতএব শ্রুতিমূলক শাস্ত্রোপদেশ, পরিচ্ছিন্ন ঐন্দ্রিয়ক অনুভব বা প্রত্যক্ষ কখন সার্ব্বভৌম সত্য বা অব্যভিচারিজ্ঞানের স্থির মানদণ্ড হইতে পারে না। আপ্তোপদেশই শাস্ত্র মতে অভ্রান্ত জ্ঞানের একমাত্র করণ, আপ্তোপদেশই ভ্রম-প্রমাদ রহিত সার্ব্বভোম সত্যজ্ঞানের স্থির প্রমাণ। রাগ-দ্বেষের বশগ নহেন বলিয়া আপ্ত ব্যক্তি কখনও মিথ্যা বলেন না, দেশ কাল ইহার সর্ব্বদর্শিনয়নের গতিকে অবরোধ করিতে পারে না। শাস্ত্রের উপদেশ—যিনি ত্রিকালদর্শী, যাঁহার কাছে অতীত এবং অনাগত ও বর্ত্তমান, দেশ কাল যাঁহার নয়নের গতির অবরোধক নহে, বস্তুর স্থূল, সূক্ষ্ম বা ব্যক্তাব্যক্ত এই অবস্থাদ্বয় যাঁহার হৃদয়ে সদা প্রতিভাত হয়, প্রত্যক্ষ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার জ্ঞান তাঁহার হইতেই পারে না, তাদৃশ পুরুষের সকল জ্ঞানই 'প্রত্যক্ষ'। যাঁহারা প্রত্যক্ষবাদী, আপ্তোপদেশই অপরিচ্ছন্ন প্রত্যক্ষ, তাঁহারা যদি এই কথা বিশ্বাস করিতে পারিতেন, তাহা হইলে, শাস্ত্র আপ্তোপদেশকে কেন অভ্রান্ত অপরিচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষ বলিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের দুর্ব্বোধ্য বা অবোধ্য হইত না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও বশিষ্ঠদেব যে শাস্ত্রকে সর্ব্বোপরি প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, সে শাস্ত্র আপ্তোপদেশ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। বিশুদ্ধ বৈদিক আর্য্য জাতি ভিন্ন অন্য জাতির যাহা লক্ষ্য, যাহা জীবনের উদ্দেশ্য, তাহাতে স্থূলপ্রত্যক্ষ ও তদুপজীবক অনুমান প্রমাণ ব্যতীত প্রমাণান্তরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না, কিন্তু অবিকৃত বৈদিক আর্য্যসন্তানদিগের ইহাতে সম্পূর্ণ

ক্ষতি হইবে। বর্ত্তমান জীবনই, যাঁহাদের বিশ্বাস, আত্ম ও অন্ত্য জীবন নহে, সাংসারিক সুখৈশ্বর্য্য ভোগ, অবাধে ঐন্দ্রিয়ক তৃষা চরিতার্থ করিতে পারাই, যাঁহাদের বিশ্বাসে পরম পুরুষার্থ নহে, খণ্ডকাল ভয়ে যাঁহারা সদা ভীত, খণ্ডকালের দুঃখপ্রদ নিষ্ঠুর শাসন অতিক্রম পূর্ব্বক অখণ্ডদণ্ডায়মান মহাকালের—কাল-কালের চিরশান্তিময় রাজ্যের স্থায়ি-প্রজা হইতে যাঁহারা সদা যত্নশীল, অবাধিত জ্ঞানে—পূর্ণ জ্ঞানে জ্ঞানী হইতে যাঁহারা নিয়ত ইচ্ছুক, তাঁহাদের ইহাতে যার-পর-নাই ক্ষতি আছে। বিধবার পুনর্ব্বিবাহ হওয়া উচিত, বৈদিক আর্য্য-সন্তানদিগের মধ্যে যাঁহাদের এইরূপ ধারণা হইয়াছে, তাঁহারা যে, বিশুদ্ধ বৈদিক আর্য্যভাব হারাইয়াছেন, তাঁহাদের প্রকৃতি যে, পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত না হইলে তাঁহারা যে, বিধবার পুনর্ব্বিবাহ হওয়া উচিত এইরূপ মতাবলম্বী হইতে পারিতেন না, আমার বিশ্বাস তোমরা এখন তাহা স্বীকার করিবে।

জিজ্ঞাসুত্রয়—বাবা! আমাদের এখন যে যে বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইয়াছে, তাহা জানাইতেছি, কৃপাপূর্ব্বক আমাদের সেই সেই বিষয়ের জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত করিয়া দিন। আমাদের প্রথমতঃ জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, অভ্যুদয়শীল প্রতীচ্য-দেশ সকল শাস্ত্রনিয়ন্ত্রিতমার্গে না চলিলেও ইহাদের উন্নতি হইবার কারণ কি? উন্নতির নিয়ম কি, দেশভেদে, জাতিভেদে ভিন্ন হইয়া থাকে? আমাদের দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা হইয়াছে, কি কারণে স্বভাবতঃ শাস্ত্রিতমার্গপরায়ণ, নৈসর্গিক ঈশ্বর ও গুরুভক্তিমান্, পুণ্যতম বৈদিক আর্য্যবংশধরগণের মধ্যে ইদানীং বহু ব্যক্তির এই প্রকার শোচনীয় পরিণাম হইতেছে? বিশুদ্ধ আর্য্যকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও, কি কারণে বৈদিক আর্য্যসন্তানদিগের নির্ভয়ে শাস্ত্র ও শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষদিগকে অবজ্ঞা করিবার দুঃসাহস হইতেছে? উন্নতি ও অবনতি-চক্র যে, পর্য্যায়ক্রমে আবর্ত্তন করে, তাহার হেতু কি? আমাদের তৃতীয় জিজ্ঞাসা হইয়াছে, পবিত্র বৈদিক আর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও, যাঁহারা স্বভাবচ্যুত হইয়াছেন, তাঁহাদের পুনর্ব্বার স্বভাবেস্থিত হইবার উপায় কি? তাঁহাদের আবার সুমতি হইতে পারে এইরূপ উপায় কি নাই?

বক্তা—বেদশাস্ত্র তোমাদের এই সকল প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন, আমি যথাশক্তি তোমাদিগকে তাহা জানাইবার চেষ্টা করিব।

অভ্যুদয়শীল প্রতীচ্য দেশসকল শাস্ত্রনিয়ন্ত্রিত মার্গে না চলিলেও, ইহাদের উন্নতি হইবার কারণ কি, এই প্রশ্নের উত্তর।

বক্তা—অভ্যুদয়শীল প্রতীচ্য দেশসকল শাস্ত্রনিয়ন্ত্রিত মার্গে না চলিলেও ইহাদের উন্নতি হইতেছে কেন, এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে প্রথমে 'শাস্ত্র' কোন্ পদার্থ, শাস্ত্রে যদর্থে 'শাস্ত্র' শব্দের ব্যবহার হইয়াছে তাহা অবগত হইতে বা স্মরণ করিতে হইবে। 'শাস্ত্র' কাহাকে বলে, তাহা যথার্থভাবে অবগত হইলে, শাস্ত্রনিয়ন্ত্রিত মার্গে না চলিলে, কাহারই যে, উন্নতি হয়না, হইতে পারেনা, তাহা সম্যগ্‌রূপে উপলব্ধি হইবে। কি বৈজ্ঞানিক, কি দার্শনিক, কি শিল্পী সকলেই শাস্ত্র কি, শাস্ত্রের উপদেশ কি, তাহা জানিবার চেষ্টা করেন, সকলেই শাস্ত্রশাসনানুসারে কর্ম্ম করিয়া উন্নত হইয়াছেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের, শিল্প-কলার রূপ (পূর্ণ, অপূর্ণ যে ভাবেই হোক্) দর্শনপূর্ব্বক সুখী হইয়াছেন। প্রাকৃতিক নিয়মের ক্রমবিকাশই, প্রাকৃতিক নিয়মের প্রব্যক্তাবস্থাই উন্নতি ("Progress, then is in the essence identical with order, and may be looked upon as order made menifest"—System of Positive Polity—August Comte) যিনি এইকথা বলিয়াছেন, তিনি যদি 'শাস্ত্র' কোন্ পদার্থ তাহা বিদিত হইতেন, তাহা হইলে, তাঁহাকে মানিতে হইত, শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিলে, কাহারও উন্নতি হয়না, এই কথা সম্পূর্ণ সত্য। ইতঃপূর্ব্বে নিয়তির স্বরূপ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিয়াছি; তোমরা বিদিত হইয়াছ, কল্পারম্ভ হইতে কল্পান্ত পর্য্যন্ত পুরুষক্রিয়ামূলক যে কিছু ব্যবহার চলিতেছে, তৎসমুদায় নিয়তিবশেই হইতেছে। এই অবশ্যম্ভাবিনী নিয়তি যাহা করিবে, তাহা কাহারও লঙ্ঘনীয় নহে, নিয়তিই পুরুষকার রূপে কর্ম্মের নিয়ন্ত্রী হইয়া থাকে, জীবগণের অদৃষ্ট, বস্তুশক্তি ও ঈশ্বর সংকল্প, এই ত্রিতয়ের সমাবেশে 'মহানিয়তি' (Unerring law of nature) হয়, এই পদার্থ এই প্রকারে স্পন্দিত হইবে, এইরূপে এই সময়ে উৎপন্ন হইবে, ইত্যাকার অবশ্যম্ভাবিতাকে দৈব বলে। 'দৈব' ও 'নিয়তি' সমান পদার্থ। উন্নতি যদি প্রাকৃতিক নিয়ম বা নিয়তির প্রব্যক্ত অবস্থা হয়, নিখিল সম্ভাব্য উন্নতিই প্রাকৃতিক নিয়মগর্ভে বীজভাবে অবস্থিত থাকে, ইহা যদি মিথ্যা না হয়, তাহা হইলে, স্বীকার করিতে হইবে, সকলেই নিয়তির বশে কর্ম্ম করে, সকলেই নিয়তির

আজ্ঞা পালন পূর্ব্বক উন্নত হইয়াছেন, হইয়া থাকেন, হইবেন, নিয়তি বা প্রাকৃতিক নিয়মকে অতিক্রম করিবার শক্তি কাহারও নাই, নিয়তি বা প্রাকৃতিক নিয়মকে অতিক্রম পূর্ব্বক কেহ উন্নত হ'ন নাই, হইবেন না। 'শাস্ত্র' ও 'নিয়তি' বস্তুতঃ অভিন্ন পদার্থ।

জিজ্ঞাসুত্রয়—'শাস্ত্র' ও 'নিয়তি' বস্তুতঃ অভিন্ন পদার্থ, এই কথার অভিপ্রায় কি, তাহা স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিন।

বক্তা—'শাস্' ধাতুর অর্থ 'শাসন', 'শাস' ধাতুর উত্তর 'ষ্ট্রন্' প্রত্যয় করিয়া ('সর্বধাতুভ্যষ্ট্রন্'-উণাদিসূত্র) 'শাস্ত্র' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যদ্দ্বারা শাসিত হওয়া যায়, যদ্দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা অবধারিত হয়, তাহা 'শাস্ত্র'। শাস্ত্র শব্দের ইহাই ব্যুৎপত্তি। 'আজ্ঞা', 'নিদেশ', 'আগম', 'বেদ' অভিধানে শাস্ত্র শব্দের এই সকল অর্থ উক্ত হইয়াছে। অনুশিষ্ট হয়, অপূর্ব্ব অর্থ বোধিত হয়, এতদ্দ্বারা এই নিমিত্ত 'শাস্ত্র' শব্দ 'বেদ' অপিচ বেদমূলক—বেদোপজীবি—স্মৃতি পুরাণ ও আগমাদি বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ("শিষ্যতেঽনেনেতি শাস্ত্রং বেদ এব। বেদোপজীবিষুস্মৃতি পুরাণাগমাদিষু॥"—শব্দার্থচিন্তামণি)।

জিজ্ঞাসুত্রয়—'যদ্দ্বারা শাসিত হওয়া যায়' এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য কি? যদ্দ্বারা শাসিত হওয়া যায়, তাহা নিয়তি পদার্থ হইতে অভিন্নার্থক হইবে কেন?

বক্তা—ইহা কর্ত্তব্য, ইহা করিলে সুখী হইবে, অভিষ্টসিদ্ধি হইবে, যৎকর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া জীব কর্ম্ম করে, পরমাণু হইতে মহত্তত্ত্ব পর্য্যন্ত স্পন্দিত হয়, তাহা নিয়তি, তাহা 'শাস্ত্র'। এখন নিবিষ্ট চিত্তে ভাবিয়া দেখ, যদ্দ্বারা আদিষ্ট হইয়া জীববৃন্দ কর্ম্ম করে, যদ্দ্বারা প্রেরিত হইয়া পরমাণুপুঞ্জ স্পন্দিত হয়, যাহা বিশ্বের প্রাণ বা স্পন্দনশক্তি তাহা কি? এতদুত্তরে "তাহা প্রকৃতি, (Nature)" তোমরা এই কথাই ত বলিবে? 'প্রকৃতি' কোন্ পদার্থ? 'প্র' উপসর্গ পূর্ব্বক 'কৃ' ধাতুর উত্তর 'ক্তিন্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ 'প্রকৃতি' শব্দ যদ্দ্বারা, যাহা হইতে বা যাহাতে কোন কিছু কৃত হয়, প্রকৃষ্ট রূপে করার ভাব, এতদর্থের বাচক। 'যাহা প্রকৃষ্ট প্রকারে কার্য্য সম্পাদন করে, অর্থাৎ যাহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা, তাহা প্রকৃতি', বাচস্পতি মিশ্র স্বপ্রণীত তত্ত্ব কৌমুদী নামক গ্রন্থে 'প্রকৃতি' শব্দের এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন ("প্রকরোতীতি প্রকৃতিঃ প্রধানং সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা।"—তত্ত্বকৌমুদী)। বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন—সাক্ষাৎ পরম্পরাভাবে প্রকৃতিই পদার্থ সমূহের প্রকৃষ্টরূপে পরিণাম সাধন করেন, এই নিমিত্ত ইহাঁর 'প্রকৃতি,'

এই নাম হইয়াছে। 'প্রকৃতি', 'শক্তি', 'অজা', 'প্রধান', 'অব্যক্ত', 'মায়া,' 'অবিদ্যা', ইত্যাদি ইহারা প্রকৃতির পর্য্যায়। বেদে প্রকৃতি বুঝাইতে 'অজা', 'মায়া', 'তমঃ' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, যে ব্যক্তি ধর্ম্মাধর্ম্মাদি বিকার সমুহকেই জানেন, পরা প্রকৃতিকে, অর্ব্বাচীনা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠা প্রকৃতি বা ব্রহ্মকে যিনি, জানেন না, সেই ব্যক্তির মূঢ়তা বশতঃ 'প্রকৃতি হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, এই সারতম উপদেশের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে যাইয়া বুদ্ধিস্তম্ভ হয়, পরা প্রকৃতিকে যিনি জানিতে পারিয়াছেন, 'প্রকৃতি' হইতেই সর্ব্বপ্রকার পরিণাম সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে, প্রকৃতিই কর্ত্রী, এই কথা তাঁহার সুখ বোধ্য, ইহার মর্ম্ম গ্রহণে তিনিই সমর্থ ("বিকারানেব যো বেদ ন বেদ প্রকৃতিং পরাম্। তস্য স্তম্ভো ভবেদ্বাল্যান্নাস্তিস্তম্ভোহনুপশ্যতঃ॥"—শান্তিপর্ব্ব—মহাভারত)। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, 'প্রকৃতি', 'পুরুষ', ও 'কাল', ব্রহ্মরূপী আমিই এই ত্রিমূর্ত্তি, আমা (ব্রহ্ম) হইতে ইহারা পৃথক্ পদার্থ নহে। শ্রীধরস্বামী এই ভাগবত শ্লোকের টীকা করিবার সময়ে বুঝাইয়াছেন, প্রকৃতি অখণ্ডৈকরস পরব্রহ্মেরই শক্তি, এবং পুরুষ ও কাল তাঁহারই অবস্থা বিশেষ। বিষ্ণুপুরাণও এই কথাই বলিয়াছেন। বিজ্ঞানভিক্ষু স্বপ্রণীত যোগবার্ত্তিকে এবং বশিষ্ঠদেব যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বলিয়াছেন—'প্রকৃতি' 'পরমাণু' ইত্যাদি ইহারা সমানার্থক। নামরূপবিনির্মুক্ত জগৎ যাহাতে অবস্থান করে, তাহাকে কেহ 'প্রকৃতি' কেহ 'মায়া,, কেহ বা 'অণু' বলিয়া থাকেন * ("প্রকৃতির্যাস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ। সতোঽভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্ম তৎ ত্রিতয়ন্ত্বহম্॥"—শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৪ ১৯) উদয়নাচার্য্য স্বপ্রণীত ন্যায় কুসুমাঞ্জলিতে বলিয়াছেন, পরমেশ্বরের অদৃষ্টরূপা সহকারি শক্তি মায়া, প্রকৃতি, অবিদ্যা ইত্যাদি নামে উক্তা হইয়া থাকেন (ন্যায় কুসুমাঞ্জলির ১ম স্তবক ২০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ঋগ্বেদ সংহিতাতে উক্ত হইয়াছে, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ তমোগুণ প্রধান এই বিষয় সমূহ যে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে, তাহারা প্রকৃতিরই বিকার, তাহারা সত্ত্বগুণ প্রধান প্রকৃতিরই কার্য্য, সুতরাং তাহারা ইন্দ্রিয়গণ ও স্ত্রী—ইহারাও জড়। অন্ধ বা অবিবেকি ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয়সমূহকেই

---

* নামরূপবিনির্মুক্তং যস্মিন্ সন্তিষ্ঠতে জগৎ।
তামাহুঃ প্রকৃতিং কেচিন্মায়ামেকে পরেত্বনুন্॥"—যোগবাশিষ্ঠ

নিরাহার প্রাণ বা পুরুষ বলিয়া বুঝিয়া থাকে। যাহাদের প্রজ্ঞানেত্র নাই, তাহারা বাহ্য নেত্র থাকিতেও অন্ধ—তথ্যদর্শনে অসমর্থ। যে পুত্র কবি—ক্রান্তদর্শী—প্রজ্ঞাচক্ষুষ্মান্, সে জানে যে, ইন্দ্রিয়গণ প্রকৃতি বা স্ত্রী, অপিচ যে প্রকৃতি—পুরুষের স্বরূপ যথাযথভাবে অবগত হইতে পারে, সেই পিতার (জীবাত্মার) পিতা (পরমাত্মা) হয়, সর্ব্বোপাধি বিনির্মুক্ত হইয়া কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। * সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিকেই ঋগ্বেদ 'মায়া' বলিয়াছেন। বিশ্বজগৎ প্রকৃতি-ও-পুরুষ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে ("সপ্তার্ধগর্ভাভুবনস্য রেতো বিষ্ণোস্তিষ্ঠন্তি প্রদিশাবিধর্ম্মণিঃ।"—ঋগ্বেদসংহিতা ২।২১।১৬৪); কূর্ম্ম পুরাণে উক্ত হইয়াছে, যিনি চিন্ময় ব্রহ্মে নিত্য অনুরক্তা, যিনি শিব হৃদয় বদ্ধভাবা, যিনি মাহেশ্বরী শক্তি, যিনি ব্যোমসংজ্ঞা, যিনি পরাকাষ্ঠা, তিনিই শঙ্করার্দ্ধশরীরিণী হৈমবতী নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। ইনি শিবা, ইনি সর্ব্বগতা, ইনি অনন্তা, ইনি গুণাতীতা, ইনি অতিনিষ্কলা। এই জ্ঞানরূপাতিলালসা, একা হইয়াও অনেক বিভাগস্থা; এই একা—অদ্বিতীয়া মাহেশ্বরী শক্তি অনেক উপাধি যোগে পরাবররূপে হর হৃদয় সন্নিধানে সতত ক্রীড়া করেন, ইনি প্রধান ও পুরুষরূপে বা মায়া-ও-মায়িভাবে ভিন্না হয়েন, শিবাই একা অদ্বিতীয় শক্তি এবং শিবই এক অদ্বিতীয় শক্তিমান্; ত্রিভুবন মধ্যে অন্য যত শক্তি ও শক্তিমান্ আছেন, তৎসমুদায় শিব-শক্তি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, শিব-শক্তিই তৎসমুদায়ের প্রসূতি। দেবাধিদেবের বিভূতি সকল জগতে 'শক্তি' নামে প্রসিদ্ধ ("একা শক্তিঃ শিবৈকোঽপি শক্তিমানুচ্যতে শিবঃ। শক্তয় শক্তিমন্তোঽন্যে সর্ব্বশক্তি সমুদ্ভবাঃ॥"—কূর্ম্মপুরাণ—পূর্ব্বভাগ ১২শ অধ্যায়)। পারমার্থিক দৃষ্টিতে 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষ' অভিন্ন পদার্থ, দ্বৈত দৃষ্টিতে ইহাঁরা ভিন্ন পদার্থ রূপে পতিত হইয়া থাকেন। 'প্রকৃতি' কোন্ পদার্থ, সংক্ষেপে তাহা বলা হইল, 'প্রকৃতি', 'কারণ', 'শক্তি', 'মায়া', ইহারা যে, একার্থক তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ। 'শব্দব্রহ্ম' ও 'পরব্রহ্ম' এই পদদ্বয়ের সহিত তোমাদের পরিচয় আছে সন্দেহ নাই। 'চৈতন্যাধিষ্ঠিত প্রকৃতি বা সগুণব্রহ্ম' 'শব্দব্রহ্ম' বা 'বেদ' এই নামে উক্ত হইয়া থাকেন। বিশ্বজগৎ শব্দব্রহ্ম বা বেদ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, হইয়া থাকে, বিশ্বজগৎ শব্দব্রহ্ম বা 'বেদ' দ্বারা শাসিত হয়। শব্দব্রহ্ম বা বেদই প্রকৃতি-পুরুষ;

---

* স্ত্রিয়ঃ সতীস্তাঁউমে পুংস আহুঃ পশ্যদক্ষণ্বান্নবিচেতদন্ধঃ। কবির্যঃ পুত্রঃ স ঈ মাচিকেত স্তাবিজানাৎ সপিতুষ্পিতা সৎ॥"—ঋগ্বেদ সংহিতা।

শিবা যুক্ত শিবই অথবা সীতারামই বিশ্বজগতের নিয়তি ; বিশ্বজগৎ বেদের আজ্ঞানুসারেই কর্ম্ম করে, বেদের শাসন অতিক্রম পূর্ব্বক কেহ কোনরূপ কর্ম্ম করিতে পারেনা, এই কথার সহিত, বিশ্বজগৎ চৈতন্যাধিষ্ঠিত প্রকৃতির আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কোন কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয় না, এতদ্বাক্যের কোন ভেদ নাই। বশিষ্ঠদেব মহানিয়তির স্বরূপ প্রদর্শন কালে বলিয়াছেন, জীবগণের অদৃষ্ট, বস্তু শক্তি ও ঈশ্বর সঙ্কল্প, এই ত্রিতয়ের সমাবেশে 'মহানিয়তি' হয়। অতএব যে কারণে নিয়তি ও বেদ বা শাস্ত্রকে সমানার্থক বলা হইয়াছে, এখন তাহা সুখবোধ্য হইবে। নিয়তির প্রব্যক্তাবস্থায় আগমনকেই পুরুষকার বলা হয়, নিয়তির প্রব্যক্তাবস্থায় আগমনই জগতের সৃষ্টি—জগতের পরিণাম। প্রত্যেক পরিণামই নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে হইয়া থাকে, প্রত্যেক সিদ্ধিরই নিয়ম আছে (Success in any business or undertaking comes through the working of a law. It never comes by chance)। 'শাস্ত্র' শব্দের যে অর্থ শ্রবণ করিলে, তাহা শুনিয়া শাস্ত্র নিয়ন্ত্রিত মার্গে না চলিলে কাহারও উন্নতি হয় না, সদ্গতি লাভ হয় না, কোন প্রকার সিদ্ধি হয় না এইরূপ কথা বলা যে সম্পূর্ণ যুক্তি সঙ্গত, তাহা স্বীকার করিবে না কি ?

জিজ্ঞাসুত্রয়—আমাদের জিজ্ঞাসা এখনও বিনিবৃত্ত হয় নাই, আমরা এখনও নিরস্তসংশয় হইতে পারি নাই।

বক্তা—এখন তোমাদের যে যে বিষয়ের সংশয় হইতেছে, যে সকল প্রশ্নের সমাধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা বল।

জিজ্ঞাসুত্রয়—বেদই যদি বিশ্বজগতের নিয়ামক হ'ন, বেদ যদি কি ধর্ম্ম, কি অধর্ম্ম, কি কর্ত্তব্য, কি অকর্ত্তব্য তদবধারণের একমাত্র কারণ হ'ন, তাহা হইলে, অবিকৃত বৈদিক আর্য্যগণ বেদকে যে দৃষ্টিতে দেখিতেন, দেখিয়া থাকেন, অন্য জাতি বেদকে তদ্দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন না, পারেন নাই কেন ? বৈদিক আর্য্যজাতির মধ্যেই বা সকলে বেদকে একভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই, পারেন না কেন ? যথোক্ত 'বেদ' কি কেবল বৈদিক আর্য্যজাতিরই ধন ?

বক্তা—'বেদ' নাম ছাড়িয়া দেও, 'বেদ' এই নামের পরিবর্ত্তে প্রকৃতি বা নেচার (Nature), পরমাণু, ইলেকট্রন, তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি সমূহ এই সকলকে বিশ্বজগতের কারণ, বিশ্বজগতের নিয়ামক বলিয়া স্বীকার কর ; এখন যদি আমি জিজ্ঞাসা করি, 'এক প্রকৃতি কিরূপে সৃষ্টি বৈচিত্র্যের কারণ হইয়া থাকে, তাহা বল', তাহা হইলে, তোমরা কি উত্তর দিবে ? যে প্রকৃতি

ভারতবর্ষের প্রসবিত্রী, সেই প্রকৃতিই কি, য়ুরোপ, আমেরিকাকে প্রসব করিয়াছে? যে প্রকৃতি বৈদিক আর্য্যের প্রতিভার কারণ, সেই প্রকৃতিই কি য়ুরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশবাসীদিগের প্রতিভাজননী? ফিজিক্স্, কেমিষ্ট্রী, বায়োলজী, ফিজিয়োলজী প্রভৃতি বিজ্ঞান শাখা দ্বারা সৃষ্টি বৈচিত্র্যের কারণতত্ত্ব জিজ্ঞাসুর জিজ্ঞাসা কি পূর্ণভাবে বিনিবৃত্ত হইতে পারে? অধ্যাপক বেন (Prof. A. Bain) বলিয়াছেন, নিখিল প্রাকৃতিক পরিণামই যে, মূলতঃ তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি মূল শক্তি হইতে সংঘটিত হয়, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। সৌরজগতের ক্রমবিকাশ পদ্ধতির স্বরূপ দর্শনের চেষ্টা কর, ভূতত্ত্ববিদ্দিগের মুখে পৃথিবীর ইতিহাস শ্রবণ কর, উপলব্ধি হইবে, ক্রিয়াশীল তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি শক্তি সমূহই মূলতঃ নিখিল প্রাকৃতিক পরিণামের কারণ। প্রাকৃতিক পরিণাম সমূহের মূল কারণ কি, তাহা আর আমাদের সমীপে অজ্ঞেয় নাই, তবে তাপ তড়িৎ প্রভৃতি প্রাকৃতিক পরিণাম হেতু ক্রিয়াশীল শক্তি সমূহের কিরূপ অবস্থা সংস্থান বা সন্নিবেশ ভেদ বশতঃ জগতে বিবিধ বিচিত্র কার্য্যের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় পরিণাম সংঘটিত হইয়া থাকে, কিরূপ সহকারী বা নিমিত্ত কারণ দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, ইহারা ভূধর শ্রেণী প্রসব করিয়াছে, করিতেছে, মহাদেশ, দেশ, সাগর, উপসাগর, নদ নদী ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়াছে, করিতেছে। কিরূপ সহকারী বা নিমিত্ত কারণ ভেদনিবন্ধন সাগর দেশে, দেশ সাগরে পরিণত হয়, দেশের অভ্যুদয় ও পতন হয়, দেশের জলবায়ু সম্বন্ধীয় পরিবর্ত্তন হয়, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ভূকম্প প্রভৃতি দৈব ব্যাপদের আবির্ভাব হয়, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই, এ রহস্য অদ্যাপি দুর্ভেদ্য আছে। * আমি এই নিমিত্ত বলিয়াছি,

* "In the same way, all the great cosmical changes, marking the evolution of the solar system, and the geological history of the earth, are referable to the primal sources of energy the moving power at work is no longer a secret. Yet the circumstances, arrangements or collocations, where by the power operated to produce our existing mountain chains, the rise and fall of continents, the fluctuations of climate, and all the other phenomena revealed by a geological examination of the earth, are yet as in uncertainty"—Bains Logic, Part II P 33—34

বলিতেছি, কোন বিজ্ঞান শাখা এ পর্য্যন্ত সৃষ্টি বৈচিত্র্যের কারণ অবধারণ করিতে সমর্থ হন নাই। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, প্রকৃতির আপূরণ হইতে জাত্যন্তর পরিণাম হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতি ধর্ম্মাধর্ম্মের অপেক্ষা পূর্ব্বক পরিণাম সাধন করেন, যদৃচ্ছাক্রমে করেন না। আন্তর প্রকৃতি ও বাহ্য প্রকৃতি মূলতঃ বা সামান্যতঃ এক, ইহারা বস্তুতঃ দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। এক মূল প্রকৃতি ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কারাবচ্ছিন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আন্তর প্রকৃতিরূপে অভিব্যক্তা হইয়াছেন। বিকার (variation) নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন, সঙ্গতি (Adaptation)—নিয়ম বশবর্ত্তী হইয়া, আম্রবৃক্ষ জাতি একেবারে কণ্টকী বৃক্ষে পরিণত হয় না। আম্র বীজ ও কণ্টকী বীজ, এই উভয়ের বাহ্য প্রকৃতি এক, কিন্তু আম্র বীজকে বাহ্য প্রকৃতি যাহা দেন, কণ্টকী বীজকে অবিকল তাহা দেন না। কেন দেন না? প্রকৃতি প্রার্থনানুসারে কর্ম্ম করেন, যে যাহা প্রার্থনা করে, প্রকৃতি তাহাকে তাহাই দিয়া থাকেন। প্রার্থনা ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কারানুসারে বিভিন্ন হয়। অতএব ধর্ম্মাধর্ম্মই উন্নতি ও অবনতির মূল। তর্ক কেশরী উদয়নাচার্য্য ঋগ্বেদ ও যজুর্ব্বেদের উপদেশানুসারে 'অদৃষ্ট' বা ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কারকেই সৃষ্টি বৈচিত্র্যের কারণ বলিয়াছেন। ঋগ্বেদে ও যজুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে, বিশ্বনিয়ন্তা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ বাহুদ্বয় ও পতত্র—গতিশীল পরমাণুপুঞ্জ দ্বারা জগৎ কার্য্য সম্পাদন করেন, জগৎ কার্য্যের পরমাণু উপাদান বা সমবায়ি কারণ এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম ও ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ। * অদৃষ্ট ও জন্মান্তরবাদ বেদমূলক আস্তিক দর্শন সমূহের কেন্দ্র স্থান, আস্তিক দর্শন মাত্রেই এই কেন্দ্র স্থানে পরস্পর সম্মিলিত হইয়াছেন। সাংখ্যদর্শন অনাদি কর্ম্ম বৈচিত্র্যকেই সৃষ্টি বৈচিত্র্যের কারণ বলিয়াছেন। অনাদি কর্ম্মই যে, সৃষ্টি বৈচিত্র্যের কারণ, বেদান্তদর্শনও তাহাই বুঝাইয়াছেন। তোমরা বলিবে 'অনাদি কর্ম্ম' কি? ইহাত অনিশ্চিতার্থক (vague) শব্দ। 'অনাদি কর্ম্ম' বলিতে কি ধারণা করিব? 'অনাদি কর্ম্ম' সাধারণের কাছে অনিশ্চিতার্থক রূপেই প্রতীয়মান হইবে, কিন্তু 'কর্ম্ম' পদার্থ যে, বৈজ্ঞানিকের সমীপে অনিশ্চিতার্থক রূপে প্রতীয়মান হইবে, আমার তাহা বোধ হয় না। বিজ্ঞানে কর্ম্ম পদার্থের বহুশঃ ব্যবহার হইয়া থাকে। 'তাপ', 'তড়িৎ', 'শব্দ, 'আলোক' ইত্যাদি পদার্থ, বিজ্ঞানের নয়নে কর্ম্ম বা গতি (Motion) রূপেই

* "বিশ্বতশ্চক্ষুরুতবিশ্বতোমুখোবিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সংপতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ॥"—
ঋগ্বেদসংহিতা ৮।১০। শুক্লযজুর্ব্বেদ সংহিতা ১৭।১৯

পতিত হইয়া থাকে। 'কর্ম্ম' ও 'শক্তি', 'কর্ম্ম' ও "প্রকৃতি' বস্তুতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে। যাঁহারা শক্তির সাতত্য ও ভূতের অনশ্বরত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা কর্ম্মের অনাদিত্বকে অনিশ্চিতার্থক বলিতে পারিবেন কি? যদি পারেন তাহা হইলে বলিব শক্তি সাতত্য (Persistance of force) এবং ভূতের অনশ্বরত্ব (Indestructibility of matter) এই পদার্থদ্বয়ের উহাঁরা যথার্থ অর্থ বুঝেন নাই, ইহারা উহাঁদের কাছে আকাশ কুসুমের ন্যায় বৈকল্পিক বা অলীক পদার্থ। অনাদি—কর্ম্ম—সংস্কারবতী প্রকৃতি হইতেই বস্তুতঃ বিবিধ বিচিত্র জগতের পরিণাম হইয়া থাকে। এই সময়ে একবার নিয়তির স্বরূপ চিন্তা কর। 'জীবের অদৃষ্ট', "বস্তু শক্তি" ও 'ঈশ্বর সংকল্প', এই তিনের সমাবেশে নিয়তির আবির্ভাব হইয়া থাকে; এই কথা এখন একবার স্মরণ কর। বিধাতা কিরূপে, কোন্ ক্রমে, কিরূপ নিয়মানুসারে বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন, এই প্রশ্নের সমাধানার্থ সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, বিধাতা গুণ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) ও কর্ম্ম (পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সদ্‌সদকর্ম্ম) এতদুভয়ের একীকরণাত্মক বিভাগ দ্বারা প্রাগ্বৎ-চন্দ্র-সূর্য্যাদি প্রাগুক্ত সৃষ্টি ক্রমানুসারে সুর, নর, অসুর, ভূমি, পর্ব্বত প্রভৃতি চরাচর জগৎ সর্জ্জন পূর্ব্বক, বেদদর্শন করিয়া, বেদোক্ত রীতি দৃষ্টে, যথাদেশে, যথাকালে সৃষ্ট পদার্থ জাতের অবস্থান বিভাগ কল্পনা করিলেন ("গুণ কর্ম্ম বিভাগেন সৃষ্ট্বা প্রাগ্বদনুক্রমাৎ। বিভাগং কল্পয়ামাস যথা স্বং বেদদর্শনাৎ॥"—সূর্য্যসিদ্ধান্ত)। অনাদি নিধন শব্দব্রহ্ম বা বেদ বিশ্ব জগতের নিত্য ইতিহাস, অনাদিকাল হইতে বিশ্বজগতে যাহা যাহা হইয়াছে, তৎসমুদায় বেদ নামক নিত্য ইতিহাস গ্রন্থের পত্রে পত্রে লিখিত আছে। দেবী ভাগবতে, সুতসংহিতাতে, রামায়ণে বেদকে যে, পরমেশ্বরের পরাশক্তি বলা হইয়াছে, বেদ পরমেশ্বরের হৃদয়ে নিত্য সংস্কাররূপে বিদ্যমান আছেন এই কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা স্মরণ কর, তৎপরে 'হিরণ্যগর্ভ, ও বেদ, এক পদার্থ' এবং সমষ্টি ভাবাপন্ন মনই জগৎ কর্ত্তা পরপুরুষ—হিরণ্যগর্ভ ("মনো হি জগতাং কর্ত্তৃ মনো হি পুরুষঃ পরঃ।"—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ—উৎপত্তি প্রকরণ ৮৯ সর্গ) এই শাস্ত্রোপদেশের অভিপ্রায় কি, তাহা জানিবার চেষ্টা কর। যদি যথার্থভাবে তাহা করিতে পার, তাহা হইলে, বেদ বা শাস্ত্রই যে নিয়তি, নিয়তি, বেদ বা শাস্ত্র শাসনকে অতিক্রম করিবার শক্তি যে, কাহারও নাই নিয়তি, বেদ বা শাস্ত্রবিধিকে অতিক্রম পূর্ব্বক কেহ যে উন্নত হইতে পারেন না, পারেন নাই, তাহা তোমাদের সুখ বোধ্য হইবে। ব্যক্তি ও জাতিগত প্রকৃতিভেদ, দৈশিক প্রকৃতি ভেদ, ব্যক্তি

বিশেষের, জাতি ও দেশ বিশেষের প্রকৃতিভেদ, উন্নতি ও অবনতি এই সকলই যে, নিয়তি বশতঃ হইয়া থাকে, জীবের দেশ বিশেষে জন্মও যে, নিষ্কারণ নহে, ইহাও যে, কর্ম্মাধীন, জীবের পূর্ব্বকৃত প্রার্থনানুসারেই যে ভিন্ন ভিন্ন দেশে জন্ম হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র 'শাস্ত্র' বলিতে কোন্ পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে কোন্ অর্থে 'শাস্ত্র' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, আশা করি, ইতঃপর তাহা তোমাদের সুগম হইবে। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের মুমুক্ষু ব্যবহার প্রকরণের ষষ্ঠ ও সপ্তম সর্গে উক্ত হইয়াছে, 'অজ্ঞানকৃত বৈষম্যের নিবৃত্তি হইলেই, অসীম সমতানন্দের (সমানখ্যাতি—সর্ব্বত্র সাম্যবোধ দ্বারা উপলক্ষিত আনন্দ) উদয় হইয়া থাকে। যদ্দ্বারা ও যাহা হইতে এই অনন্ত সমতানন্দ লাভ করা যায়, তাহাই শাস্ত্র, তিনিই সাধুপদবাচ্য। যথোক্ত লক্ষণ শাস্ত্র চর্চ্চা ও সাধু সেবা পরম পুরুষার্থসিদ্ধিপ্রার্থীর অবশ্য কর্ত্তব্য (সাধুসঙ্গমসচ্ছাস্ত্র তীক্ষ্ণয়োন্নীয়তে ধিয়া। অনন্তসমতানন্দং পরমার্থং স্বকং বিদুঃ॥—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ)। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে উক্ত হইয়াছে যেমন পুষ্প ও তদন্তর্গত সৌরভ পরস্পর অভিন্ন, সেইরূপ কর্ম্ম ও মনের পরস্পর কোন ভেদ নাই। সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মসত্তা যদবস্থাতে অবস্থান করেন, তাহা 'অব্যাকৃত' বা 'অব্যক্ত শক্তি' এই নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই অব্যক্ত শক্তির সর্ব্বাগ্রে যে সূক্ষ্মরূপে অভিব্যক্ত অবস্থা, উহা বেদে 'হিরণ্যগর্ভ,' 'প্রাণ', 'সূত্র' ইত্যাদি নামে উক্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে হিরণ্যগর্ভ ও সমষ্টিভূত মন এক পদার্থ, স্পন্দনাত্মিকা ক্রিয়া (Vibratory motion) বা কর্ম্ম ও মন অভিন্ন; অতএব সমষ্টিভূত মন, হিরণ্যগর্ভ, অনাদি কর্ম্ম বা বিশ্বপ্রাণ ও 'বেদ' এক পদার্থ। 'নিয়তি' (The unerring law of karma which adjusts effect to cause, on the physical mental and spiritual planes of being) ও বেদ বা শাস্ত্র অভিন্ন সামগ্রী; অতএব বেদ বা শাস্ত্র শাসন অতিক্রম পূর্ব্বক কেহ কোন কর্ম্ম করিতে পারে না, শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে, কাহারও অভীষ্ট সিদ্ধি হয় না, কাহার উন্নতি বা সুখ হয় না, যাঁহারা উন্নত হইয়াছেন, হইতেছেন, তাঁহারা শাস্ত্র নিয়ন্ত্রিত মার্গে চলিয়া উন্নত হইয়াছেন, হইতেছেন। নিয়তি (The law of karma) প্রকৃত প্রস্তাবে ঈশ্বর সঙ্কল্প (The Will of God) অতএব অভ্যুদয়শীল প্রতীচ্য দেশ শাস্ত্র নিয়ন্ত্রিত মার্গে চলিয়াই, প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্ত্তন করিয়াই, উন্নত হইতেছেন।

ক্রমশঃ।

কাঁঠাল পাড়া "বঙ্কিম সাহিত্য সম্মেলনে" দর্শন শাখার সভাপতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সাংখ্য বেদান্ত তর্কতীর্থ মহাশয়ের অভিভাষণ।

এই পরম পবিত্র ভারতবর্ষে যে সমস্ত শাস্ত্ররাশি বিশ্বাসী প্রাণিপুঞ্জের পরম মঙ্গল বিধানের জন্য আবির্ভূত হইয়াছিল, সেই শাস্ত্ররাশি পৌরুষেয় ও অপৌরুষেয় রূপে দুই ভাগে বিভক্ত। অপৌরুষেয় শাস্ত্র ভগবান্, বেদ বা শ্রুতি ও পৌরুষেয় শাস্ত্র স্মৃতি। মনু, ব্যাস প্রভৃতি পরমর্ষিগণ এই স্মৃতি শাস্ত্রের প্রণেতা। কেবল ধর্ম্ম সংহিতা মাত্রই স্মৃতিশাস্ত্র নহে। ভগবান্ বেদের অপেক্ষিত সর্ব্ববিধ বিদ্যাস্থান উদ্দ্যোতিত করিবার জন্য পরমর্ষিগণ স্মৃতিশাস্ত্রের প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অনন্ত জ্ঞান রত্নাকর এই অপৌরুষেয় বেদ, এই বেদরূপী মহাসিন্ধুর গর্ভে অগণিত বিদ্যাস্থানের প্রতিপাদক পৌরুষেয় শাস্ত্র-স্মৃতি সুবিন্যস্ত রহিয়াছে। পৌরুষেয় শাস্ত্রসমূহ সেই বেদের অঙ্গ উপাঙ্গ প্রত্যঙ্গ রূপে ব্যবস্থিত। অধ্যাত্ম শাস্ত্র হইতে কৃষি, শিল্প, চিকিৎসা, পাশুপাল্য বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ এমন কি বাৎস্যায়ন শাস্ত্র পর্য্যন্ত ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রসমূহ বৈদিক তত্ত্ব সমূহের বিবরণে পরিপোষণে, উপপাদনে নিযুক্ত রহিয়াছে। জীবদেহে মজ্জা, অস্থি, স্নায়ুসমূহ যেমন পরস্পর সুসম্বদ্ধ হইয়া অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ ভাবে সুবিন্যস্ত রহিয়াছে, সেইরূপ ভারতীয় আর্য্য শাস্ত্র সমূহ অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ ভাবে, ভগবান বেদ দেহে সুবিন্যস্ত রহিয়াছে। অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ আহত হইলে যেমন অঙ্গী ক্ষীণ হইয়া পড়ে সেইরূপ ভগবতী শ্রুতির অঙ্গ উপাঙ্গরূপে ব্যবস্থিত ভারতীয় সর্ব্ববিধ শাস্ত্রের মধ্যে যে কোনটীর স্খলনে বা ক্ষয়ে শ্রুতিরই স্খলন বা ক্ষয় উপস্থিত হইয়া থাকে। যিনি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে এই অখণ্ড বিরাট্ শাস্ত্র দেহ অবলোকন করিতে প্রয়াসী তিনি ভারতীয় শাস্ত্রালোচনার অধিকারী। আর যাঁহারা অন্ধগজন্যায়ে ভারতীয় শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত তাঁহারা যে কেবল

অনধিকারী তাহা নহে প্রত্যুত উচ্ছৃঙ্খল ভাবে শাস্ত্রদেহ অযথারূপে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া শ্রেয়ঃপথ রুদ্ধ করিয়া থাকেন।

বৈদিক আর্য্যঋষিগণের সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তাধারা মন্দাকিনী ধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন গতিতে স্যন্দিত হইয়া কেমন করিয়া বেদ মহাসিন্ধুর ক্রোড়ে বিলীন হইয়াছিল, তাহা আজ আমাদের চিন্তা করিবারও অবসর নাই। এই বিচ্ছিন্ন চিন্তার ফলে আজ শাস্ত্রগগন—শাস্ত্রগগন নহে আমাদের ভাগ্য গগন ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন।

আজ আমরা যে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের আলোচনার জন্য এই পুণ্য ভাগীরথী-তটে সমবেত হইয়াছি আমাদের একবারও কি মনে হইতেছে যে এই দর্শনশাস্ত্র ভগবতী শ্রুতির উপাঙ্গ। শ্রুতিরই হৃদয় নির্য্যাস স্যন্দিত হইয়া দর্শনশাস্ত্র সমূহকে সজীব করিতেছে। এই দর্শনশাস্ত্র সমূহের সুনিপুণ পরিকর্ম্মের ফলে বিশ্বজননী ভগবতী শ্রুতিরই দেহকান্তি সমুজ্জ্বল হইতেছে।

দর্শন শব্দের অর্থ।

যদিও "দর্শন" এই সংজ্ঞা দ্বারা পরমর্ষি সূত্রকার গণস্বীয় শাস্ত্র অঙ্কিত করেন নাই তথাপি দর্শন এই নামটি অধ্যেতৃপরম্পরা প্রসিদ্ধ। এবং এই অধ্যেতৃপরম্পরা সদাচার পরম্পরার ন্যায় শিষ্টজন সমাদৃত। দর্শন শব্দটি কোন অর্থে শাস্ত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা প্রনিধান সহকারে দেখিলে ইহাই প্রতিভাত হয় যে মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে যে "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" বলা হইয়াছে তাহাতে আত্মদর্শনের সাধনরূপে শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন বলা হইয়াছে। দৃশ্ ধাতু করণ বাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় করিয়া দর্শন পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। দৃশ্ ধাতুর অর্থ প্রেক্ষণ বা প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাধনকে দর্শন বলা যাইতে পারে। যদিও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষেই দৃশ ধাতুর মুখ্য প্রয়োগ আর এজন্য চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সাধনই দর্শন পদ বাচ্য, আত্মার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ সম্ভাবিত না হইলেও ভগবতী শ্রুতি আত্মদর্শনের উপদেশ করিয়া স্বীয় নিগূঢ় অভিপ্রায় সূচিত করিয়াছেন, সুধীগণ তাহা নিবিষ্টচিত্তে আলোচনা করিয়া দেখিবেন, বিস্তর ভয়ে এস্থলে তাহার আলোচনায় বিরত হইলাম। যে কোনও প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাধনকে দর্শন না বলিয়া উক্ত শ্রুতি প্রদর্শিত আত্ম-প্রত্যক্ষের সাধন যে শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন তাহাই দর্শন শব্দ দ্বারা শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আত্মশ্রবণ, আত্মমনন ও আত্মনিদিধ্যাসন প্রতিপাদক শাস্ত্রও দর্শন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শ্রুতি উপদিষ্ট আত্মশ্রবণাদির প্রকার নিরূপণ মানবোপপুরাণে "শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যোমন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ, মত্বা চ

সততং ধ্যেয় এতে দর্শন হেতবঃ” এইরূপ কথিত হইয়াছে। এই পুরাণ বাক্য-বিবরণ প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ উদয়নাচার্য্য আত্মতত্ত্ব বিবেকে বলিতেছেন যে—

শ্রুতেঃ শ্রুত্বাত্মানং তদনু সমনুক্রান্তবপুষো
বিনিশ্চিত্য ন্যায়াদর্থ নিহত হেয় ব্যতিকরম্।
উপাসীত শ্রদ্ধাশম দমবিরাগৈক বিভবো,
ভবোচ্ছিত্যৈ চিত্ত প্রনিধি বিহিতৈ র্যোগ বিধিভিঃ॥

আচার্য্য উক্তির তাৎপর্য্য এই যে শ্রুতি হইতে আত্মার শ্রবণ করিয়া পরে ন্যায় দ্বারা তাহা নিশ্চিত করিয়া শ্রদ্ধা, শম দম ও বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক চিত্তের একাগ্রতা জনিত যোগবিধি দ্বারা সংসারের উচ্ছেদের জন্য হেয় সম্পর্ক শূন্য আত্মার উপাসনা করিবে।

এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা আত্মশ্রবণের সহায়ক উপায় রূপে পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসা দ্বয় ব্যবস্থিত রহিয়াছে। এই মীমাংসা দ্বয়ের মধ্যে উত্তর মীমাংসা সাক্ষাৎ ও পূর্ব্বমীমাংসা পরম্পরা রূপে আত্ম শ্রবণের সহায়ক। সুতরাং মীমাংসা-দ্বয় আত্ম শ্রবণের অন্তর্গত। আত্মশ্রবণের পরে আত্ম মননের জন্য ন্যায় বৈশেষিক ও সাংখ্য এই বৈদিক তর্কশাস্ত্রত্রয় ব্যবস্থিত রহিয়াছে। সুতরাং এই তর্কশাস্ত্রত্রয় শ্রুতি প্রদর্শিত মননের অন্তর্গত। আর পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র সাক্ষাৎ রূপে আত্ম নিদিধ্যাসনের উপকারক। এজন্য যোগ দর্শন নিদিধ্যাসনের অন্তর্গত। আত্ম সাক্ষাৎকারের উপায় শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন কিরূপে অনুষ্ঠেয় তাহাই নির্দ্দেশ করিবার জন্য আস্তিক ষড়্দর্শনীর এই প্রকার বিভাগ করা হইয়া থাকে নচেৎ প্রতিপাদ্য বিষয়াবগতির জন্য ইহাদের বিভাগ অন্যরূপ করা হয়। এ সম্বন্ধে পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী কৃত ন্যায় বিন্দুর টীকা ন্যায় রত্নাবলী মধ্যে পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী মহাশয় বলিয়াছেন—

“বৈশেষিকো হি আস্তিকানাম্ অধমঃ শব্দপ্রামাণ্যানভ্যুপগমেন বেদপ্রামাণ্যা-নঙ্গীকারাৎ। বেদপ্রামাণ্যস্বীকর্ত্তৃনাং মধ্যেঽপি তার্কিকো ন্যূনঃ। “অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ” ইত্যাদি শুদ্ধ জীব প্রতিপাদক শ্রুতীনাং “তত্ত্বমসি” ইত্যাদি শ্রুতীনাং চ অভেদভাবনাপরত্বা ভ্যুপগমাৎ “ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা” ‘‘সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্’’ ইত্যাদি শ্রুতীনাং ব্রহ্মকর্ত্তৃকং বিশ্বম্ ইত্যর্থকত্বাভ্যুপগমাৎ। প্রাভাকর ভট্টয়োস্তু বেদান্তদর্শনে বিদ্বেষাভাবঃ। * * * প্রাভাকরো ভট্টাপেক্ষয়া ন্যূনঃ। ভট্টা অপি সাংখ্য পাতঞ্জলাপেক্ষয়া ন্যূনাঃ। * * সাংখ্যাস্তু পাতঞ্জলাপেক্ষয়া ন্যূনঃ। মূলগ্রন্থে পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় বলিয়াছেন—“ঔপনিষৎপক্ষ-এব শ্রেয়ান্” ইত্যাদি।

এই বৈদিক দর্শন শাস্ত্র সমূহ শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের মধ্যে যে কোন টিকে প্রধান ভাবে নিরূপণ করিয়া গৌণভাবে ইতর সাধনদ্বয়কেও সূচিত করিয়াছেন। যে বিষয়টী যে শাস্ত্রে মুখ্যভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে সেই শাস্ত্র তাহারই অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এইরূপে বৈদিক ষড়্দর্শনী শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন ব্যুৎপাদনে পর্য্যবসিত।

বৈদিক ও অবৈদিক দর্শন।

শ্রৌত সিদ্ধান্ত রাশির ব্যুৎপাদনে বিশ্লেষণ বিবরণে আর্য্যশাস্ত্র সমূহ বিনিযুক্ত। কোথাও বা সাক্ষাৎ শ্রৌত সিদ্ধান্তের স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া তাহার বিবরণাদি প্রদর্শিত হইয়াছে, কোথাও বা তাহার স্পষ্ট উল্লেখ না করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে। ভারতীয় দর্শন রাশি যে আত্ম চিন্তা লইয়া নিমগ্ন, যে আত্ম চিন্তায় সর্ব্ববিধ দুঃখের অবসান হয়, সেই আত্ম চিন্তার একমাত্র উদ্‌ঘোষয়িতা ভগবান বেদ। কেহ বা বেদের উদ্‌ঘোষণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া আত্ম চিন্তায় প্রবৃত্ত, আর কেহ বা স্পষ্টাক্ষরে বেদের উপদেশ উল্লেখ না করিয়া সেই আত্ম চিন্তায় নিমগ্ন। ইহাই হইল ভারতীয় বৈদিক ও অবৈদিক দর্শনের প্রভেদ। এই দর্শন রাশি এই জন্য বৈদিক ও অবৈদিক এই দুই ভাগে বিভক্ত। বৈদিক দর্শনকারগণ এই অবৈদিক দর্শনকে বাহ্য দর্শন নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু এই অবৈদিক দর্শনও একেবারে বেদ সম্পর্ক বিচ্যুত নহে। "বিরোধেত্বন পেক্ষং স্যাৎ অসতিহ্যনুমানম্" এই জৈমিনি সূত্রে নাস্তিক দর্শন সমূহেরও অংশ বিশেষে বেদানুকূলতা ও প্রামাণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

অবান্তর বহু বিভাগ থাকিলেও এই বৈদিক দর্শন যেমন ছয় ভাগে বিভক্ত সেইরূপ অবৈদিক দর্শন সমূহও অবান্তর বিভাগ গণনা না করিয়া ছয় ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এই জন্য পূর্ব্বাচার্য্যগণও বৈদিক ষড়দর্শনী ও অবৈদিক ষড়দর্শনী নামে দর্শন সমূহকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

[illegible]

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা প্রতিসংখ্যার মূল্য ।/০ আনা। নমুনার জন্য ।/০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি **কার্য্যাধ্যক্ষ** এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার **অর্দ্ধেক মূল্য** অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত

Registered No. C. 583

২২শ বর্ষ।] ভাদ্র, ১৩৩৪ সাল। [৫ম সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"
শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

শিবরাত্রি ও শিবপূজা ১ম ভাগ ১৷৹
ঐ ঐ ২য় ভাগ ৸৹
ঐ ঐ ৩য় ভাগ ১৲
ঐ ঐ উপক্রমণিকা ৷৹

পূজ্যপাদ ভার্গব শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ প্রণীত।

এই পুস্তকের অনেক অংশ "উৎসব" পত্রে বাহির হইয়াছিল। এই প্রকারের পুস্তক বঙ্গসাহিত্যে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বেদ অবলম্বন করিয়া কত সত্য কথা যে এই পুস্তকে আছে, তাহা যাঁহারা এই পুস্তক একটু মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন, তাঁহারাই বুঝিবেন। শিব কি, রাত্রি কি, শিবরাত্রি অবশ্য করণীয় কেন? ভাবের সহিত এই তত্ত্ব এই পুস্তকে প্রকাশিত। আমরা আশা করি বৈদিক আর্য্যজাতির নর নারী মাত্রই এই পুস্তকের আদর করিবেন।

প্রাপ্তিস্থান—"উৎসব" আফিস।

নির্ম্মাল্য।

২৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এ্যান্টিক কাগজে সুন্দর ছাপা। রক্তবর্ণ কাপড়ে মনোরম বাঁধাই। মূল্য মাত্র এক টাকা।

"ভাই ও ভগিনী" প্রণেতা শ্রীবিজয় মাধব মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

আমাদের নূতন গ্রন্থ "নির্ম্মাল্য" সম্বন্ধে লেখক, প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের বিদ্যালয় সমূহের অবসর প্রাপ্ত ইন্‌স্পেক্টার পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম, এ, মহাশয়ের নিকট হইতে যে দীর্ঘ পত্র পাইয়াছেন, তাহার একাংশ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"আপনার প্রীতি উপহার "নির্ম্মাল্য" যথা সময়ে পাইয়াছি। পাঠ করিয়া এই পত্র লিখিতেছি। পুস্তক ত অনেক পাঠ করি, কিন্তু এরূপ ভগবদ্-পিপাসুর লেখা পাঠ করিবার সৌভাগ্য প্রায় হয় না। একবার পাঠ করিয়া তৃপ্তি হয় না। পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে হয়। পড়ি আর জীবনের অনুভূতির সহিত মিলাই।

যে পুষ্পে আপনার প্রেমপাত্রের পূজা করিয়াছেন, সেই পুষ্পের এই মালা তাঁহার প্রসাদরূপে পথের পাথেয় করিয়া আপনার সৌহার্দ্দ—সুখ—সমুজ্জ্বল জীবন প্রভাতে মধুর সখা ও সখীবৃন্দের করকমলে অর্পণ করিয়াছেন। জীবন সন্ধ্যার প্রাক্কালে আজ ৬ বৎসরের উপর হইল যে আপনার সখ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে সেও এই নির্ম্মাল্য ভক্তিভরে মস্তকে ধারণ করিতেছে।"

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

২২শ বর্ষ। | ভাদ্র, ১৩৩৪ সাল। | ৫ম সংখ্যা।

দুইটি গান।

(১)

ওগো, কে তুমি আমার বল।
অযাচিত ভাবে ফের পাছে পাছে (আমি না চাহিলেও)
বিপদেতে আগে চল॥
ডাকিনা তোমারে তবু তুমি আস,
চাহিনা তোমারে তবু ভাল বাস
(তোমার দয়ার সীমা নাই হে)
জেনেছি গো মম হৃদয় আকাশ
তোমার আভায় আলো॥
কভু স্বামী কভু সখা রূপ ধ'রে
মা হ'য়ে কখন আস স্নেহভরে
(এমন দয়াল কে গো তুমি)
তোমা ধনে ধনী নয় গো যে জন
তার জনম বিফলে গেল॥
(তার আসা যাওয়া সার হল)।

গীত—রামপ্রসাদ।

(২)

গো মা বুঝিতে নারি
কি মায়া ব্যাপিলে জগৎ ভরি॥

সদা আমার মনে এই অভিলাষ অমর হইয়া ভবে করি বাস
জানিলাম নির্য্যাস—মা-জানিলাম নির্য্যাস,
এ ভবের বাস, নহে চিরবাস, যেমন প্রবাস
বাসনা বিবর্জ্জে হেরিয়া কর্ম্ম, অপার দুঃখে ভেদিছে মর্ম্ম
এ কেবল তোমার মায়ার স্বধর্ম্ম, ব্রহ্মময়ি তারা শঙ্করি॥
কি দিয়ে গড়ালি আমার এ মন, ভাবিয়া তার না পাই সন্ধান
সঘন চঞ্চল-মা-সঘনচঞ্চল নলিনীদল, গত জল যেন অনুক্ষণ
কি কল বসালে মনেতে তুমি, মনে ঠেকে কলুর বলদ আমি
ভাঙ্গ্‌তে করি বল-মা-ভাঙ্গ্‌তে করি বল থাকুক ভাঙ্গা কল,
কলের চাপে পড়িলাম কিসে তরি॥
প্রথমে আমি একমাত্র, পশ্চাতে হল কলত্র পুত্র
এ কেবল তোমার মায়ার সূত্র, শত্রুগণে পুষি ভাবিয়া মিত্র
একটিমাত্র মন বহু পরিজন তাদের ভাবনায় ব্যস্ত সর্ব্বক্ষণ
বাসনা একান্ত-মা-বাসনা একান্ত না হয় প্রাণান্ত,
থাকিয়া জীবন্ত দিবা শর্ব্বরী॥
এসব ভাবিতে কত মনে লয়, বলিনা পাছে লোকে পাগল কয়
পাগলের ঘরণী-মা-পাগলের ঘরণী তুই মা পাগলনী,
পাগলনীর নিকটে পাগলের কি ভয়,
মা যার পাগল জগতে ঘোষায়, তাহার সন্তান কি পাগল ভিন্ন হয়,
দেখ রামপ্রসাদ, হইল উন্মাদ, ভাবিয়া শ্রীপাদতরি॥

তন্ত্রশাস্ত্র—ত্রিপুরা রহস্য।

তন্ত্র শব্দের অর্থ কি?

তন্ ধাতুর অর্থ বিস্তার করা। তন্যতে বিস্তার্য্যতে জ্ঞানমনেন ইতি তন্ত্রম্। তন্ত্র, জ্ঞানের বিস্তার দেখাইতেছেন। যে জ্ঞানের বিস্তারে সকলের রক্ষা হয় তাহাই তন্ত্র।

তনোতি বিপুলানর্থান্ তত্ত্বমন্ত্র সমন্বিতান্।
ত্রাণঞ্চ কুরুতে যস্মাৎ তন্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥

তত্ত্বমন্ত্র সমন্বিত বিপুল অর্থ বিস্তার করিয়া মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে ত্রাণ করেন বলিয়া এই শাস্ত্রের নাম তন্ত্র। বেদের উদ্দেশ্য যাহা তন্ত্রের উদ্দেশ্যও তাহাই।

বেদের লক্ষ্য যেমন অদ্বয় ব্রহ্ম তন্ত্রেরও কি তাহাই?

অগ্রে বল ইহা জানিতে চাও কেন?

তন্ত্র জীবকে কোথায় লইয়া যাইতে চান তাহা জানা না থাকিলে তন্ত্রালোচনায় কি বিশেষ লাভ হইবে?

আজ কাল লোকে সমস্তই সহজ করিতে চায়। আপনার বোধ হয় জানা নাই আজ কাল লোকে বলিতেছে অত জানা জানিতে কিছুই প্রয়োজন নাই। মা মা কর, করিয়া মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়, পড়িয়া স্তন্যপান কর সবই হইয়া যাইবে।

হাঁ বাপু! এই সহজ ধর্ম্মের কথা কর্ণগোচর হইয়াছে কিন্তু যে সকল যুবক যুবতী এই পথে যাইতেছেন বা যাইতে চান তাঁহারা ইহা কত দিন রাখিতে পারিবেন বা কতক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারেন তাহা তাঁহাদের কি জানা আছে? যাহা প্রাণ চায় তাহা যদি করিত-কর্ম্মা সাধুদিগের আচরিত পথের বিপরীত দিকে চলে, আর যদি তাহা আচরণ করিতে শাস্ত্র নিষেধ করেন তবে ঐ পথের ক্ষণিক মত্ততা যে মহৎঅনিষ্ট আনয়ন করিবে সে বিষয়ে কি কোন সংশয় আছে?

শ্রীভগবান্ গীতাশাস্ত্রে জীবের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া দিতেছেন—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাংগতিম্। ১৬।২৩ গীতা

যে ব্যক্তি শাস্ত্র বিধি লঙ্ঘন করিয়া নিজের যাহা ভাল লাগে তাহা করিয়া স্বেচ্ছাচারী হয় সে সিদ্ধি পায়না এবং না সুখ না পরা গতি প্রাপ্ত হয়।

শাস্ত্র মতে আজ কাল্‌কার "সহজ ধর্ম্ম" ধর্ম্মের আবরণে অধর্ম্মেরই প্রশ্রয় দিতেছে।

আবার এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা বলেন ঈশ্বরকে কেহ কখন জানিতে পারেন নাই, ঈশ্বরকে জানাও যায়না। এই মতের মূল হইতেছে "অন্নোন" আর "অন্নোয়েবল" ইহার প্রতিবাদ না করিয়া শুধু বেদের সিদ্ধান্ত জানাইলেই যথেষ্ট হয়। বেদ বলেন "ত্বমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যপন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়।" বেদ দেখাইতেছেন ঈশ্বরকে জানা যায়। ঈশ্বরকে জানাই মৃত্যু অতিক্রম করা। মৃত্যু সংসার সাগর অতিক্রম করার ইহাভিন্ন অন্য পথ নাই। তন্ত্রশাস্ত্রও ঠিক এই কথাই বলিতেছেন আমরা পরে দেখাইতেছি। এখন বুঝিতেছ তন্ত্র আমাদিগকে কোথায় লইয়া যাইতেছেন?

অদ্বয় ব্রহ্ম পথে কি?

হাঁ পরম সত্য যিনি তন্ত্র আমাদিগকে সেই খানেই লইয়া যাইতেছেন। পরম সত্য যিনি তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। ব্রহ্ম দর্পণে জগৎ প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়া ব্রহ্মকে বিশ্বরূপ দিতেছে।

আমরা এখন ত্রিপুরা রহস্য নামক প্রাচীন পুস্তক হইতে তন্ত্রশাস্ত্রের উদ্দেশ্য কি তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব।

ত্রিপুরা রহস্য অতি প্রাচীন গ্রন্থ। হারিতায়ন ঋষি ইহার প্রণেতা। আমরা এই মহামূল্য গ্রন্থের কেবল মাত্র জ্ঞানখণ্ডটী পাইয়াছি। তন্ত্র মধ্যে প্রবেশের এমন সুন্দর গ্রন্থ আর নাই বলিলেও হয়।

আমরা ত্রিপুরা রহস্যের জ্ঞান খণ্ডের মঙ্গলাচরণ শ্লোকটির আলোচনা করিতেছি। যাঁহারা তন্ত্র বুঝিতে চান তাঁহাদের নিকট ইহা অতি প্রয়োজনীয় হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি। শ্লোকটি এই :—

ওঁ নমঃ কারণানন্দরূপিণী পরচিন্ময়ী।
বিরাজতে জগচ্চিত্র চিত্রদর্পণরূপিণী॥

(পণ্ডিত যোগেন্দ্র নাথ সাংখ্য বেদান্ত তর্কতীর্থ মহাশয়ের বঙ্গানুবাদ)

সর্ব্ব দৃশ্য বস্তুর কারণ স্বরূপ যে ব্রহ্মানন্দ সেই ব্রহ্মানন্দ যাঁহার স্বরূপ এবং যিনি নিরবচ্ছিন্না চিৎস্বরূপা অর্থাৎ যিনি সচ্চিদানন্দরূপা তাঁহাকে নমস্কার করি।

আর এই জগদাত্মক অদ্ভুত চিত্র, যাঁহাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া, চিত্র প্রতিবিম্বিত দর্পণ সদৃশ যাঁহার রূপ প্রকাশমান হইতেছে তাঁহাকে নমস্কার করি।

উক্তরূপা যিনি ওঁকার নির্দ্দেশ্যা হইয়া সামান্য ও বিশেষরূপে বিরাজমান অর্থাৎ প্রকাশমান তাঁহাকে নমস্কার।

এই শ্লোকটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে শিব শক্তি ও প্রণবের সম্বন্ধে তন্ত্র যাহা বলিয়াছেন তাহা স্পষ্ট হইবে বলিয়া আমরা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ত্রিপুরা রহস্য সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহের আলোচনা করিতেছি।

প্রঃ। হারিতায়ন ঋষি এই ত্রিপুরা রহস্য গ্রন্থ কিজন্য রচনা করিয়াছেন ?

উত্তর। দুঃখ পঙ্ক নিমগ্ন জনগণের উদ্ধার জন্য ইহা রচিত।

প্রশ্ন। এই গ্রন্থের স্থূল পরিচয় কি ?

উত্তর। পদ্য রূপে নিবদ্ধ এই গ্রন্থ একখানি অতি উত্তম ইতিহাস। খণ্ডত্রয়ে এই গ্রন্থ বিভক্ত। প্রথম মাহাত্ম্য খণ্ড দ্বিতীয় জ্ঞান খণ্ড তৃতীয় খণ্ড আছে বলিয়া টীকাকার বলিতেছেন কিন্তু নাম উল্লেখ করেন নাই। জ্ঞানখণ্ড আমাদের হস্তগত হইয়াছে। মাহাত্ম্য খণ্ডও মুদ্রিত হইয়াছে শুনা যাইতেছে কিন্তু ইহা এখনও হস্তগত হয় নাই। তৃতীয় খণ্ডের কথা আমরা এখন পর্য্যন্ত কিছুই জানি না।

এই শাস্ত্রের তিনখণ্ডই শিবশক্তি প্রণব দ্বারা সম্পুটিত। গ্রন্থখানিকে ওঁ নমঃ এইরূপে আরম্ভ করিয়া ঋষি ইহাকে ত্রিপুরৈব হ্রীং রূপে শেষ করিয়াছেন।

প্রশ্ন—ত্রিপুরারহস্যের মুখ্য বক্তব্য কি ?

উত্তর—মৃত্যু সংসার সাগর পার হওয়ার নাম মোক্ষ। মোক্ষই উত্তম পুরুষের পরমপুরুষার্থের বিষয়। পরমপুরুষার্থ যে মোক্ষ এই গ্রন্থ তাহার সাধনীভূত বিজ্ঞান।

প্রশ্ন—এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ জন্য ত্রিপুরারহস্য কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন ?

উত্তর—ভগবান্ হারিতায়ন প্রথমে মাহাত্ম্যখণ্ড রচনা করিয়া পরমপুরুষার্থের সাধন যে ভক্তি তাহা নিরূপণ করিয়াছেন। ভক্তির কথা শ্রবণের পরে ও ভক্তির সাধন করিবার পরে সাধক জিজ্ঞাসু হইবার অধিকার প্রাপ্ত হয়েন। তখন স্বাত্মবোধের জন্য চেষ্টা করিতে হয়। স্বাত্মবোধের জন্য এই জ্ঞানখণ্ড আরম্ভ হইয়াছে।

প্রশ্ন—সমস্ত গ্রন্থের তাৎপর্য্য কি ?

উত্তর—শিবশক্তিরস্বরূপ এই অখিলজগৎ স্বাত্মচৈতন্য মাত্র ইহা বুঝাইবার

জন্যই এই গ্রন্থ। জ্ঞানখণ্ড নামক প্রকরণে ইহাই বিশেষভাবে বুঝান হইয়াছে।

প্রশ্ন—মঙ্গলাচরণ শ্লোক কেন বলা হইয়াছে?

উত্তর—মাহাত্ম্যখণ্ড শ্রবণ দ্বারা লব্ধাধিকার জিজ্ঞাসুগণের স্বাত্মবোধের জন্য এই জ্ঞানখণ্ড আরম্ভ করিয়া ভগবান্ হারিতায়ন গ্রন্থের নির্ব্বিঘ্ন পরিসমাপ্তি জন্য এই জ্ঞানখণ্ড প্রতিপাদ্য স্বাত্মদেবতার প্রণামরূপ মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। শিষ্যগণের অবগতির জন্য গ্রন্থকার সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করিবার অভিলাষে আরম্ভ করিতেছেন ওঁ নমঃ ইত্যাদি।

প্রশ্ন—মঙ্গলাচরণ শ্লোকে কোন্ কোন্ বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে?

উত্তর—সকল কার্য্যের জন্যই গুরু আবশ্যক। সংসারসাগর পার হইতে হইলে গুরু ভিন্ন অন্য উপায়ই যে নাই তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। সংসারে গুরুরূপিণী সর্ব্বসাক্ষিণী জগদম্বা ত্রিপুরাদেবী সর্ব্বদা আপন সেবকের উদ্ধার করিয়া থাকেন। গুরুরূপিণী এই দেবীকে ভালবাসিতে হইবে। কিন্তু যাঁহার স্বভাব কিছুই জানি না তাঁহাকে ভালবাসা যায় না এবং তাঁহার আজ্ঞা অনুরাগে পালন করা হয় না। গুরুর কৃপাতে সমস্ত বিঘ্ন দূর হয় সত্য এই জন্য শ্রীগুরুর বিঘ্ন বিনাশক মূর্ত্তিকেও প্রণাম করা চাই। "নত্বাবিঘ্নেশ্বরং দেবং ত্রিপুরায়া রহস্যকে" এই জন্য বিঘ্নেশ্বর দেবতাকে প্রণাম করিয়া ত্রিপুরারহস্যের জ্ঞানখণ্ডের তাৎপর্য্য প্রস্ফুট করিবার জন্য টীকাকার যত্ন করিয়াছেন। গুরুবাক্যই এখানে প্লব—ভেলা। আর শ্রীদেবীর চরণকমলই নাবিক। ইহা দ্বারাই মৃত্যু সংসারসাগর হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। এই শ্লোকে গুরুরূপিণী শ্রীদেবীর স্বরূপ ও রূপের কথা সংক্ষেপতঃ উল্লেখ করিয়া "ওঁ নমঃ" করা হইয়াছে। এখানে আর একটী কথা বিশেষ-ভাবে ধারণা করা আবশ্যক। শ্রীদেবীকে যে ভালবাসিবে—তাহাতে ভাল-বাসার প্রধান ধর্ম্মটিকেও লক্ষ্য করা চাই। ভালবাসার ধর্ম্ম হইতেছে অহং নাশ। যে অহংকারে জগতের সমস্ত উৎপাতের সৃষ্টি হয়, ভালবাসিতে পারিলে সহজেই সেই অহং নাশ হইয়া যায়, নিজত্ব বলিয়া কিছুই থাকে না। যিনি যথার্থ ভালবাসা জানিয়াছেন তিনি কখনও নিজের ইচ্ছামত চলিতে পারেন না। ভালবাসাও আছে আর নিজত্ব রক্ষাও আছে এ স্থানে যে ভালবাসা তাহা কলঙ্কিত ভালবাসা। কলঙ্কিত ভালবাসা প্রবৃত্তিমূলক। এই প্রবৃত্তিমূলক ভালবাসাকে নিবৃত্তিমূলক করিতে পারিলেই যথার্থ ভালবাসায় পৌঁছান যায়। তখন আর নিজের অভিলাষ কিছুই থাকে না—নিজের ইচ্ছামত তখন আর

চলিতে পারা যায় না। সমস্ত কর্ম্ম, সমস্ত ভাবনা, এমন কি সমস্ত বাক্য, তাঁহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া করা হয় না। তখন সমস্ত জীবন এক লক্ষ্যে প্রধাবিত হয়। সমস্ত জীবন তোমারই জন্য—ইহা স্থির হইয়া গেলেই পূর্ণভাবে 'আমি তোমার' হইয়া যায়।

তারপরে জ্ঞানখণ্ড মত স্বাত্মচৈতন্যে—স্বীয় জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপে স্থিতি-লাভ হয়। ইহার পরে সর্ব্বদা আত্মজ্ঞান ও স্বাত্মানন্দে থাকিয়া—যদি ব্যবহার পরায়ণ হইতে হয় তাহাতে কোন বন্ধনও থাকে না—আনন্দের অভাবও কখন হয় না।

প্রশ্ন—এখন বল ওঁ নমঃ এই কথার অর্থ কি?

উত্তর—স্বাত্মচৈতন্য স্বরূপিণী গুরুরূপিণী জগদম্বা সামান্য ও বিশেষরূপে সর্ব্বত্র বিরাজমানা—সর্ব্বত্র প্রকাশমানা।

ইনি ওঁকার নির্দ্দেশ্যা। ওঁকার দ্বারা এই আত্মচৈতন্যকে দেখাইয়া দেওয়া যায়। ইহাঁকে নমঃ করা হইয়াছে। শ্রুতি "নমঃ" শব্দের অর্থ করিতেছেন "ন মম"। অর্থাৎ "আমার নয়"। যতক্ষণ 'আমার' 'আমার' আছে ততক্ষণ স্বরূপের কাছে, আত্মচৈতন্যের কাছে যাওয়া যায় না। সেই জন্য শ্রুতি ধরাইয়া দিতেছেন—বলিতে শিক্ষা দিতেছেন—অভ্যাস কর 'আমার' বলিয়া কোন কিছুই নাই—সমস্তই 'মায়ের'। সমস্ত সাধনাই 'নমঃ' অর্থাৎ 'ন মম' ইহা বিচার করিয়া স্বাত্মচৈতন্য হইয়া স্থিতিলাভ জন্য। নমঃ করা ভিন্ন শান্তি-লাভের অন্য কোন পথ নাই। সেই জন্য প্রায় মন্ত্রে 'নমঃ' কথার প্রয়োগ আছে। "নমঃ শিবায়" মন্ত্র সাধনার প্রথম সোপান যেমন "নমঃ", সেইরূপ সাধনার শেষে একান্তে গিয়া "আমার" ত্যাগের সাধনা করিতে হয়। যতদিন 'আমার' বোধ আছে ততদিন মৃত্যু সংসার হইতে উদ্ধার হইতেছে না নিশ্চয়। কারণ "আমার" যাহা বলা হয় তাহাই অনাত্মা—আত্মা নহে। "অত্যন্ত আমার" যাহা তাহাও আত্মা নহে—তাহা আত্মীয়। সূর্য্য উদিত হইলে যেমন অন্ধকার পলায়ন করে, সেইরূপ সাধকের হৃদয়ে জগদম্বার উদয় হইলে সমস্ত যাতনার মূল, সমস্ত বন্ধনের আদি-সূত্র "আমার" পলায়ন করে। ইহাই মুক্তি—ইহাই মৃত্যু সংসারসাগর হইতে পরিত্রাণ পাওয়া।

নমঃ করিবার শেষ সাধনা কি তাহাও এই ত্রিপুরা-রহস্যের জ্ঞানখণ্ডে পত্নী

হেমলেখা আপন স্বামী হেমচূড়কে বলিয়াছেন। পরে ইহার আলোচনা করা যাইবে।

প্রশ্ন—এখন বল জগদম্বায় স্বরূপ ও রূপের কথা এই মঙ্গলাচরণ শ্লোকে কিরূপ বলা হইয়াছে।

উত্তর—স্বরূপের কথায় বলা হইতেছে জগন্মাতা পরচিন্ময়ী অর্থাৎ তিনি নিরবচ্ছিন্নচিৎস্বরূপা—জ্ঞানস্বরূপা এবং ইনি কারণানন্দরূপিণী। চিৎ এবং আনন্দ ইঁহাব স্বরূপ।

প্রশ্ন—নিরবচ্ছিন্না চিৎস্বরূপা—ইহাতে কি বুঝিব ?

উত্তর—চিৎ বলে জ্ঞানকে। এই চিৎ বা জ্ঞান হইতেছেন শুদ্ধ-চৈতন্য। জগদম্বা চৈতন্যস্বরূপিণী, নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্য তত্ত্ব ইনি। চৈতন্যের কোন আকার নাই—কোন অবয়ব নাই। চৈতন্য অখণ্ড বস্তু কাজেই ইনি সর্ব্বব্যাপী। আকাশকে সর্ব্বব্যাপী বলা হয় কিন্তু ইহার মধ্যে অন্য বস্তু থাকিবার অবকাশ আছে। চৈতন্য কিন্তু নিরন্ধ্র, ঘন, নিবিড়, নিরবচ্ছিন্ন—এক পূর্ণ, অখণ্ড, অপরিচ্ছিন্ন, স্ফটিকশিলার মত নিবিড়, ঘন। নিরন্ধ্র, নিবিড়, ঘন, স্ফটিকশিলার মত এইগুলি জড় বস্তুর বিশেষণ। কিন্তু চৈতন্য জড় বস্তু নহেন। জড়ের বিশেষণ দিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা হয় বলিয়া ইঁহাকে জড়ভাবে বুঝিতে হইবে না। ইঁহাকে প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। "ন যত্র বাক্ প্রভবতি" এখানে বাক্যের কোন প্রভাব নাই। চৈতন্য বস্তু এক রস, ভিতর বাহির—যদি থাকে এই পূর্ণবস্তু সর্ব্বত্র সমান।

নিরবচ্ছিন্না চিৎস্বরূপা ইহাতে বুঝিলে কি ? এক অতি বৃহৎ স্ফটিকশিলা যেমন নিরেট—ইহার ভিতরে যেমন কোন কিছু প্রবেশ করিতে পারে না, তথাপি পাশ্বর্বর্ত্তী বৃক্ষলতাদির প্রতিবিম্ব এই স্বচ্ছ স্ফটিকশিলার উপরে পতিত হইয়া মনে হয় যেন ইহার ভিতরে কত কি আছে—সেইরূপ চৈতন্য বস্তুর উপরে এই জগৎচিত্র প্রতিভাসিত হইয়া মনে হয় যেন ইহার ভিতরে কত কি আছে। কিন্তু ইহাতে অন্য কোন কিছুই নাই, শুধুই চৈতন্য—চৈতন্যই চৈতন্য ইনি। ভিতর নাই, বাহির নাই, উর্দ্ধ নাই, অধঃ নাই, মধ্য নাই—পরিপূর্ণ চৈতন্য, কেবলই চৈতন্য। যাহা পূর্ণ তাহাতে যেমন কোন কিছু থাকে না সেইরূপ এই পূর্ণচৈতন্যে, এক নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যে অন্য কোন কিছুই নাই।

শিলোদরাকার ঘনং প্রশান্তং
মহাচিতেরূপমিদং স্বমচ্ছম্।
নৈবাস্তি নাস্তীতি দৃশৌ ক্বচিত্তু
যচ্চাস্তি তৎ সাধু তদেব ভাতি॥ ৪৮। স্থিতি ৩১ সর্গঃ

চিদ্ব্যোম—চিদাকাশ—কে ধারণা করিতে পারে—কেই বা বুঝাইতে পারে ইনি কি? স্ফটিকশিলায়া উদরমিব শূন্যাকারাং ভাসমানমপি ঘনং তত্র প্রতিবিম্ববনগিরিনদ্যাদি স্বরূপ ইবাস্তি নাস্তীতি দৃশৌ ক্বচিন্নৈব যচ্চ প্রতিভান-মাত্রেণাস্তি তৎ তচ্চিতিরূপমেব তথা ভাতীত্যর্থঃ। ৺কালীবর বেদান্ত বাগীশ মহাশয়ের অনুবাদ "তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, স্ফটিকশিলার অভ্যন্তরের ন্যায় এই পরচিন্ময়ী মহাচিতি অন্তরে দৃশ্যমান এই জগৎ কেবলমাত্র প্রতিভাস। শুধু প্রতিবিম্ব—বিম্ব নাই অথচ প্রতিবিম্ব উঠিয়াছে। যাহা কিছু আছে বলিয়া মনে হয় তাহাই এই পরাচিতি। বুঝিতে হইবে এই মহাচিতিই—এই জগদম্বাই তদ্রূপে প্রতিভাত হইতেছেন। এই মহারহস্যে বিশ্বাস স্থাপন কর সুখী হইবে।

অপারপর্য্যন্তনভ, এই চৈতন্যই পরচিন্ময়ী।

আরও দেখ চৈতন্যের দুইপ্রকার প্রকার। যিনি অখণ্ডচৈতন্য তিনি হইতেছেন সামান্যচৈতন্য—সাধারণচৈতন্য—আধারচৈতন্য—অধিষ্ঠান চৈতন্য। ইনি অপরিচ্ছিন্ন। ইঁহার নাম নাই, রূপ নাই। গীতাশাস্ত্র জীবের মধ্যে এই সামান্য চৈতন্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন "নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্"—ইনি কিছু করেন না, কিছু করানও না। ইঁহাকে জানাও যায় না কিন্তু ইহাঁতে স্থিতিলাভ করা যায়—ইঁহা হইয়া যাওয়া যায়। ইহাই স্বরূপ স্থিতি। শ্রুতিও বলেন, "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি, যজ্ঞেন দানেন, তপসাহনাশকেন" ইতি। বশিষ্ঠদেব ইহারই প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলিতেছেন "তপোবিদ্যানমুভবে স তদেবানুভূতবান্"।

চিন্মাত্রদর্পণাকারা এই নির্ম্মলা পরচিন্ময়ী—এই সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য হইতেছেন সামান্য চৈতন্য। ইনি যখন উপাধি অবলম্বনে ধরা দেন—আত্ম-প্রকাশ করেন তখন ইনি বিশেষ চৈতন্য। ইহার প্রথম উপাধি এই বিশ্ব। যখন ইনি বিশ্বাকারে স্থূলে ধরা দেন তখন ইনি সগুণব্রহ্ম—তখন ইনি ঈশ্বরী।

এই সগুণব্রহ্মের সূক্ষ্মরূপ হইতেছে হিরণ্যগর্ভ আর স্থূল রূপ হইতেছে বিরাট।

"নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্" রূপে যে সামান্য চৈতন্য নিগুর্ণব্রহ্ম, যে সামান্য চৈতন্য সর্ব্ব দৃশ্যপদার্থরূপে বিরাজমান্, যিনি সর্ব্বত্র আছেন কিন্তু কিছুই করেন না, কিছুই করান না, যিনি "সর্ব্বস্মাদ্ব্যতিরিক্তা"—সকল হইতে পৃথক্ তিনি কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা।

সর্ব্বকর্ত্তাপ্যকর্ত্তেব করোত্যাত্মা ন কিঞ্চন।
তিষ্ঠত্যেবমুদাসীন আলোকং প্রতি দীপবৎ॥ ১৭।৫৬ স্থিতি

আত্মরূপিণী মাতা যখন নিগুর্ণা—যখন গুণাতীতা তখন এই আত্মা কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তার ন্যায়। তিনি কিছুই করেন না। আলোক দানে দীপ যেমন উদাসীন—যেমন চেষ্টা শূন্য ইনিও সেইরূপ উদাসীন।

আবার—নিরিচ্ছত্বাদকর্ত্তাসৌ কর্ত্তা সন্নিধিমাত্রতঃ॥৩১
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণ্যতীতত্বাৎ কর্ত্তা ভোক্তা ন সন্ময়ঃ॥
ইন্দ্রিয়ান্তর্গতত্বাত্তু কর্ত্তা ভোক্তা স এব হি॥৩২

আত্মরূপিণী জগন্মাতাতে কর্ত্তৃত্ব অকর্তৃত্ব উভয়ই আছে। আত্মার ইচ্ছা নাই বলিয়া আত্মা অকর্ত্তা, আবার তিনি সন্নিধানে থাকেন বলিয়া জগৎ উৎপন্ন হয়—তাঁহার সন্নিধি না হইলে কোন কর্ম্মই হয় না বলিয়া কর্ত্তা। তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অতীত বলিয়া কর্ত্তাও নহেন, ভোক্তাও নহেন, আবার ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গত বলিয়া কর্ত্তাও বটেন, ভোক্তাও বটেন।

বলিতেছিলাম অধর হইয়া থাকিলে সামান্য চৈতন্য, আবার ধরা দিলেই বিশেষ চৈতন্য। অকর্ত্তা যিনি, উদাসীন যিনি, "নৈব কুর্ব্বন্ না কারয়ন্" যিনি তাঁহার উপাসনাও নাই, তাঁহার কাছে প্রার্থনাও নাই। ইনিই যখন বিশেষ চৈতন্য হইয়া ধরা দেন তখন ইঁহার কাছে প্রার্থনা চলে—কাঁদাকাটি চলে। ইনিই তখন দয়াময়ী, ইনিই তখন ক্ষমাসারা, ইনিই তখন জগদম্বা, ইনিই তখন জগৎজীবধারিণী।

গাভীর শরীরে দুগ্ধ থাকে, সেই দুগ্ধের মধ্যে ঘৃতও থাকে কিন্তু সে ঘৃতে গাভী শরীরের পুষ্টি হয় না। দুগ্ধকে মন্থন করিয়া মাখন তুলিয়া ঘৃত বাহির কর—সেই ঘৃত পান কর বুঝিবে "আয়ুর্বৈঘৃতম্"—ঘৃতই আয়ু।

বৃক্ষে বৃক্ষে অগ্নি থাকে। ইহা সামান্য অগ্নি। এই অগ্নি বৃক্ষকে দগ্ধ করেন না। কিন্তু কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া যে অগ্নি বাহির হয় সেই বিশেষ-অগ্নি দগ্ধ করেন। সামান্য চৈতন্যস্বরূপিণী পরাচিন্ময়ী যিনি তিনি আপনি আপনি থাকেন। ইনিই যখন বিশিষ্ট চৈতন্যরূপিণী হয়েন তখনই ইনি কখন বরণীয়ভর্গরূপিণী কখন অবরণীয়ভর্গরূপিণী।

স্বরূপের একভাগ দেখান হইল। মায়ের স্বরূপের দ্বিতীয় ভাগ হইতেছে—জগদম্বা ত্রিপুরাদেবী কারণানন্দরূপিণী।

আমরা পরবারে কারণানন্দরূপিণীকে যথাসাধ্য শাস্ত্রযুক্তিতে বুঝিতে চেষ্টা করিব—পরে ইহার রূপ বুঝিতে চেষ্টা করিব অর্থাৎ ইনি যে জগচ্চিত্র-চিত্রদর্পণ-রূপিণী—ইহাতে ইনি কি বুঝিতে চেষ্টা করিব।
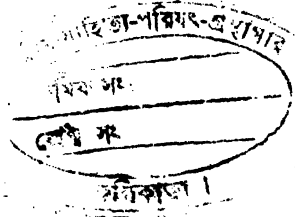
মানুষের অসহায় অবস্থা।

তুমি এত বড় প্রতাপশালী হইয়া মানুষদিগকে নিহত করিতেছ কেন? মানুষেরা মৃত্যুর বশীভূত, অতএব স্বভাবতঃই তাহারা মরিয়াই আছে। হত এব হ্যয়ং লোকো যদা মৃত্যুবশং গতঃ। * * এই মানব লোক সততই ঘোরতর ব্যসনে আবৃত, বিশেষতঃ নিজ মঙ্গল আচরণে নিতান্ত বিমূঢ় আর শত শত জরা ব্যাধি প্রভৃতি বিপদ ও দুঃখ নিত্যই ইহাদের অনুবর্ত্তন করিতেছে; অতএব তাদৃশ লোকের নিধনে কাহার প্রবৃত্তি হইতে পারে? মানুষ সকলবিষয়েই নানাবিধ অনিষ্ট ব্যাধি দ্বারা পীড়িত হইয়া থাকে; মানবগণ ক্ষুৎ-পিপাসা ও জরাদি দ্বারা দৈব কর্ত্তৃক নিহত হইয়াই ক্ষয় পাইতেছে এবং শোক সন্তাপে নিরন্তর কাতর হইয়াই আছে; অতএব তুমি অকারণ মানবদিগকে নষ্ট করিও না। দেখ মানুষ এতই মূঢ় যে, তাহাদের সুখ দুঃখাদি ভোগকালেও তাঁহারা জ্ঞাত নহে, অথচ বিবিধ সামান্য সামান্য পুরুষার্থে আসক্ত হইয়া থাকে। কোথাও মানবগণ হৃষ্ট হইয়া নৃত্যগীতাদি করিতেছে, আবার কোথাও অপর ব্যক্তিরা আর্ত্ত হইয়া অশ্রুপ্লাবিত বদনে রোদন করিতেছে। অপিচ এই মনুষ্য-লোক মাতা, পিতা ও পুত্রের স্নেহ এবং ভার্য্যা, বন্ধু ও বিবিধ মনোরম বস্তু দ্বারা

বিমোহিত, সুতরাং অধঃপতিত হইয়া মানুষ আপনার পারলৌকিক ক্লেশ অনুভব করিতে পারে না। হে সৌম্য! এই প্রকার মোহ নিপীড়িত মানুষকে ক্লেশ দেওয়া বিফল।

সন্ন্যাসী কে?

ইচ্ছাত অনেকের অনেক হইতে পারে কিন্তু শক্তিলাভ হইয়াছে কি না তাহাত অগ্রে দেখা চাই। সন্ন্যাসী হইতে অনেকেরই ইচ্ছা কারণ ইহাতে বেশ সুবিধা—অনেকেও সন্ন্যাসী হইতেছেন ঐ সুবিধার জন্য। কিন্তু শুধু সুবিধার জন্য ইচ্ছা হইলেই সন্ন্যাস লওয়ার মত অপকর্ম্ম আর হইতেই পারে না। যাঁহারা শাস্ত্র মানেন না তাঁহারা সবই করিতে পারেন—কিন্তু স্বকর্ম্মের ফলও তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হয়।

ব্রহ্ম বিচারে যিনি মনকে স্বরূপে ডুবাইতে পারেন তিনিই শেষ আশ্রমে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত। অন্ততঃ যিনি জীবনে সাধনা করিতে করিতে দুই চারিবার ইহা অনুভব করিয়াছেন, তিনি যদি সর্ব্ব প্রকার ভোগ বর্জ্জিত হইয়া থাকেন, তবে এইরূপ সাধক চতুর্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া মনকে স্বরূপে ডুবাইয়া সাধনা করুন, করিতে করিতে ক্রমে যথার্থ সন্ন্যাসী হইতে পারিবেন। আহা! এইরূপ সাধকের সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সংবিৎ সুখসাগরে ঽস্মিন্‌লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥

যাঁহার চিত্ত সেই সীমাশূন্য চিদানন্দসাগরে বিলীন হইয়া যায়, চিত্ত ব্রহ্মে ডুবিয়া গিয়া ব্রহ্মভাবে স্থিতিলাভ করে আহা! তাঁহার দ্বারাই তাঁহার কুল পবিত্র হয়, সেইরূপ সন্তান প্রসব করিয়া তাঁহার জননী কৃতার্থা হয়েন আর বসুন্ধরা তাঁহাকে ধারণ করিয়া পুণ্যবতী হয়েন।

কিন্তু এই মৃত্যু সংসার সাগর হইতে মুক্তিলাভ করিবেন কে ? যথার্থ সন্ন্যাসী। যথার্থ সন্ন্যাসী কে ? নারদ পরিব্রাজক উপনিষদ বলিতেছেন—

অজিহ্বঃ ষণ্ডক পঙ্গুরন্ধো বধির এব চ।
মুগ্ধশ্চ মুচ্যতে ভিক্ষুঃ ষড়্ভিরেতৈর্ন সংশয়ঃ॥

যে ভিক্ষুর—যে সন্ন্যাসীর জিহ্বা থাকিয়াও নাই যিনি ষণ্ডক পুরুষার্থ থাকিয়াও পুরুষত্ববিহীন, যিনি পঙ্গু, চরণ থাকিয়াও চরণ বিহীন, যিনি অন্ধ—চক্ষু থাকিয়াও নাই, যিনি বধির—কর্ণ থাকিতেও শুনেন না, যিনি মুগ্ধ, ভোগ সামগ্রী থাকিয়াও মুগ্ধ, তিনি এই ছয়টি গুণের দ্বারাই মুক্ত হয়েন—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অজিহ্ব কে ?

ইদমিষ্টমিদং নেতি যোঽশ্নন্নপি ন সজ্জতে।
হিতং সত্যং মিতং বক্তি তমজিহ্বং প্রচক্ষতে॥

ভোজনে আর বচনে যিনি ঠিক হইয়াছেন তিনি অজিহ্ব। ভোজন করিয়া যিনি বলেননা এই সমস্ত চমৎকার পাক হইয়াছে, এই সমস্ত ফল বড় সুস্বাদু—আর এই সমস্ত বড় সুবিধা মত হয় নাই এইরূপে যিনি কেবল শরীর ধারণের জন্য মাত্র আহার করেন কিন্তু ভোজ্য বস্তুতে আসক্ত হননা—বা দ্বেষও করেন না তিনি ভোজনে ঠিক হইয়াছেন। ইনি অজিহ্ব। আর বচনে অজিহ্ব তিনি যিনি হিত কথা বলেন, যিনি সত্য কথা বলেন, যিনি বেশী কথা কননা অর্থাৎ পরিমিত ভাষী।

ষণ্ড কে ?

অদ্য জাতাং যথা নারীং তথা ষোড়শ বার্ষিকীম্।
শত বর্ষাং চ যো দৃষ্ট্বা নির্ব্বিকারঃ স ষণ্ডকঃ॥

অদ্য যে নারী জন্মিল, অথবা ষোড়ষ বর্ষীয়া যুবতী—কিম্বা শত বর্ষের বৃদ্ধা—ইহাদিগকে এক সমান যিনি দেখেন, দেখিয়া কোনও মনোবিকার যাঁহার হয় না তিনি ষণ্ডক বা পুরুষত্ব হীন।

পঙ্গু কে ?

ভিক্ষার্থমটনং যস্য বিণ্মূত্রকরণায় চ।
যোজনান্নপরং যাতি সর্ব্বথা পঙ্গুরেব সঃ॥

কেবল ভিক্ষার জন্য কিম্বা মলমূত্র ত্যাগ জন্য যিনি ভ্রমণ করেন এবং এক যোজনের অধিক যিনি ভ্রমণ করেন না তিনি সর্ব্বপ্রকারে পঙ্গু।

অন্ধ কে?

তিষ্ঠতো ব্রজতো বাপি যস্য চক্ষু র্ন দূরগম্।
চতুর্য্যুগাং ভুবং ত্যক্ত্বা পরিব্রাট্ সোঽন্ধ উচ্যতে॥

এক স্থানে স্থির থাকিবার কালে কিম্বা পথে গমন করিবার কালে যাঁহার চক্ষু ষোল হাত ভূমি ত্যাগ করিয়া দূরে গমন করে না সেই পরিব্রাজককে অন্ধ বলে।

বধির কে?

হিতং মিতং মনোরমং বচঃ শোকাপহং চ যৎ।
শ্রুত্বা যো ন শৃণোতীব বধিরঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ॥

হিতকর, পরিমিত, মনের প্রীতিকর বাক্য এবং যে বাক্য শোক দূর করে—এ সমস্ত শুনিয়াও যিনি শুনেন না তাঁহাকে বধির বলে।

আর মুগ্ধ কে?

সান্নিধ্যে বিষয়াণাং চ সমর্থোঽবিকলেন্দ্রিয়ঃ।
সুপ্তবৎ বর্ত্ততে নিত্যং ভিক্ষু র্মুগ্ধঃ স উচ্যতে॥

ভোগের বস্তু নিকটে থাকিলেও এবং ভোগে সমর্থ হইয়াও এবং অবিক—লেন্দ্রিয় হইয়াও যিনি সুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় সর্ব্বদা অবস্থান করেন তাঁহাকে মুগ্ধ বলা যায়।

এইরূপ অজিহ্ব, ষণ্ডক, পঙ্গু, অন্ধ, বধির, মুগ্ধ সন্ন্যাসীর দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। কাপুড়ে সন্ন্যাসী কতই দেখিলাম। সন্ন্যাসীর বেশে লোক প্রতারণাও কত দেখিয়াছি, কোথাও কোথাও জানিয়া শুনিয়াও প্রতারিত হইয়াছি। পাঞ্জাবী সন্ন্যাসীর দল কোথাও কোথাও দল বাঁধিয়া লোকের বাড়ী বাড়ী লোক ঠকাইবার ব্যবসা করেন! বয়সে বৃদ্ধ, শুভ্র কেশ, পক্ক দাড়ী একজনকে গুরু মহারাজ সাজাইয়া শত শত মিথ্যা কথা কহিয়া ইহারা গৃহী লোককে মুগ্ধ করেন। কোথাও অযাচিত ভাবে মন্ত্র ইত্যাদি দিয়া চেলা করিবার চেষ্টা করেন। ইহাদের খর্পর হইতে রক্ষা পাইতে হইলে জানা চাই যে, গুরু যিনি তিনি "নাপৃষ্টঃ কস্যচিৎ ব্রূয়াৎ" না জিজ্ঞাসা করিলে গুরু কাহাকেও কিছু বলেন না। আর যেখানে ভণ্ডামি সেইখানে অর্থলোভে এই পাষণ্ডগণ

নানাপ্রকার বাক্‌জাল বিস্তার করিয়া লোক প্রতারণ করেন মাত্র। হায়! কলিযুগ! ভগবান্ এই জিহ্বালম্পট, বাক্ লম্পট বেশধারীর হস্ত হইতে লোককে তুমি রক্ষা কর। ইহারা প্রচ্ছন্ন বেশে কলির দূত হইয়া সর্ব্বত্র ব্যভিচার প্রবর্ত্তন করিতেছে। সাবধান হওয়া সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য, প্রতারককে কিছু দান করিলে পাপেরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ইহাতে দাতাকেও পাপ স্পর্শ করে। কারণ দাতার অন্ন বা দান গ্রহণ করিয়া ইহারা পাপই করিয়া থাকে; যাহার দান গ্রহণ করিয়া ইহারা দুষ্কর্ম্ম করে, তাহার ফল দাতাকে অর্শাইবেই।

তবে যাঁহাদের সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি হইয়াছে, যাঁহারা ঈশ্বর ভাবে সকলকে দেখিতে অভ্যাস করিয়াছেন—দানের পাত্রাপাত্র বিচারে ইঁহাদের কোন প্রয়োজনই থাকে না।

শোক ও শোকশান্তি।

আমার সকল দুঃখ অদ্য মূর্ত্তিমান হইয়া প্রকাশ পাইল। নিশ্চয়ই বিধাতা দুঃখভোগ করাইবার জন্যই আমার এই দেহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পূর্ব্বজন্মে কোনও মহাপাতক করিয়াছিলাম, কিংবা কাহারও স্ত্রী-বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিলাম সেই জন্যই আমি নিষ্কলঙ্ক হইলেও তিনি আমায় ত্যাগ করিলেন। আহা! তাঁহার চরণ সেবা করিতে পাইব এই মনে করিয়াই পূর্ব্বের সেই গুরুতর দুঃখে আমার সুখবোধ হইয়াছিল। হায়! এক্ষণে প্রিয়জনই আমায় ত্যাগ করিলেন আমি একা কি করিয়া থাকিব? দুঃখে কাতর হইলে কাহার নিকটেই বা দুঃখ প্রকাশ করিব? লোকে যখন জিজ্ঞাসা করিবে কেন তোমার বর্জ্জন হইল? তুমি কি পাপ করিয়াছিলে? তখন আমি কি উত্তর দিব? আমি এখনি এই জীবন ত্যাগ করিতাম কিন্তু তাঁহার জন্যই ইহাও পারিতেছি না।

আর তুমি কাঁদিতেছ কেন? তুমি আজ্ঞা পালন করিতেছ—কর কিন্তু আমি যাহা বলি তাহাও শ্রবণ কর। কিছুমাত্র ভেদাভেদ না করিয়া আমার নাম লইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মস্তক অবনমন পূর্ব্বক আমার সকল গুরুজনকে অভিবাদন করতঃ পশ্চাৎ তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিবে—পরে ধার্ম্মিক আমার প্রভুকে অভিবাদনান্তে আমার নাম করিয়া বলিবে, "আপনি জানেন আমার কোন

অপরাধ নাই, আমি আপনার প্রতি চিরদিনই ভক্তি করিয়া আসিতেছি এবং আমি আপনার মঙ্গল সাধনে সর্ব্বদাই নিযুক্ত। আমি বিলক্ষণ জানি—লোক নিন্দা ভয়েই আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। আপনার নিন্দা ও অপবাদ ঘোষণা নিবারণ করা আমার কর্ত্তব্য কারণ আপনি ভিন্ন আমার গতি নাই। আপনি যেন আমার জন্য অস্থির হইয়া নিজের কর্ত্তব্যে আলস্য না করেন। ইহাই আপনার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং ইহাতেই আপনার যশোরাশি সঞ্চিত হইবে। দেব! আমি স্বকীয় শরীর হেতু তাদৃশ শোক করি না। প্রভু! পৌরজনের মধ্যে আপনার যে অপবাদ হইয়াছে, ইহাই আমার পরম দুঃখ। আপনিই আমার দেবতা, আপনিই আমার বন্ধু এবং আপনিই আমার গুরু; অতএব প্রাণ দিয়াও আপনার ইষ্ট কার্য্য করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য"। এই সমস্ত কথা তুমি তাঁহাকে বলিও। এখন তুমি যাও—আমার চক্ষের জল বুঝি এজন্মে আর থামিবে না।

হায়! সম্পূর্ণ অমূলক লোক নিন্দা রটিলেও ভগবান্ আপনার অতি-প্রিয়, নিষ্কলঙ্ক জনকেও ত্যাগ করেন, আর যার সত্য সত্য কলঙ্ক আছে? যাহার শত শত অপরাধ আছে—তাহাকে ত তবে তিনি নিশ্চয়ই ত্যাগ করেন। সত্যই ত্যাগ করেন নতুবা মানুষ তাঁহাকে ডাকে তথাপি সাড়া পায় না কেন? সাড়া না পাওয়াই ত ত্যাগের চিহ্ন। তবে যে লোকে বলে ভগবান্ কখন ত্যাগ করেন না? ইহাও সত্য। সামান্য ভাবে তিনি কাহাকেও ত্যাগ করেন না কিন্তু বিশেষভাবে নিশ্চয়ই ত্যাগ করেন।

আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ, সর্ব্ব নাম রূপের অধিষ্ঠান, অস্তি, ভাতি, প্রিয়রূপ নির্ব্বিকার যে ব্রহ্ম তিনিই সামান্য বা আধার চৈতন্য আর উপাধি ধরিয়া খণ্ডমত সাজিয়া যিনি দীপ্তিশীল ক্রীড়াশীল তিনিই বিশেষ চৈতন্য। সামান্য চৈতন্যেই সমস্ত জগৎ ভাসিয়াছে কিন্তু বিশেষ চৈতন্যই জীবের প্রার্থনা শ্রবণ করেন, জীবকে করুণা করেন, জীবকে উদ্ধার করেন। এই বিশেষ চৈতন্যই জীবের মাতা, পিতা, স্বামী, সখা, সর্ব্বস্ব। এই বিশেষ চৈতন্যই দেখা দেন, জীবকে গ্রহণ করেন, জীবকে ত্যাগও করেন। যখন ইনি ত্যাগ করেন তখন জীব ডাকিলেও সাড়া পায় না, অনুষ্ঠান করিয়াও জুড়ায় না। তবে উপায় কি? সাড়া পাওয়া যাইবে কিরূপে? সাড়া পাও আর না পাও—তাঁহাকে ডাক, ডাকিয়া ডাকিয়া প্রায়শ্চিত্ত কর, করিয়া পাপ ক্ষয় কর তিনিই তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করিবেন। তিনি ক্ষমাসার। তোমার পাপ ক্ষয় হইলে যখন তোমার চিত্ত নির্ম্মল হইবে তখন তুমি সাড়া পাইবে।

(২)

সব জানেন আপনি—আপনি শোক করিবেন না। কালস্য গতিরীদৃশী। নৃগ রাজা দান করিয়া কৃকলাস হইলেন, তপস্বী শুক অগস্ত্য ঋষিকে ভোজন করাইয়া রাক্ষস হইয়া গেল—কালের গতি এইরূপ। কোন অপরাধ নাই তথাপি দণ্ড আইসে।

মা শুচঃ পুরুষ ব্যাঘ্র কালস্য গতিরীদৃশী। ত্বদ্বিধা নহি শোচন্তি বুদ্ধিমন্তো মনস্বিনঃ ॥

আপন ন্যায় বুদ্ধিমান মনস্বিগণ কখনই শোক করেন না।

সর্ব্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ। সংযোগা বিপ্রযোগান্তা মরণান্তঞ্চ জীবিতম্॥ যত বড় সঞ্চয় হউক—ক্ষয় হইবেই। যত বড় উন্নতিই কর পতন হইবেই। সংযোগ হইলেই বিয়োগ হইবেই; জন্ম হইলেই মৃত্যু হইবেই। এই জন্য পুত্র স্ত্রী মিত্র ও ধন কিছুতেই আসক্তি করিতে নাই, কারণ তাহাদিগের সহিত বিচ্ছেদ ঘটিবেই।

আপনার মত লোক যখন, আত্মা দ্বারা আত্মাকে, এবং মন দ্বারা মনকে বশীভূত করিতে পারেন তখন আর সামান্য বিয়োগ দুঃখ কি সহ্য করিতে পারেন না? যে লোকনিন্দা ভয়ে আপনি আপনার অতি প্রিয় জনকে ত্যাগ করিলেন—বনবাস দিয়াও যদি আপনি তাহার জন্য শোক করেন, তাহা হইলে লোকে আপনার অপরাধই ঘোষণা করিবে, বলিবে আপনি পণ্ডিত হইয়াও মূর্খের মত অশোচ্য বিষয়ে শোক করেন। অতএব আপনি প্রকৃতিস্থ হউন, ধৈর্য্য ধরুন আর

"ত্যজেমাং দুর্ব্বলাং বুদ্ধিং সন্তাপং মা কুরুষ্ব"

এই দুর্ব্বলা বুদ্ধিত্যাগ করুন—শোক আর করিবেন না।

তাই বলি ক্ষুদ্র হও বা মহৎ হও শোক করিও না। শোকের প্রতিকার করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর। যাহার প্রতিকার নাই তাহা সহ্য কর। পলায়ন করিলে কি হইবে? অবস্থা তোমার প্রতিকূল—বিঘ্ন তোমার পদে পদে, লোকে তোমায় সর্ব্বদা "ধুপীর গাধা" করিতে চায় প্রতিকার করিতে পার না তথাপি চেষ্টা কর—ভগবানকে নালিশ কর আর ভগবানের আজ্ঞা পালনে পুনঃ পুনঃ যত্ন কর—ইহা ভিন্ন তোমার অন্য কোন কিছুতেই গতি লাগিবে না।

আর যদি বল, বড় উৎপাৎ হয় তবে একটা কার্য্য বেশ ভাল করিয়া অভ্যাস করিয়া ফেল। এখানে একটি বস্তুই সত্য আছে—সেইটি তোমার স্বরূপ, তোমার ইষ্ট, তোমার দেবতা, তোমার দয়িত, তোমার ঈপ্সিততম। তাঁহার উপরেই

মায়ার মিথ্যা উৎপাৎ ভাসে। তোমার দেবতা ভিন্ন অন্য যাহা কিছু দেখ তাহাকেই উৎপাৎ ভাবিও এবং সমস্ত গোলমালই মায়ার গোলমাল ভাবনা করিয়া সব মায়া সব মিথ্যা ভাবিতে অভ্যাস কর। একদিনের চেষ্টায় ইহা হইবে না— নিরন্তর যত্ন করিতে হইবে। যত্ন ছাড়িয়া দিও না। যত্ন সিদ্ধিতে চেষ্টা কর। কোন ফলাকাঙ্ক্ষার দিকে লক্ষ্য না করিয়া তোমার প্রিয়ের আজ্ঞা বলিয়া করিয়া যাও—নিশ্চয়ই তাঁহার কৃপা অনুভব করিবে এবং পাপক্ষয়ে তাঁহার সাড়া পাইয়া ধন্য হইয়া যাইবে—জীবন সফল হইবে।

অযোধ্যাকাণ্ড—অন্ত্যলীলা।

সপ্তদশ অধ্যায়।

সীতা—রাম—লক্ষ্মণ।

"হন্ত লক্ষ্মণ পশ্যেহ সুমিত্রা সুপ্রজাস্তয়া।
ভীম স্তনিতগম্ভীরং তুমুলঃ শ্রূয়তে স্বনঃ॥" বাল্মীকি।

(১)

আর ওদিকে দেখ দেবর আমার কোন্ কার্য্যে ব্যস্ত! শ্রীভগবান্ দেখিলেন, দেখিয়া হাসিলেন, বলিলেন লক্ষ্মণের এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে ইচ্ছা হয় না?

হয়।

একজন ভক্তের মুখে আভাস পাইয়া এই কল্পনা স্ফুরিত হইল। ভগবান্ বাল্মীকিতে ইহা নাই—অন্য কোথাও ইহা দেখি নাই। তথাপি সন্নিবেশিত হইল—এরূপ কল্পনা হওয়া কি ভাল নহে? ইহা কি সাধকের কোন উপকার আনিবে?

আহা! স্থানটী কি সুন্দর! বৃক্ষলতা বেষ্টিত চিত্রকূটাদ্রির উচ্চশিখরে সুন্দর শিলা—তদুপরি নানাবিধ পুষ্পের আসন। মাধবী জড়িত কল্পদ্রুমের মত এক

বৃক্ষ এই শিলাকে ছায়া দিতেছে। ভগবান্ সীতার সহিত এই শিলার উপরে পুষ্পাসনে উপবেশন করিয়াছেন। সম্মুখে রাশিকৃত নীল, লোহিত, শ্বেত পদ্ম— আরও কত কত বন ফুল। পুষ্পরাশির উপরে সুন্দর মালতী মালা, চম্পক মাল্য এবং বহু পুষ্পালঙ্কৃত আর এক ছড়া বিচিত্র মাল্য।

লক্ষ্মণ পূজা করিতেছেন। এমন জীবন্ত ঠাকুরের পূজা করিতে গিয়া লক্ষ্মণ দেব অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিতেছেন না। মায়ের পায়ে প্রস্ফুট রক্তজবা দিয়া তাহার চারিধারে স্ফটিক-শুভ্র নানাবিধ বন ফুল দিয়া সাজাইতেছেন। মা হস্ত প্রসারণ করিলেন আর লক্ষ্মণ মালতী মালা ও চম্পক মালা হস্তে দিয়া প্রণাম করিলেন। কেশপাশ ভূষিত হইল মালতী মালায় আর চম্পক মাল্য উঠিল গল দেশে।

এই রাম-মানস-সরোবরের মরালিকা, এই কুণ্ডলাকুলকপোলসুন্দরী, এই ফুল্লনীরজনিভা বরাননা রামবল্লভা, এই নীল-নীরজদলায়তেক্ষণা মৃদু মন্দ হাস্য করিয়া শ্রীলক্ষ্মণের দিকে চাহিয়াই নয়নাভিরাম রামনয়নে কর্ণান্তদীর্ঘ নয়ন স্থাপিত করিলেন আর শ্রীলক্ষ্মণ ঐ সময়ে শ্রীরাম চরণারবিন্দে অরবিন্দার্ঘ্য প্রদান করিলেন। গাছের উপর দুই চারিটী বন বিহঙ্গ মধুর শব্দ করিয়া উঠিল, আশে পাশে দুই চারিটি বন্য হরিণ বন্য হরিণী মুগ্ধ দৃষ্টিতে কি দেখিয়া যেন সব ভুলিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের গলদেশে সেই বিচিত্র মাল্য পরাইয়া দিলেন, দিয়া ঐ রাশিকৃত পুষ্পে সীতা রামকে মনের মত সাজাইয়া কতই স্তব করিলেন। বলিলেন—

মুকুন্দো গোবিন্দো জনকতনয়া লালিতপদঃ
পদং প্রাপ্তা যস্যাধমকুলভবা চাপি শবরী।
গিরাতীতোঽগম্যো বিমলধীষণৈর্ বেদবচসা
রমানাথো রামো রমতু মম চিত্তে তু সততম্।
আরামঃ কল্পবৃক্ষাণাং বিরামঃ সকলাপদাং।
অভিরাম স্ত্রিলোকানাং রামঃ শ্রীমান্ স নঃ প্রভুঃ॥

লক্ষ্মণ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন আর সেখানে এক অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল। চিত্রকূটাদ্রির অন্তরস্থিত নিত্য সপ্তাবরণ অকস্মাৎ ফুটিয়া উঠিল। শ্রীভগবান্ তখন শ্রীলক্ষ্মণকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। ইঙ্গিত মাত্রে সপ্তাবরণ অন্তর্হিত

হইল। লক্ষ্মণ দেব তখন ভোগের দ্রব্য সম্মুখে ধরিলেন। পূর্ব্ব হইতে সমস্তই সংগ্রহ করা ছিল।

রাম সীতাকে ভোগ দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন জানকি! এই মাংস অতি পবিত্র, অতি সুস্বাদু। ইহা অগ্নিতে উত্তমরূপে পাক করা হইয়াছে। ভোগ দেওয়া শেষ হইল। রাম সীতার সহিত বসিয়া আছেন এমন সময়ে আকাশ ব্যাপিয়া একটা কোলাহল উত্থিত হইল এবং চারিদিকে ধূলিকণা ছাইয়া ফেলিল। যুথপতি মত্ত হস্তী সকল ভীত ও ত্রস্ত হইয়া দলে দলে চারিদিকে ছুটিতে লাগিল। রাম তখন বলিতে লাগিলেন লক্ষ্মণ! সুমিত্রা মাতা তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়া সুসন্তানবতী হইয়াছেন। লক্ষ্মণ দেখ দেখি ঐ ভীমস্তনিত গম্ভীর ঐ ভয়ঙ্কর মেঘ গর্জ্জন সদৃশ সুগভীর তুমুল শব্দ কিসের। এই অরণ্যে সিংহ বিত্রাসিত গজযুথ, এই মহা বনে মহিষ সকল এবং মৃগগণ সহসা চারিদিকে ধাবমান হইতেছে ইহার কারণ কি? কোন রাজা বা রাজপুত্র কি বনে মৃগয়া করিতে আসিলেন অথবা কোন দুষ্ট জন্তুর উপদ্রব উপস্থিত হইল—সৌমিত্রে ইহা নিশ্চয় কর দেখি! লক্ষণ! পক্ষীরাও এই পর্ব্বতে সুখে বিচরণ করে, অকস্মাৎ কেন এইরূপ হইতেছে তুমি ইহার কারণ অনুসন্ধান কর। রাম-পূজার আনন্দের পরে শ্রীলক্ষ্মণের ক্রোধের অভিনয় স্বাভাবিক কিনা ইহা যাঁহারা এইরূপ অবস্থায় পড়িয়াছেন সেই সমস্ত সাধকই বুঝিতে পারেন।

যাহা হউক রাম বাক্যে লক্ষ্মণ তখন অতি সত্বর এক কুসুমিত শাল বৃক্ষে আরোহণ করিলেন, করিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলেন। পূর্ব্বদিক দেখিয়া উত্তর দিকে দেখিলেন হস্ত্যশ্বরথ সমাকুল এবং সুসজ্জিত পদাতি যুক্ত সুবিপুল সৈন্য আগমন করিতেছে। অশ্ব গজ সম্পূর্ণ, রথধ্বজ বিভূষিত সৈন্যের কথা রামকে জানাইয়া লক্ষ্মণ বলিলেন আর্য্য আপনি সত্বর অগ্নি নির্ব্বাপিত করুন, জানকী গুহা মধ্যে অন্তগৃহ মধ্যে প্রবেশ করুন আর আপনি বর্ম্ম ধারণ করিয়া ধনু ও শর লইয়া প্রস্তুত থাকুন। পুরুষব্যাঘ্র রাম, লক্ষ্মণকে বলিলেন সৌমিত্রে এই সৈন্য কাহার মনে কর—ভাল করিয়া নিরীক্ষণ কর। লক্ষ্মণ ক্রোধে অগ্নি তুল্য হইয়াছেন, সৈন্য সকলকে ক্রোধে যেন দগ্ধ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন কৈকেয়ী পুত্র ভরত রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক করিবার জন্য আমাদের দুই জনকে বিনাশ করিতে আসিতেছে। হায় রামভক্ত। নিষ্কলঙ্ক তুমি! তোমার উপরেও সর্ব্বস্থান হইতে এই সন্দেহ ঝঞ্ঝা আপতিত হইবে! অথবা ইহাই সংসারের স্বরূপ! সাক্ষাৎ শ্রীভগবানকেও এই সংসার মায়া শোক দিতে ছাড়ে না—আর মানুষ

কোন ছার! ভগবান্ সকল সহ্য করিয়া জীবকে শিক্ষা দিতেছেন আত্মসংস্থ হও, শোক সহ্য কর, অগ্রাহ্য কর। জীব তুমিও আমার মত অন্তঃশীতল, বাহিরে ঝঞ্ঝা উঠে, উঠুক, কিন্তু ভিতরে তোমার অনিষ্ট কেহই করিতে পারেনা। লক্ষ্মণ আবার বলিতে লাগিলেন সম্মুখে এই যে অত্যুচ্চ বৃক্ষ দেখা যাইতেছে উহার অন্তরালে রথের অত্যুন্নত কোবিদারধ্বজ দেখা যাইতেছে। ঐ সমস্ত অশ্বারোহী শীঘ্রগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া এই দিকেই আসিতেছে; গজারোহি-গণ পরমানন্দে এই দিকেই আগমন করিতেছে। বীর! আমরা উভয়ে ধনুর্গ্রহণ করিয়া এই পর্ব্বত আশ্রয় করি আসুন। অথবা বর্ম্ম ধারণ করিয়া এবং আয়ুধ উদ্যত করিয়া এইখানে অবস্থান করিব; "অপি দ্রক্ষ্যাম ভরতং যৎ কৃতে ব্যসনং মহৎ" যাহার জন্য আমাদের এই মহৎ ব্যসন উপস্থিত সেই ভরত কেমন একবার দেখিব। কোবিদারধ্বজ ভরত যুদ্ধে আমাদের বশে আসিবেই। রাঘব! আপনি, সীতা ও আমি যাহার জন্য এই দশায় পড়িয়াছি, আপনি যাহার জন্য শাশ্বত রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন, এখন সেই শত্রু উপস্থিত, ভরত আমাদের বধ্য। রাঘব! ভরতের বধে আমি কিছুমাত্র দোষ দেখিনা। অগ্রে যে অপকার করে তাহাকে বধ করিলে কোন অধর্ম্ম হইবে না। পূর্ব্বাপকারী ভরতকে ছাড়িয়া দিলে ধর্ম্ম আমাদিগকে ত্যাগ করিবেন। ভরতকে নিহত করিয়া আপনি সমগ্র বসুন্ধরা শাসন করুন। রাজ্য কামুকী কৈকেয়ী অদ্য দুঃখিত চিত্তে ভরতকে আমার হস্তে হস্তিভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় নিহত হইতে দেখিবে। আমি কৈকেয়ীকেও কুব্জার সহিত সবান্ধবে বধ করিব। অদ্য মেদিনী কৈকেয়ীরূপ মহাপাপ হইতে মুক্ত হউন। মানদ! অদ্য আমি আমার অবরুদ্ধ ক্রোধ এবং কৈকেয়ীকৃত অন্যায় আচরণ হুতাশনে তৃণ নিক্ষেপের ন্যায় শত্রুসৈন্য মধ্যে নিক্ষেপ করিব। অদ্যই আমি শাণিত শর সমূহে শত্রু শরীর ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তাহাদের শোণিতে চিত্রকূট কানন রক্তাক্ত করিয়া ফেলিব। আমার শরজালে ছিন্ন-ভিন্ন হৃদয় হইয়া কুঞ্জর, তুরগ ও মনুষ্যগণ ধরাশায়ী হইলে শৃগাল কুক্কুরাদি শ্বাপদ সকল তাহাদিগকে ইতস্ততঃ আবর্ষণ করিবে। এই মহারণে ভরতকে সসৈন্যে নিহত করিয়া আমি যে শর ও ধনুর ঋণ পরিশোধ করিব এবিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

সত্যইত। বিষয়ীমানুষ প্রভুত্ব লাভ করিয়া মোহবশে কি না করিতে পারে? যদিই ভরত কিছু করেন তাহা হইলে—

ভরত হি দোষ দেই কো জায়ে।
জগ বৌরাই রাজপদ পায়ে॥

ভরতকে কে দোষ দিবে ? রাজ্যমদে জগতে বাতুল না হয় কে ? চন্দ্র গুরুপত্নী গমন করিলেন, নহুষ বিপ্রযানে চড়িলেন, বেণু প্রজা নিপীড়ন করিলেন ; ইন্দ্র, ত্রিশঙ্কু কে না রাজমদে কলঙ্ক ভাজন হইয়াছেন ? লক্ষ্মণের যদি ক্রোধ হইয়া থাকে ইহাতেই বা অপরাধ কোথায় ? ভ্রম জন্মানইত মায়ার কার্য্য—মায়াময় সংসারের স্বভাব। একে রাজ্যনাশ, তাহার উপর বনবাস, তার উপর সসৈন্যে ভরতের আগমন। ভ্রম ত হইতেই পারে। লাঞ্ছনার বাকী কি ?

লাতহু মারে চড়ত শির।
নীচকো ধূরি সমান।

লক্ষ্মণ বলিয়াছিলেন আমি ক্ষত্রিয়, রঘুকুলে আমার জন্ম, আমি রামানুজ—আমার দোষ কি ? ধূলি সম আর নীচ কে ? সেও কিন্তু পদাঘাতে মস্তকে চড়িয়া বসে।

ভগবান্ লক্ষণের এই ভ্রম ভাঙ্গাইলেন। আর ভরতের যশে জগৎ ভরিত হইয়া গেল। তুলসী দাস যথার্থই বলিয়াছেন—

জো না হোত জগ জন্ম ভরত কো।
সকল ধর্ম্মধুর ধরণি ধরত কো॥
কবি কুল অগম ভরত গুণ গাথা।
কো জানে তুম বিন রঘুনাথা॥

ভরত যদি এই পৃথিবীতে না জন্মিতেন, তবে পৃথিবীতে ধর্ম্মের ভার কে মাথায় করিয়া ধারণ করিত ? ভরতের গুণ কবিরও অগম্য—রাম তুমি ভিন্ন তাহা আর কে জানিবে ? সত্যই ভরত না জন্মিলে অচলকে সচলইবা করিত কে, আর সচলকে অচল করিতই বা কে ? আহা ভরতের প্রেমে স্থাবর, জঙ্গমের ভাব প্রকাশ করিতেছে আর জঙ্গমও আত্মহারা হইয়া স্থাবরের ন্যায় তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিতেছে।

রাম, লক্ষণের কথায় ভরতের প্রতি বিমুখ হইলেন না। অন্ধকারও যদি দিবাকরকে গ্রাস করে, আকাশকে মেঘ যদি গিলিয়া খায়, অগস্ত্য যদি গোষ্পদ জলে মগ্ন হন, পৃথিবী যদি ক্ষমাগুণ ত্যাগ করেন, মশক যদি ফুঁ দিয়া মেরু উড়াইয়া দেয়, তথাপি ভরত! ভরত কিন্তু রাজ্যমদে মাতিবেনা। যাহা হউক—

(২)

ক্রোধ মূর্চ্ছিত লক্ষ্মণকে ভরতের প্রতি অত্যন্ত যুদ্ধোদ্যোগবন্ত দেখিয়া রাম লক্ষ্মণকে বিশেষরূপে সান্ত্বনা করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন লক্ষ্মণ! এই ধনু, এই এই খড়্গা, এই বর্ম্ম ধারণে কোন্ প্রয়োজন যখন মহাবল, মহোৎসাহ ভরত স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন? পিতার নিকটে সত্যপালনে প্রতিশ্রুত হইয়া ভরতকে যুদ্ধে নিহত করিয়া কলঙ্কিত রাজ্য লইয়া আমি কি করিব?

যদ্দ্রব্যং বান্ধবানাং মিত্রাণাং বা ক্ষয়ে ভবেৎ।
নাহং তৎ প্রতীগৃহ্লীয়াং ভক্ষ্যান্ বিষকৃতানিব॥

আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবকে বিনাশ করিয়া যে দ্রব্য লাভ করা যায়, বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় আমি তাহা কখনও প্রতিগ্রহ করি না।

ধর্ম্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ পৃথিবীঞ্চাপি লক্ষ্মণ।
ইচ্ছামি ভবতামর্থে এতৎ প্রতিশৃণোমিতে॥

লক্ষ্মণ! আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি ধর্ম্ম বল, অর্থ বল, কাম বল এমন কি পৃথিবী পর্য্যন্ত আমি কেবল তোমাদের জন্যই অভিলাষ করি। লক্ষ্মণ! আমি আয়ুধ স্পর্শ করিয়া সত্যই বলিতেছি ভ্রাতৃগণের পালন এবং তাহাদের সুখ বর্দ্ধনের জন্যই আমি রাজ্য ইচ্ছা করি। সৌম্য লক্ষ্মণ! এই সাগরাম্বরা বসুন্ধরাও আমার পক্ষে দুর্ল্লভ নহে কিন্তু আমি অধর্ম্ম করিয়া ইন্দ্রত্ব লাভেও ইচ্ছা করিনা। মানদ! ভরতকে, তোমাকে এবং শত্রুঘ্নকে উপেক্ষা করিয়া আমার যদি কিছু সুখ লাভে ইচ্ছা হয় অগ্নিদেব যেন তাহা তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ করেন। আমার মনে হয়, প্রাণাধিক ভ্রাতৃবৎসল ভরত অযোধ্যায় আসিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারই রাজ্যে অধিকার এই কুলধর্ম্ম স্মরণ করিয়াছেন। পুরুষোত্তম! জানকীর সহিত ও তোমার সহিত আমাকে জটাবল্কল ধারণ করিয়া প্রব্রাজিত হইতে শুনিয়া স্নেহাক্রান্ত হৃদয়ে, শোকাকুল চিত্তে আমাকে দেখিবার জন্য ভরত এইখানে আসিয়াছেন, অন্য কোন উদ্দেশে আসেন নাই। অম্বা কৈকেয়ীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া, তাহাকে পরুষ অপ্রিয় বাক্যে তিরস্কার করিয়া পিতাকে প্রসন্ন করিয়া শ্রীমান্ ভরত আমাকে রাজ্য দিতে আসিয়াছেন। তাঁহার এই বিপদ কাল, আমাদিগের সহিত ভরতের দেখা করা উচিতই হইয়াছে। তিনি মনে মনেও কখন আমাদের প্রতি অহিতাচরণ করিবেন না। ভরত পূর্ব্বে

কবে তোমার কোন্ অপকার করিয়াছেন? তবে তুমি যে আজ তাঁহাকে এইরূপ শঙ্কা করিতেছ ইহার কারণ কি? ভরতের প্রতি কোন প্রকার নিষ্ঠুর বাক্য বলা, কোন প্রকার অপ্রিয় কথা কওয়া তোমার উচিত হয় না। ভরতকে অপ্রিয় বলিলে তাহা আমাকেই বলা হইবে। সৌমিত্রে! বিপদকাল উপস্থিত হইলে পুত্র কি পিতাকে বধ করিতে পারেন, না আপনার প্রাণসম ভ্রাতা ভ্রাতাকে বধ করিয়া থাকেন? রাজ্যের জন্য যদি তুমি ঐরূপ বলিয়া থাক, তবে ভরতের সহিত দেখা হইলে আমি ভরতকে বলিব ইঁহাকেই তুমি রাজ্য প্রদান কর। লক্ষ্মণ! আমি বলিলে ভরত নিশ্চয়ই তোমাকে রাজ্য দিতে অস্বীকার করিবেন না।

ধর্ম্মশীল ভ্রাতা এইরূপ বলিলে অগ্রজের হিতাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্মণ "প্রবিবেশেব স্বানি গাত্রাণি লজ্জয়া"—লক্ষ্মণ লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া যেন নিজগাত্রেই প্রবেশ করিলেন। রামরসায়ণের ভাব সুন্দর।

শ্রীরামের এ বচন শুনিয়া লক্ষ্মণ।
লজ্জা পারাবার মাঝে হইলা মগন॥
পড়িল হাতের ধনু মলিন বদন।
নখে করি করিছেন ভূতল লিখন॥
তাহা দেখি দুঃখী হয়ে সীতাঠাকুরাণী।
কহিছেন রঘুবরে সুমধুর বাণী॥
দয়াময় কহে তোঁহে যাবদীয় জন।
তোমার উচিত নাথ নহে এ বচন॥
কোথা অতিশয় স্নেহ পাত্র এ লক্ষ্মণ।
কোথা বজ্রাঘাত সম এ ঘোর বচন॥
দেখ দেখ ভয়ে ম্লান হইল বদন।
তাহা দেখি বিদরিয়া যায় মোর মন॥
সব সুখ ছাড়ি যেই আইল কানন।
তার প্রতি উচিত না হয় এ বচন॥
আপনিও হও প্রভু স্বতন্ত্র আচার।
অধিক কহিতে মোর সাধ্য নাহি আর॥
এত বাণী জানকীর বদনে শুনিয়া।
কহিছেন রঘুমণি লজ্জিত হইয়া॥

প্রিয়ে নাহি বুঝিয়া আমার অভিপ্রায়।
কি কারণে এত দোষ দিতেছ আমায়॥
হয়েছিল ইহার যেমন কোপোদয়।
সান্ত্বনা করিলে শীঘ্র নাহি হয় লয়॥
যদ্যপি হঠাৎ করে বাণ বরিষণ।
তবে হয় অতিশয় অনর্থ ঘটন॥
এলাগি করিনু ক্রূর বচন বিস্তার।
শীঘ্র শান্ত হয় অগ্নি পাইলে প্রহার॥
লক্ষণ আমার হয় প্রাণের সমান।
ইহাতে না কর কভু অন্যমত জ্ঞান॥
এত কহি কোলেতে করিয়া শ্রীলক্ষ্মণে।
তুষিলেন প্রভু তারে মধুর বচনে॥

রঘুনন্দন গোস্বামী ভাব ফুটাইবার জন্য মূলের কিছু বিলক্ষণ কথা আনিয়াছেন। লক্ষ্মণ তখনও বৃক্ষেই ছিলেন আর মূলে সীতারও কোন কথা এখানে নাই। যাহাহউক লজ্জিত হইয়া লক্ষ্মণ বলিলেন আর্য্য! বোধ হয় পিতাই স্বয়ং আপনাকে দেখিতে আসিতেছেন। লক্ষ্মণকে নিতান্ত অপ্রস্তুত হইতে দেখিয়া রামচন্দ্র তখন বলিতে লাগিলেন হয়ত পিতাই আমাদিগকে দেখিতে আসিতেছেন। অথবা আমার মনে হয় পিতা আমাদিগকে অত্যন্ত সুখী ভাবিয়া আমাদের বনবাস ক্লেশ স্মরণ করিয়া আমাদিগকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন। বৈদেহী অত্যন্ত সুখসেবিনী পিতা হয়ত তাঁহাকে বন হইতে ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন। ঐ দেখ প্রশস্ত শরীর, বায়ুবেগসম দ্রুতগামী মহাবল দুই অশ্ব দেখা যাইতেছে। ঐ দেখ পিতার সেই সুমহাকায় শত্রুঞ্জয় নামক বৃদ্ধ হস্তী সৈন্যগণের অগ্রে অগ্রে আসিতেছে। কিন্তু মহাভাগ! পিতার সেই প্রখ্যাত শ্বেত ছত্র ত দেখিতেছিনা—আমার মনে সন্দেহ হইতেছে।

লক্ষ্মণ তুমি আমার কথা শুন, বৃক্ষ হইতে অবতরণ কর। রামের আদেশে যুদ্ধবিজয়ী লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ শাল বৃক্ষাগ্র হইতে অবতরণ করিলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে রামের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

এদিকে ভরত আশ্রমপীড়া না হয় এই জন্য সৈন্যগণকে পর্ব্বতের চারিধারে সেনাবাস সন্নিবেশ করিতে আজ্ঞা দিলেন। সেই গজবাজিনরাকুল ইক্ষ্বাকু সৈন্য পর্ব্বতের অর্দ্ধযোজন অধিকার করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। নীতিজ্ঞ

ভরতের শিক্ষিত সেনা ধর্ম্ম অগ্রে করিয়া, দর্প ত্যাগ করিয়া রামপ্রসন্নতা জন্য সেই চিত্রকূটে বড়ই শোভা বিস্তার করিল।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

শ্রীভরতের রাম অন্বেষণ।

"কুত্রাস্তে সীতয়াসার্দ্ধং লক্ষ্মণেন রঘূত্তমঃ"।

অধ্যাত্ম রামায়ণ।

"সব দেখ শুধু আমায়, দেখনা কি তুমি।
বনে বনে বনে কত খুঁজে বেড়াই আমি"॥

ভরত সরিস কোরাম সনেহী। জগ জপুরাম, রাম জপু জেহী॥ ভরতের সমান রামপ্রিয় আর কে আছে? জগতের লোক রাম রাম জপ করে, আর রাম জপ করেন ভরতকে!

ব্রজ-সুন্দরিগণ বনে বনে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন এ সংবাদ আমরা ভাগবতে পাই। জয়দেব ইহা অবলম্বন করিয়া তাঁহার রসপূর্ণভাবে লিখিয়াছেন "বসন্তে বাসন্তীকুসুম সুকুমারৈরবয়বৈ ভ্রমন্তিং কান্তারে বহুবিধ কৃষ্ণানুসরণং" এই বসন্তে বাসন্তী কুসুমের মত সুন্দর অবয়ব—আহা কে তুমি! এই কুসুমামোদিত বনে বহুপ্রকারে কৃষ্ণানুসরণ করিয়া বেড়াইতেছ? এই অন্বেষণ এক প্রকার; এখানে পাইয়া, হারাইয়া অন্বেষণ। আমাদের ভাগ্যে এ অন্বেষণ হয় না। পাইয়া হারাইলাম কবে, যে তোমার অন্বেষণে ছুটিব? আর কেহ কেহ মনে মনে স্থির করিয়া বসিয়া থাকেন, ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্র যিনি তাঁহার আবার অন্বেষণ কি করিব? না না ভ্রান্ত হইওনা। জ্ঞানী হও বা ভক্ত হও বা যোগী হও তাঁহাকে খুঁজিতেই হইবে। শ্রুতি বলেন "অন্বেষ্টব্যং প্রযত্নেন মারুতে জ্যোতিরান্তরম্" মুক্তিকোপনিষৎ। সকলকেই এই অন্তঃজ্যোতিঃ স্বরূপ আত্মারামকে খুঁজিতে হইবে। এইখানে পাইয়া বাহিরে সমস্তই চৈতন্য দেখা—সমাধি বিরামে সর্ব্বত্র এক চৈতন্য ভাসিয়াছেন দেখা জ্ঞানীর অন্বেষণ, যোগীরও অন্বেষণ। আর একপ্রকার অন্বেষণ আছে, তাহা বিশ্বাসীর অন্বেষণ। চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে তুমি অন্বেষণ করিয়া যখন তাহাকে পাও বলিয়া মনে কর তখন দেখিও চুম্বকের লৌহ আকর্ষণের মত তোমার মন প্রাণ

সমস্তই সেইখানে লুটাইয়া পড়িল কিনা? শ্রীগীতায় ৪র্থ অধ্যায়ের নবমশ্লোকের ব্যাখায় যে অন্বেষণের কথা আছে তাহাই বিশ্বাসীর অন্বেষণ। সেখানে আছে, সুন্দর পুষ্প দেখিতে কাননে একাকী যাও দেখি, গিয়া একবার দেখদেখি, পুষ্পে পুষ্পে, প্রজাপতির পাখায় পাখায়, কাহার সৌন্দর্য্য আঁকা আছে? মনোহর একটি পুষ্প দেখিয়া কি মনে হয় না, কে যেন এইমাত্র রং করিয়া এখনি কোথায় লুকাইয়াছে। মনে হয় যেন রং দিতে দিতে, লোক দেখিয়া পুষ্পে মিলাইয়া লুকাইয়া পড়ে? কোন কোন পুষ্পে রংএর ছিটা দেখিয়া কি মনে হয় না কে যেন গোপনে রং দিতেছিল, যেন পড়ন্তা লোকের সাড়া পাইয়া, এখনি ফুলের গায়ে, পাতার গাছে রংএর তুলি ঝাড়িয়া কোথায় লুকাইয়া পড়িল? যেন কাছে কাছেই সে আছে, সুন্দর ছাড়িয়া সুন্দর কোথাও যাইতে পারে না। কত সুন্দর সে, যখন পাতায় পাতায়, ফুলে ফুলে, পাখায় পাখায়, তুলি ধরিয়া, শান্ত হইয়া, নিপুণভাবে রং করে, আবার লোকের সাড়া পাইলে কোথায় লুকাইয়া পড়ে। আবার রাত্রিকালে যখন কেহ থাকে না তখন পাতায় পাতায় শিশির বিন্দুর মালা গাঁথিয়া কাহাকে যেন আদর করিয়া পরাইয়া যায়, কখন বা চাঁদ লইয়া তারা লইয়া নীল আকাশে কত খেলা করে। কত সুন্দর সে—একবার বনে বনে নিঃশব্দে ঘুরিয়া ফিরিয়া, নির্জ্জনে দাঁড়াইয়া তাহাকে খোঁজ দেখি, নিঃশব্দে বনমধ্যে পুষ্পবৃক্ষের আড়ালে আড়ালে একাকী তাহার জন্য দাঁড়াইয়া থাক দেখি, সে যখন পুষ্প হইতে বাহির হইয়া অবার রং দিতে আসিবে তখন যদি তার ভাবভঙ্গী একবার দেখিতে পাও!

তারপর গুঞ্জনও মধুব্রতের ঝঙ্কার একাকী শোন দেখি, পাখীর কাকলী একাকী দাঁড়াইয়া শ্রবণ কর দেখি! বল কে এই সুন্দর স্বর দিতেছে? তার পর এই পুষ্পের গন্ধ। আহা! কত মনোহর বল। কখন্ সে আসে, কেমন করিয়া গন্ধ ঢালিয়া চলিয়া যায়, ভাবনা করনা, সেই সুন্দরের কার্য্য কত সুন্দর! উপরে আকাশের গায়ে মেঘের সঙ্গে বিদ্যুতের খেলা, দেখিয়া দেখিয়া সেই দীপ্তিশীল ক্রীড়াশীলকে ডাক দেখি—বলনা "অভিনব ইব বিদ্যুন্মণ্ডিতো মেঘখণ্ডঃ" শময়তু মম তাপং সর্ব্বতো রামচন্দ্রঃ—ইচ্ছা হয় বল কৃষ্ণচন্দ্রঃ ইহাতেও আপত্তি নাই। চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ, আকাশের গায়ে নানাবর্ণের মেঘ সেই যে আঁকে! তারে খোঁজ, তার গায়ের অলঙ্কার, এই নদী, সমুদ্র, ফুল, ফল। শুধু অলঙ্কার না দেখিয়া, যে অলঙ্কার গড়িয়া অলঙ্কার পরে, সেই অলঙ্কার সাজান

মূর্ত্তি একবার দেখিবার জন্য ব্যাকুল হও না! অন্য স্থানে এই কথা লেখা হইয়াছে এখানে ভাব ফুটাইবার জন্য তাহাই পুনর্ব্বার লেখা হইল। ভাব জানাই ত প্রয়োজন।

ব্যাকুল শ্রীভরতের রাম অন্বেষণ—পাইয়া হারাইবার অন্বেষণ। ব্যথায় বুক ভরা, বিনা কলঙ্কে আজ জগতের কাছে কলঙ্কী। রাম লক্ষ্মণ সীতা আমার নাম শুনিয়া যদি অন্যত্র গমন করেন? না না তা কি হয়? তাঁর স্বভাব যে আমি জানি। তিনি যে সেবকের মন জানেন।

ভরত বনে বনে রামের অন্বেষণ করিতেছেন। রাম পাইবার আশায় রামগিরির শোভা ভরতের প্রাণে, কোন ঝঙ্কার আনিতেছে? প্রাণের ব্যাকুলতা আজ ভরতকে কোথায় লইয়া যাইতেছে? সকল বস্তুতে তোমার সাড়া পাইতেছি তবু কেন দেখিতে পাই না? ভরত দেখিতেছেন

ঝরণা ঝরহি মত্ত গজ গাজহিঁ।
মনহুঁ নিশান বিবিধ বিধি বাজহিঁ॥
চক চকোর চাতক শুক পিকগণ।
কুজত মঞ্জু মরাল মুদিত মন॥
অলিগণ গাবত নাচত মোরা।
জনু সুরাজ মঙ্গল চহুঁ ওরা॥
বেলি বিটপ তৃণ সফল সফুলা।
সব সমাজ মুদ মঙ্গল মূলা॥

কোথাও ঝরণা হইতে জল ঝরিতেছে, কোথাও মত্ত মাতঙ্গ গর্জ্জন করিতেছে মনে হইতেছে যেন কাননে বিচিত্র বাদ্যধ্বনি হইতেছে। চক্রবাক, চকোর, চাতক, তোতা, পাপিয়া আর সুন্দর মরাল মনের আনন্দে গান গাহিতেছে। ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে, ময়ূর নাচিতেছে। যেন কোন সুন্দর রাজ্যে চারিদিকে মঙ্গল ধ্বনি উঠিতেছে।

ফুলে ফলে তৃণ পল্লব দলে তরুলতা পৃথ্বী সুন্দর শোভা ধরিয়াছে—ভরতের মনে হইতেছে সমস্তই যেন আনন্দের মূল। বৃক্ষ পুরুষ, বেলি স্ত্রী আর তৃণ উহাদের সন্তান, কাছে লইয়া যেন নৃত্য দেখিতেছে।

চারিদিকে মঙ্গল চিহ্ন কিন্তু রাম কোথায়? সকলেই যেন রামানন্দে ভরিত

কিন্তু আমার প্রভুর দর্শনত মিলিতেছে না। রামদর্শনাকাঙ্ক্ষী ভরত কতই অন্বেষণ করিতেছেন। কত স্থানে কত ঋষির আশ্রম মিলিল। কিন্তু রামাশ্রম ত দেখিতে পাই না। ঋষিগণকে ভরত জিজ্ঞাসা করিতেছেন "ক্বাত্রাস্তে সীতয়া সার্দ্ধং লক্ষ্মণেন রঘূত্তমঃ" আপনারা বলিয়া দিন রঘূত্তম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত কোথায় অবস্থান করিতেছেন? তপস্বিমণ্ডল সংবাদ দিলেন, এই পর্ব্বতের পশ্চাতে গঙ্গার উত্তর তটে রমণীয় কাননমণ্ডিত রামসদন। ফলিত আম্র পনস কদলীখণ্ড সংবৃত ঐ ত আশ্রম। সেখানে কত চম্পক, কত কোবিদার কত পুন্নাগ।

রাম বিরহে শ্রীভরতের দশা দেখিয়া মুনিগণ বিস্মিত হইয়াছেন। আহা! ইহাতে আর বিচিত্রতা কি?

জড় চেতন জগ জীব ঘনেরে * জে চেতয়ে প্রভু জিন প্রভু হেরে।
তে সব ভয়ে পরম পদ যোগূ * ভরতদরশ মেটেউ ভব রোগূ॥
যহ বড়িবাত ভরতকী নাহীঁ * সুমিরত জিনহি রাম মনমাহীঁ।
বারেক রাম কহত নর জেউ * হোত তরণ তারণ নর তেউ॥

জড় চেতন যত কিছু জীবঘন জগতে আছে, প্রভু যাহাদের পানে চাহিয়াছেন, আর যাহারা প্রভুপানে চাহিয়াছে, তাহারা সকলেই পরমপদ প্রাপ্তির যোগ্য আর ভরতের দর্শন ভব রোগ বিনাশ করে। ভরতের পক্ষে ইহা কিছু বড় কথা নহে, কারণ রঘুমণি নিজে শ্রীভরতকে স্মরণ করেন।

যাহারা এই বিশ্বে একবার রাম নাম করে, তাহারা আপনারা ত্রাণ পায় এবং অন্যকেও পরিত্রাণ করে।

আহা! ভরতের অবস্থা যে বর্ণনা করা যায় না।
জবহিঁ রাম কহি লেহিঁ উসাসা * উমঁগত প্রেম মনহু চহু পাসা॥

যখন রাম রাম বলিয়া ভরত দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেন তখন চারিপাশে প্রেম উথলিয়া পড়ে। হরি হরি—না দেখিলে ইহা কি অনুভবে আসিবে—কল্পনায় বুঝা যায় আর বলা যায় কি সুন্দর!

হর্ষভরে শ্রীভরত পুলকাঞ্চিত কলেবরে মন্ত্রিসহ রঘুশ্রেষ্ঠ ভবনাভিমুখে ছুটিয়াছেন। ভরত দেখিতেছেন সুদূরে সুন্দর মুনিবৃন্দ সেবিত রাম পর্ণশালার বৃক্ষাগ্রে বল্কলাজিন দেখা যাইতেছে। শত্রুঘ্নের সহিত ভরত মনোরম রাম-

ভবনের সম্মুখীন হইতেছেন। দেখিতেছেন চারিধারে ধ্বজ-বজ্র-অঙ্কুশ-পদ্মাঙ্কিত পদচিহ্ন। ভরত অতিমঙ্গল রামপদরজে লুণ্ঠিত হইয়া বলিতেছেন—আহা আমি ধন্য হইলাম—এইত রাম পদারবিন্দাঙ্কিত ভূতল—আহা! ব্রহ্মাদি দেবতা এবং শ্রুতি সকল যে পদরজ সর্ব্বদা অন্বেষণ করেন—এই ত আমি তাহা দেখিতেছি। রঘুনাথের ভাবনায় বিগাঢ় চেতা ভরত অদ্ভুত প্রেমরসে আপ্লুত। আনন্দাশ্রু বক্ষ ভাসাইয়া দিতেছে। ভরত তখন ধীরে ধীরে শ্রীহরির আশ্রম সন্নিধানে উপস্থিত হইতেছেন।

জগদ্রামী রামায়ণে ভরত বিলাপ যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং ভক্তের কাতর আহ্বানে ভগবান্ যেরূপ বিচলিত হইয়া থাকেন দেখান হইয়াছে তাহা ভক্তের বড় আদরের বস্তু। আমরা লোভসম্বরণ করিতে না পারিয়া এখানে তাহা উল্লেখ করিতেছি।

দুই ভুজ তুলি, পদব্রজে চলি, ব্যাকুলী অবশ কায়।
প্রেমে গদগদ, মনে অতি খেদ, ধীরে ধীরে পদ যায়॥
চরণ চিহ্নিত, স্থানে স্থানে কত, দেখি লোভে আঁখিতারা।
জটালুটে ভুমে, কান্দে অবিশ্রামে, নয়নে বয়ানে ধারা॥
করি উচ্চরব, ডাকয়ে রাঘব, প্রভু কোথা আছ বসি।
দুরিত পূরিত, ডাকিছে ভরত, সকল দোষের দোষী॥
আমরা বালক আপনে পালক, জনক সদৃশ হৈয়া।
এ শোক সাগরে, ভাসায়ে আমারে, না দেখ নয়নে চাইয়া॥
কৈকেয়ীর দোষে, ত্যজিতে না এসে, এ দাসে বিশেষে তোমা।
যদি অপরাধী, তবু কৃপানিধি, করিবারে হয় ক্ষমা॥
গুহক চণ্ডাল, সখা কৈলে ভাল, শিলা বক্ষে পদ থুলে।
এমন কৃপাল, হইয়া দয়াল, ভরতে আকুল কৈলে॥
তুমি প্রভু জ্যেষ্ঠ, সকলে কনিষ্ঠ, আমরা এ তিন ভাই।
যে জন রক্ষক, সে যদি ভক্ষক, বিপক্ষ আর কি চাই॥
যে কর সে কর, দেব রঘুবর, একবার দাও দেখা।
কি ভাব বিধান, হইছে নিদান, প্রাণ না যাইছে রাখা॥
একথা বলিতে, কাঁদিয়া চলিতে, শোকেতে হইল ভোর।
বনে তরুলতা, তারে কন কথা, দেখেছ রাঘব মোর॥

হেদেরে ভূধর, মোর রঘুবর, তোমার নিকটে ছিলা।
ভরত পামরে, মনে ঘৃণা করে কোন্ পথে কোথা গেলা॥
আমার বয়ান, কমল নয়ন, বুঝি না দেখিবে আর।
ইহার উত্তর, আনি দেহ মোর, এই দিল তোরে ভার॥
ব্যাকুল অন্তর, ভরত কুমার, তা পর পবনে কন।
শুন সদাগতি, কোথা রঘুপতি, জান বল বিবরণ॥
জগতের প্রাণ, তব অভিধান, অতেব বলি তোমারে।
উপদেশ দিয়া, রাখ মোর হিয়া, নতু ত্যজি যাও মোরে॥
মন্দারে দেখিয়া, করপুট হৈয়া, প্রণমিয়া কিছু কন।
মোর পূর্ব্ববংশ, যবে হৈল ধ্বংস, কৈলে তখন তারণ॥
মোদের আনিত, তুমি জগন্মাত, পুনঃ বংশ মোর যায়।
কোথা রঘুমণি বল সুরধুনি, ভীত ভরতে শুধায়॥
এই নানা ক্রমে, কভু পড়ে ভুমে, কখন চেতন হরে॥
কভু পদচারী, চলে ধীরি ধীরি, কান্দে কভু উচ্চৈঃস্বরে॥

ভরত কতই বিলাপ করিতেছেন; প্রভু আমি পাপী আমায় তুমি ত্রাণ কর। পূর্ব্ব অপরাধে মায়ের দোষে আমি দোষী—আমি ভাল মন্দ জানি না। জননীর দোষে ভীত আমি আমাকে ত্যাগ করিও না, নিজ দাসে দয়া কর। সংসারে যাহাকে বিশ্বাস করিয়া ধনরত্ন হাতে তুলিয়া দিয়াছিলে, সে যখন সামান্য ধনের জন্য শত মিথ্যা কথা তুলিয়া তোমাকে প্রতারণা করে তখন তোমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয় সেই সময়ে তুমি শ্রীভরতের এই বিলাপ পড়িয়া দেখ, শ্রীভরতের মত শ্রীভগবানকে জানাও দেখিও তিনি মনকে শান্ত করিয়া দেন কিনা। আহা! শ্রীভগবানকে এইরূপে জানানই যে পরম শান্তি। তোমার কাতর প্রার্থনা শ্রীভগবান শ্রবণ করেন নিশ্চয়ই—তোমার কিন্তু তাঁহাকেই জানান চাই।

কাঁদিছে আকুল চিতে, হেথা রাম কুটীরেতে
সীতা সাথে ছিলা প্রেমাবেশে।
কাঞ্চন বরণ তনু, লক্ষ্মণ ধরিয়া ধনু
দ্বারে ছিলা দাঁড়ায়ে হরষে॥

ভরত রোদন ধ্বনি, অন্তরের কর্ণে শুনি
অনুমানি রঘুমণি কন।
হা রাম হা রাম বলি, কে ডাকিছে ও মৈথিলী
ব্যাকুল হইল মোর মন॥
শুন প্রিয়া মন দিয়া, কে আসে পীড়িত হৈয়া
ঝটিতে বলহ সরোদ্ধার।
কান্দে কেন মোর প্রাণ, এই হেতু হয় জ্ঞান
বুঝি আসে ভরত কুমার॥

যে ভগবান সুখময়, আনন্দময়, সেই ভগবানকে ব্যাকুল করিতে পারে ভক্তের তীব্র ব্যাকুলতা। ইহা না হইলে শ্রীভগবানের দর্শন কি মিলে?

(ক্রমশঃ)
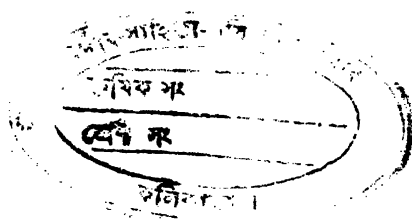
কাঁঠাল পাড়া "বঙ্কিম সাহিত্য সম্মেলনে" দর্শনশাখার সভাপতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সাংখ্য বেদান্ত তর্কতীর্থ মহাশয়ের অভিভাষণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র প্রামাণিকগণের অগ্রণী পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী এবং পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী এই অবৈদিক ষড়্দর্শনীর স্বরূপ ও প্রয়োজন প্রদর্শন করিতে যাইয়া বলিতেছেন যে, মানব আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা স্বীয় কৃতার্থতা সম্পাদনের জন্য যখন আত্মচিন্তাসমুদ্রে নিমগ্ন হইতে যায়, তখন যে যে প্রতিকূল অবস্থা যে যে প্রতিকূল চিন্তাতরঙ্গরাশি সেই সিন্ধু নিমজ্জন প্রতিরোধ করিয়া থাকে, সেই প্রতিকূল চিন্তারাশি দার্শনিক রীতিতে সুবিন্যস্ত হইলেই এক একটী বাহ্য দর্শনরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই বাহ্য দর্শন সমূহের প্রতিকূল তরঙ্গাঘাতের মধ্যেও অনুকূল প্রবাহ সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত থাকে। সেই বাহ্য দর্শনের প্রাথমিক ভূমিকা বৃহস্পতি প্রণীত চার্ব্বাক দর্শন। তৈত্তিরীয় শ্রুতির ব্রহ্মানন্দ বল্লী অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলে চার্ব্বাকাদি বাহ্য দর্শনেরও স্থান, প্রয়োজনয়ীতা সুস্পষ্ট উপলব্ধ হইয়া থাকে।

অবৈদিক বা বাহ্য দর্শন।

স বা এষ পুরুষো অন্নরসময়ঃ এই শ্রুতি আলোচনা করিলে চার্ব্বাক দর্শনেরও শ্রৌতত্ব বুঝিতে পারা যায়। মানুষও আত্ম চিন্তনের প্রথম ভূমিকাতে পৃথিব্যাদি চতুর্ব্বিধ ভূতসংঘাত, অন্নরসময় চৈতন্যালিপ্ত দেহকেই আত্মরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। এই অন্নময়ের আত্মতা প্রতিপাদনে চার্ব্বাক দর্শন পর্য্যবসিত। আত্ম চিন্তনাভিলাষী ক্রমে এই ভূমিকা অতিক্রম করিয়া যতই আত্মস্বরূপের দিকে অগ্রসর হইবেন ততই সূক্ষ্মতর আত্মনিরূপণকারী চার্ব্বাক দার্শনিকদিগের সহিত সাক্ষাৎকার হইবে। এই চার্ব্বাক দর্শন দেহাত্মবাদ, ইন্দ্রিয়াত্মবাদ, প্রাণ-

আত্মবাদ ও মন—আত্মবাদে বিভক্ত। এই দর্শন আলোচনা প্রসঙ্গে ইহা দৃঢ় স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই চার্ব্বাকাদি দার্শনিকগণ ভূত ইন্দ্রিয় প্রাণ মন আদিরূপে যে আত্মার নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের উচ্ছৃঙ্খলিত চিন্তার প্রবাহ নহে। কিন্তু আত্মচিন্তনানুরাগী জনের স্বীয় চিত্তের প্রথম দ্বিতীয়াদি ভূমিকার পরিস্ফুট চিত্র। এই ক্রম অবলম্বন করিয়াই মানব ক্রমে পরম সূক্ষ্মতম আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎকারে অধিকারী হইতে পারিবে। পূজনীয় আচার্য্যগণ ইহাকে অরুন্ধতীনিদর্শনন্যায় নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন।

এই বাহ্য দর্শনের অপর প্রকার আর্হত দর্শন। ইহা পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ চার্ব্বাক দর্শন অপেক্ষা সূক্ষ্ম। দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন অথচ দেহ-পরিমাণ অবিনাশী আত্মনিরূপণে এই দর্শন পর্য্যবসিত। অতঃপর বৌদ্ধদর্শনের বৈভাসিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক নামক প্রস্থান চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রাথমিক প্রস্থানত্রয়ে আত্মা ক্ষণিক বিজ্ঞানস্বরূপ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। আর শূন্যই আত্মা ইহা মাধ্যমিক প্রস্থানের সিদ্ধান্ত। এইরূপে বাহ্য দর্শন সমূহও আত্মার আপেক্ষিক সূক্ষ্মতর স্বরূপ নিরূপণে পর্য্যবসিত এবং প্রত্যেকটী সিদ্ধান্তই শ্রুতি প্রদর্শিত। এইরূপে বেদ বাহ্য দর্শন চার্ব্বাক, আর্হত, বৈভাসিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার, মাধ্যমিক এই ছয় প্রকারে বিভক্ত। পূর্ব্বচার্য্যগণের এইরূপ অভিপ্রায় বুঝিতে পারা যায়।

আর বৈদিক ষড়দর্শনীর মধ্যে বৈশেষিক, তার্কিক ও প্রাভাকরগণ আত্মাকে কর্ত্তা ভোক্তা ও বিভু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাট্টপ্রস্থানে আত্মাকে জড়স্বরূপ ও বোধস্বরূপ—এইরূপ উভয়াত্মক বলা হইয়াছে। আর কেবল চিৎস্বরূপ বোধাত্মক ভোক্তাই আত্মার স্বরূপ ইহাই সাংখ্য এবং পাতঞ্জল প্রস্থানে উক্ত হইয়াছে। ঔপনিষদ সিদ্ধান্তে আত্মা নির্ধর্ম্মকপরমানন্দ বোধ স্বরূপ। ইহাদের মধ্যে প্রাভাকর ও ভাট্টসম্প্রদায় লইয়াই পূর্ব্বমীমাংসা প্রস্থান হইয়াছে। আর এইরূপে বৈশেষিক, তার্কিক, মীমাংসক, সাংখ্য, পাতঞ্জল ও ঔপনিষদ বা বেদান্ত মত লইয়া বৈদিক ষড়দর্শনী হইয়াছে। আর যদি অপেক্ষাকৃত স্থূলভাবে এই উভয়বিধ দর্শনের অবান্তর বিভাগ গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে নাস্তিক দর্শন—দেহাত্মবাদী চার্ব্বাক, ইন্দ্রিয়াত্মবাদী চার্ব্বাক, প্রাণ আত্মবাদী চার্ব্বাক, মন আত্মবাদী চার্ব্বাক, শ্বেতাম্বর জৈন, দিগাম্বর জৈন, বৈভাসিক বৌদ্ধ, সৌত্রান্তিক বৌদ্ধ, যোগাচার বৌদ্ধ এবং মানসিক বৌদ্ধ এই দশটী সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়।

এবং আস্তিক সম্প্রদায় বৈশেষিক, তার্কিক, প্রাভাকর মীমাংসক, ভাট্ট মীমাংসক সাংখ্য, পাতঞ্জল এবং বেদান্ত—এই আটটী সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া থাকে। অবশ্য সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে এই বিভাগ অন্যরূপে ষোড়শ সংখ্যায় পরিগণিত হয়। যথা—চার্ব্বাক দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন, জৈন দর্শন, রামানুজ দর্শন, পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন, নকুলীশ-পাশুপত দর্শন, শৈব দর্শন, প্রত্যভিজ্ঞ দর্শন, রসেশ্বর দর্শন, বৈশেষিক দর্শন, নৈয়ায়িক দর্শন, জৈমিনি দর্শন, পাণিনি দর্শন, সাংখ্যদর্শন, যোগদর্শন, শঙ্কর দর্শন। অবশ্য হরিভদ্র সুধা প্রভৃতি কৃত যে প্রাচীন দর্শন সংগ্রহ জাতীয় গ্রন্থ দেখা যায়, তাহাতে সংখ্যা এত অধিক নহে। বাহুল্যতা ভয়ে তাহাদের আর উল্লেখ করিলাম না। কিন্তু শঙ্কর-বিজয় গ্রন্থে দেখা যায়, যে আচার্য্য শঙ্করের সময় অল্পবিস্তর ৭২টী দার্শনিক মত প্রচলিত ছিল। অবশ্য এই দার্শনিক মত ধর্ম্ম মতেরই পরিপোষকরূপে প্রচলিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ ভারতে ধর্ম্মমত শূন্য দার্শনিক মত বলিয়া কোন মতবাদ নাই। ইহাই ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য। আর সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে বেদসম্ভূত বলিয়াই ধর্ম্মের সহিত বিজড়িত হইয়াছে।

দর্শন শাস্ত্রের উপযোগিতা।

যদিও দর্শন শাস্ত্র সমূহ আত্মজ্ঞান দ্বারা মানবগণকে কৃতার্থ করিবার জন্য প্রবৃত্ত, তথাপি জীবজগতের ব্যবহার সিদ্ধি বিষয়েও দর্শন শাস্ত্র উদাসীন নহে। ভারতীয় কাব্য ও ব্যাকরণ, দর্শন-শাস্ত্রের রূপান্তর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই দর্শন শাস্ত্র অবলম্বন করিয়াই পাণিনীয় দর্শন শব্দ তত্ত্বের অপূর্ব্ব রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন। মহাভাষ্য, বাক্যপদীয় প্রভৃতি গ্রন্থে ব্যাকরণ শাস্ত্রের দার্শনিক স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। মহাকবিগণ প্রণীত আলঙ্কারিক গ্রন্থে যে মনোবিজ্ঞানের সুক্ষ্ম বিশ্লেষণ তাহাও দর্শন শাস্ত্র প্রসূত। ভারতীয় পুরাণ শাস্ত্র সাংখ্য দর্শনের ক্রোড়েই লালিত। পুরাণে সর্গ প্রতিসর্গ প্রভৃতির আলোচনা এই সাংখ্য দর্শন হইতেই সংগৃহীত। ব্যবহার শাস্ত্র ও দায়বিচার প্রভৃতি তর্কশাস্ত্র দ্বারা সুমার্জ্জিত। ভারতীয় মনুষ্যায়ুর্ব্বেদ গজায়ুর্ব্বেদ অশ্ববৈদ্যক বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ প্রভৃতির মূল সূত্র এই দর্শন শাস্ত্র হইতেই প্রসূত হইয়াছে। ধাতু বৈষম্য রোগ ও ধাতুসাম্য আরোগ্য প্রভৃতির যে আলোচনা তাহা সাংখ্য দর্শনেরই অন্তর্গত। রেখাগণিত ও পাটি শাস্ত্রের পরিপাটী সম্পূর্ণ তর্ক শাস্ত্রের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ন্যায়সূত্রভাষ্য-কার ভগবান বাৎস্যায়ন স্বীয় ভাষ্য "প্রদীপঃ সর্ব্বদিদ্যানাং" উক্তি দ্বারা এই তর্ক

শাস্ত্রকে সমস্ত বিদ্যার উপজীব্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর তাহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পরম-মাহেশ্বর ভারদ্বাজ উদ্যোতকর এই আন্বিক্ষিকী নামধেয় তর্কবিদ্যার ত্রয়ীবার্ত্তা ও দণ্ডনীতির প্রতি যে অনুগ্রহ তাহা বিশদভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপে ভারতীয় সমস্ত শাস্ত্রই এমন কি কাম শাস্ত্র পর্য্যন্তও এই দর্শন শাস্ত্রদ্বারা অনুগৃহীত, পরিষ্কৃত এবং দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে।

ব্যুৎপন্ন বুদ্ধি মনুষ্য হইতে অব্যুৎপন্ন পশু পক্ষী পর্য্যন্ত যে ভাবে স্ব স্ব ব্যবহার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে তাহা নিবিষ্ট চিত্তে অবলোকন করিলে দর্শন শাস্ত্রের সার্ব্বভৌমিকতা এবং সমস্ত জীবের স্বভাবসিদ্ধ ভাব উপলব্ধি হইয়া থাকে—ভগবৎ পূজ্যপাদাচার্য্য শঙ্কর, ইহা সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন। এক কথায় সমস্ত প্রাণিগণের নিয়মবদ্ধ শৃঙ্খলাযুক্ত আরম্ভ মাত্র দর্শন শাস্ত্র দ্বারা গ্রথিত ও অনুগৃহীত এবং অনিয়ত উচ্ছৃঙ্খলিত আরম্ভ মাত্র এই দর্শন শাস্ত্র দ্বারা দণ্ডিত হইয়া থাকে। নিয়মের উদ্ভাবন ও উদ্ভাবিত নিয়মের ব্যত্যয় এই উভয়ই দর্শন শাস্ত্রের অন্তর্গত। বিষমভাবে ব্যবস্থিত অনন্ত বস্তু রাশির মধ্যে সাম্যদর্শন ও সাম্যভাবে ব্যবস্থিত বস্তু রাশির মধ্যে বৈষম্যের উদ্ভাবন এই দর্শন শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। ভারতীয় দুরবগাহ রসায়ন শাস্ত্র এই দর্শন শাস্ত্রানুগৃহীত হইয়াই মোক্ষনগরীর সমীপবর্ত্তী হইবার স্পর্দ্ধা পোষণ করিয়াছে। সর্ব্ববিধ পরমাণুর চাতুর্ব্বিধ্য-বিভাগের প্রতি দৃঢ়শ্রদ্ধ হইয়াই রসায়ন শাস্ত্র লৌহখণ্ডকে সুবর্ণখণ্ডে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছে।

দর্শন শাস্ত্রের আবির্ভাব কাল।

বেদশাস্ত্রের ন্যায় এই দর্শন শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সমূহও অনাদি। বেদশাস্ত্রের আবির্ভাবকাল হইতেই, বেদোপকারক শাস্ত্রসমূহও আবির্ভূত হইয়াছিল। পরমর্ষিগণ এই বেদোপকারক শাস্ত্রসমূহ কখন সংক্ষিপ্ত কখন বা বিস্তৃতভাবে উপদেশ করিয়া নিখিল জগতের পরম কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। প্রবাহক্রমে এই দার্শনিক সিদ্ধান্তসমূহ কখন সঙ্কুচিত শরীরে কখন বা বিস্তৃত শরীরে অবস্থিত রহিয়াছে। ইহাই পূজ্যপাদ জরৎ তার্কিক জয়ন্তভট্ট স্বীয় ন্যায়মঞ্জরীতে উল্লেখ করিয়াছেন। ন্যায়মঞ্জরীতে বেদের প্রামাণ্য নিশ্চয় করিয়া শঙ্কা উত্থাপন করিয়াছেন যে,

"ননু অক্ষপাদাৎ পূর্ব্বং কুতঃ বেদপ্রামাণ্য নিশ্চয় আসীৎ?

অত্যাল্পমিদমুচ্যতে। জৈমিনেঃ পূর্ব্বং কেন বেদার্থো ব্যাখ্যাতঃ।

পাণিনেঃ পূর্ব্বং কেন পদানি ব্যুৎপদানি ? পিঙ্গলাৎ পূর্ব্বং কেন ছন্দাংসি রচিতানি ? আদি সর্গাৎ প্রভৃতি বেদবৎ ইমাবিদ্যাঃ প্রবৃত্তাঃ। সংক্ষেপ বিস্তর বিবক্ষয়া তু তান্ তান্ তত্র তত্র কর্ত্তৃন্ আচক্ষতে।"

তাৎপর্য্য এই যে, গৌতমই যদি স্বীয় শাস্ত্রে বেদপ্রামাণ্যের ব্যুৎপাদয়িতা তবে গৌতমের পূর্ব্বে, ন্যায় শাস্ত্র প্রণীত হইবার পূর্ব্বে বেদের প্রামাণ্য কিরূপে নিশ্চিত হইত ? এতদুত্তরে বৃদ্ধ তার্কিক জয়ন্তভট্ট বলিতেছেন যে, পূর্ব্বপক্ষী অতি অল্প বিষয়ই প্রশ্ন করিয়াছেন। তাঁহার এরূপ প্রশ্ন করা উচিত ছিল যে, যে জৈমিনি প্রণীত দর্শন দ্বারা বেদার্থ নিশ্চয় হয়, জৈমিনির পূর্ব্বে কে সেই বেদার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ? আর পাণিনি পদের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে কে পদের ব্যুৎপাদন করিয়াছিলেন ? আচার্য্য পিঙ্গল ছন্দঃ শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্বে কে ছন্দের রচনা করিয়াছিল ? পূর্ব্বপক্ষী এরূপ প্রশ্ন করিলেন না কেন ? বুঝিতে হইবে এতাদৃশ প্রশ্নই অসঙ্গত। যেহেতু এই সমস্ত বিদ্যাই বেদ বিদ্যার ন্যায় আদি স্বর্গ হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঋষিগণ সেই সেই বিদ্যার প্রবক্তা মাত্র, কিন্তু কর্ত্তা নহেন। কেহ বা কোন বিদ্যার সংক্ষিপ্ত প্রবচন কেহ বা বিস্তৃত প্রবচন করিয়াছেন। এজন্য সেই সেই বিদ্যাস্থানের প্রবর্ত্তাদিগকেই লোকে কর্ত্তা বলিয়া থাকে। সুতরাং বেদ যেমন অনাদি কাল প্রবর্ত্ত তদ্রূপ বেদার্থ নির্ণয় শাস্ত্র সমূহও অনাদি কাল প্রবৃত্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে।

স্বাধীন চিন্তার সহিত দর্শনচর্চ্চার সম্বন্ধ আলোচনা

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র সমূহ বেদপ্রদর্শিত সিদ্ধান্তের উপপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই দার্শনিক সিদ্ধান্ত মুখ্য ও গৌণ এই দুইভাগে বিভক্ত। মুখ্য সিদ্ধান্ত পরমর্ষিগণের স্ব কপোলকল্পিত নহে, কিন্তু শ্রুতি হইতেই সংগৃহীত। অবৈদিক চার্ব্বাক দর্শনের সিদ্ধান্ত পর্য্যন্তও বেদ হইতে সংগৃহীত। কেবলমাত্র শ্রৌত সিদ্ধান্তের উপপাদন পরমর্ষিগণ এ দর্শন করিয়াছেন। দর্শন প্রবক্তৃ আচার্য্য-গণের অবলম্বিত উপায় বিভিন্ন হইলেও উপায় শ্রৌত সিদ্ধান্ত এক অভিন্ন সনাতন ও সত্য। সর্ব্বত্রই উপেয়ই সত্য উপায় অসত্য। অসত্য উপায় অবলম্বন দ্বারা সত্য উপেয় বস্তুর অবগতি সমস্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন। এই অসত্য উপায় বিষয়ে প্রবর্ত্ত আচার্য্যগণের স্বাতন্ত্র সর্ব্বদাই আছে। কিন্তু উপেয় সিদ্ধান্তের অন্যথা-

করণে কাহারও স্বাতন্ত্র্য নাই। যাহা কল্পিত তাহাই অন্যথা ব্যবস্থাপিত হইতে পারে। আর যাহা অকল্পিত সত্য তাহা কালত্রয়েও অন্যথা ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে না। পরমপূজ্যপাদ ভর্তৃহরি স্বীয় বাক্যপদীয় গ্রন্থে ইহা সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে,—

"উপায়াঃ সর্ব্বএবৈতে বালানামুপলালনাঃ।
অসত্যে বর্ত্মনি স্থিত্বা ততঃ সত্যং সমীহতে॥"
উপেয় প্রতিপত্ত্যর্থা উপায়া অব্যবস্থিতা॥ ইত্যাদি

পরম পূজ্যপাদ মণ্ডল মিশ্র পরে সুরেশ্বরাচার্য্য এই ভর্তৃহরির উক্তি ভঙ্গ্যন্তরে বলিয়াছেন যে,—

"যয়া যয়া ভবেৎ পুংসাং ব্যুৎপত্তিঃ প্রত্যগাত্মনি
সা সৈব প্রক্রিয়া সাধ্বী সা চ সর্ব্বাঽব্যবস্থিতা॥"

আর এই উক্তিরই অনুসরণ করিয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণ স্বীয় বুদ্ধিবৈভবানুসারে উপেয় প্রাপ্তির নানারূপ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অনাদি পূর্ব্বপক্ষাভাসরূপে ব্যবস্থিত বাহ্য দার্শনিকগণের সিদ্ধান্ত নিরসন পূর্ব্বক যথার্থ সিদ্ধান্ত স্থাপনের রীতি ভগবতী শ্রুতি নিজেই প্রদর্শন করিয়াছেন। যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদে—

"তদ্ধৈক আহু রস দেবেদম্‌ মাত্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং

তস্মাৎ অসতঃ সজ্জায়ত। কুতস্তু খলু সোম্যেবং স্যাৎ ইতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি সত্ত্বেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্‌।"

এই বাক্যে শ্রুতিই শূন্যবাদ বা অসৎ কারণবাদ উদ্ভাবন পূর্ব্বক যুক্তির দ্বারা তাহার নিরাস করিয়া সদ্‌ বস্তুই জগতের উপাদান এই সিদ্ধান্তের উপদেশ করিয়াছেন। এই অনাদি কাল প্রবৃত্ত শ্রুতিপ্রদর্শিত আভাসীভূত পূর্ব্বপক্ষ সমূহ যুক্ত্যাভাস ও উপপত্ত্যাভাস দ্বারা যখন যখন পূর্ব্বাচার্য্যগণ কর্তৃক উপোদ্বলিত হইয়াছে তখনই সিদ্ধান্তবাদী বৈদিক আচার্য্যগণ স্ব স্ব দার্শনিক সিদ্ধান্তে যথার্থ যুক্তি ও উপপত্তি সমূহ উদ্ভাবিত ও বিবৃত করিয়া বৈদিক সিদ্ধান্তের সংরক্ষণ করিয়াছেন।

পূর্ব্বপক্ষাভাস সমূহ উপোদ্বলিত হইলে বৈদিক পূর্ব্বাচার্য্যগণ অভিনব দর্শনের অবতারণাতে ব্যাপৃত না হইয়া পরমর্ষিগণ প্রদর্শিত যুক্তি ও উপপত্তি বিশদ বিবরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহা তাঁহাদের অল্পজ্ঞতার পরিচয় নহে প্রত্যুত

আর্য্য-দর্শন সমূহে সম্যক্ পরিজ্ঞানই তাহার কারণ। পূর্ব্বাচার্য্যগণ ইহা সম্যক্ অবগত ছিলেন যে বৈদিক সিদ্ধান্তের পরমর্ষিগণ প্রদর্শিত উপপত্তি প্রকার যথার্থ ভাবে হৃদয়ঙ্গম হইলে আর তাহাতে কোন আপত্তি হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। যতক্ষণ সেই উপপত্তি প্রকার রাশি যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম না হইতেছে ততক্ষণই বিরুদ্ধবাদের সম্ভাবনা। এজন্য তাঁহারা পরমর্ষিগণ প্রদর্শিত উপপত্তি সমূহের বিশদভাবে বুঝাইবারই প্রয়াস করিতেন। বৈদিক সিদ্ধান্তের অনর্থ-বোধই পূর্ব্বপক্ষ উত্থানের একমাত্র কারণ। পরমর্ষিগণ হইতে পূর্ব্বাচার্য্যগণ পর্য্যন্ত ইহা উত্তমরূপে অবগত ছিলেন।

আমাদের জ্ঞানের অল্পতা প্রযুক্ত মনে হয় যে পূর্ব্বাচার্য্যগণ বোধ হয় পরতন্ত্র বুদ্ধি হইয়াই আর্য্যগ্রন্থ ব্যাখ্যানে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, নূতন দর্শনসূত্রের অবতারণা করিবার সামর্থ্য তাঁহাদের ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ নিপুণভাবে অব-লোকন করিলে এরূপ অলীক আপত্তি আর হইতে পারে না।

পরমর্ষিগণ হইতে পূজ্যপাদ পূর্ব্বাচার্য্যগণ পর্য্যন্ত ভারত জননীর ক্রোড়লালিত শ্লাঘ্য সন্তানগণ যে রাজপথে বিচরণ করিয়া পূর্ণ কৃতার্থ হইয়াছিলেন সেই পবিত্রতম পথে পদার্পণ করিবার সময় গঙ্গাসলিলে পদন্যাসের পূর্ব্বে স্বর্গারোহণ স্বরূপা জননী মন্দাকিনীর কথা স্মরণ করিবার ব্যবস্থা যেমন শাস্ত্রে আছে সেই-রূপ মন্দাকিনী প্রবাহ হইতেও পুণ্যতম সাক্ষাৎ মোক্ষনগরীর গোপুর দ্বারে উপ-স্থিত হইবার জন্য এই দর্শনশাস্ত্ররূপ রাজপথে বিচরণ করিতে স্বীয় নিরতিশয় কল্যাণ কামনা হৃদয়ে সমুদিত হইয়া পরম কল্যাণ বিরোধী শাঠ্য কাপট্য প্রভৃতি দূরে নিক্ষেপ করিয়া শ্রদ্ধানির্ম্মল হৃদয়ে আনত হওয়া উচিত। দুস্তর্ক ও দাম্ভি-ক্যের বশবর্ত্তী না হইয়া পরম কল্যাণ কামনায় এই দর্শনশাস্ত্র অধীত ও সেবিত হইলে শাস্ত্রের যথার্থ রহস্য অধিগত হইতে পারে। উচ্ছৃঙ্খলিত অশ্রদ্ধাকলঙ্কিত হৃদয় লইয়া এই দর্শন সিন্ধু মথিত করিলে সিন্ধু হইতে অমৃত উত্থিত না হইয়া হলাহলই উত্থিত হইবে। মোক্ষনগরীর গোপুর দ্বারে উপনীত না হইয়া আমরা অন্ধকূপে নিপতিত হইব। পূজ্যপাদ পূর্ব্বাচার্য্যগণ যে দৃষ্টিতে পরমর্ষি-গণকে ও তাঁহাদের কৃতি সমূহকে অবলোকন করিতেন, যেমন পূজ্যপাদ বাচস্পতি মিশ্র ভগবান্ গৌতমকে স্মরণ করিয়া তদুদ্দেশে প্রণাম করিতে যাইয়া বলিতেছেন—

নমামি ধর্ম্মবিজ্ঞান বৈরাগ্যৈশ্বর্য্যশালিনে।
নিধয়ে বাস বিশুদ্ধীনাম ক্ষপাদায় তায়িনে॥

এক কথায় বলিতে গেলে শাস্ত্র শ্রবণের অধিকার নিরূপণ করিতে যাইয়া মহর্ষিগণ অধিকারীর যাদৃশ গুণ নিরূপণ করিয়াছেন সেই গুণাবলীর মধ্যে অন্ততঃ সংযম সহিষ্ণুতা ও অলোলুপতা প্রভৃতি গুণরাশি এই শাস্ত্রের আলোচয়িতৃগণের থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। বড় অধিক দিনের কথা নহে—এই বঙ্গদেশের পশ্চিম ভাগে পূজ্যপাদ ভবনাথ মিশ্রের শ্লাঘনীয় সন্তান অগণিত ন্যায় গ্রন্থের ব্যাখ্যাতা পূজ্যপাদ শঙ্কর মিশ্র অতি শৈশবে একদিন স্বীয় সহচরগণের সহিত ক্রীড়া নিরত ছিলেন, সেই সময়ে বেতিয়ার সুপ্রসিদ্ধ ভূমিপতি সেই ক্রীড়াস্থানের সমীপদেশ দিয়া যাইতেছিলেন। অকস্মাৎ সেই ভূমিপতির দৃষ্টি শিশু শঙ্কর মিশ্রের উপর পতিত হইয়াছিল। বেতিয়ার অধিপতি এই শিশুর বদনমণ্ডলে অলৌকিক প্রতিভার স্ফুরণ লক্ষ্য করিয়া শিশু সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া আদরপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—কুমার! তুমি বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছ কি?

তখন শিশু শঙ্কর মিশ্র বিনয়গর্ব্বিত বচনে উত্তর করিয়াছিলেন—"মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণ সন্তান বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছি বৈ কি?" মহারাজ হৃষ্ট হইয়া শিশুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বালক! আমাকে একটা শ্লোক শুনাইতে পার?" উত্তরে শঙ্কর বলিলেন—"নূতন শ্লোক শুনাইব কি পুরাতন?" রাজা বিস্মিত হইয়া শঙ্কর মিশ্রকে বলিলেন—"নূতন পুরাতন উভয়ই শুনাও"। তখন শঙ্কর মিশ্র

চলিতশ্চকিতশ্ছন্নঃ প্রয়াণে তব ভূপতে।
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ॥

'হে মহারাজ! আপনার যুদ্ধযাত্রাকালে চতুরঙ্গিনী সেনার সমাবেশ দর্শন করিয়া সহস্রশীর্ষা পুরুষ অনন্তদেব বিচলিত, সহস্রাক্ষ দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় স্বর্গরাজ্যাক্রমণ ভয়ে চকিত, এবং সেনাগণের পদবিক্ষেপে সমুত্থিত ধূলিরাশির দ্বারা সহস্রপাৎ সূর্য্যদেব আচ্ছন্ন হইয়া থাকেন।"

রাজা কুমারকে স্বীয় শিবিরে লইয়া গিয়া তাঁহার যথেষ্ট সৎকার করিয়াছিলেন। রাজ সংকৃত হইয়া কুমার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক দেখিতে পাইলেন স্বীয় নিবাস কুটীরে তাঁহার মাতা রুগ্নপ্রায় হইয়া শায়িত রহিয়াছেন। মাতার এই অবস্থা দর্শন করিয়া ব্যথিত চিত্তে শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা! তোমার কি হইয়াছে?" মাতা সংক্ষেপে উত্তর করিলেন—"শরীর অসুস্থ"। মাতার অস্বাস্থ্যের কারণ জানিবার জন্য শঙ্কর নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিলে জননী নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে বলিলেন—পুত্র! আজ তিন দিন হইল আমি আহার করি নাই।

তোমার পিতা অযাচিত ব্রতী, এজন্য তাঁহার অযাচী মিশ্র নামে প্রখ্যাতি হইয়াছে। আজ তিন দিনের মধ্যে অযাচিত বৃত্তিতে যাহা কিছু বস্তু লব্ধ হইয়াছে তাহা তোমাদের দুইজনের ক্ষুধা নিবৃত্তিতেই নিঃশেষিত হইয়াছে। আমার আহার করিবার মত কিছু অবশিষ্ট ছিল না। এই দিনত্রয় ব্যাপী উপবাসে শরীর বড় দুর্ব্বল। সেই জন্য আমাকে রুগ্নার মত দেখাইতেছে।" মাতার এই অনশন ক্লেশের সংবাদ শ্রবণ করিয়া শঙ্কর মর্ম্মাহত চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন—কি উপায়ে মাতার এই ক্লেশ নিবারণ করিব? মনে মনে স্থির করিলেন—যে গুণজ্ঞ নরপতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার সৎকার করিয়াছেন, তাঁহার নিকট যাইয়া আমার অবস্থা নিবেদন করিব। এইরূপ স্থির করিয়া শঙ্কর সেই নরপতি সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং নিজের অবস্থা রাজ-সন্নিধানে কীর্ত্তন করিলেন। রাজা অতিমাত্র লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া অনুচর-বর্গকে আদেশ করিলেন—"আহার্য্যবস্তুরাশিতে শকট পূর্ণ করিয়া এই শিশু শঙ্কর মিশ্রের আশ্রমে পাঠাইয়া দাও।" রাজার আদেশ অবিলম্বে অনুষ্ঠিত হইল। শকট পূর্ণ আহার্য্য বস্তু শঙ্কর মিশ্রের কুটীর দ্বারে উপস্থিত হইল। শঙ্কর মাতৃসন্নিধানে গমন করিয়া বলিলেন—"মা! এই ত শকট পূর্ণ আহার্য্য-রাশি তোমার কুটীর দ্বারে আসিয়াছে। আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই আহার্য্য বস্তু রাশির দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি কর।

জননী তখন সন্তানের আগ্রহে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন—বৎস! যে দ্রব্যসম্ভার তুমি রাজ সমীপ হইতে আনয়ন করিয়াছ তাহা আমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির যোগ্য নহে। কারণ, যে দিন তুমি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলে সেই দিন যে ধাত্রী তোমার নাড়ীচ্ছেদ করিয়াছিল, সেই সময় তাহাকে দিবার মত বস্তু আমার কিছুই ছিল না। তখন আমি ধাত্রীকে বলিয়াছিলাম "ধাত্রি! আজ তোমাকে দিবার মত আমার কিছুই নাই। কিন্তু এই সন্তান যাহা প্রথম উপার্জ্জন করিবে তাহা তোমার প্রাপ্য হইবে। এই বস্তু সম্ভার তোমার প্রথম উপার্জ্জন। আর ইহা ধর্ম্মতঃ সেই ধাত্রীরই প্রাপ্য। এজন্য এই বস্তুরাশি ধাত্রী গৃহে প্রেরণ কর।"

মাতার আদেশানুসারে সমস্ত বস্তু বালক শঙ্কর ধাত্রী গৃহে পাঠাইয়া দিলেন, এবং ভাবিলেন আমি মাতার বড়ই অযোগ্য সন্তান। মাতার ক্ষুধাক্লিষ্ট মুখে অন্ন প্রদান করিতে পারিলাম না। শঙ্কর বিমনায়মান হইয়া কুটীর প্রান্তে বসিয়া রহিলেন। এদিকে রাজভৃত্যগণ যাহারা এই আহার্য্য সম্ভার লইয়া আসিয়া-

ছিল, তাহারা প্রতিনিবৃত্ত হইয়া রাজ সন্নিধানে গমন করিলে, রাজা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা আমার আদেশানুসারে শকট পূর্ণ করিয়া আহার্য্য রাশি শঙ্কর মিশ্রের গৃহে দিয়া আসিয়াছ ত ?" ভৃত্যগণ সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া রাজাকে শুনাইল। তাহাতে মহারাজ আজ্ঞা করিলেন—"আহার্য্যসম্ভার দ্বিগুণিত করিয়া শঙ্কর মিশ্রের গৃহে পুনরায় লইয়া যাও।" তদনুসারে আহার্য্য-রাশি শঙ্কর মিশ্রের কুটীরে উপস্থিত হইল। শঙ্কর মিশ্র মাতাকে বলিলেন—"মা! এবার তোমার আহার করিতে আর আপত্তি নাই। এখন তুমি আহার কর।"

শঙ্কর মিশ্রের জননী তখন রন্ধনাদি কার্য্য সমাপ্ত করিয়া ভবনাথ মিশ্র ও শঙ্কর মিশ্রকে আহার করাইলেন এবং তৎপরে নিজেও আহার করিলেন। কিন্তু এ সংবাদ কিছুই ভবনাথ মিশ্র অবগত ছিলেন না; অবগত থাকিলে এই প্রার্থিত দ্রব্য সম্ভার আর ভবনাথ মিশ্রের কুটিরে আসিতে পারিত না।

আহার সমাপ্ত করিয়া ভবনাথ মিশ্র শাস্ত্রীয় গ্রন্থরাশি লইয়া যথাপূর্ব্ব অভ্যাসানুসারে শাস্ত্র চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। কিন্তু ভবনাথ মিশ্রের, চিত্ত কিছুতেই আর পূর্ব্ববৎ শাস্ত্র চিন্তায় নিবিষ্ট হইতে ছিল না। হৃদয়ে চিন্তার, স্ফূর্ত্তি নাই,—কি যেন গ্লানি অনুভব করিয়া ভবনাথ মিশ্র বড়ই ব্যথিত হইতে-ছিলেন। ভাবিতেছিলেন "কেন আজ এমন হইল।" কোন চিন্তায় স্ফূর্ত্তি নাই। সর্ব্বাঙ্গে কেন এরূপ অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হইতেছে ? শাস্ত্রে মনোনিবেশ করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেদিন চিত্ত বড়ই চঞ্চল। কিছুতেই চিত্ত শাস্ত্র চিন্তায় উন্মুখ হইল না। অবশেষে ভবনাথ মিশ্র পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ চিত্তের গতি এমন হইল কেন ? শরীরে আজ এত যন্ত্রণা বোধ হইতেছে কেন ? শুনিয়া পত্নী কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পরে মনে করিলেন হয়ত গুরুতর আহার করিয়াছেন বলিয়া তাহার এইরূপ হইয়া থাকিবে।

এইরূপ মনে করিয়া রাজসন্নিধান হইতে প্রভূত আহার্য্যরাশির আগমন বার্ত্তা স্বামী সন্নিধানে কীর্ত্তন করিলেন এবং বলিলেন বোধ হয় আজ আপনি অধিক আহার করিয়াছেন বলিয়া এরূপ অসহ্য বোধ করিতেছেন। ভবনাথ মিশ্র বিরক্ত হইয়া পত্নীকে বলিলেন "আজ রাজসন্নিধান হইতে আহার্য্যরাশি আসিল কেন ? শাস্ত্রচিন্তা নিমগ্ন চিত্তে ভবনাথ মিশ্র আহার করিয়াছেন, কি আহার করিয়াছেন, প্রতিদিন এরূপ আহার করেন কিনা, এ বিষয়

কোনরূপ মনোযোগ করেন নাই। এজন্য আহারের গুরুত্বের কথা শুনিয়া ভবনাথ মিশ্র বিরক্তি প্রকাশ করিলেন।

তখন ভবনাথ মিশ্রের পত্নী বিনীত ভাবে সমস্ত নিবেদন করিলেন। শঙ্কর রাজসন্নিধান হইতে এই সমস্ত সামগ্রী লইয়া আসিয়াছে জানিয়া অতিমাত্র বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "শঙ্কর কি প্রার্থনা করিয়া এই সমস্ত সামগ্রী লইয়া আসিয়াছে? তখন শঙ্করকে ভবনাথ মিশ্র জিজ্ঞাসা করিলেন— "পুত্র! তুমি কি প্রার্থনা করিয়া রাজসন্নিধান হইতে এই সমস্ত সামগ্রী লইয়া আসিয়াছ?" শঙ্কর অবনত মস্তকে বিনীত ভাবে বলিলেন—"হঁা", ভবনাথ মর্ম্মাহত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কেন? শঙ্কর তখন জননীর অবস্থা বর্ণনা করিয়া তাঁহার প্রার্থনার কারণ নির্দ্দেশ করিলেন। ভবনাথ মিশ্র তখন মর্ম্মাহত হইয়া পুত্রকে ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন—"কুলাঙ্গার পুত্র! তুমি আমার অযাচিত ব্রত ভঙ্গ করিয়াছ। তুমি যে সামান্য কারণে আজ আমার এই অযাচিত ব্রত ভঙ্গ করিয়াছ, ইহা আমি শত বিপৎপাতেও কখন ভঙ্গ করি নাই। এই ব্রতরক্ষা করিতে যাইয়া এমন কতদিন অনাহারে অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। সপ্তাহকাল ব্যাপী দীর্ঘ উপবাসও কখন কখন করিতে হইয়াছে। আজ তুমি এই সামান্য কারণে আমার ব্রত ভঙ্গ করিলে। যাহা হউক আর আমি তোমাদের সহিত বাস করিতে ইচ্ছা করিনা। গঙ্গাতীর সমাশ্রয় করিতে চলিলাম। এই বলিয়া ভবনাথ মিশ্র নিজের অবস্থা কীর্ত্তন করিয়া একটি শ্লোক বলিয়া স্বীয় গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই শ্লোকটি এই—

অধীতমধ্যাপিত মর্জ্জিতং যশো
ন শোচনীয়ং কিমপীহ ভূতলে।
অতঃপরং শ্রীভবনাথ শর্ম্মণো
মনো মনোহারিণী জাহ্নবী তটে॥

এই পূজ্যপাদ ভবনাথ মিশ্রের মত একনিষ্ঠ শাস্ত্র ব্যসনী সংযমী অসংখ্যাত পূর্ব্বাচার্য্যগণ শাস্ত্ররহস্য উদ্ঘাটনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। একাগ্রচিত্তে এই শাস্ত্র রহস্য প্রতিভাত হইয়া থাকে। লোভ ক্ষোভাদির দ্বারা ব্যাকুলচিত্ত হইয়া শাস্ত্র রহস্য পরিজ্ঞানের প্রয়াস বৃথা। মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলি পাণিনি সূত্রের বিবরণে প্রবৃত্ত হইয়া কোন সূত্রের ব্যর্থতা শঙ্কাতে বলিয়াছেন—

"আচার্য্যস্ত দর্ভপবিত্রপাণিঃ আসনোপবিষ্টঃ প্রাঙ্মুখঃ আয়াস্তঃ বদ্ধশিখঃ একাগ্রমানা শাস্ত্রং প্রণিনায়। তত্র একেনাপি বর্ণেন অনর্থকেন ন ভবিতুং যুক্তং কিং পুনরিয়তা সূত্র সন্দর্ভেণ।"

আচার্য্য পাণিনির এই সুস্থিত একাগ্রতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া মহাভাষ্যকার আবার বলিয়াছেন, "ন হি সূত্রানি কৃত্বা প্রতিনিবর্ত্তয়তি আচার্য্যঃ" এই সুসমাহিত চিত্তের উদ্গারস্বরূপ শাস্ত্ররাশিতে লোভাদি ব্যাকুলিত চিত্ত জনের ন্যূনতা প্রদর্শন প্রয়াস সাহসিকতা মাত্র।

যে দার্শনিক চিন্তা এই ভারতের পরম স্বাত্মমর্জ্জাগত ধর্ম্ম ছিল সেই চিন্তা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া লোপোন্মুখ হইয়াছে! কি উপায়ে এই চিন্তাধারা রক্ষিত বা পুনরুজ্জীবিত হইতে পারে তাহা বিশেষভাবে আলোচনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। এই শাস্ত্রালোচনার প্রাচীন আদর্শ পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিতে না পারিলে, স্বধর্ম্ম ও ত্যাগ বুদ্ধিতে এই শাস্ত্র আলোচিত না হইলে ভারতের শাস্ত্ররক্ষার দ্বিতীয় উপায় বোধ হয় আর নাই। এক সময়ে ভারতের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় এই ভারতের শাস্ত্ররক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। আজ তাঁহারাও এই বিষয়ে উদাসীন। অর্থোপার্জ্জনের সহায়রূপে এই শাস্ত্র আলোচিত হইয়া কখন পুষ্টিলাভ করিতে পারিবে না। এই দর্শনশাস্ত্র মোক্ষশাস্ত্র, ইহা স্বধর্ম্ম বুদ্ধিতে আলোচিত না হইলে ইহার পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠা অক্ষুন্ন থাকিতে পারিবে না। আমাদের দুর্দ্দৈব গতিকে ও বর্ত্তমান সময়ের প্রতিকূলতায় স্বধর্ম্ম ধর্ম্মবোধে আদর করিবার সামর্থ্যও আমাদের ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। এ অবস্থায় আমাদের কি কর্ত্তব্য যদি ভাবা যায় তাহা হইলে বোধহয় ইহাই শেষ কথা যে, যাঁহারা শাস্ত্রের উপর শ্রদ্ধাবান্ তাঁহারা যদি নিজে আদর্শ হইয়া প্রকাশমান হন তাহা হইলে তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া এখনও দুইচারিজন ব্যক্তি এই পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। সন্ন্যাসী সাম্প্রদায়, তীর্থরক্ষক সম্প্রদায় এবং পণ্ডিতবংশ যাঁহারা পূর্ব্বে শাস্ত্রালোচনায় নিরত ছিলেন তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যে আবার এই উৎসাহ বোধহয় উদ্বুদ্ধ হইতে পারে।

অবশ্য বর্ত্তমানে যে শাস্ত্রচর্চ্চার প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে তাহাতে যে কিছুই অনুকূলতা করিতেছে না তাহা বলা যায় না। কিন্তু ইহাকে যথার্থরূপে ফলবতী করিতে হইলে ইহার যথেষ্ট সংস্কার প্রয়োজন। আর সে সংস্কার অর্থ সাপেক্ষ। অধ্যেতা ও অধ্যাপয়িতৃগণকে ধন-মানাদির দ্বারা পরিপোষণ করাই এখন প্রধান প্রয়োজন! অনেকেই ইচ্ছা সত্ত্বেও দারিদ্র্য বশতঃ শাস্ত্রালোচনায় পরাংমুখ

হইয়া থাকেন। তাঁহাদের স্বধর্ম্ম বুদ্ধি দারিদ্র্য প্রযুক্ত কুণ্ঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং দেশের ধনিবৃন্দ যদি এবিষয়ে মনোযোগ করেন তবে ইহার সুফল আশা করা যায়। ত্যাগী ও ধনী এই উভয় সম্প্রদায় অগ্রসর হইলে সে আশা পূর্ণ হইতে পারে।

যাহা হউক এই দুর্দ্দিনে যাঁহারা দর্শনশাস্ত্র আলোচনার এই ক্ষীণ প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া স্বর্গীয় মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার স্মৃতি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন তাঁহারাও এই লোকাম্মুখ শাস্ত্র আলোচনার পুনরুজ্জীবনে কিঞ্চিৎ সহায়তা করিতেছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের নিকটে সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাই প্রার্থনা যে এই দর্শন শাস্ত্রের ক্ষীণ স্রোতকে প্রসারিত করিতে যাহারা প্রয়াসী তাঁহাদের সেই প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত হউক।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মা—
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বেদান্ত—
শাস্ত্রের অধ্যাপক

বিধবার পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ক সম্ভাষণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জিজ্ঞাসু নন্দকিশোর—শাস্ত্রের যে লক্ষণ অবগত হইলাম, তাহাতে শাস্ত্রনিয়ন্ত্রিত মার্গে না চলিলে যে, কাহারও উন্নতি হইতে পারে না, কেহ যে প্রকৃত প্রস্তাবে সুখী হইতে পারেন না, তাহা উপলব্ধি হইয়াছে। শাস্ত্র নিয়ন্ত্রিত মার্গে চলা বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, অভ্যুদয়শীল প্রতীচ্য দেশবাসীদিগকে, তদ্বোধানুসারে উহাঁরা শাস্ত্রোপদিষ্ট মার্গে চলিয়া থাকেন, আমরা তাহা মনে করিতে পারি না, এখনও উহাঁরা ঠিক শাস্ত্রনিয়ন্ত্রিত মার্গে চলেন না, এইরূপ ধারণা আমাদের চিত্তকে ত্যাগ করে নাই। অতএব প্রতীচ্য দেশবাসীরা শাস্ত্র নিয়ন্ত্রিত মার্গে চলিয়া উন্নত হইয়াছেন, হইতেছেন, যাহাতে আমরা তাহা সংশয় রহিতভাবে উপলব্ধি করিতে পারি, আমাদিগকে এইরূপ কিছু উপদেশ প্রদান করুন।

জিজ্ঞাসু ইন্দুভূষণ—আমার বিশ্বাস, প্রতীচ্য দেশ যখন উন্নত হইতেছেন, তখন প্রতীচ্য দেশবাসীরা উন্নত হইবার প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্ত্তন করেন। প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্ত্তন ও শাস্ত্রনিয়ন্ত্রিত মার্গে চলা যদি এক সামগ্রী হয়, তাহা হইলে, স্বীকার করিতে হইবে, ইহঁারা শাস্ত্রনিয়ন্ত্রিত মার্গে চলেন, শাস্ত্র নিয়ন্ত্রিত মার্গে চলিয়াছেন বলিয়া ইহাঁরা উন্নত হইয়াছেন, শাস্ত্রনিয়ন্ত্রিত মার্গে চলেন বলিয়া এখনও ইহাঁদের উন্নতি হইতেছে। প্রাকৃতিক নিয়ম অগণ্য, দেশভেদে, জাতি ও ব্যক্তিভেদে প্রাকৃতিক নিয়মের ভেদ হইয়া থাকে, এবং বোধ হয় তাহা হওয়াও প্রাকৃতিক নিয়ম। অতএব অভ্যুদয়শীল প্রতীচ্য দেশবাসীরা প্রাকৃতিক নিয়ম পালন করেন, তাঁহাদের বিশিষ্ট প্রকৃতির অনুবর্ত্তন করেন, স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, স্পষ্টভাবে বুঝিতে না পারিলেও, এইরূপ অনুমান হইয়া থাকে। আপনার মুখ হইতে বহুবার শুনিয়াছি, গীতাদি শাস্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অবগত হইয়াছি, যিনি স্বধর্ম্ম নিরত, তিনিই ইহলোকে তেজস্বী হন, স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান বিনা কাহারও সুখ হয় না, স্বধর্ম্মানুষ্ঠানই মহৎ তপঃ ; যাঁহার নিজধর্ম্ম পালনরূপ তপঃ সম্যগ্‌রূপে কৃত হয়, মনুষ্যের কথা কি, দেবতারাও তাঁহার বশীভূত হইয়া থাকেন, সংসারে কর্ম্মই সুগতি বা দুর্গতির প্রতি কারণ।* এই সকল শাস্ত্র কথা পরম উপাদেয়, সন্দেহ নাই, কিন্তু মন্দমতি বলিয়া ইহাদের উপাদেয়ত্ব পূর্ণভাবে অনুভব করিতে পারিনা। 'স্বধর্ম্ম' বলিতে শাস্ত্র কোন্‌ পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিনা।

জিজ্ঞাসু অধ্যাপক শ্রীমহেশচন্দ্র—'উন্নতি' ও 'অবনতি' এই উভয়ই যে প্রাকৃতিক নিয়ম, তাহা উপলব্ধি হয়, ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য প্রদান করে। কিন্তু কি নিমিত্ত উন্নতের অধঃপতন হয়, কি নিমিত্ত পতিত আবার উত্থিত হইয়া থাকে, তাহা স্থির করিতে পারি না, তাই প্রবল জিজ্ঞাসা হয়, শাস্ত্র বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহাই কি ভিন্নদেশকে, ভিন্ন জাতিকে অনুশাসন করেন? তাহাই কি, ভিন্ন দেশের, ভিন্ন জাতির প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির প্রভু? যদি তাহা হয়, তবে যাহা না করিলে শাস্ত্র, আমাদিগকে শাস্ত্র শাসন লঙ্ঘন জনিত পাপ করা

---

* "যো হি স্বধর্ম্মনিরতঃ স তেজস্বী ভবেদিহ।
বিনা স্বধর্ম্মান্ন সুখং স্বধর্ম্মো হি পরং তপঃ॥
তপঃ স্বধর্ম্মরূপং বর্দ্ধিতং যেন বৈ সদা।
দেবাস্তু কিঙ্করাস্তস্য কিং পুনর্ম্মনুজা ভুবি॥"—শুক্রনীতিসার।

হইল বলেন, অন্য দেশ বা জাতি তাহা না করিলে, তাহাদিগকে আমাদের মত পাপ করা হইল, এইরূপ মনে করেন না কেন? শাস্ত্র কি পক্ষপাতী?

বক্তা—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই শক্তিত্রয়ের সাম্যাবস্থা (Equilibrium) মূল উপাদান কারণ। সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের বৈষম্যই প্রকৃতির ভিন্ন, ভিন্ন পরিচ্ছিন্ন ভাবের উৎপাদক। ঈশ্বরেচ্ছা, কাল, জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম বা অদৃষ্ট প্রকৃতি বিক্ষোভের (Disturbance of the equilibrium) নিমিত্ত কারণ। গুণত্রয়ের ভাগ বৈষম্য হইতেই বিবিধ, বিচিত্র ভাব বিকার সমূহের উৎপত্তি হইয়াছে, হইতেছে, ভূত, ভৌতিক শক্তি, গ্রহ, নক্ষত্র, উদ্ভিদ্ প্রাণশক্তি, জীব, চিত্ত, বিশিষ্ট চেতন পদার্থ, দেবগণ, এক কথায় ভাববিকার মাত্রেই প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদ। বিজ্ঞান (Science) পরিচ্ছিন্ন প্রকৃতি তত্ত্বেরই অনুসন্ধান করেন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণ বা শক্তিত্রয়ের তারতম্য নিবন্ধন প্রকৃতির অনন্ত পরিচ্ছেদ হইয়াছে। ভূত সমূহের মধ্যে যে, প্রধানতঃ আকাশাদি পঞ্চ ভেদ হইয়াছে, সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের ভাগ ভেদই তাহার কারণ। ভূতসকল তামস—তমোগুণ প্রধান বটে, কিন্তু সকল ভূতেই তমোগুণের আধিক্য সমান নহে। ভূত সমূহের মধ্যে যে, ভেদ হইয়াছে, ইহাই তাহার হেতু। আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রে মূলভূতরূপে ধৃত হাইড্রোজেনাদি পদার্থ সমূহ পঞ্চভূতেরই অঙ্কপাশ। তাপ, তড়িৎ, আলোক, চৌম্বকাকর্ষণ, আণবিক আকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি ভৌতিক শক্তি সমূহও ত্রিগুণ বিকার। উদ্ভিদ সংকীর্ণ চেতন পদার্থ, বিশিষ্ট চেতন পদার্থ ইত্যাদির ভেদ ও গুণত্রয়ের ভাগ ভেদ নিমিত্তক। সকল বস্তু যে, সকলের প্রিয় হয় না, সকলের মানসিক ও দৈহিক প্রকৃতি যে, একরূপ হয় না, পূর্ব্ব কর্ম্ম ও সূক্ষ্ম-বা-লিঙ্গদেহে বিদ্যমান তৎসংস্কারই তাহার কারণ, সংস্কার ভেদই মানসিক ও দৈহিক প্রকৃতি ভেদের হেতু। ভিন্ন, ভিন্ন দেশের প্রকৃতি যে, ভিন্ন, ভিন্ন হইয়া থাকে, তাহাও গুণ ও কর্ম্মভেদ নিবন্ধন হয়। বিশ্বজগৎ যখন ত্রিগুণ বিকার, তখন বলা বাহুল্য প্রত্যেক পদার্থে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় বিদ্যমান আছে। গুণত্রয়ের বৈষম্য হইতে যখন সর্ব্ব পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তখন সর্ব্বসৃষ্ট পদার্থেই গুণত্রয়ের বৈষম্য আছে, তখন সকল সৃষ্ট পদার্থকেই সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস সামান্যত এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, শাস্ত্র তাহাই করিয়াছেন। দেশ সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে ত্রিবিধ, দেবতা ত্রিবিধ, গ্রহ, নক্ষত্রাদির ত্রিবিধ ভেদ আছে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণ বা শক্তিত্রয়ের যে যে রূপ ছন্দে যে

যে রূপ দেশাদির প্রকৃতি হইয়াছে, সেই সেই দেশাদির ধর্ম্মাদিও সেই সেই-রূপ হইবে; সকলেই স্ব স্ব বিশিষ্ট প্রকৃতি অনুসারে কর্ম্ম করে। দেশ ভেদে, জাতি ও ব্যক্তি ভেদে প্রকৃতি বা ধর্ম্মের যে ভেদ হইবে তাহাইত প্রাকৃতিক। স্বর্গের মধ্যেও উত্তম, মধ্যম ও অধম স্থান আছে। দ্যুলোকে যে, অধম, মধ্যম ও উত্তম ভাব আছে, আনন্দের ইতর বিশেষ আছে, ঋগ্বেদ ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ পাঠ করিলে তাহা জানিতে পারা যায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে, ভূলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যলোক পর্য্যন্ত সপ্তলোক আছে; ভূরাদি সপ্তলোক, প্রত্যেকে উত্তম, মধ্যম ও অধম ভোগ নিবন্ধন ত্রিবিধ। ভূরাদি সপ্ত লোকের ত্রিবিধ ভেদ থাকাতে সত্য লোক একবিংশতি সংখ্যা পূরক—একবিংশতিতম। * ভূলোকে স্বর্গ আছে, দেবতা আছেন, দৈত্য, দানব আছেন, রাক্ষস, পিশাচ আছেন। বিশুদ্ধ বৈদিক প্রতিভার অভাব হেতু লোকে সাধারণতঃ এই সকল কথার মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ হয় না। সপ্ত ব্যাহৃতিই গায়ত্র্যাদি সপ্ত ছন্দঃ। মনুসংহিতাতে, মহাভারতে, দিবস, রজনী, পক্ষ, মাস, ঋতু, বর্ষ, ভূরাদি লোক সমূহ, দেবতা, বিদ্যা, গতি, ধর্ম্ম, প্রাণ এক কথায় অখিল জাগতিক পদার্থই যে ত্রিগুণাত্মক, গুণত্রয় পর্য্যায়ক্রমে সকল বস্তুতেই যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, দিবসাদি সকল পদার্থই ত্রিবিধ, তাহা স্পষ্টাক্ষরে উক্ত হইয়াছে। জগতে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায় সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে সামান্যতঃ ত্রিবিধ ইত্যাদি বাক্য সমূহের অভিপ্রায় কি, তাহা চিন্তা করিলে উপলব্ধি হইবে, প্রত্যেক জাগতিক পদার্থেরই আপেক্ষিক উন্নত ও অবনত অবস্থা আছে, প্রত্যেক জাগতিক পদার্থেরই উন্নতিও হইয়া থাকে, গুণত্রয় পর্য্যায়ক্রমে অভিভূত ও প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, অতএব উন্নতি ও অবনতি চক্র পর্য্যায়ক্রমে আবর্ত্তন করে, দেশের, জাতির, ব্যক্তির পর্য্যায়-ক্রমে উত্থান ও পতন হইয়া থাকে। যাহার যাদৃশ প্রকৃতি সে তদনুরূপ

---

* "একবিংশতিদক্ষিণা দদাতি। একবিংশো বা ইতঃ স্বর্গো লোকঃ। প্রস্বর্গলোকমাপ্নোতি অসাবাদিত্য একবিংশঃ। অমুমেবাদিত্যমাপ্নোতি।"

—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩।১২।৫

"ভূলোকমারভ্য সত্য লোকান্তাঃ সপ্তলোকাঃ। তে প্রত্যেকমুত্তমাধম মধ্যম ভোগেন ত্রিবিধঃ। তথা সতি সত্যলোকে যোঽয়মুত্তম ভোগযুক্তশ্চরমঃ স্বর্গঃ। সোঽয়মধম ভূলোকমপেক্ষ্যৈক বিংশতি সংখ্যা পূরকো ভবতি।"—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণভাষ্য।

কার্য্য করে, তাহার ধর্ম্ম বা আচার তদনুরূপ হয়। দেশ ভেদে, জাতি ও ব্যক্তি ভেদে যে ধর্ম্ম বা আচারগত ভেদ হয়, প্রকৃতি ভেদই তাহার কারণ, স্ব স্ব পরিচ্ছিন্ন প্রকৃতির প্রেরণাবশতঃই লোকে পৃথক্ পৃথক্ রূপ কর্ম্ম করিয়া থাকে। অবস্থা, দেশ ও কাল ভেদে শক্তি ভিন্ন হয়। পূর্ব্বে বিলক্ষণ বলাদি বিশিষ্ট ব্যক্তির অবস্থান্তরে বিপর্য্যয় দৃষ্ট হইয়া থাকে; হিমালয়ে জল স্পর্শ অতি শীতল, তত্রত্য অগ্নিকুণ্ডে উষ্ণ, গ্রীষ্মকালে বহ্নির স্পর্শ যেমন উষ্ণ, হেমন্তে তাদৃশ নহে। যে দ্রব্যের যাদৃশী শক্তি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা অবধারিত হওয়া দেখিতে পাওয়া যায়, বিশিষ্ট দ্রব্যের সম্বন্ধ বশতঃ তাহার তৎশক্তির ক্রিয়া প্রতিবদ্ধ হইয়া থাকে। অগ্ন্যাদির দাহকতা শক্তি, অভ্র পটল এবং মন্ত্রৌষধি প্রভৃতির দ্বারা প্রতিহত হয়, যথোচিত ক্রিয়া করিতে পারে না। † অতএব বিশুদ্ধ বৈদিক জাতির যাহা স্বধর্ম্ম, অন্য জাতির তাহা সর্ব্বতোভাবে স্বধর্ম্ম হইতে পারে না। শাস্ত্র এইজন্য ধর্ম্মকে সাধারণ ও অসাধারণ এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। মানুষের সাধারণ ধর্ম্ম মানুষ মাত্রের অনেকতঃ একরূপ, কিন্তু অসাধারণ ধর্ম্ম জাতি ভেদে, দেশ ভেদে বিশিষ্ট প্রকৃতি ভেদে বিভিন্ন হওয়া প্রাকৃতিক। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে, মানুষের দেহধারী হইলেই ঠিক মানুষ হয় না, মনুষ্য দেহধারীর অন্তরে হিংস্র পশ্বাদি সদৃশ প্রকৃতি বিশিষ্ট হওয়া লিঙ্গদেহে (Astral body) পিশাচ বা রাক্ষস এবং স্থূলদেহে মানুষ হওয়া অসম্ভব নহে। সুশ্রুত ও চরক সংহিতাতে মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা স্মরণ কর বা অবগত হও। মানুষ দেহধারী যে হিংস্র পশ্বাদি নিকৃষ্ট প্রকৃতি বিশিষ্ট হইতে পারে, তাহা তোমাদের জানা আছে, সন্দেহ নাই। অতএব মানুষ মাত্রের সাধারণ ধর্ম্মও যে, সর্ব্বথা সমান হইতে পারে না, তাহা মনে রাখিও। দৈশিক প্রকৃতি ভেদ বশতঃ মানুষের দৈহিক ও ঐন্দ্রিয়ক প্রকৃতির ভেদ হইয়া থাকে। সকল দেশে যে সর্ব্বপ্রকার বৃক্ষের উৎপত্তি হয় না, সকল প্রাণী যে সকল দেশে জন্মগ্রহণ করে না, নবীন বৈজ্ঞানিকগণও তাহা স্বীকার করেন। এক জাতীয় বৃক্ষের

"অবস্থা দেশকালানাং ভেদাদ্ভিন্নাসু শক্তিষু।
ভাবানামনুমানেন প্রসিদ্ধি রতি দুর্ল্লভা ॥
নির্জ্ঞাত শক্তের্দ্রব্যস্য তাং তামর্থ ক্রিয়াং প্রতি।
বিশিষ্ট দ্রব্য সম্বন্ধে সা শক্তিঃ প্রতিবধ্যতে ॥"—বাক্যপদীয়।

ফল দেশ ভেদে একটু ভিন্ন আকারের হয়, রসাদি সম্বন্ধেও অন্যরূপ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি দেশভেদও নিষ্কারণ নহে, দেশভেদও মনুষ্যাদি জাতিভেদের ন্যায় জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মানুসারে হয়, দেশ সমূহের মধ্যেও সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদ আছে। জন্মকুণ্ডলী দেখিয়া জাতক পূর্ব্ব জন্মে কোন্ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, বর্ত্তমান জন্মে কোন্ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেই বা কোথায় জন্মগ্রহণ করিবে, তাহা জানিতে পারা যায়। জন্মকুণ্ডলী হইতে জাতকের কেবল জন্ম দেশের পরিজ্ঞানই হয়, তাহা নহে, ব্রাহ্মণাদি কোন্ বর্ণে জাতক পূর্ব্ব জন্মে জন্মিয়াছিল, বর্ত্তমান জন্মেই বা কোন্ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিবে, তৎসমুদায় অবধারিত হইয়া থাকে। জন্মকালে সূর্য্যের স্ফুট হইতে জাতকের জন্মদেশের এবং চন্দ্রের স্ফুট হইতে ব্রাহ্মণাদি জাতির জ্ঞান হয়। অভ্যুদয়শীল প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকগণ তোমাদিগকে বিজ্ঞানের যে যে রূপ দেখাইয়াছেন, দেখাইতেছেন, বিশ্বাস করিও বিজ্ঞানের সেই সেই রূপ ভিন্ন বহু অন্যপ্রকার রূপও আছে, নবীন বৈজ্ঞানিকেরা যে সকল সত্যের আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই সকল সত্য ব্যতিরিক্ত বহু অনাবিষ্কৃত সত্যও প্রকৃতি গর্ভে বিরাজ করিতেছে। ত্রিকালদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ, মহর্ষি ললামভূত ভৃগুদেব বলিয়াছেন, যাহা সত্য, তাহা বেদ, তাহা ধর্ম্ম; যাহা ধর্ম্ম, তাহা প্রকাশ, তাহাই প্রকৃত সুখ। ঋগ্বেদের তৃতীয়াষ্টকের ষষ্ঠাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, সত্য—রূপ ধর্ম্মের বহু শরীর আছে, ঐ সকল ধর্ম্মশরীর নিখিল জাগতিক পদার্থকে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া রাখে, সত্যরূপ ধর্ম্মই সুখপ্রদ, সত্যরূপ ধর্ম্ম হইতে যিনি ভ্রষ্ট হয়েন তিনিই অধর্ম্ম কর্তৃক অভিভূত হইয়া মহৎ সঙ্কটে নিপতিত হইয়া থাকেন। সঙ্কট হইতে মুক্তি লাভের জন্য সত্য স্বরূপ ধর্ম্মের আশ্রয় ভিন্ন অন্য উপায় নাই, যে ব্যক্তি সত্য পরিপালন করেন, একমাত্র সেই পুরুষই, উত্তম পদবীতে আরোহণ করিয়া থাকেন, সেই ব্যক্তিই উন্নত হন, সুখী হন। মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন, যাহা হইতে অভ্যুদয় ও মুক্তি লাভ হয়, তাহা ধর্ম্ম (যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ)। যাহা অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের হেতু সেই ধর্ম্ম পদার্থের স্বরূপ কি? কিসে অভ্যুদয় হয়? কিসে নিশ্চিত-শ্রেয়—স্থির কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে? তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত অভ্যুদয় হয় না, পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান বিনা নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি হয় না। তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি কিরূপে হইয়া থাকে? যাহা বস্তুতঃ যাহা, মানুষ কিরূপে তাহাকে তদ্রূপে জানিতে পারে? ধর্ম্ম বিশেষ হইতে তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। সত্যময় বেদ-

বোধিত, চিত্তশুদ্ধিকর নিবৃত্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারাই মুক্তিপ্রদ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। মহর্ষি গোতম এবং ন্যায়দর্শনের ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন মুনিও বলিয়াছেন, সমাধি বিশেষের অভ্যাস দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি হয় ("সমাধি বিশেষাভ্যাসাৎ।"—ন্যায়দর্শন ৪।২।৩৫)।

জিজ্ঞাসুত্রয়—'সমাধি বিশেষের অভ্যাস হইতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে,' এই কথার অভিপ্রায় কি, আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। জিজ্ঞাসা হয়, অভ্যুদয়শীল প্রতীচ্য সুধীগণ কি সমাধি বিশেষের অভ্যাস দ্বারা পদার্থ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, করিতেছেন? পার্থিব জীবনকে যথা সম্ভব সুখময় করিবার উপযোগি-বিজ্ঞানের আবিষ্কার করিয়াছেন, করিতেছেন?

বক্তা—বিশ্বাস করিতে পারিবে না জানিয়াও বলিতেছি, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, বর্ত্তমান কালের শিক্ষিতম্মন্য পুরুষবৃন্দ উপহাস করিবেন, বিকৃত মস্তিষ্ক বলিয়া উপেক্ষা করিবেন জানিয়াই বলিতেছি, পাশ্চাত্য সুধীগণ যে, প্রাকৃতিক তথ্য সকলের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা নিখিল জ্ঞান বিজ্ঞান প্রসূতি শ্রুতির কৃপা। যিনি কখন সমাধি করেন নাই, যিনি কখন বেদের বাণী—বেদের আদেশে কর্ণপাত করেন নাই, যিনি কখনও চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করিবার চেষ্টা করেন নাই, যিনি কখন নিবৃত্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই, যিনি সদা বহির্মুখ হইয়া দিন যাপন করেন, তিনি কি ক'রে অনুভব করিতে পারিবেন, ধর্ম্মবিশেষের অনুষ্ঠান বা সমাধি বিশেষের অভ্যাস দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। নিবৃত্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াই, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে অসাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া আদর করি নাই, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন যাঁহারা এইরূপ মতাবলম্বী, তাঁহারা কিরূপে অনুভব করিবেন, প্রতীচ্য সুধীবর্গ সমাধি বিশেষের অভ্যাস দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, করিতেছেন, তাঁহারা কিরূপে বিশ্বাস করিবেন নিবৃত্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না, ধ্যানশীল বা একাগ্রচিত্ত না হইলে মহৎ পদবীতে আরোহণ করা সম্ভব হয় না। সমাধি বা যোগই (concentration) তত্ত্বজ্ঞান লাভের, সর্ব্বজ্ঞ হইবার একমাত্র সাধন। যাঁহাদিগ দ্বারা পৃথিবীতে মহৎকার্য্য সাধিত হইয়াছে, হইতেছে, যাঁহারা স্বয়ং কৃতকৃত্য হইয়া পরোপকারার্থ জ্ঞানোপদেশ করিয়াছেন, তাঁহারা সমাধি বা যোগ দ্বারা তাহা করিয়াছেন। যাঁহারা সংযমী নহেন, তাঁহারা কখনও আত্ম-পরের কল্যাণ সাধনে সমর্থ হন না,

সংযম বা ধারণা ধ্যান ও সমাধিই বিশুদ্ধ জ্ঞান বিকাশের হেতু, কি মানস বল, কি শারীর বল, সংযমই এই উভয়ের দ্বার স্বরূপ, সংযম দ্বারাই প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহের (The Laws of Nature) স্বরূপাবগতি হইয়া থাকে, সংযম দ্বারা যিনি যে পরিমাণে উন্নত হ'ন, তিনি সেই পরিমাণে আত্ম-পরের সুখ সম্বর্দ্ধনে ক্ষমবান্ হইয়া থাকেন। অভ্যুদয়শীল প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিক, ও শিল্পিগণ যে বাষ্পযন্ত্রাদির আবিষ্কার করিয়াছেন, করিতেছেন, চিত্তের একাগ্রতা বা দৃঢ় সংযমই তাহার একমাত্র কারণ। মানুষ যে মাত্রায় শুদ্ধচিত্ত হইতে পারে, প্রকৃতি সেই মাত্রায় তাঁহাকে তাঁহার সম্পত্তির অধিকারী করেন।

জিজ্ঞাসুত্রয়—অভ্যুদয়শীল প্রতীচ্য দেশে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হয় না, প্রতীচ্য দেশবাসীদিগের শ্রৌত ও স্মার্ত্ত সংস্কার হয় না, আহারের সহিত ধর্ম্মের যে কোন সম্বন্ধ আছে, ইহাঁরা তাহা স্বীকার করেন না, আপনার বর্ণ-বিবেক পাঠ পূর্ব্বক বিদিত হইয়াছি, যাহারা দেব পিতৃ ও মনুষ্যদিগের উপকার করে না, ইহলোক ব্যতীত লোকান্তরের অস্তিত্বে যাহাদের ঠিক বিশ্বাস নাই, যাহারা অগ্নি-হোত্রাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে না, শ্রাদ্ধ করাকে যাহারা অসভ্যোচিত কার্য্য বলিয়াই বুঝিয়া থাকে, যাহারা শাস্ত্রোক্ত সদাচারবান্ নহে, তাহারা নাস্তিক, তাহারা অনার্য্য, তাহারা যে দেশে বাস করে, সেই দেশ 'কীকট' ঋগ্বেদে এইরূপ কথা আছে। আমাদের এই নিমিত্ত জিজ্ঞাসা হয়, ধর্ম্ম যদি অভ্যুদয়ের কারণ হয়, শাস্ত্রনিয়ন্ত্রিত বাক্যে না চলিলে উন্নতি হয় না, ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, যাঁহারা বেদ শাস্ত্র দৃষ্টিতে নাস্তিক বা অনার্য্য তাঁহাদের উন্নতি হইবার কারণ কি ? যাঁহারা শ্রৌত ও স্মার্ত্ত সংস্কারবিশিষ্ট নহেন, যাঁহারা বেদ-শাস্ত্রকে নিন্দা করেন, অসভ্য কৃষকের গান বলিয়া উপেক্ষা করেন, যাঁহারা শৌচাচারকে উন্নতির প্রতিবন্ধক বলিয়াই বুঝিয়া থাকেন, তাঁহারা যে উন্নত হইয়াছেন, হইতে-ছেন, তাহার কারণ কি ?

শাস্ত্রে আচারের ভূয়সী প্রশংসা দৃষ্ট হইয়া থাকে। আচারই ধর্ম্মের মূল, যিনি আচারবিহীন, বেদ সকল তাঁহাকে পবিত্র করেন না, তিনি দীর্ঘায়ু হন না, তিনি স্বাস্থ্য সুখে বঞ্চিত হইয়া থাকেন, আচারের এইরূপ বহু প্রশংসা শুনিয়াছি। আচার কাহাকে বলে, যে আচারের শাস্ত্রে এত প্রশংসা আছে, সে আচারের স্বরূপ কি, আমরা তাহা জানিতে পারি নাই। আচার সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান আছে, তাহাতে মনে হয়, অভ্যুদয়শীল প্রতীচ্য দেশবাসীরা শাস্ত্রোপদিষ্ট আচারবান্ নহেন, অতএব জানিবার ইচ্ছা হয়, যাঁহারা শাস্ত্রোক্ত আচার-

বান্ মহেন, তাঁহারা দীর্ঘায়ু হন কেন? তাঁহাদের অভ্যুদয় হইবার কারণ কি?

বক্তা—'আচার' সম্বন্ধে বহু বক্তব্য আছে, অল্প কথায় কোন বিষয়ের তত্ত্ব নিরূপণ করিলে সর্ব্বপ্রকার সংশয়ের নিরসন হয় না, সুতরাং এতদ্দ্বারা জিজ্ঞাসু বিশেষ লাভবান্ হইতে পারেন না। যাহা হউক যথাসম্ভব সংক্ষেপে বহু প্রশংসিত 'আচার' সম্বন্ধে আপাততঃ কিছু বলিতেছি।

"আচার" সম্বন্ধে দুই এক কথা, এবং প্রতীচ্য দেশবাসীরা শাস্ত্রোক্ত আচার পালন না করিলেও, তাঁহাদের উন্নতি হইবার, দীর্ঘ ও নীরোগ জীবন লাভ করিবার কারণ কি, এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত সমাধান।

বক্তা—প্রতীচ্য দেশবাসীদিগের মধ্যে যাঁহারা উন্নত হইয়াছেন, হইতেছেন, তাঁহাদের উন্নত হইবার, তাঁহাদের দেহ ও মনের দৃঢ়তা লাভ করিবার, স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করিবার, অন্য দেশের প্রভু হইবার, বিদ্যাচার্য্য হইবার প্রকৃত কারণ কি, তাহা যথা প্রয়োজন চিন্তা করিয়াছ কি? অনাচার বা অত্যাচার, কোনরূপ বিধিপালন না করা ইঁহাদের উন্নতির, শ্রীবৃদ্ধির, বিবিধ বিদ্যা ও শিল্পকুশলতার, বাণিজ্য নৈপুণ্যের কারণ নহে, প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘনপূর্ব্বক ইঁহারা সমৃদ্ধিসম্পন্ন হন নাই, হইতেছেন না, স্বদেশের ও স্বধর্ম্মের উপযোগী আচার পালন নিবন্ধন ইঁহারা উন্নত হইয়াছেন, হইতেছেন, পরস্পরের প্রতি ঐকান্তিক সহানুভূতি, ইঁহাদের অসাধারণ কর্ম্মশীলতা, অসামান্য উৎসাহ, চিত্তের একাগ্রতা, জড়তার অভাব প্রভৃতি সদগুণগ্রাম ইঁহাদের উন্নতির, অপেক্ষাকৃত সুখময় পার্থিব জীবন লাভের হেতু। শাস্ত্রের যে লক্ষণ পাইয়াছ, তাহাতে বলিতে পারিবে না কি, পূর্ণভাবে শাস্ত্রাচার পালন না করিলেও ইঁহারা সর্ব্বথা শাস্ত্রাচার বা প্রকৃতির আজ্ঞার লঙ্ঘন করেন না, তাহা করিয়া ইঁহারা উন্নত হন নাই, হইতেছেন না, কখন হইবেন না। তোমরা সম্ভবতঃ বলিবে, ইঁহাদের শ্রৌত ও স্মার্ত্ত সংস্কার হয় না, ইঁহাদের মধ্যে বর্ণব্যবস্থিতি নাই, শৌচাচারের কড়াকড়ি নাই, বিধিনিষেধের নির্ব্বন্ধাতিশয্য নাই, আহারের সহিত ধর্ম্মের যে কোনরূপ সম্বন্ধ আছে,

ইহাঁরা তাহা মানেন না, বৃথা মাংস খাইবে না ('বৃথা মাংসং ন খাদেত'—মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব), যে কোন ব্যক্তির হাতে খাইবে না, ইহাঁরা এই সকল শাস্ত্রবিধি পালন করেন না, আয়ুর রক্ষার্থ—দীর্ঘজীবন লাভ করিবার নিমিত্ত, বিবিধ কল্যাণভাজন হইবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ করিবে, একাগ্র মনে ঈশ্বর চিন্তা করিবে, স্নান ও সন্ধ্যা করিবে, 'ঋষিরা দীর্ঘ সন্ধ্যা করিতেন বলিয়া দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছিলেন', শাস্ত্রের এই সকল আদেশ ইহাঁরা পালন করেন না, এই সকল শাস্ত্র বিধির যে, কোন কার্য্যকারিতা আছে, ইহাঁরা তাহা অবগত নহেন, ইহাঁরা তাহা স্বীকার করেন না, ভোজন করিবার সময়ে কথা বলিবে না, গল্প করিবে না, ইত্যাদি কোন শাস্ত্রীয় আচার ইহাঁরা পালন করেন না, তথাপি যখন ইহাঁদের উন্নতি হইতেছে, হইয়াছে, তখন শাস্ত্রের আচার-প্রশংসা যে, অতিশয়োক্তি নহে তাহা কিরূপে বিশ্বাস করিব ?

বিধবার পুনর্ব্বিবাহ কোনরূপ দোষাবহ নহে, ইহাঁদের দেশে বিনা আপত্তিতে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ হইয়া থাকে, পুত্র-কন্যাবতী প্রৌঢ়া বিধবারও পুনর্ব্বার পতিগ্রহণ ইহাঁদের দেশাচার বিরুদ্ধ নহে, অতএব বেদশাস্ত্রোদিত আচার পালন হইতে আয়ুবৃদ্ধি হয়, বেদ-শাস্ত্রোদিত আচার পালন হইতে শ্রী, যশঃ, বিত্ত ইত্যাদি লাভ হইয়া থাকে, এই সকল শাস্ত্রোপদেশের যথার্থ্য বিষয়ে তোমরা যে সন্দিহান হইবে, তাহা বিস্ময়াবহ নহে। তোমাদের সংশয় নিরস্ত করিতে হইলে, বেদ শাস্ত্রোক্ত আচার সকল পূর্ণভাবে পালন করিলে কি লাভ হয়, পূর্ণভাবে বেদশাস্ত্রোদিত আচার পালন করিলে যাদৃশ লাভ হইবার কথা শাস্ত্রমুখ হইতে শুনিতে পাওয়া যায়, তাদৃশ লাভ হইবার যুক্তি কি, তাহা বুঝাইতে হইবে, প্রতীচ্য দেশবাসীরা শাস্ত্রোক্ত আচার পূর্ণভাবে পালন করেন না বলিয়া, তাঁহাদের কি ক্ষতি হইয়াছে, হইতেছে, যথাশক্তি তাহা তোমাদিগকে বিজ্ঞাপিত করা একান্ত আবশ্যক হইবে, পাশ্চাত্য দেশের বিশিষ্ট প্রকৃতি বশতঃ তদ্দেশে যে সকল শাস্ত্রাচার পালন সম্ভবপর নহে, সেই সকল শাস্ত্রাচার ব্যতীত অভ্যুদয়শীল প্রতীচ্য দেশবাসীরা যে বহু বেদশাস্ত্রোক্ত আচার যথা সম্ভব পালন করেন বা করিবার চেষ্টা করেন, তোমাদিগকে তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইতে হইবে। সচ্চরিত্রের গঠন করিতে হইলে, বর্ত্তমান জীবনকে কথঞ্চিৎ নিরর্গল করিতে হইলে, বেদশাস্ত্র যাহা যাহা কর্ত্তব্য বলিয়াছেন, উন্নতিশীল পাশ্চাত্য পুরুষবৃন্দ যে, (বুদ্ধিপূর্ব্বক হোক্, অবুদ্ধি পূর্ব্বক হোক্) অন্তর্যামীর প্রেরণায় সেই সকল বিধি পালন করেন, তাহা প্রতিপাদন করিতে হইবে।

আমি ক্রমশঃ তাহা কহিব, অধুনা 'আচার' কোন্ পদার্থ, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতেছি, সাবধান হইয়া শ্রবণ কর।

'আঙ্' পূর্ব্বক 'চর' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ' প্রত্যয় করিয়া "আচার" পদনিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহা আচরিত হয়, তাহা 'আচার'। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে 'তপঃ', 'শ্রদ্ধা', 'সত্য', 'মন' (শুদ্ধভাবে মনন) 'চরণ' এই পাঁচটী আপাষ্ঠা ইষ্টি (যদ্দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি পথের প্রতিবন্ধক অপহত হয়, দূরীভূত হয়, যদ্দ্বারা অভ্যুদয় হয়, প্রকৃত সুখের অধিকারী হওয়া যায়, তাহার নাম অপাষ্ঠা ইষ্টি) রূপে বর্ণন করা হইয়াছে। * একটু নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে উপলব্ধি হইবে, পৃথিবীতে যে কোন দেশে যে কোন জাতি উন্নত হইয়াছেন, হইতেছেন, তাঁহারাই 'তপঃ', 'শ্রদ্ধা', 'সত্য', 'মন' (সত্যাসত্য বিচার, হিতাহিত বিচার) ও চরণ (আচরণ—সদাচার) সামান্যতঃ এই পাঁচটী ইষ্টি দ্বারাই উন্নত হইয়াছেন, হইতেছেন। অভ্যুদয়শীল পাশ্চাত্য দেশ যে, 'তপঃ', 'শ্রদ্ধা', 'সত্য', 'মন', ও 'চরণ' এই পাঁচটী সাধন দ্বারাই সমুন্নত হইয়াছেন, হইতেছেন, যথার্থভাবে তাহা অনুভব করিতে হইলে, অগ্রে 'তপঃ' 'শ্রদ্ধা' ইত্যাদি পাঁচটী ইষ্টির স্বরূপ জানিতে হইবে, কি ক'রে মানুষ উন্নত হয়, তাহা স্মরণ বা যথার্থভাবে অবগত হইতে হইবে। পাশ্চাত্য দেশ উন্নত হইতেছেন, উন্নত হইতেছেন কেবল এই কথা উচ্চারণ করিলে, কি ইষ্টাপত্তি হইবে?

মহাভারতের আনুশাসনিক পর্ব্বে অভিহিত হইয়াছে, সাধুগণের যে আচরণ—যে ব্যবহার তাহাই আচারের লক্ষণ। আচারই ধর্ম্মের লক্ষণ এবং যাঁহারা

---

* "তা বা এতাঃ পঞ্চ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারঃ। আপাষ্ঠা অনুবিত্তয়ো নাম। তপঃ প্রথমাম্ রক্ষতি। শ্রদ্ধা দ্বিতীয়াম্। সত্যং তৃতীয়াম্। মনশ্চতুর্থীম্। চরণং পঞ্চমীম্।"—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩।১২।৪।

"আচারো ভূতিজনন আচারঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ। আচারাদ্বর্দ্ধতে হ্যায়ুরাচারো হন্ত্যলক্ষণম্॥ আগমানাং হি সর্ব্বেষামাচারঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে। আচারপ্রভবো ধর্ম্মো ধর্ম্মাদায়ুর্বিবর্দ্ধতে।"—মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব, দানধর্ম্মপর্ব্ব, ১৬১ অধ্যায়।

"ইদং স্বস্ত্যয়নং শ্রেষ্ঠমিদং বুদ্ধি বিবর্দ্ধনম্।
ইদং যশস্যমায়ুষ্যমিদং নিঃশ্রেয়সং পরম্॥"—মনুসংহিতা, ১।১০৬।

আচারবান্ তাঁহারাই সাধু, আচারবত্তাই সাধুর লক্ষণ। আচার ভূতিজনন (ঐশ্বর্য্যের উৎপাদক), আচার কীর্ত্তিবর্দ্ধন, আচার পালন হইতে আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয়, আচার দ্বারা অলক্ষণ (পাপ হেতু যে সকল মন্দ লক্ষণ প্রকটিত হইয়া থাকে) সকল বিনষ্ট হয়, আচার ধর্ম্মের মূল, সদাচারের অনুষ্ঠান দ্বারাই ধর্ম্মবৃদ্ধি হইয়া থাকে, ধর্ম্মই আয়ুর্বৃদ্ধির হেতু; অতএব আচার পালন দ্বারা দীর্ঘায়ুষ্য লাভ হইয়া থাকে, আচার যশস্য (যশোলাভের কারণ), আচার স্বর্গ্য (স্বর্গ প্রাপ্তির হেতুভূত) আচার পালনই মহৎ স্বস্ত্যয়ন—আচার দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অরিষ্ট নষ্ট হয়। ব্রহ্মা অনুগ্রহ পূর্ব্বক সর্ব্ববর্ণকে আচারের উপকারিতা সম্বন্ধে এই সকল কথা বলিয়াছেন। * পরাশর সংহিতা বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের আচারই ধর্ম্মপালক, আচারভ্রষ্ট দেহের ধর্ম্ম পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে, আচার ভ্রষ্টের ধর্ম্ম হয় না ('চতুর্ণামপি বর্ণানামাচারো ধর্ম্মপালকঃ। আচারভ্রষ্ট দেহানাং ভবেদ্ধর্ম্মঃ পরাঙ্মুখঃ॥'—পরাশর সংহিতা)। ভগবান্ মনুরও উপদেশ—পরম্পরাগত আচার যে পরমধর্ম্ম, তাহা শ্রুতি, স্মৃতি এই উভয় দ্বারাই প্রতিপন্ন হইয়াছে, অতএব আত্মহিতাভিলাষী দ্বিজ শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত আচারের অনুষ্ঠানে সতত যত্নবান থাকিবেন। আচারবিহীন ব্রাহ্মণ বেদের সম্পূর্ণ ফলভাগী হন না, যদি তিনি (বেদপাঠী) সদাচারসম্পন্ন হন, তাহা হইলে, বেদের সম্পূর্ণ ফলভাগী হইয়া থাকেন। মুনিগণ আচার দ্বারাই ধর্ম্মের প্রাপ্তি হয়, ইহা অবগত হইয়া, আচারকেই সকল প্রকার তপস্যার প্রধান কারণ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)
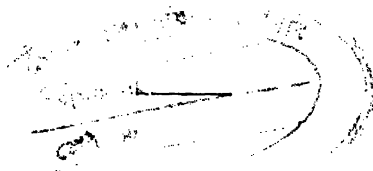
* "এবমাচারতো দৃষ্ট্বা ধর্ম্মস্য মুনয়ো গতিম্।
সর্বস্য তপসো মূলমাচারং জগৃহুঃ পরম্॥"

—মনুসংহিতা, ১।১১০।

"তোমারি তুলনা তুমি এ মহিমণ্ডলে !"

ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র ও সেবক নৃপেন্দ্রকুমার-সম্পাদিত,

শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলী-গণিত ও প্রসিদ্ধ স্মার্ত্তগণ কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত,

১৩৩৪ সালের

স্বাস্থ্যধর্ম্ম গ্রহ-পঞ্জিকা

প্রকাশিত হইয়াছে। যে পঞ্জিকার বিরাট কার্য্যকারিতা, দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য পাঠ্য বিষয়, প্রয়োজনীয় সংবাদ-চিত্রাদির চমৎকার সঞ্চয়ন সন্দর্শন করিয়া দেশের মনীষী-বৃন্দ, পঞ্জিকা-সম্পাদকগণ ও জন-সাধারণ—যাহাকে সম্বোধন করিয়া কবির ভাষায় বলিয়াছিলেন—"তোমারি তুলনা তুমি এ মহিমণ্ডলে !", এ সেই পঞ্জিকা, এ সেই জাতীয় জীবন-যাত্রার অচিন্ত্যনীয়, অভাবনীয়, অতুলনীয়, অপরিহার্য্য, অমূল্য অভিধান !

এবার নব কলেবরে কলির কল্পতরু—"হর-পার্ব্বতী সংবাদ," এবং ডাক্তার শ্রীযুত রমেশচন্দ্র রায়ের "মানবের দশ দশা," রায় ডাঃ শ্রীযুত চুনীলাল বসু বাহাদুরের "ডানহাতের ব্যাপার," কাপ্তেন শ্রীযুত ফণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের "শরীর-চর্চ্চা," অধ্যাপক শ্রীযুত বিনয়কুমারের "বিসমার্কের তিনটি বোমা," রায় সাহেব শ্রীযুত দিবাকর দে'র "গো-রোগের চিকিৎসা," শ্রীযুত নির্ম্মল দেবের "বীজ"···প্রভৃতি সুচিন্তিত প্রবন্ধ-রাজী ! নূতন নূতন অসংখ্য শিক্ষাপ্রদ সামাজিক নক্সা, ছবি ও ব্যঙ্গ-চিত্র !! "সংবাদ-কোষ"-বিভাগে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আচার-অনুষ্ঠান-জনিত তথ্যের অফুরন্ত সমাবেশ !!! তা'ছাড়া "দিন-পঞ্জিকা"-ভাগে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর সাধনোচিত নির্ভুল, সুবোধ্য ও বিশদ গণনা-ব্যবস্থাদি !

পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা আকার দেড়গুণ বাড়িয়াছে। পাঁচ টাকা দিয়াও যাহার পাঁচখানি পৃষ্ঠা জ্ঞান-লিপ্সু পাঠক কিনিতে দ্বিধাবোধ করেন না, দুঃখ দৈন্য-প্রপীড়িত বাংলার ঘরে ঘরে প্রচার-কামনায় মূল্য পূর্ব্ববৎ পাঁচ আনাই রাখা হইল। ডাকমাশুল প্রতিখানিতে চারি আনা। তিনখানির কম ভিপি যায় না।

প্রত্যেক মনিহারী ও পুস্তকের দোকানে পাওয়া যায়।

স্বাস্থ্যধর্ম্ম সঙ্ঘ, ৪৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসবের নিয়মাবলী

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা। নমুনার জন্য ।৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি **কার্য্যাধ্যক্ষ** এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার **অর্দ্ধেক মূল্য** অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

২২শ বর্ষ।] আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ১৩৩৪ সাল। [৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত ও

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"

শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

২২শ বর্ষ। } আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ১৩৩৪ সাল। { ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা

তাণ্ডবে মগনা।

একি বিচিত্র তাণ্ডবে মগনা মা তুমি! ভিতরে বাহিরে এই তাণ্ডব সর্ব্বদা চলিতেছে—ক্ষণকালের জন্যও এই তাণ্ডবের বিরাম নাই। কতকাল ধরিয়া এই তাণ্ডব চলিতেছে তাহাও কেহ বলিতে পারে না। যাহা অনাদি তাহার আদি কোথায় কে বলিবে? নরনারীর অনন্তকণ্ঠে অনন্ত শব্দ রাশিতে নিরন্তর তাণ্ডব উঠিতেছে, হাসিতে তাণ্ডব, ক্রন্দনে তাণ্ডব, সুখে তাণ্ডব, দুঃখে তাণ্ডব, যুদ্ধে তাণ্ডব, শান্তিতে তাণ্ডব ইহার বিরাম নাই। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের কণ্ঠে তাণ্ডব, নগরে তাণ্ডব, বনে তাণ্ডব, গৃহে তাণ্ডব, শ্মশানে তাণ্ডব। সমুদ্রে তাণ্ডব, পর্ব্বতে তাণ্ডব, আকাশে তাণ্ডব, বায়ুতে তাণ্ডব, অগ্নিতে তাণ্ডব, পৃথ্বীতে তাণ্ডব। রামায়ণে তাণ্ডব, মহাভারতে তাণ্ডব, চণ্ডীতে তাণ্ডব, ভাগবতে তাণ্ডব। কোথায় তাণ্ডব নাই? অহো! এ কি বিচিত্র তাণ্ডব! কোথাও কেহ স্থির নাই—সবাই চলিতেছে। দেখিতে স্থির কিন্তু ভাল করিয়া দেখ অনুপরমাণু পর্য্যন্ত কি এক প্রবল বেগে ঘূর্ণিত হইতেছে। কে মা তুমি—কেন মা তোমার এই তাণ্ডব? তোমার তাণ্ডবে কোথাও বিশ্ব উঠিতেছে, কোথাও লয় হইতেছে, কোথাও বা স্থিতি মত বোধ হইতেছে। বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া আপন তাণ্ডবে আপনি বিভোর হইয়া মা তুমি কোন কার্য্য করিতেছ? কখন অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিতেছ, কখন আবার সমস্ত উদ্গীরণ করিয়া বিচিত্র

ভাব দেখাইতেছ। কখন হাহাকার তুলিতেছ, কখন ব্যাভিচার দেখাইতেছ, কখন শান্তমূর্ত্তি ধরিয়া হাসাইতেছ—পরক্ষণেই ঘোরা মূর্ত্তিতে কাঁদাইতেছ। কে অনুসরণ করিতে পারে তোমার এই তাণ্ডব লীলা?

সকলেই এই তাণ্ডবের কিছু না কিছু দেখিতেছে কিন্তু যে বিশ্ব নর্ত্তকী এই তাণ্ডব তুলিতেছেন তাহাকে কেহ দেখে না। যে দেখে সে আর ফিরে না। কোথায় যায় মা? আহা! আহা! তোমায় দেখিলে তাতে যাওয়া যায় তাহাতে মিশা যায়। হরি! হরি! একি চমৎকার! গতির ভিতরে স্থিতি আর, তোমার চরণে বিশাল হৃদয় পাতা!

এক অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন আমি। এক এক করিয়া যেমন শত, সহস্র, কোটি, অনন্ত হয়, সেইরূপ আমি আমি আমি, লইয়া এক বিরাট আমি। সমষ্টির ভিতরে ব্যষ্টি। "আমি" বুক পাতিয়া দিয়াছে "তুমি" তাণ্ডব করিবে বলিয়া। নতুবা আমিতে কোন তাণ্ডব নাই।

"তুমি" ছাড়িয়া "আমিতে" ডুব দাও সকল তাণ্ডব ছুটিয়া যাইবে। মানব শান্তি চায়! কোথায় শান্তি পাইবে?

"তুমির" তাণ্ডব "আমির" বক্ষে—সাগরের তরঙ্গ ভাঙ্গে ভাসে বিশাল সাগর বক্ষে। "আমি" স্থির, শান্ত "তুমি" তাণ্ডব মগনা। স্থির স্পর্শ কর শান্ত হইয়া যাইবে।

"আমির" ভাবনা কর—দুঃখ থাকিবে না। "আমির" কোন সঙ্কল্প নাই, "আমির" কোন ইচ্ছা নাই,"আমির"কোন অভাব নাই, "আমির"ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, "আমির" জনন মরণ নাই, "আমির" শোক মোহ নাই। নিরন্তর "আমির" চিন্তায় থাক—সব থামিয়া যাইবে। মুক্তি চাও—কোথায় মুক্তি? দেখ দেখি মুক্ত কে?

নির্গুণ ব্রহ্মই পূর্ণ মুক্ত। আবার সগুণ ব্রহ্ম মুক্ত থাকিয়াও তাণ্ডব তুলেন, তাণ্ডব দেখেন কিন্তু স্বরূপ ছাড়েন না। আত্মাও তাই আর অবতারও তাই। "আমি"র খেলা ইহাই। উঠুক তাণ্ডব—"আমি"র সন্নিধিতে এমন উঠে—"আমি" কিন্তু স্থির শান্ত। স্থির শান্ত যিনি তাঁহার দিকে তাকাইতে শিখ দেখিবে তাণ্ডবে মগনা যিনি তিনি একভাবে তাণ্ডবশালিনী অন্য ভাবে হ্লাদিনী, সন্ধিনী, সম্বিতরূপিণী।

কোথায় পলাইবে বল? তাণ্ডব কোথায় নাই? "আমির" কাছে পলায়ন কর "তুমি"র তাণ্ডব থাকিয়াও থাকিবে না।

—— ——

গান।

তোমারি মতন এমন আপন ভুবন মাঝারে নাই আমার।
জীবন বল্লভ তুমি আমার আমিও তোমার॥

অন্তরে বাহিরে আছ নিরন্তর
ভুলিয়া তোমারে ক'রেছি অন্তর
দেখা দাও দেখা দাও
আর থেকনা অন্তরে প্রেমাধার॥
(প্রাণ আঁধার ক'রে)
ভালবাসা দিও পুড়াও মন আশা
ঘুচে যাক্ দীনের বিষয় পিপাসা
নাশ হে দুরাশা
তোমায় ভালবেসে জুড়াক প্রাণ আমার।
দিবানিশি নাথ আছ আশে আশে
প্রাণে প্রাণে নাথ আমায় ভালবেসে
ছাড়িয়ে থাকনা
তবু ভালবাসা বুঝি না তোমার॥
দিয়েছ শকতি বলিতে করিতে
খাইতে ঘুমাতে উঠিতে জাগিতে
দেখিতে শুনিতে
তোমা বিনা বল নাই আমার।
দীনবন্ধু হরি দীন জন ত্রাতা
তোমা বিনে কে আর জানে মনোব্যথা
যা করাও তাই করি
তুমি হরি সর্ব্ব মূলাধার॥

"হব নাগো চরণ ছাড়া—শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা।

বৎসরান্তে বঙ্গের রঙ্গভূমে আবার শরৎ দেখা দিয়াছেন। বাঙ্গালা—প্রকৃতির প্রিয়-নাট্যশালা, এখানে তাই এত উৎসব। নির্ম্মেঘ ও নির্ম্মল শারদ-আকাশ বাঙ্গলার চণ্ডীমণ্ডপ পানে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন "আদরে আদরিণী মাকে হৃদয়ে তুলে লইবেন" এই আশা তিনি হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন। কোন অজানা দেশ হইতে ছায়াপথ পড়ে মার আগমনি-বার্ত্তা সকলকে জানাইতেছে। চন্দ্রের মুখে হাসি আর ধরে না। বৎসরান্তে মাতৃদর্শনলাভ হইবে, তাই এত হাসি তাঁর। স্বামীর হাঁসি ভরা মুখ দেখে "মুদিতে হৃষ্টা" এই মহাজন বাক্য স্মরণ করে নক্ষত্র গুলিও চন্দ্রের সঙ্গে মৃদু মৃদু হাঁসিতেছেন। সূর্য্যদেব দ্বিগুণ উৎসাহে পথ-ঘাট শুষ্ক করিতেছেন। নদনদী সরোবর বড় তাড়াতাড়ি হৃদয়ের আবিলতা দূর করিতেছেন, তাঁদের জলে যে মায়ের পূজা হয়। ফুলের গন্ধ গায়ে মেখে অনিলদেব বাঙ্গলার মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে বেড়াইতেছেন। পথশ্রান্ত মাকে ব্যজন করিতে হইবে, বঙ্গভূমি তাই স্থানে স্থানে কাশপুষ্প-চামর সাজিয়ে রেখেছেন। নৈবেদ্যের জন্য বঙ্গ প্রাঙ্গন শস্য পূর্ণ। ফুল-ফল মাথায় লইয়া সুস্নাত বৃক্ষ মায়ের প্রতীক্ষা করিতেছে, পুষ্পাঞ্জলি লয়ে লতা বৃক্ষান্তরাল হইতে উঁকি মারিতেছে। শেফালিকা বালিকা, প্রতীক্ষা করিতে না পেরে গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িতেছে। কমল-কোকনদ মাতৃশোকে জলে ডুবে ছিল মায়ের আগমন বার্ত্তা পেয়ে হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে জল হইতে উঠিতেছে।

আস্‌বো বলে আশা দিয়ে গিয়েছ কি নাই মনে।
আশ্বিন এসেছে ফিরে আয় মা বঙ্গ-ভবনে।
চেয়ে তব আশা পথ হইল বরষ গত
ত্বরা পুরাও মনোরথ, ক্ষীণকান্তি তোমা বিনে॥

যেন এই বলে পাখীরা সব গান জুড়ে দিয়েছে। প্রকৃতির এ মনোহর মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁর চখের পল্লব পড়ে না যাঁর চোখ আছে। যিনি হৃদয়বান্ পুলকে তিনি নেচে উঠেন। যিনি ভাগ্যবান্ তিনি এই শারদ-আকাশে ছায়াপথে চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্রে, নদ-নদী-সরোবরে বায়ুতে বৃক্ষলতায়, ফলে ফুলে, আরও কিছু দেখিতে পান, যেখানে যেখানে তাঁর চক্ষু পড়ে আরও কিছু ফুটে উঠে। আর যারা

হতভাগ্য, তারা বঙ্গ প্রকৃতির এই অফুরন্ত সৌন্দর্য্যরাশি ঠেলে—কেহ হরিতকী বাগানে, কেহ কেহ বা মরুমাঝে ছোটে, একটু সুখ পাবার আশায়! মৃগনাভি গন্ধলোভে ছুটাছুটি করে একি কম বিড়ম্বনা? শুনি, অনেকের কাণে ৺পূজার বাদ্য কঠোর লাগে, ভূতের কাণে "রামনাম" কঠোর লাগে বোধ হয় এও সেই রকম। এমনদিন এ দেশে ছিল, যে সময় পূজার বহু পূর্ব্ব হইতে দেশময় একটা সাড়া পড়িত, ধনী পূজার আয়োজনে কোমর বাঁধিতেন, লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষুক গেয়ে বেড়াত—

"দেখনা নয়নে গিরি! গৌরী তোমার সেজে এল।
দ্বিভুজা ছিল যে উমা দশভুজা কবে হল।
সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী কার্ত্তিকেয়—গণপতি
সিংহপৃষ্ঠে ভগবতী চারিদিক করেছে আলো।"

এ গান শুনে গৃহস্থ সকল মুগ্ধ হইতেন, সত্যই দেখিতেন—চারিদিকে আলোক। এ সুখের দিন আর বাঙ্গালায় নাই। বহু ধনী সন্তান ৺পূজার বহু পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালা ত্যাগ করেন পূজার ভার থাকে পুরুৎঠাকুরের উপর। এমন এখন হয়—পুরোহিত ঠাকুর বাঙ্গলার চণ্ডীমণ্ডপে বসে করজোড়ে যে সময় আহ্বান করিতেছেন—

"আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সর্ব্ব কল্যাণহেতবে"।

ঠিক সেই সময়েই পশ্চিম দেশের কোন এক বৈঠকখানায় বসে ধনীর দুলাল 'লে সখি তোর ভর পিয়ালা—পিলাও দারুপিন' এই গান শুনিতেছেন বা বাইজী লয়ে আরও কত কি করিতেছেন। তাই মনে হয় নব্যেরা দেশে যে আলো ছাড়াইতে চান—এ আলোকে আমরা পুড়িব, পথ দেখিতে পাইব না। সময় আছে এখনও এস বলি, চাই না আর আমরা এ আলো। এস স্থান দি হৃদয়ে মামুলী বিশ্বাসকে। দুর্গা দুর্গা বলে আবার শয্যা ত্যাগ করিতে শিখি। পত্রের শিরোভাগে আবার দুর্গা নাম লিখি, সেই আনন্দ আবার ফিরে আসিবে, আবার মনে "দুর্গা নাম" উচ্চারণ করে বল পাব। একটু শাস্ত্র বিশ্বাসী হইলেই মনে বল আসিবেই—

শাস্ত্র বলেন—

দুর্গো দৈত্যে মহাবিঘ্নে ভববন্ধে কু-কর্ম্মণি।
রোগে দুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি॥

মহাভয়েঽতিরোগে চাপ্যাশব্দো হন্তৃবাচকঃ।
এতান্ হন্ত্যেব যা দেবী সা "দুর্গা" পরিকীর্ত্তিতা॥

মহাবিঘ্ন ভববন্ধন কুকর্ম্মাসক্তি, রোগ দুঃখ নরক যন্ত্রণা, শোক, পুনর্জ্জন্ম, মহাভয় অতিরোগ, যিনি নাশ করেন তিনি আমাদের মা "দুর্গা" এমন মধুর নাম স্মরণে প্রাণে শক্তিসঞ্চার হইবেই। এইত নামের স্বার্থকতা! এখন এস একবার প্রতিমাতে যে মাকে পূজা করা হয় সেই মায়ের স্বরূপ সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করি—মা যে কি শাস্ত্র সে সম্বন্ধে কি বলেন শুন—

"বহ্নৌ সা দাহিকা শক্তিঃ প্রভাশক্তিশ্চ ভাস্করে।
শোভাশক্তিঃ পূর্ণচন্দ্রে জলে শক্তিশ্চ শীতলা।
শস্যপ্রসূতিশক্তিশ্চ ধারণা চ ধরাসু সা।
ব্রাহ্মণ্যশক্তি বিপ্রেষু দেবশক্তিঃসুরেষু সা।
তপস্বিনাং তপস্যা সা গৃহিনাং গৃহদেবতা
মুক্তিশক্তিশ্চ মুক্তানাং মায়া সাংসারিকস্য সা।
মদ্ভকানাং ভক্তিশক্তি—র্ময়িভক্তিপ্রদা সদা।
নৃপানাং রাজ্যলক্ষ্মীশ্চ পতিভক্তিঃ সতীষু চ।
যয়া জয়তি বিশ্বশ্চ যয়া সৃষ্টি প্রজায়তে
যয়া বিনা জগন্নাস্তি……………………।

মা আমাদের বহ্নিতে দাহিকাশক্তি, প্রভাশক্তি ভাস্করে, শোভাশক্তি পূর্ণচন্দ্রে, জলেতে শীতলা শক্তি। ধরাব ধারণা ও শস্যপ্রসূশক্তি। বিপ্রের ব্রাহ্মণ্যশক্তি, দেবে দৈবশক্তি, তপস্বীদিগের তপস্যা, গৃহীদের গৃহ দেবতা, মুক্তিকামীর মুক্তি, সংসারীর মায়া, ভক্তের ভক্তি, রাজার রাজলক্ষ্মী, পুত্রের মাতৃ-পিতৃ ভক্তি, সতীর পবিত্র পতিভক্তি। যিনি বিনা জগৎ নাই।

সোণাব গহনা হইতে সোণা বাদ দিলে গহনার যেমন অস্তিত্ব লোপ হয়, তেমনি জগতের যে দ্রব্য হইতে মাকে বাদ দিবে জগতের সে দ্রব্যের অস্তিত্ব থাকিতেই পারে না। আমাদের জগজ্জননী জগৎ জুড়ে বসে আছেন; বিনা সাধনায় স্বরূপ জ্ঞান জন্মে না, শাস্ত্র বলেন, সাকারেণ মহেশানি নিরাকারঞ্চ ভাবয়েৎ—আকার উপাসনার ভিতর দিয়া নিরাকারের উপাসনা করিতে হয়। মৃণ্ময়ী মাকে উপাসনা করিয়া চিন্ময়ীকে চিনিতে হইবে। এস মায়ের প্রতিমার চরণে প্রণত হইয়া সকলে প্রার্থনা করি। "সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে, উমে ব্রহ্মাণি কৌমারি বিশ্বরূপে প্রসীদ মে" প্রসন্ন হও মা। তোমার স্বরূপ

চিনিয়ে দাও মা, মায়ের বাণী আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবেই। "ঐকৈবাহং জগত্যত্র—দ্বিতীয় কা মমাপরা" আমা বই জগতে দ্বিতীয় কিছুই নাই। তুমিও যে আমিও সে, বহু সাধনায় সাধক এখানে পৌছায়। এস তুমি আমি সকলে প্রতিজ্ঞা করি "হব না গো চরণ ছাড়া"। মায়ের শ্রীচরণ যাহারা ত্যাগ করিবে তাহাদের রসাতলে যেতেই হবে। শোন বজ্রনির্ঘোষে শাস্ত্র ঘোষণা করিতেছেন—

"শ্রীদুর্গাচরণাম্ভোজং হিত্বা যাতি রসাতলম্"। ওঁ দুর্গা

শ্রীকান্তি চন্দ্র স্মৃতিতীর্থ
ভাটপাড়া।

তন্ত্রশাস্ত্র—ত্রিপুরা রহস্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে মাতার স্বরূপের এক অংশমাত্র দেখান হইয়াছে। জগন্মাতার স্বরূপের দ্বিতীয় অংশ এই প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইবে। এই অংশে বলা হইতেছে—মাতা কারণানন্দরূপিণী।

প্রশ্ন—কারণানন্দরূপিণী—ইহাতে কি বুঝিব ?

উত্তর—কারণাত্মক যে আনন্দ তাহা হইতেছে নিরতিশয় আনন্দ। ইহাই অবিশেষ আনন্দ। বিশেষ আনন্দ যাহা তাহা বস্তু অবলম্বনে ফুটিয়া থাকে, কিন্তু অবিশেষ আনন্দ যাহা তাহাতে কোন বস্তু নাই অথচ কেবল আনন্দ আছে। ইহা সর্ব্বকারণ ব্রহ্মানন্দ। অনবচ্ছিন্না চিন্ময়ী জগন্মাতার স্বরূপ হইতেছে এই সর্ব্বকারণ ব্রহ্মানন্দ।

প্রশ্ন—আনন্দ সর্ব্ববস্তুর ও সর্ব্বপ্রাণীর কারণ কিরূপে ?

উত্তর—শ্রুতি বলেন "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তি" বেদ বলিতেছেন আনন্দ হইতেই

সর্ব্বভূত জন্মিতেছে—আনন্দই সকলের জীবন। সকলে আনন্দেই লয়প্রাপ্ত হয় অতএব ইহাই ব্রহ্মানন্দ।

বশিষ্টদেব বলিতেছেন—

স্ফুরন্তি শীকরা যস্মাদানন্দস্যাম্বরেঽবনৌ।
সর্ব্বেষাং জীবনং তস্মৈ ব্রহ্মানন্দাত্মনে নমঃ॥

নিরতিশয় আনন্দসমুদ্র হইতে আকাশে ও ভূমিতলে অর্থাৎ স্বর্গের দেবতা হইতে পৃথিবীস্থ মনুষ্যাদি তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত আনন্দকণা স্ফুরিত হইতেছে। ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলের জীবন—সকলের সারভূত আত্মতত্ত্ব এই আনন্দ। শ্রুতি আরও শত প্রকারে এই আনন্দের কথা বলিতেছেন। "ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন। ইতরেন তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ" আবার বলিতেছেন "এতস্যৈ বানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রা মুপজীবন্তি" আরও বলিতেছেন "কো হ্যে বান্যাং কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ"।

নিরতিশয় জ্ঞান সমুদ্র, নিরতিশয় আনন্দ সমুদ্রই আকাশ ও অবনিরূপে ভাসিতেছেন। সচ্চিদানন্দময়ী মাই সৃষ্টিরূপে দেখা যাইতেছে। যিনি সীমাশূন্য অখণ্ড, অপরিচ্ছিন্ন, তিনি যখন কোন বস্তু অবলম্বনে ফুটিয়া উঠেন তখন সেই অখণ্ডই যেন খণ্ডমত প্রকাশ পায়। কারণ উপাধিটা খণ্ড হইলে অধিষ্ঠান সীমা শূন্য হইয়াও খণ্ডমত হয়। কাজেই যখন আকাশ স্ফুরিত হইল তখন সেই অখণ্ড আনন্দ যেন আনন্দ কণারূপে ভাসিল। সীমাশূন্য ঈশ্বরের তুলনায় অন্য সমস্তই কণামাত্র।

এখন বুঝিতেছ আনন্দই জগতের কারণ কিরূপে? আরও দেখ প্রকৃতি পুরুষের সঙ্গম ভিন্ন সৃষ্টি নাই। তবেই ত সৃষ্টির কারণ প্রকৃতি পুরুষের সঙ্গম সম্ভূত আনন্দ।

প্রশ্ন—মা এর স্বরূপ চিৎ ও আনন্দ; এই চিৎ ও আনন্দ কি পৃথক্ বস্তু?

উত্তর—শ্রবণ কর ত্রিপুরা রহস্য এই তত্ত্ব কিরূপে দেখাইতেছেন। ত্রিপুরা রহস্য বলিতেছেন—

ভক্ষিণী দেশকালানাং নাস্ত্যাভাস বিনাশিনী।
সর্ব্বথাস্তিময়ী দেবী সুষুপ্তিঃ সাঃ কথং ভবেৎ॥

মা শুধু পরচিন্ময়ী কারণানন্দরূপিণীই নহেন ইনি সঙ্গে সঙ্গে সৎরূপিণী। এই সৎ-চিৎ-আনন্দ যাঁহাকে দেখাইয়া দেয় তিনিই জগদম্বা—জগন্মাতা।

জগদম্বা দেশ ও কালকে ভক্ষণ করেন, জগদম্বা এইখানে আছেন এইখানে নাই এখন আছেন তখন নাই ইহা হয় না। জগন্মাতা, নাস্তিরূপে যদি কিছু ভাসা সম্ভব হয়, তাহারও বিনাশ করেন, মা সর্ব্বপ্রকারে অস্তিময়ী—এই দেবীর আবার অজ্ঞান প্রসূত সুষুপ্তি থাকিবে কিরূপে? মা সর্ব্বদা জাগিয়া আছেন।

জগতে এমন কোন্ পদার্থ আছে যাহার সম্বন্ধে আছে বা অস্তির প্রয়োগ হয় না? আছে বা অস্তি বাদ দিলে কোন কিছু কি থাকে? ঘট আছে, পট আছে, তুমি আছ, আমি আছি, মা আছেন—এই যে "আছে" ইহাই সেই সৎ বস্তুকে দেখাইয়া দিতেছে। এই অস্তির অনুভব সর্ব্বত্রই হয়।

বলিতে পার "আছে" ইহা সকলেই সর্ব্বদা ব্যবহার করে তবে "মা" কে দেখা যায়না কেন? আরও চিন্ময়ী আনন্দময়ী আছেন, তবে দেখা যায়না কেন?

একটি বস্তুই আছে। এই বস্তুটিই সৎ, ইনিই চিৎ আর ইনিই আনন্দ। এই সৎ-চিৎ আনন্দ তিনটি পৃথক বস্তু নহে একই বস্তু।

এই অস্তি বস্তুটী—আছে বস্তুটি কিন্তু আবৃত আছেন নাস্তি বা নাই দ্বারা; অপ্রকাশ বা অজ্ঞান দ্বারা এবং দুঃখ দ্বারা।

নাই, অজ্ঞান এবং দুঃখ—ইহারাই সেই আনন্দময়ীকে ও জ্ঞানময়ীকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

অস্তিকে ঢাকিয়াছে নাস্তি, জ্ঞানকে ঢাকিয়াছে অজ্ঞান এবং আনন্দকে ঢাকিয়াছে দুঃখ।

এই যে আবরণ ইহা মাত্র কল্পনা। এই কল্পনা ছাড় দেখিবে "মা" আছেনই। এই সীমাশূন্য বস্তু কিন্তু আবৃত হইবার নহেন। ব্যষ্টি বা সমষ্টিকে অবলম্বন করিয়া ইনি আত্মপ্রকাশ করেন। সূর্য্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ হন কে? চন্দ্র, আকাশ. তারা, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ—সবার কোলে কোলে সচ্চিদানন্দময়ী যে বিরাজ করিতেছেন। ইনি যে অস্তিময়ী, ইনি নাস্তির—ভাসা ব্যাপারের বিনাশ কারিণী। অস্তি, জ্ঞান, এবং আনন্দ এইগুলি মায়ের স্বরূপ। মৃত্তিকা পর্ব্বতাদি জড় পদার্থে মায়ের অস্তিতা বা সত্তা মাত্র প্রকাশ পায়; কিন্তু এই সমস্ত জড়ে মায়ের চৈতন্য ও আনন্দ এই উভয়ের প্রকাশ হয় না। মানুষের রজঃ এবং তমঃ বৃত্তিতে মায়ের সত্তা ও চৈতন্য উভয়ের প্রকাশ দেখা যায়, কিন্তু এই বৃত্তি দ্বয়ে আনন্দ প্রকাশ পায় না। মানুষের শান্ত বৃত্তিতে বা মায়ের সত্ত্ববৃত্তিতে, চৈতন্য ও আনন্দ এই তিনেরই প্রকাশ পায়।

এই তিনবৃত্তি অনুসারে মায়ের বা ব্রহ্মের ধ্যানও তিন প্রকার। মন্দঅধিকারী মায়ের সত্তা মাত্র ধ্যান করে, ও মধ্যম অধিকারী মায়ের সত্তা ও চৈতন্য বা জ্ঞান ধ্যান করেন এবং উত্তম অধিকারী যিনি তিনি অস্তি, ভাতি প্রিয় বা সত্তা, চৈতন্য, সুখ, অথবা সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই ত্রিবিধ স্বরূপ ধ্যান করেন। কাষ্ঠশিলাদিতে নাম রূপ ত্যাগ করিয়া কেবল সত্তা মাত্র চিন্তা করিবে; রজঃ ও তমঃ অথবা ঘোর ও মূঢ় বৃত্তিতে দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্য মাত্রের ধ্যান করিবে এবং সত্ত্ব বা শান্ত বৃত্তিতে সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দ এই তিনেরই ধ্যান করিবে।

স্বরূপ সম্বন্ধে এই শাস্ত্র নিশ্চয় করিতেছেন যে নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্য তত্ত্বই এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য আর এই চৈতন্যতত্ত্বই আনন্দময় জগৎ কারণ কিন্তু প্রকৃত্যাদি জড়বর্গ জগতের কারণ নহে। দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় এই চৈতন্যেই জগচ্চিত্র ভাসমান হইয়া থাকে। শিব শক্তি স্বরূপ এই অখিল জগৎ স্বাত্মচৈতন্য মাত্র ইহা বুঝাইবার জন্য ত্রিপুরারহস্যের জ্ঞানখণ্ড নামক প্রকরণ।

প্রশ্ন—এখন বলুন জগদম্বিকা কোন্ রূপে জগতে বিরাজ করেন।

উত্তর—এই জগৎ কি এবং জগদম্বার সহিত ইহার সম্বন্ধ কি ইহা না জানিলে জগদম্বাতে স্থিতিলাভ করা যাইবে না।

প্রশ্ন—বলুন।

উত্তর—নিরবচ্ছিন্না চিৎস্বরূপা যিনি, সমস্ত দৃশ্য বস্তুর কারণ স্বরূপ যে ব্রহ্মানন্দ, সেই ব্রহ্মানন্দ যাঁহার স্বরূপ তাঁহাতে এই জগদাত্মক অদ্ভুত চিত্র প্রতিবিম্বিত হইয়া এই অরূপকে রূপ দিতেছে। যে রূপ ধরিয়া ইনি জগতে প্রকাশমান সেই রূপটি হইতেছে দর্পণে বিচিত্র চিত্র প্রতিবিম্বিত হইলে দর্পণের যে রূপ হয় সেইরূপ। ইহাঁর রূপ হইতেছে চিত্র প্রতিবিম্বিত দর্পণের ন্যায়। মঙ্গলাচরণ শ্লোকের শেষ অংশে বলা হইয়াছে "বিরাজতে জগচ্চিত্র চিত্রদর্পণ রূপিণী।"

মা—অতি-স্বচ্ছ দর্পণ মত। স্ফটিকশিলা ঘন, নিরন্ধ্র নিরেট বলিয়া যেমন ইহার ভিতরে কোন কিছুই প্রবেশ করিতে পারে না সেইরূপ এই কারণানন্দরূপিণী পরচিন্ময়ী জগদম্বা শুদ্ধ চৈতন্যরূপিণী—ইহাঁর ভিতরে কোন কিছুই নাই —চৈতন্য চৈতন্যেই আছে। রূপ দ্বারা এই অরূপের স্বরূপ ঢাকা পড়ে। জগদাত্মক বিচিত্র চিত্র এই দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া জগতের বিচিত্ররূপে এই অরূপের রূপ হইয়াছে।

জগৎটা তবে কি? ইহা যদি প্রতিবিম্বই হয় তবে ইহার বিম্ব কোথায়? স্ফটির শিলায় যে পার্শ্ববর্ত্তী বন পর্ব্বত বৃক্ষাদির প্রতিবিম্ব ভাসে—সেই সমস্ত প্রতিবিম্বের বিম্ব আছে। কিন্তু এখানে প্রতিবিম্ব ভাসিয়াছে অথচ কোন বিম্ব নাই। তবে প্রতিবিম্ব ভাসিল কিরূপে? এই প্রতিবিম্ব, স্পন্দশক্তির ভিতরে জীবের অপূর্ণ বাসনার সংস্কারের প্রতিবিম্ব। সেইজন্য জগৎটা কল্পনা মাত্র—ইহা চিত্তস্পন্দন কল্পনা। অস্পন্দ যিনি তিনি ব্রহ্ম। তিনি পরচিন্ময়ী কারণানন্দ রূপিণী কিন্তু তাঁহার আর একটি স্বভাব হইতেছে স্পন্দশক্তি। এই স্পন্দশক্তিই চৈত্যতা প্রাপ্ত হয়েন—ইনিই বহির্মুখে আসিয়া জগৎ বিস্তার করেন। কল্পনার মূর্ত্তি এই জগৎ ভিতর হইতে বাহিরে বিচিত্র ভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়া চিদানন্দস্বরূপিণী জগন্মাতাকে রূপ দিয়াছে। কল্পনা এই আছে এই নাই বলিয়া ইহা মিথ্যা। সেই ভাবে জগতও মিথ্যা।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে কল্পনা ত ভিতরেই ভাসে কিন্তু জগৎকে তবে বাহিরে দেখা যায় কেন? ইহার উত্তরে বেদান্তশাস্ত্র বলেন "বিশ্বং দর্পণ দৃশ্যমান নগরী তুল্যং নিজান্তর্গতং। পশ্যন্নাত্মনি মায়য়া বহির্বিবোদ্ভূতং যথা নিদ্রয়া।" নিদ্রাকালে জীব যে স্বপ্ন দেখে তাহাতে কিন্তু বাহিরের কোন বস্তুই থাকে না অথচ সব দেখা যায়। এক্ষেত্রে কোন বস্তু নাই অথচ এই মনই বহু আকার ধরিয়া ভিতরেই নৃত্য করে আর এই সমস্ত যেন বাহিরে দেখিতেছি বলিয়া মনে হয়। ইহাই চৈতন্যের আত্ম মায়া।

জগৎ তবে কি? শাস্ত্র বলিতেছেন জগৎটা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়। যাহারা মূঢ় বুদ্ধি তাহাদের কাছে জগৎ সত্য; যাঁহারা বিচারবান্ তাঁহাদের নিকটে জগৎ অনির্ব্বচনীয় কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহাদের নিকটে ইহা মিথ্যা। এই বিম্বশূন্য মিথ্যা গন্ধর্ব্বনগরবৎ প্রতীয়মান প্রতিবিম্ব, মরুমরীচিকার ন্যায়, না থাকিয়াও যেন আছে বলিয়া বোধ হয়। এই গন্ধর্ব্ব নগরকে, এই মরু মরীচিকাকে এই রজ্জু সর্পকে মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারিলে, এই মিথ্যা রূপকে মিথ্যা জানিয়া ভুলিতে পারিলে তবে জগদম্বার স্বরূপ দেখা যায়।

তাই বলা হইতেছে বেদ যাহা বলিতেছেন, বেদান্ত যাহা বলিতেছেন, তন্ত্র শাস্ত্রও রূপ ও স্বরূপ সম্বন্ধে তাহাই বলিতেছেন। তন্ত্র শাস্ত্র বেদ হইতে ভিন্ন শাস্ত্র নহে; যদি তাহাই হইত তবে ইহা ভারত হইতে বিতাড়িত হইত। বেদ বিরোধী কোন কিছুই এই বৈদিক আর্য্যজাতি গ্রহণ করেন নাই, করিতেও

পারেন না; কারণ বেদ বিরোধী যাহা তাহা মিথ্যা তাহা মনগড়া কল্পনা মাত্র।

তন্ত্রশাস্ত্রের লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিয়া আমরা এক্ষণে তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত সাধনার কথা ক্রমে উল্লেখ করিব।

অযোধ্যাকাণ্ডে অন্ত্যলীলা।

উনবিংশ অধ্যায়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ভরত মিলন।

"মিলন প্রীতি কিমি জাই বখানী"
কবিকুল অগম কর্ম্ম মন বাণী॥ তুলসী

মিলন প্রেম কি করিয়া বলা যাইবে? কায়মনোবাক্যে ইহা কবির অগম্য। বিরহের পরে মিলনে প্রেম কত ঝলমল করে তাহা যেন ভাষায় বলা যায় না। শ্রীভরত রামাশ্রমে প্রবেশ করিতেছেন। ভক্ত বলিতেছেন—

করত প্রবেশ মিটা দুখদাবা * জনু যোগী পর মারথ পাবা।
দেখে ভরত লখণ প্রভু আগে * পূছত বচন কহত অনুরাগে॥
শীশ জটা কটি মুনিপট বাঁধে * তূণ কসে কর শর ধনু কাঁধে।
বেদিপর মুনি সাধু সমাজু * সীয় সহিত রাজত রঘুরাজু॥
বল্কল বসন জটিল তনুশ্যামা * জনু মুনিবেশ ধরে রতি কামা।
কর কমলন ধনুশায়ক ফেরত * জীকি জরণি হরত হঁসি হেরত॥
লসত মঞ্জু মুনিমণ্ডলী মধ্য সীয় রঘুচন্দ।
জ্ঞান সভা জনু তনু ধরে ভক্তি সচ্চিদানন্দ॥

ভরত আশ্রমে প্রবেশ করিলেন আর দুখ দাবদাহ—সব জ্বালা মালা মিটিয়া গেল, যোগী যেন পরমার্থ পাইলেন। ভরত দেখিলেন প্রভুর সম্মুখে লক্ষ্মণ—লক্ষ্মণ কি যেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন আর শ্রীভগবান্ অনুরাগে কি বলিতেছেন।

শিরে জটা, কটিদেশে মুনিপট্ট বাঁধা; তাহাতে তূণীর বাঁধা, হাতে শর আর স্কন্ধে ধনু। বেদীর উপরে কত মুনি, কত সাধু মধ্যে সীতার সহিত রঘুমণি বিরাজ করিতেছেন। পরিধানে বল্কলবাস, শিরে জটা, শ্যামল তনু মনে হয় রতির সহিত কামদেব মুনিবেশ ধারণ করিয়াছেন। কর কমলে ধনুর্ব্বাণ সঞ্চালিত—আর ঐ হাস্য! হাসি দেখিলে প্রাণের সব জ্বালা তৎক্ষণাৎ জুড়াইয়া যায়। কি সুন্দর! কি সুন্দর! সুন্দর মুনি মণ্ডলীর কত শোভা! মধ্যে সীতারাম। মনে হয় যেন ভক্তি রাণীর সহিত সচ্চিদানন্দ তনু ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন।

শ্রীভগবানকে মুনির বেশ ধারণ করিতে দেখিয়া শ্রীভরতের

দৈন্য লজ্জা আর শঙ্কা হর্ষ অতিশয়।
সব ভাব এককালে করিল উদয়॥
স্পন্দহীন হইয়াছে শরীর তাঁহার।
লোচন-কমলে জল গলে শতধার॥
পুলক হইল জিনি কদম্ব কেশর।
স্বেদ জলে সান্দ্র তনু কাঁপে থরে থর॥
গলে চীর বস্ত্র দিয়া করি জোড় কর।
দণ্ডবৎ হইয়া প’ড়িল ভূমি পর॥
তাঁরে দেখি রামচন্দ্র সুখিত হইয়া।
ডাকিছেন এস ভাই ভরত বলিয়া॥
রাম বাক্য শুনি শ্রীভরত দাঁড়াইয়া।
গমন করেন ইহ বিলাপ করিয়া॥
হায় হায় একি মোর কঠিন জীবন।
ইহা দেখি এখনও না হইল মরণ॥
হয় গজ নরে বেড়ি রহিত যাঁহারে।
মৃগ পক্ষী ঘুরে ফিরে তাঁর চারিধারে॥
দিব্য রত্ন গৃহ তাতে বিচিত্র শয়নে।
শুইতেন যিঁহ তিঁহ পড়ি কুশাসনে॥
যে অঙ্গে লেপন হত সুগন্ধি চন্দন।
একি কষ্ট তাহে ধূলি হয় দরশন॥
পরিধান ছিল যাঁর বিচিত্র বসন।

কিরূপে বাকল তিঁহ করেন ধারণ ॥
কোমল কুসুমে শির ব্যথিত যাঁহার।
কি করি সহেন তিঁহ হেন জটা ভার ॥
মোর লাগি এত দুঃখ পান রঘুবর।
ধিক্ মোরে ধিক্ মোর জীবনে বিস্তর ॥

আর ভগবান্? ভগবান্ ভক্তের দুঃখে অস্থির হইয়াছেন। সুদীর্ঘ বাহু রাম দুই ভ্রাতাকে আদরে কোলে বসাইয়া আলিঙ্গন করিতেছেন। চক্ষে অশ্রুধারা—পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতেছেন।

"মস্তকের ঘ্রাণ লৈয়া, বদনে চুম্বন দিয়া
দক্ষিণ জানুতে বসাইলা ॥"

আর "শত্রুঘনে বাম জঙ্ঘে, বসাইয়া প্রেম রঙ্গে
দোঁহার বদন পানে চান।
ভরতও শত্রুঘন কোলে বসি দুই জন
অচেতন হত হৈল জ্ঞান"

দুই ভ্রাতাকে হত চেতন দেখিয়া মহারাণী সীতাদেবী জল আনিয়া উঁহাদের মুখে চক্ষে দিতে লাগিলেন—

সংজ্ঞা পেয়ে দুইজন মিলিলেন দুনয়ন
প্রভুর বদন পানে চায়।
শ্যামল সুন্দর মূর্ত্তি, দেখিয়া পাইল স্ফূর্ত্তি
নয়নেতে নীর ধারা বয় ॥
অদ্ভুত অমৃত সিন্ধু রামলীলা কাব্য ইন্দু
তাহে ক্ষরে বিন্দু বিন্দু সুধা।
জগত চকোর তায় পিয়াস নাহিক যায়
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে অতি ক্ষুধা ॥

বিংশ অধ্যায়।

চিত্রকূটে রাম ও ভরত।

সো সুখ ধর্ম্ম কর্ম্ম জারি জাউ * জঁহ ন রাম পদ পঙ্কজ ভাউ ॥
যোগ কুযোগ জ্ঞান অজ্ঞানূ * জহঁা ন রাম প্রেম পরধানূ ॥
তুম্ বিন দুখী সুখী তুম তেহঁী * তুম জানহু জিয় জো জেহি কেহঁী ॥ তুলসী

সেই সুখ ধরম করম দগ্ধ হউক, যাহার শেষ ফল রাম পদ পঙ্কজে যে রতি তাহা না জন্মায়। সেই যোগও কুযোগ আর সেই জ্ঞানও অজ্ঞান রাম প্রেম যেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য না হয়। তোমা বিনা যে দুঃখী তাহাকেই তুমি সুখী কর আর যে যাহা ভাবনা করে তুমি হৃদয়ে বসিয়া সবই শ্রবণ কর।

(১)

স্নেহ করি দেব হরি কন ভরতেরে।
না কান্দ না কান্দ ভাই মোর দিব্য তোরে॥
রোদন করিয়া তোর বদন শুকাল।
বল দেখি হেন দশা কে তোর করিল॥
বনবাস ক্লেশ নিজে তাহে আমি পারি।
তোমা মুখ দেখি বুক যাইছে বিদরি॥
আভরণ হীন কেন পরেছ বাকল।
এ চাঁচর চুলে কেন জটার মণ্ডল॥
আমি জীবদ্দশা আছি প্রাণে নাহি মরি।
এতেক অবস্থা নাহি দেখিবারে পারি॥
আমার অযোধ্যা বুঝি কোন রাজা নিল।
অথবা তোমারে কেহ কুবোল বলিল॥
বল বল সব কথা কি বটে বৃত্তান্ত।
তার প্রতীকার আমি করিব নিতান্ত॥
যোন দিন বনে আমি করিনু গমন।
সে দিনে মাতুল ধামে ছিলে দুইজন॥
তোর সনে মোর দেখা তখন না হৈল।
এজন্য আমার হৃদে শেল বেজেছিল॥
ও চাঁদ বদন দরশন আজি কৈল।
সব দুখ দূরে গেল নেত্র জুড়াইল॥
চক্ষু তারা হারা হৈয়া ছিলে ওরে ভাই।
ভরত সমান ভাই ভুবনেতে নাই॥
এত বলি কুতূহলি ভাই নিয়া বুকে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব খান ভরতের মুখে॥

ভগবান্ বশিষ্ঠের উপরে মাতাগণের ভার দিয়া শ্রীভরত শত্রুঘ্নের ও গুহের

সহিত অগ্রেই আসিয়াছিলেন। রাম ভরতকে যখন আদরে কত কথা বলিতেছিলেন সেই সময়ে মাতৃগণ জল দেখিয়া তৃষার্ত্তা গাভীর মত বড় দ্রুত পদে রামের নিকটে আসিলেন।

রাঘবে বেষ্টিত সবে সেকালে করিয়া।
অরে পুত্র রাম আছ মো সবে ছাড়িয়া॥
নয়ন থাকিতে মোরা অন্ধ সবে হৈল।
শ্রবণ থাকিতে বিধি বধির করিল॥
ভোজন শয়ন নিদ্রা এল তোমা সনে।
এই দেখ বিধবা হয়েছি মাতৃগণে॥
তুমি জগতের প্রাণ যবে হৈলে বাম।
জীয়ন্তেতে মৃত মোরা শুন পুত্র রাম॥

রাম আপন জননীকে দেখিয়া দ্রুত উত্থিত হইয়া চরণে পড়িলেন। কৌশল্যা দেবী নিতান্ত দুঃখে রামকে আলিঙ্গন করিলেন। রঘুনন্দন ক্রমে অন্যান্য জননী সকলকে প্রণাম করিয়া ভগবান্ বশিষ্ঠ দেবকে প্রণাম করিলেন।

মাতৃগণে বিধবা দেখিয়া নারায়ণ।
বশিষ্ঠে প্রণমি প্রভু জিজ্ঞাসে কারণ॥

বশিষ্ঠস্তমুবাচেদং পিতা তে রঘুনন্দন। তদ্বিয়োগাভিতপ্তাত্মা ত্বামেব পরিচিন্তয়ন্॥

রাম রামেতি সীতেতি লক্ষ্মণেতি মমারহ॥

বশিষ্ঠ দেব রাজার মৃত্যুর বিবরণ বলিলেন।

মুনির এ বাণী শুনি যেন কর্ণশূল।
মায়া করি দয়াময় হইলা ব্যাকুল॥
রোদন করেন রাম জানকী লক্ষ্মণ।
মাতৃগণ মন্ত্রীবর্গ আত্ম বন্ধু জন॥
এক কালে ব্যাকুলে রোদন করে বনে।
মহা কোলাহল উপস্থিত সেই ক্ষণে॥

বশিষ্ঠ দেব সকলকে সান্ত্বনা করিলেন। তখন মন্দাকিনীতে গিয়া সকলে স্নান করিয়া বীতকল্মষ হইলেন, হইয়া জলাকাঙ্ক্ষী পিতার উদ্দেশে তর্পণ করিলেন। পরে রাম লক্ষ্মণের সহিত পিণ্ডদান করিলেন।

ইঙ্গুদী ফল পিণ্যাক রচিতান্মধু সংপ্লুতান্।

পিণ্ড ইঙ্গুদী ফল ও তিলকল্ক রচিত এবং মধু সংপ্লুত—মধুমিশ্রিত। সৌমিত্রি সহায় রামচন্দ্র পিতৃলোক লক্ষ্য করিয়া পিণ্ডগ্রহণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন

"বয়ং যদন্ন পিতরস্তদন্নাঃ স্মৃতিনোদিতা"

আমাদের যাহা অন্ন আমার পিতৃগণেরও তাহাই অন্ন ইহাই স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থা। বলিতে বলিতে বদনকমল অশ্রুজলে পরিপ্লুত হইল। পিণ্ড প্রদান করিয়া রাম পুনরায় স্নান করিলেন। অন্য সকলেই স্নান করিয়া আশ্রমে ফিরিলেন। ভগবান্ বশিষ্ঠের উপদেশে সেদিন সকলে উপবাস ব্রতে কাটাইলেন।

পরদিন প্রভাতে মন্দাকিনী জলে স্নান করিয়া রাম কুশাসনে উপবিষ্ট আছেন এমন সময়ে—

শ্রীরাম সম্মুখে ভরত আসি। কান্দি বলে চক্ষু সলিলে ভাসি॥
নারায়ণ শুন হে মন দিয়া। ভরতে ভাসালে কিসের লাগিয়া॥
দোষ কৈল মায় সে দায় মোরে। এ দাস ত্যজ কি বিধি তোমারে॥
পতিত পাবন ভুবনে খ্যাত। শুধু ভবে কি ভরত বঞ্চিত॥
তারিয়া পাষাণ নিশান থুলে। পশু পাখী দেখি অভয় দিলে॥
মিত্রতা করিলে চণ্ডাল সনে। এসব দেখিল নিজ নয়নে॥
এ সকলে কৈলে নিজে করুণা। এ দাসে করুণা কে কৈল মানা॥
বল বল বল দয়ার নিধি। কি দোষে কৈলে মোরে কোপ হৃদি॥
অশেষ অপচয় যদি করি। তবু ত্যজ্য নহে ওহে শ্রীহরি॥
জনক জননী জানিনা কভু। গতি মতি মোর তুমি সে প্রভু॥
নিজে পক্ষাপক্ষ ভাবিলে মনে। তব দাস যাবে কাহার স্থানে॥
জননীর মন জেনেছে সব। পিতা অন্যথা হৈল মনে ভাব॥
মো সবারে কার করে সঁপিয়া। কাননে এলে নিদয় হইয়া॥
এ অনাথে হৃদি না দ্রবে কেনে। কবে হিয়াটি বাঁধালে পাষাণে॥
মোর দোষাদোষ এমত বটে। তোমারে নির্দ্দয় কথা কি ঘটে॥
মো সম অধম কে আছে আর। কল্পতরু সেবেও দুঃখ যার॥
কলঙ্ক সাগরে ডুবিনু আমি। ত্রাণ কর হের ভুবন স্বামি॥
জটাজুট কৈলে চাঁচর কেশে। বাকল বসন সাজে এ বেশে॥
বন ফল মূল ওমুখে খাবে। এ তাপে ভরত পাপ কি জীবে॥
চল ঘনশ্যাম ঘরে ঘুরিয়া। চরিতার্থ কর চক্ষে চাহিয়া॥

পাটে রাজা হৈয়া প্রজারে পাল। নতুবা অযোধ্যা পুরী ডুবিল ॥
তব শত দাস দাস কি আমি। অযোধ্যার রাজাধিরাজ তুমি ॥
এ বলি ভরত ঢলি পড়িল। দ্বিজ জগদ্রাম রচনা কৈল ॥

(২)

আমরা রামায়ণের মাধুকরী করিতে বসিয়াছি। নিজের কিছুই নাই—বুঝি তেমন ভাল কর্ম্ম কিছুই নাই। সে জন্য দুঃখও করি না। তাই যেখানে যাহা সুন্দর পাই তাহাই সংগ্রহ করি আর সকলের নিকটে কৃতজ্ঞতা জানাই।

বাঙ্গালা দেশের কবিগণ ভাবের মানুষ। ভাব ফুটাইতে গিয়া স্থানে স্থানে মূলের সহিত মিল না রাখিয়া কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভগবান্ বাল্মীকি কিন্তু কোথাও যেন কল্পনা করেন নাই। ধ্যানস্থ হইয়া সমস্ত ভিতরে দেখিয়া যাহা লিখিয়া গিয়াছেন ভগবান্ সেইরূপই করিয়াছেন।

উপস্পৃশ্যোদকং সম্যঙ্মুনিঃ স্থিত্বা কৃতাঞ্জলিঃ।
প্রাচীনাগ্রেষু দর্ভেষু ধর্ম্মেণান্বেষতে গতিম্ ॥

মুনি কুশাসনে উপবেশন পূর্ব্বক সম্যকরূপে উদক স্পর্শ করিয়া—যথাবিধি আচমন করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে ব্রহ্মপ্রসাদরূপ যোগজ ধর্ম্মে যোগ প্রভাবে রাম প্রভৃতির চরিত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন—অতিযত্নে সমস্ত দেখিতেও পাইলেন।

হসিতং ভাষিতঞ্চৈব গতির্যাবচ্চ চেষ্টিতম্।
তৎসর্ব্বং ধর্ম্মবীর্য্যেণ যথাবৎ সম্প্রপশ্যতি ॥

রামায়ণের চরিত্র সমূহের হাস্য-পরিহাস, কথা বার্ত্তা, গমনাগমন, নানাবিধ চেষ্টা—এই সমস্তই সেই সমাধি অবস্থায় তত্ত্বতঃধর্ম্মবীর্য্যে—যোগবলে যেমন যেমন ঘটিয়াছিল ঠিক সেইরূপে সম্যকরূপে দেখিলেন।

এখনকার লেখকগণ প্রায়শঃই যোগবলের বা সমাধির কোন ধারই ধারেন না। তাঁহারা সংসারে যাহা দেখেন, যাহা শুনেন, তাহার সহিত কল্পনা মিশাইয়া লোকে যাহাতে সন্তুষ্ট হইবে বা নিজের প্রাণ যাহাতে তৃপ্ত হইবে তাহাই লেখেন। যাঁহার যেমন বিদ্যাবুদ্ধি, যাঁহার যেমন ধর্ম্মভাব বা অধর্ম্ম ভাব ইঁহাদের পুস্তকে তাহাই থাকে। আদি কবিতে কোথাও কল্পনা করিবার প্রয়োজন ছিলনা—যেখানে প্রত্যক্ষ দর্শন হয় সেখানে কাল্পনিক অনুমাণের কোন আবশ্যকতাই থাকে না।

ভাব পরিপুষ্টির জন্য জগদ্রাম, রঘুনন্দন, কৃত্তিবাস ইত্যাদির আশ্রয় লইয়াও ভগবান্ বাল্মীকির অনুসরণ না করিলে মনে হয় যেন কি অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল, যেন যথার্থ যাহা ঘটিয়াছিল তাহা বলা হইল না। সেই জন্য আমরা সর্ব্বস্থানেই

ভগবান্ বাল্মীকির কথা দিয়াছি। ইহাতে পুনরুক্তি দোষ ঘটিতে পারে। কিন্তু যদি ক্ষণিক তৃপ্তির জন্য রামায়ণের গল্প মাত্র আশ্রয় করা হয় তবে রামায়ণ পাঠের যথার্থ ফল ফলিতেই পারে না। এই কলিযুগে রামলীলার পুনঃ পুনঃ অনুশীলনই লঘুপায়ে সরস তপস্যা। পুনরুক্তিই এখানে আবশ্যক। তদ্ভিন্ন লীলা হৃদয়ে অঙ্কিত হয় না। আমরা এই জন্য শ্রীভরতের রাম অন্বেষণ, ভগবান্ বাল্মীকিকে আশ্রয় করিয়া আবার আলোচনা করিতেছি।

পাদবান্—শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ চরপ্রাণীর শ্রেষ্ঠ বিভু ভরত সেনানিবেশ করিয়া পাদযানে গুরুজন সেবক রামের নিকটে গমন করিতে অভিলাষী হইয়া শত্রুঘ্নকে বলিলেন সৌম্য! বহু লোক লইয়া এবং নিষাদগণের সহিত এই বনের চতুর্দ্দিক অন্বেষণ কর। গুহ স্বয়ং শরশরাসন ধারী জ্ঞাতি সহস্রে পরিবৃত হইয়া অন্বেষণ করুন, আর আমি ও অমাত্য, পুরবাসী, গুরুগণ ও ব্রাহ্মণগণের সহিত পাদচারে সমুদায় বন অন্বেষণ করতঃ বিচরণ করিব।

যাবন্ন রামং দ্রক্ষ্যামি লক্ষ্মণং বা মহাবলম্।
বৈদেহীং বা মহাভাগাং ন মে শান্তির্ভবিষ্যতি॥
যাবন্ন চন্দ্রসঙ্কাশং তদ্‌দ্রক্ষ্যামি শুভাননম্।
ভ্রাতুঃ পদ্ম বিশালাক্ষং ন মে শান্তির্ভবিষ্যতি॥
সিদ্ধার্থঃ খলু সৌমিত্রির্যশ্চন্দ্রবিমলোপমম্।
মুখং পশ্যতি রামস্য রাজীবাক্ষং মহাদ্যুতিম্॥
যাবন্ন চরণৌ ভ্রাতুঃ পার্থিব ব্যঞ্জনান্বিতৌ।
শিরসা প্রগ্রহীষ্যামি ন মে শান্তির্ভবিষ্যতি॥
যাবন্ন রাজ্যে রাজ্যার্হঃ পিতৃপৈতামহে স্থিতঃ।
অভিষেক জল ক্লিন্নো ন মে শান্তির্ভবিষ্যতি॥
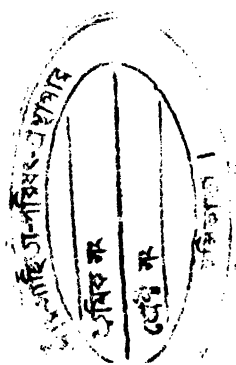
ভ্রাতঃ যতক্ষণ না আমি রামকে দেখিতেছি, মহাবল লক্ষ্মণকে দেখিতেছি আর মহাভাগা বৈদেহীকে দেখিতেছি তাবৎ আমার শান্তি হইবে না। যাবৎ আমি ভ্রাতার সেই পদ্মপলাশ লোচন, চন্দ্রতুল্য সুকুমার বদনমণ্ডল না দেখিতেছি তাবৎ আমার শান্তি হইবে না। সৌমিত্রিই যথার্থ কৃতার্থ। আহা! তিনিই যে রামের বিমল চন্দ্র সঙ্কাশ জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছেন এবং সেই পদ্মপলাশ লোচন দেখিতেছেন। যাবৎ না ভ্রাতার ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ লাঞ্ছিত চরণ যুগল মস্তকে

গ্রহণ করিতেছি ততক্ষণ আমার কিছুতেই শান্তি হইবে না। যাবৎ রাজ্যযোগ্য রাম, অভিষেক সলিলে সিক্ত হইয়া পিতৃপৈতামহিক সিংহাসনে আসীন না হইতেছেন, তাবৎ আমার শান্তি হইবে না। মহাভাগ্যবতী জনকনন্দিনী বৈদেহীই ধন্যা। কারণ তিনি সসাগরা বসুন্ধরার অধিপতি স্বীয় ভর্ত্তার অনুগমন করিয়াছেন। গিরিরাজসম এই চিত্রকূট পর্ব্বতই সৌভাগ্যশালী কারণ এই পর্ব্বতে রাম, নন্দন বনে কুবেরের ন্যায় বাস করিতেছেন। হিংস্রজন্তু পরিপূর্ণ এই দুর্গম বনও ধন্য কারণ শস্ত্রধারী শ্রেষ্ঠ মহারাজ রামচন্দ্র ইহা আশ্রয় করিয়া আছেন।

মহাতেজা, মহাবাহু, পুরুষ শ্রেষ্ঠ, ভরত এই বলিয়া পদব্রজেই সেই মহাবনে প্রবেশ করিলেন। গিরি-সানুজাত পুষ্পিতাগ্র দ্রুমজালের মধ্য দিয়া বাগ্মিশ্রেষ্ঠ শ্রীভরত গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে ভরত সত্বর চিত্রকূট গিরির এক শালবৃক্ষে আরোহণ করিয়া দেখিলেন রামাশ্রমস্থিত অগ্নির ধূম শিখা উত্থিত হইতেছে। দেখিয়া রাম এইখানে আছেন জানিয়া ভরত সবান্ধবে যার পর নাই আনন্দিত হইলেন, তাঁহার মনে হইল যেন তিনি মহাসাগরের পার প্রাপ্ত হইলেন। চিত্রকূট পর্ব্বতে তপস্বিগণ সেবিত রামাশ্রম দেখিয়া ভরত পুনরায় অন্বেষণ ব্যস্ত সৈন্যসমূহ তথায় স্থাপন করিয়া গুহের সহিত রামাশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

(৩)

ভরত শত্রুঘ্নকে রামাশ্রমের চিহ্ন দেখাইতে দেখাইতে চলিলেন। গমনকালে বশিষ্ঠ দেবকে বলিলেন "আপনি আমার জননী সকলকে শীঘ্র লইয়া আসুন" এই বলিয়া ভরত দ্রুতপদে অগ্রেই চলিলেন। সুমন্ত্র ও শত্রুঘ্ন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন, ভরতের ন্যায় ইঁহাদেরও রামদর্শন লালসা প্রবল হইয়াছিল। কিয়দ্দূর গমন করিয়া ভরত, ভ্রাতার তাপসালয় সদৃশ পর্ণকুটীর ও সীতাবাস জন্য সভিত্তিকবাট দারুবদ্ধ গৃহ দেখিতে পাইলেন। আরও দেখিলেন পর্ণশালার সম্মুখে ভগ্নকাষ্ঠ এবং দেবার্চ্চন জন্য পুষ্প সকল আহৃত রহিয়াছে। পাছে পথ চিনিতে না পারা যায় এই জন্য রাম লক্ষ্মণ স্থানে স্থানে কুশচীর দ্বারা বৃক্ষসমূহে চিহ্ন করিয়া রাখিয়াছেন। পর্ণগৃহে শীত নিবারণার্থ মৃগ ও মহিষের রাশি রাশি করীষ (বিল ঘুঁটে) সঞ্চিত রহিয়াছে দেখিলেন। ভরত তখন হর্ষভরে শত্রুঘ্ন ও মন্ত্রীবর্গকে বলিতে লাগিলেন দেখ মহর্ষি ভরদ্বাজ যে স্থান নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন আমরা তথায় আসিয়াছি। বোধ হইতেছে এই স্থানেই—অনতিদূরেই মন্দাকিনী নদী। ঐ দেখ চীর সকল উচ্চস্থানে নিবদ্ধ। মনে হইতেছে লক্ষ্মণকে যখন তখন জলাহরণাদি

জন্য আশ্রমের বাহিরে যাইতে হয় বলিয়া তিনি যে সময়ে পথ দেখা না যায় তখন পথ পরিজ্ঞানের জন্য চিহ্ন স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ দেখ শৈল পার্শ্বে বৃহদ্দন্ত মাতঙ্গগণের গমন পথ, উহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি গর্জ্জন করিয়া ঐ পথ দিয়াই যাতায়াত করে। তাপসগণ বনমধ্যে সায়ং প্রাতে হোমার্থ যে অগ্নি রক্ষা করেন, ঐ দেখ সেই অগ্নির সুবিপুল ধূমস্তর লক্ষিত হইতেছে। আমি এইখানেই পুরুষব্যাঘ্র, গুরুসৎকারকারী, সদা সন্তুষ্ট, মহর্ষি সদৃশ আর্য্য রাঘবকে দেখিতে পাইব। ক্ষণকাল মধ্যে ভরত মন্দাকিনী প্রাপ্ত হইলেন, সম্মুখেই চিত্রকূট। ভরত তখন অমাত্যবর্গকে বলিতে লাগিলেন জগতে যিনি সকল পুরুষের শ্রেষ্ঠ, সেই লোকনাথ রাম নির্জ্জন পাইয়া—বীরাসনে—যোগীর আসনে উপবেশন করেন অহো! আমার জন্মে ও জীবনে ধিক্। আমার জন্যই তাঁহার এই ব্যসন—আহা! যিনি লোকনাথ, যিনি মহাদ্যুতি সেই রাঘবই আজ সমস্ত ভোগেচ্ছা ত্যাগ করিয়া বনে বাস করিতেছেন। আমি আজ সর্ব্বলোক নিন্দিত—আমার কলঙ্ক ক্ষালন জন্য আমি সীতা রাম লক্ষ্মণ—সকলের চরণে পড়িয়া প্রসন্নতা ভিক্ষা করিব।

শ্রীভরতের এই কাতর প্রার্থনা উক্তিতে তোমার আমার কি কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে মনে কর? রামাশ্রমে নিজ যজ্ঞ জন্য কাষ্ঠ ও পুষ্প সঞ্চিত দেখিয়া কিছু কি মনে হয়? হইবেই নিশ্চয় যদি ক্ষণিক তৃপ্তির জন্য তুমি রামায়ণ পাঠ না করিয়া, রামায়ণ পাঠকে—নিত্য রামলীলা চিন্তার অভ্যাসকে মৃত্যুসংসার সাগর পার হইবার লঘূপায় করিয়া ফেলিতে পার। ভরতের নিজের অপরাধ কিছুই ছিল না, তথাপি ভরত মাতৃদোষকে নিজের কলঙ্ক মনে করিয়া লইলেন, আমার জন্য পিতার দেহত্যাগ হইল, রাম সীতা লক্ষ্মণের বনবাস হইল, মনে করিলেন। নিন্দার কোন কার্য্য না করিয়াও ভরত আজ লোকনিন্দিত হইলেন। আর তুমি? তোমার জন্য তোমার সংসারের কাহারও ক্লেশ হইতেছে কি মনে কর? লোকে তোমার সুখ্যাতি করে তুমি দেখ কিন্তু তুমি তোমার কাছে কতদূর পবিত্র তাহা তুমি জান, আর জানেন শ্রীভগবান্। ভরত বলিয়াছিলেন—

ইতি লোকসমাক্রুষ্টঃ পাদেষদ্য প্রসাদয়ন্।
রামং তস্য পতিষ্যামি সীতায়া লক্ষ্মণস্য চ॥

যেহেতু আমি লোকনিন্দিত সেই জন্য আমার জন্মে ধিক্। লোক সমাক্রুষ্টঃ—লোকেন নিন্দিতঃ—এই লোক নিন্দা পরিহারের জন্য রামকে প্রসন্ন করিব, করিয়া রামের চরণে পতিত হইব। শুধু রামের নয়, সীতার চরণে পড়িব এবং লক্ষ্মণের চরণেও পড়িব। তুমি কখন মনে মনে শ্রীভগবানের চরণে পড়িয়াছ

কি? তোমার অপরাধ ত শত প্রকারের। তুমি সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে নিজের দোষ স্মরণ করিয়া ভগবানের চরণে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করার অভ্যাস করিয়া ফেল। নিত্যক্রিয়ার পূর্ব্বে প্রত্যহ চরণে পড়িয়া ক্ষমা চাও। পরে তাঁহারই সন্তোষের জন্য তাঁহার আজ্ঞা পালনরূপ কর্ম্ম করিতে অভ্যাস কর। সন্ধ্যাবন্দন তর্পণ শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম করিতে তোমার কখন আলস্য আসিবে না, না বুঝিতে পারিলেও তুমি এই সমস্ত কর্ম্ম যা তা হোক করিয়া কখন শেষ করিতে পারিবে না, যদি তুমি ধারণা করিতে পার তাঁহার আজ্ঞা পালনই তাঁহার প্রসন্নতা লাভের একমাত্র উপায়। আহা! তাঁর প্রসন্নতা অনুভব জন্য শাস্ত্রীয় কর্ম্ম যতদূর সম্ভব তাঁহার আজ্ঞা মনে করিয়া কর, করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধ হইবেই। এইভাবে চল, বুঝিবে তোমার অপরাধের ক্ষমা আসিয়াছে। তিনি যে ক্ষমাসার, তিনি যে করুণাবরুণালয়। শত অপরাধ করিয়া ফেলিলেও তাঁহার কাছে তোমার ক্ষমা আছেই। নতুবা কেন তিনি নিজমুখে বলিবেন "অপি চেদসি পাপিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ কৃত্তমঃ", কেন বলিবেন, "অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মাং অনন্যভাক্" কেন বলিবেন "নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ বিনাশং তাত গচ্ছতি" কেন বলিবেন "কৌন্তেয় প্রতিজানীহি নমে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"। আহা! তাঁহার আশ্বাসবাণী স্মরণ করিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালনে প্রাণপণ কর সত্য সত্যই বুঝিবে—সত্যই তিনি "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ—শরণং সুহৃৎ" তাঁহার কথা পূর্ণ সত্য যখন তিনি বলিতেছেন—যাহাই করিয়া ফেলনা কেন আর করিব না বলিয়া ক্ষমা চাও, শরণাপন্ন হও। ইহাই যথার্থ পুরুষকার—অহং অহং করা যেমন অহংকার সেইরূপ পুরুষ পুরুষ করিয়া, ভগবান্ ভগবান্ করিয়া তাঁহার চরণে লুটাইয়া লুটাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে করিতে তাঁহার আজ্ঞা পালনে চেষ্টা করাই যথার্থ পুরুষকার। তাঁহার প্রসন্নতা লাভ জন্য সর্ব্বকর্ম্মাপর্ণ করাই পুরুষকার আর তাঁহাকে ভুলিয়া নিজের লাভালাভ, নিজের সুখ প্রাপ্তি, দুঃখনিবৃত্তি জন্য যে কর্ম্ম তাহা পুরুষকার নহে, তাহা উন্মত্ত চেষ্টা মাত্র। ভ্রান্ত হইও না। ভগবান্ এক, তাঁর নাম রূপ বহু। ঋষি বাক্যে বিশ্বাস কর—রামং বিদ্ধি পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং"—রামই পরব্রহ্ম, রামই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, "রামই অদ্বয় জ্ঞান, রামই বিশ্বরূপ, রামই আত্মা, আর রামই এই সুন্দরশ্যামল প্রভু। আর সীতা? "মাং বিদ্ধিমুলপ্রকৃতিং সর্গস্থিত্যন্তকারিণীম্" সীতাই ব্রহ্মবিদ্যা "সা ব্রহ্মবিদ্যাবতরং সুরাণাং কার্য্যসিদ্ধয়ে"। আর লক্ষ্মণ? শাস্ত্র বলিতেছেন "যাবত্যঃ শক্তয়ো লোকে মায়ায়াঃ সম্ভবন্তি হি।

তাসামাধারভূতস্য লক্ষ্মণস্য মহাত্মনঃ। মায়া শক্ত্যা ভবেৎ কিম্বা শেষাংশস্য হরেস্তনোঃ” জগতে মায়ার যত শক্তি প্রকটিত হয় মহাত্মা লক্ষ্মণ সেই সমস্ত শক্তির আধার। তিনি অনন্তের অংশ ও শ্রীহরির তনু। রাবণ মায়াশক্তি নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার কি করিবে? সীতা, রাম ও লক্ষ্মণের এই স্বরূপতত্ত্ব জানিয়া সকল পাপ ক্ষয় জন্য, সকল অপরাধের ক্ষমা জন্য প্রতিদিন সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে মনে মনে সীতা রাম লক্ষ্মণের চরণে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর, করিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন রূপ নিত্য কর্ম্ম করিয়া যাও তুমি নির্ভয় হইয়া যাইবে—অবহেলে মৃত্যুসংসার সাগর পার হইয়া যাইবে।

তুমি যে বল আর কতদিন কোশা ঠকৃঠকাইবে—বলিতে হয় তুমি বড়ই ভ্রান্ত। কর্ম্ম যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীভগবানের প্রসন্নতা অনুভব করাইয়া দেয় তাহা বুঝি তুমি জীবনে অনুভব কর নাই।জোর করিয়া কর্ম্ম ছাড়িয়া সন্ন্যাসী সাজা অপেক্ষা প্রতিকর্ম্মে শ্রীভগবানের আজ্ঞাপালনে তাঁহার প্রসন্নতা অনুভব করিতে করিতে নিত্য সন্ন্যাসী হওয়া কত মঙ্গলজনক তাহা বুঝি তুমি কখন অনুভব কর নাই। প্রতি কর্ম্মার্পণে ভগবানের প্রসন্নতালাভকে মুখ্য কর, কর্ম্মের অন্য কোন ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া সর্ব্বকর্ম্মে শ্রীভগবানের প্রসন্নতার দিকে লক্ষ্য রাখ তোমার চিত্তশুদ্ধ হইবে আর তুমি শেষে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস লইয়া শ্রীভগবানে সর্ব্বদা ডুবিয়া থাকিতে পারিবে। আর “মরণে মৎ স্মৃতিং লভেৎ” মরণমূর্চ্ছা কালে ভগবানকে স্মরণ করিতে পারিবে এই ভগবৎ বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস তোমার জন্মিবেই।

যাহা হউক শ্রীভরত এখন সেই পবিত্র মনোরম মহতী পর্ণশালা দর্শন করিলেন। বিশাল পর্ণবন্ত সাল, তাল, অশ্বকর্ণাদি, বৃক্ষপত্রে পর্ণশালা আচ্ছাদিত মনে হয়, যেন মৃদু বিস্তীর্ণ পুষ্পে বিশাল যজ্ঞবেদী আকীর্ণ। স্বর্ণপট্টে পৃষ্ঠদেশ আচ্ছাদিত, ইন্দ্রধনুতুল্য অতিগুরুকার্য্য সাধক, শত্রুনাশক মহামার শরাসন সকল দ্বারা পর্ণশালা সুশোভিত। তুণীর মধ্যে সূর্য্যরশ্মির মত উজ্জ্বল ভয়ঙ্কর প্রদীপ্তমুখ শর সকল নাগলোকে সর্পের মত শোভা পাইতেছে। কোথাও স্বর্ণময় কোশে অসি, কোথাও স্বর্ণবিন্দু চিত্রিত চর্ম্ম, কোথায়ও কাঞ্চনভূষিত বিচিত্র গোধাঙ্গুলিত্রাণ সিংহগুহাকে যেমন মৃগগণ ধর্ষণ করিতে পারে না সেইরূপ রামাশ্রমও শত্রুগণের অনাধৃষ্য। ভরত সেই পবিত্র রাম নিবেশনে আরও দেখিলেন ঈনাণভাগে নিম্ন বিশাল বেদীতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে। অগ্নি নিরীক্ষণ করিয়াই ভরত গুরু দর্শন করিলেন। দেখিলেন সম্মুখেই জটামণ্ডল মণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্র উটজে উপবিষ্ট।

পরিধানে চীরবল্কল ও কৃষ্ণাজিন। হুতাশন কল্প, সিংহস্কন্ধ, পুণ্ডরীক নিভেক্ষণ, সাগরান্ত পৃথিবীর ধর্ম্মচারী ভর্ত্তা, সনাতন ব্রহ্মার ন্যায় রাম উপবিষ্ট। দর্ভসংস্তীর্ণ—কুশাস্তরণযুক্ত আসনে সীতা ও লক্ষ্মণ। দেখিবামাত্র ধর্ম্মাত্মা ভরত দুঃখ মোহে অভিভূত হইয়া ধাবমান হইলেন, কোন মতেই ধৈর্য্য ধারণ করিতে সমর্থ না হইয়া বাষ্প গদ গদ বাক্যে বলিতে লাগিলেন, হায়! প্রজাগণ রাজসভায় যাঁহার উপাসনা করিবে সেই আমার অগ্রজ আজ বন্যমৃগ পরিবেষ্টিত হইয়া আছেন। পুরোচিত বহুমুল্য বসনে অলঙ্কৃত হইয়া যিনি উপবেশন করিতেন তিনিই আজ মৃগ চর্ম্মে উপবেশন করিয়া পিতৃ বচন পরিপালনরূপ ধর্ম্মাচরণ করিতেছেন। যিনি সর্ব্বদা বিবিধ বিচিত্র মাল্যে সুশোভিত হইবেন তিনি আজ কিরূপে এই জটাভার বহন করিতেছেন? যথাবিহিত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে যিনি ধর্ম্মসঞ্চয় করিবেন তিনি আজ শরীর ক্লেশসম্ভূত ধর্ম্ম আহরণ করিতেছেন। যে অঙ্গ বহুমূল্য চন্দনে চর্চ্চিত থাকিবে সেই অঙ্গ আজ কিজন্য মললিপ্ত?

মন্নিমিত্তমিদং দুঃখং প্রাপ্তো রামঃ সুখোচিতঃ।
ধিগ্‌জীবিতং নৃশংসস্যমম লোক বিগর্হিতম্‌॥

সুখোচিত রাম আজ আমার নিমিত্তই এই দুঃখ পাইতেছেন, নৃশংস আমি, পামর আমি, আমার এই লোকবিগর্হিত জীবনে ধিক্‌। এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে ঘর্ম্মাক্ত মুখে দীন ভরত রামের চরণ প্রাপ্ত না হইয়াই ভূতলে পতিত হইলেন। তৎকালে মহাবল রাজপুত্র ভরত দুঃখভারে "আর্য্য" এই কথা বলিয়াই আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। বাষ্পভরে কণ্ঠ রুদ্ধ হওয়াতে যশস্বী রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আবার "আর্য্য" এই কথা বলিয়াই আর তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। এই সময়ে শত্রুঘ্ন কাঁদিতে কাঁদিতে রামের পাদবন্দনা করিলেন আর রাম উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরে সুমন্ত্র ও গুহ আসিলেন—নভোমণ্ডলে যেমন চন্দ্র ও সূর্য্য, শুক্র ও বৃহস্পতির সহিত মিলিত হন এই মিলনও সেইরূপ হইল। তৎকালে বারণযুথ বাহন ঐ চারিজনকে দেখিয়া অরণ্যবাসিগণ নিরানন্দ হইয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।
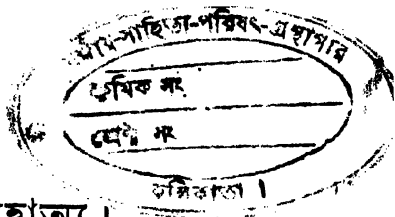
সতী মাহাত্ম্য।

(কলিকাতার এক প্রাচীন বংশের কোন

ভদ্র মহিলা লিখিত)

পৌরাণিক উপাখ্যানে অনেক সতীর কাহিনী বর্ণিত আছে। তাহারই ১টী উপাখ্যান আজি তোমাদের বলিব। একদা মহামুনি নারদ লক্ষ্মী নারায়ণ সন্দর্শন করিতে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া সেখানে সমস্ত দেবতাগণ সহ ভবানী সহিত ভগবান্ ভবানীপতি ও সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা সকলকে উপস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। যথাযোগ্য প্রণাম ও সম্ভাষণাদির পর হাস্য মুখে প্রশ্ন করিলেন এতক্ষণ আপনাদের কি প্রসঙ্গ হইতেছিল জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। তখন চক্রী মধুর হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, নারদ আমাদের সতী প্রসঙ্গ হইতেছিল। সতী নারীর মাহাত্ম্য এতাদৃশ যে, এমন কি সতীর নিকট সময়ে সময়ে আমিও পরাভূত হই। এ বিষয়ে ঈশানী নারায়ণী ব্রহ্মাণী বহু উচ্চে অবস্থিত আছেন। সর্ব্বাপেক্ষা মহামায়ার এবিষয়ে বিশেষ খ্যাতি আছে। পতি নিন্দা শ্রবণে দেহ ত্যাগ করা একমাত্র তাঁহাতেই সম্ভবে। এবিষয়ে তোমার অভিমত কি, শুনিতে ইচ্ছা করি।

তখন মহামুনি নারদ মৃদু মৃদু হাস্য করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—প্রভু যখন আমার অভিমত জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তখন আমি যাহা জানি সেই সত্য বাক্য বলিব। তবে বোধ হয় সত্য কথা কহিলে জননী সকল আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। অভয় পাইলে আমার মতামত প্রকাশ করি। তখন সমবেত দেববৃন্দ ও উপস্থিত দেবিগণ সকলে অভয় প্রদান করিলেন, ও অত্যন্ত উৎসুক চিত্তে সতীর মাহাত্ম্য শ্রবণের জন্য উদগ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

মহামুনি নারদ সকলকে উৎসুক দর্শন করিয়া বলিলেন—জননী সকল আমার প্রতি স্নেহহীন হইবেন না। আমি যাহা জানি তাহা আপনাদের নিকট প্রকাশ করিতেছি। আপনারা সকলেই আমার নমস্য। আমি আপনাদের অসম্মান করি নাই। মর্ত্ত্যধামে ত্রিলোক বিশ্রুত অত্রি মুনির পত্নি অনুসূয়া দেবীর ন্যায় সতী কখনও নয়ন গোচর করি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যদি ইচ্ছা

করেন এ বিষয়ে আপনারা পরীক্ষা করিলে আমার কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বাক্যে ব্যবহারে চিন্তায় এরূপ সতী আপনারাও বোধ হয় দেখেন নাই।

ঋষিবরের বাক্য শ্রবণে অনেকেই সেই মহীয়সী রমণীরত্নের দর্শনাশায় অধীর হইলেন। দেবিগণ স্ব স্ব পতি দেবতাগণকে সেই পতিব্রতার পাতিব্রত্য পরীক্ষা জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর নিজ নিজ রূপ সম্বরণ পূর্ব্বক যতিব্রাহ্মণ বেশে মর্ত্তে অবতীর্ণ হইলেন। তখন চিত্রকূট পর্ব্বতে প্রভাত কাল সমুপস্থিত হইয়াছে। নব সূর্য্য করে বনানী যেন হৈম ধারায় রঞ্জিত হইয়াছে। বৃক্ষশাখায় পক্ষিকুল সুমধুর স্বরে প্রভাতী গানে শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয় মুগ্ধ করিয়া শ্রীভগবানের চরণ স্মরণ করাইয়া দিতেছে। নব রবি করে দশদিক প্রফুল্ল। পত্রে পত্রে শিশির বিন্দু সকল সূর্য্যকরে হীরকের ন্যায় ঝলমল করিতেছে। তরুণ তপন দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া দশ দিকে শোভা বিস্তার করিতেছে।

এই অফুরন্ত বনশোভা দর্শন করিতে করিতে হৃষ্টান্তঃকরণে তিন জনে মন্দ মন্দ গমনে ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

কিয়দ্দূর গমনানন্তর দূরে সুমধুর বেদধ্বনি শ্রবণে নিকটেই মুনিবরের আশ্রম বিবেচনায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দেখেন যে মহামুনির তপঃপ্রভাবে তপোবনটী নানাবিধ ফলে ফুলে সুশোভিত হইয়াছে। সাগরগামিনী স্বচ্ছতোয়া গিরি নদী আশ্রম বেষ্টন পূর্ব্বক কুলুনাদে প্রবাহিত হইতেছে। দ্বেষ হিংসা ভুলিয়া অহি, নকুল. মৃগ, ব্যাঘ্র এক সঙ্গে সখ্য ভাবে বিচরণ করিতেছে। পবিত্র আজ্য গন্ধে দিক্ সুরভিত। সুগন্ধ প্রভাত বায়ু মৃদু মন্দ ভাবে প্রবাহিত হইয়া শরীর ও মনের গ্লানি অপনোদন করিতেছে। এইরূপ শ্রবণ ও নয়নানন্দকর দৃশ্য সমূহ দর্শন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে তাঁহারা তিনজনে অত্রি মুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন। দেখেন যে সাক্ষাৎ মার্ত্তণ্ড দেবের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ কলেবর মহর্ষি হোম সমাপনান্তে বহু শিষ্য পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন।

ব্রাহ্মণগণকে আগত দেখিয়া সম্ভ্রম সহকারে উত্থিত হইয়া পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক পূজা করিলেন। মহর্ষি কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া সুখে উপবেশন করিয়া যথাবিহিত কুশলাদি প্রশ্ন চলিতে লাগিল।

তখন মহর্ষি উভয় করে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক অতি বিনীত ভাবে বলিতে লাগিলেন—আজি আমি ধন্য হইলাম। আমার আশ্রমপদও ধন্য হইল।

আমার কর্ম্ম সকল সফল হইল। যে হেতু ভবদীয় মহাত্মাগণকে আজি আমি অতিথিরূপে নিজ আশ্রমে প্রাপ্ত হইলাম। মুনিবর নিজ তপঃপ্রভাবে দেবগণের স্বরূপ অবগত হইলেও তাহা প্রকাশ করিলেন না। বলিলেন আজি মধ্যাহ্নে আপনাদের কাহার জন্য কোন্ ভোজ্য, কিরূপ পেয়, অভিপ্রেত নিজ নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া পত্নী সহ আমায় কৃতার্থ করুন।

নারায়ণ ঈষৎ হাস্য সহকারে কহিলেন, মহর্ষি! এইরূপ বিনয় ও অতিথি বৎসলতা আপনাদিগের ন্যায় উগ্রতপা তপোধন দিগেরই শোভা পায়। আমরা জননীর নিজ হস্তের পাক পবিত্র অন্ন গ্রহণেই ইচ্ছা করি। কিন্তু এবিষয়ে একটি অনুরোধ আছে, তাহা আপনাকে একান্তে নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি।

ব্রাহ্মণের বচনানুসারে মুনিবর একান্তে গমন করিলেন। তখন ভগবান্ বিষ্ণু কহিলেন হে মুনিশ্রেষ্ঠ মাতা যদি বিবস্ত্রা হইয়া আমাদিগকে পরিবেশন করেন তবেই আমরা এস্থানে মধ্যাহ্ন আহার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। নচেৎ স্থানান্তরের অন্বেষণে এইক্ষণেই গমন করিব। আর একটি বাঞ্ছা আছে। জননী দক্ষিণ করতলে কিঞ্চিৎ তণ্ডুল ও উদক লইয়া বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মানা থাকিবেন। তাঁহার হস্তের উত্তাপে তণ্ডুল অন্নে পরিণত হইলে সেই অন্ন পরিবেশন করিয়া বস্ত্র পরিধান করিবেন। এ বিষয়ে আমরা তিন জনে এক মতাবলম্বী। আপনার পত্নীকে সুধাইয়া যথাশীঘ্র উত্তর প্রদান করুন।

চিন্তিত অন্তঃকরণে মুনিবর অনুসূয়া দেবীর সন্ধানে গমন করিলেন। দেখেন দেবী রন্ধন ব্যাপৃত রহিয়াছেন। দেবীকে অন্তরালে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন দেবী বড়ই বিপদাপন্না হইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি!

দেবী অতিমাত্র বিস্মিতভাবে স্বামীর মুখ পানে চাহিয়া কহিতে লাগিলেন—মহাভাগ আপনার বিপদ শুনিয়া আমি ভীত হইয়াছি। আপনার ন্যায় আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষির আবার বিপদ কি হইতে পারে আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। এখন বিপদ কি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করুন। উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টাতেও কি প্রতিকারে সক্ষম হইব না?

এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিবর কহিলেন সতি! বিপদ এমন কিছু ভয়ঙ্কর নহে। আশ্রমে তিনটী অতিথি আসিয়াছেন। তাঁহাদের অদ্ভুত বাঞ্ছা তোমাকে বলিতে ভয় পাইতেছি। এই কথা শুনিয়া অনুসূয়া দেবী বলিলেন, প্রভু এ আমার মহা দুর্ভাগ্য যে আমি এতদিন আপনার দাসী হইয়াছি এখনও আপনি আমায়

চিনিতে পারেন নাই। অথবা জানিয়া চিনিয়াও আমায় পরীক্ষা করিতেছেন। আমি কি কায় মন ও বাক্যের দ্বারায় কখনও আপনাকে অতিক্রম করিয়াছি? আপনার আদেশ পালনের নিমিত্ত সর্ব্বান্তঃকরণে উন্মুখ হইয়া থাকিতে দেখেন নাই কি? আজি এই অধীনীর প্রতি একি আজ্ঞা করিতেছেন প্রভু? হে আমার সাক্ষাৎ দেবতা আমাকে আদেশ করুন কি করিতে হইবে। আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিয়া ধন্য হই।

তখন মুনিবর কহিলেন সাধ্বি আমি তোমাকে সম্যকরূপেই জানি। তথাপি বলিতে লজ্জানুভব করিতেছি। আশ্রমে তিনটী ব্রাহ্মণ অতিথি হইয়াছেন। তাঁহাদের অদ্ভুত বাসনার কথা তোমায় বলিতে আসিয়াছি।

দেবী কহিলেন প্রভু আপনি নিঃসংশয়ে বলুন। আপনার শ্রীচরণ প্রসাদে সকল সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইব। ইহাতে আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই। আমি আপনার ছায়া মাত্র। আমাতে যদি কিছু শক্তি বা গুণ থাকে সে আপনার আশীর্ব্বাদেই জানিবেন।

দেবীর বাক্য শ্রবণে মুনিবর ব্রাহ্মণদের অভিলাষ সবিশেষ কহিলেন। শুনিয়া দেবী ঈষৎ শিহরিয়া বলিতে লাগিলেন প্রভু এই সামান্য কথা বলিতে এতক্ষণ ইতঃস্তত করিতেছিলেন কেন? আপনার পাদপদ্ম প্রসাদে তাঁহাদের সকল ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। আমি অল্পক্ষণের মধ্যেই আপনাদের আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া সংবাদ পাঠাইব। অতিথিগণ কোন আহার্য্যে অভিরুচি জানিয়াছেন কি? অতিথিগণ অন্নে ইচ্ছা করিয়াছেন জানিয়া পতিকে প্রণামানন্তর রন্ধন-শালায় প্রস্থান করিলেন। মহামুনি অতিথিদিগের নিকট আসিয়া কহিলেন আজি এই মধ্যাহ্নে এ দীনের কুটিরে যথালব্ধ অন্ন গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ধন্য করুন। দেবী আপনাদের অভিলাষ পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। দেবাদিদেব কহিলেন আমরা আজি জননীর স্বহস্ত প্রস্তুত অন্ন পান ভোজনে পরিতৃপ্ত হইব। তখন নানাবিধ সদালাপ চলিতে লাগিল।

দেবী অনুসূয়া অতিশয় তৎপরতার সহিত নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন সাক সূপ প্রভৃতি রন্ধন করিতে লাগিলেন। রন্ধন শেষ হইলে স্বামী ও সমাগত অতিথি-ত্রয়ের আহারস্থান মার্জ্জিত করিয়া অতি যত্নে সুশোভিত পাত্রে পাত্রে অন্ন ও নানা বিধ ব্যঞ্জনাদি থরে থরে সাজাইয়া দিলেন। পরে আহার প্রস্তুতের সংবাদ স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন, এবং এই অবসরে পতিপদচিন্তায় হৃদয় পূর্ণ করিলেন।

এইসময় অতিথিত্রয় সমভিব্যাহারে গৃহস্বামী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন আহার্য্য দ্রব্য পরিপাটী পূর্ব্বক সাজাইয়া দেবী ভৃঙ্গার হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

দেবগণ দেখিলেন দেবী অনুসূয়া রূপে লক্ষ্মী স্বরূপিণী। উগ্রতপঃপ্রভায় দেহযষ্টি হইতে অপরূপ কান্তি প্রকাশ হইতেছে। রন্ধনের সুগন্ধে আহার স্থানটি সুরভিত হইতেছে। মহর্ষি ও অতিথিদিগের হস্তমুখ প্রক্ষালনের জল দিয়া প্রণামানন্তর গললগ্নিকৃতবাস হইয়া ভক্তিসহকারে সুমধুর স্বরে কহিতে লাগিলেন— হে পরমতপা যতিদেবগণ আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করুন। আমি আপনাদের ইচ্ছা পুর্ণ করিব। আমি সামান্যা রমণী হইলেও স্বামীর আশীর্ব্বাদে আপনাদের বাঞ্ছা পূরণ করিতে সম্মত হইয়াছি। হে মহাভাগগণ! আপনাদের নিকট আমার একটী যাঞ্চা আছে। ব্রাহ্মণগণের দ্বারায় জিজ্ঞাসিত হইয়া দেবী কহিলেন, আমি আপনাদিগের অঙ্গে এক এক অঞ্জলি জল দিতে ইচ্ছা করি। দেবগণ সম্মতি প্রদান করিলে দেবী নিজহস্তে বারি গ্রহণ করিয়া কহিলেন—যদি আমি কায় মন ও বাক্যে সতি হই তবে সম্মুখস্থ বিপ্রগণ এইক্ষণে শিশুরূপ ধারণ করুন। এই বলিয়া হস্তস্থ বারি দেবগণের অঙ্গে নিক্ষেপ করিলেন। পরে কিয়ৎকাল ধ্যানস্থ থাকিয়া মাতৃভাবে পরিপুরিত হইয়া বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নিজ আজানু-লম্বিত কেশের দ্বারার অঙ্গ আচ্ছাদন পূর্ব্বক হস্তে তণ্ডুল ও জল লইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। মনে মনে সর্ব্ববিপদহন্তা পতিপদ ধ্যান করিতে লাগিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে অঙ্গের উষ্ণতায় তণ্ডুল অন্নে পরিণত হইল। সেই অন্ন পরিবেশন করিয়া বস্ত্র পরিধান করিলেন।

বারিপ্রক্ষেপমাত্রে দেখিতে দেখিতে তিন জনে তিনটী দিব্যকান্তি বালকরূপে রূপান্তরিত হইলেন। পরে আহার সমাপনান্তে আচমন ও মুখশুদ্ধি লইয়া বহির্দ্দেশে গমন করিলেন।

এখন রূপে রূপান্তরিত হইয়া দেবতাগণের আত্মবিস্মৃতি ঘটিল। তাঁহারা অনুভব করিলেন অনুসুয়া দেবী জননী উঁহারা সন্তান। দেবীও পরম বাৎসল্য ভাবে সন্তানগণকে স্নেহে পালন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুদিন গত হইলে দেবিগণ পতিবিরহে ব্যাকুলা হইয়া পতি অন্বেষণে অত্রিমুনির আশ্রমে অবতীর্ণ হইলেন। আশ্রমপ্রবেশপথে অনুসূয়া দেবীর সহিত সন্দর্শন হইলে নিজ নিজ পতির বার্ত্তা সুধাইলেন।

অনুসূয়া দেবী পরম যত্নসহকারে ও ভক্তিপূর্ব্বক দেবিগণের চরণ বন্দনা করিয়া যে স্থানে বালকরূপে ভগবান অবস্থান করিতেছিলেন তথায় উপস্থিত করিলেন; বলিলেন মা! এই আপনাদের পতিদেবতাগণ রহিয়াছেন আপনাদের স্বামী কাহার কোনটী চিনিয়া লউন। বালকরূপে দেবগণকে দেখিয়া ব্রহ্মাণী নারায়ণী ও ত্রিনয়না পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন।

মহামায়া বলিলেন দেবি আপনি আদর্শ সতী। আপনার এই কীর্ত্তি ত্রিলোক বিশ্রুত হইবে। আপনি আমার অংশসম্ভূতা। আপনার মঙ্গল হউক, এক্ষণে ইহাঁদের স্বরূপ প্রদান করুন। ভগবতীর প্রার্থনানুসারে দেবী হস্তে বারি গ্রহণ-পূর্ব্বক কহিলেন—যদি আমি কায়মনবাক্যে সতী হই, যদি ইষ্টদেব স্বামী ভিন্ন আমার চিন্তা অন্য কোনও দিকে কখন না গিয়া থাকে,যদি আমি পতি দেবতাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞানে অনন্য চিত্তে সেবা করিয়া থাকি তবে দেবত্রয় স্ব স্বরূপ পরিগ্রহণ করুন। ইহা বলিয়া তাঁহাদিগের অঙ্গে জল প্রক্ষেপ করিলেন। তখন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নিজ নিজ রূপ ধারণ করিয়া লজ্জিত অন্তঃকরণে অনুসূয়া দেবীকে বলিতে লাগিলেন মাতঃ—তোমার আচরণে আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। তুমি আমাদের নিকট বর প্রার্থনা কর। যদিও সতীত্ব প্রভাবে তুমি ত্রিলোক জয় করিতে সমর্থ, ত্রিলোকের সমস্ত বস্তুই তোমার করতলগত, তথাপি আমাদের দর্শন নিষ্ফল হইবে না। অনুসূয়া দেবী কহিলেন হে ভগবন্ যদি আমাদের প্রতি আপনারা প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আপনারা তিন জনে আমাদের পুত্রত্ব অঙ্গীকার করিয়া আমাদিগকে ধন্য করুন। দেবগণ সানন্দে সম্মতি প্রদান পূর্ব্বক মুনিবরকে অভিবাদনান্তর নিজ নিজ দেবী সহ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে দেবত্রয় একত্র সম্মিলিত হইয়া দত্তাত্রেয় নামে অত্রিমুনির তনয় রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন।

দেশের রমণিগণ দেখ মা সতী রমণীর ক্ষমতা কতদূর। তোমাদের প্রত্যেকেরই হৃদয়ে সতীত্ব তেজ সুপ্তভাবে রহিয়াছে তোমরা প্রবুদ্ধ হও। উঠ জাগো মা আজি বড়ই দুর্দ্দিন। নানাস্থানে সদা সর্ব্বদা নারীনিগ্রহের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। তোমরা নিজে নিজেকে রক্ষা করিতে চেষ্টা কর, নিজ সুপ্ত শক্তি জাগরিত কর। নিজ মহিমায় জগৎ মুগ্ধ কর। কতশত মহিষাসুর শুম্ভ নিশুম্ভ সুন্দ উপসুন্দ তোমাদের চরণে দলিত হইবে। সমস্ত দেবগণ সহ যদি সমগ্র দেবলোক মানবলোক সতীর বিরূদ্ধে উত্থিত হয় তথাপি সতীর প্রভাবে সকলেই পরাস্ত হয় তোমরা কায় মন বাক্যে মন বুদ্ধি দ্বারায় পতিসেবা করিয়া

পতির প্রসাদে সতীত্ব শক্তি উদ্‌বুদ্ধ কর, জগৎ তোমাদের দেখিয়া মুগ্ধ হউক। জগৎ জুড়িয়া শান্তি বর্ষিত হউক। তোমরা যে মা পুণ্যময় ঋষিবংশে বহুপুণ্যফলে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তোমরা যে মা দনুজদলনী মহামায়ার অংশ। তোমাদের অন্তরেতে বিপুল নিদ্রিত শক্তি জাগরিত কর। পতির সহিত মনে প্রাণে সম্মিলিত হইয়া পতিরপ্রসাদে সর্ব্বার্থ সিদ্ধ কর। ঋষি বাক্য শাস্ত্র বাক্য সার্থক কর। শ্রদ্ধা সহকারে শাস্ত্রবাক্যপালন কর ভগবানের কৃপায় সর্ব্ববিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবে।

কিন্তু ইহা স্থির জানিও বিনা তপস্যায় কখন সতী হওয়াও যায় না, সুসন্তানের জননী হওয়াও যায় না আর স্বামী-স্ত্রীর মনোমিলনও ঘটে না। দিবারাত্রির মধ্যে যে যাহা সাধনা কর তাহার উপর একঘণ্টা ধরিয়া সংখ্যা না রাখিয়া জপ করিতে আভ্যাস কর। শেষ রাত্রে চারিটা হইতে পাঁচটার সময়ই প্রশস্ত। তপস্যা কর, সতী হও—সবই পাইবে।

রমণী।

"সেদিন খঞ্জন-গঞ্জন আঁখির অঞ্জনের কথা কি বলিতেছিলে ?"

"কেন ?"

"সেই কথাটী আজ কয়েকদিন ভাবিতেছি।"

"কেন ?"

"কথাটী আমার বেশ ভাল লাগিয়াছে !"

"লাগিবেই ত।"

"কেন ?"

"এ জগতে এমন রমণী কে আছেন যিনি তাঁহার অক্ষির প্রশংসা ভাল না বাসেন ?"

"তুমি কি মনে করিতেছ যে, আমার চক্ষুকে তুমি খঞ্জন-গঞ্জন বিশেষণ মণ্ডিত করিয়াছিলে বলিয়া, সেই কথাটী আমার এত ভাল লাগিয়াছে ?"

"তাহাই ত মনে করিতেছি।"

"তুমি ভুল বুঝিতেছ।"

"কেন ?"

"তোমার সেই উপমাটী আমার সুন্দর লাগিয়াছে বলিয়া কথাটি আমার চিত্ত এত আকৃষ্ট করিয়াছে।"

"উপমাটিত ত তোমার সুন্দর মনে হইবেই !"

"কেন ?"

"উপমাটীর সহিত যে তোমার আঁখির সম্বন্ধ আছে।"

"তুমি কি নারীকে এতই ক্ষুদ্র মনে কর ?"

"এমন কথা বলিতেছ কেন ?"

"তুমি বলিতেছ কি না যে এ জগতের সকল নারীই তাহার চক্ষুর আদর ভালবাসে।"

"ইহাতে নারীকে ত ক্ষুদ্র বলিতেছি না।"

"প্রকারান্তরে বলিতেছ বৈ কি ?"

"দেখ রমণীর সম্বন্ধে যখন আমি কথা বলি তখন তাহার মধ্যে 'প্রকারান্তর' কিছুই থাকে না।"

"ইঙ্গিত থাকে না ?"

"না, একেবারেই আকার-ইঙ্গিত থাকে না।"

"সকল কথাই স্পষ্ট বল ?"

"স্পষ্ট—একেবারে সুস্পষ্ট।"

"কেন ?"

"রমণী কি খেলার বস্তু যে তাঁহার সম্বন্ধে 'আকার', 'ইঙ্গিত', 'প্রকারান্তর', 'অস্পষ্ট ভাষা' ব্যবহার করিব ?"

"রমণী খেলার বস্তু নহে ?"

"রমণী ভক্তির ধন।"

"কেন ?"

"বিধাতার শ্রেষ্ঠ রচনা।"

"তুমি কি এই বয়সে কোনও রমণীর প্রেমে পড়িয়াছ না কি ?"

"কেন ?"

"তোমার কথা শুনিয়া সেইরূপ সন্দেহই হয়।"

"সন্দেহ তুমি ঠিকই করিয়াছ।"

"তাহা হইলে ঠিক ধরিয়াছি, বল ?"

"হাঁ ঠিক ধরিয়াছ, তবে একটু ভুল করিয়াছ।"

"কি ভুল করিয়াছি ?"

"'এই বয়সে' প্রেমে পড়িয়াছি বলিয়া সন্দেহ করিতেছ ? না ?"

"হাঁ, তাহাই ত করিতেছি।"

"বয়সটা ঠিক ধরিতে পার নাই।"

"তবে কি অনেক দিন হইতে ব্যাপারটা চলিতেছে না কি ?"

"হাঁ, অনেক দিন হইতে।"

"কাঁচা বয়স হইতে ?"

"একেবারে কাঁচা।"

"তখন তোমার বয়স কত ?

"ঠিক বলিতে পারি না।"

"কেন ?"

"কবে প্রথম প্রণয় হয় তাহা এখন আর মনে পড়ে না।"

"তবে ত সে অনেক দিনের কথা।"

"হাঁ—বহু বহু দিনের কথা।"

"তা' এত দিনেও কেহই ত জানিতে পারে নাই ?"

"না"

"খুব ভণ্ডতপস্বী ত।"

"একেবারে 'ভিজা বিড়াল'।"

"তাহার এত কি গুণ দেখিলে যে এমন করিয়া অন্তরে অন্তরে তাহাকে লুকাইয়া রাখিলে ?"

"গুণ ?"

"হাঁ, গুণ ?"

"অসীম গুণ।"

"একেবারে অসীম !"

"উপহাস করিতেছ ?"

"উপহাস করিবার কথা যে।"

"উপহাসের কথা কি ?"

"এই যে বলিলে 'অসীম গুণ'—ইহাই হাসিবার কথা।"

"কেন ?"

"তোমার এই বয়সে তুমি এত প্রেমে অন্ধ হইতে পার না যে, যাহাকে ভালবাস তাহার গুণ অসীম বলিবে।"

"কেন?"

"তরলমতি যুবকের মুখে এইরূপ অতিশয়োক্তি শোভা পায়।"

"আর বৃদ্ধের মুখে এই প্রশংসা সাজে না?"

"পক্ককেশ জন ত রমণীর মোহে এত মুগ্ধ হইতে পারে না।"

"যুবকে কি রমণীর গুণ দেখিতে পায়?"

"যুবক পায় না ত কি তোমার ন্যায় বৃদ্ধে পায়?"

"যুবকে রমণীর গুণ দেখিতে পায় না।"

"কেন?"

"তাহার চক্ষু যে মোহান্ধ।"

"কি রকম?"

"যুবক যে রমণীর দেহের জন্য উন্মত্ত হয়—সে কি আর তাহার গুণ দেখিতে পায়?"

"গুণ দেখিতে পায় না?"

"কি করিয়া দেখিবে? যুবকের চক্ষু যে তখন আবৃত থাকে।"

"চক্ষু আবৃত থাকে?"

"হাঁ, আবৃত থাকে?"

"কিসে আবৃত থাকে?"

"কামের আবরণে।"

"তা' হ'লে তোমার চক্ষুতে রমণীর গুণ অসীম।"

"হাঁ, অসীম।"

"তোমার চক্ষু কি অনাবৃত?"

"যখন অনাবৃত হইবে তখন রমণীর মধ্যে আরও কত গুণ দেখিব।

"এখন কি গুণ দেখিতেছ?"

"সকল গুণের শ্রেষ্ঠগুণ,—আমাকে রমণী যত ভালবাসেন এত ভাল আর কেহই বাসে না।"

"রমণী তোমাকে এত ভালবাসেন?"

"তাঁহার ভালবাসার ইয়ত্তা হয় না।"

"যে তোমাকে এত ভালবাসে তুমি তাহাকে ভালবাস"?

"আমি ?"

"বল।"

"একটী গল্প মনে আসিতেছে।"

"বল—আমি শুনিব।"

"প্রেমস্বরূপিণী শ্রীরাধিকা একদিন প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের উপর অভিমান করিয়াছিলেন।"

"ও অভিমানের কথা ছাড়িয়া দাও।"

"কেন ?"

"ও ত দিন রাতই লাগিয়াছিল !"

"হাঁ, বার মাস, ত্রিশ দিনই মান-অভিমান লাগিয়াছিল। তবে তাহা ছাড়িয়া দিবার নহে—যেদিন আমি ঐরূপ মান অভিমান করিতে পারিব সেই দিনই জীবন—জন্ম সার্থক হইবে।"

"তা' করিও এখন তুমি যাহা বলিতেছিলে তাহা বল।"

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কুঞ্জদ্বারে আসিয়া সখীগণের শরণ গ্রহণ করিলেন—"

"সখীগণের শরণ গ্রহণ করিলেন কেন ?"

"দূতী মধ্যস্থ হইয়া গোলমাল মিটাইয়া না দিলে অভিমানিনী শ্রীকৃষ্ণকে আবার আদর করিবেন কেন ?"

"তবে দূতীরও দরকার ?"

"খুব দরকার।"

"তোমার দূতী আছে ?"

"আমার ?"

"হাঁ, তোমার ?"

"তুমি একবার মুখখানি উঁচু করত, দেখি।"

"কেন ?"

"তুমি কে ?—ভাল করিয়া দেখি।"

"সে পরে দেখিও, এখন যাহা বলিতেছিলে তাহাই ব'ল।"

"শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জদ্বারে আসিয়া সখীগণের শরণ লইলেন। সখীগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিতেন। তাঁহার হইয়া সকলেই শ্রীরাধাকে অনুরোধ

করিলেন। অভিমানিনী যেমন গর্ব্বভরে কুঞ্জাভ্যন্তরে বসিয়াছিলেন তেমনই গর্ব্বভরে বসিয়া রহিলেন—কাহারও অনুরোধে টলিলেন না।"

"ভাল মেয়ে যা হোক্।"

"বড় ভাল মেয়ে।"

"একেবারে যে জিহ্বায় জল পড়িতেছে।"

"পড়িবে না।"

"তা পড়ুক। তাহার পর কি হইল তাই ব'ল।"

"সকল আশা যখন শেষ হইয়া গেল শ্রীকৃষ্ণ তখন ললিতার আশ্রয় লইলেন। ললিতা যাইয়া সখীকে অনেক অনুরোধ করিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না। তখন ললিতা দেবী শ্রীমতীর হাত ধরিয়া বলিলেন "এ ব্রজের সকলেই যে বলে রাধা ললিতার, ললিতা রাধার—তা' সে কথার আজ মর্য্যাদা রাখ।" তৎক্ষণাৎ শ্রীরাধিকা মান ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কুঞ্জে আনিতে অনুমতি দিলেন।"
"এত সখী এত বলিল, কিছুতেই কিছু হইল না, আর ঐ এক কথায় এত হইল ?"

"হাঁ।"

"কেন ?"

"ঐ এক কথার অর্থ এই, তোমাকে আমি এত ভালবাসি, তুমি আমায় ভাল বাসিবে না ?

"এই গল্পে আমার কথার উত্তর হইল কি ?"

"হইল না ?"

"কি করিয়া হইল ?"

"তুমি কি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ ?"

"আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, যে তোমাকে এত ভালবাসে তাহাকে তুমি ভালবাস কেমন !"

"রাধা ললিতার
ললিতা রাধার।"

"ভাল, ভাল! এখন রমণীর গুণের কথা যাহা বলিতেছিলে তাহা বল।"

"রমণী আমাকে যত ভালবাসেন এত ভাল আমাকে আর কেহ বাসে না"

"খুলিয়া বল।"

"খুলিয়া বলিব ?"

"বলিবে না।"

"বলিতেছি।"

"বল।"

"দুর্জ্জেয় কর্ম্ম আমার মুক্তিপথে দুর্জ্জয় অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। এই কর্ম্ম-ক্ষয়ের জন্য আমার জন্মগ্রহণ করা আবশ্যক হইল। আমার এই পীড়াদায়ক, নিদারুণ কর্ম্মবীজ কে ফুটাইবে ? এ বীজ ধারণ করিবার অসহ্য যাতনা সহিতে কেহই স্বীকার করিল না। করিবেই বা কেন ? পরের জন্য কে সহে এ সব জ্বালা !"

"তার পর ?"

"জগতের মঙ্গলের জন্য, সগর বংশের উদ্ধারের জন্য দেবাদিদেব মহাদেব যেমন আপন শিরে গঙ্গাবতারণের মহাবেগ ধারণ করিলেন তেমনই আমার উদ্ধারের জন্য, যখন কেহই অগ্রসর হইল না,—তখন কুসুম কোমলা রমণী স্বেচ্ছায় আমার কর্ম্মবীজ জঠরে ধারণ করিলেন। সে কি কষ্ট ! দিনে দিনে আপন রক্ত সেচন করিয়া এই পুষ্পপেলবা আমার কর্ম্মবীজ ফুটাইতে লাগিলেন। রমণী মৃতকল্প হইতে লাগিলেন, আমি কিন্তু সঞ্জীবিত হইতে লাগিলাম। কে আছে এ ধরায় এমন আর যে আমাকে এইরূপ ভালবাসিয়াছে ? রমণী তোমাকে শত কোটি প্রণাম করি। দশ মাস দশ দিন এইরূপে আমাকে বাঁচাইতে তিলে তিলে আপন প্রাণ দিলে ! প্রণাম করি, গো, প্রণাম করি।"

"রমণীর আর কি গুণ দেখিলে ?

"যেদিন আমি ভুমিষ্ঠ হইলাম সেদিনকার সে ভালবাসার ভাষা নাই। প্রসবের মৃত্যু যন্ত্রণামধ্যে আমাকে যেমনই অঙ্কে গ্রহণ করিলেন অমনই দুই পীবরোন্নত অমৃত-কুণ্ড আপনিই ফাটিয়া গেল—আমার জীবন রক্ষা করিবার জন্য জননী আপন বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া স্বীয় রক্ত পান করাইতে লাগিলেন। কে আছে ধরায় আমার এমন ভালবাসার জন আর ? আমার মুখে স্তন্যদান করিতে যাইয়া আমার মুখ দেখিয়া প্রসবের মৃত্যু-যাতনা বিস্মৃত হইলেন। তাই বলিতেছিলাম, রমণীর শ্রেষ্ঠ গুণ—রমণী আমাকে যেমন ভালবাসিয়াছেন এমন ভাল আর কেহই বাসে নাই।"

"আর ?"

"যাহা বলিয়াছি ইহাই কি যথেষ্ট নহে ?"

"তবু তোমার সকল কথা শুনিয়া রাখি।"

"রমণীর সম্বন্ধে আমার হৃদয়ের সকল ভাব আমি সমগ্র জীবনেও বলিয়া শেষ করিতে পারিব না।"

"কিছু কিছু বল।"

ভূমিষ্ঠ হইবার দিন হইতে আমার যৌবন প্রাপ্তি পর্য্যন্ত আমার জন্য রমণীর যত ভাবনা, যত যাতনা তাহার কথা সংক্ষেপে বলিতে হইলেও অনেক কথা বলিতে হইবে। আমি এই দীর্ঘ ইতিহাস আজ আর বলিব না।"

"না ব'ল,—তাহার পরের কথা ব'ল।"

"তাহাই বলিতেছি।"

"বল।"

"যেদিন দুর্ব্বার যৌবন আসিল সেদিন আমার বড়ই দুর্দ্দিন। আমি কত লোকের কত উপদেশ লইলাম, কিন্তু আমার কোনও উপকারই হইল না। আমার উন্মত্ততা দর্শন করিয়া সকলেই ভয়ে দূরে সরিয়া গেলেন তখন উন্মাদকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য কে অগ্রসর হইলেন ? সেই করুণাময়ী রমণী! ধরিত্রী যেমন প্রবল জলপ্রপাতের বেগ ধারণ করিবার জন্য স্বীয় বক্ষ পাতিয়া দেন তেমনই আমার যৌবন প্রপাতের প্রমত্ত প্রবাহ ধারণ করিবার জন্য সেই কুসুমপেলবা রমণী আসিয়া আপন বক্ষ পাতিয়া দিলেন। আমি তাঁহার বক্ষে ছাড়িয়া পড়িলাম—তিনি আপন মৃণালভুজে আমাকে আপন বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। কে আছে বন্ধু এমন আর ? সেদিন যদি রমণী না আসিতেন কে আমাকে প্রকৃতিস্থ করিত ? রমণি, তুমি আমাকে যত ভালবাস এত ভাল আর কেহই বাসে না, তুমি আমার কোটি কোটি প্রণাম গ্রহণ কর।"

"থামিলে কেন ?"

"বলিতে যে আত্মহারা হইতে হয়।"

"তাই ত দেখিতেছি।"

"যেদিন বার্দ্ধক্য আসিল, যেদিন আমার বাহুবল গেল, আমার বাহুবলের

জন্য আমি যাঁহাদের প্রিয় ছিলাম আজ বাহুবলের অভাবে তাঁহাদের অপ্রিয় হইলাম। যে পুত্রের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রাণপাত করিয়াছি সে আজ একপ্রকার দুর্লভ হইল। যে কন্যার জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি সে আজ তাহার স্বামীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যসম্পাদনে নিরতা। আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, বান্ধব আজ বসন্তের কোকিলের ন্যায় বসন্ত-ভবনে উড়িয়া গিয়াছেন। আজ—আমি, আর আমার নির্জ্জন কক্ষ! কিন্তু পার্শ্বে কে ঐ বৃদ্ধা? স্নেহে জননী, যত্নে ভগিনী, ভক্তিতে দুহিতা, উৎসবে প্রমোদিনী, রোগে সেবিকা, শোকে শান্তি, আমার এই দুর্দ্দিনেও আমার প্রতি পূর্ব্ববৎ অনুরক্তা রমণী!!"

"তার পর।"

"তাহার পর যেদিন ভবধাম ছাড়িয়া যাইবার দিন আসিল সে দিন? আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, বান্ধব গঙ্গাতীরে চিতা সজ্জিত করিয়া আমার মৃত দেহের সৎকার করিলেন এবং গঙ্গাজলে চিতার অনল নির্ব্বাপিত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তাহার পর দুদিনেই সকলই ফুরাইল,—প্রতিবাসী, দাসদাসী, বন্ধু পরিচিত সকলেই আমাকে বিস্মৃত হইলেন। কিন্তু কে ঐ?—সুষুপ্ত রজনীতে সকলেই যে সময়ে নিদ্রার ক্রোড়ে সমাহিত সে সময়ে কে ঐ নিদ্রিত কক্ষে জাগরিত? কাহার বক্ষে ঐ চিতানল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে? বান্ধবেরা যে চিতানল গঙ্গাজলে নির্ব্বাপিত করিয়াছেন কে তুমি সেই চিতানল আপন পঞ্জর—ইন্ধনে চিরপ্রজ্জ্বলিত করিয়া প্রেমের পূজা করিতেছ? রমণী!!"

"চক্ষুঃ বিস্ফারিত করিয়া দূরে ও কি দেখিতেছ?"

"মৃত্যুর পরপারে যাইয়াও দেখিতেছি, রমণী আমাকে যত ভালবাসেন এত ভাল আর কেহই বাসেন না। অজ্ঞাত প্রদেশে আমি একাকী প্রবেশ করিতেছি দেখিয়া, পূর্ব্বাহ্নেই অজানা পথ আলোকিত করিয়া দাঁড়াইয়া কে ঐ কনক প্রভা, জ্যোতিরূপা? ধন্য! ধন্য!! তুমি আমার একাধারে জননী, ভগিনী, দয়িতা, দুহিতা, মহামায়া, ইষ্টদেবী, আদ্যাশক্তি, ব্রহ্মময়ী! রমণী কি আমার হেলার বস্তু? রমণী আমার প্রাণের প্রাণ, রমণী আমার ইহলোকের ভরসা, রমণী আমার পরলোকের আশা! এক কথায় রমণী আমার যথা সর্ব্বস্ব!!"

"ঐ শোন।"

"কি ?"

"বাদ্যোদ্যম।"

"কিসের এই মধুর উৎসব ?"

"আজি যে বাসন্তী অষ্টমী।"

"আজি মহা অষ্টমী !"

"কাঁদিতেছ কেন ?"

"তুমি একবার উঠিয়া দাঁড়াও !"

"এই দাঁড়াইলাম। অত কাঁদিতেছ কেন ?"

"কেশরাশি আলুলায়িত কর !"

"তা, এই করিতেছি ; কিন্তু তুমি এত অধীর হইতেছ কেন ?"

"হাস !"

"দেখ, হাসিতেছি।"

"তোমার চরণে মস্তক রাখিয়া আমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি। কে তুমি ?"

"আমি তোমার ভালবাসার এক রমণী।"

সৎসঙ্গ।

সকল শাস্ত্রই সাধু সঙ্গের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন, অনাদিকাল মানুষ ভগবৎবহির্মুখ হইয়া যে মায়ার হস্তে বিবিধ লাঞ্ছনা উপভোগ করিতেছে ও জন্ম জন্মান্তরের অতি ঘোর প্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছে সেই অঘটন ঘটন পটীয়সী ত্রিগুণাত্মিকা প্রপঞ্চাধিকারিণী মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে সৎসঙ্গ। গীতায় শ্রীভগবান স্বকীয়া শক্তি মায়ার দুরতিক্রমণীয়তা উল্লেখ করিয়া তাঁহার চরণে জীবগণকে শরণাগত হইতে বলিয়াছেন। যথা,—

"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া, মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে।"

কিন্তু এই শরণাগতি বা শ্রীভগবানের চরণে সর্ব্বান্তঃকরণে নির্ভর সাধু কৃপা ভিন্ন লাভ করা যায় না। সাধুর করুণায় যে শুভদিনে জীব মায়ায় সম্মোহন কার্য্য সম্যক্ অবগত হইয়া সকল কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল শ্রীভগবানের চরণ আশ্রয় করিয়া তাঁহারই প্রীতি সম্পাদন, ধ্রুবতারার মত জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিবে, সেই দিন তাহার স্বরূপ জ্ঞানের উন্মেষ হইবে এবং এতদিন আপনাকে যে ত্রিগুণাত্মক জড় অর্থাৎ দেহাদি সঙ্ঘাত রূপে কল্পনা করিতেছিল ও পুনঃ পুনঃ ঐরূপ মনন জন্য অনাদি সংসার দুঃখ ভোগ করিতেছিল তাহার আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হইবে। শ্রীভগবানের দিকে উন্মুখ হইলেই মায়া স্বতঃ অপসৃতা হইবে। মায়া ভগবানের দৃষ্টি পথে অবস্থিতা হইলে লজ্জিতা হইয়া তিরোহিতা হন। তাই ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—"বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষা-পথেঽমুয়া"। যেরূপ সূর্য্যকে সম্মুখ করিয়া দাড়াইলে ছায়া দৃষ্টি গোচর হয় না সেইরূপ ভগবানকে লইয়া জীব যখন অন্তর্মুখী হয় তখন মায়ার প্রভাব থাকে না—এই মায়ার জীব সম্মোহন কার্য্য কখনই ভগবানের প্রীতিকর নহে, সেইজন্য সে যেন নিজকৃত অপরাধ জানিতে পারিয়া মায়াধীশের সম্মুখে বিশেষ লজ্জিতা হইয়া দূরে পলাইয়া যায় এবং জীবগণকে আর দেহাদির অভিনিবেশ দ্বারা স্বরূপ আবরণে স্মৃতি বিপর্য্যয় ঘটাইয়া সংসার দুঃখ দিতে সমর্থা হয় না। সাঙ্খ্য কারিকায় উক্ত হইয়াছে

"রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাং
পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ।"

কিন্তু এই ঈশ্বর উন্মুখতা ও তৎপরায়ণতা কি প্রকারে লাভ করা যায়, সে বিষয়ে যদি একটু বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে সাধু কৃপা ভিন্ন তাহা কোন প্রকারেই লভ্য নহে। সেজন্য পুরাণ রাজ শ্রীভাগবতে ভগবান্ কপিলদেব স্বীয় মাতা দেবহূতিকে বলিয়াছিলেন,—

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্য সংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়নাঃ কথাঃ
তজ্জোষনাদাশ্বপবর্গ বর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরণুক্রমিষ্যতি।"

অর্থাৎ সাধুগণের সহিত প্রকৃষ্টরূপে সঙ্গ লাভ হইলে আমার বীর্য্য সূচক কথা সমুদিত হয়। ঐ কথা শ্রবণ হইতে শীঘ্র অবিদ্যা নিবৃত্তির পন্থা স্বরূপ আমাতে

উত্তরোত্তর শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যখন জীব কোন অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যোদয়ে সৎসঙ্গ লাভে কৃতার্থ হয় তখন মহাপুরুষের নিকট ভগবানের পতিতপাবনাদি অলৌকিক চরিত্র শ্রবণ করতঃ ভগচ্চরণে তাহার দৃঢ় শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং যখন সাধুর নিকট কর্ণ সুখপ্রদ মধুর হইতেও মধুর ভগবৎ রূপ, গুণ, লীলা, বিলাসাদি শ্রবণ করে তখন তাহার অনুক্রমে শ্রবণ জনিত শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি জন্মে।

শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীও তৎপ্রণীত ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে প্রেমোদয়ের এইরূপ ক্রম দেখাইয়াছেন। যথা,—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজন ক্রিয়া।
ততোঽনর্থ নিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততোঃ নিষ্ঠারুচিস্ততঃ॥" ইত্যাদি

মায়ার অলৌকিকী অত্যদ্ভুতা শক্তি থাকিলেও যখন জীব সৎপ্রসঙ্গ ক্রমে সর্ব্বেশ্বর মায়াধীশের শরণাগত হইবে তখন বাৎসল্য বারিধি ভগবান্ তাঁহার শরণাগত জীবকে উদ্ধার করিবেনই করিবেন—তখন এই দুস্তর ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে মানবকে আর স্বয়ং যত্নবান হইতে হইবে না। কারণ ভগবান্ বলিতেছেন,—

"তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার সাগরাৎ
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতাষম্।"

সাধুসঙ্গের ভূরি ভূরি মহিমা শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে, এবং সাধু সঙ্গ ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে যে অনাদি কর্ম্মসংস্কার-মল-দুষ্ট-হৃদয় কষায় শূন্য হইতে পারে না তাহা শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তদীয় ভক্তি সন্দর্ভে সবিশেষ বিচারপূর্ব্বক দেখাইয়াছেন। সংক্ষেপে তাঁহার বিচারের মর্ম্ম এইরূপ :—ভগবান্ পরিপূর্ণ আনন্দৈকঘন, অপাপ বিদ্ধ, ইহাই জীব হইতে তাঁহার বৈলক্ষণ্য। যেরূপ তেজের আধার স্বরূপ জগৎ প্রসবিতা সবিতার মধ্যে লেশমাত্র অন্ধকার থাকা সম্ভবপর নহে সেইরূপ পরিপূর্ণ সুখস্বরূপ ভগবানে তমোময় দুঃখ-স্পর্শ নিতান্ত অসম্ভব। শ্রুতিও এই তত্ত্ব প্রচার করিতেছেন। "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"। সেইজন্য জীবের দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি আপনার আনন্দে আপনি বিভোর। অতএব তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণ শক্তি থাকিলেও

তাঁহার বহির্মুখ জীবের প্রতি করুণা করা অসম্ভব, কারণ পর দুঃখ চিত্তস্পর্শ করিলেই দয়ার উদয় হইয়া থাকে। তবে পতিত উদ্ধার কি করিয়া হয়? সাধু কৃপাই অবশিষ্ট রহিল। সাধুগণ যখন তাঁহাদের পূর্ব্ব অবস্থার কথা স্মরণ করেন তখন তাঁহাদের হৃদয়ে জীবের প্রতি করুণার উদ্রেক হইয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থা হইতে জাগ্রত হইয়া যেমন জীব স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় স্মরণ করিতে পারে সেইরূপ সাধুরাও তাঁহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনের সংসার দুঃখের কথা স্মরণ করিয়া বহির্মুখ জীবের প্রতি কৃপা করিতে সমর্থ হন, ভগবানের করুণা শরণাগত দৈন্যাত্মিকা ভক্তিমান জনের প্রতি বর্ষিত হইয়া থাকে কিন্তু বহির্মুখ জীবের দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ভগবানের করুণা সৎসঙ্গ বা সাধু কৃপা রূপ প্রণালীর মধ্য দিয়াই জীবান্তরে সংক্রমিত হয়। সাধু ভক্তের প্রীতির জন্যই ভগবান দীন জনের প্রতি করুণা করেন। তাহা হইলে দেখা গেল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবৎ কৃপা গৌণ। উহা সংসার সন্তপ্ত জীবে স্বতন্ত্রা প্রবৃত্ত হয় না, সাধু কৃপাই মুখ্য। এই সাধু কৃপা সৎসঙ্গ ব্যতীত লাভ হয় না। তাই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মুচুকুন্দ মহারাজের বাক্য এইরূপ,—

"ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ,
জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎ সমাগমঃ
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ।"

অর্থাৎ হে অচ্যুত! ত্বৎ প্রসাদে যখন সংসারীর ভববন্ধন নষ্ট হয় তখনই সৎসঙ্গ হয়। সৎসঙ্গ হইলেই পরমাগতি লাভ হয় এবং পরাবরেশ তোমাতে রতি জন্মে। শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীকে অভিধেয় তত্ত্ব শিক্ষা দিবার সময় বলিয়াছেন,—

"সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যৈছে কাষ্ঠ লাগে তীরে॥"

সাধুর কৃপায় সকল কল্যাণই সাধিত হয়। তাই ভরত রহূগণের প্রতি বলিয়াছিলেন:—

"রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি নচেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা,
ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নি সূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদ রজোঽভিষেকম্॥"

অর্থাৎ ভগবৎ জ্ঞান সাধুসঙ্গ ভিন্ন কি তপস্যা দ্বারা, কি পরহিত সাধন দ্বারা, কি দেবার্চ্চনা দ্বারা কিছুতেই লাভ করা যায় না, তবেই দেখা যাইতেছে যতদিন বিষয়-বাসনাহীন সাধুর পদধূলিতে অভিষিক্ত না হওয়া যায় ততদিন শ্রীপাদপদ্মে মতি জন্মেনা এবং মতি না জন্মিলে বহির্মুখতা নষ্ট হয় না। অত্যল্পক্ষণ সাধু সঙ্গে যে ফলদান করে তাহার সহিত কি স্বর্গ, কি মোক্ষ কিছুরই তুলনা হয় না। যথা,—

"তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্
ভগবৎ সিঙ্গ সঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ।"

শ্রীচরিতামৃতেও উক্ত হইয়াছে—

সাধু সঙ্গ সাধু সঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্র কয়।
লবমাত্র সাধু সঙ্গ সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

আচার্য্য শঙ্করও তৎপ্রণীত "মোহমুদ্গার" নামক উপদেশে বলিয়াছেন

"ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতি রেকা
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা।"

এবং বিবেক চূড়ামণিতেও "মনুষ্যত্বম্ মুমুক্ষুত্বম্ মহাপুরুষ সংশ্রয়ঃ" এই তিন দুর্লভ বস্তু লাভ হইলে সিদ্ধি যে করামলকবৎ তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পূজ্যপাদ যোগসূত্রকার পতঞ্জলিদেবও তৎপ্রণীত যোগ সূত্রে বিষয় বাসনাহীন সাধুর চিত্ত অনুক্ষণ স্মরণে সমাধি লাভ হয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—"বীতরাগ বিষয়ং বা চিত্তম্।" বীতরাগ মহাপুরুষের সঙ্গ লাভ ঘটিলে তাহার নিশ্চিন্ত নিষ্কাম ভাব লক্ষ্য করিয়া সহজে বীতরাগ ভাব হৃদয়ঙ্গম হয়। সেই ভাব সম্যক্ অবধারণ করিয়া স্বীয় চিত্ত ভাবিত করিলে অভ্যাসক্রমে চিত্ত স্থিতিলাভ করে। ভাগবতেও তাই উক্ত হইয়াছে—"মহৎ সেবাং দ্বারমাহুর্ব্বিমুক্তে।" এবং কাহারা সাধু বলিয়া অভিহিত হইবেন তাহাও ঐ শাস্ত্রে দেখা যায়, যথা—"মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা, বিমন্যব সুহৃদঃ সাধবো যে।" যাঁহারা সর্ব্বত্র সমদর্শী সকলের প্রতি মৈত্রী ভাব পোষণ করেন, প্রশান্ত ক্রোধহীন সদাচার নিষ্ঠ তাঁহারাই সাধু নামে অভিহিত। গীতায় ভগবান্ অনন্য ভক্তিপরায়ণ জনকেই সে যদি দুরাচারও হয়, তবু সাধু বলিয়াছেন। যথা—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতোহি সঃ।"

কারণ তাদৃশ দুরাচার ও "ক্ষিপ্রম্ ভবতি ধর্ম্মাত্মা।" তাহা হইলেই দেখা গেল ঈশ্বরনিষ্ঠ নিষ্কিঞ্চন ভক্তই সাধু, সর্ব্ব মঙ্গলের আধার স্বরূপ সাধু সঙ্গ প্রভাবে জীবের জীবনে আমূল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় এবং সর্ব্বদা পবিত্র চিন্তায় জীব হৃদয়ে সংসারের ছায়াপাত হয় না। যাঁহার হৃদয় হইতে সাধুসঙ্গ গুণে মলিনতা দূর হইয়াছে, তিনি সাধুমুখ হইতে গীয়মান ভগবৎ কথা একবার মাত্র শ্রবণেই আর সাধুসঙ্গ ত্যাগ করিতে পারেন না। তাই উক্ত হইয়াছে;—

"সৎ সঙ্গান্মুক্ত দুঃসঙ্গোহাতুং নোৎসহতে বুধঃ।"

ভক্তের হৃদয়ে ঈশ্বর সর্ব্বদা আনন্দে বাস করেন, এবং তাঁহার ভাবোদ্বেলিত অনুভবি-হৃদয়ের বাণী সংসার-তাপ-দগ্ধ জীবের মরু হৃদয়ে সুধা বর্ষণের মত ফলবতী হয়। তাই চরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—"ঈশ্বর স্বরূপ ভক্ত, তাঁর অধিষ্ঠান, ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম।" এবিষয়ে ভগবদ্বচন এই "সাধবো হৃদয়ং মহ্যম সাধুনাং হৃদয়ন্ত্বহম্, মদন্যৎ তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি।" আবার গীতায় উক্ত হইয়াছে—"প্রিয়োহি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ," "জ্ঞানীত্বাত্মৈব মে মতম্" ইত্যাদি বাক্য হইতে বুঝা যাইতেছে অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা যে সকল আত্মবিৎ ভগবন্নিষ্ঠ দেহাভিমান শূন্য শুদ্ধ ভক্ত উপাসনা করেন তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহারাই শ্রীভগবানের আত্ম স্বরূপ। ঈদৃশ সাধুসঙ্গে মানবের যে আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে সে বিষয়ে আর সংশয় হইতে পারে না। মানুষ যদি সকল প্রকার জ্ঞান লাভের প্রয়াশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল সাধুর মুখ হইতে ভগবৎ কথামৃত পান করেন তবে তাঁহার সাধন মার্গের উন্নতি অপ্রতিহত। জগতের কোন বিঘ্নই কার্য্যকরী হইতে পারিবেনা। কারণ পবিত্রচেতা নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব সাধুগণের অপাপবিদ্ধ জীবন সর্ব্বদাই তাঁহার সম্মুখে উজ্জ্বল আদর্শরূপে থাকিয়া পরমপুরুষার্থ লাভে প্রোৎসাহিত করিবে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় বাসনা সকল অন্তরে বিলীন হইয়া যাইবে। সাধুর শরীর হইতে পবিত্র তন্মাত্রা সকল নির্গত হইয়া সামান্য ভজনহীন জীবকেও অসাধারণ সাধনসম্পত্তি দানে কৃতার্থ করিয়া তোলে—তিনি যে স্থানে গমন করিবেন তাহা পবিত্র হইয়া যাইবে। তাই "তীর্থি কুর্ব্বন্তি তীর্থানি" ইত্যাদি বাক্য মহাপুরুষের প্রতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কারণ প্রবল সত্ত্বগুণ সম্পন্ন সাধু

মহাত্মাগণের শরীর এতদূর পবিত্র হইয়া যায় যে ঐ শরীরস্থ সত্ত্বগুণ চতুর্দ্দিকে বিকীরণ করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকের হৃদয়ে পবিত্র ভাবের সঞ্চার করিয়া দিতে সমর্থ হন। সাধুসঙ্গের এতাদৃশী মহিয়সী শক্তি। পুণ্য-তীর্থাদিতে প্রায়শঃই সাধু সমাগম হইয়া থাকে। সেখানে সাধুসঙ্গ অপেক্ষা-কৃত সুলভ। এই মহাপুরুষ দিগের স্বাভাবিক ঈশ্বর বিষয়ক কথোপকথন শুনিতে শুনিতে জীব হৃদয়ে ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়। ক্রমে তৎকথা শ্রবণে রুচি ও শ্রবণ কীর্ত্তন লক্ষণা নববিধা ভক্তি সাধন হইতে পঞ্চম পুরুষার্থ নিত্যসিদ্ধ প্রেমের উন্মেষ হয়। ইহাই চরম প্রাপ্তব্য বা পরম পুরুষার্থ এবং সাধু কৃপাতেই উহা লভ্য। শ্রীপাদ জীব গোস্বামী বহু বিচার করিয়া তাঁহার ভক্তি সন্দর্ভে ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উপনিষদেও আমরা সেই সিদ্ধান্তই দেখিতে পাই। কঠোপনিষদে বহু জ্ঞানের কথা অবতারণা করিয়া শেষে ব্রহ্মের দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে এবং তিনি যে অবাঙ্‌মনসোগোচর তাই দেখান হইয়াছে, তবে কি প্রকারে তাঁহাকে জানা যাইবে? সেই জন্য শেষে উক্ত হইয়াছে,—

> "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা,
> অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।"

অর্থাৎ ব্রহ্ম বাক্যদ্বারা, মনদ্বারা ও চক্ষুদ্বারা বা কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই নিশ্চয়-রূপে প্রাপ্তির বিষয় নহেন। তবে কি প্রকারে তাঁহার বিষয়ে জ্ঞান লাভ হইবে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—আস্তিক শ্রদ্ধাবান মহাপুরুষের নিকটই তাঁহাকে জানা যাইতে পারে। এই মন্ত্রের শাঙ্কর ভাষ্য এইরূপ,—'তস্মাদস্তীতি ব্রুবতো-ঽস্তিত্ববাদিন আগমার্থানুসারিণঃ শ্রদ্ধধানাদন্যত্র কথং তৎ ব্রহ্ম উপলভ্যতে, ন কথঞ্চনোপলভ্যতে ইত্যর্থঃ।' আবার গীতাও বলিতেছেন,—"উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।" তাহা হইলেই দেখা গেল যে যিনি যতই শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া শব্দ ব্রহ্মে নিস্নাত হউন, যতদিন না সৎসঙ্গে অপরোক্ষানুভব সম্পন্ন, তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের কৃপা লাভ করিতেছেন ততদিন অনর্থ নিবৃত্তির কোন সম্ভাবনা নাই। এইরূপ মহাপুরুষের সঙ্গ যতদিন না লাভ করা যায় ততদিন মহন্মুখরিত ধর্ম্মগ্রন্থাদি শ্রবণ ও মহদাবির্ভাবিত ধর্ম্ম শাস্ত্রাদি পাঠ করা কর্ত্তব্য। ইহাও এক প্রকার সৎসঙ্গ। ইহা দ্বারাও অনেক মানসিক মলিনতা অপনীত হয়।

শ্রীবিভাস প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ।

উৎসব সৎসঙ্গে শ্রুত।
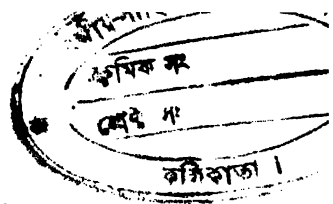
সুষুপ্তি ও জাগরণের সহিত প্রলয় ও সৃষ্টির তুলনা করা যাইতে পারে। যেমন সুষুপ্তি অবস্থায় সমস্ত চিন্তা, কার্য্য প্রভৃতির সম্পূর্ণ নিরোধ হয়—জীব সে সময় চেষ্টা বিরহিত হইয়া থাকে—সেইরূপ প্রলয়কালে প্রকৃতি সাম্যাবস্থায় থাকে—প্রকৃতির কোনরূপ সৃষ্টিকার্য্য থাকে না। সকল জীবের সমষ্টিভূত সুষুপ্তিরই অপর নাম প্রলয়। প্রলয়কালে সমস্ত জীব পরব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে। জীবের কোন কার্য্য থাকে না সুতরাং ফলপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা থাকে না। সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ এই ত্রিগুণের দ্বারা প্রকৃতি নির্ম্মিত। প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় এই গুণত্রয় সমভাবে বিদ্যমান থাকে। গুণত্রয়ের বিক্ষোভের ফলে সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হয়। জীবের কর্ম্মসমষ্টি ফলোন্মুখ হইলে, জীবের কর্ম্মফল পাইবার নিমিত্ত একান্ত অভিলাষ প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় অথবা শান্ত, শুদ্ধ নির্লিপ্ত ব্রহ্মে আলোড়ন উৎপাদন করে। ব্রহ্ম জীবকে তাহাদের স্ব স্ব কর্ম্মফল প্রদান না করিয়া থাকিতে পারেন না। যেমন মাতা অন্যকার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিলেও ক্ষুধার্ত্ত শিশু তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া টানিয়া নিজের প্রয়োজন বুঝাইয়া দেয় এবং মাতাও তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি না করিয়া থাকিতে পারেন না—সেইরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য উন্মুখ জীবকে অপ্রকাশ অবস্থা হইতে প্রকাশ অবস্থায় আনয়ন না করিয়া ভগবান্ থাকিতে পারেন না। ভগবান্ নিজে আপ্তকাম—তিনি স্বয়ং সিসৃক্ষু নহেন। জীবের ফললাভের জন্য অতিমাত্র ব্যাকুলতাই তাঁহার সৃষ্টি করিবার কারণ।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, প্রলয়ের পর যে নূতন সৃষ্টি হয় জীবের কর্ম্মফল লাভের জন্য অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষাই সে সৃষ্টির কারণ তাহা যেন মানিলাম কিন্তু সৃষ্টির নিশ্চয়ই একটা আদি অবস্থা ছিল যখন জীবসমূহ একেবারেই সৃষ্ট হয় নাই। প্রথম যখন তাহারা সৃষ্ট হইয়াছিল তখন কিরূপ অবস্থায় সৃষ্ট হইয়াছিল এবং প্রথম সৃষ্টিকার্য্যের হেতু কি ? সৃষ্টি অনাদি বা অনন্ত বলিলে আমরা তাহা বুদ্ধির বিষয়ীভূত করিতে পারি না ; কারণ স্থূলবুদ্ধিতে আমরা একটা কার্য্যের প্রথমারম্ভ, তারপর বৃদ্ধি এবং পরিশেষে তাহার নাশ এইরূপ ধারণা করিয়া থাকি। বিশ্বসৃষ্টিরও সেইরূপ আদিকারণ জানিতে আমাদের কৌতূহল হয়।

যুক্তিদ্বারা যদি আমরা এই প্রশ্নের সমাধান করিতে চেষ্টা করি তাহা হইলে যুক্তি আমাদের শীঘ্রই এমন এক স্থানে লইয়া উপস্থিত করে যেখানে আর যুক্তি চলে না—যেখানে যুক্তি অনন্তত্বের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া নিজে সরিয়া পড়ে। কার্য্যকারণ-বাদের উপর আমাদের যাবতীয় যুক্তিতর্কের সৌধ নির্ম্মিত। সৃষ্টির প্রথমাবস্থা বুঝিতে গেলে হয় আমাদের কার্য্যকারণবাদ যুক্তি পরিত্যাগ করিতে হয়—স্বীকার করিতে হয় যে বিনা কারণেও কার্য্যের উদ্ভব হওয়া সম্ভব—নতুবা ভগবানকে আপ্তকাম, নির্গুণ, নির্লিপ্ত না মানিয়া তাঁহাকেও পরিচ্ছিন্ন সৃষ্ট পদার্থের ন্যায় প্রয়োজনবিশিষ্ট বলিয়া ধারণা করিতে হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে প্রত্যেক কার্য্য পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কারণ দ্বারা সংঘটিত হয় এইরূপ বিশ্বাস না থাকিলে ক্ষণকালও এই পৃথিবীতে বাস করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইত। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলেই এই নিয়মানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে। ক্ষুধা পাইলে আমরা আহার করি—আহারের জন্য ব্যাকুল হই। আহার ব্যতিরেকে অন্য কোন বস্তু যদি আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পারিত তাহা হইলে আমরা সে সময় শুইতে, খেলিতে, পড়িতে অথবা অন্য কার্য্য করিতে পারিতাম। সেইরূপ কোমল তৃণ হস্তে লইয়া গাভীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে, গাভী নির্ভয়চিত্তে উহা গ্রহণ করে আর দণ্ড উদ্যত করিয়া ধাবমান হইলে পুচ্ছ উত্তোলন করিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। সে জানে প্রথমটী তাহার সুখোৎপাদক, দ্বিতীয়টী দুঃখের কারণ। কার্য্যের যদি কারণ না থাকিত তাহা হইলে একই বস্তু বিভিন্ন প্রকারের কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হইত। অগ্নি কখনও দাহ করিত, কখনও শীত প্রদান করিত—অন্ন কখনও ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত, কখনও করিত না। তাহা হইলে আমাদের জীবন যাত্রা কিরূপ দুর্ব্বহ হইত একবার ভাবিয়া দেখুন। কার্য্যকারণ—বাদ না মানিলে—আমাদের চলিতে পারে না—সৃষ্টির অনাদিত্ব আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে। আপ্তকাম ভগবান্ মাত্র স্ব ইচ্ছায় নিজ তৃপ্তির জন্য সৃষ্টি করেন না। তাঁহার আবার তৃপ্তি অতৃপ্তি কি? তিনি সদা তৃপ্ত, সদা শান্ত, সদা সমাহিত। প্রত্যেক কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ আছে এইরূপ বিশ্বাস লইয়া কার্য্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে আমরা সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থায় গিয়া সেই প্রাথমিক অবস্থারও পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া খেঁই হারাইয়া ফেলি পিছাইয়া পড়ি—তখন আমাদের সৃষ্টির অনাদিত্ব স্বীকার করিতে হয়—জীবের ফলোন্মুখ কর্ম্মের ফলপ্রদানেচ্ছাই যে সৃষ্টির কারণ

তাহা স্বীকার না করিয়া আর দ্বিতীয় উপায় থাকে না। এইরূপ পরমাণুবাদও আমাদের অনন্তত্ব নির্দ্দেশ করিয়া উহাই প্রকৃত কারণ বলিয়া বুঝাইয়া দেয়। অবয়ববিশিষ্ট বস্তুকে দুই খণ্ড করিয়া বিভক্ত করিতে করিতে আমরা এমন এক অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হই যখন অবয়ব আর অবয়ব থাকে না নিরবয়ব হইয়া যায়। যুক্তি সেইস্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করে।

আমরা পূর্ব্বে প্রলয়ের সহিত সুষুপ্তির ও সৃষ্টির সহিত জাগরণের তুলনা করিয়াছি। সুষুপ্তির পর প্রথম অবস্থা হইতেছে বুদ্ধি। জাগিয়া উঠিয়াই প্রথম প্রকাশ পায় আমাদের বুদ্ধি—এই বুদ্ধিই সমস্ত ভবিষ্যৎ কার্য্যের কারণ। আমরা কোথায় আছি—পূর্ব্বে কোথায় ছিলাম—কি কার্য্য করিতে হইবে এইরূপ চিন্তা সমূহের, জাগরণ মাত্রেই আবির্ভাব হয়—এই সমস্তই বুদ্ধিপ্রসূত। চিন্তা, বাক্য, স্থূল কার্য্য সকলেরই আদি কারণ এই বুদ্ধি। যাবতীয় স্থূলকার্য্য সূক্ষ্মভাবে এই বুদ্ধিতে বিলীন থাকে। জাগরণের পর হইতেই তাহা হইলে সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হয়। বুদ্ধি এই সৃষ্টিকার্য্যের জনয়িত্রী। বিশ্বসৃষ্টির মূলকারক এই বুদ্ধি—ইহাকেই মহত্তত্ত্ব বলে। জীবের কর্ম্মফল প্রদান করা যে প্রয়োজন এইরূপ বুদ্ধিই বিশ্বসৃষ্টির জনয়িত্রী। ভগবানের সঙ্কল্প হইতেছে বীজ। সৃষ্টি করিবার জন্য দুইটী বস্তুর প্রয়োজন। একটী ক্ষেত্র অপরটী বীজ। বুদ্ধিরূপ ক্ষেত্রে পরব্রহ্ম সঙ্কল্পরূপ বীজ বপন করেন। ইহা হইতেই আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সমুদায় সৃষ্টির উদ্ভব।

মনুষ্য স্থূল দেহধারী, তাহার কর্ম্মও সেইরূপ স্থূল। স্থূল মাতৃযোনিতে স্থূল বীর্য্য দ্বারা মনুষ্যাদি জীবকে গর্ভনিষেক করিতে হয়। কিন্তু ব্যাপার একই প্রকার। জীব কামোত্তেজিত হইয়া সৃষ্টি কার্য্য করে—কাজেই তাহার সাম্যাবস্থার বিক্ষোভ হয়। সাম্যাবস্থার বিক্ষোভ না হইলে সৃষ্টিকার্য্য হইতে পারে না। এই বিক্ষোভের ফলে তাহার দেহস্থিত বীর্য্য স্থানচ্যুত হয়। ভগবান্ আপ্তকাম, নির্লিপ্ত, শান্ত—তাঁহার আবার সঙ্কল্প কি? তিনি সকল সঙ্কল্পের অতীত। সঙ্কল্পের উদয় হওয়াই তাঁহার সাম্যাবস্থার বিক্ষোভ। বীর্য্যস্খলন। অতএব পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন সৃষ্টি মূলতঃ এক প্রকার।

মাতৃযোনিতে পতিত একবিন্দু রেতঃ কলল, বুদ্বুদ, ভ্রূণ প্রভৃতিতে রূপান্তরিত হইয়া পরিশেষে হস্তপাদাবয়ব বিশিষ্ট মানব শিশুতে পরিণত হয়—ভগবানের সঙ্কল্পও সেইরূপ বুদ্ধিরূপ ক্ষেত্রে পতিত হইয়া ভূতাদি, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী প্রভৃতিতে রূপান্তরিত হইয়া পরিশেষে এই বিরাট বিশ্বে পরিণত হয়। অনেকে আশ্চর্য্য হইতে পারেন যে কি করিয়া সঙ্কল্পমাত্র হইতে এইরূপ

বিরাট বিশ্বের উৎপত্তি হইতে পারে—ইহা অলীক ও কল্পনা-প্রসূত মাত্র। উত্তরে আমরা বলি যে যেরূপে একবিন্দু রেতঃ হইতে হস্তপাদ বিশিষ্ট সম্পূর্ণ নূতন ও বিস্ময়কর এক মানব শিশুর জন্ম হওয়া সম্ভব সেইরূপেই ভগবানের সঙ্কল্প হইতেই বিপুল বিশ্বের উদ্ভব হওয়া অতি স্বাভাবিক। আমরা সঙ্কল্পের শক্তিমত্তায় ও গুরুত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না কারণ আমাদের সঙ্কল্প অত্যন্ত দুর্ব্বল, ক্ষীণ ও বিকৃত। কোন বিষয়ে শক্তি লাভ করিতে হইলে সেই বিষয়ে সংযম করিতে হয়। সংযম ব্যতিরেকে শক্তি লাভ হয় না। আমাদের সে সংযম শক্তি নাই।

আমরা অযথা সঙ্কল্প করিয়া, অন্যায় সঙ্কল্প করিয়া, বিকৃত সঙ্কল্প করিয়া, কলুষিত সঙ্কল্প করিয়া আমাদের সঙ্কল্প শক্তিকে এরূপ দুর্ব্বল ও হীন করিয়া ফেলিয়াছি যে আমাদের সঙ্কল্পের আর কার্য্যকরী শক্তি নাই। আমাদের সঙ্কল্প অভীষ্ট ফলপ্রদানে অসমর্থ। যেমন অন্যায় ও অযথা ভোজনে পাকযন্ত্র দুর্ব্বল হইয়া যায়, অজীর্ণ আনয়ন করে, শরীরের পুষ্টিসাধন করে না, আহারের যাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহা বিফলীকৃত হয়—সেইরূপ সঙ্কল্পের অপ-ব্যবহারে সঙ্কল্প শক্তি নিস্তেজ ও বলহীন হয়—তাহার কার্য্য করা শক্তির অভাব হয়; আমরা ক্রমশঃ সঙ্কল্প শক্তিতে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলি। ঋষি বিশ্বামিত্র সঙ্কল্প শক্তির প্রভাব দেখাইয়া জগৎকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। ইন্দ্রশাপে স্বর্গচ্যুত যযাতিকে 'তিষ্ঠ' বলিয়া তিনি মধ্যপথে অবরোধ করিয়া রাখিয়া-ছিলেন—সঙ্কল্প বলে নূতন এক স্বর্গের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। (দয়াময়ী নাম্নী মৃত কন্যার দৃষ্টান্ত) (জমিদারের গৃহদাহে সংযম প্রদর্শন)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে সৃষ্টিকার্য্যের জন্য দুইটী বস্তুর প্রয়োজন—একটী বীজ অপরটী ক্ষেত্র। উভয়ের মধ্যে একটী অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে সৃষ্টিকার্য্য করিতে পারে না। ইহা সত্য যে ক্ষুদ্র বীজের মধ্যেই মহা শাখাপ্রশাখা-সমন্বিত বৃহৎ বৃক্ষটী লুক্কায়িত থাকে। কিন্তু বীজটী বীজ অবস্থায় থাকিলে ত ঐ বৃহৎ বৃক্ষের অভিব্যক্তি হয় না। বীজকে তাহা হইলে চিরদিন বীজ অবস্থায়ই থাকিতে হয়। একটী বৃক্ষের বীজকে সযত্নে পেটিকার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখুন উহা চিরদিন বীজরূপেই অবস্থান করিবে; কখনও বৃক্ষরূপে প্রকাশিত হইবে না। ঐরূপ যতদিন মনুষ্যের দেহস্থ বীর্য্য মনুষ্য দেহের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে ততদিন শিশুর জন্ম সুদূরপরাহত। বীজটী ভূমিতে প্রোথিত করুন —তাহার পর হইতেই অঙ্কুরের উদ্গম—ক্রমে মহাদ্রুমের প্রকাশ। সেইরূপ

মনুষ্য দেহস্থিত রেতঃ মাতৃযোনিতে পতিত হওয়ার পর ক্রমশঃ তাহা বর্দ্ধিত হইয়া পরে দেহধারী শিশুতে পরিণত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে বীজ প্রকৃতির সহায়তা ব্যতীত বর্দ্ধিত হইতে পারে না। প্রকৃতি জল, বায়ু, মৃত্তিকা প্রভৃতির দ্বারা বীজাভ্যন্তরস্থিত সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান বৃহৎ বৃক্ষটীকে ব্যক্ত করে। ভগবানেরও সেইরূপ আধার ব্যতীত সৃষ্টিকার্য্য অসম্ভব। কেবলমাত্র সঙ্কল্পই এই বিরাট বিশ্বকে অভিব্যক্ত করিতে পারে না। ভগবানেরও ক্ষেত্র বা আধার চাই। অপঞ্চীকৃত হিরণ্যগর্ভই সেই আধার। ধ্যানযোগে শব্দস্পর্শ রূপগন্ধের বিভিন্ন সমাবেশই ভগবানের সৃষ্টির Process বা নীতি।

আপ্তকাম ভগবান্ যেমন স্ব ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়া সৃষ্টি করেন না—জীবের ফলোন্মুখ কর্ম্মসমষ্টিই যেমন তাঁহাকে সৃষ্টিকার্য্যে বাধ্য করে—জীবের নিজ ইচ্ছা বা কামচেষ্টা সেইরূপ সন্তানের জন্মের জন্য দায়ী নহে। কামচেষ্টা আপাতদৃষ্টিতে জীবের জন্মের কারণ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইলেও (External cause) অন্য জীবের কর্ম্মসমষ্টিই ইহার প্রকৃত কারণ। পুরুষের দেহাশ্রিত ভোগফলাকাঙ্ক্ষী আত্মা ফলভোগ করিবার জন্য দেহলাভাশায় অতিশয় ব্যাকুল হয়—এইরূপ সূক্ষ্মশরীর বিশিষ্ট, পুরুষবীর্য্যাশ্রিত আত্মাকে ফলপ্রদানের জন্যই জীবের কামচেষ্টা হইয়া থাকে। কর্ম্মফলপ্রদানই তাহা হইলে পরিচ্ছিন্ন জীবসৃষ্টির প্রকৃত হেতু (Internal cause) ভগবান্ যেরূপ সৃষ্টিকার্য্যে স্বাধীন নহেন—জীবও সেইরূপ সৃষ্টিকার্য্যে স্বাধীন নহে।

সূক্ষ্মশরীর বা আত্মা নানাবিধ অন্নের সহিত পুরুষের দেহ আশ্রয় করে। সেই অন্ন যখন রস, রক্ত, মেদ, মজ্জা, অস্থি ও পরিশেষে শুক্রে পরিবর্ত্তিত হয়, আত্মাও এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থা গ্রহণ করিয়া পরিশেষে শুক্রকে আশ্রয় করেন। শান্ত, নির্লিপ্ত, নির্গুণ ব্রহ্মের সঙ্কল্প উদ্ভব ব্যাপারও ঐরূপ। প্রলয়-কালে সকল জীব ব্রহ্মে লীন থাকিলেও তাহার মধ্যে তরঙ্গ উৎপাদিত হয় তাহার ফলে পরিশেষে ভগবানের সঙ্কল্পের উদয় হয়। বিশ্বজগতের সমষ্টিভূত আত্মা সেই সঙ্কল্পরূপ বীর্য্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে পুরুষ স্ত্রীতে গর্ভনিষেক করিবার পূর্ব্বে নিজে প্রথম গর্ভিত হয় এবং স্বয়ং গর্ভিত হইবার পর সেই বীজ পুনরায় মাতৃযোনিতে বপন করে। ইহারই নাম সৃষ্টিকার্য্য। পুত্রপ্রজনন তাহা হইলে কিরূপ পবিত্র, কিরূপ মহৎ, কিরূপ স্বার্থসাধনবিরহিত পরহিতব্রত। ইহা একটী যজ্ঞ। ফললাভোন্মুখ, ব্যাকুল

আত্মাকে মুক্তি দিবার জন্য এই মহাব্রতের অনুষ্ঠান। একবার বিচার করিয়া দেখুন ইঁহাকে কি দৃষ্টিতে আমাদের দেখা উচিত। আর শুদ্ধ, সাত্ত্বিক, ভগবৎ নিবেদিত অন্ন ভোজনে যে শুদ্ধ সত্ত্ববিশিষ্ট পবিত্রাত্মা সন্তানের জন্ম হওয়াই যে স্বাভাবিক তাহাও যেন স্পষ্টরূপে বোধগম্য হয়।

সৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক তত্ত্বকথা ত শুনিলাম—কি নিয়মে এই বৃহৎ সৃষ্টিব্যাপার সংঘটিত হয় তাহা যেন জানিলাম কিন্তু এইরূপ জানায় আমাদের কি লাভ? সৃষ্টিকার্য্য এইরূপ নিয়মে না হইয়া অন্যরূপে হইলেই বা আমাদের কি আসিয়া যাইত? ইহাতে আমাদের দুঃখের কি কিছুমাত্র প্রশমনের সম্ভাবনা আছে? জাগরণের পর হইতেই ত একটার পর একটা করিয়া চিন্তার বিপুল প্রবাহ মনুষ্যকে চতুর্দ্দিক হইতে ঘিরিয়া ধরে—জাগরণের পর হইতেই ত' জীবকে অশান্তি ও দুঃখ ভোগ করিতে দেখি। এই সকল দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় কি ভগবানের এই সৃষ্টিকার্য্যের মধ্যে নির্দ্দেশ করা আছে? আমরা তাহাই জানিতে চাই।

একটু বিচার করিলেই পরিস্ফুট হইবে যে এই বিশ্বসৃষ্টি ব্যাপারের মধ্যেই জীবের পরিত্রাণ লাভের উপায় বলিয়া দেওয়া আছে। জীবের ফলভোগের আকাঙ্ক্ষাই সৃষ্টির কারণ, ফলভোগের দুর্দ্দমনীয় বাসনাই জীবকে বারবার এই দুঃখসঙ্কুল মর্ত্ত্যধামে আনিতেছে। সৃষ্টির পর হইতেই জীবের কষ্ট আরম্ভ এবং যতদিন পর্য্যন্ত আবার তাহার **'বরেণ্যং ভর্গের' সহিত সাযুজ্য না হইতেছে** লয় না হইতেছে ততদিন তাহার পরিত্রাণ নাই। সুষুপ্তির অবস্থায় কি শান্তি, কি গভীর তৃপ্তি! আশা নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, প্রবৃত্তির তাড়না নাই, ক্ষুধা নাই, কোন কার্য্যের চেষ্টা নাই। কিন্তু জাগরণের পর হইতেই যাবতীয় চিন্তা। ক্ষুন্নিবৃত্তি চিন্তা হইতে আরম্ভ করিয়া অশেষপ্রকারের চিন্তা। সে চিন্তার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। সেই চিন্তাপ্রসূত কর্ম্মেরও শেষ নাই, দুঃখেরও অবধি নাই। যে ফলভোগের আকাঙ্ক্ষা জীবকে এইরূপ অশান্তি সাগরে নিক্ষেপ করে—ক্ষণকালের জন্যও স্থির হইতে দেয় না সেই বাসনা বা সঙ্কল্পরাশির তিরোধানেই জীবের সকল দুঃখের অবসান হয়। সঙ্কল্পের উদয়ে যেখানে কষ্ট, সঙ্কল্পের নিবৃত্তিতে সেই কষ্টের পরাশান্তি। এই সঙ্কল্পরাশির বর্জ্জনেই জীবের মুক্তি—ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

উপায় নাই, ইহা যেন যুক্তিদ্বারা কতকটা উপলব্ধি করিতে পারি—কিন্তু

কি করিয়া এই সঙ্কল্পরাশিকে বর্জ্জন করা যাইতে পারে—বাস্তবিক ইহাদের কবল হইতে মুক্তি পাওয়া সম্ভব কিনা ইহা জানিতে প্রবল ইচ্ছা হয়। ইহাদের শক্তিমত্তা ও দুর্দ্দমনীয়তা দেখিয়া মনে হয় যেন ইহাদের নিরোধ মনুষ্যসাধ্য নহে।

আচ্ছা, ভাবিয়া দেখুন যে প্রকৃতি একদিন জল, বায়ু, মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্বারা বীজটীকে পরিপুষ্ট করিয়া বহু শাখাসমন্বিত মহাদ্রুমে পরিণত করিয়াছিল—কিছুকাল পরে সেই প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়াও বৃক্ষটী কেন ক্রমশঃ পত্রবিহীন, শুষ্ক, মৃতপ্রায় হইয়া পরিশেষে সেই প্রকৃতিগর্ভেই লীন হইয়া যায়? যে কন্দর্পাকৃতি, স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্ত্তি যুবককে দেখিয়া একদিন আপনার নয়ন, মন আনন্দে পূর্ণ হইত তাহারই "দন্তবিহীন পলিত মুণ্ড ও দণ্ডশোভিত কম্পিত কর" দেখিয়া আপনার মনে কি প্রশ্নের উদয় হয়?

এই পরিবর্ত্তনের কারণ, প্রকৃতি যে সহায়তা দ্বারা ইহাদের একদিন পুষ্ট করিয়াছিল এখন তাহাদের সেই সহায়তা দানে বঞ্চিত করিয়াছে। যে সকল উপাদান দ্বারা তাহারা পুষ্ট হইত তাহাদের সারাইয়া লওয়ার ফলেই ইহাদের এই বিপরীত অবস্থা। জাগরণের অবস্থা হইতে ইহারা ক্রমশঃ সুষুপ্তি বা লয়ের অবস্থার দিকে অগ্রসর হইতেছে—ইহাদের ফলাকাঙ্ক্ষা প্রশমিত হওয়ার জন্য ইহারা ক্রমশঃ অভাবশূন্য হইতেছে—ইহাদের সঙ্কল্পরাশি ক্রমশঃ নিরুদ্ধ হইয়া আসিতেছে কাজেই ইহাদের জীবন-ধারণের প্রয়োজনীতা না থাকায় তিরোহিত সঙ্কল্প তাহাদের লয় হওয়াই অতি প্রাকৃতিক।

মনুষ্যের সঙ্কল্প বা বাসনারাশি সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ বলা যাইতে পারে। ইহাদের পুষ্টিসাধনের উপাদান সরাইয়া লউন ধীরে ধীরে ইহারা প্রশমিত হইয়া আসিবে। যেখানে একদিন আগমনীর বাজনা বাজান হইয়াছিল, সেইখানে বিসর্জ্জনের বাজনা বাজাইতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরামনারায়ণ লাহিড়ী॥

৺দুর্গা পূজায়—মায়ের আরতি।

[১]

আরতি কর কার ?

এই যে দেখিতেছ না সম্মুখেই যিনি আছেন। আরতি করি তাঁর "আরতি করে যাঁরে ত্রিভুবনে।"

ইনিই ?

হাঁ।

"যাঁহারে এনেছ ঘরে মহাযোগী ধ্যান করে
ধ্যান করে চরাচরে এই বিশ্ব জননী।
জলধি উন্মত্ত হ'য়ে, আকাশ বিভোর হ'য়ে
পর্ব্বত অনন্ত ছুঁয়ে ডাকে দিবারজনী॥

এ যে ক্ষুদ্র মূর্ত্তি ?

হাঁ—সেও যে "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্"—সব সে।

তাইত—"মহতো মহীয়ান্" অনেক জাতিতে বলে কিন্তু "অনোরণীয়ান্" কোন জাতিতে কি বলে ?

যদি নাবলে তবে সে সব জাতি, যিনি সর্ব্বব্যাপী তাঁহার সম্পূর্ণ ভাবটি ধরিতে পারেন নাই। তিনি যে অনু হইতেও অণু এবং মহৎ হইতেও মহীয়ান্।

অন্য দেশে তিনি যে মহৎ হইতেও মহত্তম তাহাই বিশ্বাস করে কিন্তু আমার দেশে শ্রুতি দেখাইয়া দিতেছেন এবং শ্রুতি সিদ্ধান্ত মত সাধকেও অনুভব করেন যে যিনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন, যাঁহার উপরে এই বিচিত্র বিশ্ব প্রতিবিম্বিত হইয়া তাঁহাকে বিশ্বরূপে আকার দিতেছে, তিনিই আত্মারূপে সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর ভিতরে প্রবেশ করেন "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" সমস্ত সৃজন করিয়া সকলের ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট আবার তিনিই অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও বিশ্বাকারে আকরবান্, প্রতিব্যষ্টির ভিতরে আত্মারূপে তিনিই অন্তর্যামী, আবার বিশ্বের দুর্গতি নিবারণের জন্য যখন যে মূর্ত্তির আবশ্যক হয় সেই মূর্ত্তি

তিনি নিজেই পরিগ্রহ করিয়া জগতের কল্যাণের জন্য মূর্ত্তি গ্রহণও করেন। সমকালে এই সমস্ত হইয়াও তিনি সর্ব্বদাই আপন স্বরূপেই অবস্থান করেন। মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াও তিনি অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন। তিনি বিশ্বরূপ, তিনি প্রতি বস্তুতে আত্মা। বুঝিতেছ এই যিনি সম্মুখে তিনি সমকালে ক্ষুদ্র ও মহান্ কিরূপে? আকারে যতই ক্ষুদ্র হউক কিন্তু স্বরূপে সকল বস্তুই মহান্।

অন্য দেশে তাঁহাকে মহানই বলিয়াছে কিন্তু আমার দেশে সে ভাবের উপরে আরও কত সূক্ষ্ম সত্য ভাব আছে।

তাই নাকি?

হাঁ—আমার দেশে যে ভাবে মহান্ বলা হইয়াছে অন্য দেশে সে ভাবের সন্ধান পায় নাই।

কিরূপ?

এই ঠাকুরটি দেখিয়া দেখিয়া বলা হইয়াছে "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ" আবার শ্রুতির প্রতিধ্বনি তুলিয়া পুরাণ বলিতেছেন—

> তব নিঃশ্বসিতং বেদাস্তব স্বেদোখিলং জগৎ।
> বিশ্বভূতানি তে পাদৌঃ শীর্ষো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত॥
> নাভ্যা আসীদ্ অন্তরীক্ষং লোমানি চ বনস্পতিঃ।
> চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষু সূর্য্যস্তব প্রভো॥
> ত্বমেব সর্ব্বং ত্বয়ি দেব সর্ব্বং।
> স্তোতা স্তুতিঃ স্তব্য ইহ ত্বমেব॥
> ঈশ ত্বয়া বাস্য মিদং হি সর্ব্বং
> নমোঽস্তু ভূয়োপি নমো নমস্তে॥

বেদ সকল তোমার নিশ্বাস। অখিল জগৎ তোমা হইতে নির্গত তোমার স্বেদ বিন্দু। তোমার পাদ দেশে বিশ্বভূতগণ, শীর্ষ দেশ তোমার আকাশে। নাভিদেশে অন্তরীক্ষ, বনস্পতি সকল তোমার লোমরাজি; চন্দ্রমা মন হইতে জাত। হে প্রভো! সূর্য্যই তোমার চক্ষু, তুমিই সমস্ত, তোমাতেই সমস্ত, এই জগতে যে স্তব করে সেও তুমি, যাহা দিয়া স্তব করে তাহাও তুমি, যাহাকে স্তব করে সেও তুমি। হে ঈশ্বর! এই সমস্ত জগৎ তোমার দ্বারাই আচ্ছাদিত অতএব তোমাকে ভূয়ো ভূয় নমস্কার।

কোন্ পুরাণে ইহা বলা হইয়াছে?

কাশীখণ্ডে।

মহাভারতেও কি এইরূপ আছে?

সন্দেহ হইতেছে? কাশীখণ্ডে থাকিলে কি হয়—মহাভারতে কি আছে? সর্ব্বত্রই আছে মহাভারতে ভীষ্মস্তবরাজে আছে:—

দ্যাং মূর্দ্ধানং যস্য বিপ্রা বদন্তি
খং বৈ নাভিং চক্ষুষী চন্দ্র সূর্য্যো
দিশঃ শ্রোত্রে যস্য পাদৌ ক্ষিতিশ্চ
ধ্যাতব্যোঽসৌ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥
দিবং তে শিরসা ব্যাপ্তং পদ্ভ্যাং দেবী বসুন্ধরা।
বিক্রমেণ ত্রয়োলোকাঃ পুরুষোঽসি সনাতনঃ॥
দিশে ভুজা রবিশ্চক্ষুবীর্য্যে শুক্র প্রতিষ্ঠিতঃ।
সপ্তমার্গা নিরুদ্ধাস্তে বায়োরমিততেজসঃ॥

বিপ্রগণ বলেন তেজোমণ্ডিত স্বর্গলোক ইহাঁর মস্তক, আকাশ ইহাঁর নাভি দেশ, চন্দ্র সূর্য্য ইহাঁর চক্ষু, দিকপাল শ্রোত্র, ইহাঁর পাদদেশে এই পৃথিবী, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এই বিরাট পুরুষই ধ্যানের বস্তু।

হে সনাতন পুরুষ! তোমার মস্তক দ্বারা স্বর্গলোক ব্যাপ্ত, পাদদেশে দেবী বসুন্ধরা, তোমার প্রতাপ তিন লোক ছাইয়া। দিক সকল তোমার বাহু, সূর্য্য দ্বারা তুমি দর্শন করিয়া থাক। তোমার বীর্য্যে শুক্র প্রতিষ্ঠিত, অমিত তেজশালী বায়ুব সপ্তগমন পথ তোমা দ্বারা ব্যাপ্ত। আরও শুনিবে?

আহা! বলুন—মায়ের সম্বন্ধে কিছু বলুন—

দ্যৌর্মূর্দ্ধ্নি সঙ্গতাস্তে, ললাটে রুদ্রঃ ভ্রুবোর্মেঘঃ
চক্ষুষোশ্চন্দ্রাদিত্যৌ, কর্ণয়োঃ শুক্রবৃহস্পতী,
নাসিকে বায়ুদেবত্যে, দন্তৌষ্ঠাবুভয় সন্ধ্যে
মুখমগ্নির্জিহ্বা সরস্বতী, গ্রীবা সাধ্যানুগৃহীতিঃ স্তনয়োর্ব্বসবঃ
বাহ্বোর্ম্মরুতঃ হৃদয়ং পার্জ্জন্য মাকাশমুদরং নাভিরন্তরিক্ষং
কটিরিন্দ্রাগ্নী, জঘনং প্রাজাপত্যং, কৈলাস মলয়াবুরূ
বিশ্বেদেবা জানুনী, জহ্নুকুশিকৌ জঙ্ঘাদ্বয়ং

খুরাঃ পিতরঃ পাদৌবনস্পতয়ঃ। অঙ্গুলয়োঃ রোমাণি নখাশ্চ মুহূর্ত্তাস্তেঽপি-

গ্রহাঃ কেতুর্মাসা ঋতরঃ সন্ধ্যাকাল স্তথাচ্ছাদনং সংবৎসরো নিমিষমহোরাত্রং আদিত্যশ্চন্দ্রমাঃ।

দেবীর বিশ্বরূপ ভাবনা করিয়া ধন্য হইয়া যাও। এই মাই—

যথাগ্নির্দেবানাং ব্রাহ্মণোমনুষ্যাণাং মেরুশিখরিণাং
গঙ্গাং নদীনাং বসন্ত ঋতুনাং ব্রহ্মা প্রজাপতীনাং এবমসৌ মুখ্যা॥

আজকালকার কেহ কি এই ভাবে উপাসনা করিয়াছেন? সকলেই করেন—যাঁহারা সত্য সত্য অনুরাগে উপাসনা করেন। যাঁহারা একেশ্বর মানেন তাঁহাদেরও কথা যেমন এখানে পাওয়া যায় আবার দর্শন ব্যাকুলতায় হৃদয় কাতর হইলে যাহা চায় তাহাও এখানে আছে। ধর্ম্মের যেখানে যাহা কিছু হইয়াছে, হইবে, হইতেছে সমস্তই বেদ হইতে আসিয়াছে, আসিতেছে, আসিবে।

একটা দৃষ্টান্ত দিলে ভাল হয়।

আচ্ছা! সেদিনকার গুরু নানক মহতো মহীয়ান্ সম্বন্ধে বলিতেছেন—

গগনময় থালু, রবিচন্দ দীপক বনে, তারকামণ্ডলা জনক মোতি।
ধূপমলয়ানলো, পবনচবরো করে, সগল বনরাই, ফুলন্ত জ্যোতি।

কৈসি আরতি হোই
ভবখণ্ডনা তেরি আরতি,
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী॥
সহস তব নয়ন নন নয়ন হোহি তেহিকৌ।
সহস মুরতি নন এক তোহি।
সহস পদ বিমল নন এক পদ, গন্ধ বিনু সহস তব
গন্ধ ইব চলত মোহি॥
সভমহি জ্যোত, জ্যোত হৈ সোই; তিসদে চানন
সভমহি চানন হোই!
গুরুসাক্ষী, জ্যোতি পরগট হোই;
যো তিস ভাবৈ, সো আরতি হোই॥
হরি চরণ কমল মকরন্দ শোভিত
মন অন দিনো মোহিয়হি পিয়াসা।
কৃপাজল দেহ নানক সারঙ্গ কৌ
হোই যাতে তেরে, নাই বাসা॥

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন দত্ত মহাশয়ের জপজী হইতে।

গগনময় থালিতে রবিচন্দ্র প্রদীপ বসান হইয়াছে। তারকামণ্ডল মতিমুক্তার মত হইয়াছে। মলয় পবন হইয়াছে ধূপ, পবনদেব চামর ব্যজন করিতেছেন। সকল বনরাজি, উজ্জ্বল পুষ্প অর্ঘ্য দিতেছে। কি এক মহান্ আরতি হইতেছে। হে ভবখণ্ডন তোমার আরতি—অনাহত ধ্বনিতে ভেরি বাজিতেছে। সহস্র নয়ন তোমার তথাপি তুমি নয়ন বর্জ্জিত; সহস্র মূর্ত্তি তোমার তথাপি তুমি মূর্ত্তিহীন; সহস্র তোমার বিমল পদ তথাপি তুমি পদহীন। গন্ধনাই অথচ তোমার সহস্র গন্ধে সমস্ত জগৎ আমোদিত। সকলের মধ্যে যে জ্যোতি সে ত তোমারই জ্যোতি, সকলের সৌন্দর্য্য সে ত তোমারই সৌন্দর্য্য লহরী। শ্রীগুরুর সাক্ষাৎ-লাভে জ্যোতি প্রকাশ হয়। তিনি যাহাকে কৃপা করেন—সেই তাঁহাকে ভাবে—সেই ভাবনা লইয়া তোমার আরতি। হরি চরণ কমলের মকরন্দ লোভে মন আমার অনুদিন মুগ্ধ ও তৃষিত। হে প্রভু! কৃপাজল প্রদান কর—নানক চাতক। যাহাতে তোমার নামের মধ্যে চিরবাস হয় তাই কর। "জপজী অবলম্বনে।"

বিশ্বরূপের উচ্ছ্বাস হৃদয়ে আনিয়া এই আরতি পড়িতে পড়িতে হৃদয় ত ভরিয়া আইসে।

আসিবেইত। আরও আসিবে এই মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া চাহিয়া গগন থালিতে চন্দ্র সূর্য্য তারকা দীপক রাখিয়া "আরতি করে যারে ত্রিভুবনে" তাঁহার কথা ভাবিতে ভাবিতে এই আরতি করিলে।

আরতির সময় আসিল। তবে বাজা—রে—বাজা। ধূপ ধূনা গুগ্‌গুলে চণ্ডীমণ্ডপ ভরিত করিয়া ফেল্। আর্ পঞ্চপ্রদীপের আলোকে এই সংসার সারভূতা ত্রিভুবন জননীর, এই অতসীবর্ণ পুষ্পাভা নবযৌবন সম্পন্না, সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা সুচারু দশনা, পীনোন্নত পয়োধরা, মৃণালায়ত সংস্পর্শ দশবাহু সমন্বিতা, ত্রিভঙ্গস্থান সংস্থানা রম্যকপর্দ্দিনী মহিষাসুর মর্দ্দিনীর, এই সুন্দর হিমকর বদনা দয়মান দীর্ঘনয়নার, এই সুরবরমান্যা, ত্রিলোকমূর্দ্ধন্যা হিমগিরিকন্যার, এই আগম-বিপিন ময়ূরীর, প্রসন্নস্মেরবদন—বলিতেছিলাম আরতি কালে মুখমণ্ডলে পঞ্চ-প্রদীপের ত্রিরাবর্ত্তে একবার এই বিশ্বরূপিণীর করুণাবরুণলয়া মূর্ত্তি দেখিয়া লও লইয়া মায়ের চক্ষে চক্ষু রাখিয়া "আরতি করে যারে ত্রিভুবনে"—সেই আরতিতে হৃদয় ভরিয়া ফেল!

[২]

পূজার মণ্ডপ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, নাটমন্দির বসিয়া পড়িতেছে, চারিধারের বৈঠকখানার চিহ্নমাত্র নাই, আর যেখানে "মন্ত্রীনাথ মন্ত্রীসাথ বসিতেন ধীর

সেথা ফেরুপাল ফিরে ফিরে ফুকারে গভীর”—তথাপি অশ্রুসিক্ত নয়নে এই ভগ্ন চণ্ডীমণ্ডপে দাঁড়াইয়া, সেই পূজার স্মৃতি স্মরণ করিয়া কত কি বলিতে ইচ্ছা হয়। কত দীর্ঘ দীর্ঘ কাল ধরিয়া এইখানে যে তোমাকে আহ্বান করা হইয়াছিল, যাঁহারা আহ্বান করিতেন তাঁহাদের প্রফুল্লতা, তাঁহাদের উৎসাহ, তাঁহাদের আপনা-হারা ভাব স্মরণ করিয়া মনে হয় যেন তুমি তাঁহাদের ডাক শুনিতে, শুনিয়া এইখানে আসিতে। কিন্তু এখন কি আর আ'স—আর কি আসিবে ? এই কালে—এই পূজার সময়ে—এই শরৎকালে তুমি এই ভারতে এখনও যে আসিয়া থাক তাহা যেন বলিতে প্রাণ চায়। যদি তাহা না হইত, তবে এখনও এই কালে প্রকৃতিতে কার সাড়া পাওয়া যায় ? গভীর রজনীতে যখন নরনারী সুপ্ত থাকে, একাকী আকাশের তলে যখন উপবেশন করি তখন এই শারদশশী, এই সুনীল আকাশ, এই ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত দুই একটি উজ্জল তারকা—আহা ! ইহারা কাহাকে এমন করিয়া মনে আনিয়া দেয় ? মানিলাম ইহা যেন সংস্কার বশে হয়—কিন্তু এই গন্ধ ? এই গন্ধ ত কাল্পনিক নহে—ইহা যে স্পষ্ট অনুভূত হয় ? শুনা যায় আর তাই বা কেন কখন কখন অনুভব করা যায়, দেবতার অঙ্গগন্ধ এই প্রকার। আবার প্রাতঃকালের এই রবির কিরণ ? হরি হরি রবির কিরণ কি সকল কালে এইরূপ ? তারপর ফুলে, ফুলে, নদী তড়াগের নির্ম্মল জলে, পাখীর কাকলীতে—কি জানি কি যেন মাখা থাকে। আস বা না আস—যে যাহা ভাবে ভাবুক আমি কিন্তু তোমায় ভাবিয়া সুখ পাই, তোমার সঙ্গে কথা কহিতে আপনা হইতেই যেন প্রাণ চায়।

[৩]

মা ! তোমাকে পাইতে মানুষ আর কি করিবে ? তোমার আজ্ঞা পালনে যত্ন করা ভিন্ন মানুষ আর কোন্ সামর্থ্য রাখে ? পুনঃ পুনঃ যত্ন করা ইহাই ত বড় সাধনা। যত্ন সিদ্ধিতে যিনি প্রাণপণ করেন তিনিই ত আজকালকার দিনে বড় সৌভাগ্যবান্। মানুষের দিক হইতে মানুষ যত্ন করুক, পুনঃ পুনঃ করিতে থাকুক, তার পরে তোমার দিক হইতে তুমি যাহা করিবার করিয়া দিয়া থাক—করিয়া দিও এই আশীর্ব্বাদ আমরা ভিক্ষা করি।

কিন্তু মানুষ যতক্ষণ না ঈশ্বরের নিকটে দাঁড়াইয়া নিজের বা পরিবারবর্গের বা জাতির দুঃখের কথা ঈশ্বরকে বলিতে অভ্যাস করে ততক্ষণ সে আপনাকে আপনি গড়িয়া তুলিতেও পারেনা আর অন্যকেও ফুটাইয়া তুলিতে পারে না।

তবেই ত হইল ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়ান, মুখামুখি দাঁড়ান ইহাই প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হইতেছে নিজের বিষাদ সমস্তকে শ্রীভগবানের সহিত যুক্ত করিয়া বিষাদযোগী হওয়া।

আর যিনি ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইতে জানেন না, বিষাদযোগীও হইতে পারেন নাই তিনি তোমার রাজ্যে প্রবেশ করিবার রাজপথ পান নাই।

কিন্তু ঈশ্বরের নিকটে দাঁড়াইব কিরূপে? প্রবন্ধের প্রথমেই বিশ্বরূপ ধরিয়া যাহা আলোচনা করা হইয়াছে তাহাই এখানে স্বরূপ আলোচনা দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হইতেছে

ঈশ্বর আছেন, জগতের যত কিছু বস্তু আছে তৎসম্বন্ধে "অস্তি" কথার প্রয়োগ ভিন্ন অন্য কোনরূপে উহাদের কথা বলা যায় না। অস্তি বা সৎ ইহাই হইল ঈশ্বরের প্রথম স্বরূপ। ঈশ্বর "আছেন", ঈশ্বর "সৎ" ইহাই হইতেছে ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রথম কথা। জগতে যত কিছু বস্তু আছে, যত কিছু ভাব আছে তাহার কোলে কোলে ঈশ্বর আছেন। ভিতরে বাহিরে যাহা কিছু আছে তাহা অবলম্বন করিয়া ঈশ্বর "সৎ"রূপে দাঁড়াইয়া আছেন। যাঁহারা সতের উপাসনা করেন তাঁহারা বিশ্বাসী। এই "সৎ"এর অনুভব সকলেই করেন।

শুধু "সৎ" বলিলেই কিন্তু ঈশ্বরের সব বলা হইল না। সৎএর কোন আকারও নাই, কোন অবয়বও নাই। যিনি আছেন, যিনি সৎ তিনি আবার প্রকাশ স্বরূপ, তিনি জ্যোতির্ম্ময়, তিনি জ্ঞানস্বরূপ, তিনি চিৎ। শিলা পাষাণাদি জড়বর্গে সৎকে ধরা যায় কিন্তু চিতের অনুভব হয় না। চেতনের মধ্যে সৎভাব ও চিৎভাব এই উভয়ের অনুভব হয়। রাজোগুণের কার্য্যে বা তমোগুণের কার্য্যে সৎ ও চিৎকে অনুভব করা যায়। জগতের কর্ম্মের কোলে কোলে আর কাহারও হাত আছে বুঝা যায়। জ্ঞানের প্রকাশ যাঁর যত বেশী তিনি ততই ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও প্রকাশত্ব অনুভবে আনিতে পারেন। ইহাও কিন্তু সমস্ত হইল না। এখানেও কিন্তু আনন্দ ভাবকে ধরা গেল না। ঈশ্বর সৎ, ঈশ্বর চিৎ এবং ঈশ্বর আনন্দ স্বরূপ। আনন্দভাবে পৌঁছিতে হইলে রজোভাব ও তমোভাবের উপরে যে সত্ত্ব ভাব আছে সেই সত্ত্বভাব ফুটাইয়া তুলিতে হয়। রজঃ ও তমঃ এই দুই ভাবকে অতিক্রম করিতে পারিলে সত্ত্বভাব জাগিয়া উঠে; এই সত্ত্বভাবে থাকিয়া যিনি ঈশ্বরের উপাসনা করেন তিনি তাঁহার সৎ, চিৎ ও আনন্দভাব ধরিতে পারেন।

এই সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবান্ প্রতিবস্তুর মধ্যে, প্রতি জীবের মধ্যেই আছেন। মনে করা হউক দশ জন বালক একসঙ্গে বেদপাঠ করিছে। ইহার মধ্যে তোমার বালকটি ও আছে। তুমি নিজ বালকের স্বরটি মাত্র স্পষ্ট শুনিতে চাও।

দশজন বালকের সঙ্গে তোমার বালকের স্বরটি মিশিয়া আছে বলিয়া তুমি তাহা ধরিতে পারিতেছ না। আছে, কিন্তু সব সঙ্গে মিশিয়া আছে বলিয়া স্পষ্ট ধরা যাইতেছে না। অন্য বালকের স্বর থামাও তবেই আপন বালকের স্বর স্পষ্ট হইবে। শ্রীভগবানও সকল জীবের মধ্যে মুরলীধ্বনি করিতেছেন। সর্ব্বদা জীবকে কত কি বলিতেছেন, সর্ব্বদা কত আদর করিতেছেন, সর্ব্বদা তাঁহার কাছে থাকিতে ডাকিতেছেন। তুমি শুনিতে পাও না। কেন পাও না? আরও অনেকের কথা তোমার মনের মধ্যে তুমি শুনিতেছ। যাহাতে যাহাতে আসক্ত হইয়াছিলে যাহাতে, যাহাতে আসক্ত হইয়া আছ, সকলেই তোমাকে তাহাদের কথা শুনাইতেছে, তাই তুমি শ্রীভগবানের ডাক শুনিতে পাইতেছ না। জানিতেছ সব সুরে সুর মিশাইয়া তাঁহার ডাকও আছে। যদি তুমি অন্য আসক্তি ছাড়িতে পার, অন্য সবার গোল থামাইতে পার তবেই ঈশ্বরের ডাক স্পষ্ট শুনিতে পাইবে। যে যত অন্য কথা ছাড়িতে পারিয়াছে সে ততই ঈশ্বরের ডাক শুনিতে পাইতেছে। মনের মধ্যে অন্য কথা থামানই প্রধান সাধনা। রজঃ ও তমঃই রাগ দ্বেষ, কাম ক্রোধ, লাভ অলাভ—ইত্যাদি সৃজন করিয়া তোমার মনকে বহুর গোলমালে ডুবাইয়া রাখিয়াছে। তুমি রজঃ ও তমঃ অতিক্রম করিয়া সত্ত্বভাব জাগাও সেইজন্য সাধনা কর, করিলেই তুমি সচ্চিদানন্দের অনুভূতিতে স্থিতিলাভ করিবে। ইহাই ত সাধনা। ইহাই ত আপনাকে আপনি ফুটাইয়া তুলা।

কত কি ত করা হইয়া গিয়াছে, কত লোকের ত সঙ্গ হইয়াছে, কত আসক্তিই ত হইয়াছে, এখনও আছে, এখনও আসক্তির সহিত কত কিছুর সঙ্গ হইতেছে এই অনাদি সঞ্চিত কর্ম্ম সংসার মুছিয়া ফেলিব কিরূপে? এই অন্যাসক্তি ছাড়িবে কিরূপে?

ইহার জন্যই বলিতেছি ঈশ্বরের সম্মুখে দাড়াইতে হইবে, মুখামুখি দাড়াইতে হইবে। তুমি যাহাই করিয়া থাক না কেন, যত অন্যায় তোমার দ্বারা হউক না কেন, তুমি গুরুমুখে, শাস্ত্রমুখে, ভক্তমুখে ঈশ্বরের স্বভাবটি শ্রবণ কর, তিনি ক্ষমাসার, তিনি করুণা বরুণালয়, তিনি সন্তানবৎসল, তিনি ভক্তবৎসল, তিনি দীন দয়াময়ী, তিনি অধমতারণ, তিনি কাঙ্গালের সখা, তিনি দীনবন্ধু, তিনি দীন করিয়া বন্ধু হয়েন—তুমি তাঁহার এই স্বভাব জানিয়া তাঁহার কাছে দাড়াও—তুমি তাঁহার দাস হইয়া, তুমি তাঁহার দাসী হইয়া নিজের অপরাধ তাঁহার কাছে বলিতে থাক, আর আমার অপরাধ করিতে

ইচ্ছা নাই, এখন আমারই ইচ্ছা আমি শুধু তোমারই হই—এই বলিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালনে পুনঃ পুনঃ যত্ন কর, অন্য কোনদিকে না তাকাইয়া শুধু যত্ন-সিদ্ধির জন্য প্রাণপণ কর, সব দিন সমান হইতেছে না বলিয়া যত্ন করিতে আলস্য করিও না—যত্নই করিয়া চল, বুঝিবে, দেখিবে, তোমার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়া কত নিকটে তিনি আসিয়াছেন। এমন বন্ধু আর কেহ নাই, এমন সখা, এমন মাতা, এমন পিতা, এমন প্রণয়ী আর তোমার কেহই নাই। এমন জনম-মরণের সাথী তোমার আর কেহ হইবে না। এমন ঈশ্বরের কাছে দাড়াইবে না ত কাহার কাছে দাড়াইবে? এমন সখার কথা শুনিবে না ত আর কার কথা শুনিয়া পুনঃ পুনঃ জনম-মরণের তুফানে পুনঃ পুনঃ উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইবে বল? আর কাহারও হইতে ছুটিও না, আর কাহারও হইও না আর সব অন্ততঃ ভিতরে অগ্রাহ্য করিয়া, বাহিরে "ফোঁস" মাত্র রাখিয়া তাঁহার আজ্ঞা কি তাহাই ধর, ধরিয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া কর্ম্ম করিতে করিতে বল——————

অপরাধ সহস্রাণি ক্রিয়ন্তেঽহর্নিশংময়া।
দাসোঽহয়ং ইতি মাং মত্বা ক্ষমস্ব পরমেশ্বর॥

বল, পুনঃ পুনঃ বল——

অন্যথা শরণং নাস্তি ত্বমেব শরণং মম।
তস্মাৎ কারুণ্যভাবেন রক্ষ মাং পরমেশ্বর॥

আহা দেবতা! আমি অহর্নিশ কত অপরাধই করিয়া ফেলি কিন্তু এই যে আমি তোমার দাস, এই যে আমি তোমার দাসী ইহা জানিয়া তুমি আমায় ক্ষমা কয়। হায় প্রভু! আর আমার শরণ লইবার কেহ নাই, তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয় স্থান। তাই তাই দেব পরমেশ্বর! অপারকরুণা তোমার, দীনবৎসল তুমি তুমি, করুণা করিয়া আমায় রক্ষা কর।

[৪]

কখন কি ঈশ্বরের নিকট দাঁড়াইয়াছ? যদি দাঁড়াইয়া থাক বল দেখি তোমার কোনও রূপের কি দরকার হয়? বল দেখি নিরাকার, নিরবয়বের কাছে সৎ, চিৎ, আনন্দের কাছে, স্বরূপের কাছে দাঁড়ান কিরূপ? বল দেখি যিনি সামান্য চৈতন্যভাবে সর্ব্বত্র আছেন, জলে, স্থলে,

অনলে, অনিলে অম্বরতলে, যিনি অধিষ্ঠান চৈতন্যভাবে সমস্তাৎ প্রসারিত, যাঁহার উপরে জগৎ দাঁড়াইয়া আছে, যিনি সামান্য চৈতন্য হইয়া তোমার মধ্যেও আছেন, কিন্তু যিনি তোমার মধ্যে থাকিয়াও কিছু করেন না কিছু করান ও না—যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতা বলেন "নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্"—বল দেখি এই দেবতা লইয়া কি তোমার পিপাসা মিটিয়া যায়? বৃক্ষে বৃক্ষে অগ্নি থাকে কিন্তু সে অগ্নিতে কোন কিছু দগ্ধ হয় না। কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া মূর্ত্ত্য অগ্নি জ্বালাইতে পারিলে তদ্দ্বারা সব জ্বালাইয়া দেওয়াও যায়, আর তোমার সব কার্য্যও করা যায়, সেইরূপ সামান্য চৈতন্য লইয়া থাকিলে তাঁহার কাছে দাঁড়ানও হয় না—তাঁহার দ্বারা সব অপরাধ দগ্ধ করাও যায় না—তাঁহার কাছে প্রার্থনাও চলে না, কাঁদাকাটিও হয় না, তাঁহাকে আদর করাও যায় না তাঁহার আদর পাওয়াও যায় না। সেই জন্য সামান্য চৈতন্যের আত্মপ্রকাশ যে বিশেষ চৈতন্য সেই বিশেষ চৈতন্যকে জানিতে হয়, ধরিতে হয়। সেই জন্য বেদ শাস্ত্র নির্গুণ ব্রহ্মের সঙ্গে সঙ্গে সগুণ ব্রহ্মের সংবাদ ও দিয়াছেন। "অনেজদেকং" বলিয়া "মনসোজবীয়ঃ" বলিয়াছেন। বল দেখি এখানেও—এই "নিত্যৈব সা জগমূর্ত্তিঃ"—"ময়া তত মিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তরূপিণা"—এই অব্যক্ত রূপের কাছে তুমি কি কখন দাঁড়াইতে পারিয়াছ? এখানেও দাঁড়ান হয় না। এই নির্গুণ-সগুণের ভজন অধিকারী যিনি তিনি পূর্ব্বে কর্ম্ম দ্বারা—নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিয়াছেন তাঁহার রাগ দ্বেষ নাই। রাগ দ্বেষ শূন্য হইয়া শ্রবণ মননাদি অভ্যাস করিতে করিতে তবে নির্গুণে স্থিতি লাভে চিরশান্তি হইতে পারে কিন্তু কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ, অষ্টাঙ্গযোগ না সাধিয়া একবারে জ্ঞানে কখন স্থিতি লাভ হইতেই পারে না। সত্যকথা "আত্মা এবাসি মাতঃ" কিন্তু—

—আত্মাও এইরূপ নিরাকার—নিরাকারের কাছে দাঁড়ান হয় না। যাঁহার কাছে, দাঁড়ান হয়, যাঁহার মুখামুখী দাঁড়ান হয় তিনি মূর্ত্ত্য ভগবান্। মানুষে এই মূর্ত্তি কল্পনা করে না, মানুষ কল্পনা করিতে পারে না। শ্রীভগবান্ জীবের উপরে কৃপা করিয়া আপনিই এই মূর্ত্তি ধারণ করেন। যে চিৎ, বিশ্বগ্রাসের সামর্থ্য রাখেন, সেই চিৎরূপ অগ্নিকুণ্ড হইতে যে চিৎশক্তি দেব কার্য্যের জন্য মূর্ত্তি ধারণ করেন, "দেবানাং কার্য্য সিদ্ধার্থমাবির্ভবতি সা যদা। উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে"—সর্ব্বকাল সমভাবে থাকিয়াও দেবতার কার্য্য সিদ্ধি জন্য যিনি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আবির্ভূত হয়েন ইঁহার কাছে দাঁড়ান যায়। ইহাঁর করচরণাদি বিশিষ্ট স্থূলরূপ ও আছে, আবার মন্ত্রময় সূক্ষ্মরূপও

আছে, আবার বাসনাময় পরমরূপও আছে। এই করচরণাদি বিশিষ্ট রূপের কাছে না দাঁড়াইলে প্রাণ ত ভরিয়া উঠে না। ইহাঁর কাছে দুঃখের কথা না বলিলে প্রাণ ত জুড়ায় না। তাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে উপাসনা, সেই উপাসনাতেও করচরণাদি বিশিষ্ট মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া ইহাঁকেই বিশ্বরূপে ভাবনা করিতে হয়।

বলিতে হয় প্রণব নির্দ্দেশ্যা তুমি—তুমি ভূলোক ভুবলোক স্বর্লোক ব্যাপিয়া আছে। এই করচরণ বিশিষ্টা তুমি—তুমি জগৎ প্রসবিতা নির্গুণ-সগুণ সদা দীপ্তিশীল ব্রহ্মের বরণীয় ভর্গ—বরেণ্য ভর্গ দিয়াই তোমার আকার গঠিত। এস আমরা এই মূর্ত্তিকে ধ্যান করি। জগতে যত বস্তু আছে সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যদেবে তোমার প্রকাশ অধিক। জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যদেবের প্রতি চাহিয়া থাকিলে যেমন জগতের আর কিছুই দেখা যায় না, শুধুই জ্যোতিরাশি ভিন্ন আর কিছুই চক্ষে ধরে না, সেইরূপ বুদ্ধিকে তোমার দিকে উল্টাইয়া লইলে এক তুমি ভিন্ন আর কিছুই বুদ্ধিতে ভাসে না। এই সাধনা দ্বারা—এইরূপ ধ্যান দ্বারা মনের অন্য চিন্তা ত্যাগ হইলেই "রিক্তীকুরু মনোঘটং" হইলেই বুঝিতে পারা যায়, তুমি তোমার দিকে আমাকে টানিয়া লও কিরূপে। মূর্ত্তি সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই ভাবে সব ভুলিয়া ইহাঁতেই ডুবিয়া যাও না, দেখনা ইনি তোমার সাথে সাথে থাকেন কি না—ইনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেন কি না? আহা! যিনি এইরূপ সাধনায় এই ভাব উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহার আর ভয় কি থাকে—জীবন মরণের সাথী পাইলে আর কি ভাবনা থাকে?

[৫]

তবে এস এই ভরা মূর্ত্তির কাছে একবার দুঃখের কথা কই। মায়ের কাছে নিজের দুঃখ বলিতে না পারিলে বিষাদ যোগী হওয়া যায় না। বিষাদও সবার আছে কিন্তু বিষাদ লইয়া তাঁহার সহিত যুক্ত কয়জন? বিষাদ যোগী হইয়া বৈরাগ্যে যিনি না ভজিয়াছেন, তাঁর অনুষ্ঠান ত প্রাণহীন অনুষ্ঠান। ইহাতে কি প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়? না মায়ের সাড়া অনুভব করা যায়? "জ্ঞান বৈরাগ্য সিদ্ধার্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্ব্বতি!" বৈরাগ্য না হইলে ত কিছুই হইবে না—ধর্ম্মজগতের দ্বার উদ্‌ঘাটিতই হইবে না—জ্ঞানে স্থিতি ত বহু দূরের কথা।

মায়ের কাছে এস না সমস্ত জীবনের ত্রুটীর কথা একটু কই। হায়! এখন ত কেহই নাই। গুরুদেব দেহ রাখিয়াছেন, পিতৃদেবও নাই, মাতৃদেবীও নাই—যাঁহারা যাঁহারা আপনার জন ছিলেন তাঁহারা সবাই চলিয়া গিয়াছেন—আমি একা। যখন ছিলেন তখন সেবা করি নাই আর এখন? গত জীবনের দিকে

যখন দৃষ্টিপাত করি তখন কি দেখি? গুরুদেবকে **তুমি** ভাবিয়া কি ভক্তি করিতে পারিয়াছিলাম? **তুমি** ভাবিয়া পিতার সেবা কি করিয়াছিলাম? না **জগদম্বা** ভাবনা করিয়া মার কখন তৃপ্তি সাধনে চেষ্টা করিয়াছিলাম? হায়! মনের মত করিয়া কোন কিছুই ত হয় নাই। কত অপরাধ হইয়া গিয়াছে। মা তুমি ক্ষমা না করিলে আমার কি আর অন্য উপায় আছে? এত দোষ আমার—এত অপরাধী আমি—আমি কি তোমায় ভজিতে পারিব? এই ভাবে বিষাদ যোগী ত সকলেই হইতে পারে।

হায়! এই যে শরদিন্দু কিরণ মত উজ্জ্বল আভা বিশিষ্টা তুমি, এই যে মনোহর রত্ননির্ম্মিত মকর কুণ্ডল ও হার ভূষণে বিভূষিতা তুমি, এই যে দশহস্তে দশপ্রহরণ ধরিয়া প্রভূতবলশালিনী তুমি দাঁড়াইয়া আছ, এই যে যাঁর চরণ যুগল রক্তোৎপল আভা বিশিষ্ট—হায় প্রাতঃকালে তোমাকে স্মরণ করিতে চেষ্টা করিয়াও যে কিছুই সাড়া পাই না—মা! ইহা ত আমার অপরাধেরই ফল—পাপেরই ফল। এই যে যিনি ভণ্ডাসুর, মহিষাসুর, চণ্ড, মুণ্ড, শুম্ভাসুর প্রমুখ অসুর বিনাশে পটু, এই যে যাঁহার লীলা ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র ও মুনিগণকে মোহিত করিতে সমর্থ, এই যে যিনি সমস্ত সুরবৃন্দের মুর্ত্তিধারিণী বলিয়া অনেকরূপা, সেই চণ্ডিকা দেবীকে প্রাতঃকালে প্রণাম করিয়া কয় দিন ধন্য হইলাম? এই যে যিনি ভজতামভিলাষদাত্রী, এই যে যিনি জগদ্ধাত্রী, এই যে যিনি সমস্ত জগতের দুরিতাপহন্ত্রী, এই যে যিনি সংসার বন্ধন বিমোচনের হেতুভূতা, এই যে যিনি জ্ঞানগম্য পরদেবতা বিষ্ণুর পরমামায়া—হায় তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ভজনা করিলাম কয় দিন?

হায় জননি! তোমার মন্ত্র জানিনা, তন্ত্র জানিনা, স্তোত্র জানিনা, আবাহন জানিনা, ধ্যান জানিনা, মুদ্রা জানিনা, তোমায় পাইলাম না বলিয়া বিলাপও আমার নাই, তবে কি উপায় হইবে? কিন্তু জননি! এই আমি জানি যে তোমার শরণ লইলে তুমি সকল ক্লেশ বিনাশ করিয়া থাকে।

[৬]

আর কি বলিব? হায়! "আমারে জানাতে দিন বয়ে গেল, হলনা লুটান রাঙ্গা চরণে" মা এই কথাই যে সত্য হইয়া যায়! তাই বলি "পুরাতন যা কিছু সব ভাঙ্গিয়া ফেল", দূরে বর্জ্জন কর এই ভ্রম প্রমাদ। পুরাতন নিয়ম যা মানুষের গড়া তাহা কলঙ্কিত হয়—তাহারই পরিবর্ত্তন আবশ্যক। কিন্তু ঈশ্বরের নিয়মও কি পরিবর্ত্তন করিবে? দিবায় পূর্ব্ব দিকে সূর্য্য উঠেন, বর্ষাকালে

বৃষ্টি হয়, বসন্তে ফুল ফুটে, শীতে শীত হয়, অগ্নির জ্বালা ঊর্দ্ধমুখে উঠে—এই সমস্ত পুরাতন নিয়মও কি ভাঙ্গিয়া ফেলিবে? আর যাঁহারা ঈশ্বরের নিয়ম ধরিবার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন, যাঁহারা বেদ প্রকাশিত সত্য, তপস্যা দ্বারা অনুভব করিয়া, সমাজ গাড়িয়াছিলেন তাঁহাদের প্রদর্শিত নিয়ম তুমি পরিবর্ত্তন করিবে কিরূপে? ভারতবর্ষের মত আরও কত বর্ষ আছে। এই ভারতবর্ষ আজ কলঙ্কিত হইলেও সেই সব বর্ষ হইতে কি প্রাচীন শৃঙ্খলা উঠিয়া যাইবে? তোমরা সমাজ গাড়িবে কার অনুকরণে? এই সমস্ত ভ্রান্ত বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া ঋষিগণের প্রদর্শিত সত্যপথে চলাই শ্রেয়ঃ।

তাই বলি আনন্দ সমুদ্রের এই বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য লহরীকে অবজ্ঞা করিও না। এস এস মায়ের এই প্রাণ ভরা মূর্ত্তির কাছে দাঁড়াইয়া—এই আনন্দময়ী সর্ব্বদা সঙ্গে আছেন অনুভব করিয়া, তাঁহারই আজ্ঞা পালনে জীবন সার্থক করি এস। এস এস ভক্তিভরে ঐ রাঙ্গচরণে অঞ্জলি দিয়া ঐ চরণে লুটাইয়া পড়ি এস। এস এস প্রণাম করিতে বলি—

সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
শরণাগত দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তি সমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে॥

ধর্ম্ম।

কর্ম্মই মানব-জীবনের ব্রত। মানুষ কর্ম্ম করে শরীর ও মনের সাহায্যে; অতএব শরীর ও মন এই দুইটী তাহার জীবনের হাটে কেনা বেচার মূলধন।
এই দুইটী তাহার জীবনের হাটে কেনা বেচার মূলধন।

সংজ্ঞা

উন্নতি বা উৎকর্ষ সাধন হয় তাহাই প্রথমতঃ ধর্ম্মপদবাচ্য; কিন্তু কর্ম্মই যখন সকলেরই জীবনের অবলম্বন তখন কর্ম্মের উৎকর্ষ সাধনই মানবজীবনের প্রকৃত ধর্ম্ম। কর্ম্মের উৎকর্ষে চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ—চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষের ফল ভগবানে উন্মুখতা—উন্মুখতার অর্থ জীবন-পুষ্পের প্রস্ফুটন—প্রস্ফুটনের অর্থ বিশ্ব-প্রেমের যিনি মধুকর তাঁহার জন্য হৃদয়ে আসন পাতা।

এক্ষণে কর্ম্ম বা কার্য্য কিরূপে নিষ্পন্ন হয় তাহা অবধারণ করা প্রয়োজন। কর্ম্মের কর্ত্তা শরীর নহে; শরীরির সাহায্যে মন কর্ম্ম করে। আবার কর্ম্ম বা কার্য্যের প্রসূতি চিন্তা অথবা কার্য্যই চিন্তার মূর্ত্তি। অতএব কর্ম্মের উৎকর্ষসাধন করিতে গেলে চিন্তার উৎকর্ষসাধন আবশ্যক; কিন্তু চিন্তা মনের কার্য্য বা ধর্ম্ম সুতরাং চিন্তার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ মনের উৎকর্ষ বা অপকর্ষের উপর নির্ভর করে। মন আবার কতকগুলি বৃত্তিদ্বারা পরিচালিত। এই সকল বৃত্তির কতকগুলি সৎ ও কতকগুলি অসৎ। আবার বৃত্তির পরিচালক ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়ের সহিত রূপ, রস, শব্দ স্পর্শ গন্ধাদি বিষয়ের সংযোগে বৃত্তির কার্য্য হয়। ভগবান্ মনুষ্যকে এই সকল বৃত্তির কার্য্যের সদসৎ বিচারের জন্য বিবেক ও বুদ্ধি দিয়াছেন অতএব ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগে মনোবৃত্তির কার্য্য হইবার সময় নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ও বিবেকের সাহায্যে তাহার সদসৎ বিচার আবশ্যক। এই সদসৎ বিচারে অসৎবৃত্তির সংযমন ও দমনে **আত্মশাসনশক্তি** জন্মে, ও সৎবৃত্তির স্ফুরণে মনে সৎচিন্তার প্রভাব হয়। এইরূপে ক্রমশঃ অসৎ বৃত্তি পুনঃ পুনঃ শাসিত হইলে মনের দৃঢ়তা সম্পাদিত ও শক্তি সঞ্চিত হইয়া সৎচিন্তার অভ্যাসে ও প্রভাবে চিন্তার উৎকর্ষ সাধন হয়। চিন্তার উৎকর্ষে কার্য্যের উৎকর্ষ এবং চিন্তা ও কার্য্যের উৎকর্ষের একত্র সমাবেশে ধর্ম্ম।

বিষয় ইন্দ্রিয়, কর্ম্ম
সদসংবৃত্তি,
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার,
বিবেক, সংযম,
আত্মশাসন

ধর্ম্মের ভিত্তি নীতি, তাহার প্রথম সোপান সত্য অবলম্বন। মনে বাক্যে ও কার্য্যে সত্য অবলম্বন না করিলে কোন সৎবৃত্তির স্ফুরণ হয় না। তাহার কারণ অসত্য সঙ্কোচক ও সত্য প্রস্ফুরক। এজন্য অসত্যে মনোবৃত্তির সংকোচন হয় ও সত্যে উহার স্ফুরণ হয়। মনোবৃত্তির সঙ্কোচনে অবসাদ ও স্ফুরণে আহ্লাদ বা আনন্দ জন্মে। প্রমাণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মিথ্যা কথা বলিলে বা মিথ্যা ব্যবহার করিলে মনে কখন হর্ষের উদয় হয় না। আভ্যন্তরিক অবস্থা কপটতায় আচ্ছাদন করিয়া বাহিরে কৃত্রিম সন্তোষের ভাব দেখাইলও হৃদয়ের অভ্যন্তরে বিবেক-দর্পণে কুপ্রবৃত্তির প্রেরণোদ্ভূত কার্য্যের বিভীষিকাময় চিত্র প্রতিফলিত হইয়া ক্ষণকালের জন্যও ভয় ও কষ্ট প্রদান করে। অপর পক্ষে সত্য অবলম্বনে স্বার্থসিদ্ধি না হইলেও এবং তদ্ধেতু স্বার্থসিদ্ধির অভাবজনিত কষ্ট অনুভূত হইলেও সত্য ব্যবহারের জন্য যে আত্মপ্রসাদ জন্মে তাহার সন্দেহ নাই। অতএব আত্মপ্রসাদ বা আনন্দ অথবা প্রচলিত ভাষায় সুখই * যখন সকলেরই আকাঙ্ক্ষিত বস্তু তখন সত্য অবলম্বনই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। ইহা ধর্ম্মাচলে উঠিবার প্রথম সোপান।

নীতিধর্ম্ম। সত্য।

মনোবৃত্তির স্বাভাবিক অবস্থা মুক্ত; স্বার্থের বন্ধনই উহাকে সঙ্কুচিত করে। সত্য অবলম্বনে মনোবৃত্তি বন্ধন মুক্ত হয় ও উহার equilibrium বা সাম্যাবস্থা ফিরিয়া আসে।

উদারতা

অতএব ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে গেলে সত্য অবলম্বন সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। ইহার দ্বারা মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য অবধারিত হয় ও ব্যক্তিগত ক্ষীণ স্বার্থের বন্ধন মুক্ত হইয়া মনোবৃত্তি সমূহের সম্প্রসারণ হইলে হৃদয়ে উদারতা উপচিত হয়। ইহাই ধর্ম্মাচলে উঠিবার দ্বিতীয় সোপান।

উদারতার সাহায্যে বা ফলে মনের সঙ্কীর্ণতা দূর হইয়া স্বার্থের কলহ তিরোহিত হইলে সৎবৃত্তি সকল সম্প্রসারিত ও পুষ্পিত হইয়া মানব হৃদয়-উদ্যানে যে মনোমুগ্ধকর পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় তাহার নাম—"দয়া"। উহার সৌরভ- অনুপ্রাণতা বা পর দুঃখে হৃদয়ের

দয়া

---

* সুখ প্রকৃতপক্ষে আনন্দ পদবাচ্য নহে, ইহা ইন্দ্রিয় সুখেচ্ছা প্রধাবিত নিম্নগামী ভাব ব্যঞ্জক কল্পিত আনন্দাভাব জ্ঞাপক শব্দ মাত্র।

প্রতিধ্বনি বা সমবেদনা। সে সৌরভের প্লাবনে বিশ্ব পরিপ্লাবিত হয়, বিশ্বজীব সে প্রবাহে ভাসিয়া যায়।

ইহারই নাম শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথায়—"জীবে দয়া"। ইহা ধর্ম্মাচলে উঠিবার তৃতীয় সোপান। এই সোপানে মনোবৃত্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া কার্য্যে প্রকাশিত হয়। দয়াবৃত্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া কার্য্য করিলেও যাহাতে সে অসৎসঙ্গে কলুষিতা হইয়া বিপথগামিনী না হয় এজন্য সৎবৃত্তির সাহচর্য্যে তাহার পবিত্রতা রক্ষা করা আবশ্যক। কুসুমে যেমন শত্রুরূপী কীট প্রবেশ করিয়া উহাকে নষ্ট করে তেমনি আত্মাভিমানরূপ কীট আসিয়া এই দয়ারূপ জগতের মনোমুগ্ধকর কুসুমকে পাছে নষ্ট করে এজন্য দয়াবৃত্তির স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে উহার পবিত্রতা সম্পাদনের জন্য বিনয়ের আশ্রয় আবশ্যক। ইহা ধর্ম্মাচলে উঠিবার চতুর্থ সোপান। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রধান শিক্ষা "তৃণাদপি সুনীচেন" বাক্যের সার্থকতা এখানে।

বিনয়

মনোবৃত্তি কুসুমিত ও প্রস্ফুটিত হইলে উহাতে যে প্রেম-মধু সঞ্চিত হয় তাহাতে জগৎ মধুময় হইয়া যায়। তখন মধুলোভে বিশ্বপ্রেমের মধুকর বিশ্ব বিরাট ভাবে মানব হৃদয় পূর্ণ করিয়া উহাতে মধুচক্র নির্ম্মাণপূর্ব্বক বসতি করেন। ইহা ধর্ম্মাচলের পঞ্চম বা শেষ সোপান, এখানেই চিন্তা ও অনুভূতির চরমোৎকর্ষ। এই প্রেমই মনোবৃত্তি কুসুমের সুগন্ধের নির্য্যাস; সকল মানব-হৃদয়ের অনির্ব্বচনীয় চির অতৃপ্ত আকাঙ্খিত বস্তু। ইহাই বিশ্বের সকল মনিষীর হৃদয়ের ঐক্যতান সঙ্গীত। এই সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন মহর্ষি নারদ; এই সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের সুমধুর চরিত অবলম্বনে প্রেম-পরিপ্লাবিত হৃদয়ে ভগবান্ বাল্মীকি। বশিষ্ঠ এই সঙ্গীত মন্ত্রের দ্রষ্টা। এই মন্ত্র শিখিবার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন বিশ্বামিত্র! এই সঙ্গীত—এই প্রেম সঙ্গীত যখন বিশ্বের জীব ভুলিয়া যায়, তখনই বিশ্বনাট্যকার নিজে অভিনয় রঙ্গমঞ্চে নানাবেশে অভিনেতারূপে আসিয়া মানব হৃদয়-তন্ত্রীতে বিশ্বপ্রেমের মধুময় সুর সংযোজিত করিয়া থাকেন। এই সুর সংযোজনের ব্যবস্থা পৃথিবীর সর্ব্ব দেশেই সকল সময়ে আছে, তবে এ বিষয়ে ভারতবর্ষের প্রতি ভগবানের বিশেষ কৃপা পরিদৃষ্ট হয়। অতীতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যান্য দেশে ভগবান্ প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া অভীপ্সিত কার্য্য নিষ্পন্ন করেন। ঈশা মহম্মদ প্রভৃতি সকলে ভগবান প্রেরিত প্রতিনিধিরূপে মনুষ্য হৃদয়তন্ত্রীতে সুর সংশোধন ও সংযোজন করিতে আসিয়াছিলেন কিন্তু পূজ্যপাদ

প্রেম

ঋষিগণের তপস্যার ফলে, তাঁহাদের পবিত্র চরণরেণুপূত ভারতবর্ষে শ্রীভগবান্ যুগে যুগে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া মানব হৃদয়ের কলুষ ধৌত করিয়া পবিত্র সুরের প্রবাহ রক্ষা করিয়াছেন। মানব সৃষ্টির প্রথম অভিনয়ে নৃসিংহ মূর্ত্তিতে তিনি যে ভক্তের প্রেমাধীন তাহা হরিভক্ত প্রহ্লাদের জীবনে দেখাইয়া আপনার ভক্তাধীনত্ব প্রমাণ করিতে আসিয়াছিলেন। তার পর বামনরূপে দানবীর মহারাজ বলীকে কৃতার্থ করিবার উপলক্ষে জগৎ জীবের হৃদয়ে ত্যাগ শিক্ষা দিয়া সত্যের সুর প্রবাহিত করিয়াছিলেন। সত্যের প্রভা মলিন হইলে ত্রেতায় পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীরামচন্দ্ররূপে স্বয়ং লক্ষ্মী স্বরূপিণী সীতা দেবীর সহিত অবতীর্ণ হইয়া পিতৃসত্য পালনকল্পে আজীবন দুঃখ বরণ পূর্ব্বক সত্য-ধর্ম্মকে সমুজ্জ্বল প্রভায় উদ্ভাষিত করিয়া যে পিতৃ ভক্তির পবিত্র প্রবাহ ভারতের বক্ষদেশে প্রবাহিত করিয়াছিলেন তাহার প্রবাহ মন্দীভূত হইলে দ্বাপরে নবভাবে আস্বাদিত হইবার জন্য ব্রজধামে মুরলী সংযোগে মধুর রাগিণীতে প্রেমের সুর বাজাইয়া ব্রজবাসীর তথা ব্রজ গোপীর হৃদয়ে প্রেমের উজান সুর প্রবাহিত করিয়াছিলেন। সে সুর সম্যক প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল ব্রজগোপীর হৃদয়ে। কলিতে সাধারণ মানবের হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য বুঝিয়া কৃপা পরবশ হইয়া চোখের জলে সুর সংযোজিত করিয়া বিশ্বপ্রেমের প্রস্রবণ হৃদয়ে ধরিয়া জগৎ জীবের হৃদয় পরিপ্লাবিত করিতে আসিয়াছিলেন মহাপ্রভু। সে সাগরের যে তরঙ্গ উঠিয়াছিল তাহা প্রেমহীন শুষ্ক কর্ম্ম-পঙ্কিল বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিয়া বারিধি বক্ষে ছুটিয়াছিল। কিন্তু ধ্বনির প্রতিধ্বনি চিরস্থায়ী হয় না বা হওয়াও বোধ হয় তাঁহার অভিপ্রেত নহে। কেন নহে তাহা তিনিই জানেন, তবে ক্ষুদ্র মানব-বুদ্ধিতে মনে হয় তিনিও নূতন নূতন ভাবে আস্বাদিত হইতে চান, তাই নব নব ভাবে ঐ প্রকারে আসিয়া আস্বাদিত হন।

কলিতে মহাপ্রভুর প্রেম-সঙ্গীতের সুমধুর ধ্বনি যদি মানব হৃদয়ে চির-প্রতিধ্বনিত থাকিত তাহা হইলে আজ পৃথিবীতে এত স্বার্থপরতা, এত কষ্ট, এত আর্ত্তনাদ, এত হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা, এত প্রাণহীণতা থাকিতনা। মানুষ যদি হৃদয়ের প্রতিধ্বনিতে জগতের জীবকে ভালবাসিয়া পরকে আপনার করিয়া তাহার দুঃখে কাঁদিতে পারিত তাহা হইলে সেই প্রস্ফুরিত প্রাণের মধুময় স্পন্দনে আজ দুঃখের মরুরাজ্য অমরাবতীতে পরিণত হইত। প্রাণের এই পরিস্ফুরণই চিত্তবৃত্তির চরমোৎকর্ষ। ইহাই সম্বন্ধ যোজনা করিয়া জীবকে ভগবানের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়। এই বৃত্তির উৎকর্ষ সাধনই ধর্ম্ম।

ধর্ম্মজীবনের আবশ্যকতা ও তাহার সাধনা।

বর্ত্তমান সময়ে জীবন ধারণ অর্থে লোকে শরীর ধারণ বুঝিয়া থাকে এজন্য দেহের উপভোগ্য বিষয়েরই বিরাট ও বিস্তৃত আয়োজনের সমস্যা আধুনিক সভ্য জগতের চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়াছে এবং তৎ সমাধান কল্পে ইন্দ্রিয় প্রলুব্ধ ভোগের বহুবিধ প্রণালীর আবিষ্কার হইতেছে।

জীবন বা শরীর ধারণ।

এত ভোগের উদ্দেশ্য যদি শরীর ধারণের জন্য হয় তাহা হইলে শরীর ধারণেরও নিশ্চয় কোন উদ্দেশ্য আছে। ইংরাজীতে একটী উপদেশ বাক্য আছে—"Eat to li ve but do not live to eat" অর্থাৎ বাঁচিবার জন্য খাও কিন্তু খাওয়ার জন্য বাঁচিওনা। কথাটী বিশেষ চিন্তাশীল ব্যক্তির গভীর গবেষণার ফল। এই উপদেশ বাক্য অনুসারে শরীর ধারণের উদ্দেশ্য বাঁচা অর্থাৎ মনুষ্যত্ব বা মনুষ্য জীবনের উৎকর্ষ লাভ করিয়া বাঁচা; খাইবার জন্য অর্থাৎ কেবলমাত্র শরীর ধারণের জন্য বাঁচা নহে।

প্রতি মানবের জীবন যখন কার্য্যময় তখন কার্য্যের উৎকর্ষ সাধনই দেহ ধারণের বা বাঁচার উদ্দেশ্য। কিন্তু কার্য্যের প্রসূতী—চিন্তা; অতএব কার্য্যের উৎকর্ষ সাধন করিতে গেলে চিন্তার উৎকর্ষ সাধন আবশ্যক। চিন্তা দুই প্রকার, সৎ ও অসৎ। সৎ চিন্তা সদ্বৃত্তি প্রণোদিত ও অসৎ চিন্তা অসৎবৃত্তি প্রণোদিত। অসৎ বৃত্তি প্রলোভন মুগ্ধ ও ভোগ প্রলুব্ধ এজন্য ভোগ লোলুপ মনুষ্য-চিত্ত সহজেই তাহাতে আকৃষ্ট বা প্রলুব্ধ হয়। সৎবৃত্তি সংযম ও ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত এজন্য সাধারণ ভোগ লোলুপ মনুষ্যের পক্ষে কষ্ট সাধ্য বলিয়া চিত্তাকর্ষক নহে।

ধর্ম্মজীবন।

কিন্তু সৎবৃত্তি অনুসরণের ফল শুভ ও সুখপ্রদ। অতএব জীবনে কার্য্যের উৎকর্ষ সাধন করিতে গেলে সংযম ও ত্যাগের অনুসরণে সৎবৃত্তির আশ্রয় আবশ্যক। যে জীবনে এই সৎবৃত্তির অনুসরণে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় তাহাই ধর্ম্মজীবন।

এক্ষণে ধর্ম্মজীবনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আবশ্যক। সৎ ও অসৎ উভয় ভাবেরই স্ফুরণ ও পুষ্টি সমজাতীয়ের সংস্পর্শে বা সংসর্গে হয়।

ধর্ম্মজীবনের আবশ্যকতা।

ইহা বিজ্ঞান সম্মত সত্য। অসৎ ভাব মনোবৃত্তিকে সঙ্কুচিত ও সৎভাব উহাকে প্রস্ফুরিত করে; মনোবৃত্তির সঙ্কোচনে অবসাদ বা নিরানন্দ এবং স্ফুরণে আহ্লাদ বা আনন্দ জন্মে এবং আনন্দ প্রাপ্তিই যখন প্রতি জীবের লক্ষ্য তখন যে অসৎ ভাব মনোবৃত্তিকে সঙ্কুচিত করিয়া অবসাদ বা নিরানন্দ প্রদান করে তাহা কখনও আনন্দ বা সুখ প্রার্থীর অভীপ্সিত হইতে পারে না; পরন্তু সদ্ভাবে যখন চিত্ত বৃত্তির স্ফুরণ হয় এবং স্ফুরণে যখন আনন্দ বা সুখ প্রাপ্তি তখন সৎচিন্তা বা সৎভাবের আশ্রয় সকলেরই আবশ্যক। সকল সৎভাবের চরমোৎকর্ষ বা সম্পূর্ণতা একমাত্র ভগবানে—কারণ তিনি সচ্চিদানন্দ। অতএব আনন্দ বা সুখ প্রার্থীর ভগবৎ সংসর্গই একমাত্র অবলম্বনীয়। ভগবৎ সংসর্গ অর্থে ভগবৎ ভাবের অর্থাৎ ভগবৎ ভাবাপন্ন ব্যক্তির সংসর্গ। এই অবলম্বন বা সংসর্গ যখন মানুষের হয় তখনই তাহার ধর্ম্মজীবন লাভ হয়।

তর্কস্থলে কেহ বলিতে পারেন—"ভগবান যখন সর্ব্ব বিষয়ের আশ্রয় তখন কেবল মাত্র সৎবৃত্তি বা সদ্ভাব আশ্রয়ে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে আর অসৎ বৃত্তি বা অসদ্ভাব আশ্রয়ে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না কেন?" ইহার উত্তর—ভগবানের ভাব বিশ্ব বিরাট ও অনন্ত তাহাতে সঙ্কোচন অর্থাৎ অবসাদ নাই। তিনি আনন্দময় তাহাতে নিরানন্দ নাই। অতএব সঙ্কোচক ও নিরানন্দ প্রসূ অসৎ বৃত্তি বা অসৎ ভাব তাঁহার প্রাপক হইতে পারে না।

সদ্বৃত্তি বা সদ্ভাব প্রস্ফুরক ও আনন্দপ্রসূ এজন্য উহা তাঁহার স্বরূপ বা স্বজাতীয় ভাব এবং যেহেতু সমজাতীয় দ্বারা সমজাতীয়ের প্রাপ্তি হয় সেই হেতু উহা তাঁহার প্রাপক।

সৎ ও অসৎ সকলের আশ্রয় তিনি ইহা সত্য কিন্তু সে আশ্রয় সত্যকে অবলম্বন করিয়া মিথ্যার আশ্রয়ের ন্যায়। সত্যের আভাষ ব্যতীত বা সত্যের রূপ না ধরিয়া মিথ্যা দাঁড়াইতে পারে না তাহা বলিয়া মিথ্যা সত্য নহে বা সত্যের স্বরূপ নহে পরন্তু উহা সত্যের বিকৃত অবস্থা বা অপলাপ মাত্র। সত্যস্বরূপ ভগবান্ হইতে সকল সত্য ফুটিয়া উঠিয়াছে; মিথ্যা তাহাকে বিকৃত করিয়া সত্যের রূপ ধরিয়া তাহারই উপর দাঁড়াইয়া আছে মাত্র। সত্য positive তাহার বাস্তব সত্তা আছে মিথ্যা negative তাহার তাহা নাই।

ভগবান্ মঙ্গলময় তিনি অসৎ বলিয়া কোন পদার্থ বা ভাব সৃষ্টি করেন নাই।

সদ্বৃত্তি বা সদ্ভাবের বিকৃত বা বিকারপ্রাপ্ত অবস্থাকেই আমরা অসৎবৃত্তি বা অসৎভাব বলিয়া থাকি। সদ্বস্তু বিকার প্রাপ্ত হইলে অসৎ বা ঘৃণ্য হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হওয়া অবধি গাভীর যে পয়ঃসুধা পান করিয়া লোকের জীবনরক্ষা হয় তাহা গাভী যখন প্রদান করে তখন অতি সুখপেয় ও পরম উপকারী কিন্তু তাহাই যখন পচিয়া বিকার প্রাপ্ত হয় তখনই অব্যবহার্য্য ও ঘৃণ্য হইয়া থাকে। বিকার প্রাপ্ত দুগ্ধের আশ্রয় বিশুদ্ধ দুগ্ধ বটে কিন্তু উহা তাহার স্বরূপ বা সমজাতীয় ভাব নহে। যে অন্ন মানুষের প্রাণ তাহা স্বাভাবিক অবস্থায় কত উপকারী ও সুস্বাদু কিন্তু সেই অন্নই যখন পচিয়া বিকার প্রাপ্ত হয় তখন তাহা অতি ঘৃণ্য অব্যবহার্য্য ও অপকারী হইয়া থাকে। বিকৃত বা পচা অন্ন উহার স্বরূপ বা সমজাতীয় অবস্থা নহে। এই নিয়ম সকল জড় বস্তুতেই সত্য। সূক্ষ্মের হিসাবেও ঠিক এই নিয়ম। সৎবৃত্তি সঙ্কীর্ণ পদার্থ আশ্রয় করিলেই সঙ্কুচিত হইয়া বিকার প্রাপ্ত হয়। উদাহরণ স্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, বিশ্ববিরাট প্রেম-বৃত্তি সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ পাত্র বিশেষে আবদ্ধ হইলে, কামে পরিণত হয় এবং কাম বাধা প্রাপ্ত হইলেই ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি অসৎ বৃত্তি বিকাররূপে তাহা হইতে উৎপন্ন হয়। ইহার প্রমাণ শ্রীমদ্ভগবৎগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬২।৬৩ শ্লোকে ভগবানের শ্রীমুখের বাণী :—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥ ৬২
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ
স্মৃতি ভ্রংশাৎ বুদ্ধি নাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥৬৩

মনোবৃত্তির কিরূপ উৎকর্ষ অবস্থায় ধর্ম্মজীবন লাভ হয় তাহা সংক্ষেপে বলা হইল। এক্ষণে ধর্ম্মজীবনের সাধনা কি করিয়া হয় তদ্বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সমজাতীয়ের সংসর্গে ভাবের স্ফুরণ ও পুষ্টি হয়। অতএব সৎভাবের স্ফুরণ ও পুষ্টি সাধন করিতে গেলে সৎসঙ্গ করা বিশেষ প্রয়োজন। সতের চমোৎকর্ষ ভগবানে এজন্য যাঁহারা ভগদ্ভাবে প্রণোদিত অর্থাৎ যাঁহাদের চিত্ত ভগবদ্ভাবে ভাবিত ও যাঁহারা সৎ আচরণ করেন তাঁহাদের সংসর্গই সৎসংসর্গ। কিন্তু সৎসঙ্গে যে সদ্ভাবের স্ফুরণ হয় তাহা স্থায়ী হইতে পারে না যদি চিন্তার ধারা

ধর্ম্ম জীবনের সাধনা।

সর্ব্বদা তদভিমুখিনী না হয়। সৎসঙ্গ সর্ব্বদা হইলে তাহাও হইতে পারে কিন্তু সংসারীর পক্ষে তাহার সঙ্ঘটন সম্ভব নহে। এখানে একটু আত্মশক্তির প্রয়োগ আবশ্যক অর্থাৎ দৈনিক জীবনে অন্ততঃ কিছুক্ষণ ভগবদাশ্রয়ে সৎচিন্তা করা আবশ্যক। এইরূপ করিতে করিতে ক্রমশঃ অভ্যাস গঠিত হইয়া ঐ অভ্যাস ধীরে ধীরে স্বভাবে পরিণত হইবে। নিয়মিত সৎচিন্তার ফলে স্বভাবতঃ সদ্ভাবের স্ফুরণ ও সৎসংসর্গে তাহার পুষ্টিসাধন হইলে ক্রমশঃ চিন্তা কার্য্যে পরিণত হইবে। চিন্তা কার্য্যে পরিণত করিতেও প্রথমে একটু আত্মশক্তির প্রয়োগ আবশ্যক, উহা কিরূপ তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিস্ফুট করা প্রয়োজন। শারীরিক বৃত্তি জাগরিত হইলে যেমন তাহার বিষয় বা আহার দিতে হয় যথা ক্ষুধার উদ্রেক হইলে আহার প্রয়োজন, নিদ্রার সময় নিদ্রা প্রয়োজন; ইহা না করিলে শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষা করা যায় না, তেমনই মনোবৃত্তি সদ্বিষয় আশ্রয় করিয়া জাগরিত হইলেও তাহার বিষয় বা আহার দেওয়া প্রয়োজন, না দিলে তাহার স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না। ক্ষুধার সময় আহার না করিলে বা নিদ্রার সময় নিদ্রা রোধ করিলে যেরূপ অগ্নিমান্দ্য বা অনিদ্রারোগ জন্মিয়া শারীরিক স্বাস্থ্য ভগ্ন হয় ও ক্রমশঃ শরীর ব্যাধিগ্রস্ত ও দুর্ব্বল হয় তদ্রূপ মনে সৎবৃত্তির জাগরণ হইলে তাহারও আহার দেওয়া আবশ্যক, না দিলে তাহারও স্বাস্থ্যভগ্ন হয়। সৎবৃত্তির আহার সৎকার্য্য। অসহায় ও দুঃখীকে দেখিলে সৎবৃত্তি-জাগরণে লোকের চিত্তে দয়াবৃত্তির স্ফুরণ বা জাগরণ হয় কিন্তু ঐ সময় যদি ইচ্ছা থাকিলেও স্বার্থের লোভে বা প্ররোচনায় তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য না করা যায় তাহা হইলে সৎবৃত্তিও আহার না পাইয়া দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হয়; পুনঃ পুনঃ এইরূপ হইলে ঐ বৃত্তি ক্রমশঃ মৃতপ্রায় হইয়া যায় তাহার আর জাগরণ হয় না। এজন্য সৎচিন্তা করিয়াই ক্ষান্ত থাকা উচিত নহে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সৎকার্য্যের আচরণ বিশেষ প্রয়োজন।

আমাদের দৈনন্দিন জীবন বৈষয়িক কার্য্যে ব্যাপৃত এজন্য জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দূরদর্শী ঋষিগণ সৎচিন্তা ও সৎকার্য্যের অভ্যাস যাহাতে ধারাবাহিকরূপে অক্ষুন্ন থাকে তদুদ্দেশ্যে গার্হস্থ্যজীবনে নিত্যকর্ম্মের অর্থাৎ সন্ধ্যা আহ্নিক পাঠ পূজা অতিথি সৎকার ভিক্ষাপ্রদান প্রভৃতি কার্য্যের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার আচরণ একান্ত আবশ্যক। এইভাবে দৈনন্দিন জীবন যাপিত হইলে সমগ্র জীবন ধারাবাহিকরূপে সৎচিন্তা ও সৎকার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারে। অতএব এই আচরণ আমাদের সর্ব্বতোভাবে আচরণীয়!

সৎবৃত্তি জাগরিত করিয়া ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে গেলে আরও কয়েকটী বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক উহা—আহার, বেশভূষ', বাক্য ও ব্যবহার। তন্মেধ্যে প্রথমতঃ আহার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

আহার।

সৎবৃত্তি বা ধর্ম্ম মনকে আশ্রয় করিয়া থাকে এজন্য ধর্ম্মের সহিত মনের সম্বন্ধ যেরূপ নিকট সেইরূপ মন শরীরকে আশ্রয় করিয়া আছে এজন্য মনের সহিতও শরীরের সম্বন্ধ সেইরূপ নিকট। আবার শরীরের রক্ষাও পুষ্টি আহারে, এজন্য শরীরের সহিত আহারের সম্বন্ধ ঠিক ঐরূপ নিকট। অতএব আহারের সহিত মনের সম্বন্ধ ও নিকট। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তৃণ ও উৎদ্ভিদ-ভোজী জীবের ও মাংসাশী জীবের প্রকৃতিতে সহজে পাওয়া যায়। গবাদি তৃণভোজী পশুর স্বভাব কত শান্ত ও কুক্কুর ব্যাঘ্রাদি মাংসাশী জীবের স্বভাব কত হিংস্র।

ভগবানের সৃজিত প্রাকৃতিক নিয়ম বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে সকল সত্যই মানুষের চোখে ফুটিয়া উঠে। এই বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষনের নাম দর্শন। ভারতের সত্যানুসন্ধিৎসু ঋষিগণ এই দর্শন প্রণালী অবলম্বনে দর্শনের সুক্ষ্মতত্ব সমূহ আবিষ্কারপূর্ব্বক ষড়বিধ দর্শন শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহারা সূক্ষ্ম দর্শন দ্বারা পদার্থের মৌলিকতত্ত্ব ও প্রকৃতিগত গুণাবলী বিশেষভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া মনুষ্যের শরীর ও প্রকৃতি অনুযায়ী দ্রব্য ও খাদ্যের উপযোগীতা হিসাবে দোষগুণ বিচার পূর্ব্বক সাত্বিক রাজসিক, ও তামসিক ত্রিবিধগুণাত্মক খাদ্যের বিভাগ করিয়াছিলেন, কারণ মনুষ্য প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ প্রতি মানুষে সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণই বর্ত্তমান আছে। এই ত্রিগুণের ন্যূনাধিক্য প্রধানতঃ আহারে হইয়া থাকে। বাক্য, বেশ ভূষা ও ব্যবহারেও এই ন্যূনাধিক হইয়া থাকে—তদ্বিষয়ে আলোচনা পরে করা যাইতেছে।

আহার সম্বন্ধে, কতকগুলি খাদ্য সত্ব গুণাত্মক, কতকগুলি রজোগুণাত্মক ও কতকগুলি তমো-গুণাত্মক। শান্তবীর্য্য খাদ্যে সত্বগুণের, উগ্রবীর্য্য খাদ্যে রজোগুণের, ও হীনবীর্য্য খাদ্যে তমোগুণের প্রভাব হয়। শারীরিক বৃত্তি যদ্দ্বারা স্বাভাবিক অবস্থায় শান্ত থাকে তাহা শান্তবীর্য্য ও যাদ্দ্বরা উত্তেজিত হয় তাহা উগ্র-বীর্য্য। যাহা শারীরিক বৃত্তির সঙ্কোচ বা অবসাদ আনয়ন করে তাহা হীনবীর্য্য। উগ্রবীর্য্য খাদ্যে রক্তের গতি বৃদ্ধি করে এবং রক্তের গতি বর্দ্ধিত হইলেই উহা মনে চঞ্চলতা আনয়ন করে। শান্ত বীর্য্য খাদ্যে তাহা করে না—এজন্য মনের অবস্থা শান্ত থাকে। হীনবীর্য্য আহারে রক্তের গতি সঙ্কোচ করিয়া তামসিক

ভাব অর্থাৎ আলস্য, অসূয়া, হিংসা, ও সৎসাহসের অভাব সৃষ্টি করে, পদার্থ বিকার প্রাপ্ত হইলেই তমোগুণাত্মক হয়। এজন্য বিকৃত বা পচা খাদ্যে তমোগুণের প্রভাব হয়। ঘৃত, দুগ্ধ, মিষ্টদ্রব্য, উদ্ভিজ্জ ও ফলাদি আহার সত্ত্ব গুণোৎপাদক। মাংস, ডিম, পেঁয়াজ, রসুন ও গরমমশলাদি উত্তেজক সুতরাং রজোগুণোদ্দীপক। পচা খাদ্য ও মৎস্যাদি তমোগুণোৎপাদক। সৎ ও অসৎ বিচার পূর্ব্বক চিন্তার সংযমে যেরূপ মনের স্বাস্থ্য রক্ষিত হয় সেইরূপ সদসৎ আহারের বিচারে সংযম অবলম্বন করিলে কেবল যে স্বাস্থ্য রক্ষিত হয় তাহা নহে, সৎ আহার করিলে মনের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া চিন্তার ধারাও সদভিমুখিনী হয়। ত্রিবিধ আহারের দোষগুণ ভগবান্ গীতার ১৭শ অধ্যায়ের ৮ম হইতে ১০ শ্লোকে যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

সত্ত্ব। আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিক প্রিয়াঃ ॥ ৮ ॥

অর্থ।

আয়ু সাত্ত্বিক ভাব, শক্তি, আরোগ্য সুখও প্রীতির বর্দ্ধক রসযুক্ত এবং স্নেহযুক্ত আহার যাহার সারাংশ দেহে স্থায়ী হয় এরূপ চিত্তপরিতোষকর আহার সাত্ত্বিকগণের প্রিয়।

রজঃ। কট্বম্ল লবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥

অর্থ।

অতিকটু, অতি অম্ল, অতি লবণাক্ত, অত্যুষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতিরুক্ষ, অতি বিদাহী এই সকল দুঃখ মনস্তাপ এবং রোগপ্রদ দ্রব্য রাজসিক ব্যক্তির প্রিয় আহার।

তমঃ। যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামস প্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥

অর্থ।

শৈত্যাবস্থা প্রাপ্ত, বিরস, দুর্গন্ধ, পূর্ব্বদিন পক্ক অন্নের ভুক্তাবশিষ্ট অখাদ্য যে আহার তাহা তামসগণের প্রিয়।

বেশ ভূষা ও যান বাহনাদিতেও মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন হয়। বহুমূল্য পোষাক পরিধান করলে ও যান বাহনাদিতে গমন করিলে স্বভাবতঃ মনে অহংভাব জাগরূক হয়। সাধারণ বেশে ও পদব্রজে তাহা হয় না। আবার সাধারণ অপেক্ষাও দীন বেশে মনে দীনতা আনয়ন করে। যে ব্যক্তি প্রত্যহ পদব্রজে গমন করেন তিনি যানবাহনাদিতে গমন করিলে স্বভাবত তাঁহার মনে অহংভাব জাগরিত হইবে; ইহা যদি কেহ অনুভব করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনিই বুঝিতে পারিবেন। অনেকে বলেন ধর্ম্মের সহিত বেশভূষার কোন সম্পর্ক নাই। যাঁহারা এরূপ বলেন তাঁহারা যদি বিবেচনা করিয়া দেখেন ও ব্যবহারের দ্বারা অনুভব করিবার চেষ্টা করেন—তাহা হইলে অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন বেশ ভূষা ও যান বাহনাদিতে মনোভাবের পরিবর্ত্তন হয়। তখন নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে ধর্ম্মের সহিত বেশভূষাদির বিশেষ নিকট সম্বন্ধ আছে; কারণ মনোবৃত্তির কলুষিত বা বিকারযুক্ত অর্থাৎ তমসাচ্ছন্ন অবস্থা ধর্ম্মভাব বিকাশের অবরোধক।

বেশভূষা ও যানবাহনাদি

পট্ট বস্ত্র বা গেরুয়া বস্ত্র পরিধান ও রুদ্রাক্ষ বা তুলসী মালা ধারণ ইত্যাদি বেশ ভূষার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লোকাচার বশতঃ ও দ্রব্যশক্তিতে ধর্ম্মভাব জাগরিত রাখে। লোকাচার হিসাবে এইরূপ বেশ ভূষা করিয়া কেহ প্রকাশ্যভাবে পাপাচরণ করিতে সাহসী হয় না। মনে ইচ্ছা থাকিলেও ধর্ম্মের পোষাক পরিয়া প্রকাশ্যভাবে অধর্ম্মাচরণ করিতে সঙ্কোচ বোধ হয়। দ্রব্য শক্তি হিসাবে বিচার করিলেও পট্টবস্ত্র অপরিচালক অর্থাৎ উহা ভেদ করিয়া শরীরস্থ তড়িৎ শক্তি চলিয়া যাইতে পারে না। শরীরের তেজ রক্ষিত হইলেই মনের বল ও স্থিরতা রক্ষিত হয়। এইজন্য শাস্ত্রে রুদ্রাক্ষ ও তুলসী মালা পবিত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে কারণ উহা ধারণে দেহের তেজ রক্ষিত হইয়া সত্ত্বগুণের প্রভাব হয়।

পট্টবস্ত্র আসন মালা তিলক ও শিখা ধারণ।

পট্টবস্ত্র আসন মালা, তিলক, শিখা ধারণ ইত্যাদি

এই প্রসঙ্গে আসন, তিলক ও শিখা ধারণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তড়িৎ শক্তি ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্ এই পঞ্চভূতের অণুপরমাণুতে প্রবিষ্ট আছে। সুতরাং সকল মানুষের শরীরে তড়িৎশক্তি সর্ব্বদা খেলা করিতেছে। অচেতন পদার্থেও তড়িৎশক্তি

সুপ্ত (latent) ভাবে বিদ্যমান আছে। * উহার মধ্যে কতকগুলি পদার্থ আছে তাহা হইতে তড়িৎশক্তি অন্য পদার্থে সংক্রমিত হয় না। যে যে পদার্থে ঐ সংক্রমন হয় না, ঐ সকল পদার্থ বিজ্ঞান শাস্ত্রে অপরিচালক (non-conductor) বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ধাতু মাত্রই তড়িৎ শক্তির পরিচালক (conductor) পৃথিবী তড়িৎশক্তির বিরাট আধার (Resorvoir) বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মনুষ্য দেহ ও পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বদা এই তড়িৎ শক্তির আদান প্রদান হইতেছে। এই বিনিময় ক্রিয়ার ফল দেহের ও মনের চঞ্চলতা। এজন্য মনের স্থিরতা আনয়ন করিতে গেলে পৃথিবী ও মনুষ্য শরীরের মধ্যে তড়িৎ শক্তির অপরিচালক (non-Conductor) বা অবরোধক পদার্থ ব্যবধান রাখা প্রয়োজন। এই ব্যবধান—হিন্দুর আসন—এই ব্যবধান হিন্দুর তশর ও গরদের বস্ত্র। বর্ত্তমান কালের অত্যুন্নত ও সভ্য ইউরোপীয় জাতির তড়িৎ বিজ্ঞানে ও হিন্দুর সন্ধ্যা আহ্নিক ও উপাসনার সম্পর্কীয় নিত্য ব্যবহার্য্য কুশ, রেশম, পশম, মৃগচর্ম্মাদি পদার্থকে তড়িৎ শক্তির অপরিচালক বলা হইয়াছে। এই অপরিচালকের সাহায্যে মনের স্থৈর্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক উপাসনার পদ্ধতি কৌশল দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় প্রাচীন আর্য্যগণ এই সমস্ত জড়-বিজ্ঞানের কত শীর্ষ স্থানে আরোহণ করিয়াছিলেন। মৃত্তিকার উপরিভাগে প্রথমে অপরিচালক আসন (কুশাসন, গালিচা বা মৃগাসন) দেহের সহিত পৃথিবীর সম্বন্ধ বা সংস্পর্শ ব্যবচ্ছেদ করে।

তৎপরে তশর বা গরদের বস্ত্র দ্বারা দেহকে আবৃত করায় দেহস্থিত তড়িৎ শক্তির বহির্গতি রোধ করা হয়।

যাহাতে তড়িৎশক্তির গতি বৃত্তাকারে দেহের মধ্যে প্রবাহিত হয় এই উদ্দেশ্যে দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সংযত বা সঙ্কুচিত করিয়া যে কয় প্রকার আসন অবলম্বন করিবার পদ্ধতি আছে তাহাদের প্রত্যেকটীই মনুষ্য দেহে তড়িৎ চলাচলের বৃত্ত সৃষ্টি করে।

তড়িতের ধর্ম্ম উহা বিন্দু (point) অবলম্বনে আসে বা চলিয়া যায়। মনুষ্য শরীরের বিন্দু হস্ত পদাদির অঙ্গুলি। আসন করিলে ঐ বিন্দু বা অঙ্গুলি সকল দেহের সহিত এরূপ ভাবে সংস্পৃষ্ঠ থাকে যে তাহাদের অগ্রভাগগুলি পৃথক ভাবে উন্নত না থাকিয়া দেহের সহিত এক হইয়া যায় সুতরাং তড়িৎ

---

* কাঠে কাঠে ঘর্ষণ করিলে যে অগ্নি উৎপন্ন হয় উহা তাহার প্রমাণ।

শক্তি বিন্দু আশ্রয় করিতে না পারিয়া দেহের মধ্যে বৃত্তাকার গতিতে আবদ্ধ থাকে। চিন্তার ক্ষেত্র ভ্রূযুগলের মধ্যবর্ত্তি—স্থান, এজন্য ঐ স্থানে ত্রিপুণ্ড্রক বা তিলক করিবার ব্যবস্থা; তাহার কারণ ঐ স্থানে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা শীতল চন্দনাদির স্পর্শে বিন্দু অবলম্বনে তড়িৎ শক্তি পুঞ্জীভূত হয়। পাছে মস্তকের কেশ অবলম্বন করিয়া তদগ্রভাগ দিয়া তড়িৎশক্তি চলিয়া যায় এজন্য মস্তক মুণ্ডন ও শিখা রক্ষা করিবার বিধি। শিখা মস্তক হইতে বিলম্বিত হইয়া গ্রীবাদেশ স্পর্শ করিলে তড়িৎ শক্তি উহা অবলম্বনে নিম্নগামী হইয়া গলদেশে বৃত্তাকারে গ্রথিত রুদ্রাক্ষ বা তুলসী মালায় সংক্রামিত হয়। রুদ্রাক্ষ ও তুলসী মালা তড়িৎশক্তির বর্দ্ধক ও পরিশোধক এজন্য সাধক নিমিলিত নেত্রে চিন্তা মগ্ন হইলে মন স্থির হইয়া চিন্তার গভীরতা উৎপন্ন হয়। ঋষিদিগের প্রবর্ত্তিত পদার্থের ব্যবহারবিধির মধ্যে যে গূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি নিহিত আছে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করা কর্ত্তব্য। যখন পৃথিবীর অন্যান্য ভূভাগের অধিবাসিগণ মনুষ্য পদবীতে অধিরূঢ় হইবার যোগ্য হন নাই তখন হইতে আর্য্যগণ লোহার জিনিস কি নিয়মে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা একবার প্রণিধান করিয়া দেখা প্রয়োজন। লৌহস্পর্শে শরীরের তেজ (electricty) যাহাতে চলিয়া না যায় এইজন্য কাষ্ঠনির্ম্মিত লাঙ্গলে লোহার ফলক পরাইয়া আর্য্যগণ ভূমি কর্ষণ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। কোদালী, কুঠার. কাটারি, নিড়েন, খোন্তা, কাস্তে প্রভৃতি ব্যবহার্য্য সকল লৌহ দ্রব্যে তড়িৎ শক্তির অপরিচালক কাষ্ঠের বাঁট পরাইয়া ব্যবহার করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পৃথিবীর সহিত দেহের সংস্পর্শ হইলে যাহাতে শরীরস্থ বিশুদ্ধ তড়িৎ শক্তির সহিত পৃথিবীস্থ অবিশুদ্ধ তড়িৎশক্তির বিনিময় না হয় তজ্জন্য কাষ্ঠের পাদুকা (খড়ম), কাষ্ঠের আসন (চৌকি) কাষ্ঠের শয্যাধার (খাট, তক্তপোষ) প্রভৃতি ব্যবহার করিয়াছেন। স্নান করিবার অব্যবহিত পরে লৌহ স্পর্শ করা নিষিদ্ধ ইহা অধিকাংশ হিন্দু পরিবারে পরিজ্ঞাত আছে—ইহার কারণ ঠাণ্ডার সংস্পর্শে তড়িৎশক্তির গতি হয়। বর্ষাকালে বায়ু আর্দ্র বা ঠাণ্ডা হইলে বায়ুর এক স্তর হইতে অন্য স্তরে তড়িৎ স্বভাবত চলিয়া যায়। মনুষ্য-দেহও স্নান করিবার পর ঠাণ্ডা হইলে দেহস্থিত তড়িৎশক্তির বাহিরে যাইবার স্বভাব প্রাপ্ত হয়; ঐ সময় তড়িৎশক্তির পরিচালক দ্রব্যের সংস্পর্শ হইলে সহজে দেহস্থিত তড়িৎ উহা অবলম্বনে চলিয়া যায়, এজন্য স্নান করিবার অব্যবহিত পরেই লৌহ প্রভৃতি ধাতু স্পর্শ নিষিদ্ধ। কোন কচি ফল বা গাছের পল্লব বা ডগের অগ্রভাগের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতে নাই ইহা সকলেই জানেন

ইহার তত্ত্ব এই যে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলে দেহস্থিত তড়িৎ অঙ্গুলির অগ্রভাগ বা বিন্দু অবলম্বনে দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উক্ত ফল বা ডগে চলিয়া গেলে তড়িতের তেজে উহা নষ্ট হইয়া যায়। এই সকল বিষয় বিশেষ রূপে প্রণিধান করিলে আর্য্যগণের সাধন প্রণালী ও জীবন যাপন কত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার উপলব্ধি হইবে। মনের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়া সাধন করিতে গেলে অপরিচালক আসনের উপকারীতা সম্বন্ধে আর অতিরিক্ত বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে বাক্য ও ব্যবহার সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা যাইতেছে।

বাক্য

ধর্ম্মশীর্ষক পৃথক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে সত্য অবলম্বন না করিলে মনোবৃত্তি বন্ধনমুক্ত হয় না, ও কোন সদ্ভাবের স্ফুরণ হয় না। যোগবাশিষ্ঠে উক্ত হইয়াছে—"নাস্তি সত্যসমং তপঃ" এতদ্ব্যতীত লোকাচার হিসাবেও সত্য কথা না বলিলে বা সত্য ব্যবহার না করিলে জগতে কেহ বিশ্বাস করে না; অপর পক্ষে মিথ্যা ব্যবহারের ফলে মনের প্রফুল্লতা ও শান্তি নষ্ট হয়। বাক্যে সংযম অভ্যাস না করিলে কার্য্যে সংযম আসেনা। বাক্যে সংযম অভ্যাস করিতে হইলে প্রথমতঃ অনাবশ্যক কথা বলিতে বিরত হইতে হইবে, পরে "আমি" ও "আমার" শব্দের প্রয়োগ যতদূর সম্ভব পরিত্যাগ করিতে পারা যায় ততই মঙ্গল; না করিলে বাক্যে আমি ও আমার এই শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের অহং বা আমিত্বের অযথা বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। অহঙ্কারের উদয়ে সকল সৎবৃত্তি নষ্ট হইয়া মানুষ সঙ্কীর্ণতার সোপানে অবরোহণ করিতে করিতে পতনের অতি নিম্নস্তরে নামিয়া যায়—; এজন্য সাধনের প্রথম অবস্থায় বাক্য-সংযম ও পরিশেষে মৌনব্রতের নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে। অতএব ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হইতে হইলে বাক্যে মিথ্যার সংযম ও অহঙ্কার বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য।

ব্যবহার

বাক্যে যেরূপ সংযম আবশ্যক ব্যবহারে তদপেক্ষাও অধিকতর সংযম ও সতর্কতার প্রয়োজন। অন্যের প্রতি নিজের ব্যবহার যে ভাবে হয় তাহাই অন্যের চিত্তে প্রতিফলিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া ফিরিয়া আসে; ইহা ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া মাত্র। এইরূপে শত্রুতা ও মিত্রতা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আমি যাহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসি সেও প্রাকৃতিক নিয়মে নিশ্চয়ই আমাকে ভালবাসিবে। ইহা যেরূপ সত্য আমার হৃদয়ে অন্যের প্রতি বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করিলে তাহারও হৃদয়ে আমার প্রতি বিরুদ্ধ ভাবের উন্মেষ ও উদ্দীপনা হইবে ইহা সেইরূপ সত্য। বালক বালিকার স্বচ্ছ হৃদয়-দর্পণে এই ভাব বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত হয়। কেহ ভালবাসিলে বালকের

অনাবৃত হৃদয়ে তাহা স্বভাবত উপলব্ধ হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত লোকের হৃদয় কুটিলতায় ও স্বার্থে আবৃত বা কলুষিত এজন্য সৎভাবের প্রতিক্রিয়া সহজে হয়না; ক্রমশঃ কার্য্যের দ্বারা উপলব্ধ হইবার পর প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। অসদ্ভাবের প্রতিক্রিয়ার বিলম্ব হয় না—কারণ—যে হৃদয় স্বার্থপরতা ও কলুষতায় আবৃত তাহাতে সমজাতীয় ভাব সহজেই প্রতিধ্বনিত বা প্রতিফলিত হয়। অতএব ব্যবহারে অসৎভাবের সংযমন অভ্যাস পূর্ব্বক সরলতা অবলম্বন করিলে চিত্তবৃত্তির মলিনতা বিদূরিত হইয়া হৃদয়ে পরদুঃখে অনুপ্রাণতা ও প্রেম উপচিত হয়।

পিতৃমাতৃ ভক্তি ও গুরুভক্তি

আহার বেশভূষা বাক্য ও ব্যবহার এই সমুদয় বিষয়ে সংযম—ও সতর্কতা অবলম্বন করিয়াও যদি মানব হৃদয়ে কেবল মাত্র একটি বিষয়ের অভাব থাকে তাহা হইলে সকল তপস্যা নষ্ট হইয়া যায়—উহা পিতৃমাতৃ ভক্তি ও গুরুভক্তি। আমার মনে হয় আমি যাঁহার বা যাঁহাদিগের দ্বারা উপকৃত তাঁহার বা তাঁহাদের প্রতি আমার কর্ত্তব্যের ত্রুটী বা অকৃতজ্ঞতার অপেক্ষা অধিকতর অমার্জ্জনীয় অপরাধ বা পাপ আর নাই, উহার ফলে মানবজীবন মরুভূমে পরিণত হয়। জগতে সকল বিষয়ের তত্ত্ব আলোচনা করিলে প্রথম দৃষ্টিতেই দেখা যায় যে এই মরজগৎ দুইটী বিন্দুর মধ্যে অবস্থিত একটী—সৃষ্টি বা উৎপত্তি, আর একটী—লয় বা ধ্বংশ। উভয় বিন্দুর মধ্যবর্ত্তী অবস্থা চপলার ক্ষণস্থায়ী সম্মোহন নৃত্য বিলাসের ন্যায়। বিলাসের উদ্ভব সৃষ্টিবিন্দু হইতে। যাঁহারা চক্ষুষ্মান তাঁহারা পদার্থের মূলে ও শেষে এই দুইটী বিন্দু ও মধ্যস্থলে মায়া-চপলার ক্ষণিক বিকাশ ও স্থিতি দেখিতে পান। এজন্য কুলুকুলু নাদিনী স্রোতস্বিনীর লহরীমালার নৃত্যবিলাসের মধ্যে কবির ভাব-চক্ষের প্রথম দৃষ্টি তাহার উৎপত্তিস্থানে ও শেষদৃষ্টি সাগরসঙ্গমে পতিত হয়। তাই নদীকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিয়াছেন ;—

পর্ব্বত দুহিতা নদি! দয়াবতী তুমি ;
জন্ম তব অবনীর উপকার তরে।

এত বিলাস ভাবভঙ্গি মাখান সৌন্দর্য্যসম্ভারের মধ্যেও কবির প্রথম দৃষ্টি পড়িল—উৎপত্তি স্থানে। ইহারই নাম প্রকৃত দর্শন।

পর্ব্বতের ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়া নদী সাগরের দিকে ছুটিয়া যায়। এই ছুটিবার গতি—এই ছুটিবার শক্তি সে পায় তাহার জন্মক্ষেত্র বা প্রস্রবণ হইতে প্রবাহিত অবিরাম জলধারায়। ঐ ধারাই তাহার জীবন—ঐ ধারাই তাহার গতি—ঐ ধারাই তাহার শক্তি। ঐ ধারাই তাহাকে অনন্ত প্রশান্ত বারিধি-বক্ষে

লইয়া যায়। সেইরূপ প্রতি মানবের জীবন-ধারা মাতৃরূপিণী সৃষ্টিবিন্দু হইতে প্রবাহিত হইয়া অনন্তের দিকে ধাবিত। জন্মক্ষেত্র বা প্রস্রবণ-প্রবাহিত ধারার বিচ্ছিন্নতায় নদী যেমন শুষ্ক হইয়া যায় তেমনি পিতামাতার আশীর্ব্বাদ-ধারার বিচ্ছিন্নতায় আমাদের জীবনও মরুভূমে পরিণত হয়। এই বিচ্ছিন্নতার কারণ আমাদের অকৃতজ্ঞতা—আমাদের প্রেমভক্তির অভাব। ধারার বিচ্ছিন্নতায় নদী যেমন শুষ্ক হইলে অনন্ত বারিধিক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিতে পারে না সেইরূপ মানবজীবন পিতামাতার প্রতি প্রেমভক্তির অভাবে চিত্তের উন্মুখতা হারাইয়া প্রেম-বারিধি ভগবানের ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণে বঞ্চিত হয়। ধর্ম্ম জীবনের প্রথম বিকাশ পিতামাতার প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধায়—তাহার গতি পিতামাতার আশীর্ব্বাদ প্রবাহে। এই প্রবাহ তাহার জীবন-ধারাকে অনন্ত প্রেম-বারিধি ভগবানের কাছে লইয়া যায়।

পিতৃমাতৃভক্তি ব্যতীত যে মানবজীবনে চরিতার্থতা ও সাফল্যলাভ করা যায় না তাহার যে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং জগতের সমক্ষে ধরিয়া দিয়া গিয়াছেন তাহা চিরদিন পথভ্রান্ত মানবকে উজ্জ্বল আলোকে জীবনের গন্তব্য পথ প্রদর্শন করিবে। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য তাঁহার জীবনে ধর্ম্মের যে জয়-পতাকা হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত উড্ডীন করিয়া সনাতন আর্য্যধর্ম্মের যে বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাহার ভিত্তি তাঁহার অবিচলিত মাতৃভক্তি ও তাঁহার আশীর্ব্বাদে দৃঢ় বিশ্বাস। শঙ্করের মাতৃভক্তির প্রগাঢ়তা সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে যে তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলে মাতার সম্মতি-সূচক আজ্ঞা প্রাপ্ত হননা। তৎপরে তিনি কোন নদীতে অবগাহন করিলে একটি কুম্ভীর তাঁহাকে আক্রমণ করে। ঐ সময় তাঁহার মাতা তথায় উপস্থিত ছিলেন। শঙ্কর বলিলেন—"মা! তুমি যদি আমাকে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দাও ও আশীর্ব্বাদ কর তাহা হইলে কুম্ভীরের করাল কবল হইতে আমি প্ররিত্রাণ পাই।" মাতা পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য তাহাতে সম্মত হয়া আশীর্ব্বাদ করিলে শঙ্কর কুম্ভীরের কবল হইতে মুক্তিলাভ করেন। এইরূপে শঙ্কর মাতার আশীর্ব্বাদে যে অমানুষিক শক্তি লাভ করিয়া সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন তাহাত অক্ষয়কীর্ত্তিস্তম্ভ রূপে চিরদিন বিরাজমান থাকিবে। প্রেমের অবতার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব গভীর নিশিথে যুবতী ভার্য্যার সুকোমল অঙ্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া নিঃশব্দে গৃহ নিষ্ক্রান্ত হইয়াও মাতৃ আজ্ঞা ব্যতীত আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেনা বুঝিতে পারিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে ফিরিয়া আসিয়া মাতা

শচীদেবীর দর্শন প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এখানে তিনি ক্ষণকালের জন্য তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে শচীদেবীর হৃদয় হইতে মায়ারূপ অন্ধকার অপসারিত করিয়া মাতৃ আজ্ঞা লাভ করতঃ বিশ্ব বিরাট প্রেমধর্ম্মের যে পবিত্র স্নিগ্ধ আলোকে জগৎ উদ্ভাষিত করিয়াছিলেন তাহা চিরদিন মানবহৃদয়কে প্রেম ভক্তির পবিত্র প্রবাহে পরিপ্লুত করিবে।

গুরুভক্তি

পিতৃমাতৃ ভক্তির পরে গুরুভক্তি মনুষ্যের ধর্ম্মজীবনে প্রবেশের দ্বার স্বরূপ। আমরা জীবনে সামান্য সামান্য বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে গেলেও গুরু বা উপদেষ্টার আবশ্যকতা অনুভব করি। ইহা না হইলে যখন সামান্য জড়ীয় বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিয়া জীবনের উন্নতি সাধন করা অসম্ভব, তখন যে বিষয় চর্ম্ম চক্ষের বিষয়ীভূত নহে ও হৃদয়ের অন্তর্নিহিত অদৃশ্যস্তরে যাহার অনুভব হয় মাত্র সে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিতে হইলে যে কিরূপ শিক্ষক বা উপদেষ্টার সাহায্য আবশ্যক তাহা বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সময়ে আমরা বহির্জগতের সকল বিষয়ে অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে উন্নতিলাভ করিতে না পারিলেও অন্তর্জগতের বিষয়ে স্ব স্ব ইচ্ছাধীন স্বকপোলকল্পিত মত ও সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া থাকি। ইহা কতদূর অজ্ঞান ও অপরিণামদর্শীতার ফল তাহা চিন্তশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। শাস্ত্র বলেন—গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি করিবে না; কারণ ভগবান্ গুরুরূপে জীবকে শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। গুরু প্রণাম মন্ত্র বলিতেছেন—অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ তৎপদং দর্শিতম্ যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। অর্থাৎ—অখণ্ড মণ্ডলাকাররূপে যিনি চরাচরে ব্যাপ্ত আছেন তাঁহার শ্রীচরণ যিনি দেখাইয়া দেন সেই গুরুর চরণে প্রণাম করি। চরাচর ব্যাপ্ত চর্ম্মচক্ষের অদৃশ্য বিশ্ববিরাট ভগবৎসত্ত্বা যিনি জাগাইয়া মূর্ত্তিমান বা মূর্ত্তিমতী করিয়া জীবের হৃদয়ে ফুটাইয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন তিনি দেহধারী মনুষ্য হইলেও যে আমার ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে সীমাবদ্ধ ও অজ্ঞ জীব নহেন তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। ভগবান্ নিজে ধরা না দিলে কেহ তাঁহাকে ধরিতে পারে না কিন্তু জীবের এরূপ উৎকর্ষ অবস্থা হয় যাহাতে তিনি ধরা দেন বা প্রকাশিত হন। সে প্রকাশ যাঁহাতে হয়, তিনি ব্যতীত অপর কেহ তাহা অনুভব করিতে পারেন না সুতরাং বুঝাইতে পারেন না। যিনি তাহা পারেন তিনি নিশ্চয় ভগবৎ অনুগৃহীত সুতরাং আমার ন্যায় সাধারণ জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; অতএব ভগবানের

দিকে অগ্রসর হইতে গেলে গুরুর আশ্রয় ও সাহায্য ব্যতীত আমাদের আর গত্যন্তর নাই। এইজন্য গুরুর আসন এত উচ্চে। এই বিষয়টি সুচিন্তক ও সুলেখক শ্রীযুক্ত বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার "নির্মাল্য" নামক পুস্তকে ভিখারীর গানে লিখিয়াছেন ;—

গুরু, তুমিত পার হ'য়ে গেলে
একলা যেতে ভয় করে।
ক্ষুরের ধার আর চুলের সেতু
পার হ'ব কেমন ক'রে
গুরু পার হ'ব কেমন ক'রে ॥

চিন্তা ও সংস্কার

যে মূল সূত্র ধরিয়া সকল কর্ম্মের উদ্ভব তাহার বিষয় প্রবন্ধের উপসংহারে সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন। ঐ মূল সূত্র আমাদের—চিন্তা ও সংস্কার!

বর্ত্তমান সময়ে প্রায় সকলেই ফনোগ্রাফ ও গ্রামোফোন যন্ত্রের গান যাহাকে সাধারণতঃ কলের গান বলে তাহা শুনিয়াছেন। ঐ গান কিরূপে উৎপন্ন হয় তাহার তত্ত্ব আলোচনা করিলে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, প্রথমে গায়ককে ফনোগ্রাফ যন্ত্রের সম্মুখে আনিয়া গান গাওয়ান হয়। উক্ত ফনোগ্রাফ যন্ত্রে রেকর্ডের পরিবর্ত্তে মোম নির্ম্মিত কোমল ক্ষেত্র আছে ও ঐ ক্ষেত্রের উপর একটি সূক্ষ্ম অগ্রভাগ বিশিষ্ট কাঁটা বা পিন সংলগ্ন আছে। গায়ক গান গাহিলে সঙ্গীত ধ্বনিতে বায়ুস্তর কম্পিত হইয়া ঐ কম্পন কাঁটা বা পিন স্পর্শ করিলে উহা মোমনির্ম্মিত ক্ষেত্রের উপর যেরূপভাবে চালিত হয় তদনুযায়ী উহার উপর সূক্ষ্ম ছুই রেখা পাত হয়। ঐ রেখাগুলির উপর দিয়া কাঁটাটি পুনরায় চালিত হইলে পূর্ব্বের ন্যায় সঙ্গীত উৎপন্ন হয়। কিন্তু কোমল মোমক্ষেত্রে অঙ্কিত রেখার উপর পুনঃ পুনঃ কাঁটা চলিয়া রেখাগুলি ভগ্ন ও বিকৃত হইলে পূর্ব্বের ন্যায় সঙ্গীত উৎপন্ন হয় না এজন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে ঐ রেখাগুলির অবিকল ছাপ অন্য কঠিন ক্ষেত্রে তোলা হয়, ঐ কঠিন ক্ষেত্রের নাম রেকর্ড। উহার উপর অঙ্কিত রেখার ছাপ বা খাদগুলির উপর দিয়া উক্ত সূক্ষ্ম অগ্রভাগ বিশিষ্ট কাঁটাটি, যন্ত্রের সাহায্যে পূর্ব্ববৎ চালিত হইলে অবিকল পূর্ব্বের ন্যায় সঙ্গীত উৎপন্ন হয়। ইহা হইতে বুঝিতে পারা গেল যে, সঙ্গত-ধ্বনিতে বায়ুর কম্পনে কাঁটা চালিত হইয়া যে রেখা বা খাদ উৎপন্ন হয় উহার বিপরীত ক্রিয়া দ্বারা অর্থাৎ ঐ রেখার উপর দিয়া কাঁটা চালিত হইলে পুনরায় ঐ সঙ্গীত উৎপন্ন

হয়। মানবচিত্তক্ষেত্রে ঠিক ঐ নিয়মে যে রেখাপাত হয় তাহার নাম সংস্কার। প্রথমে বাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সংযোগ প্রবৃত্তিরূপ "নিড্‌ল" বা কাঁটা চিত্তক্ষেত্রের উপর চালিত হইলে সংস্কাররূপ রেখাপাত হয়। চিন্তা কার্য্যে পরিণত হইলে ঐ রেখাগুলি আরও সুস্পষ্টভাবে ও গভীররূপে অঙ্কিত হয়। তাহার পর ভবিষ্যতে সামান্য কারণে মন পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থাপ্রাপ্ত হইবামাত্রই পূর্ব্বানুরূপ প্রবৃত্তির কাঁটা উহার উপর দিয়া চালিত হইয়া কর্ম্মরূপ সঙ্গীত উৎপন্ন করে। এই প্রণালীতে যে কেবল ইহজীবনে ঐরূপ সংস্কারোদ্ভূত কর্ম্ম-সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি হয় তাহা নহে, পরজন্মে ও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার ঐ প্রকারে সঙ্গীতের ন্যায় বাজিয়া উঠে; কারণ ইহজীবনের সংস্কারসমূহ জীবাত্মার দেহ নির্গমের সহিত পরলোকে সূক্ষ্ম শরীরের সহিত গমন করে ও পুনর্জন্মে অনুকূল অবস্থা পাইলে তাহারই পুনরাবৃত্তি হয়। ফনোগ্রাফ বা গ্রামোফোন যন্ত্রের রেখাক্ষেত্র পরিমিত, কিন্তু মানব-চিত্ত-ক্ষেত্রের পরিমাণ সীমাবদ্ধ নহে এজন্য কামনাযুক্ত যত প্রকারের চিন্তা মনে হয় বা অনুষ্ঠান দ্বারা কার্য্যে পরিণত হয় তাহার সকল প্রকার রেখা বা ছাপ উহাতে পৃথক পৃথকভাবে অঙ্কিত থাকে। এই তত্ত্ব বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া চিন্তা ও কার্য্যকরণ বিষয়ে প্রত্যেক মানবের বিশেষ সংযত ও সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। চিন্তা বা কর্ম্মের এই প্রতিধ্বনি হইতে পরিত্রাণের উপায়, সৎ আহার, সৎসঙ্গ, সৎআলোচনা, সৎচিন্তা ও সৎকার্য্য, যাহাতে পূর্ব্বকৃত অসৎচিন্তা ও ও কার্য্যের ছাপগুলি অনুকূল অবস্থা পাইয়া পুনরায় কর্ম্মরূপ সঙ্গীতে বাজিয়া না উঠে।

ক্রমশঃ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঘোষ।

কৈপুকুর, শিবপুর।

বিধবার পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ক সম্ভাষণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জিজ্ঞাসুত্রয়—বাবা! ভগবান্ মনু বলিয়াছেন, আত্মহিতার্থী দ্বিজ শ্রুতি ও স্মৃতি বিহিত আচারের অনুষ্ঠানে সতত যত্নবান্ থাকিবেন। ইহাও মনুসংহিতারই উপদেশ, সমস্ত বেদ, বেদবেত্তা মন্বাদি স্মৃতি, তাঁহাদের ব্রহ্মণ্যতা, দেব পিতৃভক্তা, সৌম্যতা, অপরোপতাপিতা (পরকে উপতাপিত না করার ভাব), অনসূয়তা, মৃদুতা, অপারুষ্য, মৈত্রতা, প্রিয়বাদিত্ব, কৃতজ্ঞতা, সারল্যতা, কারুণ্য ও প্রশান্তি এই ত্রয়োদশবিধ শীল, সাধুদিগের সদাচার এবং আত্মতুষ্টি এই সমুদায় ধর্ম্মনির্ণয় প্রমাণ। আমাদের জিজ্ঞাসা হইয়াছে, ভগবান্ মনু 'শ্রুতি-স্মৃতি বিহিত আচারের অনুষ্ঠান করিবে' এই স্থলে 'আচার' বলিতে যৎ পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন, ধর্ম্মে যাহারা প্রমাণ, তাহা বলিবার সময়ে সাধুদিগের সদাচার (বেদোঽখিল ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাং। আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মন তুষ্টিরেব চ॥' মনুসংহিতা ২।৬), এই স্থলেও কি আচার শব্দের তদর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে?

বক্তা—তোমাদের এইরূপ প্রশ্নের অভিপ্রায় কি?

জিজ্ঞাসুত্রয়—'আত্মহিতার্থী দ্বিজ শ্রুতি-স্মৃতি বিহিত আচারের অনুষ্ঠানে সতত যত্নবান্ থাকিবেন।' এই স্থলে যদর্থে আচার শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, সাধুদিগের আচার কি তদাচার হইতে ভিন্ন? যদি তাহা তাহা না হয়, তবে শ্রুতি, স্মৃতি, শীল, সাধুদিগের আচার এই কথা বলা হইয়াছে কেন? অভিধানে 'আচার' শব্দের 'শীল' (চরিত্র character) এই অর্থের উল্লেখ আছে। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, প্রহ্লাদ দৈত্য হইয়াও শীলের আশ্রয় করিয়া মহানুভাব মহেন্দ্রের রাজ্য হরণ ও ত্রিভুবনকে বশীকৃত করিয়াছিলেন। মেধাবী পাকশাসন (ইন্দ্র) ব্রাহ্মণবেশ ধারণ পূর্ব্বক প্রহ্লাদের সমীপে গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সকাশ হইতে ছলনা করিয়া জ্ঞান তত্ত্বের উপদেশ গ্রহণ করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি প্রকারে ত্রৈলোক্য রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন? কপটতাশূন্য ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য বীরশ্রেষ্ঠ মহামতি প্রহ্লাদ ইন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া, হে বিপ্র! আমি রাজা বলিয়া কদাচ ব্রাহ্মণের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করি না,

তাঁহারা শুক্রাচার্য্যপ্রোক্ত নীতিশাস্ত্র সকল ব্যাখ্যা করিতে থাকিলে, আমি তাহা শ্রবণ ও শ্রুতবিষয়ের ধারণা করিয়া থাকি, তাঁহারা বিশ্বস্ত হইয়া ভার্গব নীতি শাস্ত্রের কীর্ত্তন করিয়া আমাকে নিয়ামিত করেন, আমি শুক্রাচার্য্য নিনাদিত নীতি পথে নিয়ত বর্ত্তমান থাকি, ব্রাহ্মণগণের শুশ্রূষা করি, কখন তাঁহাদিগের প্রতি অসূয়া করি না, মধুমক্ষিকা সকল যেমন ক্ষৌদ্র পটলে মধুসঞ্চয় করে তদ্রূপ সেই শাসনকারী ব্রাহ্মণগণ আমাকে ধর্ম্মাত্মা, জিতক্রোধ ও নিয়ত সংযতেন্দ্রিয় জানিয়া শাস্ত্র বচন দ্বারা সেচন করিয়া থাকেন। আমি বাঙ্ময় শাস্ত্র সকলের প্রধান বিদ্যারস অবলেহন করিয়া নক্ষত্রমণ্ডলী মধ্যে চন্দ্রমার ন্যায় স্বজাতীয়গণের মধ্যে অধিষ্ঠান করিয়া আছি। ব্রাহ্মণ মুখে শুক্র প্রোক্ত শাস্ত্র শ্রবণপূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হওয়াই, পৃথিবী মধ্যে অমৃত এবং ইহাই অনুত্তম চক্ষুঃ স্বরূপ ("নাসূয়ামি দ্বিজান্ বিপ্র রাজাস্মীতি কথঞ্চন। * * * সোঽহং বাগ্-প্রবিদ্যানাং রসানামবলেহিতা। স্ব জাত্যানধিতিষ্ঠামি নক্ষত্রাণীব চন্দ্রমাঃ॥ এতৎ পৃথিব্যামমৃতমেতচ্চক্ষুরনুত্তমম্)। দানশূর প্রহ্লাদ সেই ব্রাহ্মণবেশধারী কপটী মহেন্দ্র কর্ত্তৃক শুশ্রূষিত হইয়া বলিয়াছিলেন, হে দ্বিজসত্তম! তুমি আমার প্রতি গুরুর ন্যায় ব্যবহার করায় আমি প্রীত হইয়াছি, অতএব তুমি বর প্রার্থনা কর, তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, আমি তোমাকে তাহা দিব। ব্রাহ্মণ তখন দৈত্যেন্দ্রকে বলিলেন, আমি বর প্রার্থনা করিলাম; প্রহ্লাদ প্রীত হইয়া বর গ্রহণ কর ইহাই বলিলেন, ব্রাহ্মণ তখন প্রহ্লাদকে বলিলেন, রাজন্! আপনি যখন প্রসন্ন হইয়া আমার প্রিয় কামনা করিতেছেন, তখন আমি আপনার শীল প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করি, আমার ইহাই প্রার্থনীয়। অনন্তর দৈত্যরাজ প্রসন্ন হইলেন, কিন্তু তাঁহার অতিশয় ভয় হইল। ব্রাহ্মণ বর প্রার্থনা করিলে, ইনি অল্প তেজস্বী নহেন, প্রহ্লাদ ইহাই তখন নিশ্চয় করিলেন। বরদানান্তর ব্রাহ্মণ গমন করিলে প্রহ্লাদের মহতী চিন্তা উপস্থিত হইল, তিনি তখন কিছু নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। প্রহ্লাদ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে তেজোময় বিগ্রহ বিশিষ্ট দ্বারা ভূত মহাদ্যুতি 'শীল' তাঁহার তনু পরিত্যাগ করিল। প্রহ্লাদ তখন সেই মহাকায়কে বলিলেন, আপনি কে? প্রহ্লাদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন, রাজন্! আমি শীল, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করায় আমি যাইতেছি। যিনি শিষ্য হইয়া নিয়ত তোমার নিকট সমাহিত ছিলেন, আমি সেই আনন্দিত দ্বিজবরের দেহে বাস করিব। তেজোময় শীল এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইল, এবং শক্রের শরীরে অনুপ্রবেশ করিল। শীল স্বরূপ তেজঃ

গমন করিলে, তদ্রূপ রূপ বিশিষ্ট অপর এক তেজ প্রহ্লাদের শরীর হইতে নিঃসৃত হইল, তখন প্রহ্লাদ তাঁহাকে বলিলেন, আপনি কে? প্রহ্লাদ কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া তিনি বলিলেন, আমি ধর্ম্ম; 'শীল' যে স্থানে গমন করেন আমিও তৎস্থানে গমন করিয়া থাকি। অনন্তর অপর এক ব্যক্তি যেন তেজে প্রজ্জ্বলিত হইয়া মহানুভাব প্রহ্লাদের শরীর হইতে নির্গত হইল। আপনি কে, প্রহ্লাদ কর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই মহাদ্যুতি বলিলেন অসুরেন্দ্র! আমি সত্য, সম্প্রতি ধর্ম্মের অনুগমন করিব। সত্য এই কথা বলিয়া ধর্ম্মের পশ্চাৎ গমন করিলে, অপর এক মহান্ পুরুষ প্রহ্লাদের শরীর হইতে নির্গত হইলেন এবং সেই মহাবল জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন, প্রহ্লাদ! আমি বৃত্ত, সত্য যে স্থানে থাকেন, আমিও তথায় গমন করিয়া থাকি। বৃত্ত গমন করিলে, প্রহ্লাদের দেহ হইতে মহাশব্দ নির্গত হইল এবং জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিল আমি 'বল', বৃত্ত যেখানে যান, আমি তথায় গমন করিয়া থাকি; 'বল' এই বলিয়া বৃত্ত যথায় গিয়াছিলেন, তৎস্থানে গমন করিল। অনন্তর প্রহ্লাদের শরীর হইতে এক প্রভাময়ী দেবী নির্গমন করিলেন। দৈত্য-রাজ প্রহ্লাদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রী বলিলেন হে সত্যপরায়ণ বীরবর! আমি তোমাতে নিত্যসুখে বসতি করিতাম, এক্ষণে তোমা কর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া যাইতেছি, আমি বলের অনুগামিনী হইয়া থাকি। ইতঃপর মহানুভাব প্রহ্লাদের অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হইল, তিনি শ্রীকে পুনর্ব্বার বলিলেন, হে কমলালয়ে! আপনি কোথায় যাইতেছেন? আপনিই সত্যব্রতধারিণী লোকের পরমেশ্বরী দেবী, অতএব যথার্থভাবে জানিতে ইচ্ছা করি, সেই দ্বিজবর কে? লক্ষ্মী বলিলেন, রাজন্! যিনি ব্রহ্মচারী হইয়া তোমার নিকট শিক্ষিত হইয়াছিলেন, তিনি দেবরাজ ইন্দ্র; ত্রৈলোক্য মধ্যে তোমার যে সমুদায় ঐশ্বর্য্য ছিল তাহা তৎ কর্তৃক অপহৃত হইয়াছে, হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি শীল দ্বারা লোকত্রয় জয় করিয়াছিলে, সুররাজ তাহা বিজ্ঞাত হইয়া তোমার সেই শীলকে হরণ করিয়াছেন; হে মহাব্রত! 'ধর্ম্ম', 'সত্য', 'বৃত্ত', 'বল' ও আমি, শীলই আমাদের সকলের মূল, এ বিষয়ে সংশয় নাই। তদনন্তর দুর্য্যোধন, পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন, হে কৌরবনন্দন! শীলের বৃত্তান্ত বিদিত হইতে অভিলাষ করিতেছি, যদ্দ্বারা শীলতাকে লাভ করিতে পারা যায়, আপনি আমাকে তদুপায় বলুন। ধৃতরাষ্ট্র এতদুত্তরে দুর্য্যোধনকে বলিয়াছিলেন, 'বাক্য' মনঃ ও কর্ম্ম দ্বারা সমস্ত ভূতের প্রতি অনিষ্টাচরণ না

করা, সর্ব্বভূতে অনুগ্রহ প্রকাশ ও দান, ইহারাই শীলের মধ্যে প্রশস্ত। আপনার কর্ম্ম (পৌরুষ) যাহা অন্যের হিতকর না হয়, যাহা করিয়া, অন্য হইতে লজ্জিত হইতে হয়, কোনপ্রকারে তাহা কর্ত্তব্য নহে। শীলহীন মানবগণ যদি কদাচিৎ শ্রীসম্পন্ন হয়, তথাপি তাহারা চিরকাল সেই শ্রীভোগ করিতে সমর্থ হয় না, শীলহীন ব্যক্তির শ্রী বদ্ধমূল হয় না। *

বাবা! মহাভারতের এই আখ্যায়িকার গর্ভে যে, অমূল্য উপদেশ রাজি বিরাজ করিতেছে, তাহা আমাদের বোধ হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের সহিত জানাইতেছি, আমরা এই অতিমাত্র সারগর্ভ আখ্যায়িকার সকল কথার অভিপ্রায় সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারিনাই। 'শীল' শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? সমস্ত বেদ, স্মৃতিশাস্ত্র, ব্রহ্মণ্যতা প্রভৃতি ত্রয়োদশ প্রকার শীল, সাধুদিগের সদাচার এবং আত্মতুষ্টি এই সমুদায় ধর্ম্মে প্রমাণ, এই স্থলে 'শীল' শব্দ দ্বারা যৎ-পদার্থ লক্ষিত হইয়াছে, তাহার সহিত আচার পদার্থের পার্থক্য কি? 'ধর্ম্ম',

---

*"উষিতাস্মি সুখং নিত্যং ত্বয়ি সত্য পরাক্রম।
ত্বয়া ত্যক্তা গমিষ্যামি বলং হ্যনুগতাহ্যহম্॥
ততোভয়ং প্রাদুরাসীৎ প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ।
অপৃচ্ছত চ তাং ভূয়ঃ ক্ব যাসি কমলালয়ে॥
ত্বং হি সত্যব্রতা দেবী লোকস্য পরমেশ্বরী।
কশ্চাসৌ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ স্তত্ত্বামচ্ছামি বেদিতুম্॥
শ্রীরুবাচ। স শক্রো ব্রহ্মচারী যস্তত্তশ্চেবোপাশিক্ষিতঃ।
শীলেন হি ত্রয়োলোকাস্ত্বয়া ধর্ম্মজ্ঞ নির্জ্জিতাঃ॥
তদ্বিজ্ঞায় সুরেন্দ্রেণ তবশীলং হৃতং প্রভো।
ধর্ম্মঃ সত্যং তথা বৃত্তং বলং চৈব তথাপ্যহম্॥
শীলমূলা মহাপ্রাজ্ঞ সদা না স্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ * * * *
সংক্ষেপতস্ত শীলস্য শৃণু প্রাপ্তুং নরেশ্বর!
অদ্রোহঃসর্ব্বভূতেষু কর্ম্মণা মনসা গিরা॥
অনুগ্রহশ্চ দানঞ্চ শীলমেতৎ প্রশস্যতে॥
যদন্যেষাং হিতং ন স্যাদাত্মনঃ কর্ম্ম পৌরুষম্।
অপত্রপেত বা যেন ন তৎ কুর্য্যাৎ কথংচন॥"—শান্তিপর্ব্ব-মহাভারত—
রাজধর্ম্ম ১২৪ অধ্যায়।

'সত্য', 'বৃত্ত', 'বল', ও 'লক্ষ্মী', এই সকলের যাহা মূল রূপে বর্ণিত হইয়াছে, সেই সেই শীল পদার্থের স্বরূপ যথার্থভাবে বুঝিবার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে। 'বৃত্ত' কোন্ পদার্থ? অমর কোষে 'বৃত্ত' শব্দের চরিত্র (character) এই অর্থ উক্ত হইয়াছে। 'শীল' ও 'বৃত্ত' এই উভয়ের অর্থগত পার্থক্য কি? সাধুদিগের যে বৃত্ত, তাহাই আচারের লক্ষণ ("সাধূনাং চ যথাবৃত্তমেতদাচার লক্ষণম্।"—মহাভারত—অনুশাসন পর্ব্ব, অধ্যায় ১৬১), অপিচ সাধুদিগের যে আচার তাহা ধর্ম্মে প্রমাণান্তর; ভগবান্ মনু আচার বলিতে এইস্থলে যৎ পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন, আমাদের বিশ্বাস, এই উভয় (অর্থাৎ মহাভারতে ব্যবহৃত 'বৃত্ত' ও মনুসংহিতার যথোক্তস্থলে প্রযুক্ত 'আচার' এই শব্দদ্বয়) সমানার্থক।

বক্তা—'আচার', 'শীল', ও 'বৃত্ত' ইহারা বস্তুতঃ একেবারে ভিন্নার্থক নহে। অমরকোষ 'শীল' ও 'বিশুদ্ধ চরিত্র', এই পদদ্বয়কে সমানার্থক বলিয়াছেন (শুচৌ তু চরিত্রে শীলম্। অমর কোষ)। রত্নকোষ চরিত্রমাত্রকে 'শীল' বলিয়াছেন ("নিষ্ঠা চ শীলং চারিত্রং চরিত্রং চারিতং তথা"—রত্নকোষ)। বিশ্ব এবং অমর কোষের নানার্থবর্গে 'শীল' শব্দের 'স্বভাব' ও 'সদ্বৃত্ত' (সাধুদিগের আচার) এই দ্বিবিধ অর্থ অভিহিত হইয়াছে ("শীলং স্বভাবে সদ্বৃত্তে"—বিশ্ব ও অমরকোষ)। 'শীল' পদটী সমাধিবাচক 'শীল' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ভাববাচ্যে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ 'শীল' শব্দ, 'শীলন' সদাচরণ এবং করণ-বাচ্যে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন 'শীল' শব্দ যদ্দ্বারা শীলযুক্ত, সুশীল হওয়া হওয়া যায়, সদ্বৃত্ত—বা সচ্চরিত্রবান্ হওয়া যায় এতদর্থের বাচক হইয়া থাকে। সমাধি, যোগ বা একাগ্রতার অভ্যাস দ্বারাই মানুষ সদ্বৃত্ত বা সচ্চরিত্রবান্ হইয়া থাকে। যাহাদের চিত্ত চঞ্চল, যাহাদের চিত্তকে নিরোধ (Restraint) করিবার শক্তি অল্প, যাহাদের চিত্ত, রজঃ ও তমোগুণের আধিক্য নিবন্ধন কাম, ক্রোধাদির বশীভূত, তাহারা কদাচ সুশীল—সদ্বৃত্ত বা চরিত্রবান্ হইতে পারেনা, তাহাদের কোন বিষয়ের যথার্থ জ্ঞানের উদয় হয় না, তাহারা কখনও সাধুপদ-বাচ্য হয় না, অতএব সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূল শীলতা—সচ্চরিত্রতা, চিত্তের সাত্ত্বিকতা, সমাধি (Concentration) বা একাগ্রতা। সাধুদিগের যে আচার তাহাই সদ্বৃত্ত, অতএব 'বৃত্ত' শব্দ সুশীলতা বা সাধূচিত আচারের বাচক হওয়ার কারণ সুখবোধ্য। তৈত্তিরীয় আরণ্যক শ্রুতি অজ্ঞাত অনুষ্ঠেয় অর্থের উপদেশ প্রদানানন্তর সন্দিগ্ধ অনুষ্ঠেয় নির্ণয়ের (যে বিষয়ের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে শ্রুতি ও স্মৃতি প্রভৃতিতে মতভেদ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই বিষয়ের অনুষ্ঠানের কর্ত্তব্যতাবধারণের)

উপায় কি, তাহা জানাইতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছেন, যদি তোমার কর্ম্ম বিচিকিৎসা হয় (বেদ শাস্ত্রের সন্দিগ্ধ বচন শ্রবণ পূর্ব্বক, কোন্ মতানুসারে কর্ম্ম করা উচিত এইরূপ সংশয় হয়), যদি বৃত্ত বিচিকিৎসা হয় (বৃত্ত = কুল পরম্পরাগত লৌকিক আচার তদ্বিষয়ক সংশয় উদিত হয়), তাহা হইলে, দেশ-কাল ও কুল বিশেষে বর্ত্তমান সংমর্শাদি বিশেষণ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ (যাঁহারা রাগ-দ্বেষ ও ঔৎসুক্যাদি দোষ রাহিত্য হেতু সম্যগ্‌রূপে শাস্ত্রার্থ নির্ণয়ে কুশল, যাঁহারা যথার্থ ধর্ম্মকাম, যাঁহারা কাম-ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া কোন কার্য্য করেন না) যে যে রূপ আচরণ করেন, সেই সেই রূপ আচার পালন করিবে, তাদৃশ বৃত্ত বিশিষ্ট হইবে ("অথ যদি তে কর্ম্ম বিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ। যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সমর্শিনঃ। যুক্তাঃ আযুক্তা। অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তত্র বর্ত্তেরন্। তথা তত্র বর্ত্তেথা ইতি।"—তৈত্তিরীয় আরণ্যক)। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য এই শ্রুতিতে ব্যবহৃত 'বৃত্ত' শব্দের 'কুল পরম্পরাগত লৌকিক আচার', এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে দেশ বিশেষে, কালবিশেষে, কুলবিশেষে মাতুল সুতা বিবাহ ও মাংসভক্ষণাদি বিপ্রতিপত্তি—সংশয়োৎপাদক বিরুদ্ধাচার দেখিয়া সন্দেহ জন্মিলে, যথোক্ত লক্ষণ ব্রাহ্মণদিগের আচারের অনুবর্ত্তন করিবে, উক্ত তৈত্তিরীয় আরণ্যক শ্রুতির ইহাই আশয় ("বৃত্তং কুলপরম্পরাগতো লৌকিক আচারঃ। তত্রাপি মাতুলসুতা বিবাহ মাংস ভক্ষণাদি বিপ্রতিপত্তিদর্শিনঃ সন্দেহো ভবতি।"—তৈত্তিরীয় আরণ্যক ভাষ্য)। যাহা বলা হইল, তাহা হইতে, 'আচার', 'বৃত্ত' 'শীল' প্রভৃতি শব্দ সমূহের প্রয়োগ বিষয়ক সন্দেহের কিয়দংশে নিরসন হইবে। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, 'তর্ক একরূপ নহে, স্মৃতি সকল বিভিন্ন—স্মৃতি সকলের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, এমন একজন মুনিও নাই, যাঁহার মতকে সার্ব্বভৌম প্রমাণ রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে, অতএব ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব গুহানিহিত—সাধারণের অজ্ঞেয়, সাধারণ বুদ্ধিতে কি ধর্ম্ম, কি অধর্ম্ম, তন্নির্ণয় অসাধ্য। তবে উপায় কি? তবে কিরূপে ধর্ম্মের নির্ণয় হইবে? উত্তর—মহাজনেরা যে পন্থা ধরিয়া গমন করিয়াছেন, সেই পন্থা ধরিয়া চলাই একমাত্র উপায় (তর্কোঽপি নৈকঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না নৈকো মুনির্যস্য মতং প্রমাণম্। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্ মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥")।

জিজ্ঞাসুত্রয়—বাবা! 'ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহানিহিত' এতদ্বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি?

বক্তা—ঋগ্বেদ সংহিতাতে উক্ত হইয়াছে, শব্দের 'পরা', 'পশ্যন্তী', 'মধ্যমা', ও

'বৈখরী', এই চতুর্ব্বিধ অবস্থা। শব্দের এই চতুর্ব্বিধ অবস্থার সহিত ব্যক্তিমাত্রের পরিচয় নাই, শব্দের 'পরা', পশ্যন্তী', ও 'মধ্যমা', এই অবস্থাত্রয় গুহানিহিত—সাধারণ মনীষা সম্পন্ন জনগণের সমীপে অপ্রকাশিত, শব্দের বৈখরী অবস্থাই সাধারণের পরিচিত। যাঁহারা বিশুদ্ধ প্রজ্ঞানেত্র, মনীষি, তাঁহারাই সমাধি নেত্র দ্বারা গুহানিহিত শব্দের ত্রিবিধ অবস্থাকে সম্যগ্‌রূপে অবলোকন করিতে সমর্থ। বৈখরী শব্দ দ্বারা বেদ-শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থোপলব্ধি হইতে পারেনা, বেদ শাস্ত্রের যথার্থ অভিপ্রায় জানিতে হইলে, সমাধি নেত্রের উন্মীলন আবশ্যক। অতএব বেদ-শাস্ত্র বোধিত, সমাধি নেত্র দ্রষ্টব্য ধর্ম্মের যথার্থতত্ত্ব অবগত হইতে হইলে, সমাধির অভ্যাস করিতে হইবে, বহির্মুখ চিত্তকে অন্তর্মুখ করিতে হইবে। যাঁহারা তাহা করিতে অসমর্থ, মহাজনদিগের আচারের অনুবর্ত্তনই, তাঁহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। শাস্ত্র এই নিমিত্ত ধর্ম্ম নির্ণয়ে বেদকেই প্রথম প্রমাণ রূপে, বেদমূলক স্মৃতিকে দ্বিতীয় প্রমাণরূপে এবং শিষ্টাচারকে (সাধুদিগের আচারকে) তৃতীয় প্রমাণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেখানে সাধুদিগের আচারেও সংশয় হইবে, তৎস্থলে আত্মতুষ্টিকে (যাহা করিয়া রাগ-দ্বেষ, মাৎসর্য্য, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি দোষ রহিত সত্যসন্ধ চিত্তের সন্তোষ হয় তাহাকে) অর্থাৎ বিশুদ্ধা স্বপ্রতিভাকে ধর্ম্মনির্ণয়ের প্রমাণরূপে অবধারণ করিবে। (সতাং হি সন্দেহ পদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ ইতি)। বেদ অনন্ত, সুতরাং বেদে কি আছে, কি নাই, কি উদ্দেশ্যে বেদ কোথায় কি কি বলিয়াছেন, তাহা নিরূপণ করা সাধারণ বুদ্ধির সাধ্য হইতে পারেনা। অতএব মন্বাদি স্মৃতি-শাস্ত্রের প্রামাণ্যকে আশ্রয় করিতেই হইবে। যেখানে স্মৃতি-শাস্ত্রের প্রামাণ্য সুলভ হয় না, তৎস্থলে শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট আপ্ত পুরুষ বা শিষ্ট ব্যক্তিদিগের আচরণকে কর্ত্তব্য নির্ণয় বিষয়ে প্রমাণ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই! দুর্ব্বিজ্ঞেয় ধর্ম্মতত্ত্বের যাহাতে সম্যগ্‌রূপে অববোধ হয়, মানুষ যাহাতে যথার্থভাবে বেদ-শাস্ত্রোদিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে সমর্থ হইতে পারে তজ্জন্য ভগবানের অবতার গ্রহণ প্রধান উদ্দেশ্য। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বধর্ম্মময় ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ, নিজ চরিত্র দ্বারা সদাচার লক্ষণ ধর্ম্মের স্বরূপ প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে, 'রাম'রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীরামপূর্ব্বতাপণীয়োপনিষদে এই নিমিত্ত উক্ত হইয়াছে 'ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র স্বীয় চরিত্র দ্বারা ধর্ম্মমার্গের উপদেশ দিয়াছেন', স্বয়ং বেদবিহিত সাধারণ ও অসাধারণ এই দ্বিবিধ ধর্ম্মের সম্যগ্‌রূপে অনুষ্ঠান করিয়া, সকলকে ধার্ম্মিক করিয়াছেন, আদর্শ পুরুষ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের

সদাচার দেখিয়া সকলে সদাচারবান্ হইয়াছেন, এখনও যে ভাগ্যবানের হৃদয়ে নর-নারীর আদর্শ সীতারামের পবিত্র চরিত্র সদা জাগরূক থাকে, তিনি কখনও স্বতঃ সদাচার বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতে পারেন না, তাঁহার কদাচ অধর্ম্মাচরণের প্রবৃত্তি হয় না। মহতের চরিত্র মনুষ্যের কিরূপ উপকারক হয়, উন্নতিশীল প্রতীচ্য দেশবাসি সজ্জনবৃন্দও তাহা যথার্থভাবে অনুভব করিয়াছেন, করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে তোমাদের বিশেষ জ্ঞান আছে, সন্দেহ নহে, তথাপি আমি প্রতীচ্যদিগের কেন উন্নতি হইয়াছে, হইতেছে, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিবার সময়ে সাধুগ্রন্থ ও সাধু চরিত্রবান্ পুরুষবৃন্দের দ্বারা মনুষ্য জাতির কি মহদুপকার হইয়াছে, হইতেছে, হইয়া থাকে, তৎসম্বন্ধীয় পাশ্চাত্য কোবিদগণের উক্তি তোমাদিগকে শুনাইব।

ভাবনানুগতবর্ত্তমান জন্মে ও জন্মান্তরে অবগত আগম (শব্দ বা বেদ) প্রতিভার হেতু, এবং প্রতিভা স্বভাবাদি নিমিত্ত ভেদে ষড়্‌বিধ হইয়া থাকে।

কি মনুষ্য, কি মৃগ-পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণিগণ, সকলেই স্ব স্ব প্রতিভানুসারে ইতিকর্ত্তব্যতা নিরূপণ করিয়া থাকে, প্রতিভাকেই সকলে প্রমাণরূপে অবধারণ করে, জাতমাত্র মৃগ-পক্ষ্যাদির ব্যবহারও প্রতিভামূলক, যাহার যদ্রূপ প্রতিভা সে তদ্রূপ কর্ম্ম করিয়া থাকে, প্রতিভাকে অতিক্রম করিয়া কেহ কোনরূপ কর্ম্ম করিতে পারে না। পুংস্কোকিল যে, বসন্ত ঋতুতে পঞ্চমস্বরে গান করে, প্রতিভাই তাহার কারণ, লূতাতন্তু প্রভৃতি জন্তুগণ যে, বিনা শিক্ষায় কুলায়াদি রচনা করে, প্রতিভাই তাহার হেতু, অনাদি প্রতিভাবশতই প্রত্যেক প্রাণীর আহারাদি ক্রিয়া নিয়ত হইয়া থাকে। *

---

* "সাক্ষাচ্ছব্দেন জনিতাং ভাবনানুগতেন বা।
ইতিকর্ত্তব্যতায়াং তাং ন কশ্চিদতিবর্ত্ততে॥
প্রমাণত্বেন তাং লোকঃ সর্ব্বং সমনুপশ্যতি।
সমারম্ভাঃ প্রতীয়ন্তে তিরশ্চামপি তদ্বশাৎ॥
স্বরবৃত্তিং বিকুরুতে মধৌ পুংস্কোকিলস্য কঃ।
জন্ত্বাদয়ঃ কুলায়াদি করণে কেন শিক্ষিতাঃ॥
আহার প্রীত্যভিদ্বেষপ্লবনাদিক্রিয়াসু কঃ।
জাত্যন্বয়প্রসিদ্ধাসু প্রয়োক্তা মৃগপক্ষিণাম্॥"—বাক্যপদীয়

শব্দ বা বেদই প্রতিভার মূল।

"ভাবনানুগতা দেতদাগমাদেব জায়তে।
আসত্তিবিপ্রকর্ষাভ্যামাগমস্ত বিশিষ্যতে॥"—বাক্যপদবীয়।

সংসারে শরীরী, অশরীরী, চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ্ ইত্যাদি বিবিধ পদার্থ আছে; শরীরী প্রভৃতি পদার্থ জাতের মধ্যেও অগণ্য জাতিভেদ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সংসার কর্ম্মভূমি, কর্ম্মশূন্য হইয়া এখানে কেহই অবস্থান করিতে পারে না। জাগতিক পদার্থ মাত্রেই নিয়ত কর্ম্ম করে বটে, কিন্তু ইহাও প্রত্যক্ষ সিদ্ধ যে, সকল জাগতিক পদার্থ একরূপ কর্ম্ম করে না, জগতে যত প্রকার পদার্থ আছে, তত প্রকার কর্ম্ম বৈচিত্র্য লক্ষিত হইয়া থাকে, পদার্থ সকল প্রতিনিয়ত জাত্যনুসারে কর্ম্ম করে। কোন পদার্থই আকস্মিক—অকস্মাৎ উৎপন্ন (result of chance) নহে, বিনা কারণে কোন কার্য্য সংঘটিত হয় না, সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত পদার্থ স্থূলভাবে প্রকটিত হয়, অসৎ বা বস্তুতঃ অবিদ্যমানের অভিব্যক্তি হয় না। এই সকল কথা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত, যাঁহারা এইরূপ মতাবলম্বী তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে,, কর্ম্ম বৈচিত্র্যের কারণ আছে, ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ যে, ভিন্ন ভিন্ন রূপ কর্ম্ম করে, তাহা অহেতুক নহে। আমি যে পদার্থকে যেভাবে গ্রহণ করি, অপর এক ব্যক্তি যে, তৎপদার্থকে তদ্বিপরীতভাবে গ্রহণ করেন, তাহা নিষ্কারণ নহে। যাঁহারা পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করেন, বর্ত্তমান জন্মই যাঁহাদের মতে আদ্য ও অন্ত্য জন্ম নহে তাঁহাদিগকে আন্তর শক্তির অস্তিত্ব, সংস্কার বা বাসনার (Impresion) সত্তা অঙ্গীকার করিতে হয়,সংস্কার বা বাসনার সত্তা স্বীকার না করিলে, জাতি ও ব্যক্তিভেদে রুচিভেদের, জাতি ও ব্যক্তিভেদে বুদ্ধিভেদের, জাতি ও ব্যক্তিভেদে প্রকৃতি ভেদের কারণ কি, এইরূপ প্রশ্নের কোনরূপ সমাধান হয় না। সংস্কার বা বাসনার অস্তিত্ব যে অনেকেই স্বীকার করেন, অভ্যাসই (repetition in general, repeated practice or exercise) পূর্ব্বকর্ম্মই যে, সংস্কার বা বাসনার পূর্ব্বভাব, তাহাও সম্ভবতঃ অনেকেরই স্বীকৃত বিষয়। যাঁহারা পূর্ব্বজন্মের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, অতএব পূর্ব্বজন্মের সংস্কার বর্ত্তমান জন্মে অনুবর্ত্তন করে, যাঁহারা তাহা মানেন না, তাঁহারা বলেন, ইদানীন্তন অভ্যাসই ব্যক্তিগত ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার বা বাসনার হেতু; যাহারা পূর্ব্বজন্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত, ইদানীন্তন

অভ্যাসই জাতি বা ব্যক্তিগত সংস্কার ভেদের কারণ নহে, জন্মান্তরভাবী অভ্যাসও ইহার কারণ, অপিচ জন্মান্তরভাবী অভ্যাসই প্রকৃষ্ট কারণ।

জিজ্ঞাসুত্রয়—জন্মান্তরভাবী অভ্যাস স্বীকার করিবার যুক্তি কি?

বক্তা—পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি এতদুত্তরে যাহা বলিয়াছেন, আমি তোমাদিগকে তাহা শুনাইতেছি।

"অনাগমশ্চ সোঽভ্যাসঃ সময়ঃ কৈশ্চিদিষ্যতে।
অনন্তরমিদং কার্য্যমস্মাদিত্যুপদর্শনম্॥"—বাক্যপদীয়।

অর্থাৎ কাহারও মতে অভ্যাস অনাগম, ইহা ইদানীন্তন নহে, ইহা জন্মান্তর ভাবী, কাহারও মতে ইহা ইদানীন্তন, এক্ষণে দেখিতে হইবে কোন্ মত সত্য।

দেখিতে পাই, সদ্যস্ক শিশু জাতমাত্রেই স্তন্যাভিলাষী হয়, বিনা উপদেশে সুখ দুঃখ অনুভব করে, দেখিতে পাই, কশাভিঘাত মাত্রে বাজিগণ যেরূপ গন্তব্য দেশাভিমুখে ধাবমান হয়, অঙ্কুশাঘাতমাত্রে গজগণ যেরূপ চলিতে আরম্ভ করে, সেইরূপ সকল প্রাণীই অনাদি বাসনা বশতঃ প্রবোধিত হইয়া যথাস্ব সমুচিত ব্যবহার পূর্ব্বক লোক যাত্রা নির্ব্বাহ করে; উপলব্ধি হয়, মানুষের লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম-শরীরই যে প্রকার ব্যক্তিগত মানবীয় অস্তিত্বের নানাবিধত্বের কারণ, সেইরূপ অশরীরী, জড়, মিশ্র বা যৌগিক পদার্থের লিঙ্গ দেহই শরীরী জড়, মিশ্র বা—যৌগিক পদার্থকে বিভিন্ন ধর্ম্মক্রান্ত করে, পৃথক্ পৃথক্ গুণ বিশিষ্ট করে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, বর্ত্তমান জন্মের অভ্যাসই জাতি ও ব্যক্তিগত রুচি ভেদের, প্রকৃতি ভেদের, ধর্ম্ম বা শক্তি ভেদের হেতু নহে।

জিজ্ঞাসু ইন্দুভূষণ—অশরীরী জড়, মিশ্র বা—যৌগিক পদার্থের লিঙ্গদেহই শরীরী জড়, মিশ্র বা যৌগিক পদার্থকে বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত করে, পৃথক্ পৃথক্ গুণবিশিষ্ট করে, এই কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি?

বক্তা—তুমি কেমিষ্ট্রীতে এম্, এস্, সি, ও এম্, বি, অতএব তোমার এই কথা দুর্ব্বোধ্য হইবে না, অন্ততঃ হওয়া উচিত নহে। রাসায়নিক সংযোগ-বিভাগের নিয়ম সমূহের তত্ত্ব যথার্থভাবে পর্য্যালোচনা করিলে, প্রতীতি হয় না কি, অশরীরী পদার্থের লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে,

জড় পদার্থের বাসনা বা সংস্কার তত্ত্ব অঙ্গীকার না করিলে, কতিপয় মূল পদার্থের (Elements) সংযোগ—বিভাগ ও স্পন্দন তারতম্য (Difference of vibratory motion) নিবন্ধন যাবতীয় উচ্চাবচ পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে, হইতেছে, এই তথ্য উপপন্ন হয় না? ধীমান রিচ্মণ্ড ও জার্ম্মন দেশীয় প্রসিদ্ধ রাসায়নিক কোবিদ লিবীগ (Leibig M., D., Ph. D.,-F. R. S.,) ও এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা তোমাকে শুনাইতেছি। *

জিজ্ঞাসু ইন্দ্রভূষণ—আমি এখনও এই বিষয় বিশদভাবে বুঝিতে পারি নাই বটে, কিন্তু ইহা যে অত্যন্ত সারগর্ভ কথা, আমার তাহা বিশ্বাস হইতেছে।

বক্তা—পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি বুঝাইয়াছেন, চৈতন্য প্রতিসংক্রান্তা অনাদি বাসনা বাসিতা বুদ্ধি বা আন্তর শক্তিই 'প্রতিভা' শব্দ বাচ্য পদার্থ। আগম—শব্দ বা বেদই এই প্রতিভার মূল। আগম—বেদ বা শব্দই বিশ্বজগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হেতু। নিখিল অর্থই সূক্ষ্মভাবে শব্দাধিষ্ঠিত। ভাবনানুগত আগম বা শব্দ হইতেই প্রতিভার উৎপত্তি হইয়া থাকে। বর্ত্তমান জন্মের এবং জন্মান্তরের শব্দ সংস্কারই প্রতিভার হেতু। স্বভাব (Nature) চরণ (আচার), অভ্যাস (Practice), যোগ, অদৃষ্টোপপাদিত (অদৃষ্ট—অপূর্ব্ব—পূর্ব্বকর্ম্ম সংস্কার দ্বারা নিষ্পাদিত—নিবর্ত্তিত—Produced—effected) ও

---

* "This shows that just as the soul or astral in man is what makes the man, so the astral in an inorganic compound is what gives character to the compound."—Religion of the stars P. 99.

"In the processes of combination and decomposition under consideration, motion by overcoming the *vis inertiæ,* gives rise immediately to another arragement of the atoms of a body, that is, to the production of a compound which did not before exist in it. Of course these atoms must previously possess the power of arranging themselves in a certain order, otherwise both friction and motion would be without the smallest influence."—Leibig's Chemistry P. 284.

বিশিষ্টোপহিত—বিশিষ্ট সূত্র হইতে প্রাপ্ত বা আগত, পূজ্যপাদ ভর্তৃহরি প্রতিভার নিমিত্তকে এই ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের সূক্ষ্মভাবে অবস্থিতা শক্তি যেরূপ পরিপাক ব্যতিরিক্ত যন্ত্রান্তর-নিরপেক্ষ হইয়া আবির্ভূত হয়, আম্রাদি বৃক্ষের সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত ফল প্রসব শক্তি যেমন কেবল কালের নিমিত্ততা ভিন্ন অন্য কোনরূপ যত্নের অপেক্ষা না করিয়া আম্রাদি ফল প্রসব করে, সেই প্রকার জন্মান্তরের অভ্যাসহেতুক, প্রত্যেক ব্যক্তিগত প্রতিভা নিমিত্তকারণসহযোগে প্রকটিত হইয়া থাকে, স্ব-স্ব প্রতিভানুসারেই সকলে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম নিষ্পাদন করে, স্ব স্ব প্রতিভানুসারেই সকলে সর্ব্বপদার্থের উপলব্ধি করিয়া থাকে, যাহার যাদৃশী প্রতিভা, তৎসমীপে পদার্থ সকল সেইরূপেই প্রতিভাত হয়। 'ইহা এইরূপ' বা এইরূপ নহে, সকলেই স্ব স্ব প্রতিভানুসারে এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে, প্রতিভাই বস্তুতঃ জ্ঞান, বিশ্বাস, বিবেক, ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রবৃত্তি প্রভৃতির নিয়ন্ত্রী ব্যবস্থাপিকা, প্রতিভা দ্বারাই জাতি ও ব্যক্তিগত জ্ঞানবিশ্বাসাদি ব্যবস্থাপিত হয়।

ক্রমশঃ।

অধ্যাত্ম রামায়ণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ সাংখ্যবেদান্ত তর্কতীর্থ লিখিত।

অশ্রদ্ধা, বিষয়ে নূতন বস্তু যোজনা করে ; শ্রদ্ধা, বস্তুর তত্ত্বোদ্‌ঘাটন করে, এজন্য এই অধ্যাত্ম রামায়ণ মাহাত্ম্য শ্রদ্ধাপূতদৃষ্টিতে এতাদৃশ হইলেও তাহা রঞ্জিত নহে। অভিপ্রায় এই যে, শ্রদ্ধাসহকারে শ্লোকার্দ্ধ অধ্যয়ন করিয়া শ্রদ্ধালুহৃদয় বিরত হইতে পারে না। শ্লোকার্দ্ধ গ্রহণ করিয়া শ্লোক গ্রহণে, শ্লোক গ্রহণ করিয়া অধ্যায় গ্রহণে, অধ্যায় গ্রহণ করিয়া কাণ্ডগ্রহণে, কাণ্ডগ্রহণ করিয়া সমস্ত গ্রন্থ গ্রহণে, লীলাস্মরণ করিয়া তাহাতে নিমজ্জনে প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। ইহার বিপরীত প্রবৃত্তি হইলেই বুঝিতে হইবে যে, শ্রদ্ধা স্খলিত হইয়াছে ; অশ্রদ্ধাবশতঃ হৃদয় পঙ্কিল হইয়াছে। নিরন্তর ভগবল্লীলাস্মরণে নিমগ্ন হৃদয়-জনের দৃষ্টিতে

পাপপুঞ্জ প্রকাশমান হইতে পারে না। মানব বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা দৃশ্যগ্রাম গ্রহণ করে না। ভগবতী শ্রুতি পুনঃ পুনঃ দৃশ্যগ্রহণের সাধন মনকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন "মনসা হ্যেব পশ্যতি মনসা হ্যেব শৃণোতি" ইহাই তাঁহার উক্তি। সাপরাধ চিত্ত স্বীয় অপরাধের দণ্ডরূপে পাপদৃশ্য দর্শন করিয়া থাকে। ভগবল্লীলাজলে পুনঃ পুনঃ আক্ষালিত চিত্ত পাপদৃশ্যদর্শনরূপ দণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারে না ॥ ২৯ ॥

যস্তু প্রত্যহমধ্যাত্মরামায়ণমনন্যধীঃ।
যথাশক্তি বদেদ্ভক্ত্যা স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৩০ ॥

আদরাতিশয়েনাধীতস্য শ্লোকস্য শ্লোকার্দ্ধস্য বা এতাবান্ মহিমা যঃ সর্ব্বাণি পাপন্যপগময়ন্ বুদ্ধিং নির্ম্মলয়ন্ রামায়ণানুরাগমভিবর্দ্ধয়ন্ কৃৎস্নরামায়ণাধ্যয়নে পুরুষং বিনিযুঙ্ক্তে। যত্র তু পুনঃ পূর্ণৈকশ্লোকমধীয়ানস্য পূর্ণশ্লোকং পরিত্যজ্য শ্লোকার্দ্ধ-গ্রহণে আগ্রহঃ শ্লোকার্দ্ধমধীয়ানস্য বা শ্লোকপাদগ্রহণে পাদমধীয়ানস্য বা পাদার্দ্ধ-গ্রহণে এবং ক্রমেণ হ্রসীয়ানাগ্রহো দৃশ্যতে। নাস্তি তত্রাধ্যয়নফলমিতি সুদৃঢ়ং বিজ্ঞায়তে। যস্য পুনঃ রামায়ণাধ্যয়নাকাঙ্ক্ষা বিবর্দ্ধমানা পুনঃ পুনরুদিত্বরী অভিনবেবাভাতি তস্যৈতৎ ফলং বক্তুমাহ যস্তু প্রত্যহমিত্যাদি। যস্তু 'অনন্যধীঃ' একাগ্রমনাঃ রামায়ণ সৌন্দর্য্যসন্দর্শনেন তত্রৈব নিবিষ্টচেতাঃ নৈরন্তর্য্যেন তদেব পরিশীলয়তি, নৈরন্তর্য্যমাহ-'প্রত্যহং' প্রতিদিনং 'ভক্ত্যা' ভক্তিপূর্ব্বকং ভক্তিপদেন তদবিনাভাবিনাং শ্রদ্ধাদীনাং পরিগ্রহঃ শ্রদ্ধোৎসাহাদিপুরঃসরং যথাশক্তি অধ্যাত্মরামায়ণং বদেৎ, বদতিরত্র পঠনকর্ম্মা পঠেদিত্যর্থঃ। তাদৃশো জনঃ যঃ খলু একাগ্রেণ চেতসা প্রতিক্ষণমুপচীয়মানভক্ত্যাত্যতিশয়িতেন প্রত্যহমধ্যাত্ম-রামায়ণং পঠেৎ। কিমস্য ফলমিত্যাহ—স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ইতি। জীবন্মুক্তস্তু "জীবন্নেব হি বিদ্বান্ হর্ষশোকৌ জহাতি" ইতি শ্রুতেঃ, ইহৈব নিস্তীর্ণসর্ব্বশোকো জীবন্মুক্ত উচ্যতে। জীবন্মুক্তস্বরূপমগ্রে প্রদর্শয়িষ্যতে ॥ ৩০ ॥

ভক্তিসহকারে শ্লোকার্দ্ধ বা শ্লোকমাত্র গ্রহণের ফলে এই গ্রহণাকাঙ্ক্ষা বিবর্দ্ধমানা হইয়া হৃদয়কে অনন্যপরায়ণ ও একাগ্র করিয়া থাকে। যাহার শ্লোকার্দ্ধ বা শ্লোকমাত্র গ্রহণে এক সময়ে পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে হইত, দিবসের কোন অনপেক্ষিত খণ্ডে যে শ্লোকার্দ্ধ বা শ্লোক অধ্যয়ন ব্যবস্থিত ছিল, তাহার সেই ভক্তিপূর্ব্ব শ্লোকার্দ্ধ বা শ্লোকমাত্র গ্রহণ জনিত ফলে আকাঙ্ক্ষা বিবর্দ্ধমানা

হইয়া প্রত্যহ অনন্যচিত্তে পূর্ণ অধ্যাত্মরামায়ণ অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। প্রবৃত্ত হইয়া যথাশক্তি অনন্যমনে প্রত্যহ অধ্যাত্মরামায়ণ অধ্যয়ন করিয়া নিস্তীর্ণ কর্ম শোকে জীবন্মুক্ত রূপে স্থিত হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

যো ভক্ত্যাঽর্চ্চয়তেঽধ্যাত্মরামায়ণমতন্দ্রিতঃ।
দিনে দিনেঽশ্বমেধস্য ফলং তস্য ভবেন্মুনে ॥ ৩১ ॥

শাস্ত্রাচার্য্যগুরুবাক্যেভ্য আত্মনঃ কৃতার্থতামনুরুধ্যৈব ভবতি তেষু শ্রদ্ধা। শাস্ত্রাদিভ্য আত্মনঃ কৃতার্থতামননুপশ্যতো নৈব তেষু শ্রদ্ধা উদীয়াৎ। যস্ত্বেতদধ্যাত্মরামায়ণ পরিশীলনেন তৃপ্যতি স খলু শ্রদ্ধত্তেঽস্মিন্ রামায়ণে, অতএব শাস্ত্রাদিতঃ পরিতৃপ্তানাং বচাংসি শ্রূয়ন্তে "অহো শাস্ত্রমহো শাস্ত্রমহো গুরুরহো গুরুঃ" ইত্যাদি। সঞ্জাত শ্রদ্ধঃ তাদৃশং জনমধিকৃত্যাহ যো ভক্ত্যার্চ্চয়তে ইত্যাদি। 'যঃ' রামায়ণাধ্যয়নাদিসঞ্জাতশ্রদ্ধঃ অতএব 'অতন্দ্রিতঃ' অনলসঃ ভক্ত্যাধ্যাত্মরামায়ণমর্চ্চয়তে মুদ্রাপিটকমিব কৃপণঃ ভেষজভাজনমিব রোগার্ত্তঃ অমৃত পাত্রমিব মুমুর্ষুরানন্দ-কন্দস্য ভগবতঃ স্বরূপ পরিচয়স্থানমিদং রামায়ণমিতি রামভক্তঃ শ্রদ্ধানুরাগাদিভাবিতস্তুলসীদলচন্দনাদিভিঃ প্রতিদিনং রামায়ণমর্চ্চয়তে। হে মুনে! দেবর্ষে! তাদৃশস্য শ্রদ্ধাপূতস্য রামভক্তস্য দিনে দিনে প্রতিদিনম্ অশ্বমেধস্য ফলং ভবতীত্যর্থঃ। কর্ম্মণাং পর কর্ম্মাশ্বমেধঃ তস্য বৈরাজফল প্রাপ্তিঃ ফলং মহতায়াসেন সম্পাদনীয়-স্যৈতস্য কর্ম্মণঃ যৎ ফলং তদপ্যনায়াসলভ্যং রামভক্তেনেতি হৃদয়ম্ ॥ ৩১ ॥

অপেক্ষিত বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধা সমর্পিত হইয়া অপেক্ষিত বস্তুকে উপকৃত করে না। শ্রদ্ধালু অন্যের উপকারের জন্য শ্রদ্ধেয় বস্তুতে শ্রদ্ধার অর্পণ করেন না। শ্রদ্ধালু জনের সমর্পিত শ্রদ্ধা দ্বারা শ্রদ্ধেয় বস্তু সজ্জিত হইয়া শ্রদ্ধালুকে কৃতার্থ করিয়া থাকে। অল্পশ্রদ্ধ ব্যক্তি বিপরীত বুদ্ধিতে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। শ্রদ্ধেয় বস্তুকে অনুগৃহীত করিবার জন্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন অল্পশ্রদ্ধ জনের স্বভাব। যিনি স্বীয় সৌভাগ্যবশতঃ এই রামায়ণ গ্রন্থে শ্রদ্ধাস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি রামায়ণ অধ্যয়ন করিয়া কৃতার্থ হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রদর্শিত শ্রদ্ধা দ্বারা এই রামায়ণ কৃতার্থ হইবে ইহা অপেক্ষা দুর্বুদ্ধি আর কিছুই হইতে পারে না। দুর্ভাগ্য প্রভাবে শ্রদ্ধাস্থাপন করিতে পারি না বলিয়া শাস্ত্রোপদিষ্ট বস্তু হৃদয়স্পর্শ

করিতে পারে না, এজন্য বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও ফললাভে বঞ্চিত থাকিতে হয়। যিনি স্বীয় সৌভাগ্যপ্রভাবে এই রামায়ণে দৃঢ়শ্রদ্ধ হইয়া অনলসভাবে অধ্যাত্মরামায়ণের প্রত্যহ অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তিনি সেই অর্চ্চনা প্রভাবে প্রতিদিন অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মহাফললাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। দুগ্ধপূর্ণ পাত্রে নিক্ষিপ্ত অভিজাত নীলকান্ত মণি স্বীয় নীলিমচ্ছটা দ্বারা স্বয়ং উদ্‌ভাসিত হইয়া পাত্রস্থিত দুগ্ধরাশিকেও নীলিমকান্তিযুক্ত করিয়া থাকে, সেইরূপ রঘুনায়কের চরণকমলে যিনি শ্রদ্ধা সমর্পণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহার সেই অর্পিত শ্রদ্ধা কেবল রামচরণযুগলে নিবদ্ধ থাকিতে না পারিয়া রামগাত্র সংস্পৃষ্ট বস্তু মাত্রে দেদীপ্যমান হইবে। তাহার ফলে রঘুবংশে রাজর্ষি দশরথে, রামজননী কৌশল্যাতে, রাজধানী অযোধ্যা নগরীতে, অযোধ্যাপ্রান্তবাহিনী সরযূ নদীতে, লক্ষ্মণ ভরত প্রভৃতি রামভ্রাতৃগণে, মহাবীর প্রভৃতি রামভক্তগণে, চিত্রকূট প্রভৃতি রামপদাঙ্কিত স্থানে, আর অখণ্ড রামলীলার আধার রামায়ণে সেই শ্রদ্ধা উদ্‌ভাসিত হইবে। যথার্থ শ্রদ্ধার ইহাই স্বভাব। শ্রদ্ধা জলনিক্ষিপ্ত ঘৃতবিন্দুর ন্যায় অপ্রসারিত ভাবে অবস্থিত না হইয়া জলনিক্ষিপ্ত তৈলবিন্দুর মত সংস্পৃষ্ট বস্তু মাত্রে নির্ব্বাধ প্রসার লাভ করিয়া থাকে। যে শ্রদ্ধা শ্রদ্ধেয় বস্তুর সংস্পৃষ্ট বস্তুতে প্রসারিত হয় না, তাহা প্রকৃত শ্রদ্ধা নহে। শ্রীরামচন্দ্রে নিরতিশয় ভক্তি রহিয়াছে, কিন্তু রামভক্তজনের প্রতি হতশ্রদ্ধ, রামসংস্পৃষ্ট বস্তুমাত্রে বীতশ্রদ্ধ, তাদৃশ জনের শ্রদ্ধা কল্যাণজনক হইতে পারে না ॥ ৩১ ॥

যদৃচ্ছয়াপি যোঽধ্যাত্মরামায়ণ মনাদরাৎ।
অন্যতঃ শৃণুয়ান্মর্ত্ত্যঃ সোঽপি মুচ্যেত পাতকাৎ ॥ ৩২ ॥

সমুৎপন্নশ্রদ্ধস্য রামভক্তস্য পুরুষধুরন্ধরস্য যদি কস্যচিৎ এতাবান্ ফললাভস্তত্র কা প্রত্যাশা অশ্রদ্ধালূনাং ভগবদ্ভক্তিপরাঙ্‌মুখানাং পুরুষাধমানাং মাদৃশাম্ অতে মাদৃশজনরিরক্ষিষুর্ভগবান্ ব্রহ্মা মাদৃশজনৈরপ্যনুষ্ঠেয়ং কিঞ্চিদাহ—যদৃচ্ছয়াপীতি। 'যদৃচ্ছয়া' কাকতালীয়ন্যায়েন, অন্যাপদেশেন গচ্ছন্নবর্জ্জনীয়তয়া পথি সমুপস্থিত মধ্যাত্মরামায়ণমনাদরাৎ শ্রবণবিধ্যুক্ত নিয়মং বিনাপ্যন্যতঃ শৃণুয়াৎ সাদরাৎ পঠতো বিবৃণ্বতশ্চান্যস্মাৎ শৃণুয়াৎ সোঽপি পাতকান্মুচ্যেত। শাস্ত্রস্যাস্যৈব মহিমা যদ- শ্রদ্ধালুনাপ্যনাদরেণ গৃহীতং শ্রোতুঃ শ্রদ্ধাং জনয়তি। অনাদরেণ প্রতিপন্ন-

মানমনাদরোচিতমেব ফলং জনয়তীতি লোকস্থিতিঃ। অস্য পুনঃ কোঽপি লোকাতিশায়ী মহিমা যদনাদরেণ গৃহীতমপি সাদরগ্রহণোচিতং ফলং প্রসূতে ॥ ৩২ ॥

যাঁহারা দৈবী সম্পদের অধিকারী হইয়া ধরিত্রীবক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের দৈবী সম্পত্তি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রভৃতি, সহজাত। তাঁহাদের দৃঢ়শ্রদ্ধাবশতঃ রঘুনাথ কথাতে স্বাভাবিক রুচি থাকিলেও যাঁহারা স্বীয় দুষ্কৃতি প্রভাবে দৈব-সম্পত্তিতে অধিকারী হইয়া ধরাপৃষ্ঠে আগমন করেন নাই, কীর্ত্তিত রামায়ণ মাহাত্ম্য তাঁহাদের কোন্ কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইবে? শ্রদ্ধাশূন্য হৃদয় লইয়া রঘুনায়কের কীর্ত্তিমন্দাকিনীতে কিরূপে অবগাহন করিবে? এইরূপ মনে করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা তাদৃশ জনগণেরও শ্রেয়ঃ প্রাপ্তি পথ নির্দ্ধারণপূর্ব্বক বলিতেছেন—যাহারা যদৃচ্ছা ক্রমে আদর সৎকারশূন্য হৃদয় লইয়াও রামভক্তজন কীর্ত্তিত এই অধ্যাত্মরামায়ণ শ্রবণ করিবে, তাহারাও পাতকরাশি সমুত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইবে। যদিও ইহা সুনিশ্চিত যে, অশ্রদ্ধা পঙ্কিল ভক্তি বিবর্জ্জিত চিত্ত কখনও কল্যাণভাজন হইতে পারে না, তথাপি ইহাই রামায়ণের মাহাত্ম্য যে, শ্রদ্ধাশূন্য হৃদয়েও গৃহীত হইলে সেই শূন্যহৃদয়কেও শ্রদ্ধা ও ভক্তির উপহারে সুসজ্জিত করিয়া দৈব শক্তিতে পূর্ণ করিয়া রামায়ণ কৃতার্থ হইয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥

নমস্করোতি যোঽধ্যাত্মরামায়ণমদূরতঃ।
সর্ব্বদেবার্চ্চনফলং স প্রাপ্নোতি ন সংশয় ॥ ৩৩ ॥

যঃ খলু অদূরতঃ রামায়ণসমীপমুপস্থত্যাধ্যাত্মরামায়ণং নমস্করোতি, স্বীয় দুরভিমান পর্ব্বতমপ্যাস্য নম্রীভবতি, স নম্রীভবতি সর্ব্বেষু দেবতাচরণেষু। স তাদৃশঃ প্রভবীভূতো জনঃ সর্ব্বদেবার্চ্চনফলং প্রাপ্নোতি অত্র সংশয়ো নাস্তি, যথা মূলে নিসিচ্যমান জলমমুমূলং প্রবিশ্য শাখাপল্লবাদিকং পরিপুষ্ণাতি এবং সর্ব্ব-শাস্ত্রসারভূতমিদমধ্যাত্মরামায়ণং নমস্ক্রিয়মাণং সৎ নমস্কৃতান্যেব তেন সর্ব্বাণি শাস্ত্রাণি ভবন্তি শাস্ত্রপ্রণামেন ভগবৎপ্রণামোঽপি কৃতো ভবতি শব্দব্রহ্মরূপ-ত্বাচ্ছাস্ত্রস্য। শব্দব্রহ্মাণি নমস্ক্রিয়মাণে নমস্কৃতং স্যাৎ পরমং ব্রহ্ম তস্যৈব বিভূতি-রূপত্বাৎ সর্ব্বাসাং দেবতানাং তা অপি নমস্কৃতা অর্চ্চিতা এব ভবন্তি ॥ ৩৩ ॥

স্নেহাতিশয়প্রযুক্ত জনক জননী সন্তান দেহে হস্তাবমর্শ করিয়া থাকেন।

অতিলুব্ধতাপ্রযুক্ত কৃপণ জন কোষগৃহে নিয়ত উপবিষ্ট থাকে। স্নেহ লোভাদির আতিশয্যপ্রযুক্ত মানুষ যে ব্যবহার করে, স্থূল দৃষ্টিতে তাহা সুসমঞ্জস বোধ না হইলেও স্নেহ লোভ প্রভৃতি মানসিক অবস্থার তত্ত্ব যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারেন যে, স্নিগ্ধ বা লুব্ধ ব্যক্তি তাদৃশ ব্যবহার করিতে কেন বাধ্য হয়। যাঁহার হৃদয়ে ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, তাদৃশ জনের ব্যবহার স্থূল দর্শীর নিকটে সঙ্গত বোধ না হইলেও তত্ত্বজ্ঞব্যক্তি তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারেন। ক্ষীরকণ্ঠ শিশুর দৃষ্টিতে মাতৃস্তনের যে শোভা প্রকাশিত হয়, যাহার শোভা দর্শন করিয়া শিশু দুঃসহ ব্যাধিযন্ত্রণাও ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হইয়া যায়, মাতৃস্তনে হস্তস্পর্শে মুখস্পর্শে শিশুর যে আনন্দ হয়, তাদৃশ বা ততোধিক আনন্দ রামভক্ত রামায়ণ দর্শনে করিয়া থাকে। উপেক্ষা যেমন বস্তুর নিঃসারতা প্রদর্শন করে, অপেক্ষা তেমনি সারবত্তা প্রকাশ করিয়া থাকে। যে ভাবে যে রসে রামভক্ত হৃদয় ভরিত ও পরিপুষ্ট, সেই ভাবোদ্গম স্থান রসক্ষরণ-বৃন্ত এই রামায়ণ; এজন্য রামভক্ত সমীপে রামায়ণ দর্শন করিয়া উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে ভগবৎ রামায়ণকে প্রণিপাত না করিয়া স্বস্থ হইতে পারেন না। যাঁহার লীলা মন্দাকিনী জলে চিত্তভূমি নিরন্তর আক্ষালিত করিয়া যে হৃদয়নায়কের পাদপীট সজ্জিত করিতে এত আকাঙ্ক্ষা, এই সেই হৃদয়নায়ক রঘুনায়কের কীর্ত্তি মন্দাকিনীর তটভূমি। এই মনে করিয়া স্বীয় দুরভিমান দম্ভ প্রভৃতির বিসর্জ্জন ব্যপদেশে শিরোদেশ বক্ষঃস্থল ভূমিতে আলুণ্ঠিত করিয়া সেই রামায়ণকে প্রণিপাত করিয়া থাকেন। আর এই প্রণিপাতের ফলে সমস্ত দেবতাবৃন্দ প্রসন্ন হইয়া তাহার অভীষ্ট লাভের সহায়তা করিয়া থাকেন সমস্ত দেবতার্চ্চনের ফল লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥

লিখিত্বা পুস্তকেঽধ্যাত্মরামায়ণমশেষতঃ।
যো দদ্যাদ্রামভক্তেভ্যস্তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৩৪ ॥

ইদমধ্যাত্মরামায়ণমশেষতঃ নিরবশেষং সম্পূর্ণমিত্যর্থঃ। পুস্তকে লিপি যোগ্য-পত্রাদৌ, পুস্তং নাম লেপনচিত্রণাদি ক্রিয়া তদ্‌যোগ্যং পত্রফলকাদি পুস্তক মুচ্যতে, তস্মিন্ পত্রফলকাদৌ লিখিত্বা রেখাদ্বাত্মনা বর্ণাদিরূপেণ বিন্যস্ত রাম-

তত্ত্বেভ্যঃ ত্রিভ্যঃ পঞ্চভ্যঃ সপ্তভ্যো বা যো দদ্যাৎ প্রতিপাদয়েৎ তস্য তদ্দান-ফলম্ অধীতেষু ইত্যাদিনানন্তর শ্লোকেন বক্ষ্যমানং শৃণু ইতি নারদং প্রত্যাহ ভগবান্ ব্রহ্মা ॥ ৩৪ ॥

স্বয়ং গ্রন্থ লিখিয়া উপযুক্ত অধিকারীকে প্রদান করার দুইটী ফল, বহুবার অধ্যয়ন করিয়া গ্রন্থের যে তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয় না, নিবিষ্টচিত্তে একবার মাত্র সেই গ্রন্থ লিখিলে তাহা হইয়া থাকে। আর দ্বিতীয় ফল, উপযুক্ত অধিকারীর হস্তে গ্রন্থ সমর্পিত হইলে সেই গ্রন্থ হইতে অধিকারিজনের জ্ঞান লাভের সহায়তা করা হয়, আর তাহাতে প্রদাতার পুণ্যরাশিও সঞ্চিত হইয়া থাকে। সাধারণ গ্রন্থ হইতে এতাদৃশ ফল লাভ হইলেও সাক্ষাৎ আত্মতত্ত্ব প্রতিপাদক ভগবল্লীলা বিজড়িত এই অধ্যাত্মরামায়ণ গ্রন্থে মনঃপ্রণিধান পূর্ব্বক লেখন বহুবার শ্রবণমননের ফল প্রদান করিতে সমর্থ। সম্পূর্ণ অধ্যাত্মরামায়ণ গ্রন্থ বারংবার লেখনের ফলে যেমন বিশুদ্ধভাবে তাহার তাৎপর্য্যাবগতি, সেইরূপ নিয়ত কণ্ঠসংসক্ত হইয়া মননাত্মক বিচারেরপূর্ণ সহায়তা প্রদান করিবে। আর ভক্তিসহকারে স্বহস্ত লিখিত এই অধ্যাত্মরামায়ণ উপযুক্ত পাত্র রামভক্ত জনের হস্তে সমর্পিত হইলে সমর্পয়িতা এই মহৎ পুণ্য কর্ম্মের ফল শ্রীরামচন্দ্রের প্রসন্নতা তৎক্ষণাৎ হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিবেন, ভগবৎ পরিচয়ে সহায় হইয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন। ভগবানের প্রতি যিনি যাদৃশ ভক্তিশ্রদ্ধা-সমন্বিত, তিনি তাদৃশ ফল লাভ করিয়া থাকেন। ধনবান্ ব্যক্তি স্বীয় ধন বিনিময়ে এই অধ্যাত্মরামায়ণ দ্বারা সম্পাদন করিয়াও সমর্পণ করিতে পারেন। কিন্তু যিনি শ্রদ্ধাতিশয় বশতঃ ভুগ্নপৃষ্ঠ শিরোগ্রীব হইয়া স্বহস্তে সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম-রামায়ণ লিখিয়া অর্পণ করিবেন লেখন ক্লেশবিমুখ হইয়া ধন বিনিময়ে প্রবৃত্ত হইবেন না, তাঁহার অতিশয়িত শ্রদ্ধা প্রভাবে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের প্রসন্নতা অধিক লাভ করিতে সমর্থ হইবেন ॥ ৩৪ ॥

অধীতেষু চ বেদেষু শাস্ত্রেষু ব্যাকৃতেষু চ।
যৎ ফলং দুর্ল্লভং লোকে তৎ ফলং তস্য সম্ভবেৎ ॥ ৩৫ ॥

পূর্ব্বস্মিন্ শ্লোকে যদ্ বক্ষ্যমাণং ফলং শৃণ্বিত্যুক্তং তদেবেদানীং নির্দ্দিশন্নাহ-অধীতেষ্বিতি। সাঙ্গোপাঙ্গেষু চতুর্ষু বেদেষ্বধিতেষু শাস্ত্রেষু বেদার্থপ্রতিপাদকপৌ-

অন্যেষ্বগ্রন্থেষু স্মতীতিহাসপুরাণাদিষু ব্যাকৃতেষু ব্যাকৃত্য ব্যাখ্যায় অধীতেষু অপি যৎ ফলং লোকে অধ্যেতরি ব্যাখ্যাতরি চ জনে দুর্লভং দুঃখেন লব্ধুং যোগ্যম্ অলভ্যামিত্যর্থঃ। তদপি ফলম্ অধ্যাত্মরামায়ণং স্বহস্তে লিখিত্বা রামভক্তেভ্যঃ প্রদাতুঃ সম্যগ ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

অনন্ত বেদরাশি যাঁহার আসন্ন আসন্নতর পরিচারকরূপে ব্যবস্থিত হইয়া কেহ বা বহির্গৃহে থাকিয়া মাহাত্ম্য কীর্ত্তন দ্বারা কেহ বা অন্তর্গৃহে থাকিয়া স্বরূপ নির্দ্দেশ দ্বারা পরিচরণ করিতেছেন, তাদৃশ সর্ব্ববেদ নির্য্যাস সর্ব্বশ্রুতি-শিরোভূষণ শাস্ত্রসিন্ধুমন্থনোদ্ধৃত অমৃত একমাত্র শ্রোত্রমনোরসায়ণ শ্রীরামচন্দ্রকে যে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া অনাদি কালোৎকণ্ঠিত জীবন প্রবাহকে সুশান্ত করিয়া দেয়, সেই অধ্যাত্মরামায়ণের লেখন অর্পণ জনিত পুণ্যপুঞ্জ যে সর্ব্বতোজ্যেষ্ঠ তাহাতে আর সন্দেহ কি? বেদ পাঠে শাস্ত্রব্যাখ্যায় যে ফল দুর্লভ, তাহাও অধ্যাত্মরামায়ণ প্রভাবে সুলভ হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

একাদশীদিনেঽধ্যাত্মরামায়ণমুপোষিতঃ।
যো রামভক্তঃ সদসি ব্যাকরোতি নরোত্তমঃ।
তস্য পুণ্যফলং বক্ষ্যে শৃণু বৈষ্ণব সত্তম ॥ ৩৬ ॥

যঃ নরোত্তমঃ রামভক্তঃ রামসমর্পিত হৃদয়ঃ একাদশীদিনে হরিবাসরে পুণ্যেঽহনি উপোষিতঃ কৃতোপবাসঃ সদসি সভায়াম্ অধ্যাত্মরামায়ণং ব্যাকরোতি বিবৃত্য কথয়তি তস্য পুরুষধুরন্ধরস্য পুণ্যরূপং ফলং হে বৈষ্ণবসত্তম! ভাগবতপ্রধান! ভাগবতস্বরূপমিতঃপ্রাগেবোক্তম্ অহং বক্ষ্যে কথয়িষ্যামি তৎ ত্বমবহিতমনাঃ শৃণু। ভগবতো ব্রহ্মণ ইয়মুক্তিঃ ॥ ৩৬ ॥

যে পুরুষধুরন্ধর রামভক্ত একাদশী দিনে উপবাস করিয়া রামভক্তজন গোষ্ঠীতে তাৎপর্য্যোদ্ঘাটন পূর্ব্বক অধ্যাত্মরামায়ণ কীর্ত্তন করেন, হে ভাগবত-প্রধান নারদ! আমি তোমার নিকটে সেই পুরুষধুরন্ধর রাম ভক্তের পুণ্যফল কীর্ত্তন করিব। তুমি অবহিতচিত্তে তাহা শ্রবণ কর ॥ ৩৬ ॥

(ক্রমশঃ)

তিনখানি নূতন গ্রন্থঃ—

অনুরাগ।

ব্রহ্মচারিণী শ্রীমতি মৃনালিনী দেবী প্রণীত। মূল্য ১৲ মাত্র।

ভগবানের প্রতি অনুরাগ ভরা কবিতাগুচ্ছ। কবিতাগুলি পড়িলে সাধকের হৃদয় আনন্দে ভরিয়া যাইবে। রচনায় ভাবের গাম্ভীর্য্য, ও পবিত্রতা লক্ষ্য করিবার বিষয়!

সুন্দর পুরু চিক্কন কাগজে বড় বড় অক্ষরে সুন্দর কালিতে ছাপা। ১৭৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। একখানি রঙ্গিন হরগৌরীর সুন্দর ছবি আছে।

বঙ্গবাসী, বসুমতি, সার্ভেণ্ট, অমৃতবাজার, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি পত্রিকায় বিশেষ প্রশংসিত।

শ্রীশ্রীরামলীলা। মূল্য ১।০ মাত্র।

(আদিকাণ্ড)

ভূমিকা শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল
বেদান্তরত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত।

অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বনে পদ্যে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লিখিত। ২২০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। সুন্দর বাঁধাই। সোনার জলে নাম লেখা।

উপরোক্ত গ্রন্থ দুইখানি ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট উৎসব আপিসে প্রাপ্তব্য)।

শ্রীভরত।

শ্রীশ্রী অদ্বৈত মহাপ্রভুর বংশোদ্ভবা সাধনরতা ব্রহ্মচারিণী শ্রীমতী মানময়ী দেবী প্রণীত। মূল্য ১।০ মাত্র। একখানি অপূর্ব্ব ভক্তিগ্রন্থ। শ্রীভরতের অলৌকিক সংযম, ত্যাগস্বীকার ও বৈরাগ্য এবং সর্ব্বোপরি জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি ভাব অবলম্বনে সাধকের ভাষায় মর্ম্মস্পর্শী ভাবে লিখিত। সুন্দর বাঁধাই কাগজ ও ছাপা। সোনার জলে নাম লেখা। ২৫৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

বঙ্গবাসী, বসুমতী, সার্ভেণ্ট, অমৃতবাজার, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি পত্রিকায় বিশেষ প্রশংসিত।

"নিত্যসঙ্গী বা মনোনিবৃত্তি।"

উত্তম বাঁধাই—মূল্য ১৷৷০ টাকা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল দেবশর্ম্মা (মজুমদার) প্রণীত।

স্থানাভাবে পুস্তকের বিশেষ পরিচয় দিতে পারিলাম না। পুস্তকের নামই ইহার পরিচয়।

উৎসবের নিয়মাবলী।

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।/০ আনা। নমুনার জন্ম ।/০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্ম চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি **কার্য্যাধ্যক্ষ** এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার **অর্দ্ধেক মূল্য** অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত

চক্ষুদান বা সনাতন ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য।

ব্রহ্মর্ষি কৃষ্ণ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি প্রায়—৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ২৲।

গ্রন্থখানি ৩ খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডের বিষয় স্বরূপ জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠ সাধন সাতটী অধ্যায়ে, দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয় সাধনাঙ্গ পাঁচটী অধ্যায়ে এবং তৃতীয় খণ্ডের বিষয় সমন্বয় ও পরাশান্তি পাঁচটী অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বর্জ্জিত এই গ্রন্থে সকল মতেরই সারতত্ত্ব সমাদৃত হইয়াছে। উচ্চ সোপানে আরোহণেচ্ছু সাধকগণের অবশ্য জ্ঞাতব্য সকল বিষয়ই ইহাতে নিবদ্ধ হইয়াছে, এবং যে সকল বিষয়ে তাঁহাদের সন্দেহ হয় বা হইতে পারে তাহারও সরল সমাধান দেওয়া হইয়াছে। দার্শনিক পণ্ডিত ও সাধকগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন ইহাতে কি অমূল্য রত্নরাজি স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মহেশ লাইব্রেরী, পোষ্ট—বরাহনগর, কলিকাতা।

শাখা—১৯৫।২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২২শ বর্ষ।] অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ সাল। [৮ম সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"
শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

২২শ বর্ষ। } অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ সাল। { ৮ম সংখ্যা

গান।

রাগিনী ঝিঁঝিট
তাল—একতালা।

ব্যথার ব্যথি হরি কে আছ আমার
বেদনা জানাব কারে ?
আমার ধরম করম ভজন পূজন
সকলি গিয়াছে দূরে।
ধূলা খেলা ছলে সঙ্গিগণ সনে
হাসিতে খেলিতে আন আলাপনে
দিন ব'য়ে গেল, কিছুই না হল,
বড় ভাবনা হ'ল অন্তরে।
উঠিয়া প্রভাতে মনে করি আমি
ভাবিব তোমায় ওহে অন্তর্যামী
যত বাড়ে বেলা তত হয় জ্বালা
সকলি ভুলায় সংসারে।
ক্রমে গেল বেলা ওহে বনমালী
তেমি করে এসে বাজাও হে মুরলী
যদি দেখা নাহি দিবে, কেন বল তবে,
আশায় ভুলালে আমারে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতিরত্ন।

রামায়ণের অবতরণিকার কতক।

আজকাল লোকে রাম চরিত্রে যে সমস্ত দোষারোপ করিয়া রামচন্দ্রকে ভগবান্ বলিতে চান্ না—আমরা সেই সমস্ত আপত্তির খণ্ডন দেখাইয়া রামায়ণ অবতরণিকা শেষ করিতেছি।

প্রথম দোষারোপ—সীতার জন্য রামের বিলাপ।

অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রথমেই জগজ্জননী পার্ব্বতী মহাদেবকে শ্রীরামচন্দ্রের বিষয়ে এক সন্দেহ উত্থাপন করেন। যিনি সর্ব্ববিদ্যাস্বরূপিণী তিনি না জানেন কি? তথাপি নষ্টবুদ্ধি আপন সন্তান সন্ততির পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র সম্বন্ধে যে সংশয় উপস্থিত হইবে এবং তজ্জন্য তাহাদের যে ভাবি-দুর্গতি আসিবে কৃপাময়ী জগজ্জননী তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই নরনারীর কল্যাণের জন্য সংশয় উত্থাপন করিয়া দেবাদিদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেব! আমি জানি "ভক্তিঃ প্রসিদ্ধা ভব মোক্ষণায় নান্যততঃ সাধনমস্তি কিঞ্চিৎ"—আমি জানি মৃত্যু সংসার সাগর হইতে মুক্তি লাভের জন্য ভক্তিই প্রসিদ্ধ—ভক্তি ভিন্ন অন্য সাধনায় সংসারসাগর পার হওয়া যায় না। অখিল লোকসার শ্রীরামচন্দ্রে যে দৃঢ়াভক্তি তাহাই এক্ষেত্রে একমাত্র নৌকা।

কেহ বলেন রামই পরমাত্মা—তিনি মায়ার গুণপ্রবাহে বদ্ধ নহেন। এই জন্য সাধুগণ অহর্নিশ অপ্রমত্তভাবে রামচন্দ্রকে ভজনা করিয়া পরমপদে স্থিতি লাভ করেন।

আবার কেহ বা বলেন, রাম পরব্রহ্ম হইলেও আপন অবিদ্যায় তাঁহার আত্মজ্ঞান আবৃত ছিল। তিনি আত্মতত্ত্ব প্রথমে জানিতেন না পরে অন্যের দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করেন। আত্মজ্ঞানীই যদি তিনি হইতেন তবে সীতার জন্য ঐরূপ বিলাপ তিনি করিয়াছিলেন কেন? যাঁহার আত্মজ্ঞান আবৃত তিনি ত অন্য মানুষেরই সমান তিনি আবার উপাস্য হইবেন কিরূপে? এই বিষয়ে আপন সন্তানসন্ততির হৃৎ-সংশয় বন্ধন আপনি আপনার সংশয় ভেদি বাক্যে ছেদন করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।

রাম মানুষ, রাম ব্রহ্ম নহেন ইহাই কলি-দোষদুষ্ট জীবের সংশয়। মহাদেব পার্ব্বতীর প্রশ্নের উত্তরে রামতত্ত্ব যাহা তাহাই বলিলেন। এবং সীতা রাম ও

মরুৎহনু সংবাদে সীতারাম আপনাদের স্বরূপ সম্বন্ধে আপনাদের প্রাণপ্রিয় ভক্তকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও বলিলেন। সীতা ও রামের তত্ত্ব আমরা পূর্ব্বে সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এখানে আমরা সাধনার ভিতর দিয়া এই তত্ত্ব অন্যরূপে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিতেছি।

বৈদিক আর্য্যজাতির উপাস্য বস্তুটী পরব্রহ্ম, পরম ব্যোম। এই পরম ব্যোমে—এই পরম চৈতন্যে সমস্ত দেবতা অধিষ্ঠিত।

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ।
য স্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদু স্তইমে সমাসতে॥

ঋগ্বেদ সংহিতা। ২।৩।২১

বিবিধ শব্দ জাতের লয়স্থান এই পরম ব্যোম। বেদস্তুত নিখিল দেবতা এই পরম ব্যোমে অধিষ্ঠিত। সেই পরব্যোমকে যে জানে না ঋগাদি মন্ত্রে তাহার কি হইবে? যিনি তাঁহাকে জানেন তিনিই মোক্ষ লাভ করেন।

পরম ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্। দেবী গায়ত্রীর সাহায্য ভিন্ন পরম দেবতার নিকটে যাওয়া যায় না। গায়ত্রী কখন পরব্রহ্মের সহিত এক হইয়া থাকেন কখন বা ইনি স্পন্দশক্তিরূপিণী হইয়া চেত্যতা প্রাপ্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া জগৎ বিস্তার করেন। আমাদের জাতির সকলকেই গায়ত্রীর উপাসনা করিতে হয়। যিনি পার্ব্বতী যিনি সীতা যিনি রাধা তিনি এই গায়ত্রীই। গায়ত্রীতত্ত্বে এই সীতা তত্ত্বই পাওয়া যায়। গায়ত্রী মন্ত্রে আমরা পাই—

যিনি ওঁকার নির্দ্দেশ্যা—তিনিই আবার ভূর্ভুবস্বর্লোকব্যাপিনী হইয়া বিশ্বরূপধারিণী। ইনি নির্গুণ হইয়াও সগুণ ব্রহ্মের—সেই জগৎ প্রসবিতার—সেই দীপ্তিশীল ক্রীড়াশীল দেবতার বরণীয় ভর্গ। এস আমরা ইঁহার ধ্যান করি। এই চৈতন্যরূপিণী জগজ্জননী আমাদের বুদ্ধিকে সেই নির্ম্মল ব্রহ্ম পথে প্রেরণা করেন, করিয়া পরমপদে পৌঁছাইয়া দেন।

যিনি ওঁকার নির্দ্দেশ্যা—ওঁকার যাঁহাকে দেখাইয়া দিতেছেন তিনিই পরম ব্রহ্ম, পরম ব্যোম, পরম দেবতা, রাম, শিব, কৃষ্ণ। ইনিই নির্গুণ ব্রহ্ম। নির্গুণ ব্রহ্মই আপন শক্তি স্বীকার করিয়া সগুণ ব্রহ্ম হয়েন। আত্মবিস্মৃতির অভিনয় ভিন্ন নির্গুণও কখন সগুণ হইতে পারেন না। শিবই শক্তিযুক্ত হইয়া, রামই সীতাযুক্ত হইয়া, কৃষ্ণই রাধাযুক্ত হইয়া জগতের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ ব্যাপার সংসাধন করেন। সীতাই রামের সান্নিধ্যে সমস্তই করেন। আর মূর্খ জনে সীতার কার্য্য—প্রকৃতির কর্ম্ম—পুরুষে—রামে আরোপ করে মাত্র।

রামো ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি নানুশোচ—
ত্যাকাঙ্ক্ষতে ত্যজতি নো ন করোতি কিঞ্চিৎ।
আনন্দমূর্ত্তিরচলঃ পরিণামহীনো
মায়াগুণাননুগতো হি তথা বিভাতি॥

রাম রাম উচ্চাচরণ করিলে এক অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন চৈতন্যের আভাসও অন্ততঃ হৃদয়ে আসা উচিত। এই চৈতন্য অখণ্ড হইলেও উপাধি দ্বারা যেন পরিচ্ছিন্ন মত হইয়া স্বর্গলোকে সূর্য্য, অন্তরীক্ষ লোকে বিদ্যুৎ, পৃথ্বী লোকে অগ্নি হইয়া প্রকাশিত হয়েন। পূর্ণ পূর্ণই আছেন উপাধির ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয়েন বলিয়া খণ্ড মত বোধ হয়। রামের শক্তি সীতা রামের উপর ভাসিয়া রামকেই সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর ভিতর দিয়া প্রকাশ করেন। বাহিরের বস্তুর স্থূল আকার, সূক্ষ্ম আকার, বীজাবস্থা—এই তিন আবরণ ভেদ করিলে তবে রামতত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়।

সকল জীবের স্বরূপই এই সীতা জড়িত রাম—এই বিদ্যুৎ মণ্ডিত কালম্ভো-ধর। রামতত্ত্ব ও সীতাতত্ত্ব গুরুমুখে ও শাস্ত্রমুখে শ্রবণ করিয়া যদি বিশ্বাসেও ইহাঁদের স্থান দাও তবে বুঝিবে রাম মায়া মানুষ হইয়া, কপট মানুষ সাজিয়া যে লীলা করেন তাহাতে তাঁহার স্বরূপে কোন দোষারোপ হইতেই পারে না রাম সীতার শোকে কাঁদিয়া ছিলেন—বলিয়াছিলেন—

ভো ভো বৃক্ষাঃ পর্ব্বতস্থা গিরি গহন লতা বায়ুনা বীজ্যমানা
রামোঽহং ব্যাকুলাত্মা দশরথতনয়ঃ শোকশুক্রেণ দগ্ধঃ ;
বিম্বোষ্ঠী চারুনেত্রী সুবিপুলজঘনা বদ্ধনাগেন্দ্রকাঞ্চী
হা সীতা কেন নীতা মম হৃদয়গতা কো ভবান্ কেন দৃষ্টা॥
হে গোদাবরি পুণ্যবারি পুলিনে সীতা ন দৃষ্টা ত্বয়া
সা হর্ত্তুং কমলানি চাগতবতী যাতা বিনোদায় বা।
ইত্যেবং প্রতিপাদপং প্রতিনগং প্রত্যাপগং প্রত্যগং
প্রত্যেণং প্রতিবর্হিণং তত ইতস্তাং মৈথিলীং যাচতে॥

ভো ভো পর্ব্বতস্থ বৃক্ষ সকল! হে বায়ুবীজিত গিরি কাননের লতা! আমি শোকাগ্নিতে ভস্মীভূত, আমি ব্যাকুল চিত্ত দশরথ তনয় রাম, তোমরা কি বিম্বফলের মত লোহিত ওষ্ঠা, মনোভিরাম নয়না, অতি বিপুল জঘনা, গজমুক্তা শোভিত কাঞ্চী-

যুক্তা সীতাকে দেখিয়াছ? জানি না আমার হৃদয়েশ্বরীকে কে চুরি করিয়াছে? আর তুমি কে? বল বল তাহাকে কেহ কি দেখিয়াছ?

হে গদ্‌গদ্ সলিলা গোদাবরি! হে পুণ্যসলিলা! পদ্ম আহরণের জন্য বা চিত্ত বিনোদনের জন্য সীতাকে তোমার পুলিনে আসিতে ত তুমি দেখ নাই? এই প্রকারে প্রত্যেক বৃক্ষকে, প্রত্যেক পর্ব্বতকে, প্রত্যেক নদীকে, প্রত্যেক মৃগকে, প্রতি ময়ূরকে যেখানে সেখানে শ্রীরামচন্দ্র প্রার্থনা করিতেছেন।

যিনি সীতারামের তত্ত্ব বুঝিয়াছেন তিনি এই অমানুষের মানুষ ভাব অবলম্বনে কোন্ রাজ্যে উপনীত হয়েন, এই অমানুষের মানুষ ভাব প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া কোন্ ভাবে ভাবিত হয়েন, তাঁহার নাম জপিয়া, তাঁহার গুণ গান করিয়া, নিষ্পাপ হইয়া, কাহাকে লইয়া কোথায় থাকেন—তাহা তিনিই জানেন। রামের মানুষ ভাব ও অমানুষ ভাব ধরিতে পারিলে সংসারের সব কার্য্য করিয়াও সংসার সাগর পার হওয়া যায়—নতুবা সংসার সাগরে পুনঃ পুনঃ উন্মজ্জন নিমজ্জনের যাতনায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবেই। শাস্ত্র মীমাংসা করিলেন—

সর্ব্বজ্ঞো নিত্যলক্ষ্মীকো বিজ্ঞানাত্মাপি রাঘবঃ।
সীতামনুশুশোচার্ত্তঃ প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব॥
বুদ্ধ্যাদি সাক্ষিণস্তস্য মায়া কার্য্যাতিবর্ত্তিনঃ।
রাগাদিরহিতস্যাস্য তৎ কার্য্যং কথমুদ্ভবেৎ॥
ব্রহ্মণোক্তমৃতং কর্ত্তুং রাজ্ঞো দশরথস্য হি।
তপসঃ ফল দানায় জাতো মানুষ বেশধৃক্॥
মায়য়া মোহিতাঃ সর্ব্বে জনা অজ্ঞান সংযুতাঃ।
কথমেষাং ভবেন্মোক্ষ ইতি বিষ্ণুর্বিচিন্তয়ন্॥
কথাং প্রথয়িতুং লোকে সর্ব্ব লোকমলাপহম্।
রামায়ণাভিধাং রামো ভূত্বা মানুষ চেষ্টকঃ॥
ক্রোধং মোহং চ কামং চ ব্যবহারার্থ সিদ্ধয়ে।
তত্তৎ কালোচিতং গৃহ্নন্ মোহয়ত্যবশাঃ প্রজাঃ॥
অনুরক্ত ইবাশেষগুণেষু গুণবর্জ্জিতঃ।
বিজ্ঞান মূর্ত্তির্বিজ্ঞান শক্তিঃ সাক্ষ্য গুণান্বিতঃ॥
অতঃ কামাদিভির্নিত্যমবিলিপ্তো যথা নভঃ।
বিদন্তি মুনয়ঃ কেচিজ্জানন্তি সনকাদয়ঃ॥

তদ্ভাব নির্ম্মলাত্মানঃ সম্যক্ জানন্তি নিত্যদা।
ভক্ত চিত্তানুসারেণ জায়তে ভগবানজঃ ॥

যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদা লক্ষ্মীর সহিত মিলিত, যিনি বিজ্ঞান স্বরূপ, তিনি, সংসারী মানুষ যেমন স্ত্রীর জন্য শোক করে সেইরূপে সীতার জন্য শোক করিতেছেন; যিনি বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী, যিনি মায়ার কার্য্য উল্লঙ্ঘন করিয়া থাকেন এইজন্য রাগ দ্বেষাদি রহিত যিনি, সেই শ্রীরামে মায়া কার্য্য যে শোক মোহাদি, সেই শোক মোহাদির সহিত সম্বন্ধ হয় কিরূপে? ইহার উত্তর এই যে ব্রহ্মার বাক্য সত্য করিবার জন্য এবং রাজা দশরথের তপস্যার ফল দিবার জন্য শ্রীরাম মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়াছেন। ধারণ করিয়া সেই বিষ্ণু ভগবান্ এই বিচার করিতেছেন যে, সকল মানুষ অজ্ঞানী বলিয়া আমার মায়াতে মোহিত হইয়া রহিয়াছে। সমস্ত লোকের পাপনাশে সমর্থ এই রামায়ণ কথা সর্ব্ব লোকে প্রচার করিবার জন্য রাম মানুষ হইয়া মানুষের মত কার্য্য করিয়াছেন। এই রামই ব্যবহার সিদ্ধির জন্য যে যে সময়ে যাহা করা উচিত সেই সেই কালোচিত কাম ক্রোধ মোহ গ্রহণ করিয়াছেন এবং মায়া মোহিত প্রজা সকলকে মোহযুক্ত করিতেছেন। রাম আপনি গুণ বর্জ্জিত হইয়াও মায়াগুণে অনুরক্ত মত যেন তিনি, এইরূপ আচরণ করিয়াছেন। বিজ্ঞান মূর্ত্তি যাঁর এবং বিজ্ঞান শক্তি যাঁর এবং সাক্ষী গুণান্বিত বলিয়া নির্গুণ যিনি—এই জন্যই তিনি সর্ব্বদা, আকাশ যেমন মেঘাদি দ্বারা লিপ্ত হয় না সেইরূপে কখনই কামাদি দ্বারা লিপ্ত নহেন। কোন কোন মুনি রামকে এই প্রকারে শ্রুতি প্রমাণে জানেন, সনকাদি সাক্ষাৎ সমাধি দ্বারা রামকে দেখেন এবং যে সকল রামভক্ত নির্ম্মল অন্তঃকরণ হইয়াছেন তাঁহারা নিত্যই তাঁহাকে সম্যকরূপে অবগত হয়েন।

ভগবানের জন্ম নাই সত্য কিন্তু ভক্ত জনের চিত্তের ভাব অনুসারে ভগবান্ সেই সেই প্রকার দেহ ধারণ করেন অর্থাৎ ভক্ত যেমন যেমন ভাবে শ্রীভগবানকে ধ্যান করেন ভগবানও সেই সেই মূর্ত্তিতে সেইরূপই লীলা করিয়া থাকেন। এই বাল্মীকি ভগবান্ যেমন যেমন ভাবে ভগবানকে ধ্যান করিয়াছেন রামায়ণরূপী শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রও সেই সেই ভাবে রাম লীলা করিয়াছেন।

এই জন্য বলা হইল দেহ ধারণ করিয়া সীতার জন্য শোক করাটা অভিনয় মাত্র—ইহাতে তাঁহার স্বরূপের ধ্বংসও হয় না এবং রাম চরিত্রে কোন কলঙ্কও পহুঁছে না। আর জীবন্মুক্ত পুরুষেরা যখন বাহিরের সমস্ত করিয়াও ভিতরে নির্লিপ্ত থাকেন তখন শ্রীভগবানের সম্বন্ধে লোক শিক্ষার জন্য মানুষের মত

ব্যবহার করিয়াও ভিতরে যে সকল সময়ে আপন স্বরূপে অবস্থান করিবেন ইহাতে কি কোন সংশয় থাকিতে পারে? ভক্তজনের অভিশাপ সত্য করিবার জন্যও ভগবানকে আত্মবিস্মৃত সাজিতে হয়। ফলে শ্রীভগবানের করুণা ভিন্ন তাঁহার কার্য্য প্রণালী মানুষে কি করিয়া বুঝিবে? বুদ্ধির বিঘট্টন আর মানুষকে কতটুকু তুলিতে পারে?

দ্বিতীয় দোষারোপ—বালী বধ।

বালি-বধ ব্যাপারে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ত্রিবিধ দোষের আরোপ করা হয়। শ্রীরামতাপনীয়োপনিষদের নারায়ণ বিরচিত দীপিকাতে দেখা যায় "রামস্য বালিনোঽজ্ঞানহননমনাহূয়হননমন্যাসক্তহননং চানুচিতমিতি"। বালীকে না জানাইয়া প্রচ্ছন্ন হইয়া বধ করা, বালীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান না করিয়া বধ করা এবং বালী যখন অপরের সহিত যুদ্ধে আসক্ত সেই সময়ে বধ করা—ইহা শ্রীরামচন্দ্রের অনুচিত হইয়াছিল।

যে জন্য বালীকে এইভাবে বধ করা হইল, সেই কারণ সমূহের মধ্যে কতকগুলি দৃষ্ট কারণ ও কতক অদৃষ্ট কারণ আছে।

দৃষ্ট কারণ এই যে, বালী অধর্ম্মাচরণ করিতেছিলেন।

দুহিতা ভগিনী ভ্রাতুর্ভার্য্যা চৈব তথা স্নুষা।
সমা যো রমতে তাসামেকামপি বিমূঢ়ধীঃ॥
পাতকী সতু বিজ্ঞেয়ঃ স বধ্যো রাজভিঃ সদা॥

দুহিতা, ভগিনী, ভাতৃবধূ এবং পুত্রবধূ—যে মূঢ়বুদ্ধি ইহাদের একজনকেও ভোগ করে সে পাতকী, সে রাজার বধ্য।

বালী আপন ভাতৃবধূ রুমাকে বলপূর্ব্বক ভোগ করিতেছিলেন। আর শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র হইতেছেন

"ধর্ম্মস্য গোপ্তা লোকেঽস্মিংশ্চরামি সশরাসনঃ।
অধর্ম্মকারিণং হত্বা সদ্ধর্ম্ম পালয়াম্যহম্॥

রামচন্দ্র বলিতেছেন আমি ধর্ম্মের রক্ষক হইয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে ভ্রমণ করি। আমি অধর্ম্মকারীকে বিনাশ করিয়া সাধুধর্ম্ম রক্ষা করি। বালী বধের দৃষ্ট কারণ ইহাই। পাপী বালীকে বধ করিয়া সখা সুগ্রীবকে রাজ্য দিবেন ইহা পূর্ব্বে ভগবান্ অঙ্গীকারও করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা হানী, অত্যন্ত অধর্ম্ম এই জন্যও, বালীকে বধ করা উচিত। এতদ্ভিন্ন বালী বধের অদৃষ্ট কারণও আছে।

বালিনা হি রাবণায় মৈত্রী দত্তা তেন দোষেণ রাম কোপপাত্রং বভূব।

বালী ত্রিলোক কণ্টক রাবণের সহিত বন্ধুতা করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি রামের কোপপাত্র হইয়াছিলেন।

রাবণ বধের সহায়তা করিবার জন্য ইন্দ্রদেব বালীকে আপন অংশে উৎপন্ন করেন। সুগ্রীব, হনুমান ইত্যাদির সহিত মিলিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের কার্য্যের সহায়তা করাই বালীর উচিত ছিল। যদিও বালী বলিয়াছিলেন আমি বিনা যুদ্ধেই রাবণের হস্ত হইতে একক্ষণেই সীতাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া দিতাম ইহা বালীর দম্ভ মাত্র। কারণ যে ব্যক্তি ভ্রাতৃবধূর সতীত্ব নাশ করিতে পারে সে ব্যক্তি সতীকে রক্ষা করিবার জন্য কি উপযুক্ত? সতীর উদ্ধার করিতে গিয়া সতীত্বনাশকারীর সহায়তা গ্রহণ করা অনুচিত। এই জন্যও রাম বালীকে বধ করিয়াছিলেন। আরও কারণ আছে। যুদ্ধকালে বালী রাবণের সহায়তা করিবেন ইহা পূর্ব্বে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। রাবণের সহিত যুদ্ধ বাধিবার সময়ও বালীকে বধ করিতে হইত। এই জন্য পূর্ব্বেই বালী বধ উচিত।

আরও অদৃষ্ট কারণ আছে।

তস্যহি জ্ঞাতেন বধোনেতি ব্রহ্মণো বরঃ। ব্রহ্মার বর ছিল বালীকে জ্ঞাতসারে কেহ বধ করিতে পারিবেন না। এই জন্যও ভগবান্ প্রচ্ছন্ন হইয়া বালীকে বধ করেন।

প্রচ্ছন্ন হইয়া শাখামৃগকে বধ করাতে ভগবানের দোষ হয় নাই। মৃগ, ব্যাঘ্র, শাখামৃগ ইত্যাদি বন্যজন্তুকে রাজগণের ক্ষাত্র্যধর্ম্ম অনুসারে বধ করার বিধি নাই। এ স্থানেও ভগবান শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য প্রচ্ছন্ন হইয়া বালীকে বধ করিয়াছেন। পাপীকে বধ করাই ধর্ম্মকার্য্য। দেশকাল বিচার করিয়া ভগবান্ বালীকে বধ করিলেন ইহাতে তাঁহার অবতার কার্য্য নিরুপদ্রব হইয়াছিল।

সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু এবং শাখামৃগাদিকেও গোপনে থাকিয়া বধ করাই ক্ষত্রিয় নীতি। আরও এক কারণ এই যে ব্রহ্মার বরে বালীকে সম্মুখ সমরে কেহ বধ করিতে পারে না। কারণ যে বধ করিবে তাহার অর্দ্ধেক শক্তি বালী প্রাপ্ত হইবেন। এই জন্যও প্রচ্ছন্ন হইয়া বালীকে বধ করা আবশ্যক হইয়াছিল।

তৃতীয় দোষারোপ শম্বুক বধ।

শম্বুক শূদ্র ছিলেন। তিনি স্বশরীরে দেবতা হইবার জন্য তপস্যা করিতেছিলেন। কিন্তু কলিযুগে শূদ্রের তপস্যার বিধি মন্বাদি শাস্ত্রে আছে—কিন্তু ত্রেতাযুগে শূদ্রের তপস্যা অত্যন্ত অধর্ম্ম। এই অধর্ম্ম প্রভাবে এক ব্রাহ্মণ কুমারের অকাল মৃত্যু ঘটে। দেবর্ষি নারদের মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ভগবান্ দক্ষিণ দিকে বিন্ধ্য পর্ব্বতের নিকটে তপস্যা পরায়ণ শম্বুককে শূদ্র জানিয়া উঁহার শিরশ্ছেদ করিয়া শূদ্রের সদ্গতি প্রদান করেন এবং মৃত বালককে সঞ্জীবিত করেন। ইহাতে ভগবানের ধর্ম্ম রক্ষা করা হইয়াছে। মানুষ স্বাধীন নহে। মানুষকে শাস্ত্রের অধীন সর্ব্বকালেই থাকিতে হয়। এই ব্যাপারে শ্রীভগবান্ শাস্ত্র মর্য্যাদাই রক্ষা করিয়াছেন। আজকাল প্রায়শঃ লোকে ধর্ম্মাধর্ম্মও মানে না—শাস্ত্রও মানে না, ইহারাই শম্বুক বধের জন্য ভগবানের উপরে দোষারোপ করে। কিন্তু শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন না করিয়া ভগবান্ যে বিনাশ ব্যাপারে শূদ্রকে স্বর্গে পাঠাইলেন ইহাতে তাঁহার দোষ কিছুই হয় নাই—ধর্ম্ম রক্ষাই হইয়াছে। শূদ্রক বধে শ্রীরামচন্দ্রের জীবনে বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মের মর্য্যাদা পালন হইয়াছে। ইহাই পুণ্য, অধর্ম্ম নহে। বিশেষতঃ স্বর্গলোক প্রাপ্তি জন্য কে কবে কাহাকে বধ করে?

চতুর্থ দোষারোপ—সীতা বিসর্জ্জন

অগ্নিশুদ্ধা নিরপরাধিনী জনকনন্দিনীকে গর্ভাবস্থায় বিসর্জ্জন করা রামের অত্যন্ত নিষ্ঠুর কার্য্য হইয়াছিল ইহা আজকাল কোন কোন মানুষকে বলিতে শুনা যায়। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তাঁহারা ত বিচারক—তাঁহারা বলিতে পারেন রামের কি করা উচিত ছিল? ইহাঁরা বলেন ভরতকে রাজ্য দিয়া সীতার সহিত রামের বনবাস করাই উচিত ছিল। যেমন কাল ইহা, এই সমস্ত প্রলাপ বচনে সেইরূপ উত্তরই পাওয়া যায়। আজকালের সমালোচকের মতে যদি ভগবান্ চলিতেন তবে কি প্রজাদের কোন উপকার হইত আর রাজধর্ম্ম রক্ষা হইত? কিন্তু সীতা বিসর্জ্জনে শ্রীভগবান্ অত্যন্ত কঠোর রাজধর্ম্ম পালন করিয়া প্রজাদিগের উপর করুণা করিলেন, নিজের উপর কঠিন বিচারে কঠিন দণ্ড আনয়ন করিলেন এবং আপন ব্যবহারে জগতকে এবং সীতা দেবীকে জানাইলেন যে তিনি সীতাকে বিসর্জ্জন দেন নাই পরন্তু প্রতিষ্ঠাই করিয়াছেন। যাঁহারা স্ত্রীদেবা—স্ত্রী-ই যাঁহাদের একমাত্র

দেবতা—অন্য দেবতার প্রয়োজন যাঁহারা যথার্থ বুঝেন না এবং যাঁহারা কামকিঙ্কর—যাঁহারা কামেরই দাসত্ব করেন তাঁহাদের বুঝিতে ক্লেশ হইলেও শ্রীভগবানের এই সীতা বিসর্জ্জন ব্যাপারই যে এই শঙ্কটাবস্থায় একমাত্র করণীয় ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

যদিও প্রজাগণ অজ্ঞানেই সীতা-চরিত্রে কলঙ্কের ভয় তুলিয়াছিল তথাপি রামচন্দ্র যদি ইহা অগ্রাহ্য করিতেন তাহা হইলে প্রজাগণের সংসারে দোষ আসিতে পারিত। দোষ ত অজ্ঞান প্রসূতই। রাজা যদি লোকাপবাদ মিথ্যা হইলেও ইহা অগ্রাহ্য করেন তাহা হইলে ইহাতে প্রজাগণের চরিত্র কলঙ্কিত হয় এবং এই কার্য্যে পাপেরই আশ্রয় দেওয়া হয়। প্রজাগণের শত অপরাধ, শত দুর্ব্বলতা ক্ষমা করিয়া তাহাদিগকে চরিত্রবান করা রাজার উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। রাজধর্ম্ম রক্ষা করিতে গিয়া যদি রাজা স্বয়ং বিশেষ ক্লেশে পতিত হয়েন তাহা রাজার গ্রাহ্য করা উচিত নহে।

সীতাকে বিসর্জ্জন দিয়া রামচন্দ্র আপনার উপরে অতি কঠিন দণ্ড আনয়ন করিলেন। কিরূপে? বলিতেছি।

রাম জানিতেন সীতা রামগতপ্রাণা। সীতার নির্ম্মল চরিত্রে বিন্দুমাত্রও দোষ নাই ইহা রামের অজ্ঞাত ছিল না। ইহা জানিয়াও অগ্নি-পরীক্ষায় ইহা লঙ্কাতে দেখাইয়াছিলেন। লঙ্কাতে ইহা প্রদর্শন করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। কারণ রাবণ বধে যাঁহারা সহায়তা করিয়াছিলেন তাঁহাদের জানা উচিত যে তাঁহারা সতীর উদ্ধার করিয়া সূর্য্যবংশের কলঙ্ক প্রক্ষালন করিয়াছিলেন।

এক্ষেত্রে রামের মর্ম্মপীড়া কতদূর হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। যিনি কাহারও ক্লেশ দেখিতে পারেন না তিনি যখন প্রাণপ্রিয়া ভার্য্যাকে সম্পূর্ণ নিরপরাধিনী জানিয়াও—মূর্খ প্রজার মঙ্গলের জন্য—পরিত্যাগ করেন তখন তাঁহার যে কি হয় তাহা কি আবার বলিয়া দিতে হয়? তথাপি শ্রীভগবান্ নিজের উপরে কঠোর ন্যায় বিচার করিয়া প্রজাদের উপর করুণা দেখাইলেন ইহাতে ন্যায় বিচার ও করুণার সামঞ্জস্য করা হইল।

সীতা বিসর্জ্জনে জগজ্জননীর ত মর্ম্মন্তুদ যাতনা হইবারই কথা। দেবী সতী—তিনি কখন মনে মনেও পতির দোষ দেখেন না। সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি মা জানকী এই কার্য্যে রামের যে কোন দোষ হইতে পারে তাহা ভুলিয়াও মনে করিতে পারেন না। তিনি জানিতেন রাজধর্ম্মের অনুরোধে রাজা যাহা করিতেন তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র অন্যায় হইতে পারে না। এক্ষেত্রে সমস্তই সহ্য করা

কর্ত্তব্য। সীতাদেবী তাহাই করিয়াছিলেন; তথাপি রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেছেন শুনিয়া মা হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিতে পারেন নাই, বড়ই অস্থির হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাল্মীকি ভগবানের নিকট আসিতেছেন। অশ্রুজলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে, মা একবারে ঋষির সম্মুখে আসিতে পারিতেছেন না। বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া দেখিতেছেন বাল্মীকি ভগবান্ কি করিতেছেন। দেখিতেছেন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে ক্রোড়ে বসাইয়া ঋষি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে শিক্ষা দিতেছেন। দেখিতে দেখিতে শোকভার অতিশয় বাড়িয়া উঠিল। সীতা মনে মনে বলিতেছেন হায়! ইহারা রাজাধিরাজের পুত্র হইয়াও আজ বল্কল পরিয়া বনে বাস করিতেছে—এই হতভাগিনীর গর্ভে আসিয়া আজ ইহারা সমস্ত রাজসুখে বঞ্চিত। জননী শোকবেগ কথঞ্চিৎ সম্বরণ করিয়া ঋষির নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আলুথালু কেশ, পাগলিনীর বেশ। ভগবান্ বাল্মীকি জিজ্ঞাসা করিলেন মা তুমি কাঁদিতেছ? কেন মা কি হইয়াছে? সহানুভূতি পাইলে শোক আরও বাড়িয়া উঠে। জননী একটু স্থির হইয়া উত্তর দিলেন আমার ভাগ্য দেখিয়া আমি কাঁদিতেছি। বাবা আমি শুনিতেছি রাজা নাকি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেছেন?

হাঁ মা—আমারও নিমন্ত্রণ হইয়াছে! আমি কুশীলবকে সঙ্গে লইয়া যজ্ঞ দেখিতে যাইব। ইহাতে মা তোমার দুঃখের কারণ কি?

বাবা! আমি জানি সস্ত্রীক হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে হয়। রাজা কি আবার দারপরিগ্রহ করিয়াছেন?

না মা ইহা কি হয়? রাজা তোমারই সুবর্ণময়ী প্রতিমা বামে লইয়া যজ্ঞ করিতেছেন।

সীতা গললগ্নীকৃতবাসে ভগবান্ বাল্মীকিকে প্রণাম করিয়া পদধূলি মস্তকে ধারণ করিলেন। বলিলেন বাবা! আমার মত ভাগ্যবতী আর কে আছে? আমার স্বামী আমাকে এক ক্ষণের জন্যও বিস্মৃত হন নাই। করুণাবরুণালয় আমার জগন্নাথ কর্ত্তব্য পালনে বজ্রাদপি কঠিন হইলেও চিরদিন কুসুমের মত কোমল স্বভাব।

ভগবান্ বাল্মীকিও কাঁদিতেছেন। শেষে বলিলেন প্রজাগণকে পবিত্র করিবার জন্য তিনি প্রজাগণকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং জগতের সমক্ষে তোমার মহিমা দেখাইয়া জগৎবাসীকে দেখাইলেন তিনি তোমাকে **বিসর্জ্জন** করেন নাই, তোমাকে **প্রতিষ্ঠা** করিয়াছেন। সতী নিকটে না থাকিলেও চিরদিন স্বামীর অন্তরেই থাকেন। সকলে ধারণা করিতে না পারিলেও সাধু পুরুষেরা

জানেন ইহা **বিসর্জ্জন** নহে, ইহা **প্রতিষ্ঠা** আর এই ব্যাপারে শ্রীভগবানের উপযোগী কার্য্যই করা হইয়াছে। শ্রীভগবান্ নিষ্ঠুর নহেন—তাঁহার করুণার অন্ত নাই। এমন সামঞ্জস্য আর কে করিতে পারে?

প্রধান প্রধান দোষারোপের খণ্ডন দেখান হইল। এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষারোপ—যেমন ভরতের প্রতি রামের সন্দেহ, বনবাসে প্রাকৃত মানুষের মত স্ত্রীর নিকট দুঃখের কথা বলা, রামচন্দ্রের আত্মবিস্মৃতি ইত্যাদির কথা পুস্তক মধ্যে যথাস্থানে খণ্ডন করা হইয়াছে। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন নরনারায়ণ ঋষি ইহা দেখাইলে কি হইবে—তদাত্মানং সৃজাম্যহং—সম্ভবামি যুগে যুগে ইহাতে আবেশ বাদের কোন্ সমর্থন হইবে?

শ্রীদুর্গা, কালী, শিব, রাম, কৃষ্ণাদি আবেশের ভগবান্ নহেন, ইঁহারা "সর্ব্বদাই" ভগবান্। দেবতার কার্য্য সিদ্ধির জন্য দুর্গা কালী ইত্যাদি দশমহাবিদ্যার আবির্ভাব আবার জগতের পাপভার দূর করিবার জন্য, ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য, সাধুর পরিত্রাণ ও অসাধুর বিনাশ জন্য সর্ব্বশক্তিমান যিনি তিনি মূর্ত্তি গ্রহণ করেন—ইহাই আমরা শাস্ত্রে দেখি এবং বিশ্বাসও করি। তাই রামকৃষ্ণাদির ধ্যানে, জপে, মানুষ নির্ম্মল হয়, ভবসাগর পারে যায়।

সদা সন্তুষ্ট মনে।

থাকিবে সদা সন্তুষ্ট মনে?

তাহাই ত চাই। কিন্তু কি করিয়া থাকিব?

অতি সহজ।

অতি সহজ?

হাঁ—সন্তোষ সঙ্গেই জাত বলিয়া সহ-জ। আত্মাকে (আপনাকে) আত্মা বলিয়া জান সদা সন্তুষ্ট হইয়া যাইবে।

আত্মাকে আত্মা বলিয়া জানার লক্ষণ কি?

কোন প্রকার শোক না করা। আমি যখন কোন কিছুর জন্য শোক করি তখন আত্মা ছাড়িয়া দিয়া অন্য কিছু হইয়া যাই তাই শোক হয়। গীতা শাস্ত্রের বীজ শ্রীভগবান্ যখন দেখাইতেছেন তখন তিনি অর্জ্জুনকে প্রথমেই ধরিয়া দিতেছেন—"অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং" অশোচ্য বিষয়ে শোক করিলেই বুঝিতে হইবে আত্মাতে না থাকিয়া অনাত্মাতে অবস্থান করিতেছ।

একমাত্র আত্মাতেই শোক নাই—যাহা আত্মা নয়—যাহা অনাত্মা তাহাই ভ্রম হইতে জাত। যেখানে যত ভ্রম সেখানে তত শোক। আত্মাকে আত্মাভাবে না দেখাই প্রথম ভ্রম।

ভ্রম যাইবে কিরূপে?

আত্মাকে আত্মাভাবে জান, জানিয়া সর্ব্বদা মনে রাখ আমি আত্মা। আমি আত্মা—তাই আমি নিঃসঙ্গ। কাহারও সঙ্গই আমার হয় না—তবে শোক কোথা হইতে আসিবে?

শুনিলেই ত বুঝিতে পারি ঠিক কথা—কিন্তু কার্য্যকালে ইহা ভুলিয়া গিয়া শোকও ত করি।

ভ্রম বা ভুলিয়া যাওয়াইত শোকের কারণ।

ভুল না হয়—ইহার জন্য কি করিব?

পুনঃ পুনঃ অভ্যাস কর। প্রথমে শ্রবণ কর—আত্মা পূর্ণ, আত্মার কোন অভাব নাই, আত্মার কোন আশঙ্কা নাই, আত্মার জনন মরণ নাই, আত্মার ক্ষুধা পিপাসা নাই, আত্মার শোক মোহ নাই। আত্মাকে খণ্ড করিতেও কেহ নাই। আত্মা অখণ্ড বলিয়াই পূর্ণ। পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ আনন্দ যিনি সেখানে অসন্তোষ থাকিবে কিরূপে?

আহা! শুনিলেও প্রাণ জুড়াইয়া যায়।

কেন যায় জান? আত্মাভাবে থাকিতে ত পার না তবুও শ্রবণ মাত্র প্রাণ জুড়ায় কেন বলিতে পার?

কেন বল না?

ইহাই পূর্ণ সত্য। সত্যের মহিমাই এই যে শুনিবা মাত্র ভরিত করিয়া দেয়।

তবে ইহাই অভ্যাস করিয়া ফেল। ইহাই অভ্যাসের জন্য জীবন ধরিয়া পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর। একান্তে যখন থাক তখন যাহা শ্রবণ করিয়াছ তাহার মনন কর, করিয়া ধ্যান কর, আবার ব্যবহারিক জগতে তাহাই সর্ব্বত্র স্মরণ কর।

শুনিতেছি ত কতকাল ধরিয়া—কিন্তু অগ্রসর হইতে পারি না কেন?

কারণ আছে। ভুল জন্মায় যে তাহাকে ধর, ধরিয়া তাহাকে আজ্ঞা পালন করাও, করিলে ইহা শুদ্ধ হইবে। তবে শ্রবণ মনন ঠিক হইবে।

কি করিতে বলিতেছ?

বলিতেছি—প্রবৃত্তি মনকে নিবৃত্তি মনের কথা শুনাও। ইহাই আজ্ঞা পালন। এই আজ্ঞা পালন করিয়া প্রতিদিন শ্রবণ মনন করিতে থাক। হইবেই।

ভাল হইবার কথা।

ভাল হইতে কে না চায়? অতিশয় পতিতও যে সেও ভাল হইতে চায়, ভাল হইতে পারে যদি কেহ উপদেশ দিয়া তাহার প্রাণ গলাইয়া দিতে পারে, যদি উপদেশ প্রাণস্পর্শী হয়।

কাহাকেও না ভজিলে ভাল হওয়া যায় না। মানুষ অনেক কিছুর ভজনা করে, করিয়া বুঝিতে পারে যাহাকে তাহাকে ভজিলে দুঃখই বাড়িয়া যায়। তখন মানুষ ঠকিয়া শিখে।

শরীর ভোগের জন্য যদি কাহাকেও ভজ তবে দুঃখই পাইবে। ভাল করিয়া যদি দেখ, দেখিবে স্থূল শরীরটা মূলে কিন্তু সূক্ষ্ম মনই। মনটা শরীর হইয়াই অথবা শরীরময় হইয়াই ভোগ করিতে চায়। মনটা ইন্দ্রিয় সকলের রাজা। মন যাহা সঙ্কল্প করে, মনের অধীন ইন্দ্রিয় সকল তাহাই আহরণ করিবার জন্য হস্তপদাদিকে সেই দিকে ছুটায়।

আমি যদি মনই হইয়াই থাকি তবে মনের কার্য্যই আমার কার্য্য, শরীরের ভোগই আমার তৃপ্তি জন্য। কারণ তখন দেহটাই আমি হইয়া গিয়াছি। দেহকে বিলাইয়া নর নারী কেবল দুঃখ ভোগ করে। সুখের জন্য এই একদিকে ছুটিল, সুখ ভোগ করিল—ভোগ অন্তে দেখিল আহা! এটা ত চাই না। এটা ত সুখ নয়—এইরূপ ক্ষণিক লইয়া ত থাকিতে চাই না। ইহাতে শান্তি কৈ? ইহাতে স্থির শান্ত ত হওয়া যায় না—ক্ষণকালের জন্য মাতাইয়া রাখিলেও ইহা যে অবসাদ আনে তাহাতে অতিশয় ক্লেশ হয়।

সংসারের যাহা কিছু ভোগ কর তাহাতেই ক্লেশ। তাই মানুষ ঠকিয়া ঠকিয়া বুঝিতে পারে শরীর ভোগের জন্য চেষ্টা করিয়া করিয়া সব নষ্ট করিলাম, আমার ভাল হওয়া হয় নাই। আমার ভজিবার বস্তু ঠিক হয় নাই।

তবে কাহাকে ভজিলে ভাল হওয়া যায়?

মনে পড়ে কাহারা কবে কাহাকে এই তিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? আর তাহাদের কি উত্তর পাইয়াছিলেন?

১। ভজিলেই ভজে—ইহারা কি রকম মানুষ ?

২। না ভজিলেও ভজে—ইহারা কিরূপ ?

৩। অতিশয় ভজিলেও ভজে না—ইহাই বা কিরূপ ?

এই তিন প্রশ্নের উত্তর হইতেছে (১) ভজিলেই ভজা—এটা স্বার্থসিদ্ধির জন্য। তুমি ভালবাস আমিও ভালবাসিব। এ ভালবাসাটা পরস্পরের স্বার্থের জন্য। স্বার্থ ভোগ হইলেই ইহা ফুরাইয়া যায়। আবার স্বার্থ জাগিলে আবার হয় আবার স্বার্থ সাধনে যায়। এটা কাম।

২। না ভজিলেও ভজা—যেমন পিতামাতার ভালবাসা সন্তানের প্রতি অথবা সাধুগণের ভালবাসা দুঃখীর প্রতি। সন্তান ভালবাসে না তবু পিতামাতা সন্তানকে সুখী করিবার জন্য কতই করেন। পাপী দুঃখী সৎসঙ্গ করিতে চায় না তবুও সাধু কত করেন দুঃখীর দুঃখ দূর করিবার জন্য। একজন চায় না অন্য জন তথাপি তার পাছে পাছে ফিরেন।

৩। অতিশয় ভজিলেও ভজে না—ইহা শ্রীভগবানের। ইহাই যথার্থ প্রেম। যিনি পূর্ণ তিনি আবার ভজিবেন কাহাকে ? ইহাঁকে অত্যন্ত ভাল যে বাসে তিনি জানেন আমাকে ছাড়িতে ইহারা কখনও পারিবে না। তাই তিনি অনুরাগ আরও প্রবল করিয়া পূর্ণ করিয়া দিবার জন্য গোপনে গোপনে কত কি করেন—দেখা দেন না। আত্মস্বরূপে স্থিতি পাওয়াইবার জন্যই তিনি এইরূপ করেন।

শ্রবণ মননের সঙ্গে এবং আজ্ঞা পালনের সঙ্গে সঙ্গে কোন সরস ভাবনার কথা বলিতে পার ?

হাঁ—পারিব না কেন ?

বল না।

আচ্ছা ! দেখ এই যে জগৎটা দাঁড়াইয়া আছে—নির্জ্জন প্রান্তরে একা দণ্ডায়মান হইয়া দেখিতে থাক উপরে অনন্ত আকাশ আর পদতলে বিপুলা পৃথ্বী—এই যে বিরাট জগৎটা দাঁড়াইয়া আছে—ইহার কোলে কোলে কে দাঁড়াইয়া আছে কখন ভাবনা কর কি ?

তোমার দেহে যেমন অনন্ত কোটি জীব বিচরণ করিতেছে অথচ জীবসমূহ যেন কিসে ঢাকা—সেইরূপ বিরাট দেহেও সমস্ত জীব বিচরণ করিতেছে। এই বিরাট দেহের মস্তক স্বর্গদেশে, সূর্য্য ইঁহার চক্ষু, আকাশ ইঁহার নাভিদেশ, পৃথিবী

পদতল—এইভাবে কখন কি সেই বিরাট পুরুষকে ভাবনা করিয়াছ?

করিবার সহজ কোন উপায় আছে?

আছে। শ্রবণ কর। তোমার সম্মুখে এই যে মূর্ত্তি তাঁহাকে বিরাটরূপে ভাবনা কর। এই ভাবনা যখন পারিতেছ তখন বিরাট পুরুষকে হিরণ্যগর্ভ পুরুষরূপে ভাবনা কর। অর্থাৎ বিরাটরূপ হইতে নাম রূপ ভুলিয়া শুধু বিরাটের কোলে কোলে যে আত্মাপুরুষ দাঁড়াইয়া আছেন—নামরূপ ভুলিয়া শুধু তাঁহাকে সৎরূপে—আছেন রূপে ভাবনা কর। তব নিঃশ্বসিতং বেদাস্তব স্বেদোঽখিলং জগৎ, বিশ্বভূতানি তে পাদঃ—ইত্যাদি শ্লোকগুলি মনে মনে উচ্চারণ কর।

আবার দেখ উপরে অপার পর্য্যন্ত নভঃ আর নিম্নে পৃথিবীমণ্ডল—আকাশ ও পৃথিবী ছোয়াছুঁয়ি করিয়া যেন কি করিতেছে। তুমি যাঁহাকে ভাবনা কর—সেই তোমার ইষ্ট দেবতা এই বিরাটরূপে দাঁড়াইয়া। পৃথিবী হইতে উপরের ঘন নীল শূন্যময় স্থান—এই অন্তরীক্ষ মণ্ডল ইহাঁর নাভিদেশ। কিছুক্ষণ ভাবিয়া মনে মনে অনুভব করিতে চেষ্টা কর—তোমার ইষ্টদেবতা বিরাট হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তোমার নিজের দেহ যেমন তোমার পাদদেশের রক্তবিন্দুতে যে জীব খেলা করিতেছে তাহার কাছে বিরাট সেইরূপ যে পুরুষকে তুমি ভাবিতেছ যাহার মধ্যে তুমি—সেই পুরুষও ত বিরাট পুরুষ।

ক্ষণকালের জন্য রস আনিতে পারে কিন্তু ইহা স্থায়ী হয় না কেন?

মনটা অশুদ্ধ বলিয়া ইহা নিতান্ত চঞ্চল তাই স্থায়ী হয় না। এটাকেও শুদ্ধ করিতে হইবে। সেই জন্য ঐ পুরুষের সন্তোষের জন্য কর্ম্ম করিতে হইবে। আবার যা তা আহার করিলে—যেখানে সেখানে আহার করিলেও এই শুদ্ধতা আসিবে না।

তবেই ত সবই করিতে হয়। আহারে শুদ্ধতা, আচার রক্ষা, নিত্য কর্ম্ম, ইত্যাদিও করিতে হইবে সঙ্গে সঙ্গে ঐরূপ ভাবনাও করিতে হইবে। একান্তে বা ব্যবহারিক জগতে ঈশ্বরকে লইয়া থাকিতে অভ্যাস কর তিনিই তোমার সব করিয়া দিবেন।

"আমিই তুমি" ইহা যদি স্থায়ী করিতে না পার তবে "আমি তোমার" হইয়া যাও। সেইজন্য তাহার আজ্ঞাগুলি বেদমুখে শাস্ত্র মুখে গুরু মুখে জান—জানিয়া তাঁহাকে ভাবিয়া ভাবিয়া পালন করিয়া যাও নিশ্চয়ই হইবে।

নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে !

মা, বড় দুঃসময় পড়িয়াছে। কলির প্রভাব এত বাড়িয়াছে যে সনাতন ধর্ম্ম বুঝি আর টিকিতে পারিতেছে না। "ধর্ম্মময়" মহাদ্রুমের মূল 'কৃষ্ণ' অর্থাৎ ভগবান্ বা ভগবতী মা তুমি ! 'ব্রহ্ম' অর্থাৎ বেদ এবং তন্মূলক স্মৃতি ইত্যাদি। এবং 'ব্রাহ্মণ' যাঁহারা তোমার পূজা করিবার অধিকারী—বেদ স্মৃতি প্রভৃতির অনুশীলন পূর্ব্বক শাস্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যাকারী। * সেই মূলেই এখন আঘাত পড়িতেছে।

প্রথমতঃ মা তোমারই কথা ধরা যাউক। দেবী মাহাত্ম্যে আছে—"যা দেবী সর্ব্বভুতেষু 'জাতি' রূপেণ সংস্থিতা"—এই মাতা স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী এবং জন্মভূমি উভয়এই প্রযোজ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র তাই 'বন্দে মাতরম্' স্তোত্রে তোমাকেই দেশ-মাতৃকার স্বরূপ বলিয়া "ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ ধারিণী" এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন।

তোমার পূজা উপলক্ষে ঐ যে সপ্তশতী (চণ্ডী) পাঠের ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহাতে দুর্গত জাতি কিরূপে উদ্ধার পাইবে তাহা দেবগণের ব্যাপার ব্যপদেশে উপদিষ্ট হইয়াছে। আজকাল ভ্রমান্ধ নব্য বাঙ্গালী ঐ পথ দেখিতেছে না ; নূতন এক দেশ "মাতৃকার" কল্পনা করিয়া উদ্ভট রীতিতে তাহার পূজা করিতেছে। আবার নূতন নূতন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইতেছে—যাহারা তোমার মূর্ত্তি সরাইয়া উহাদের আবিষ্কৃত "অবতার" বিশেষের চিত্রপট তৎস্থলে সংস্থান করিয়া পূজা করিতেছে।

দ্বিতীয়তঃ শাস্ত্রের কথা ; এখনকার অভিনব শিক্ষিতেরা প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রে ভক্তি বিশ্বাস মোটেই পরিপোষণ করে না। উহারা যে ধর্ম্মহীন শিক্ষা পাইয়াছে তাহাতে আপ্ত বাক্যে বিশ্বাস হারাইয়া ভিতরে ভিতরে নাস্তিকতাই অবলম্বন করিতেছে। তবে মুখে শাস্ত্রের দুএকটা বোলচাল যে প্রকটিত করে সে কেবল লোক ভুলাইবার জন্য ; বরং উহাদের মতের মিল যেখানে দেখিবে শাস্ত্রের সেই বচনটি আওড়াইয়া থাকে—সমন্বয়ের দিকে মোটেই লক্ষ্য নাই।

তৃতীয়তঃ (এবং প্রধানতঃ) ব্রাহ্মণের কথা। মা, যে ব্রাহ্মণ তপঃ প্রভাবে

* "—ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ * * * মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ।"

আকর্ষণ করিয়া আনিয়া তোমাকে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করাইয়া কৃতার্থ হইয়াছে, যে ব্রাহ্মণের ভক্তিতে পরিতুষ্টা হইয়া তুমি নূতন নাম ("কাত্যায়নী") গ্রহণ করিয়া আজিও পূজা লাভ করিয়াছ—সেই ব্রাহ্মণের বিড়ম্বনার কথা আর কি বলিব? বাল্যে গ্রামদেশে প্রবচন শুনিয়াছিলাম—"কলির বামুন ঢোড়া সাপ—যে না মারে তারই পাপ।" এই বচন এখন অাঁখরে অাঁখরে সত্য হইতেছে। ব্রাহ্মণ বিদ্বেষ এখন তদিতর বর্ণের মজ্জাগত হইয়া পড়িতেছে।

"যত নষ্টের মূল ঐ বামুন বেটারা।" ইহাই এখন যত্র তত্র শুনিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণের অপরাধ এই যে তাঁহারা শাস্ত্র রক্ষা, আচার রক্ষা, পদ্ধতি রক্ষা ইত্যাদি করিয়া আসিতেছে; বাবুরা যে তালে নাচিবেন, তাহাতে নৃত্য না করিয়া বাধা দিতেছে; বলিতেছে—"ওরে ভাইসব, পিতৃপিতামহের পথে চল—'যেন গচ্ছন্ ন রিষ্যতে'—নচেৎ শেষে পস্তাইতে হইবে" ইত্যাদি। বাবুরা যা-তা খাইবেন, যাদৃশী অভিরুচি চলিবেন—আর পেছনে থাকিয়া ঐ বামুনের দল টিক্ টিক্ করিতে থাকিবে বলিবে "ওসব খাইতে নাই ওসব ছুঁইতে নাই" ইত্যাদি। এত সব নব্য বাবুদের সহিবে কেন? তাঁহারা ভাবেন ঐ সব বাধা ভাঙ্গিতে পারিলেই সমাজের উন্নতি জাতির উন্নতি—দেশের উন্নতি। এই তো অবস্থা।

মা ব্যাপার দেখিয়া তো মনে হয় সমাজে এত দ্রুত ভাঙ্গন ধরিয়াছে যে আমাদের পরবর্ত্তী পুরুষেই হিন্দুর যা কিছু বিশিষ্টতা সমস্তই লোপ পাইবে। মা, তুমি কৃষ্ণ মূর্ত্তিতে বলিয়াছিলে—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

আবার সেই কথাই দেবী মূর্ত্তিতে বলিয়াছ—

"ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরি সংক্ষয়ম্॥"

তাই মা কাতরস্বরে বলিতেছি—আইস—এরূপ ধর্ম্মের গ্লানি—অধর্ম্মের অভ্যুত্থান—কোনও যুগেই আর হয় নাই। এই বাধা 'দানবোত্থা' না হইলেও যে 'আসুর-প্রকৃতিক-মানবোত্থা' সেই বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বিলাতী বিদ্যার বিষে আকণ্ঠ পরিপূর্ণ হইয়া ইহারা শাস্ত্রাচারের প্রতিকূল দুর্নীতি প্রচার করিতেছে। আর গড্ডালিকা প্রবাহের ন্যায় নব্য শিক্ষিত বাবুরা ইহাদের বর্ত্মানুবর্ত্তন করিতেছে।

কেহ বা সাকার উপাসনার নিন্দা করিয়া একমাত্র নিরাকার উপাসনারই

প্রচার করিতেছে। "নিরাকারের উপাসনা হয় কিরূপে?" এই প্রশ্ন করিলে বলে "কেন, খ্রীষ্টানরা মুসলমানরা ইহুদিরা এরাতো নিরাকারেরই উপাসনা করিতেছে, তোমরাও তাই কর।" মা তোমাদের এই লীলা-ক্ষেত্র পবিত্র ভারত ভূমিতে জন্ম পরিগ্রহণ করিয়াও ইহারা বিবেকান্ধ হইয়া বুঝিল না যে এই সগুণ ব্রহ্মের সাকার উপাসনাই ভারতের একটা বৈশিষ্ট্য—এখানে সাধকের ইহাই চরম সিদ্ধি যে তাঁহার সমস্ত বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য তোমরা অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার সমক্ষে প্রকট মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া থাক।

কেহ বা অনধিকারী হইলেও দম্ভ বশতঃ সন্ন্যাসী সাজিয়া বলে "খাদ্যাখাদ্য" "স্পৃশ্যাস্পৃশ্য" বিচার তুলিয়া দেও—ধর্ম্মের সঙ্গে আহারের সম্পর্ক কি? ব্রাহ্মণে চণ্ডালে প্রভেদ কি? ইত্যাদি। আর নব্য যুবকেরা স্কুল কলেজে ধর্ম্মহীন বিলাতী শিক্ষা পাইয়া বিলাতী আচার ব্যবহারকেই আদর্শ মনে করিয়া এই সব প্রচারকের অশাস্ত্রীয় বাণীকে ঐ আদর্শানুযায়ী দেখিয়া বেদবাক্য স্বরূপ মনে করিয়া যত্র তত্র যা' তা' খাইতেছে। চা—খানা,রেষ্টুরেণ্ট, হোটেল প্রভৃতিতে গিয়া রসনারতৃপ্তি সাধন করিতেছে,—তার ফলে শতকরা ৬০ জন যুবককে কৃচ্ছ্রসাধ্য রোগের বীজাণু-ক্রান্ত হইতে দেখা যাইতেছে। তাদৃশ কোনও উপদেষ্টা আবার এমনও বলিয়া গিয়াছেন—"জড়তা পরিহার কর—বুদ্ধি খাটাইয়া একটা কিছু কর---না হয় বড় দরের একটা চুরি ডাকাইতি কর" এইরূপ উপদেশের ফলও দেখা যাইতেছে—উদাহরণ ন্যাশনেল বেঙ্কের পরিণাম!

কেহ বা গল্প-লেখক রূপে সাহিত্য প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া বিলাতী ভাব চিত্তাকর্ষক রূপে চিত্রিত করিয়া নারীজাতিকে ক্ষেপাইয়া তুলিতেছে। মা, তুমি দক্ষসুতা রূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়া নারী জাতির সমক্ষে যে আদর্শ ধরিয়া দিয়াছ সেই "সতী"ধর্ম্মই একনিষ্ঠ পাতিব্রত্য—নাকি কিছুই নয়; তাই স্বামীর জ্ঞাতসারে পরোপভুক্তা হইয়াও নারী অবাধে সাদরে পতি কর্ত্তৃক গৃহীত হইতেছে—এসব চিত্র যে সকল লেখক প্রদর্শন করিতেছে তাহাদিগকে নব্যেরা অভিনন্দন করিতেছে।

কেহবা রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতিতে যে সকল আদর্শ চরিত্র সমাজ হিতার্থে লোক সমাজে প্রদর্শিত হইয়াছে সেই সকলকে এমন কি ভগবান্ রামচন্দ্রের চরিত্রকেও স্বকৃত নাটকে মলিন ভাবে চিত্রিত করিতেছে, আর

সেই সকল নাটকের অভিনয় দেখিয়া নব্য বাবুর দল হাততালি দিয়া লেখককে উৎসাহিত করিতেছে।

আবার কেহবা বিধবা বিবাহের ও যুবতী বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া বাহবা পাইতেছে। কেহবা সমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলনার্থ আইন পাশ করাইয়া নব্য বাবুদের ধন্যবাদার্হ হইতেছে।

মা, সমাজের ঘোর বিপ্লবের কথা আর কি বলিব! যার যা ইচ্ছা করিতেছে; বৈদ্য ব্রাহ্মণ; কায়স্থ ক্ষত্রিয়; সাহা বৈশ্য সাজিতেছে; নিম্নতর জাতীয়েরা উচ্চতর জাতির অন্তর্ভুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে যদিও আচারানুষ্ঠানের বিষয়ে সকলেই ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেছে। মা, সমাজ এতই শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে যে প্রকাশ্যে যাদৃচ্ছিক আচরণ করিলেও সমাজের শাসন করিবার ক্ষমতা আর নাই। বিলাতফেরতা অবাধে সমাজে চলিতেছে। কে কার খবরই বা রাখে। আবার শূদ্রাদি সন্ন্যাসী বা গুরু সাজিয়া ব্রাহ্মণকে মন্ত্র দিতেছে—আর শুনিতেছি নিম্নবর্ণকে দীক্ষা দিয়া "দৈক্ষ্য" ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিতেছে।

"গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকম্"—এখন আবার "শুদ্ধি" আন্দোলন চলিয়াছে। পূর্ব্বে বৈষ্ণব গোস্বামীরা মণিপুরী কাছাড়ী প্রভৃতিকে দীক্ষা দিয়া হিন্দুধর্ম্মের গণ্ডীভুক্ত করিয়া একএকটী পৃথক জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন, তথাপি বর্ণাশ্রম ভুক্ত করেন নাই;—উহারা প্রায়শঃ ক্ষত্রিয়সম্মন্য হইলেও স্বতন্ত্র রহিয়াছে। আর এখন মুসলমান খ্রীষ্টান্ পাহাড়ী বিলাতী, সবাইকে "শুদ্ধির" ছিটাদিয়া যে কোনও বর্ণের অন্তর্ভুক্ত করা হইতেছে! বলা হইতেছে ইহাতে নাকি হিন্দুর শক্তি বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু মা, ইহারা এতই মোহান্ধ যে দেখিতেছেনা ইহার দ্বারা সমগ্র হিন্দুসমাজ ক্রমশঃ 'অহিন্দু' হইয়া যাইতেছে। দেখিতেছেনা, যে হিন্দুর যা কিছু বৈশিষ্ট্য সমস্ত লোপ পাইবার পথে পড়িয়াছে। পূর্ব্বে মুসলমানদের আমলে যদি দৈবাৎ, এমনকি অত্যাচার বশতঃ, কেহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ করিত, সমাজ উহাকে বর্জ্জন করিয়া আপন পবিত্রতা বজায় রাখিয়াছিল। পাঁচশত বৎসরেও তাই হিন্দু সমাজের শক্তি অব্যাহত ছিল। "অসৎ কর্ম্মের বিপরীত ফল" এখনই দেখা যাইতেছে; হিন্দু-মুসলমানে তাই এমন বিরোধ বাধিয়াছে যে মুসলমানী আমলেও ঐরূপটা দেখা যায় নাই।

তাই মা, বড়ই ব্যাকুল চিত্তে কাতরকণ্ঠে তোমায় ডাকিতেছি, রক্ষাকর, রক্ষাকর, এই আসুর ভাবের উপশম যাতে হয় সত্বর তাহার বিধান কর।

মহিষাসুর বা শুম্ভনিশুম্ভ বধের জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছিলে, কিন্তু মা বর্ত্তমান ব্যাপার তাদৃশ নহে—অস্ত্র শস্ত্রের কোনও প্রয়োজন নাই। বরং ব্রহ্মাকে মধুকৈটভ উপক্রুত করিলে যেমন তুমি যুগান্ত-প্রসুপ্ত নারায়ণের দেহ হইতে অপসৃত হইয়া তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলে, সেইরূপ অন্ত্যযুগের (কলির) প্রভাবে মোহনিদ্রাভিভূত বিরাট সমাজ শরীর হইতে মোহরূপা মা তোমার ঐ অচেতন ভাব দূরীভূত করিয়া উহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া দাও—যেন ঐ মোহাবরণ-শূন্য চক্ষুতে প্রকৃত পথ দেখিতে পায়। মা—

অপারে মহাদুস্তরেঽত্যন্ত ঘোরে
বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাম্
ত্বমেকাগতি দেবি নিস্তার নৌকা
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

মা দুর্গা

প্রত্যক্ষ উপাসনা।

শ্রবণায়াপি বহুভির্যোন লভ্যঃ।
শৃন্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ॥

ভক্তবৎসল ভগবানের কথা যে শুনিবে এমন ভাগ্যই অনেকের হয় না। আবার শুনিয়াও অনেকে তাঁহাকে বুঝেনা।

শোনার জন্যও ভাগ্য চাই সাধনা চাই।

"আশ্চর্য্যোবক্তা-কুশলোঽস্য লব্ধা"

সত্য যিনি বলেন তিনি যেমন আশ্চর্য্য, যিনি তাহা গ্রহণ করেন তিনিও তদ্রূপ কুশলী হওয়া দরকার। কুশলী হইতে হইলে প্রথম চাই চিত্তশুদ্ধি, দ্বিতীয় আত্মসমর্পণ।

জনসাধারণের ধারণা ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান বৈকুণ্ঠ, গোলক ও কৈলাস

প্রভৃতি অলক্ষ্যধামে অবস্থান করেন। সাধকের একান্ত ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তিনি স্বধাম হইতে মর্ত্ত্যধামে অবতরণ করেন, আর সাধক চর্ম্মচক্ষে তাঁহার নয়নাভিরাম রূপ মাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া নয়ন চরিতার্থ করেন। এরূপ ধারণা লইয়া সাধনা আরম্ভ করিলে সাধনজগতে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হওয়া যায় না। প্রত্যক্ষতাই সাধনার প্রাণ। উপাস্যের সমীপে আপন পরিগ্রহের নামই উপাসনা। আমি আমার ইষ্টের সমীপে অবস্থান করিতেছি। আত্মারূপে ভগবান আমার হৃদয় মধ্যেই বিদ্যমান। আমি তাঁহাকে অজ্ঞান বলিয়া দেখিতে না পাইলেও, তিনি আমার কার্য্যকলাপ সমুদয়ই দেখিতেছেন। আমি তাঁহারই সন্তান, আমি তাঁহারই প্রতিরূপ। তাঁহার সহিত অভিন্নভাবে মিলিত হওয়াই আমার উপাসনার উদ্দেশ্য। এরূপ ধারণা ও বিশ্বাস লইয়া সাধনা আরম্ভ করিলে সত্বরই সাধকের জীবত্ব ঘুচিয়া শিবত্ব লাভ হয়। "যত্র জীব তত্র শিব।" আমরা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। যা কিছু কল্যাণ, যা কিছু আনন্দ সবই আমাদের নিজের মধ্যে। আমরা নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বলিয়াই সতত অভাব ও অশান্তি অনুভব করি।

অবোধ শিশু যেমন মাকে না দেখিয়া আকুল হইয়া কেবল 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকে, কেবল 'মা' 'মা' ব'লে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মায়ের মনে মমতা জাগাইয়া তাঁহাকে কাছে আনে, প্রপন্ন হইয়া শিশুর মতন তেমনি সরলপ্রাণে মা ব'লে ডাকিলেই স্বীয় হৃদয় মধ্যেই ভগবানের দর্শন মিলে।

বেদপাঠে, মেধাগুণে কিংবা শাস্ত্রজ্ঞানে,
আত্মাকে লভিতে কেহ পারেনা কখনে।
আপনি বরেণ যারে
সেই বুঝিবারে পারে
আপন স্বরূপ নাহি করিলে জ্ঞাপন,
বুঝিতে আত্মায় নাহি পারে কোনজন।

বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিলে, প্রাণে প্রাণে ভগবানকে চাহিলে, আমি তোমার হইলাম বলিয়া তাঁহার শরণাগত হইলে, তিনি আত্ম-সমর্পণকারীকে অভয় দান করেন, ইহা যে ভগবানের ব্রত।

সকৃদপি প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥

প্রত্যক্ষ উপাসনার প্রথম সোপান :—

তস্যৈবাহম্—আমি তাঁরই।

আবাহন মন্ত্রাবলী

১। মাগো! পতিত সন্তানে ডাকে পতিত পাবনী মাকে।

২। হৃদয়ের নীচবৃত্তি করে দে মা দূর
আমি 'মা' 'মা' করে ডেকে তোরে দিব আনন্দ প্রচুর।

৩। আমায় ডাক্‌তে দেগো 'মা' 'মা' ব'লে
আমায় কাঁদতে দেগো মা মা বলে
তোর ইচ্ছা যায় মা করিস কোলে।

৪। আমার প্রাণে দেমা বল,
আমি প্রেমে গলে 'মা' 'মা' ব'লে ডাকি অবিরল।

৫। কোথা প্রেমময়ী জননী আমার
ডাকি যে মা তোরে কোলে নিতে মোরে
আয় একবার।

প্রত্যক্ষ উপাসনার দ্বিতীয় সোপান :—

তবৈবাহম্—আমি তোমারই।

১। আমি মা তোমারই ছেলে তোমারি আশ্রিত
ইচ্ছাময়ি! ইচ্ছামত করগো গঠিত।

২। আমি মা তোমারি ছেলে তোমারি সন্তান,
মম হৃদাসনে মাগো কর অধিষ্ঠান।

৩। আমি দিয়েছি জীবনের ভার শ্রীচরণে মা তোমার
প্রেমময়ী মা আমার।

৪। আমি ডাকি 'মা' 'ম' বলে
কোলে নেমা ছেলে।

৫। দয়াময়ী ব্রহ্মময়ী চিন্ময়ী চৈতন্যময়ী
প্রেমময়ী মা আমার
মা মোর আনন্দময়ী মা আমার।

প্রত্যক্ষ উপাসনার তৃতীয় সোপান :—

ত্বমেবাহম্—আমি তুমিই।

১। আমি মা তোমারি ছেলে ডাকি তোমা 'মা' 'মা' বলে
স্বরূপে প্রকাশ হও হৃদয়কমলে।

২। যেওনা যেওনা দূরে থাক হৃদাসন জুড়ে
দয়াময়ী প্রেমময়ী জননী আমার।

৩। "যত্র জীব তত্র শিব" শুনি মা শ্রবণে
প্রত্যক্ষ করাও তব প্রপন্ন সন্তানে।

৪। আমি যেখানে মা থাকি তব বুকে রই,
তুমি পরমাত্মা নহি তোমা বই।
তুমি ছাড়া কোথা আমার আমিত্ব?
তুমি আমি "এক" এই সার তত্ত্ব।

৫। মা তুমিই আমি মা আমিই তুমি।

স্বরূপ ধ্যান।

১। আমিই প্রজ্ঞানানন্দ ব্রহ্ম
আমিই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম।

২। আমি অজর অমর চিন্ময় আত্মা।
আমিই পরমাত্মা।

৩। আমি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা।
আমিই পরমাত্মা।

৪। আমিই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম।
আমিই সচ্চিদানন্দ শিব।
আমিই সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ।
আমিই সচ্চিদানন্দ রাম।

৫। আমিই সত্য শিব সুন্দর।
আমিই শান্ত শিব অদ্বৈত।
আমিই সত্য জ্ঞান অনন্ত।

শ্রীমোহিনী মোহন বসু
গ্রাহক নং ৫৪০
জগদম্বা-তপোবন
পোঃ বারদী ঢাকা।

বিধবার পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ক সম্ভাষণ।

৺ভার্গব শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

শব্দ বা বেদকে প্রতিভার মূল বলিবার কারণ কি ?

জিজ্ঞাসু ইন্দুভূষণ—'প্রতিভা' সম্বন্ধে যাহা শুনিলাম, তাহা হইতে ধারণা হইয়াছে, 'প্রতিভা', ভাবনা বা সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত (Existing in potential stage) পূর্ব্বকর্ম্ম সংস্কার। অণু সমূহের নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সন্নিবেশিত হইবার যোগ্যতা যদি পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে সংঘর্ষণ বা স্পন্দনের (Friction and motion) কোনই কার্য্যকারিতা থাকিত না। অতএব যাহা সূক্ষ্মভাবে, যোগ্যতা বা শক্তিরূপে বিদ্যমান থাকে, তাহাই প্রকটিত হয়, সূক্ষ্ম বা যোগ্যতারূপে যাহা বিদ্যমান নাই, তাহার অভিব্যক্তি হয় না। অণু সমূহের পরস্পর সংযোগ বিভাগ প্রক্রিয়াতে প্রবৃত্তি শক্তি, সংস্থান শক্তিকে অভিভব পূর্ব্বক উঁহাদিগকে অন্তরূপে সন্নিবেশিত হইতে প্রবর্ত্তিত করে। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, অণু সমূহের নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সন্নিবেশিত হইবার যোগ্যতা উঁহাদের মধ্যে অব্যপদেশ্য বা সূক্ষ্মাকারে পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান থাকে। অণুসমূহের নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সন্নিবেশিত হইবার সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান যোগ্যতাকে উঁহাদের "প্রতিভা" বলা যাইতে পারে। আমার এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, ভাবনানুগত আগম, শব্দ বা বেদকে যথোক্ত লক্ষণ প্রতিভার মূল বলা হইয়াছে কেন? 'ভাবনানুগত আগম,' 'শব্দ' বা 'বেদ' বলিতে এই স্থলে কি বুঝিব ?

বক্তা—'শব্দ বা বেদ হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে বিশ্বজগৎ শব্দের পরিণাম' এই কথা তোমরা বহুবার শুনিয়াছ, সন্দেহ নাই। এই কথা শুনিয়া তোমাদের কি ধারণা হইয়াছে ? শব্দ বা বেদ হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, এই স্থলে শব্দ বা বেদ বলিতে তোমরা কি বুঝিয়াছ ?

জিজ্ঞাসু নন্দকিশোর—বাবা! শব্দ বা বেদ হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, দেবতারাও শব্দ বা বেদ প্রসূত বেদান্তদর্শনে এই কথা আছে, কিন্তু আমি অদ্যাপি ইহার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, যথার্থভাবে তাহা উপলব্ধি করিতে পারি নাই।

বক্তা—ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-পাতঞ্জল, বেদান্ত এই সকল দর্শন পাঠ পূর্ব্বক বিশ্বজগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ কি, এই প্রশ্নের যে উত্তর পাইয়াছ, তাহার তাৎপর্য্য যথার্থভাবে উপলব্ধি হইয়াছে কি? বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় কার্য্যের যে যে রূপ কারণাবধারণ করিয়াছেন, সেই সেই রূপ কারণের প্রকৃত মর্ম্মোপলব্ধি হইয়াছে কি? বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় বিষয়ক উপদেশ সমূহ শ্রবণপূর্ব্বক তৃপ্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছ কি?

জিজ্ঞাসুত্রয়—'আজ্ঞে না' আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমাদিগকে এই কথাই বলিতে হইবে।

বক্তা—যে শব্দ বা বেদকে বিশ্বজগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণরূপে অবধারণ করা হইয়াছে, সে শব্দ বা বেদ, চৈতন্যাধিষ্ঠিত ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি, সে শব্দ বা বেদ, মায়া ও চিন্ময়ব্রহ্ম, সকল সগুণ পরমাত্মা, সে শব্দ বা বেদ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ বাহুদ্বয় বিশিষ্ট ঈশ্বর ও পরমাণু, ও সে শব্দ বা বেদ আস্তিক নবীন বৈজ্ঞানিকদিগের ঈশ্বর ও পরমাণু ঈশ্বর ও ইলেক্‌ট্রন, স্পিরিট্ ও ম্যাটার। কিছু ধারণা হইতেছে কি?

জিজ্ঞাসুত্রয়—বিশেষ কিছু ধারণা হইতেছে না।

বক্তা—যেরূপ সাধনা দ্বারা এই অতিমাত্র দুর্ব্বোধ্য বিষয়ের কথঞ্চিৎ ধারণা হইতে পারে, সেইরূপ সাধনা কখনও করা হয় নাই। যে উপায়ের আশ্রয় করিলে, বিদ্যা উপযুক্তা—অভীষ্ট ফলদানে সমর্থা হয়, সে উপায় সম্পূর্ণভাবে আশ্রয় করা হয় নাই, অতএব এই সকল কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা উপলব্ধি করা সম্ভব হইতে পারে না। যাহা হোক্, আপাততঃ মনে কর, যে শব্দ বা বেদ হইতে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, হইতেছে, হইবে, সে শব্দ বা বেদ সগুণ ব্রহ্ম, সে শব্দ বা বেদ চৈতন্যাধিষ্ঠিত প্রকৃতি, সে শব্দ বা বেদ কেবল জড়শক্তি নহেন, সে শব্দ বা বেদ শিবাযুক্ত শিব, সে শব্দ বা বেদ শিবাযুক্ত শিবের হৃদয়ে নিত্য সংস্কাররূপে বিদ্যমানা জ্ঞান, ক্রিয়া ও ইচ্ছাশক্তি, সে শব্দ বা বেদ অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় শ্রীরামহৃদয়ে নিত্য বিরাজমানা **সীতা**। শিবরাত্রি ও শ্রীরামাবতারে আমি এই কথা যথাশক্তি

বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের উৎপত্তি প্রকরণের একোন-নবতিতম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, 'মনই জগৎকর্ত্তা', সমষ্টি ভাবাপন্ন মনই পরপুরুষ হিরণ্যগর্ভ'।* ঋগ্বেদে 'যাহাকে 'হিরণ্যগর্ভ' এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে, যাঁহাকে বিশ্বের প্রাণ, বিশ্বের বল, বিশ্বের মন, বিশ্বের আত্মা বলা হইয়াছে, শ্রুত্যন্তরে যিনি 'সূত্রাত্মা' এই নামে অভিহিত হইয়াছেন, তিনিই অনাদিনিধন বেদাত্মা—তিনিই শব্দব্রহ্ম। † যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ বলিয়াছেন, নিখিল অর্থে সমবেত শব্দ বৃন্দে পরিণত বেদাত্মা (বেদভাবাপন্ন) ব্রহ্ম বা পরমাত্মা হইতে অখিল জগল্লক্ষ্মীর চিরদিন উদয় হইয়াছে, হইবে। বুধগণ স্পন্দনাত্মক ক্রিয়াকে (Vibratorny motion) কর্ম্ম বলিয়াছেন। 'চিত্ত' বা 'মনঃ' ও 'কর্ম্ম', এই উভয়ের মধ্যে বাস্তব ভেদ নাই। চিত্ত স্পন্দনাত্মক ক্রিয়া প্রাপ্ত হইয়া, পুণ্য-পাপাত্মক ধর্ম্ম-ও-অধর্ম্মাকারে পরিণত হয়, আবার কর্ম্মও চিত্তের ফল ভোগ রূপ স্পন্দাত্মক বিলাস প্রাপ্ত হইয়া চিত্ত হয়। অনুভূত অর্থের ভাবনাই 'মন'; এই ভাবনা স্পন্দধর্ম্মিণী হইয়া, বিহিত ও নিষিদ্ধ ক্রিয়া হয়। অনন্ত আত্মতত্ত্বের সংকল্প শক্তি দ্বারা কল্পিত যে ভাব, তাহাই বস্তুতঃ 'মন।' 'কর্ম্ম', বাসনা রূপ বৃক্ষের বীজ; মনস্পন্দ তাহার শরীর এবং বিবিধ ক্রিয়া তাহার বিচিত্রফল শালিনী শাখা। মন যাহার অনুসন্ধান করে, সমুদায় কর্ম্মেন্দ্রিয়, তাহাই সম্পাদন

---

* "মনো হি জগতাং কর্ত্তৃ মনো হি পুরুষঃ পরঃ।
মনঃকৃতং কৃতং লোকে ন শরীরকৃতং কৃতম্॥"
"সমষ্টি ভাবাপন্নঃ মন এব পরপুরুষো হিরণ্যগর্ভঃ।"—যোগবাশিষ্ঠ টীকা।

† "বেদাত্মনায় বিদ্মহে হিরণ্যগর্ভায় ধীমহি।
তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ॥"—তৈত্তিরীয় আরণ্যক।
"বেদাত্মনায় বর্ণব্যত্যয়েন বেদাত্মকায় শাখোপশাখোপেতসর্ব্ববেদস্বরূপমিত্যর্থঃ।
হিরণ্যগর্ভায় চতুর্মুখ ব্রহ্মস্বরূপমিত্যর্থঃ।"—তৈত্তিরীয় আরণ্যক ভাষ্য।
"ভাবিনামর্থরূপং তদ্বীজং শব্দৌঘশাখিনঃ।
পদবাক্যপ্রমাণাখ্যং বেদবৃন্দংবিকাসিতম্।
তস্মাদুদেষ্যত্যখিলা জগচ্ছ্রীঃ পরমাত্মনঃ।
শব্দৌঘনির্ম্মিতার্থৌঘপরিণামবিসারিণঃ॥"—যোগবাশিষ্ঠ, উৎপত্তি প্রকরণ, ১২শ সর্গ।

করে, চিত্তের স্পন্দই প্রাণের স্পন্দ। মন দ্বারা যাহা ধ্যাত হয়, বাক্য দ্বারা তাহা উক্ত হইয়া থাকে এবং কর্ম্ম দ্বারা তাহাই কৃত হয়। ¶

অতএব মনকে কর্ম্ম বলা হয়। চিন্ময় পরব্রহ্ম যখন স্বীয় সর্ব্বব্যাপি চিৎস্বরূপতা পরিত্যাগপূর্ব্বক চেত্যরূপে পরিণত হন, অর্থাৎ যখন বিষয় ভাবাপন্ন হয়েন, বাহ্য রূপে কল্পনা করেন, জ্ঞেয়াকার ধারণ করেন, তখন মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার, কর্ম্ম, কল্পনা, সংসার, বাসনা, অবিদ্যা, প্রযত্ন, স্মৃতি, ইন্দ্রিয়, প্রকৃতি, মায়া, ক্রিয়া ইত্যাদি শব্দ সমূহ তাঁহার পর্য্যায়রূপে কল্পিত হয়, ব্যবহৃত হয়। শতপথ ব্রাহ্মণে বা বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, প্রাণ, বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মন, ইত্যাদি সকলেই আত্মবাচী, আত্মাই ইঁহাদের বাচ্য! আত্মা যখন প্রাণন-ক্রিয়া সম্পাদন করেন, তখন তিনি 'প্রাণ' নামে, যখন বাক্যোচ্চারণ করেন, তখন বাগিন্দ্রিয় নামে, যখন দর্শনাদি ঐন্দ্রিয়ক কার্য্য সম্পাদন করেন, তখন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নামে, যখন মনন কার্য্য নিষ্পাদন করেন, তখন মন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। প্রাণ, বাক্ (বাক্ শব্দ দ্বারা কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহ লক্ষিত হইয়াছে) চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মনঃ ইত্যাদি ইহারা আত্মার কর্ম্ম নাম মাত্র ("কৃৎস্নো হি স প্রাণন্নেব প্রাণো নাম ভবতি। বদন্ বাক্ পশ্যংশ্চক্ষুঃ শৃণ্বন্ শ্রোত্রং মন্বানো মনস্তান্যস্যৈতানি কর্ম্মনামান্যেব।"—শতপথ ব্রাহ্মণ।) যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে উক্ত হইয়াছে যেমন নট বিভিন্ন ভূমিকায় নানাবিধ রূপ ধারণ করে, যেমন নরগণ ভিন্ন ভিন্ন বিচিত্র অধিকারে বিভিন্ন বিচিত্র নাম প্রাপ্ত হয় (যে পাক করে, সে 'পাচক' নামে, যে পাঠ করে সে পাঠক নামে ইত্যাদি) সেইরূপ মনও বিভিন্ন কর্ম্মভেদে বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হয়। ভিন্ন ভিন্ন বাদিগণ স্ব স্ব প্রতিভা বা

¶ "কুসুমাশয়য়োর্ভেদো ন যথা ভিন্নয়োরিহ।
তথৈব কর্ম্মমনসোর্ভেদো নাস্ত্যবিভিন্নয়োঃ।
ক্রিয়াস্পন্দো জগত্যস্মিন্‌কর্ম্মেতি কথিতো বুধৈঃ।
পূর্ব্বং তস্য মনো দেহং কর্ম্মাতশ্চিত্তমেবহি॥

*　*　*　*　*

মনো হি ভাবনামাত্রং ভাবনা স্পন্দধর্ম্মিণী।
ক্রিয়া তস্যাবিতারূপং ফলং সর্ব্বোনুধাবতি"—
যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, উৎপত্তি প্রকরণ, ৯৫ সর্গ।

প্রয়োজনানুসারে এই মনকে ভিন্ন, ভিন্নরূপে কল্পনা করিয়াছেন। হে রঘুনন্দন! (মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের সম্বোধন) আমি যে, তোমার নিকট সংকল্প-বিকল্পাদি বৃত্তি অনুসারে এক মনের বুদ্ধি, অহংকার, মন প্রভৃতি নাম প্রদান করিলাম, নৈয়ায়িকেরা তাহা অন্যপ্রকার বলিয়াছেন, সাংখ্যেরা অন্য প্রকার বলিয়াছেন, এইরূপ চার্ব্বাক, জৈনমতাবলম্বী, আর্হত মতাবলম্বী, বৌদ্ধমতাবলম্বী, বৈশেষিক মতাবলম্বী ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীরা বিভিন্ন রূপে কল্পনা করিয়াছেন।

জিজ্ঞাসু অধ্যাপক মহেশচন্দ্র—বাবা! মন ও কর্ম্ম যে অভিন্ন পদার্থ, যাহাতে আমরা তাহা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে পারি, আমাদিগকে সেইভাবে কিছু বলুন। মন জড় কি অজড়? যে সমষ্টিভূত মনকে 'হিরণ্যগর্ভ' বা 'বেদ' বলা হইয়াছে, সে মন কি কেবল জড় শক্তি হইতে পারে?

বক্তা—শব্দ বা বেদের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বলাই আমার এখন মুখ্য উদ্দেশ্য। 'প্রতিভা' তত্ত্বের পূর্ণভাবের অনুসন্ধান করিতে হইলে, প্রথমে বিশুদ্ধভাবে শব্দ বা বেদের (আগমের) অপিচ 'ভাবনা' বা বাসনা নামক পদার্থের স্বরূপ অবশ্য দ্রষ্টব্য, যেহেতু ভাবনানুগত আগম, শব্দ বা বেদই প্রতিভার মূল, ভাবনানুগত আগম বা বেদ হইতেই ভিন্ন, ভিন্ন রূপ প্রতিভার আবির্ভাব হইয়া থাকে। যে জন্য প্রতিভার স্বরূপ জানিবার প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা তোমাদের মনে আছে, সন্দেহ নাই। 'আচার' কোন্ পদার্থ, 'আচার', 'শীল,' 'বৃত্ত', 'চরিত্র', 'ধর্ম্ম' ইত্যাদি পদার্থ সমূহের প্রকৃত তত্ত্ব কি, ধর্ম্ম নির্ণয়ের মানদণ্ড কি, তাহা অবগত না হইলে, দেশ ভেদের, জাতি ভেদের, ব্যক্তি ভেদের, মনুষ্যাদি প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থের স্বভাবাদির বিভিন্নতার কারণ কি, তাহা অবধারিত হওয়া সম্ভব নহে। শুনিয়াছ, প্রতিভানুসারেই সকলে কর্ম্ম করে, স্ব স্ব প্রতিভানুসারেই সকলের ইতিকর্ত্তব্যতা নির্ণীত হয়, প্রতিভাকে অতিক্রম পূর্ব্বক কেহ কিছু করিতে পারে না। কর্ম্ম বৈচিত্র্যই যে, সৃষ্টি বৈচিত্র্যের কারণ তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। নবীন বৈজ্ঞানিক গণ কর্ম্মতত্ত্বের বিশুদ্ধ রূপাবলোকনে অদ্যাপি সমর্থ হন নাই, যখন তাহা হইবেন, তখন তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন, অনাদি কর্ম্মসংস্কারের ভেদই সৃষ্টি বৈচিত্র্যের একমাত্র কারণ, 'প্রতিভা' ও পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মের ও বর্ত্তমান জন্মের কর্ম্মসংস্কার যে এক সামগ্রী, তাহা তোমাদেরই উপলব্ধি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। 'উপরাগ', 'বাসনা', 'সংস্কার,' 'ভাবনা' (Impressions, Ideas) ইত্যাদির

স্বরূপ চিন্তা করিলে, জানিতে পারা যায়, আমরা যাহা অনুভব করি, ইন্দ্রিয়গ্রাম দ্বারা যে কোন বিষয় গ্রহণ করি, তাহাদের ছবি (Copy or image) আমাদের চিত্তপটে লগ্ন হইয়া থাকে, অনুভূত বিষয় সকল অপসৃত হইলেও আমরা যে, উহাদের রূপ যথাযথভাবে ধ্যান করিতে পারি, ইহাই তাহার কারণ। 'উপরাগ,' 'বাসনা', 'সংস্কার,' 'ভাবনা" ইত্যাদি শব্দসমূহ, অনুভূত বিষয় সমূহের চিত্তপট লিখিত প্রতিকৃতিরই বাচক। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে জগদ্‌গুরু বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন, 'অনুভূত অর্থের ভাবনাই মন, ভাবনাই স্পন্দধর্ম্মিণী হইয়া বিহিত নিষিদ্ধ ক্রিয়া হয়, সকল জীবই সূক্ষ্মতানিবন্ধন অদৃশ্যরূপে অবস্থিত, সেই ক্রিয়ার জন্মান্তরাদি রূপে ভাবিত রূপ ফলের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাহার যাদৃশ ভাবনা, তাহার তাদৃশ সিদ্ধি, তাদৃশ পরিণাম হইয়া থাকে, সে তদ্রূপ হয়। তোমরা ফিজিয়োলজী ও সাইকোলজী পড়িয়াছ, কিরূপে, কোন্ নিয়মানুসারে সূক্ষ্ম শক্তির স্থূলরূপে অভিব্যক্তি হয়, তাহা তোমাদের একটু জানা আছে। আমরা যখন চিন্তা করি, তখন আমাদের চিত্তে সূক্ষ্ম স্পন্দন হইয়া থাকে ("When we think we set into motion—Vibrations of a very high degree") শব্দ, তাপ, তড়িৎ, আলোক প্রভৃতিকে যেমন স্পন্দাত্মক সদ্বস্তু বলিয়া তোমাদের বিশ্বাস হয়, মানস স্পন্দন ও তদ্রূপ সদ্বস্তু বলিয়া বিশ্বাস করিও, ইহা কল্পিত পদার্থ নহে (But just as real as the vibrations of light, heat, sound, electricity—Thought Vibration by W. W. Atkinson P. 5)। যে সকল স্পন্দাত্মিকা ক্রিয়াকে আমরা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাম দ্বারা গ্রহণ করিতে পারিনা, তাহারাই অসৎ মনে করিওনা। পরমব্যোমে নিয়ত সূক্ষ্মতম শব্দ স্পন্দন হইয়া থাকে, সূক্ষ্মদর্শি যোগিভিন্ন সে শব্দ স্পন্দন অন্যের শ্রুতিগোচর (Audible) হয় না। প্রণবপ্রতিপাদ্য পরমব্যোমে নিয়ত যে সূক্ষ্ম স্পন্দন হয়, সেই স্পন্দনই সর্ব্বকার্য্যের কারণ, সেই স্পন্দন হইতেই বিশ্বজগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় পরিণাম সংঘটিত হইয়া থাকে, সেই স্পন্দনই ভিন্ন ভিন্নরূপ ভাবনার অনুগত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পদার্থরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাপ, তড়িৎ, আলোক, অণু, পরমাণু, ইলেকট্রন্, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রাণ, ইন্দ্রিয়গণ ইত্যাদি নিখিল পদার্থই সেই স্পন্দনেরই বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভাবনানুগত ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি (Manifestation)। এই স্পন্দনই শব্দ, এই স্পন্দনই বেদ, এই স্পন্দনই আগম, এই স্পন্দন শক্তিই সকলের আধার, সকলের প্রাণ, সকলের মন, সকলের সব। তোমাদের প্রত্যেক বুদ্ধিপূর্ব্বক অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের এই

প্রণব স্পন্দনই মূল প্রকৃতি। * মানস-স্পন্দনই (Thought) কর্ম্ম নামে পরিচিত পদার্থের জনক—পূর্ব্বভাব ("যন্মনসা ধ্যায়তি তৎকর্ম্মণা করোতি।") মানসস্পন্দন পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইলে, ঘনীভূত হইয়া স্বভাব বা বিশিষ্ট প্রকৃতি হয়, সংহত হইয়া—সমষ্টিভূত হইয়া চরিত্র হয় ("The acts repeated crystallize themselves into habit. The aggregate of your habits is your Character-building". Thought power-by R. W. Trine)। পূর্ব্বে বিদিত হইয়াছে 'কর্ম্ম ও মনের পরস্পর কোন ভেদ নাই, বুধগণ স্পন্দাত্মক ক্রিয়াকে কর্ম্ম বলিয়া থাকেন। এই কর্ম্মের আশয় রূপ দেহও পূর্ব্বে মন ছিল, অতএব কর্ম্ম ও চিত্ত একই, যোগবাশিষ্ট রামায়ণের এই সকল উপদেশের সহিত নবীন প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকদিগের যথোক্ত বাক্যসমূহের সাদৃশ্য বিচার কর। যোগসূত্র ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে চিত্ত ক্লেশের ও ক্লেশহেতু অবিদ্যাদির ও কর্ম্মবিপাকের অনুভবোৎপন্ন বাসনা দ্বারা অনাদি কাল হইতে পরিপুষ্ট চিত্রীকৃত পট বা সর্ব্বস্থানে গ্রন্থিযুক্ত মৎস্যজাল সদৃশ। † পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বিশ্বের সমষ্টিভূত চিত্ত বা মনকে 'হিরণ্যগর্ভ' এই নাম দ্বারা লক্ষ্য করা হয়; এবং হিরণ্যগর্ভই বেদাত্মা—বেদস্বরূপ, হিরণ্যগর্ভই ব্রহ্মাণ্ডপতি ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভই বেদে প্রজাপতি, শিব, বিষ্ণু ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছেন।

জিজ্ঞাসুত্রয়—বাবা! বিশ্বের সমষ্টিভূত মন ও হিরণ্যগর্ভ এক পদার্থ, এই কথার অভিপ্রায় কি, অপিচ হিরণ্যগর্ভই বেদাত্মা, হিরণ্যগর্ভই ব্রহ্মাণ্ডপতি ঈশ্বর ইত্যাদি বাক্যেরই বা কি তাৎপর্য্য?

বক্তা—'বেদ নিত্য শব্দগ্রন্থ,' আমি যদি এই কথা বলি, তাহা হইলে তোমরা কি বুঝিবে?

জিজ্ঞাসুত্রয়—আমরা কিছু বুঝিব বলিয়া মনে হইতেছে না।

---

* "Thought is the force underlying all * * * your every act—every conscious act is produced by a thought, your dominating thoughts determine your dominating actions."

† "ক্লেশকর্ম্ম বিপাকানুভবনিমিত্তাভিস্তু বাসনাভিরনাদিকাল সম্মূর্চ্ছিতমিদং চিত্তং চিত্রীকৃতমিব সর্ব্বতো মৎস্যজালগ্রন্থিভিরিবাততমিত্যেতা অনেকভবপূর্ব্বিকা বাসনাঃ।" যোগসূত্রভাষ্য।

বক্তা—আমি যদি বলি, বিশ্বজগৎ পরমাণু বা সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের গ্রন্থ, তাহা হইলে, কিছু ধারণা করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় কি ?

জিজ্ঞাসুত্রয়—পরমাণু (Atoms] সমূহ বিশ্বের উপাদান কারণ, পরমাণুসমূহ যথানিয়মে পরস্পর গ্রথিত হইয়া বিশ্বজগৎ হইয়াছে। 'গ্রন্থ' বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা যে পুষ্প সকল দ্বারা গ্রথিত—রচিত মালার ন্যায় অকারাদি বর্ণগ্রন্থ, অকারাদি বর্ণমালা তাহা বুঝিতে পা.র। অতএব 'বিশ্ব পরমাণুগ্রন্থ' এইরূপ আলঙ্কারিক প্রয়োগ (Fignrative use) আমাদের একেবারে দুর্বোধ্য হইবে না।

বক্তা—মনে কর শব্দ ও পরমাণু এক পদার্থ।

জিজ্ঞাসুত্রয়—তাহা কিরূপে মনে করিব ?

বক্তা—যে রূপে পরমাণুকে (Atom) 'পরমাণু' বলিয়া ধারণা কর, সেইরূপে শব্দকে পরমাণু বলিয়া ধারণা করিতে যাইলে কি বাধা বোধ কর ?

জিজ্ঞাসুত্রয়—যাহা ব্যক্ত বা স্থূলাবস্থায় আগমন করে, তাহার অব্যক্ত অতীন্দ্রিয় বা সূক্ষ্ম অবস্থা আছে, অব্যক্ত বা সূক্ষ্মাবস্থায় অবিদ্যমান কখন স্থূলাবস্থায় আগমন করিতে পারে না। যাহাকে আর ভাগ করা যায় না, সকল স্থূল পদার্থেরই তাদৃশ অবিভাজ্যরূপে কল্পিত, সূক্ষ্ম অবস্থা আছে, সকল স্থূল পদার্থই সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম অবয়ব দ্বারা সমুচ্ছিত আমাদের এই প্রকার ধারণা হয়। পরমাণু শব্দ উচ্চারিত হইলে, আমরা এই প্রকার ধারণা করিয়া থাকি। ইহা যে, কল্পনা, ইহা যে, বিশুদ্ধ ধারণা নহে, আমাদের তাহাও মনে হইয়া থাকে।

'অণু' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে অবগত হওয়া যায়, 'যাহা সূক্ষ্মত্ব প্রাপ্ত হয়,' অথবা যাহা শব্দ করে, তাহা 'অণু'। 'অণ্' ধাতুর উত্তর 'উন্' প্রত্যয় করিয়া 'অণু' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহা সূক্ষ্মত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা 'অণু' ('অণতি সূক্ষ্মত্বং গচ্ছতি')। উণাদি সূত্রে 'অণু' শব্দটীর অন্যরূপ নিরুক্তি করা হইয়াছে। শব্দার্থক 'অণ্' ধাতুর উত্তর 'উন্' প্রত্যয় করিয়া 'অণু' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিঘণ্টুতেও 'অণু' শব্দের ঐরূপ নিরুক্তি করা হইয়াছে। যাহা শব্দ করে, তাহা 'অণু' (অণুশ্চ উণা ১।৮, অণু শব্দার্থঃ অত উপ্রত্যয়ঃ স্যাৎঅণুঃ সূক্ষ্মঃ।" উজ্জ্বলদত্ত কৃত উণাদি সূত্রবৃত্তি)।

জিজ্ঞাসুত্রয়—'যাহা শব্দ করে, তাহা অণু' এই কথার অভিপ্রায় কি ?

বক্তা—'শব্দ' ভেদবৃত্তি ও সংসর্গবৃত্তি এই বিরুদ্ধ শক্তিদ্বয়ের পরস্পরের প্রতি

পরস্পরের ঘাত-প্রতীঘাত জনিত পরিস্পন্দাত্মিকা ক্রিয়া, পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—ভেদবৃত্তি (Separative) ও সংসর্গবৃত্তি (aggregative) সর্ব্ব-শক্তিকে এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। 'অণু' সমূহ সর্ব্বশক্তি বিশিষ্ট, অতএব ইহারা ভেদবৃত্তি ও সংসর্গবৃত্তি এই শক্তিদ্বয়াত্মক ("অণবঃ সর্ব্বশক্তিত্বাদ্ভেদ সংসর্গ বৃত্তয়ঃ। ছায়াতপতমঃ শব্দভাবেন পরিণামিনঃ॥"—বাক্যপদীয়)। চিন্তাশীল প্রতীচ্য দার্শনিক হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন—কোন একটী বস্তু যখন অন্য একটী বস্তুকে আঘাত করে তখন ঘাত-প্রতীঘাত প্রাপ্ত বস্তুদ্বয়ের মধ্যে যে ক্রিয়া হয়, তাহাকে আমরা 'গতি' বা স্থিতি বলিয়া থাকি। একটী বস্তু অন্য একটীকে আঘাত করিলে, কেবল যে গতি বা স্থিতি কার্য্যোৎপত্তি হয়, তাহা নহে, অত্যল্প চিন্তাতেই হৃদয়ঙ্গম হয়, ইহার সঙ্গে শব্দেরও অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। *বিরুদ্ধ শক্তিদ্বয়ের পরস্পর ঘাত-প্রতীঘাত হইতেই স্পন্দাত্মিকা ক্রিয়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব 'অণু' ও 'শব্দ' ভেদ সংসর্গশক্তি ভিন্ন অন্য কিছু নহে। আকাশ হইতেই বায়্বাদি ভূত সকলেরই উৎপত্তি এবং লয়কালে আকাশেই ইহারা বিলীন হইয়া থাকে, আকাশ সুতরাং ইহাদিগ হইতে জ্যায়ান মহত্তর, আকাশ অন্যান্য ভৌতিক শক্তির পরায়ণ প্রতিষ্ঠা (সর্ব্বাণিহবা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত আকাশং প্রত্যস্তং যন্ত্যাকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্।"—ছান্দোগ্যোপনিষৎ)। প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকদিগের 'ইথার' (Ether) এবং শ্রুতি ও শাস্ত্রের 'আকাশ' এই নাম দ্বারা লক্ষিত পদার্থ, সর্ব্বাংশে সমান নহে, না হইলেও নবীন বৈজ্ঞানিক-গণের ভূত সকলের বিলয়ন স্থান ইথার, ইথারের বক্ষেই ভূত সকল বিলীন হইয়া থাকে, ইথারই উহাদের পরায়ণ ("The ultimate term of the dematerialization of matter seems to be the ether in the bosom of which it is plunged."—The Evolution of Matter by Le Bon

---

*ভর্ত্তৃহরির উক্তি "স্বশক্তৌ ব্যজ্যমানায়াং প্রযত্নেন সমীরিতাঃ। অভ্রাণীব প্রচীয়ন্তে শব্দাখ্যাঃ পরমাণবঃ॥" বাক্যপদীয়।

বৈজ্ঞানিক লীবনের উক্তি—The Evolution of the worlds would therefore in the last analysis, comprises two different phases—one the condensation of the energy in to the atom, the other, the expending of the energy"—Evolution of Mather, P. 315.

—P 311) ফ্রান্স দেশীয় বৈজ্ঞানিক কবি লী-বনের এই কথা এস্থলে তোমাদিগকে শুনাইবার প্রয়োজন বোধ হইল। বৈজ্ঞানিক 'লী-বন' জগতের বিকাশ পদ্ধতির স্বরূপের অনুমান করিতে যাইয়া, যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ পূর্ব্বক "মেঘ সকল যেমন বাষ্পের ঘনীভবন হইতে প্রচিত হয়, সেইরূপ প্রযত্ন সমীরিত (প্রযত্ন প্রেরিত) স্বশক্তিতে অভিব্যজ্যমান শব্দাখ্য পরমাণু সকলের আবির্ভাব হইয়া থাকে, পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরির এই অতিমাত্র গম্ভীরার্থক উপদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহের চেষ্টা করিলে, শব্দকে কেন পরমাণু বলা হইয়াছে, ভেদ-সংসর্গবৃত্তি শব্দাখ্য পরমাণুপুঞ্জ হইতে কিরূপে বিশ্বের পরিণাম হইয়া থাকে, তাহা কিয়ৎপরিমাণে ধারণা করিতে পারিবে।

'হিরণ্যগর্ভ' ও 'প্রজাপতি' সম্বন্ধে দুই এক কথা; 'হিরণ্যগর্ভ' ও 'বেদ' এক পদার্থ, এতদ্বাক্যের অভিপ্রায়।

জিজ্ঞাসুত্রয়—'মন', 'কর্ম্ম', 'পরমাণু' ও 'শব্দ' সম্বন্ধে যে সকল কথা শুনিলাম, তাহাদের মূল্যের ইয়ত্তাবধারণ করিবার শক্তি আমাদের নাই, তথাপি স্বীকার করিতেছি, এমন উপাদেয় কথা আর কখনও শুনি নাই। এক একবার জিজ্ঞাসা হইতেছে, বিধবার পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ক সম্ভাষণে বাবা আমাদিগকে এই সকল পরমোপাদেয়, তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর অসেচনক কথা শুনাইতেছেন কেন, বিধবার পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ক সম্ভাষণে এই সকল সারতম কথার অবতারণা করাতে কি ইহাদের মর্য্যাদার হানি হইতেছে না? বিধবার পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ক সম্ভাষণের যাঁহারা শ্রোতা, তাঁহাদের মধ্যে এই সকল বিষয়ের যথার্থ শুশ্রূষার সংখ্যা কি এ দুর্দ্দিনে অত্যন্ত বিরল নহে? বিধবার পুনর্ব্বিবাহ হওয়া উচিত কি না, তাহা স্থির করিতে হইলে, বিশুদ্ধ বৈদিক, আর্য্যোচিত প্রতিভা বিশিষ্ট পুরুষগণ প্রথমেই সাঙ্গোপাঙ্গ বেদের মুখপানে তাকাইবেন, সন্দেহ নাই, কারণ তাঁহাদের ইহা হৃদয়প্ররূঢ় সহজ বিশ্বাস, "কি ধর্ম্ম, কি অধর্ম্ম, কি কর্ত্তব্য, কি অকর্ত্তব্য, বেদ ভিন্ন অন্য কেহ নিঃসন্দিগ্ধরূপে, তন্নির্ণয়ে সমর্থ নহেন; বেদই ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়ের প্রধান প্রমাণ।" তৎপরে (যদি বেদের মুখ হইতে সাক্ষাৎ-ভাবে কোন উপদেশ না পান, অথবা বেদ যে উপদেশ দেন, যদি তাহার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা ভাল বুঝিতে না পারেন) অবিকৃত বৈদিক আর্য্য সন্তানগণ

বেদতত্ত্বজ্ঞ বেদপ্রাণ করুণার্দ্রহৃদয় মনু প্রভৃতির শরণ গ্রহণ করেন, স্মৃতিশাস্ত্র আমাদিগকে কি উপদেশ দেন, তাহা জানিবার চেষ্টা করেন। তৎপরে (যদি আবশ্যক হয়) শিষ্টজনের আচারের অনুসন্ধান করেন, মহাজনেরা যে মার্গ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা অবগত হইয়া সেই মার্গে চলিতে উৎসাহী হয়েন, সাধুদিগের সদাচারকে ধর্ম্ম নির্ণয়ের প্রমাণরূপে আশ্রয় করেন। বিধবার পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ক সম্ভাষণে আপনি যে নিমিত্ত বেদ, স্মৃতিশাস্ত্র এবং সদাচারের, শীল ও বৃত্ত প্রভৃতির তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আপনার কৃপায় আমরা তাহা বিশদভাবে উপলব্ধি করিয়াছি। একালে বেদকে যে, (যাঁহারা বৈদিক আর্য্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেই বহু ব্যক্তি) সর্ব্বোপরি প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না তাহা বলা বাহুল্য। সদাচার কোন্ পদার্থ, মহাভারতে শীলের এত প্রশংসা করা হইয়াছে কেন, 'আচার', 'শীল', 'বৃত্ত' ইত্যাদির স্বরূপ কি, অনেকেই যে তাহা বিদিত নহেন, নির্ভয়ে তাহা বলা যায়। আচারাদি পদার্থের স্বরূপ যথার্থভাবে অবগত হইতে হইলে, প্রতিভা পদার্থের সম্যক্‌রূপে স্বরূপাবলোকন একান্ত আবশ্যক, কারণ সকলেই স্ব স্ব প্রতিভানুসারেই ইতিকর্ত্তব্যতা নিরূপণ করিয়া থাকে, প্রতিভাকে অতিক্রম করিবার শক্তি কাহারও নাই, ইতর জন্তুরাও প্রতিভার বশে কর্ম্ম করে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নিরূপণ করিয়া থাকে। 'প্রতিভা' কোন্ পদার্থ, তাহা বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়া, আপনি বলিয়াছেন—'শব্দ বা বেদই প্রতিভার মূল,' 'ভাবনানুগত আগম হইতে প্রতিভার উৎপত্তি হইয়া থাকে।' প্রতিভার স্বরূপ নিরূপণ করিতে হইলে, আধুনিক মনস্তত্ত্বানুসন্ধাননিরত সুধীবর্গকে স্বীকার করিতে হইবে, মনোবিজ্ঞানের সাহায্য লইতেই হইবে; যেরূপে চরিত্র গঠিত হয়, তাহা বিজ্ঞাত হইতে হইবে। 'শব্দ বা বেদ প্রতিভার মূল,' ইহা অতিমাত্র দুর্ব্বোধ্য কথা, 'ভাবনানুগত আগম প্রতিভার উৎপাদক' এ কালে এ কথা যথার্থভাবে বুঝিতে পারেন, আমাদের দৃঢ় ধারণা তাদৃশ পুরুষের সংখ্যা এখন বিরল হইয়াছে. এই মংদুপকারক উপদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহের প্রয়োজন বোধ আছে, এতাদৃশ পুরুষও আমরা একালে বেশী দেখি নাই। আমাদের তাই জিজ্ঞাসা হইয়াছে, আপনি যে সকল উপাদেয় মনুষ্য মাত্রের হিতকর কথা বলিতেছেন, সেই সকল কথা শ্রবণ করিবার শ্রোতা যখন একালে দুর্লভ, তখন বিধবার পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ক সম্ভাষণে এই সকল কথা বলিতেছেন কেন, বিধবার পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ক সম্ভাষণে বেদের কথা শুনিতে হইবে, প্রতিভার

কথা শুনিতে হইবে, হিরণ্যগর্ভ, প্রজাপতি প্রভৃতির কথা শুনিতে হইবে, আচার, শীল, স্বভাব, বৃত্ত প্রভৃতির স্বরূপ জানিতে হইবে, বোধ হয়, কেহই তাহা ভাবেন নাই; এত কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে, জানিলে বোধ হয়, বিধবার পুনর্ব্বিবাহ হওয়া উচিত কি না আপনার মুখ হইতে কেহই তৎসম্বন্ধে কোন কথা শুনিতে ইচ্ছুক হইতেন না। কিন্তু বাবা! বহুদিন আপনার সঙ্গ করিয়া, বহুশঃ আপনার উপদেশ শ্রবণ করিয়া, আমাদের ধারণা হইয়াছে, আপনি কৃপা পূর্ব্বক যে সকল বিষয়ের উপদেশ দিতেছেন, সেই সকল বিষয়ের সম্যগ্‌জ্ঞান বিনা বিধবার পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ক প্রশ্নের সমীচীন সমাধান হইতে পারে না। আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি, ভিন্ন ভিন্ন দেশের যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রকৃতি হয়, বিবিধ দেশের যে, উৎপত্তি হয়, মনুষ্যগণের যে ভিন্ন ভিন্ন দেশে জন্ম হয়, ভাবনানুগত আগম বা বেদ হইতে জাত ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রতিভা তাহার কারণ। সনাতন বেদ দর্শন পূর্ব্বক বিধাতা জীবের কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেশাদির সৃষ্টি করেন, ভিন্ন ভিন্ন দেশে উহাদিগের জন্মাদির ব্যবস্থা করেন। সনাতন সার্ব্বভৌম, সকলের প্রতি সমদৃষ্টি বেদ, সকলকে সমভাবে উপদেশ প্রদান করিলেও, সকলেই বেদের উপদেশ যথার্থভাবে গ্রহণ করিতে পারেন না, এক বেদোপদেশই জীবের গুণ কর্ম্মানুসারে, জীবের প্রতিভা বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন রূপে গৃহীত হইয়া থাকে। পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি এই সত্য জানাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, 'ভাবনানুগত আগমই ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রতিভার মূল।' 'দেশ ভেদে, জাতি ভেদে, ব্যক্তি ভেদে সর্ব্বপ্রাণীর আহারাদির আচার-ব্যবহারের যে বৈলক্ষণ হয়, ভাবনানুগত আগম (বেদ বা শব্দই) তাহার কারণ। সত্যের রূপ দেখিবার আকাঙ্ক্ষা হইলে, 'ভাবনানুগত আগমের,' 'হিরণ্যগর্ভ,' 'প্রজাপতি,' 'প্রতিভা' প্রভৃতি পদার্থের স্বরূপাবলোকনের চেষ্টা না হইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, একালে, অধঃপতনশীল বৈদিক আর্য্যসন্তানদিগের মধ্যে অত্যল্প ব্যক্তিরই সত্যের রূপ দেখিবার যথার্থ আকাঙ্ক্ষা আছে। আমরা তাই বলিয়াছি, এক একবার জিজ্ঞাসা হইতেছে, বিধবার পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ক সম্ভাষণে বাবা আমাদিগকে এই সকল পরমোপাদেয়, তত্ত্বজিজ্ঞাসুর অসেচনক কথা সকল শুনাইতেছেন কেন? এতদ্বারা কি, ইহাদের এই সকল উপাদেয় সত্যোক্তি বা মর্য্যাদার হানি হইতেছে না? জন্মান্তরের পুণ্য পুঞ্জ প্রভাবে আমাদের যদি আপনার সঙ্গ করিবার, আপনার দুর্ল্লভ উপদেশ শ্রবণ করিবার ভাগ্য না হইত, তাহা হইলে আমরাই বলিতাম, বাবার মস্তিষ্ক সুস্থ নহে; উনি অনেক অসম্বদ্ধ প্রলাপ করেন।

বক্তা—আমি যখন তোমাদিগকে কোন বিষয়ের উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হই, তখন অনেক সময়েই আমার মনে থাকে না, আমি তোমাদিগকে এই সকল কথা শুনাইতেছি, বেদ-শাস্ত্রের কথা বলিতে বলিতে হৃদয়ে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার প্রবাহ এমন তীব্র বেগে প্রবাহিত হয় যে, তখন ভাবিতে পারিনা, কি করিতেছি, কাহাকে কি শুনাইতেছি, যে বেদ-শাস্ত্রের কথা শুনিতে চায় না, যে, বেদশাস্ত্রের কথা শুনিবার অধিকারী নহে, বেদ-শাস্ত্রের আজ্ঞা লঙ্ঘন পূর্ব্বক আমি কেন তাহাদিগকে এই সকল কথা শুনাইতেছি। আমি উপদেষ্টার আসনে উপবিষ্ট হইয়া, কাহাকেও কিছু শুনাই না, আমি আমার অন্তর্যামী, আমার সর্ব্বস্ব বেদাত্মা হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতির প্রেরণায় অবশভাবে নানা কথা বলি, আমি আপনাকেই শ্রোতৃরূপে এবং হিরণ্যগর্ভ বা বেদকে, শিব-রামকে বক্তৃরূপে দেখিয়া থাকি। আমার কথাকে লোকে উন্মত্তের অসম্বদ্ধ প্রলাপ বোধে উপেক্ষা করিলে, আমার তাহাতে কোন বাধা বোধ হয় না, তবে সত্য বিমুখ বৈদিক আর্য্যসন্তানদিগের হৃদয় বিদারক শোচনীয় অধঃপতন দেখিয়া, হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হয়, ইহাঁদের ভাবি দুর্গতির দৃশ্য নয়নে পতিত হয় বলিয়া প্রাণ শিহরিয়া উঠে। 'অশক্ত হইয়াও, যে বৈদিক মার্গের স্থাপনার্থ চেষ্টা করিবে, আমি তাহাকে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত করিব (যঃ স্থাপয়িতুমুদ্যুক্তঃ শ্রদ্ধয়ৈ বা ক্ষমোঽপি সঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সাক্ষাৎজ্ঞানমবাপ্নুয়াৎ) মঙ্গলময় লোকশঙ্কর জগদ্গুরু শঙ্করের এই অভয়বাণী স্মরণ পূর্ব্বক আমি যথাশক্তি বৈদিকমার্গের একটু প্রশংসা করিবার চেষ্টা করি মাত্র। এখন 'হিরণ্যগর্ভ' ও 'প্রজাপতি' কোন্ পদার্থ 'হিরণ্যগর্ভ' ও 'বেদ' এক পদার্থ, এতদ্বাক্যের অভিপ্রায় কি, তাহার প্রতিচিন্তন করিব। আমার দৃঢ় ধারণা বেদে বিশুদ্ধ বৈদিক আর্য্যজাতীয় বিধবার পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ক বিধি নাই, বেদমূলক শাস্ত্রসমূহও বলা বাহুল্য, বৈদিক আর্য্যজাতীয় বিধবার পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ক বিধি থাকিতে পারে না। বৈদিক প্রতিভার দেশভেদে, জাতিভেদে, ব্যক্তিভেদে ভিন্নতা হওয়া প্রাকৃতিক নিয়ম, যাঁহার যাদৃশ প্রতিভা তিনি তদ্রূপ আচারবান্ হয়েন, ষড়্বিধ নিমিত্ত ভেদে প্রতিভার ষড়্বিধ ভেদের কথা ভর্ত্তৃহরিদেব বলিয়াছেন। আমার অচল প্রত্যয়, সত্যময় বেদের আজ্ঞা যথার্থভাবে পালন করিলে কাহাকেও কোনরূপ দুঃখ পাইতে হয় না, ছন্দ বা বেদের আজ্ঞা লঙ্ঘনই সর্ব্বদুঃখের নিদান। বেদের আজ্ঞা পূর্ণভাবে পালন করিলে বিধবা হইতে হয় না, পতিপ্রাণা রমণী চিরদিন সধবা থাকেন। অতএব বৈদিক আর্য্যজাতি যাবৎ স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হয় নাই,

তাবৎ তাঁহাদের বিশুদ্ধ ভাবনানুগত আগম হইতে ভাক্ত প্রতিভাতে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ক প্রশ্নের সমাধানের যে প্রয়োজন আছে তদ্বোধ প্রতিভাত হয় নাই। স্বধর্ম্মনিরত বৈদিক আর্য্যগণ, বেদপ্রাণ, বেদনিষ্ঠ ইতরাপুত্র মহীদাসের ন্যায় বলিতেন, আমাদের বংশে বিধবা হইবে কেন? আমরা বেদের আজ্ঞা পালন করি, আমরা দুঃখ হেতু বেদ বিরুদ্ধ কর্ম্ম করি না, তবে কেন আমাদিগকে রোগে আক্রান্ত হইতে হইবে? আমাদের বংশে পতিপ্রাণা রমণী বিধবা হইবে? কেন আমরা দুঃখভাক্ হইব?

জিজ্ঞাসুত্রয় বাবা! ঐতরেয় মহীদাস কি বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিবার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে।

বক্তা—যাঁহারা যথাবিধি যজ্ঞসম্পাদন করেন, বেদোক্ত ক্রিয়া করেন, যাঁহারা কদাচ ছান্দস কর্ম্ম ত্যাগ করেন না, তাঁহাদের অকাল মৃত্যু হয় না, সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইলেও তাঁহারা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন না কোনরূপ দুঃখে অভিভূত হন না, বেদবিদ্যা কখন নিষ্ফলা হয় না। বেদনিষ্ঠ, ছন্দোময়, নিয়ত যজ্ঞানুষ্ঠাননিরত ইতরাপুত্র মহীদাসের জীবন এই সকল কথার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিয়াছে; দুঃসাধ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া মহীদাস নির্ভয় হৃদয়ে বলিয়াছিলেন, হে রোগ! তুমি কেন আমাকে বৃথা কষ্ট দিতেছ? আমি যজ্ঞ স্বরূপ, আমি নিয়ত ছান্দস কর্ম্মনিরত, অতএব আমি কখন অকালে মরিব না, তোমার শ্রম বৃথা হইবে। ঐতরেয় মহীদাস এই কথা বলিয়া সেই দেহেই ষোড়শ শত (১৬০০) বৎসর জীবিত ছিলেন। ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইতরাতনয় মহীদাসের ন্যায় এই সত্য বিদিত হইয়াছেন, বা হইবেন, যে ব্যক্তি তাঁহার ন্যায় বেদবিদ্যালাভ ও বেদোক্ত ক্রিয়া করিবেন, যজ্ঞপরায়ণ হইবেন, তিনিও ঐতরেয় মহীদাসের ন্যায় ষোড়শ শত বৎসর জীবিত থাকিবেন, তাঁহার অকালমৃত্যু হইবে না। * ছান্দোগ্যোপনিষদের এই কথাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবেন, অন্যের কথা ত দূরের, বর্ত্তমান বৈদিক আর্য্যবংশধরগণের মধ্যে কয়জন তাদৃশ পুরুষ আছেন?

---

* "এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বানাহ মহীদাস ঐতরেয়ঃ স কিং ম এতদুপতপসি যোঽহমনেন ন প্রেষ্যামীতি। স হ ষোড়শং বর্ষশতমজীবৎ প্র হ ষোড়শং জীবতি য এবং বেদ॥"—ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

জিজ্ঞাসুত্রয়—বাবা! 'স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বৈদিক আর্য্যজাতীয় বিধবার পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ক প্রশ্ন, বিশুদ্ধ বৈদিক আর্য্য প্রতিভাবিশিষ্ট বৈদিক আর্য্যগণের হৃদয়ে উদিত হইতে পারেনা', আপনার এই কথা কিরূপ সত্যগর্ভা তাহার একটু আভাস পাইয়া আজ আমরা কৃতার্থ হইলাম, আজ বেদের এবং বিমল বৈদিক প্রতিভাবিশিষ্ট আমাদের বেদপ্রাণ ত্রিলোকপূজ্য পূর্ব্বপুরুষদিগের চরণে কোটিশঃ নমোনমঃ করিতেছি।

অধ্যাত্ম রামায়ণ।

সংস্কৃত কলেজের বেদান্তাধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাংখ্য-বেদান্ত-তর্কতীর্থ লিখিত।

পূর্ব্বানুবৃত্তি

প্রত্যক্ষরস্তু গায়ত্রী পুরশ্চর্য্যাঃ ফলং ভবেৎ।
উপবাস ব্রতং কৃত্বা শ্রীরামনবমী দিনে॥ ৩৭॥
রাত্রৌ জাগরিতোঽধ্যাত্ম রামায়ণ মনন্যধীঃ।
যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদ্বাপি তস্য পুণ্যং বদাম্যহম্॥ ৩৮॥

যৎ পুণ্য ফলং বক্ষ্যে ইত্যুক্তং তদেবাহ প্রত্যক্ষরমিতি। তাদৃশঃপুরুষ ধুরন্ধরো রামভক্তঃ রামভক্তিগৃহিতচেতা রামায়ণং বিবৃত্য কথয়িতুমুদ্যুক্তঃ যদধ্যাত্মরামায়ণতঃ প্রত্যক্ষরম্ উচ্চারয়তি, ব্যাকরোতি বা তস্য চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরাত্মা ভগবত্যাঃ গায়ত্র্যাঃ পুরশ্চর্য্যায়াং কৃতায়াং যৎফলং তৎফলসদৃশফলপ্রাপ্তির্ভবত্যেব। রামায়ণস্য গায়ত্র্যর্থ প্রতিপাদকত্বাৎ রামায়ণজপস্য গায়ত্রী জপফলতুল্যত্বং যুক্তম্। প্রত্যহং গায়ত্রীং জপন্নপি অনাদিসঞ্চিতচিত্তমলমপগময়িতুমশক্নুবন্ অতএব জপ্যমাননাম্নাঃ সামীপ্যমনাসাদায়ন্ খিন্নঃ পুরশ্চরণমাপদ্যতে। পুরশ্চরণ প্রকারস্তু অনুষ্ঠীয়মানশ্চিত্তমলাপনয়নেন জপন্তং পুরশ্চারয়ন্ জপ্যমান দেবতায়াঃ সান্নিধ্যং প্রাপয়ন্ কৃতার্থয়তি অতএব জপতঃ পুরশ্চরণ মিত্যুচ্যতে। পুরশ্চরণং নাম তদগ্রেগমনম্। পুরশ্চরণ প্রকারস্তু মন্ত্রশাস্ত্রে প্রসিদ্ধঃ। যঃ খলু শ্রীরামনবমী দিনে পৃথ্বীভরবারণায় দৈবতৈঃ প্রার্থিতস্য লীলাবতারস্য শ্রীরামচন্দ্রস্য অস্যামেব নবম্যামাবির্ভাবঃ, সৈবাবির্ভাবতিথিঃ শ্রীরামনবমী নাম্না শাস্ত্রেষূচ্যতে। উক্তঞ্চার্ষে রামায়ণে "ততশ্চ দ্বাদশে মাসে চৈত্রে নাবমিকে তিথৌ॥ ৮॥ নক্ষত্রেঽদিতিদৈবত্যে স্বোচ্চসংস্থেষু পঞ্চসু। গ্রহেষু কর্কটে লগ্নে বাক্পতা

বিন্দুনা সহ॥ ৯॥ প্রোচ্যমানে জগন্নাথং সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্। কৌশল্যাঽজনয়দ্রামং দিব্যলক্ষণসংযুক্তম্॥ ১০॥ বৈশাখাদারভ্য দ্বাদশসংখ্যা পূরকে চৈত্রে মাসে নাবমিকে নবম্যাং তিথৌ অদিতিদৈবত্যে নক্ষত্রে পুনর্ব্বসৌ পঞ্চসু গ্রহেষু রবিভৌম শনিগুরু শুক্রেষু স্বোচ্চসংস্থেষু যথাসংখ্যং মেষ-মকর-তুলা-কর্কট-মীন-সংস্থেষু বাক্‌পতিগুরুরিন্দুনা চন্দ্রেন সহ কর্কটে লগ্নে স্থিতেসতি তত্র লগ্নে প্রোচ্যমানে উদয়ং গচ্ছতি সতি সর্ব্বলোকনমস্কৃতং সর্ব্বলোকশ্চাসৌ নমস্কৃতশ্চেতি সর্ব্বলোকনমস্কৃতস্তং জগন্নাথং দিব্যলক্ষণসংযুতং রামং কৌশল্যা অজনয়দিতি তাৎপর্য্যম্। ভবিষ্যপুরাণেঽপি "শ্রীরামনবমী প্রোক্তা কোটিসূর্য্যগ্রহাধিকা। তস্মিন্ দিনে মহাপুণ্যে রামমুদ্দিশ্য ভক্তিতঃ"॥ ইত্যাদি। পরমপুণ্যেঽস্মিন্ শ্রীরামনবমীদিনে ব্রতোক্ত প্রকারেণ উপবাসাদ্যাত্মকং ব্রতং কৃত্বা রাত্রৌ কৃতজাগরণঃ অনন্যধীঃ শ্রীরামচরণনিবিষ্টচেতাঃ অধ্যাত্মরামায়ণং পঠেৎ, পঠনাসমর্থো বা শৃণুয়াৎ তস্য পুণ্যম্ অহং বদামি॥ ৩৭।৩৮॥

রামভক্ত যদি একাদশী তিথিতে উপবাসী হইয়া সভ্যগোষ্ঠীতে অধ্যাত্ম-রামায়ণ বিবৃত করেন, তবে তাঁহার কল্যাণলাভ অবশ্যম্ভাবী? তিনি কীদৃশ কল্যাণভাজন হইয়া থাকেন, তাহাই এস্থলে কীর্ত্তিত হইতেছে। রামায়ণ বিবৃত করিতে যাইয়া রামায়ণের প্রত্যক্ষর উচ্চারণে গায়ত্রী পুরশ্চরণের যে ফল তাহা তিনি লাভ করিয়া থাকেন! মন্ত্রশাস্ত্রে গায়ত্রী পুরশ্চরণের রীতি ও পুরশ্চরণের ফল বিশদভাবে বর্ণিত আছে। এস্থলে ইহা বিশেষভাবে স্মরণ করিতে হইবে যে, শ্রীরামভক্তি ভরিত হৃদয়ে রামায়ণ বিবৃত করিয়া যেরূপ অসাধারণ কল্যাণ সেইরূপ তুচ্ছ্ক্তিপরায়ণ হইয়া গগনগাত্রে গর্ত্ত অন্বেষণের ন্যায় রামচরিত্র চিত্রে দোষানুসন্ধিৎসু হইয়া রামায়ণ বিবরণে প্রবৃত্ত হইলে সেইরূপ অকল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। রামায়ণের অভিজ্ঞতার অভিমান রাখিয়াও যে আমরা কল্যাণভাজন হইতে পারি না, তাহার কারণ, যেরূপে রামায়ণ আলোচনা করিলে রামচরিত্র হৃদয়ে বিকসিত হইতে পারে, যাহার ফলে হৃদয় পরিতৃপ্ত হইতে পারে, যেভাবে আলোচিত হইলে রামায়ণমাত্র আলোচয়িতাকেই কৃতার্থ করিবে তাহা নহে, কিন্তু যাঁহারা তাদৃশ আলোচনার শ্রোতা, তাদৃশ বিবরণের গ্রহীতা তাঁহারাও কৃতার্থ হইবেন সন্দেহ নাই। কিভাবে আলোচনা করিলে আলোচয়িতা শ্রোতাও গ্রহীতা কৃতার্থ হইতে পারেন, তাহাই সুবিশদভাবে বিবৃত করিতে যাইয়া বেদব্যাস এই মাহাত্ম্য পরিচ্ছেদের অবতারণা করিয়াছেন। উপবাসাদি-দ্বারা চিত্তসংযত করিয়া একাদশী প্রভৃতি পুণ্যদিনে রামভক্তজনসমাজে

রামলীলারহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে প্রবৃত্ত হইলে যে কোন ব্যক্তি এই উক্তির যথার্থতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই। পিত্ত শ্লেষ্মাদি দোষদুষ্ট কণ্ঠ যেরূপ নিষ্ঠীবন প্রভৃতির উদ্‌গীরণ করিয়া থাকে, আবার কণ্ঠ বিশোধনের সঙ্গে সঙ্গে সেই দুষ্ট উপদ্রবরাশি নিবৃত্ত হইয়া কণ্ঠ যেরূপ স্বাস্থ্য লাভ করে, সেইরূপ উচ্ছৃঙ্খল অসংযত চিত্ত অসুরসমাজের সহায়তা লাভ করিলে স্বীয় হৃদয়ের অভিব্যক্ত ও প্রচ্ছন্ন মলরাশি উদ্‌গীরণ করিয়া ভগবদ্দেহ কলঙ্কিত করিতে যে প্রয়াসী হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? এজন্য শাস্ত্র বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, কল্যাণকামী ব্যক্তি কখনও যেন অসংযত চিত্তে দুর্জ্জা-গোষ্ঠীতে ভাগবত-প্রখ্যাপন প্রয়াস হইতে বিরত থাকেন।

জগদেক স্বস্ত্যয়ন ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র জীবগণের পুণ্যপুঞ্জপ্রভাবে রাজর্ষি দশরথ গৃহে যেদিন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই পুণ্যদিন শ্রীরামনবমী তিথি। এই পরমপুণ্য তিথিতে শ্রীরামনবমী ব্রতগ্রহণপূর্ব্বক উপবাসী হইয়া রাত্রি জাগরণ পূর্ব্বক শ্রীরামচন্দ্রচরণে চিত্তস্থাপন করিয়া যিনি অধ্যাত্মরামায়ণ পাঠ করিবেন অথবা পাঠে অসমর্থ হইয়া অধ্যাত্মরামায়ণ শ্রবণ করিবেন, তিনি অগণিত পুণ্যপুঞ্জের অধিকারী হইয়া রামলীলা মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হইবেন সন্দেহ নাই। দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীরামনবমী ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াও ত লোকে রামভক্তি লাভের অধিকারী হয় না; শ্রীরামলীলা মাহাত্ম্য ত হৃদয়ে আবির্ভূত হয় না, রামলীলা স্মরণে চিত্তের ঐকান্তিক অনুরাগ ত দেখা যায় না। বাল্মীকি যেরূপ রামভক্তিতে ভরিত হইয়াছিলেন, মহাবীর যেরূপ সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য নিরপেক্ষ হইয়াছিলেন, আমার ত তাহা হইল না, বুঝিতে হইবে, আমার অর্জ্জিত পাপপর্ব্বত হৃদয়ভূমি আক্রমণ করিয়া এখনও সুদৃঢ় ভাবেই স্থিত রহিয়াছে। কল্মষরাশি ক্ষীণ না হওয়া পর্য্যন্ত আহুত দুর্ভাগ্য দুর্দ্দিনের পর্য্যবসান না হওয়া পর্য্যন্ত দুশ্চরিত মেঘমালা বিলীন না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীরাম চরণ চন্দ্রিকার প্রকাশ হৃদয়ে হইতে পারে না। এজন্য সঞ্চিত দুষ্কৃতরাশি পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া শ্রীরাম চরণে আত্ম-নিবেদন করিয়া শ্রীরামচন্দ্র মুখারবিন্দে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অখিন্ন মনে রঘুনায়কের প্রসন্নতা কামনা করিয়া পুনঃ পুনঃ সুকৃতরাশির অনুষ্ঠান করিতে হইবে। নিরাশ চিত্তকে আশ্বস্ত করিবার জন্য সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, আমার অর্জ্জিত কল্মষরাশি যতই প্রবল হউক, দুষ্কৃতির সংখ্যা যতই অধিক হউক, করুণাসিন্ধু শ্রীরামচন্দ্রের করুণা আমার অর্জ্জিত পাপের অনন্ত গুণ। পাপপুঞ্জের প্রতি দৃষ্টি করিয়া হৃদয় যেমন

জন্ত, আমার করুণাসিন্ধুর করুণা স্মরণ করিয়া হৃদয় তেমনি আশ্বস্ত হইবে। "মৎসমঃ পাতকী নাস্তি" ইহা যেমন সত্য, সেরূপ "পাপঘ্নত্বৎসমো নহি" ইহা তদপেক্ষা অধিক সত্য। এইরূপ স্থিরবুদ্ধিতে যদি কোন পুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের প্রসন্নতা প্রার্থী হইয়া পুনঃ পুনঃ রামায়ণ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও চিন্তন করেন, তবে সেই শ্রবণাদির ফলে উৎপন্ন শুক্লপুণ্যরাশি, পাপরাশির সুমার্জ্জন করিয়া শ্রীরাম-চন্দ্রের রাজ সিংহাসন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাপিত করিবে সন্দেহ নাই। এই মাহাত্ম্য-কাণ্ডে পুনঃ পুনঃ পুণ্যরাশির উল্লেখ করিয়া ইহাই প্রদর্শন করিয়াছেন ॥ ৩৭।৩৮ ॥

কুরুক্ষেত্রাদিনিখিলপুণ্যতীর্থেষনেকশঃ।
আত্মতুল্যং ধনং সূর্য্যগ্রহণে সর্ব্বতোমুখে ॥ ৩৯ ॥
বিপ্রেভ্যো ব্যাসতুল্যেভ্যো দত্ত্বা যৎ ফলমশ্নুতে।
তৎফলং সম্ভবেত্তস্য সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৪০ ॥

গৃহীতব্রতস্য শ্রীরামনবমীদিনে অধ্যাত্মরামায়ণ পাঠে শ্রবণে বা যৎ ফলং তদ্বক্ষ্যামীতি যৎ প্রাগুক্তং—তদেবাহ কুরুক্ষেত্রাদীতি। কুরুক্ষেত্রপ্রমুখেষু নিখিলেষু পুণ্যতীর্থেষু সূর্য্যগ্রহণে সর্ব্বতোমুখে জলে স্থিত ইতি শেষঃ। কুরুক্ষেত্রং নাম বৃহস্পতিরুবাচ যাজ্ঞবল্ক্যং যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনং ইত্যাদি শ্রুত্যুপশ্লোকিত মহাত্ম্যং পুণ্যতমতীর্থং কুরবস্তত্রং ক্ষয়ংগতা ইতি বা কুরুক্ষেত্রং কুরুত সুকৃতং ক্ষিপ্রমত্রত্রাণং ভবিষ্যতি ইতি বা কুরুক্ষেত্রং ব্রহ্মর্ষিদেশান্তর্গতং তদেব আদি মুখং যেষাং বারাণস্যাদি পুণ্যতীর্থক্ষেত্রাণাং তেষু ইত্যর্থঃ। "পুষ্করং সর্ব্বতোমুখমি"তি জল পর্য্যায়েষ্বভিধানাৎ সর্ব্বতোমুখমস্যেতি নির্ব্বচনাচ্চ সর্ব্বতোমুখং জলমাহুঃ। অনেকশঃ বারংবারম্ আত্মনা তুল্যং তলয় সম্মিতং তুল্যম্ আত্মশব্দোঽত্র শরীরে বর্ত্ততে, শরীর পরিমাণ তুল্যপরিমাণং ধনং হিরণ্যরজতাদি। ব্যাসতুল্যেভ্যো বেদপারদৃশ্বভ্যো বিপ্রেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যো দত্ত্বা দাতা যৎফলমশ্নুতে প্রাপ্নোতি, তৎফলং তৎফলসদৃশফলং তস্য গৃহীতব্রতস্য শ্রীরামনবমী দিনেঽধ্যাত্মরামায়ণাদি পাঠনিরতস্য সম্ভবেৎ অবশ্যং ভবেৎ যৎ তৎ সত্যং সতম্ অথবা ইতি যন্ময়োক্তং তৎ সত্যং সত্যম্ অভ্যাসো হি দৃঢ়ত্বায়, অত্র সংশয়ো নাস্তি ॥ ৩৯।৪০ ॥

পুণ্যতিথি শ্রীরামনবমীতে গৃহীতব্রত রামভক্ত যদি অধ্যাত্মরামায়ণ কীর্ত্তন বা শ্রবণ করেন, তবে অগনীত সুকৃতভাজন হইয়া থাকেন; ইহা পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে। সেই অগণিত সুকৃতরাশি দেখাইতে যাইয়া ভগবান্, নারদকে বলিতেছেন—শ্রুতি কীর্ত্তিত পরম পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে, বারাণসী প্রভৃতি তীর্থে সূর্য্যগ্রহণকালে পরম পবিত্র-তীর্থ সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক সেই সলিলস্থিত হইয়া

তুলা যন্ত্র দ্বারা স্বীয় দেহ পরিমিত সুবর্ণাদি ধনরাশি যিনি বারংবার সর্ববেদ পারঙ্গত ব্যাস তুলা ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া যে অগণিত পুণ্যরাশি সঞ্চয় করিয়া থাকেন, তাদৃশ অগণিত পুণ্যলাভ রামভক্ত জনেরও হইয়া থাকে, যে রামভক্ত শ্রীরামনবমী তিথিতে গৃহীত ব্রত হইয়া অধ্যাত্মরামায়ণ কীর্ত্তন বা শ্রবণ করেন। একমাত্র দান প্রভাবে মানব বহু দুষ্কৃতির নাশ ও সুকৃতি উপার্জ্জনে সমর্থ হইয়া থাকে, আর সেই দান যদি উপযুক্ত পাত্রে, উপযুক্ত দেশে ও উপযুক্তকালে অনুষ্ঠিত হয়, তবে সেই অনুষ্ঠিতদান বীর্য্যবত্তর হইয়া অগণিত দুষ্কৃতি নিবারণে ও অগণিত সুকৃতি উপার্জ্জনে সমর্থ হইয়া থাকে, আর সেই প্রদেয় বস্তু যদি সাধুভাবে উপার্জ্জিত হয় এবং খ্যাতি প্রতিপত্তির দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া দাতা সেই সাধুভাবে উপার্জ্জিত ধন যদি দান করেন, তবে সেই ধন দান অল্প হইলেও প্রভূত ফল প্রদানে সমর্থ হইয়া থাকে। এই শ্লোকে দানের পাত্র—ব্যাস তুল্য বিপ্র, স্থান—পুণ্যতীর্থাদি কুরুক্ষেত্র, এবং কাল—সূর্য্যগ্রহণ, উল্লেখ করিয়া সাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠতম দান যে অতিশয় পুণ্যজনক ইহাই সূচিত হইয়াছে। এই শ্রেষ্ঠতম দান যাঁহার প্রসন্নতা উপার্জ্জন করিয়া ফল প্রদানে সমর্থ হইয়া থাকে, অনুষ্ঠিত শুভকর্ম্ম প্রসুপ্ত হইলেও যিনি জাগ্রত থাকিয়া কর্ত্তাকে শুভফলে মণ্ডিত করিয়া থাকেন, তাঁহারই প্রসন্নতা লাভের নিমিত্ত তাঁহারই ঐকান্তিক ভক্ত তাঁহার প্রসন্ন বদনারবৃন্দে দৃষ্টিস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহারই প্রসাদপ্রার্থী হইয়া, পুণ্যতিথি শ্রীরামনবমী তিথিতে তাঁহারই লীলারাশি শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলে যে সাক্ষাৎ তাঁহারই প্রসন্নতা লাভে সমর্থ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি! এজন্য এই শ্লোকে "সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ" বলিয়া ফল প্রাপ্তির দৃঢ়তা জ্ঞাপন করিয়াছেন॥ ৩৯। ৪০॥

যো গায়তে মুদাধ্যাত্মরামায়ণ মহর্নিশম্।
আজ্ঞাং তস্য প্রতীক্ষন্তে দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ॥ ৪১॥

অহর্নিশং রাত্রিন্দিবং যঃ খলু শ্রীরামচরণসমর্পিতমনাঃ ভাবনাবেশবশাৎ তমেব শ্রীরামং সাক্ষাৎ কুর্ব্বন্ তস্য ভগবতো হসিতভাষিতমপ্যনুপশ্যন্ কদাচিদযোধ্যায়াং বা মাতুভিরুপলাল্যমানং, কদাচিৎ মাতুরঙ্কে শয়ানং, কদাচিৎ মাতুস্তনন্ধয়ন্তং কদাচিদ্বা দশরথ গৃহাঙ্গনে রিঙ্গমাণং ভগবন্তং শ্রীবালরামং নির্নিমেষনেত্রাভ্যামাপিবন্নিব আত্মনা যোজয়ন্নিব তমেব প্রবিশন্নিব শিরসা পুনঃ প্রণমন্ নেত্রাভ্যামশ্রূণি বিমুঞ্চন্ রামভক্তঃ অধ্যাত্মরামায়ণং মুদা আনন্দসিন্ধুনিমগ্নঃ সন্ গায়তে গায়তীত্যর্থঃ, শ্রীরামচরণে চিত্তং নিবেদয়তঃ রাত্রিন্দিবং রামায়ণং

পারন্তঃ পুরুষধুরন্ধরস্য চেতসি যে যে ভাবা নিরন্তরং সমুৎপন্নাঃ হৃদয়মারঞ্জয়ন্তি প্রতিক্ষণং রামায়ণং নবীকুর্ব্বন্তি তান্ লেশতোঽপি কথয়িতুং সহস্রমপি পুরুষায়ুষাণি ব্যপগময়ন্ বাচস্পতি রপি নালং ভবতি কিং পুনরন্যো বরাকঃ, কথমন্যথা বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠানামপি বাতাত্মজানাং শ্রীরামভক্তানাং কল্পান্তজীবিনাং নিমেষায়মানমায়ুরত্যেতীতি পুনঃ পুনর্বিভাবনীয়ম্।

কিং তস্যোত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—আজ্ঞাং তস্যেতি তস্য রামায়ণগায়নস্য ইন্দ্রপুরোগমাঃ দেবেন্দ্রপ্রমুখা দেবা অপি আজ্ঞাং প্রতিক্ষন্তে, তস্যাভিলষিতসম্পাদনেন আত্মানং কৃতার্থয়িতুমিচ্ছন্তি ॥ ৪১ ॥

অনবীকৃত ভোগের পুনঃ পুনঃ রোমন্থন করিয়াও আমরা কিছুমাত্র খেদ অনুভব ত করিই না, প্রত্যুত ক্ষণে ক্ষণে ভোগের অভিনব রসনীয়তা দর্শন করিয়া সোৎসাহে ভোগ গ্রহণে অগ্রসর হইয়া থাকি! খেদের উপযুক্ত স্থানে আমরা অখিন্ন। কিন্তু হস্ত প্রসারণ করিয়াও যে ভূমি, খেদ কখনও স্পর্শ করিতে পারে না, তাদৃশ ভূমিতে আমরা নিরন্তর খেদের বিভীষিকা দর্শন করিয়া থাকি। নিরন্তর অধ্যাত্মরামায়ণ কীর্ত্তনে নিমগ্ন হইয়া, রামভক্ত কেমন করিয়া সুদীর্ঘ আয়ুঃখণ্ড অতিবাহিত করিয়া থাকেন তাহা আমাদের কল্পনারও বিষয় হইতে পারে না। যে ভোগ হইতে শ্রান্তি খেদ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে, যাহা শ্রান্তিরূপে পরিণত হয়, তাহা কখনও সুখ ভোগ হইতে পারে না। সুখ কখনও শ্রান্তির মূর্ত্তিতে, খেদের আকারে প্রকাশমান হয় না, ইহা দুর্ভোগেরই স্বরূপ। অখিন্ন, অশ্রান্তভাবে যে ভোগ, তাহাতে ভোগলম্পট কখনও অধিকারী হইতে পারে না।

শ্রান্তিশূন্য সুখ, গ্লানি শূন্য আনন্দের অধিকারী হইতে যদি কাহারও অভিলাষ হয়, তবে তাদৃশ শুভাকাঙ্ক্ষী জনেরই শাস্ত্রের আবশ্যকতা, শাস্ত্র তাহার জন্যই করুণাপরায়ণ হইয়া কত উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন। যদি কেহ সর্পবিষ নিবারক ঔষধ জানিতে চায়, তবে তাহার কর্ত্তব্য যে সময় নকুল সর্পের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, সে সময় সর্পদষ্ট হইয়া নকুল যাহা কিছু মুখে গ্রহণ করিবে, তাহাই সর্প বিষের মহৌষধি বুঝিতে হইবে। এইরূপ যাহার হৃদয়ে ভগবৎ কৃপালাভের আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে, তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য, যাঁহারা ভগবৎ কৃপালাভ করিয়াছেন, সমস্ত বিষয় গ্রাস হইতে ইন্দ্রিয়রাশি প্রত্যাহৃত করিয়া, শ্রীরঘুনাথকের চরণপ্রান্তে স্থাপন করিয়াছেন, তেমন পুরুষধুরন্ধর মহাবীর প্রমুখ ভক্তপ্রধান, তাঁহারা যে ভাবে সময় যাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের সূক্ষ্ম আচরণ পর্য্যন্ত প্রণিহিত মনে অনুধাবন করিলে কৃতার্থতা লাভের

স্থত্র হৃদয়ে প্রতিভাত হইবে। শাস্ত্র এই জন্যই এত বিশদ করিয়া তাঁহাদের ব্যবহার বিবৃত করিয়াছেন। আজ আমরা যাহা ঐতিহাসিক শূন্য বলিয়া, অলৌকিক বলিয়া নাসিকাকুঞ্চন করি, একবার দৃষ্টিপাতেরও অযোগ্য বলিয়া মনে করি, কিন্তু তাহা কল্যাণেচ্ছু জনের নিকটে কত উপাদেয় কত অপেক্ষিত তাহা আমরা কল্যাণবিমুখ বলিয়া বুঝিতে পারি না। গোস্বামী তুলসীদাস স্বীয় গ্রন্থ রামচরিত মানসে বলিয়াছেন "যহ শুভচরিত জান পৈসোঈ। কৃপা রাম কৈ জা পর হোঈ॥" এই পরম শুভ রামচরিত তাঁহার হৃদয়ে মধুর অপেক্ষা মধুরতর হইবে; যাহার প্রতি শ্রীরাম প্রসন্ন, স্বীয় দুষ্কৃতি প্রভাবে শ্রীরঘুনাথের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারি নাই বলিয়াই শ্রীরামচরিত এত বিরস।

"প্রেমমগন কৌশল্যা, নিশিদিন জাত ন জান।
স্থত সনেহ বস মাতা, বালচরিত কর গান॥
কোশল পুরবাসী নর, নারী বৃদ্ধ অরু বাল।
প্রাণ হুঁতে প্রিয়লাগত, সব কহুঁ রাম কৃপাল॥"

শ্রীরামজননী কৌশল্যাদেবী রামস্নেহে মগ্ন হইয়া দিবারাত্রির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারিতেন না। নিরন্তর শ্রীরামের বালচরিত কীর্ত্তনে সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইয়া যাইত। যদি করুণাসিন্ধু শ্রীরামচন্দ্রের করুণালেশ লাভ করিতে পারি তবে শ্রীকৌশল্যাদেবীর মত আমারও দীর্ঘ আয়ুঃখণ্ড শ্রীরামের বালচরিত গানেই অতিবাহিত হইবে। তখন বুঝিতে পারা যাইবে, নিরন্তর অধ্যাত্ম রামায়ণ কীর্ত্তনে দিবারাত্রি কেমন করিয়া অতিবাহিত হয়। আর তাহাতে কোন্ সৌভাগ্যেরই বা অধিকারী হইতে পারা যায়। ইন্দ্র প্রমুখ দেববৃন্দ এতাদৃশ রামচরিত গায়কের আজ্ঞাবহ কেন হইয়া থাকেন, তাহাও তখনই বুঝিতে পারা যাইবে॥ ৪১॥

পঠন্ প্রত্যহ মধ্যাত্মরামায়ণ মনুব্রতঃ।
যদ্যৎ করোতি তৎকর্ম্ম ততঃ কোটি গুণং ভবেৎ॥ ৪২॥

স্বাভারিকাসঙ্কাপরনামধেয় মৃত্যুপ্রস্থজনক্রিয়মাণং কর্ম্ম, তৎপদাভিধেয়ম্। প্রসিদ্ধত্বাৎ তাদৃক্কর্ম্মণাং তৎপদেন পরামৃশতি। ততঃ তাদৃশাৎ কর্ম্মণোঽন্যদ্ যদ্যৎ করোতি, তৎ কর্ম্ম কোটি গুণিতং ফলং জনয়তি, বীর্য্যবত্তরত্বাৎ তাদৃশস্য

কর্ম্মণঃ। "যদেব শ্রদ্ধয়া উপনিষদা বা করোতি তদেব বীর্য্যবত্তরন্তং ভবতীতি" শ্রুতেঃ। কিং কুর্ব্বন্ তাদৃশং কর্ম্ম ক্রিয়মাণং কোটিগুণিতং ফলং জনয়তীত্যাহ পঠন্নিতি। অনুব্রতঃ—তৎপরঃ সন্, তাৎপর্য্যং নামোপাপ্তিঃ। রামায়ণোপাসনা-পরায়ণঃ তপসা শ্রদ্ধয়া ব্রহ্মচর্য্যেণ রামায়ণমুপাসীনঃ, রামায়ণোপাসনদ্বারেণ ভগবন্তং প্রসাদয়ন্ প্রত্যহং প্রতিদিনং অধ্যাত্মরামায়ণং পঠন্ তদর্থাবধারণয়া চেতঃ শোধয়ন্, অধ্যাত্মদৃষ্ট্যা কর্ম্মাণ্যনুতিষ্ঠন্ প্রণত্যো মোক্ষভাজনং ভবতীতি কোটিগুণ শব্দেন সূচিতম্। ফলাসঙ্গবশেন হি ক্রিয়মাণং কর্ম্ম পরিচ্ছিন্নং ফলং জনয়তি। শ্রীরামভক্তিবিলীনচেতসঃ ফলাসঙ্গক্ষুণ্ণান্ কর্ম্মণঃ পরিচ্ছিন্ন ফলতাং বারয়ন্ পূর্ণকৃতার্থতামাবির্ভবতীতি নির্গলিতার্থঃ॥ ৪২॥

হৃদয়ের নিঃসারতাই ফলাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধির কারণ, মানুষ নিজের অপূর্ণতা যত অধিক উপলব্ধি করিবে ফলাকাঙ্ক্ষা তত অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ব্যাধিগ্রস্থ জনের দুষ্ট ক্ষুধা যেমন আহারে নিবৃত্ত না হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে সেইরূপ নিঃসার হৃদয়ের ফলাকাঙ্ক্ষা ফলাহারে নিবৃত্ত না হইয়া বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মানুষ নিজের হীনসার চিত্তকে বাহ্যবস্তুর প্রলেপে প্রলিপ্ত করিয়া সারবৎ ভাবিতে চির অভ্যস্ত। এই ফলাকাঙ্ক্ষা যতই উচ্ছৃঙ্খলিত ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, ততই ভোগ্যবস্তু পরিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্রতর হইতে থাকে। ক্ষীণসার চিত্তের এই ফলানুরাগই আসঙ্গ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাকে শাস্ত্রে আসুর পাপ্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবদনুরাগ, এই বিষয়ানু-রাগের পরিপন্থী। জীব অকস্মাৎ এই ভগবদনুরাগ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এই অনুরাগ লাভ করিতে হইলে গুরু ও শাস্ত্রমুখে নিরন্তর ভগবল্লীলারাশি শ্রবণ, শিশ্নোদর পরায়ণ দুর্জ্জন সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎপ্রাণ সাধুজনের সঙ্গ, নিষিদ্ধ আচরণ পরিত্যাগ, দৃঢ়সঙ্কল্প ইত্যাদি অভ্যাস করিতে হয়, এই সমস্ত হইতে এই অনুরাগ মানবচিত্তে প্রকাশমান হইয়া থাকে। যাঁহার হৃদয়ে এই শুভ-সঙ্কল্প সুদৃঢ় হইয়াছে তাদৃশ ব্যক্তি তপঃ, শ্রদ্ধা, ব্রহ্মচর্য্যাদির সাহায্যে নিরন্তর আধ্যাত্মরামায়ণ সেবনপরায়ণ হইয়া প্রত্যহ এই রামায়ণ অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইবেন। আর তাহার ফলে শ্রীরামচরণে হৃদয় আনত হইবে। স্বীয় দুষ্কৃতি প্রভাবে দৃঢ়সংহত চিত্তকে বিগলিত করিতে ভগবদনুরাগের মত সাধন আর কিছুই নাই। দৃঢ়সংহতচিত্তে যে ফলানুরাগ নিখাত ছিল ভগবদ্ভক্তি প্রভাবে চিত্ত বিগলিত হইলে, সেই নিখাত বিষয়ানুরাগও চিত্ত হইতে স্খলিত হইয়া যায়, আর ইহার নামই চিত্তশুদ্ধি। এই ভগবদনুরাগে বিশুদ্ধ চিত্তভূমিতে

বিষয়ানুরাগঅঙ্কুরিত হইতে পারে না। ভক্তজনের আচরণই ইহার উদাহরণ। রামভক্তিতে বিগলিত চিত্ত ভক্ত যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন তাহা সাক্ষাৎ শ্রীরামচরণে সমর্পিত হইয়া কৃতার্থ ও কৃতার্থ হইয়া চির অস্তমিত হইবে। কৃতার্থ কর্ম্মের অস্ত গমনেই কর্ম্মকর্ত্তার কৃতার্থতা। কর্ম্ম রে বন্ধনের জন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান নহে, কিন্তু কর্ম্মের সুপ্রয়োগে কৃতার্থ হইয়া নৈষ্কর্ম্ম্য লাভই, কর্ম্মানুষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্য। ভক্তিশূন্য হৃদয়ে এই মহা সত্যের উপলব্ধি হইতে পারে না। ধন, রত্ন, পুত্র, পশু প্রভৃতি, কর্ম্মের ক্ষুদ্র ফল, কর্ম্ম হইতে যে নৈষ্কর্ম্ম্যলাভ তাহাই, কর্ম্মের অক্ষয় ফল। আসুর ভাবে অনুষ্ঠিত যে কর্ম্ম ক্ষুদ্র ফল প্রদান করে, ভগবৎভজন দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া তাহাই অখণ্ড অনন্ত গুণিত ফল ভগবৎপ্রসন্নতা উপার্জ্জন করিয়া অনুষ্ঠাতাকে চিরকৃতার্থ করে ॥ ৪২ ॥

তত্র শ্রীরামহৃদয়ং যঃ পঠেৎ সুসমাহিতঃ।
স ব্রহ্মঘ্নোঽপি পূতাত্মা ত্রিভিরেব দিনৈর্ভবেৎ ॥ ৪৩ ॥

যদ্যপ্যস্মিন্ রামায়ণে সপ্তসু কাণ্ডেষু তত্র তত্রাধ্যায়েষু বহবো বিষয়া উপবর্ণিতা স্তথাপি তেষু শ্রীরামহৃদয়ং নাম বালকাণ্ডীয় প্রথমাধ্যায়ান্তর্গতং শ্রীমন্ মারুতয়ে সাক্ষাদ্ রামেণোপদিষ্টম্ "শৃণু তত্ত্বং প্রবক্ষ্যামী"ত্যাদি প্রথমাধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্তম্। যদ্যপি প্রথমাধ্যায়স্য শ্রীরামহৃদয় নাম্না ব্যবহারস্তথাপি "এতত্তে কথিতং দেবি শ্রীরামহৃদয়ং ময়া। সাক্ষাদ্ রামেণ কথিতং সর্ব্ব-বেদান্ত সংগ্রহম্ ॥" শ্রীশিবোক্তিদর্শনাৎ সাক্ষাদ রামেণোপদিষ্টভাগস্যৈব শ্রীরাম হৃদয়নাম্না ব্যপদেশোযুক্তঃ। তদ্ বক্ষ্যমাণং শ্রীরামহৃদয়ং যঃ সুসমাহিতমনাঃ একাগ্রচিত্তঃ সন্ অত্র সমাধিনা মুমুক্ষা শ্রদ্ধোৎসাহাদয়োঽপি গ্রাহ্যাঃ। রামহৃদয়-মিতি কস্মাৎ? রামশ্চাসৌ হৃদয়ঞ্চেত্যাহ। হৃদয়পদং নির্ব্রবীতি শ্রুতিঃ "স বা এষ আত্মা হৃদি তস্যৈত দেব নিরুক্তংহৃদি অয়মিতি" তমেকং হৃদয়ং সন্তং হৃদয়মিত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ। কোঽয়মাত্মা য এষ হৃদি তিষ্ঠন্ স্যাৎ? আহ দহর পুণ্ডরী বেশ্মনোঽন্তর্যোদহরাকাশঃ এষ আত্মাপহত পাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুবিশোকাবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্প ইতি। তদেতদ্ ব্রহ্ম পদাভিধেয়ং হৃদয়ং রামাত্তাঽভেদেন নির্দ্দিশন্ গ্রন্থোঽপি রামহৃদয়নাম্না ব্যপদিশ্যতে। উত্তানাস্তু রামস্য হৃদয়মিব রামহৃদয় মিত্যাহুঃ। হৃদয়ং নাম অন্তরঙ্গং সর্ব্বেভ্যো দেহাবয়বেভ্যঃ। তদ্বদিদং শ্রীরামস্য স্বরূপপ্রতিপাদনাৎ। তদিদং শ্রীরামহৃদয়ং সমাহিতমনাঃ যঃ পঠেৎ, পাঠেন স্বরূপমবগচ্ছেৎ স

ব্রহ্মাপ্নোহপি পূতাত্মা ভবতি। যথা পুষ্করপলাসে আপো ন শ্লিষ্যন্তে এবমস্ত সর্ব্বে পাপ্ম্যানঃ প্রদূয়ন্তে? অপহত পাপ্মনি শ্রীরামচন্দ্রবিজ্ঞাতে বিজ্ঞাতুঃ পাপমাপগমনাৎ। "ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রমহমহনম্" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। বেদন ফলেন বিদ্যাং প্রশংসন্তি! ত্রিভিরেবদিনৈরিতি যদুক্তং তদধিকারি বিশেষমপেক্ষ্য বোধ্যম্। মন্দাধিকারিণাস্তু কালেনেতি ভাবঃ॥ ৪৩॥

আর্য্য রামায়ণ যেমন কাণ্ডসপ্তকে বিভক্ত, সেইরূপ এই ভগবদধ্যাত্মরামায়ণও কাণ্ডসপ্তকে সুবিন্যস্ত। প্রত্যেক কাণ্ডের অন্তর্গত অধ্যায়সমূহ, কাণ্ডের প্রতিপাদ্য বিষয় সুবিভক্ত রহিয়াছে। এই রামায়ণের বালকাণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে শ্রীরামহৃদয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীরামহৃদয়ের বক্তা সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রোতা আবাল্য ব্রহ্মচারী মুমুক্ষু মহাবীর। ভগবান্ তত্ত্বজিজ্ঞাসু মহাবীরকে সমস্ত বেদান্তের নির্গলিত অর্থ সংক্ষেপে উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীমান্ মারুতি কিরূপে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, তাহাই শ্রীরাম হৃদয়ে বর্ণিত হইয়াছে। ভক্ত ও মুমুক্ষু যে যে স্থানে কৃতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন তাহা তীর্থীভূত হইয়া আজও বিরাজমান রহিয়াছে। সেই সেই কাল এই কৃতার্থতার সদ্গন্ধ স্বীয় গাত্রে লেপন করিয়া পুণ্যতিথিরূপে এখনও আবর্ত্তিত হইতেছে। যে বিদ্যাপ্রভাবে তাঁহারা কৃতার্থ হইয়াছিলেন সেই ব্রহ্মবিদ্যা আজও শ্রোতৃপরম্পরা ক্রমে আমাদের শ্রুতিগোচর হইতেছে। কেবল তাঁহাদের সেই কৃতার্থতাই আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছে। এই সেই রামহৃদয় যাহা একদিন শ্রীরঘুনায়কের মুখকমল হইতে ক্ষরিত হইয়া শ্রীমান্ মহাবীরকে কৃতার্থ করিয়াছিল, দুর্ভাগ্য আমরা আজ তাহা পুনঃ পুনঃ কণ্ঠে ধারণ করিয়া কৃতার্থতার সন্ধান পাইতেছি না! ক্ষণকালের জন্যও হৃদয় স্পন্দিত হইতেছে না!

যে ভাগ্যবান্ একাগ্র মনে শ্রদ্ধা ব্রহ্মচর্য্যাদি যুক্ত হইয়া "অহং বদ্ধো বিমুক্তঃ স্যাম্" এইরূপ দৃঢ় মুমুক্ষা লইয়া এই রামহৃদয় পাঠ করিবেন তিনি সদ্যো মুক্তি লাভে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই। মধ্যমাধিকারী মুমুক্ষাদি সাধনের অল্পতা প্রযুক্ত দিনত্রয় রামহৃদয় শ্রবণ করিয়া পরোক্ষতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন আর এই পরোক্ষতত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে সর্ব্ববিধ পাতকরাশি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পবিত্র হইবেন। মন্দাধিকারী দীর্ঘকালে তাদৃশ ফল লাভে সমর্থ হইবেন॥ ৪৩॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীভৃগুচরণকমলেভ্যো নমঃ।

৺ভার্গব শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দের প্রয়াণ কুণ্ডলী।

শুক্রোবাচ।

বদনাথ দয়াসিন্ধো মৃত্যুলগ্ন শুভাশুভং।
যেন বিজ্ঞান মাত্রেণ লোক জ্ঞানং ভবিষ্যতি॥
কস্মিন্ লোকে গতো নূনং তন্মেবদ তপোধন।
ভৃগুরুবাচ—কুলীরেপি দশামৃত্যুঃ তদীশ কণ্টকে কবে।
দ্বিজবংশে ভবেদ্ বালঃ মহাজ্ঞানী তপোনিধি॥
রামভক্তো মহাপ্রাজ্ঞ রামলোকে গতঃ কবে।
মৃত্যুকালে মহাপ্রাজ্ঞ রামচন্দ্রঃ সমাগতঃ॥
বিমানে পার্ষদৈঃ সাকং জগ্রাহ চাঙ্ককে কবে।
রামচন্দ্রেন সাকং রামলোকে গতঃ কবে।
স্বচেচ্ছাম্মৃত্যুমাপ্নোতি যোগেনাস্তেতনুত্যজাং॥
রামগেহে মহাসৌখ্যং রামেন সহ মোদতে।
সীতাপতি নিকটে বাস জানক্যাশ্চ মহাকবে॥
পুত্রং মন্যতে রাম পরমানন্দ মাপ্নুয়াং।
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য রামলোকে মহাসুখং॥
মহাযোগী ভবেদ্বালঃ সত্যং তাত মহাসুখং।
কোশগে ভৃগুজো জ্ঞেয়া ধনধান্য বিরক্ততা॥
ভ্রাতৃগেহে ভূমিপুত্র দিবানাথেন সংযুত।
চৈক ভ্রাতৃ প্রজীবেত তস্য চাগ্রে মৃতিং গতঃ॥
মাতৃগেহে চন্দ্রপুত্র পিত্রের্মোক্ষোপি জায়তে।
পুত্রগেহে সূর্য্যসুনু রামপুত্র প্রজীবতি॥
তেষাং চাগ্রে মৃতি নূনং পুত্রস্তস্য ঋণী কবে।
বিললাপ পুত্রাস্তস্য কঠিনং তেষাং চ জীবনং॥
শত্রুগেহে শিখিপ্রোক্ত শত্রু মিত্র সমং কবে।
দারনাথোপি অলিগে দারা তস্যাপি জীবতি॥
পতিব্রতা মহাপ্রাজ্ঞী রামলোকে গতা কবে।
কিঞ্চিৎকাল বিলম্বেন রামবর্ষান্তরে কবে॥
বিললাপ কুরুতে নিত্যং ভার্য্যা তস্যাপি ভো কবে।
পুত্রা পৌত্রী বিললাপ শিষ্যং বিললাপ ভো কবে॥
রামচন্দ্র অযোধ্যায়াং যদা স্বর্গগতো কবে।
বৈকুণ্ঠে গোলকে বা যথা কৃষ্ণ গত কবে॥
তয়োপশ্চাদ্ যথা শর্ম্মণ বিললাপ প্রজা কবে।

তদ্বৎ বিললাপ ভো শুক্র পত্তনেতি তপোধন ॥
কথং জীবতি পুত্রোপি কথং ভার্য্যা প্রজীবতি।
প্রাণরূপ কুটুম্বস্থ রামলোকে গতে সতি ॥
রামচন্দ্র বিনা শুক্র কৃষ্ণচন্দ্রং বিনা কবে।
অযোধ্যা শূন্ততাং তাত দ্বারকা শূন্যতাং ব্রজেৎ ॥
হা কষ্টং কষ্টং ভক্তানাং কস্থ দৃষ্ট্যা চ জীবনং।
কৃষ্ণং বিনা যথাগোপী তথাতস্থ বিনা গৃহম্ ॥
হাহাকারং অদ্ভুতঘোরং তং বিনা বৈ তবোধন।
আনন্দং রামচন্দ্রস্থ তস্থ ধামে গতে সতি ॥
সীতামাতুশ্চ আনন্দং আনন্দং রঘুনন্দনং।
কা চিন্তা তস্থ মৃতুর্বৈ সর্ব্বে ভক্তা গতে সতি।
তস্থ নিকটে মহাসৌখ্যং গতং তাত শনৈঃ শনৈঃ ॥
কচিদ্ভক্তো নূনং ক'চৎ গমার্থং ইচ্ছতি ॥
শনৈ শনৈ গতাং সর্ব্বে রাম ধামে মহাসুখং।
নিধনেশ পঞ্চমে চৈব বাণ তর্কাৎ পরং কবে ॥
অভ্রসপ্তান্তরে মৃত্যু যোগমার্গে মৃতিং গতঃ।
স্বচেচ্ছা মৃত্যুমাপ্নোতি যোগরূপীচ বালক ॥
মৃত্যুপশ্চাৎ মাহাপ্রাজ্ঞ রাম লোকং গতঃ কবে।
ধর্ম্মগেহে দেবনাথোপি ধর্ম্মরূপো ভবেন্নরঃ ॥
জ্ঞানরূপী মোক্ষরূপী মহাযোগী ভবিষ্যতি।
যোগমার্গে গতে প্রাণে সর্ব্বে দেবা সমাগতা ॥
দেবৈ সহ গতো নূনং ইন্দ্রেঃ সাকং বিনিশ্চিতং।
রামলোকেপি ভো শুক্র তেন সাকং বিনিশ্চিতং ॥
নিত্যস্বাপি গতো তাত অমী পানং পিবেৎ কবে।
রামহস্তেন ভো শুক্র অমরত্বং গতো কবে।
রাজ্যগেহে নিশানাথ রঘুনাথ মহাপ্রভু ॥
তস্থ ধামে রাজতুল্যো রামচান্দ্রে মহাসুখং।
লাভেশো কোশগেহেচ মোক্ষলাভো ভবিষ্যতি ॥
আদৌ তাত অমীপানং রামহস্তেন ভো কবে।
অমরত্বং প্রজায়েত রামরূপো ভবিষ্যতি ॥
দ্বাদশে চ তমঃ প্রোক্ত লাভ তাত ব্যয়ং ন তু।
রামধামে মহাসৌখ্যং চিন্তা তত্র ন বিদ্যতে ॥
সমং শত্রুঃ তথা মিত্রং সর্ব্বে জ্ঞানী বসৎ কবে।
রামেন সহ ভো শুক্র মহদানন্দ মাপ্নুয়াৎ ॥
মৃত্যুপশ্চান্মহাপ্রাজ্ঞ ষোড়শ বর্ষান্তরে কবে।
পুত্রোপি রামলোকে চ মহাজ্ঞানী তপোধন ॥
মাতৃমৃত্যু বাণবর্ষে * * * * *

রামলোকে গতো নূনং তেষাং মুক্তি ভবিষ্যতি।
ভক্তানাং মে ক্ষমাপ্নোতি সর্ব্বেষাং মুনিপুঙ্গব॥
চৈক ভক্তো গতো নূনং সূর্য্যং ভিত্ত্বা গতো কবে।
রামলোকে সমাগত্য সাক্ষাদ্ তাত ভবিষ্যতি॥
তস্য দর্শন মাত্রেন ভক্তানাঞ্চ সুখং কবে।
রামধামে চ ভো শুক্র ভক্তানাং চ মহাসুখং॥
রাঘব মন্ত্র মাত্রেণ রামচন্দ্র প্রসীদতি।
রামায়ণং মহাকাব্যং তস্য পাঠাৎ মহাসুখং॥
ধনার্থী লভতে বিত্তং মোক্ষার্থী লভতে গতিং।
দর্শনার্থী মহাপ্রাজ্ঞ রামলোকে গতো কবে॥
মহাত্মানং বিনা শুক্র ভক্ত চিত্তে ব্যথা কবে।
কদাপি রামলোকে চ দর্শনং চ ভবিষ্যতি॥
তদ্রূপং ভক্ত চৈব তস্য ধ্যানাৎ তপোধন।
কৃষ্ণরূপো যথা গোপী তথা ভক্তোপি জায়তে॥
ইহলোকে সুখং পূর্ণং পরত্র মোক্ষমাপ্নুয়াৎ!
ভক্তানাং মুক্তিমাপ্নোতি সত্যং সত্যং তপোধন॥
বাঞ্ছাপূর্ত্তিশ্চ ভক্তানাং সত্যং সত্যং তপোধন।
তস্যাপি দর্শনং কৃত্বা রামলোকে ভৃগুঃ কবে॥
পরস্পরং মহাবার্ত্তা যোগবার্ত্তা তপোধন।
রামেন সহ পুনর্জন্ম যদি চেচ্ছা তপোধন॥
রামচান্যেপি বাস স্যাৎ মৃত্যুভাবং ফলত্বিদং॥

শ্রীরস্তু শ্রীরস্তু শ্রীরস্তু

শোক জয়ের উপায়।

এই যে আমরা আনন্দে আত্মহারা হই ও দুঃখে শোকেও আত্মহারা হই ইহার কারণ কি? নিজেকে না জানাই দেখি ইহার একমাত্র কারণ। দেখি সংযোগেও ভগবানকে ভুলিয়া থাকি সেইজন্য আত্মহারা হই, আবার বিয়োগেও তাঁহাকে ভুলিয়া আত্মহারা হইয়া শোকে নিমগ্ন হই। সচরাচর প্রায়ই দেখিতে পাই যে অতি মাত্র যত্নের স্নেহের ধন পুত্র কন্যা হারাইয়া নিরন্তর অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে কত স্নেহময়ী জননী দুইটী চক্ষের দৃষ্টি হারাইয়া অন্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। কত পিতা বার্দ্ধক্যের অবলম্বন অন্ধের যষ্টি একমাত্র পুত্র রত্ন অকালে বিসর্জ্জন করিয়া উন্মাদরোগ গ্রস্ত হইয়াছেন। কত সতী অসময়ে পতি হারাইয়া শোকে উন্মাদিনী হইয়াছেন। এই দারুণ শোকের হস্ত হইতে নিষ্কৃতির কি কোনও উপায় নাই? আছে বৈকি। এই যে পাওয়া ও হারানো এযে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির স্বল্প শক্তির বাহিরে, ইহাতো আমরা সকলেই বুঝি। ইচ্ছা করিলেই প্রাণ পাওয়া যায় না আবার ইচ্ছা করিলেই নষ্ট করাও যায় না। এটাতো সকলেরই একরূপ জানা আছে। কিন্তু কার্য্যকালে সে কথা মনে থাকে কি? না বিস্মরণ হই। এক্ষেত্রে মনে মনে দৃঢ় ধারণা করা উচিত যে গত

জীবনে যেরূপ কর্ম্ম করা হইয়াছে এ জীবনে তাহারই ফল ভোগ করিতে হইবে। অধীর হইলে চলিবেনা তো। যখন অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই তখন তাহার বিষময় ফলে যে জীবন বিষাক্ত হইয়া পড়িবে তাহাতো কৈ মনে করিনা।

জানি বা না জানি অগ্নিকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলেই দগ্ধ জনিত যন্ত্রণা ভোগ করিতেই হইবে। যদি স্থির চিত্তে এই সকল মনে করিয়া এ জীবনে সৎকর্ম্ম সাধুসঙ্গ করিয়াও ভোগ ভিন্ন কর্ম্মক্ষয় হয় না জানিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিতে অভ্যস্ত হই তবে শোক দুঃখ অনেকটা উপশম হয়। সংসারটা বেশ চলিতেছে উপস্থিত কোনও দুঃখ নাই। পূর্ব্বকার দুঃখ সকল সহ্য হইয়া গিয়াছে। নিরুদ্বেগে জীবনের পথে চলিতেছি, এমন সময় যদি বিনামেঘে বজ্রাঘাতেরও অধিক প্রাণ প্রিয় পুত্র রত্ন বা পতি সকলের অগোচরে না ব'লয়া না জানাইয়া চলিয়া যায়, আবার সে সন্তান যদি বিদ্বান বুদ্ধিমান ধীর স্থির মাতৃভক্ত হয়, তবে সে জননীর শোকের তীব্রতা কতদূর হয় ভুক্ত ভোগী বিনা কেহ বুঝিতে পারিবে কি? সে সতীর সর্ব্বস্ব হারা অন্তর বেদনা অন্তর্যামীই বুঝিবেন। দারুণ শোকের পেষণে মনোবৃত্তি সকল স্তব্ধ হইয়া যায়, অন্তঃকরণ স্পন্দহীন হইয়া যায়। যখন ধীরে ধীরে সম্বিৎ ফিরিয়া আইসে তখন ক্রমে ক্রমে নিজ অবস্থার বোধ হয়। মনে হয় আমার এই যে অত্যন্ত যত্নের ধন হারাইলাম তাহা কি পাপে হইল? অবশ্য এমন কোনও পাপ কার্য্য করিয়াছি যাহার জন্য এরূপ গুরুদণ্ড দেওয়ার আবশ্যক হইয়াছিল। নহিলে এরূপ শাস্তি হইবে কেন? ভগবান মঙ্গলময় হইয়া এমন অমঙ্গল ঘটাইলেন কেন? একি অভাবনীয় অচিন্তনীয় ঘটনা ঘটিল। কার্য্য ব্যপদেশে বাড়ির বাহিরে গেলে নিরূপিত সময়ে ফিরিয়া না আসিলে মন অস্থির হয়। চঞ্চল চিত্তে বারম্বার সম্বাদ লইতে হয়। উদ্বেগে ক্ষুধা তৃষ্ণা অন্তর্হিত হয় সেই প্রাণাধিককে জীবনের মত বিসর্জ্জন দিয়া যাবজ্জীবন না দেখিয়া কিরূপে থাকিব? নিত্য আহারের সময় না কাছে বসিয়া খাওয়া দেখিলে যাদের খাওয়া হয় না, পাতের কাছে অভুক্ত ব্যঞ্জন পড়িয়া থাকে, মনে করিয়া দেখাইয়া না খাওয়াইলে খাওয়া হয় না, রোগের কাছে থাকিলে রোগের যাতনা কমিয়া যায়, আমাদের ছাড়িয়া তারাইবা কি করিয়া থাকিবে?

যখন অজ্ঞান দূর হয় জ্ঞান ফিরিয়া আইসে তখন স্বরূপে দৃষ্টি পড়ে। তখন নিজ স্বরূপ ও গত জীবের স্বরূপ বিচার করিলেই দেখিতে পাই যে কিছুই হারায় নাই সবই আমার মধ্যে আছে। হারাইয়াছে শুধু এই জড় দেহটা। আসল বস্তু নষ্ট হইবার নহে। সে সর্ব্বত্র সর্ব্বস্থানে সকলের মাঝেই রহিয়াছে।

তবে ইহা সময় সাপেক্ষ কিছুদিনের পর অল্পে অল্পে শ্রদ্ধা সহকারে গুরূপদেশ পালন করিতে করিতে অগ্রসর হও দেখিবে অন্তরের জ্বালা প্রশমিত হইয়াছে। জগতের সব বস্তুই সেই তিনিই। গুরুবাক্যে বিশ্বাস রাখিলেই এ সুদারুণ শোকের আগুন নিভিয়া যাইবেই।

ভুক্তভোগী

বর্ষসূচী—১৩৩৪

খ

গ

জ

ত

দ

ধ

ন

প

ব

ভ

ম

শ্রীপার্ব্বতী শঙ্কর চক্রবর্ত্তী।

"উৎসবের" নিয়মাবলী।

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।/০ আনা। নমুনার জন্য ।/০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে "উৎসব" "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষ এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেথককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র-বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার অর্দ্ধেক মূল্য অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত

২২শ বর্ষ।] পৌষ, ১৩৩৪ সাল। [৯ম সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ৩্ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত ও

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"

শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

২১শ বর্ষ। } পৌষ, ১৩৩৪ সাল। { ৯ম সংখ্যা।

আপনি-আপনি-চুপ্।

সব থে'কে চুপ হ'লে
হে মোর হৃদয় স্বামি
চুপে চুপে দেখা দিতে
তখন আসিবে তুমি
চুপের সাধনা তাই
করিব হে প্রাণপণে
চুপে চুপে স'রে গিয়ে
মিশিব তোমার সনে
কতবার চুপে চুপে
আসিয়া ফিরেছ বঁধু
এবার করিয়া চুপ
বসিয়া থাকিব শুধু
তাহ'লে তোমারি হ'ব
শুনিয়াছি দেববাণী
অভয় আনিয়া দিল
'দেখ্‌তা হুঁ' অমৃত ধ্বনি।

(ভ) ৺কাশীধাম।

ভারতের আদর্শ ও কর্ম্মের সাড়া।

(১)

কর্ম্মের সাড়া সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে। রামকৃষ্ণ দেবের শিষ্য সেবক সকলেই দেশে বিদেশে বহু লোকহিতকর কর্ম্ম করিতেছেন। বঙ্গদেশের স্ত্রীলোক-দিগকে কর্ম্মে যোগ দিতে আহ্বান করিতেছেন নারীমঙ্গল সমিতি। বঙ্গসাহিত্যে আব্রু-বে-আবরু লইয়া বিচার করিতেছেন বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতনামা কবীন্দ্র রবীন্দ্র নাথ, শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত নরেশ চন্দ্র সেন মহাশয়গণ। অবতার কোন বস্তু ইহার বিচার করিতেছেন শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়। এতদ্ভিন্ন রাজনৈতিক মহাশয়গণও বহু কর্ম্ম করিতেছেন। সর্ব্বজনমান্য সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলিয়া গিয়াছেন বর্ষাকালে যখন নদীতে বন্যা আইসে তখন নদীর জল ঘোলা হয় এবং বহু বস্তু নদীর উপর দিয়া ভাসিয়া যায় কিন্তু কালে ঘোলা জল নির্ম্মল হয়, মন্দ যাহা ভাসিয়া আসিয়াছিল তাহার কতক বা তীরে নিক্ষিপ্ত হয় কতক বা তলাইয়া যায়।

স্ত্রী পুরুষ সকলেই আজ ভারতের উপকার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। সার জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান সাহায্যে বিশেষ রূপে দেখাইয়া দিতেছেন যেখানকার বৃক্ষ সেইখানে বৃক্ষকে রাখিতে যত্ন কর এবং যাহাতে বৃক্ষের মূলে জল সেকের ব্যবস্থা হয় তাহাই কর। ভারতকে ইয়ুরোপ করিতে চেষ্টা করাও যা ভারত-বাসীকে বিনাশ করাও তাহাই।

ভারতকে ভারত রাখিয়াই উন্নত করিতে হইবে, আমরা এই কথারই আলোচনা করিতে যাইতেছি। ভারতকে ভারত রাখিতে হইলে প্রথমেই দেখিতে হইবে ভারতের আদর্শ কি ছিল এবং কি দিয়া ভারত গঠিত হইয়াছিল।

ভারত একদিন আপন সন্তান সন্ততিগণকে বক্ষে ধারণ করিয়া যাহাতে সকলের উপকার হয় তাহাই করিয়াছিলেন। উপকার কথার অর্থ আলোচনা করিলে দেখা যায় একটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখিলেই এই উপকার সাধিত হয়। উপ অর্থে সমীপে কার অর্থে করিয়া দেওয়া। জগতের নরনারীকে কাহারও সমীপবর্ত্তী করিয়া দাও তবেই মানব জাতির যথার্থ উপকার হইবে।

শ্রীভগবানের সমীপবর্ত্তী করাই যথার্থ উপকার। জাতি বল বা ব্যক্তি বল—মানব জাতির যথার্থ উপকার হইবে তখন, যখন মানুষ ভগবানকে স্মরণ করিয়া কর্ম্ম করিতে পারিবে। এই যে ভারতে কর্ম্মের সাড়া দেখা যাইতেছে এই কর্ম্ম যখন ভগবানকে স্মরণ করিয়া, ভগবানকে প্রসন্ন করিবার জন্য কৃত হইবে তখনই ইহা মানুষকে প্রকৃত কল্যাণ পথে সঞ্চালিত করিবে।

যদি বলা যায় লোকের উপকারের জন্য কর্ম্ম করিতেছি, প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা হইতেছে ইহাতে ভগবানকে স্মরণ করি বা না করি ভগবানের প্রসন্নতার জন্য কর্ম্ম কৃত হউক বা না হউক তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি হইবে?

দরিদ্রের আহারের ব্যবস্থা করিতেছি, দুর্ভিক্ষ পীড়িতের জন্য কত কর্ম্ম করিতেছি, কর্ম্ম ত হইতেছে, কিন্তু ভগবানের প্রসন্নতার জন্য করিতেছি, ইহা বলিলেই কি সমস্ত হইবে তদ্ভিন্ন হইবে না।

যে ভাবে সমাজ কর্ম্ম করিতেছে তাহাতে সাময়িক উপকার কিছু হইতেছে বটে কিন্তু কয়জন দরিদ্রকে তুমি অন্নবস্ত্র দিবে? দুঃখী, ভিক্ষুক, দুর্ভিক্ষপীড়িত, অন্ধ, পঙ্গু, বধির ইহাদের অন্ত কোথায়? কতদিন তুমি ইহাদিগকে অন্নবস্ত্র দিতে পারিবে? চিরদিন অন্নবস্ত্রের জন্য প্রাণপাত করিয়াও যখন দেখিবে বহু দুঃখী থাকিয়া গেল, তুমি সকলের দুঃখ দূর করিতে পার নাই বল, দেখি তখন হতাশ আসিবে কি না? আর শেষ বয়সে মনে হইবে নাকি—তাইত কি হইল? ফলের দিকে লক্ষ্য রাখিলে কখন উৎসাহ, কখন নিরুৎসাহ আসিবেই। শুধু জগতের অভ্যুদয়ের জন্য যদি পরিশ্রম কর তাহা হইলে তোমার প্রাণে শান্তি আসিবে না; কারণ তুমি তোমার আপনার প্রতি আর একটা কর্ম্ম যাহা আছে তাহা কর নাই বলিয়া। এই কর্ম্মটী হইতেছে নিঃশ্রেয়সের কর্ম্ম। অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের জন্য সমকালে কর্ম্ম করা চাই। ইহাতে অবসাদ আসিবে না, হাতে কোন গ্লানি হইবে না। একজন দরিদ্রের উপকার করিয়াও তুমি আত্ম প্রসাদ লাভ করিবে, ভগবান্ এই ভাবেই কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ভগবান বলিতেছেন

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০

২য় অঃ গীতা।

নিষ্কাম কর্ম্মে, ভগবানের প্রসন্নতার জন্য কর্ম্মে, ভগবানকে স্মরণ রাখিয়া কর্ম্ম

করিলে ইহাতে আরম্ভের নাশ নাই, ইহাতে প্রত্যবায়ও নাই। এই কর্ম্মের স্বল্পও মহৎভয় হইতে ত্রাণ করে।

আপনার মোক্ষও হয় এবং জীবেরও যথার্থ কল্যাণ হয় এই ভাবে কর্ম্ম করিতে ভগবান্ বলিতেছেন। সমকালে এই দুইই সাধিতে হইবে, তবে তোমাকেও ভগ্নহৃদয়ে মরিতে হইবে না—তবেই জগতের কল্যাণ হইবে। কারণ তুমি ভগবানের জন্য যখন কর্ম্ম কর তখন কর্ম্ম দ্বারাই তুমি ঈশ্বরের উপাসনা কর। ঈশ্বরের উপাসনা না করিয়া তুমি যে কর্ম্ম কর তাহাতে তোমার একটা ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে বলিয়া তাহাতে তোমার বন্ধন হয় সেই জন্য তাহার ফল ভগ্নহৃদয়। উপাসনার জন্য একান্তের কর্ম্ম কর এবং লোকহিতকর কর্ম্ম কর তবেই যথার্থ উপকার আনিতে পারিবে; তুমি আত্ম কর্ম্ম ও লোকহিতকর কর্ম্ম সমকালে সাধন করিয়া প্রতি কর্ম্মে আপ্যায়িত হইবে, তোমার উৎসাহ বাড়িয়াই যাইবে অথচ ভগবানকে প্রসন্ন করিবার কর্ম্ম করিতেছ বলিয়া, তুমি সেই যন্ত্রীর যন্ত্র স্বরূপ হইয়াছিলে বলিয়া, ভগবান তোমাকে তাঁহার দিকেই টানিয়া লইবেন। তোমার ইহাতে আত্মার কল্যাণও হইল আর জগতের উপকারও হইল।

ভারতের আদর্শ ছিল শ্রীভগবান। কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান দ্বারা শ্রীভগবানেরই সেবা করিতে হইবে। ভারত কখন ভগবানকে ভুলিয়া কোন কিছু করিতে বলেন নাই; যিনি তোমার প্রাণের প্রাণ, যিনি তোমার দয়িত, তোমার ঈপ্সিত তোমার "গতি র্ভর্ত্তা প্রভুঃসাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" তাঁহাকে বাদ দিয়া কি কখন জীবের যথার্থ কল্যাণ হয়? না তোমার যথার্থ কল্যাণ হইতে পারে?

সেই জন্য আমরা বলি কর্ম্ম কর কিন্তু নিজের জন্য জপ, ধ্যান, আত্মবিচার সমকালে কর, বাসনাক্ষয়, মনোনাশ, তত্ত্বাভ্যাস সমকালে কর। একটী বাদ দিয়া অন্যটী করিতে গিয়া আপনি ডুবিও না এবং এই শিক্ষা সমাজে চালাইয়া সমাজকেও ডুবাইও না।

(২)

বেদোক্ত সাধনা।

যে সমস্ত কর্ম্ম ঈশ্বর সমকালে করিতে বলিয়াছেন, তাহার এক অংশ যদি কর, অন্য অংশ যদি বাদ দাও তবে তাহা মৃত ব্যক্তিকে অলঙ্কারে সুসজ্জিত

করার মত নিষ্ফল। চিত্ত শুদ্ধির জন্য কিছু করিলে না, কেবল শ্রবণ, মনন নিদিধ্যাসন করিতে থাকিলে—যদি আত্ম প্রতারণা না কর তবে দেখিবে বহুকাল শ্রবণ, মননাদি করিয়াও তুমি অতি অল্প কারণে ক্রোধ কর, অতি অল্পে বিরক্ত হইয়া উঠ। তবেইত হইল তোমার শ্রবণ, মননাদি বৃথা হইয়াছে।

লোকে বেদান্তের শিক্ষা প্রচার করিতেছেন ইহা ভালই কিন্তু শুধু তত্ত্বাভ্যাসের জন্য বেদান্তের ব্যাখ্যা মাত্র করিলাম—ব্যাখ্যা করিয়াই নিশ্চিন্ত—লিখিয়া দিয়াই মনে ভাবিলাম—শিক্ষা ত দিয়া দিলাম, কিন্তু নিজেও ইহার অভ্যাস করিলাম না, অন্যকেও এই অভ্যাসের জন্য আর কি কি করিতে হইবে তাহার দিক দিয়াও গেলাম না---ইহাতে তোমার বেদান্তের ব্যাখ্যাতে কোন কিছুই হইল না---শুধু তোমার পরিশ্রম আর কাগজ কালির অপব্যবহার।

এই দোষের প্রতীকার কিরূপে হইবে? ঈশ্বর সমকালে যাহা করিতে বলিয়াছেন, তাহাই করিতে হইবে, তাহাই করাইতে হইবে তবেই ভারতের শিক্ষার আদর্শ অনুসরণে প্রাণ জাগিয়া উঠিবে এবং জড়প্রায় সমাজও জাগিয়া উঠিবে। তুমি যদি জ্ঞান মার্গের পথিক হও তবে তোমাকে সমকালে করিতে হইবে বাসনা-ক্ষয়, মনোনাশ এবং তত্ত্বাভ্যাস।

বাসনাক্ষয় বিজ্ঞান মনোনাশা মহামতে।
সমকালং চিরাভ্যস্তা ভবন্তি ফলদা মতাঃ ২।১১

মুক্তিকোপনিষদ্।

বেদের এই সাধনাক্রম বহু শাস্ত্রেই দেখা যায়। এইগুলি একসঙ্গে অভ্যাস করিতে হইবে এবং বহুদিন ধরিয়া অভ্যাস করিতে হইবে, তবে স্বরূপে স্থিতি লাভ হইবে। বঙ্গদেশে দুষ্প্রাপ্য অতি প্রাচীন তান্ত্রিক প্রামাণিক গ্রন্থ ত্রিপুরা রহস্যে এই বাসনাক্ষয় কিরূপে করিতে হইবে তাহাও বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। অপরাধ বাসনা, কর্ম্ম বাসনা এবং কাম বাসনা ইহারা স্বরূপ স্থিতির প্রধান বিঘ্ন। নতুবা স্বরূপটি ত সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। জ্ঞানের জন্য কোন সাধনা নাই। জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ বস্তু। চিত্তরূপ পেটিকাতে চিন্মণি সর্ব্বদাই বিরাজ করিতেছে। পেটিকা কিন্তু বাসনা দ্বারা এরূপভাবে আচ্ছন্ন যে, তাহাতে চিন্মণির প্রকাশ আবৃত। প্রকাশের এই আবরণ মোচন করাই সাধনার একমাত্র লক্ষ্য। যে অপরাধ বাসনার কথা প্রথমে বলা হইয়াছে, তাহা অশ্রদ্ধা এবং অশ্রদ্ধাজাত

বিপরীত জ্ঞানের জনক। অশ্রদ্ধাই প্রধান অপরাধ। ইহা হইতেই বস্তুটিকে বিপরীতভাবে দেখা হইয়া থাকে। শাস্ত্রে যখন অশ্রদ্ধা জন্মে তখন ঋষিগণের বাক্যে কাহার কি হইয়াছে—এই মন্ত্রজপে কি হইবে—এইরূপ ভ্রান্তি জন্মে। ভ্রান্তি জন্মিলেই প্রতীতি হয় ঋষিগণের দিব্য দর্শন ছিল না—তাঁহারাও অপর সাধারণের মত। শাস্ত্র অশ্রদ্ধার কি বিপরীত ফল হয়, তাহা আমরা আজকাল সর্ব্বত্রই দেখি।

দ্বিতীয় কর্ম্ম বাসনা। মন স্থির করিতে চেষ্টা কর মন কত প্রকার সঙ্কল্প তুলিবে, কত অসম্বন্ধ প্রলাপ বকিবে। এই কর্ম্ম বাসনার মূলে রহিয়াছে অনাদি সাঞ্চত কর্ম্ম সংস্কার। যতদিন কর্ত্তব্য শেষ রহিয়াছে, ততদিন আপনি আপনি ভাবে স্থিতি কোথায়?

তৃতীয় কাম বাসনা—ইহার সংখ্যা করিবে কে? ত্রিপুরা রহস্যে ভগবান দত্তাত্রেয় বাসনাক্ষয়ের জন্যও উপদেশ করিতেছেন। আমি অপরাধী সৎসঙ্গ করিতে করিতে ইহা যিনি বিশেষভাবে অনুভব করেন, তিনি অশ্রদ্ধা ও বিপরীত ভাবনা নিবারণ করিতে পারেন। কর্ম্ম বাসনা মানুষ কোন পুরুষকার দ্বারাই নাশ করিতে পারে না। কর্ম্ম বাসনা ক্ষয় জন্য উপাসনা চাই। ঈশ্বরের উপাসনা করিতে করিতে ভগবান কৃপা করিয়া অনাদি সঞ্চিত কর্ম্ম সংস্কারের বিনাশ করেন। আর কামবাসনার অন্ত হয় বস্তুর দোষ দর্শন বিচারে। ত্রিপুরা রহস্য বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ কিরূপে করিতে হয় তাহাই দেখাইলেন। কিন্তু মূল কথা হইতেছে তত্ত্বাভ্যাস। স্বরূপটিতে বা আপনি আপনি থাকাই তত্ত্ব। ইহারই প্রতিবন্ধক হইতেছে বাসনা। তত্ত্বাভ্যাসকে মুখ্য করিয়া একদিকে স্বরূপের আলোচনা চাই, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন চাই সঙ্গে সঙ্গে বাসনাক্ষয় ও মনোনাশের কার্য্য করা চাই। এই সাধনা দ্বারা মানুষ সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি লাভ করিয়া ভবসংসার সাগর পার হইয়া যায়।

যাঁহারা ভক্তিমার্গের পথিক তাঁহাদিগকেও সমকালে অভ্যাস করিবার কর্ম্ম করা চাই। তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হইয়াছে, কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান সমকালে সাধনা করা চাই। সহজ কর্ম্ম জপ, ভক্তির জন্য ধ্যান এবং জ্ঞানের জন্য আত্মবিচার সমকালে করা চাই। সেইজন্য মহাদেব উপদেশ করিতেছেন—"জপাৎ শ্রান্তঃ পুনর্ধ্যায়েৎ—ধ্যানাৎ শ্রান্তঃ পুনর্জপেৎ--জপধ্যান পরিশ্রান্ত আত্মানঞ্চ বিচারয়েৎ"। জপ করিতে করিতে শ্রান্ত হইলে ধ্যান করিবে, ধ্যান করিতে করিতে শ্রান্ত হইলে আবার জপ করিবে জপে ও ধ্যানে পরিশ্রান্ত হইলে

আত্মবিচার করিবে। এই ধ্যানের সুবিধার জন্য লীলাগ্রন্থ পুনঃ পুনঃ পাঠ করা চাই এবং আত্মবিচার জন্য গীতা, অধ্যাত্মরামায়ণ এবং যোগবাশিষ্টাদি অধ্যাত্ম শাস্ত্র পাঠ করা চাই অথবা সৎসঙ্গে শ্রীভগবানের লীলা এবং আমি কে ও জগৎ কি এই আত্মবিচার শ্রবণ করা চাই। এইগুলি সমকালে চলিবে কিরূপে তাহাও বেশ করিয়া বুঝিয়া লওয়া চাই। মনে কর কেহ জপ করিতেছে—জপের সরসতা আনিবার জন্য শ্রীভগবানের কোন লীলা মনে আনিয়া ঈশ্বরের চরণ কমলধ্যান করিতে হয় সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা করিতে হয় ভগবান আমি বড় অপরাধী তুমি ক্ষমা করিয়া আশ্রয় না দিলে আমার অন্য উপায় নাই। এই জন্য ধ্যানের বিঘ্ন হইতেছে মনে অন্য চিন্তা উঠা বা মনের অসম্বন্ধ প্রলাপ। ইহা নিবারণের জন্য জপ ও ধ্যানের সঙ্গেই মনের অসম্বন্ধ প্রলাপকে, ভগবানের নাম ও ধ্যান ভিন্ন অন্য সমস্ত বিষয়কে মায়া, মিথ্যা বলিয়া বলিয়া ঈশ্বর ভিন্ন অন্য সমস্তকেই অগ্রাহ্য করা চাই। প্রকৃত সাধক যাঁহারা তাঁহারাই বুঝেন জপ করিলেই সমকালে ধ্যান ও আত্মবিচার কিরূপে করা হইয়া থাকে।

সংক্ষেপে, অতি সংক্ষেপে বেদের সাধনার কথার আভাস দিতে চেষ্টা করা হইল। উপসংহারে আমরা ঋষিগণের লঘূপায় বা সকলের সহজসাধ্য উপায়ের সাধনার কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতেছি, অধ্যাত্ম রামায়ণও ইহা বিশেষভাবে বলিয়াছেন।

ভগবান্ বাল্মীকি এমন একটি বিষয় লইয়া রামারণ আরম্ভ করিয়াছেন, যাহা সকল যুগে সকল নরনারীর নিত্য প্রয়োজন। এই মরজগতে মানুষ চায় কি? নরনারী চায় নির্ম্মল, বিশুদ্ধ,গ্লানিশূন্য ভালবাসা এবং তাহার আধার—ভালবাসার পাত্র।

সকল জাতির নরনারী এমন কোন পুরুষোত্তমকে ভালবাসিতে চায়, যাহাকে পাইলে হৃদয় ভরিত হইয়া যায়, চক্ষু আর নূতন সৌন্দর্য্য দেখিতে ছুটাছুটী করে না, শ্রোত্র আর নূতন কথা শুনিতে এধার ওধার করে না, সকল সৌন্দর্য্য, সকল গুণ, সেই একের মধ্যেই আছে দেখিতে পায়। যাহাকে দেখিলে প্রাণ জাগিয়া উঠে, স্মরিলেও প্রাণ পুলকে পূর্ণ হইয়া যায়, সকল সাধু প্রবৃত্তি আপনি ফুটিয়া উঠে, মানুষ এইরূপ বস্তুই চায়। যে নিজত্ব মানুষ অতি ক্লেশে কদাচিৎ ত্যাগ করিতে পারে, যথার্থ ভালবাসা পাইলে সেই নিজত্ব আপনা হইতেই বিসর্জ্জিত হইয়া যায়, মানুষ আপনা হইতে সেই চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়ে, সেই চরণে বিকাইয়া যায়; আপনার সুখ আর চায় না, চায় তার প্রসন্নতা। বল—

প্রয়োগ করিয়া নিজের দোষ ছাড়িতে হয় না---তাহাকে দেখিলেই আপনা হইতে সকল দোষ ধৌত হইয়া যায়, সকল মালিন্য মুছিয়া যায়, মানুষ ভালবাসার আদর্শ দেখিয়া, পুরুষোত্তমের সেবা করিয়া আর কোন কিছুতে অভিভূত হয় না, আর কোথাও যাইবার প্রয়োজন বোধ করে না। এই পুরুষকে ভজনা করিতে করিতে মানুষ এমন অবস্থা লাভ করে, যে অবস্থায় সে অনুভব করিতে পারে---

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥

যে আমাকে সর্ব্বত্র দেখে, সমস্তই আমাতে দেখে আমি কখন তার অদৃশ্য হই না, সেও কখন আমার অদৃশ্য হয় না। সেও আমায় সর্ব্বদা দেখে আমিও তাহাকে সর্ব্বদা দেখি। আমাদের পরস্পরের চক্ষু, পরস্পরের চক্ষুতে সর্ব্বদা আবদ্ধ থাকে, সে দর্শনে সমস্ত দৃশ্য দর্শন তাঁহারই অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া যায়। এক কথায় মানুষ পূর্ণ হইয়া যায়, কোন অভাব থাকে না, কাজেই কোন সঙ্কল্প আর উঠে না।

এই ভালবাসার বস্তু পায় না বলিয়াই মানুষ গুণলুব্ধ হইয়া বহু বস্তু ভাল বাসিয়া ফেলে, যার যাহা সৌন্দর্য্য দেখে তার জন্যই তাহাকে ভালবাসে। কিন্তু সকল সৌন্দর্য্যের সমাবেশ ত এক স্থানে পায় না, ক্রমে গুণের সঙ্গে দোষও ফুটিয়া উঠে। প্রথম প্রথম অন্ধ হইয়া কিছুই দোষ দেখিতে পায় না। দোষ দেখাইয়া দিলেও দোষ দেখিতে চায় না, কিন্তু কালে কালে দোষ ফুটিয়া উঠে। প্রকৃত স্থানে মন না পড়ায়, মন ফিরিয়া আইসে, কেবল কর্ম্মভোগ বশতঃ কতকগুলি নূতন সংস্কারে মনকে জড়াইয়া, পক্ষীর আঠা কাঠিতে আবদ্ধ হইয়া জলপানের চেষ্টা করার মত কেবল ছটফট করে—সম্মুখে জল পাইয়াও পিপাসা মিটাইতে পারে না।

মানুষের—কলির ব্যভিচারী মানুষের মধ্যে সকল রূপের, সকল গুণের একত্র অবস্থান কোথায় পাইবে? তাই ভ্রান্ত মানুষ কাহার্ উপরে কি আরোপ করিয়া আদর পাইতে চায়, আদর করিতে চায়, শেষে বিজাতীয় গ্লানি লইয়া ফিরিয়া আসিয়া হায় হায় করে।

ইহার দৃষ্টান্ত আমরা আজকাল সর্ব্বত্রই দেখি। আর দেখি মানুষ কত দুঃখী। মানুষ সংসারে সুখ পায় না, ভালবাসিতে চায় ভালবাসিতে পায় না,

মানুষ আপনার নিজত্ব বিসর্জ্জন দিয়া কোথাও বিকাইয়া যাইতে পারে না—মানুষ আপনার প্রাণ জুড়ান আদর্শ কোথাও পায় না বলিয়া আনন্দে ডুবিয়া থাকিতে পারে না।

ভগবান্ বাল্মীকি জগতের নর নারীকে আনন্দে ডুবাইয়া রাখিবার জন্য ভগবান্ নারদকে এই আদর্শের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। অন্য ভাবে তাঁহার মহাগ্রন্থ আরম্ভ না করিয়া দেবর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

> কোন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্য্যবান।
> ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ।
> চারিত্রেণ কো যুক্তঃ সর্ব্বভূতেষু কো হিতঃ।
> বিদ্বান্ কঃ কঃ সমর্থশ্চ কশ্চৈক প্রিয়দর্শনঃ॥
> আত্মবান্ কো জিতক্রোধো দ্যুতিমান্ কোঽনসূয়কঃ।
> কশ্চ বিভ্যতি দেবাশ্চ জাতরোষস্য সংযুগে॥

প্রবন্ধ বৃহৎ হইয়া গেল আমরা ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত ১৩১৪ সালের উৎসবের আষাঢ়ের রামায়ণের—অবতারনিকা প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

উপসংহারে আমরা বলি ভারতকে ভারত রাখিতে হইলে নিজে সাধনা করা চাই এবং লোকহিত কার্য্যে সেই সাধনাকে জীবন্ত বলিয়া অনুভব করা চাই। এইজন্য আমরা বেদোক্ত সাধনা হইতে ঋষিগণের লঘুপায় পর্য্যন্ত আলোচনা করিলাম। আজকাল মানুষ কঠিন সাধনা করিতে পারে না—এইজন্য আমরা সকলে যাহা পারে তাহার কথাও বলিলাম।

তপস্যাই ভারতের বিশেষত্ব। হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। ভাবনা, বাক্য, কর্ম্ম—সকলেই তপস্যা হয়।

ঋষিগণের সিদ্ধান্ত তপস্যা কর, যাহা চাও পাইবে। সদা সর্ব্বদা ভগবান্ লইয়া থাকিতে চাও তপস্যা কর; জীবের দুঃখ দূর করিতে চাও, জীবসেবায় ভগবানের সেবা করিতেছি ভাবিয়া ভাবিয়া তপস্যা কর (উহা কিন্তু কখনই হইতে পারে না যিনি একান্তে শ্রীভগবানের আজ্ঞা পালন রূপ নিত্য কর্ম্ম না করেন এবং গুরুমুখে ও শাস্ত্র মুখে ও সৎসঙ্গে শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, কর্ম্মও স্বরূপ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে শ্রবণ না করেন) সমস্ত দুঃখ দূর করিতে চাও,

তপস্যা কর; সংসারকে আবর্জ্জনা বর্জ্জিত করিতে চাও তপস্যা কর, তপস্যা করাও; শরীর নিরোগ করিতে চাও তপস্যা কর; মন শান্ত করিতে চাও তপস্যা কর; এমন কি অমর হইতে চাও তপস্যা কর।

আর্য্যশাস্ত্র প্রণেতা ৺ভার্গব শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ মহাত্মার শাস্ত্র সমন্বয়।

যদিও গত ত্রিশ বৎসরের অধিককাল আমরা এই মহাপুরুষের সহিত পরিচিত, তথাপি এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমরা নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গ করিতে পারি নাই। তাঁহার সহিত আমাদের যতটুকু সঙ্গলাভ হইয়াছে তাহাতে তাঁহার সম্বন্ধে বহু কথা জানা থাকিলেও আমরা এই মহাপুরুষের জীবনী সম্বন্ধে কোন কিছু লিখিতে বিরত রহিলাম। কারণ বিদ্যানন্দ শ্রীনন্দ কিশোর মুখোপাধ্যায় বি, এল সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গেই ছিলেন এবং তিনি বহু কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। বঙ্গবাসীতে তাঁহার তিরোভাবের সংবাদ মাত্র দেওয়া হইয়াছে। বসুমতী মাসিক পত্রিকাতে শ্রীমতী অনুরূপা দেবী তাঁহার সম্বন্ধে ক্রমশঃ দিয়া কতক প্রকাশ করিয়াছেন এবং পরেও তিনি আরও কিছু লিখিবেন। আমরা আশা করি নন্দ বাবু এই মহাপুরুষের জীবনী তাঁহার যতদূর সংগ্রহ করা আছে তাহা সত্বর প্রকাশ করিবেন।

বিগত নয় দশ বৎসর ধরিয়া এই মহাপুরুষ উৎসবে বহু প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে লিখিয়াছেন; এবং বঙ্গবাসীতে কতক কতক তাঁহার লেখা প্রকাশিত হইয়াছিল। এখনও তাঁহার বহু বিষয়ে মন্তব্য লিখিত আছে। আমরা আশা ক'র সেই সমস্ত আমরা অল্পে অল্পে প্রকাশ করিতে পারিব। সম্প্রতি সাধারণ পাঠকের সুবিধার জন্য আমরা আগামী মাঘ মাস হইতে তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ সমূহ আমাদের মত করিয়া আলোচনা করিব। বহুদিন হইতে এই সঙ্কল্প আমাদের

ছিল এবং এই বিষয়ে তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিবার ইচ্ছাও ছিল কিন্তু কার্য্য গতিকে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই।

বহুদিন হইতে তাঁহার মুখে শুনিতেছিলাম তিনি আতুর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া দেহ ছাড়িবেন। কিন্তু এত শীঘ্র যে তিনি সন্ন্যাস লইয়া চলিয়া যাইবেন তাহা আমরা কেহই অনুমান করিতে পারি নাই। আমরা ইতঃপূর্ব্বে এই দেশে কাহারও শাস্ত্রমত আতুর সন্ন্যাস গ্রহণের কথাও শুনি নাই, দেখা ত দূরের কথা।

তাঁহার নিকটে এবং তাঁহার লেখায় বৈদিক আর্য্যজাতির বেদাদি শাস্ত্র ও শাস্ত্র সমন্বয় আমরা যতটুকু দেখিয়াছি সেইরূপ শাস্ত্রশ্রদ্ধা ও শাস্ত্রসমন্বয় দুই এক স্থান ভিন্ন আর কোথাও আজকালকার দিনে কাহার নিকট হইতে পাইয়াছি বলিয়া আমাদের মনে হয় না। তিনি এই পতিত জাতির উদ্ধারের জন্য যে সমস্ত অমূল্য উপদেশ রাখিয়া গিয়াছেন আমরা ক্রমে ক্রমে সেই সমস্তই আলোচনা করিব।

এই মহাপুরুষ আমরা অযোগ্য হইলেও আমাদের প্রতি করুণা দৃষ্টিপাত করুন এবং এই কর্ম্মদ্বারা শ্রীভগবানের প্রসন্নতা যেন আমাদের অনুভব সীমায় আইসে ইহাই করিয়া দিউন ইহাই তাঁহার নিকট আমাদের সানুনয় প্রার্থনা।

আমার সম্বল।

কলিকাতায় পুত্র পৌত্র আত্মীয় স্বজনের দ্বারা পরিবৃত থাকিয়া সদাই মনে হইত কি মহাপাপে সংসারসমুদ্রে নিরন্তর সন্তরণ করিতেছি। হস্তপদাদি যে ক্রমে ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িল, আর যে পারি না। সদা চঞ্চল মনকে একদণ্ডের জন্য সুস্থির করিবার চেষ্টা করি না কেন? দিন কতক কলিকাতার সংসার ছাড়িয়া যাই না কেন? এই ভাবিতে ভাবিতে আমি শিমুলতলায় আসিলাম। সম্বলের মধ্যে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের প্রণীত যোগবাশিষ্ট

রামায়ণের প্রথম খণ্ড। প্রাতে পুস্তকখানি লইয়া কিঞ্চিৎকাল বসিলাম ও মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠও করিলাম। কিন্তু মনকে সুস্থির করিতে পারিলাম না, কেবল মনে হইতে লাগিল :—

মন! তোর গেল গেল দিন
আসছে সেই দিন
যেদিন তোর সকল বাসনা ফুরাবে!
তোর কি আছে সম্বল, সোজা করে বল,
যে সম্বল লয়ে তুই যাবি ভবপার?

চঞ্চল মন আরও চঞ্চল হইতে লাগিল। গৃহে সংসারের সাগরে ভাসিবার কালে মন চঞ্চল ছিল বটে, কিন্তু নির্জ্জনে বসিয়া যখন ভবপারের সম্বলের কথা মনে পড়িল, তখন মনটা আরও চঞ্চল হইয়া পড়িল! মনে হইতে লাগিল, চুরি করিতে গেলে সিঁদ কাটিচাই, স্ত্রীজাতির মন অপহরণ করিতে হইলে রূপ,বেশভূষা চাই, পর্য্যাপ্ত অর্থোপার্জ্জন করিতে হইলে কত কিছু চাই, আর ভবপারের সম্বল করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে মন স্থির করা চাই। মন স্থির হইলে মনের শক্তি বৃদ্ধি হয়, আর প্রবল মনকে সম্বল করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিজ নিজ ইষ্টের রূপ গুণ চিন্তা করিলে ভবপারের পুঁজি সংগ্রহ হয়। শ্রীরাধাকৃষ্ণের রূপগুণ চিন্তা করিলে তাঁহার করুণা লাভ হয়—এদেশ সেদেশ ভ্রমণ করিতে হয় না, এক স্থানে বসিয়াই রাশি রাশি ধনরত্ন লাভ হয়। সে ধনরত্ন এমনি মূল্যবাণ, যে সে ধনরত্ন সসাগরা সদ্বীপের অধীশ্বরেরও নাই, হইবেও না।

এক্ষণে চিন্তার বিষয় হইতেছে এই যে, অস্থির মনকে সুস্থির করিবার উপায় কি? অনেকক্ষণ ভাবিলাম, ঊর্দ্ধে নিম্নে তাকাইয়া রহিলাম, অনেকক্ষণ বশিষ্ঠ দেবকে ভাবিলাম, অনেকক্ষণ রামসীতাকে ভাবিলাম, অনেকক্ষণ মহর্ষি বাল্মীকিকে ভাবিলাম, অনেকক্ষণ ব্যাসদেবকে ভাবিলাম, অনেকক্ষণ শ্রীরাধা কৃষ্ণকে ভাবিলাম—অবশেষে মনে করিলাম সংসারের মায়া ছাড়াইতে পারিব না, সে পুণ্য করি নাই, তবে সংসারে বাস করিতে করিতে, পুত্র পৌত্রগণের সেবা করিতে করিতে, সাবকাশ পাইলেই অন্তরে অন্তরে "রাম রাম" শব্দ উচ্চারণ করিতে থাকিব, অথবা "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিতে থাকিব, তাঁহাদের আকার ও গুণরাশি চিন্তা করিতে থাকিব, আর তাঁহাদের সদা ডাকিতে ও চিন্তা করিতে নিত্য অভ্যাস করিতে থাকিব। মনকে একমুখী করিয়া "রাম রাম" বা "কৃষ্ণ

কৃষ্ণ” শব্দ উচ্চারণ করিতে থাকিলে, আমার যাহা কিছু সম্বল হইবে, সেই সম্বল ভবপারের মালিককে তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া দেখাইয়া দিবে, তাহাতে তাঁহার যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন। ইতি

শ্রীজ্ঞানানন্দ রায়চৌধুরী।

২১শে অগ্রহায়ণ—১৩৩৪।

ভগ্ন হৃদয়ের অবলম্বন।

লোকের দুর্ব্বলতা—চিত্তের দুর্ব্বলতা—ইহা দেখিয়াও ইহাকে উপেক্ষা করিয়া চিত্তকে সবল করিতে এমন আর কোথাও দেখি নাই। এই ভগ্নহৃদয় দেখিয়াও এত মধুর করিয়া আশ্বাসের কথায় ইহাকে জাগাইয়া তুলিতে, আর কাহারও কাছে ত শুনি নাই। যখন অনভিলষিত কর্ম্ম পরম্পরায় প্রাণটা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় তখন এমন করিয়া সাধিয়া আসিয়া ভাল বাসিয়া মৃতকল্প হতভাগ্যকে করুণা করে এমন আর ত দেখি নাই। ভালকে ভালবাসে সবাই কিন্তু শত অপরাধীর অপরাধ পুঞ্জ উপেক্ষা করিয়া তাহারও মধ্যে ভালটুকু ধরিয়া ফুটাইয়া তুলিয়া শুষ্ক বৃক্ষ মঞ্জরিত করিতে আর কোথাও ত দেখি নাই। তাই শ্রীগুরুর আশ্বাসের কথা বুঝিতে চাই, ভাল করিয়া ধারণা করিতে চাই—আর যে আমার অন্য উপায় নাই।

হাসিতে হাসিতে বলিয়া দিয়াছিল—যত দোষ থাকে থাকুক তুমি “সব তুমির” অভ্যাস কর—মনের ময়লা কাটিয়া যাইবে, তুমি ক্রমে সেই নির্ম্মলেরই হইতে পারিবে।

আহা! এইটিই ত বুঝিতে চাই। “সব তুমি” “সব তুমি” অভ্যাস করাটা কি? সব তুমি অভ্যাস করিলে আমার কি অনাদি সঞ্চিত কর্ম্ম সংস্কার পুছিয়া যাইবে? আমার কি ভোগের আকাঙ্ক্ষা ছুটিয়া যাইবে? আমি কি নির্ম্মল হইয়া আমার স্বরূপে—আমার প্রাণের—প্রাণে সব ছাড়িয়া ডুবিয়া থাকিতে পারিব? এক কথায় “সব তুমির” অভ্যাসে কি সব ত্যাগ হইয়া তুমিই থাকিবে? ইহাতে কি বৈরাগ্য আসিবে, জ্ঞান আসিবে—আর কাহারও না হইয়া আমি চিরতরে তোমার হইয়া যাইব?

সব তুমির অভ্যাস কি ত্যাগের জন্য, না গ্রহণ করিয়া ভোগের জন্য এইটি প্রথম দেখা আবশ্যক।

"তুমির" সংবাদ না জানিলে "সব তুমির" অভ্যাস হইবে কিরূপে? এ সংবাদ গুরুমুখে শুনিতে হয়, শাস্ত্রমুখে পরিপুষ্ট করিতে হয়। প্রথমে বুঝিতে পার আর না পার বিশ্বাস করিতেই হইবে, তুমিই আছ, তুমিই সব সাজিয়া আছ। আমার মধ্যে অনুভবরূপী তুমি আছ। যতক্ষণ জাগিয়া থাকি, শত শত খণ্ড অনুভব তোমার মধ্যে আসিতেছে যাইতেছে কিন্তু একটি অখণ্ড অনুভব নিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যষ্টি অনুভব সকলকে অনুভব করে। সমষ্টি হউক বা ব্যষ্টি হউক চৈতন্য, আপনার স্বভাব যে অনুভব তাহা কখন ত্যাগ করেন না, বিশেষতঃ নির্গুণ ও সগুণপ্রায় একসঙ্গেই থাকেন। এইটিই চৈতন্য, এইটিই আত্মা। নিদ্রাকালে স্বপ্ন দর্শনে ইঁহার অনুভব হয় ইনি আছেন, কিন্তু সুষুপ্তিতে ইঁহার অনুভবের সাধনা যাঁহারা না করিয়াছেন, অনুভবের বিচার যাঁহারা না করিয়াছেন, তাঁহারা গুরুবাক্য ও শাস্ত্র বাক্য মত বিশ্বাস করিয়া লইয়া সাধনা করিলেই অনুভব করিতে পারেন। এই জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি লইয়া ইঁহার খেলা। কিন্তু ইনি সদা পূর্ণ, সদা তুরীয়। ইনিই সৎ অর্থাৎ সর্ব্বদা অস্তি স্বরূপ; ইনি চিৎ—সদা জ্ঞান বা অনুভব আর ইনি সদা আনন্দ স্বরূপ। জগতে যে যেখানে উপাসনা করে ইঁহারই উপাসনা করে। ইনিই আপন স্বরূপে আপনি আপনি নিগুণ, ইনিই আত্মমায়া অবলম্বনে বিশ্বরূপ সগুণ, ইনিই জীবে জীবে মায়াধীশ হইয়াও মায়াধীন আত্মা আবার ইনিই তোমার আমার মূর্ত্তির মত এক পরম সুন্দর মূর্ত্তি ধরিয়া অবতার। এই অবতারই লোকের ইষ্টমূর্ত্তি। ইঁহাকেই গুরু দেখাইয়া দেন "তুমি"। তুমি রূপে পূর্ণ, গুণে পূর্ণ, স্বরূপে অতি নির্ম্মল অতি শুদ্ধ, আবার ইঁহার কর্ম্ম জীবের অনুকরণ যোগ্য। ইঁহার নাম করা—সর্ব্বদা করা—কলির জীবের ইহাই সহজ সাধনা।

আহা! তোমার রূপ কি সুন্দর! যাঁহারা ভজিয়াছেন, যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই বলেন "গোবিন্দ মুখার বিন্দ নিরখি মন বিচারো॥ চন্দ্র কোটি ভানু কোটি মদন হারো॥" কখন কি চন্দ্র কোটি সুশীতল, সূর্য্যকোটি সমুজ্জল, কোটি মদন সমান গোবিন্দমুখার বিন্দ চক্ষে ভাসিয়াছে? আহা এমন রূপ ত মানুষে সম্ভবে না। কি সুন্দর! কি সুন্দর! যিনি এই বিশেষ সুন্দরকে ভজিয়াছেন তিনি সর্ব্বদা ইঁহাকেই স্মরণ করেন। প্রাতঃকালে উঠিয়াই গান করেন—

"প্রাতঃ স্মরামি রঘুনাথ মুখারবিন্দং মন্দস্মিতং মধুর ভাষি
বিশালনেত্রম্।
কর্ণাবলম্বি—চল—কুণ্ডল—শোভি গণ্ডং কর্ণান্তদীর্ঘনয়নং
নয়নাভিরামম্॥"

আহা! সুন্দর মুখপদ্ম, মন্দ মন্দ হাস্য, মধুর বাক্যালাপ, বিশাল নেত্র, কর্ণে চঞ্চল কুণ্ডল নীল গণ্ডস্থলে কি সুন্দর শোভা ছড়াইতেছে—আর আকর্ণ বিস্তৃত চক্ষু কি নয়নানন্দকর। অথবা যিনি "প্রশস্ত চারুবিগ্রহ"—যিনি "সমস্ত লোক বিগ্রহ"—এই ত্রিভুবন যাঁহার মূর্ত্তি আর যিনি "নিক্কণন্মনোজ্ঞ হেম কিঙ্কিণী লসৎ কটিং"—যাঁহার কটিদেশ মধুর ধ্বনি বিশিষ্ট মনোহর সুবর্ণ কিঙ্কিণী পরিশোভিত "রত্ন পাদুকা প্রভাভিরাম পাদ যুগ্মকং"—রত্ন নির্ম্মিত পাদুকা দ্বারা যাঁহার পদ যুগল বিরাজিত, যিনি "কান্ত্যা কটাক্ষৈর্জগতাং ত্রয়াণাং বিমোহয়ন্তীং সকলান্ সুবেশি। কদম্বমালাঞ্চিত—কেশ পাশাং" যিনি কান্তি ও কটাক্ষ দ্বারা ত্রিজগদ্বাসী জনগণকে বিমোহিত করিতেছেন যাঁহার কেশপাশ কদম্বমালা দ্বারা বদ্ধ, আহা! এই রূপের কি তুলনা আছে!

"কদম্ববনচারিণীং মুনিকদম্বকাদম্বিনীং
নিতম্বজিতভূধরাং সুরনিতম্বিনীসেবিতাম্।
নবাম্বুরোহলোচনাং অভিনবাম্বুদশ্যামলাং
ত্রিলোচনকুটুম্বিনীং ত্রিপুরসুন্দরীমাশ্রয়ে॥"

কদম্ব বনে বিচরণ কর তুমি, মুনিগণের হৃদয়াকাশে মেঘের বর্ণ ধরিয়া উদয় হও তুমি, তোমার নিতম্বদেশ ভূধরকে জয় করিয়াছে, তোমার নয়নযুগল নূতন কমলের ন্যায় মনোভিরাম, তুমি নূতন মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, তুমি ত্রিলোচনের গৃহিণী, আহা! এই ত্রিপুর সুন্দরীই আমার আশ্রয়।

শ্রীগুরুমুখে ইষ্টদেবতার রূপ, গুণ, কর্ম্ম ও স্বরূপটি শ্রবণ করিয়া শাস্ত্র দেখ, দেখিয়া "তুমির" ভাব পরিপুষ্ট কর। পরিপুষ্ট করিতে চণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত, যোগবাশিষ্ট এই সমস্ত শাস্ত্র আছেন। ইষ্টদেবতা আছেন এই সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে। "তুমির" বিশেষ সংবাদ শাস্ত্রমুখে ও গুরুমুখে শুনিয়া একান্তে সাধনা কর এবং লোক সঙ্গে সর্ব্বদা স্মরণ কর। বুঝিবে আর সমস্তই ত্যাগ হইয়া যাইবে। থাকিবে "এই তুমি"। তখন জগতের সমস্ত সুন্দর

অসুন্দর এই "তুমিকে" ভাসাইয়া আপনারা বিলীন হইয়া যাইবে। ইহাঁরই নাম কর—নিত্য ক্রিয়া অন্তে নাম কর আর সর্ব্বদা নাম লইয়া থাক। শ্বাসে শ্বাসে নাম কর--সাধক হইয়া যাইবে।

এস দেখি প্রথমে একান্তের সাধনায় ইহা স্মরণ করিতে করিতে নিত্যক্রিয়া করা যাক্ এবং নাম জপ অভ্যাস করা যাউক। আহা সব তুমি, সব তুমি, বলিতে বলিতে যখন মন্ত্রগুলি পাঠ কর—ভাবে পৌঁছিতে পার বা না পার "সব তুমি" বলিতে বলিতে দেখিবে মন্ত্রময় তুমি, তুমি কি যেন এক অভিনব ভাবে ভাসিতেছ। সব তুমি সব তুমি মনে আনিয়া নাম জপ কর দেখিবে জপের মধ্যে কি এক অভিনব রস হৃদয়কে ভরিত করিবে। ক্রমে সাধনা পরিপক্কাবস্থা-মুখে ছুটিলে দেখিবে দুঃখ আসিলেও বলিতে পারিবে সব তুমি, সুখ থাকিলেও বলিবে ইহাও তুমি, আলস্য, অনিচ্ছা, লয় বিক্ষেপ সকল অবস্থাই তুমি ভাবিয়া আকাশে মেঘ, বিদ্যুৎ খেলা করার মত তুমি নির্ব্বিকার হইয়া দেখিবে বিদ্যুৎ বজ্র মেঘ সব সরিয়া গেল নির্ম্মল আকাশ মত "তুমিই" স্থির শান্ত ভাবে রহিলে। কত সুখের অবস্থা ইহা। সব হইতেছে, সব ভাসিতেছে, ভাঙ্গিতেছে আর তুমি তোমার সর্ব্বদার কার্য্য লইয়া কখন নাম করিতেছ, কখন রূপ ধ্যান করিতেছ, চক্ষে চক্ষু রাখিয়া অন্তকরণে সপ্তাবরণের মধ্যে চাহিয়া চাহিয়া স্থির হইয়া যাইতেছে, কখন বা স্বরূপের গায়ে যে সমস্ত কল্পনা উঠিয়া জগৎ দেখাইতেছিল সেই কল্পনা লয় হইয়া শুধু "তুমি"ই আছ।

একান্তের সাধনা সাঙ্গ করিয়া যখন বহির্জ্জগতের লোক ব্যবহারে আসিবে তখনও সব তুমির সাধনা বিশেষ ভাবে করিতে হইবে।

চিত্ত রাগদ্বেষ শূন্য না হইলে সাধক হওয়া যায় না। শাস্ত্রে সর্ব্বত্র দেখা যায় চিত্তশুদ্ধির জন্য বিশেষরূপে সাধনা আবশ্যক। যখন দেখ, যে তোমার স্তুতি করে, আদর করে, তাহাকে ভাল লাগে, বিশেষ ভাবে ভাল লাগে, যে তোমার নিন্দা করে তাহার উপর ভিতরে ভিতরে বিরক্তি আইসে, সেখানে প্রাণের সাড়া মিলে না বলিয়া ভদ্রতার আবরণে মুখে কিছু না বলিলেও ভিতরে কোন আকর্ষণ থাকে না এই যে কোথাও রাগ বা অনুরাগ, কোথাও বিরক্তি বা দ্বেষ এই রাগদ্বেষই চিত্তকে অশুদ্ধ করিয়া রাখে, চিত্তকে নির্ম্মল হইতে দেয় না বলিয়া "তুমি" লইয়া থাকা হয় না; এই রাগদ্বেষ তাড়াইবার উপায় কি? অনাদি সঞ্চিত কর্ম্ম সংস্কার—যে কর্ম্ম তোমার বহুদিন, বহুজন্ম করা হইয়াছে সেই দিকে

টানিতেছে এই সংস্কার হইতে তুমি মুক্ত হইবে কিরূপে? "সব তুমি" "সব তুমি" করিতে করিতে নাম কর—তোমার প্রলোভনের বস্তুকে আকর্ষণ করিতে দেখিয়াও যখন "সব তুমি" করিবে, তখন সব ছাড়িয়া, "তুমিতেই" চিত্ত বসিবে।" "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা" শ্রুতির এই উপদেশ এই জন্যই। "সব" ত্যাগ করিয়া "তুমি" লইয়া ভোগ কর ইহাই শ্রুত্যুক্ত সাধনা। যদি "সব" দেখিয়া, সবে ঢলাঢলি করিয়া 'তুমি"র স্মরণ না হয় তবে তোমার "তুমি" ধরা হয় নাই, তুমিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন তুমি দাও নাই। ঐ যে বল যে মন্দিরে "তুমি" ফুটিয়া উঠে সেই দিকেই ত ছুটিব—আহা! তুমি ত রহিলে তোমার ভিতরে—তোমার কলিজার ভিতরে তোমার তুমিই মূর্ত্তি—ইহার স্মরণ হইল না তুমি ঢলাঢলি করিতে বাহিরে ছুটিলে—ইহার ভোগ, ইহা ত্যাগ নহে।

কে সাধক, কে সাধক নয় ইহার পরীক্ষা ব্যবহারিক জগতেই বিলক্ষণ হয়। যিনি সব ত্যাগ করিয়া, সকল রূপের, সকল গুণের, সকল্ সাধুকর্ম্মের আধার যে "তুমি" এই "তুমি"কে স্মরিয়া সমস্ত আনন্দকন্দ স্বরূপ তুমিতে ডুবিতে চেষ্টা না করেন, তিনি আবার সাধক কিসের?

চিত্তকে আকর্ষণ করিবার জন্য বাহিরে কত কি চলিতেছে। সব তুমি সব তুমি করিয়া সব ছাড়িয়া তুমিতে আইস। তুমির নাম ঘন ঘন কর তবেইত আর কোথাও অনুরাগ, কোথাও দ্বেষ থাকিবে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল ধারা মিলিত হইয়া যেমন মহাসমুদ্রে মিশে সেইরূপ সব পুঁছিয়া গিয়া একমাত্র নির্ম্মল তুমিতে সব মিলাইয়া যাউক, তবেইত সাধকের সকল অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে। বহির্জগতে কোথাও রাগের কার্য্য হইতেছে, কোথাও দ্বেষের কার্য্য হইতেছে, সব তুমি সব তুমি করিতে করিতে যখন ভিতরের তুমির দিকে দৃষ্টি পড়িবে, যখন শাস্ত্রপ্রাপ্ত বিশ্বাসের বস্তুকে স্মরণ হইবে তখন আর কি বাহিরে ছুটা যাইবে? "তুমি" রহিল শাস্ত্রের ভিতরে, "তুমি" রহিল হৃদয় গুহায় কোথায়, "তুমির" আরোপ করিয়া ভোগ করিতে ছুটিতেছে তাই ভাল করিয়া দেখ।

আর কি বলা যাইবে? "সব তুমি" "সব তুমির" সাধনা করিয়া নির্ম্মল হও ভিতরে তুমিকেই পাইবে।

মহাপ্রভু এইজন্যই বলিয়াছিলেন "নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণনাম" নিষ্ঠা করিয়া নাম কর, নামকেই "সব তুমি" "সব তুমি" করিয়া—নাম হইতে সব ছাড়াইয়া নির্ম্মল নামই ধর, তোমার সাধনা পূর্ণ হউক। যথার্থ সাধক যিনি তিনি আন সব

ছাড়িয়া মনের ভিতরে "মনে মনে তব রূপ খুজিয়া বেড়ায়" এতদ্ভিন্ন "গিল্টিকরা" সাধক হইলে কালে গিল্টি চটিয়া যাইবে। তখন? সব তুমির সাধনা, সবকে মন হইতে বাহির করিয়া দিয়া "তুমির" হইবার জন্য। অন্য যাহা কর সব আত্ম প্রতারণা।

স্বামী হরিহরানন্দ

[বারানসীর দক্ষিণপ্রান্তে প্রসন্নসলিলা গঙ্গাবক্ষে সন্ধ্যার ধূসর ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। অদূরে অবিরাম রাম রাম ধ্বনি ও নিকটে মধুর কণ্ঠে ভজন শোনা যাইতেছিল। আসনস্থ বাবাজি হরিহরানন্দ ভক্তমণ্ডলী পরিবৃত। বাবাজির সৌম্য মূর্ত্তি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা আধ্যাত্মিক জগতের একটী অস্পষ্ট বাণী বহন করিয়া একটা শান্তির ধারা ঢালিয়া দিতেছিল। বাবাজির সঙ্গে যে কথোপকথন হইল তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে দেওয়া গেল। শনিবার, ২৮শে মে, ১৯২৭ ইং]

প্রঃ ভগবানে প্রেম হয় না কেন? মনের চাঞ্চল্য দূর করিবার উপায় কি?

উঃ অভ্যাসের দ্বারা মন স্থির হয়। ভোরে চারিটায় উঠিয়া রামনাম জপ ও ধ্যান করিলে চিত্ত ভগবন্মুখী হয়।

প্রঃ কাহার ধ্যান করিতে হয়? ইষ্টমূর্ত্তির শরীরের, কি অপর কোন চৈতন্য সত্তার?

উঃ ধ্যান চৈতন্যেরই হইয়া থাকে।

প্রঃ মন ত জড়, জড় মনের দ্বারা চৈতন্যের ধ্যান কিরূপে সম্ভব? অর্থাৎ বিরুদ্ধধর্ম্মী দুই বস্তুর একত্র সমাবেশ কিরূপে সম্ভব হয়?

উঃ নিদ্রিত অবস্থায় যেরূপ মন লয় হইয়া যায়, ধ্যানেও মনের অস্তিত্ব থাকে না। সংকল্প বিকল্প থাকিলে অর্থাৎ মনে একাধিক চিন্তা উঠিলে ধ্যান হয় না। ধ্যানেতে ধ্যেয় বস্তুর মধ্যে মন ডুবিয়া যায়। প্রকৃত ধ্যান সমাধি।

প্রঃ ধ্যান কিরূপে হয়?

উঃ মনে নানা চিন্তা উঠে। এই সংকল্প বিকল্পের গতি মনকে অনুসরণ করিতে হয়। প্রাণে যাহা ভাল লাগে মন স্বভাবতঃ তাহাতেই আকৃষ্ট হয়, এবং ধীরে ধীরে স্থির হইয়া ডুবিয়া যায়। মনের হাত হইতে মুক্তি পাইবার ইহা একটী সহজ উপায়। এই উপায়ে ধ্যান হয়।

প্রঃ কুচিন্তায়ও ত মন আকৃষ্ট হইতে পারে?

উঃ—স্বধর্ম্ম আচরণ করিলে, অর্থাৎ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিলে মন্দ বিষয়ে মন অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে না। এইস্থলে ভালমন্দ মানবের সংস্কার অনুযায়ী বুঝিতে হইবে। কর্ত্তব্যপরায়ণ লোক যাহা মন্দ বলিয়া জানে তাহাতে অধিককাল আকৃষ্ট থাকিতে পারে না। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারাই সব হয়। ব্রহ্ম সত্য আর জগৎ মিথ্যা এই দুইএর মধ্যে প্রথমটী অভ্যাস করিতে হয়, ও দ্বিতীয়টী অর্থাৎ জগৎ সম্বন্ধে বৈরাগ্য সাধন করিতে হয়। মিথ্যাবস্তুতে আকৃষ্ট না হইয়া সত্যবস্তুকেই চিন্তার বিষয় করিতে হয়। এই দুইটী ধারণা খুব নিকটে রাখিতে হয় যেন ডান হাত বাঁহাত।

প্রঃ—জগৎকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবার প্রয়োজন কি?

উঃ—জগৎ মিথ্যা অর্থ জগৎ অস্থায়ী, পরিবর্ত্তনশীল, যাহা আজ আছে, কাল নাই; কিন্তু যে বস্তুর পরিবর্ত্তন হয় না সেই নিত্য পদার্থকেই সত্য বলিয়া জানিবে।

প্রঃ সমাধিই কি মানবের পুরুষার্থ, ইহার পর কি কিছুই নাই?

উঃ সমাধির পর কিছুই নাই, ইহাই শেষ অবস্থা।

প্রঃ সমাধিতে নিজের সত্তা কিছু থাকে কি?

উঃ—তখন নিজের বলিতে কিছুই থাকে না, নিজে আনন্দময় হইয়া যায়।

প্রঃ যদি আমিই না রহিল তবে আনন্দ ভোগ করিবে কে?

(সরল হাস্য করিলেন)

উঃ আনন্দ হওয়াই আনন্দ ভোগ করা। সেখানে ভোক্তা ভোগ্য এক হইয়া যায়।

প্রঃ কোন বোধ থাকে কি?

উঃ হাঁ, শুধু বোধই থাকে, আর কিছুই থাকে না। অর্থাৎ জ্ঞাতাও থাকে না, জ্ঞেয়ও থাকে না, শুধু জ্ঞান মাত্র আনন্দরূপে ভাসিতে থাকে।

প্রঃ এই বোধ কাহার হয়?

উঃ বোধ কাহারও হয় না, আমাদের ধারণা হিসাবে কিছুই থাকেনা।

শ্রীভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৺কাশীধাম।

সতী মাহাত্ম্য

দ্বিতীয় চিত্র।

(কলিকাতার কোন বিশিষ্ট বংশের এক ভদ্রমহিলা কর্ত্তৃক লিখিত)

মহারাজ শর্য্যাতি মহিষীগণ সহ বনভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। সঙ্গে চারি সহস্র রাণী ও একমাত্র অপত্য রাজনন্দিনী সুকন্যা। রূপেগুণে রাজকুমারী অনেক দেবগণেরও বাঞ্ছনীয়া। রাজকন্যা কৈশোর উত্তীর্ণ হইয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। সুকন্যা, রাজারাণী, পুরবাসী, এমন কি সমস্ত সৈন্যসামন্ত প্রজামণ্ডলীর চক্ষের তারা ও আনন্দ স্বরূপা। ভ্রমণ করিতে করিতে সৈন্য-সামন্ত সহ রাজা মহর্ষি ভৃগুর পুত্র চ্যবন ঋষির আশ্রমে উপনীত হইলেন। তথায় মহাতপা চ্যবন যোগাসনে সমাধি মগ্ন অবস্থায় বহু বৎসর যাপন করিতেছেন। অঙ্গ বল্মীক স্তূপে আচ্ছন্ন হইয়াছেন। তাহার উপর বর্ষাধারা পাতে নানা বিধ গুল্মলতা জন্মিয়াছে। লতা সকল নানাবর্ণ পুষ্পাকীর্ণ হইয়াছে। মহর্ষি তাহার মধ্যে যোগাসনে আসীন হইয়া সেই পরম পুরুষ পরমেশ্বরের ধ্যান মগ্ন হইয়া বাহ্য বস্তুর সহিত সম্পর্ক শূন্য হইয়া নিশ্চেষ্ট অবস্থায় রহিয়াছেন। স্বগণ সহ ভ্রমণ করিতে করিতে মহারাজ সেই আশ্রম পদে উপনীত হইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া তপোবন দর্শনে সঙ্গীসকলকে ভুয়োভূয়ঃ নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিলেন সকলে সাবধান হও দেখিও যেন কোনও ক্রমে মহর্ষির আশ্রমে পীড়া উৎপন্ন না হয়।

সকলে ধীরে ধীরে ভ্রমণ করিতে করিতে ও তপোবন শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে নয়ন মন স্নিগ্ধ করিতে লাগিলেন। সেস্থান মনুষ্য সমাগম শূন্য দর্শন করিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সেরূপ জনসমাগম শূন্য স্থলের রমণীয় কানন শোভাদর্শনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিকে সখী সঙ্গে রাজকন্যা সেই বল্মীক স্তূপের নিকটে উপস্থিত হইলেন। এদিকে বহুদিনের নির্জ্জন আশ্রমে বহু মনুষ্য সমাগম হওয়াতে মহর্ষির ধ্যান ভঙ্গ হইয়াছে। তিনি নয়ন উন্মিলিত করিয়াছেন মাত্র ইতি মধ্যে চক্ষে অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইয়া কাতর স্বরে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিলেন। হইয়াছে কি সুকন্যা সেই বল্মীক স্তূপে যে যে সকল পুষ্পিত লতা ছিল তাহারই কুসুম চয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ফুল

তুলিতে তুলিতে যেখানে মুনির দীপ্ত চক্ষু উন্মিলিত হইয়াছে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন বল্মীকের মধ্যে খদ্যোতের ন্যায় যেন দুইটী কি জ্বলিতেছে। বাল চপলতা প্রযুক্ত ২টী কণ্টক লইয়া কীট ভ্রমে মহর্ষির চক্ষে কণ্টক বিদ্ধ করিলেন। কণ্টকাঘাতে চক্ষে দারুণ যন্ত্রণানুভব করিয়া মহর্ষি অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। সেই করুণ কাতর স্বর শ্রবণে রাজকন্যা ভীত ত্রস্তভাবে সেখান হইতে পলায়ন করিলেন। মুনি দেহে আঘাত জন্য পাপে সমস্ত সৈন্যসামন্তের মল মূত্র বদ্ধ হইয়া সকলে ক্লেশ পাইতে লাগিল। ধার্ম্মিক রাজা বুঝিলেন কাহারও দ্বারায় কোনও পাপ কার্য্য সাধিত হইয়া সৈন্য সামন্ত ক্লেশ পাইতেছে। মন্ত্রীর দ্বারায় অনুজীবীগণকে সুধাইয়া জানিলেন কেহ কোনরূপ দোষানুষ্ঠান করে নাই। পরে রাজা নিজে মহিষীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহারও দ্বারা কোনও পাপানুষ্ঠান হইয়াছে কিনা। তখন রাজকুমারী সুকন্যা বলিলেন, পিতা আমি পাপানুষ্ঠান করিয়াছি বোধ হয়। পিতা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কন্যা পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত জানাইলেন। তখন মহারাজ শর্য্যাতি উদ্বিগ্ন চিত্তে কন্যাকে সঙ্গে লইয়া সেই বল্মীক স্তুপের নিকট আগমন করিলেন। রাজা গললগ্নী কৃতাবাসে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন এই স্তুপের মধ্যে কোন্ মহাত্মা অবস্থান করিতেছেন? আমার অল্প বুদ্ধি কন্যা কাহার পীড়া উৎপাদন করিয়াছে? আমি শরণাগত আমায় অভয় দিন ও আমার এই ক্ষণের কি কর্ত্তব্য বলিয়া দিউন। তখন স্তুপ মধ্য হইতে গভীর স্বরে শব্দ হইল মহারাজ শীঘ্র এই বল্মীক স্তুপ মধ্য হইতে আমায় বহিস্কৃত করুন। আপনার কন্যা আমায় দুইটী চক্ষুই নষ্ট করিয়া দিয়াছে। তখন রাজ মন্ত্রী লোক লাগাইয়া নিজেরা দণ্ডায়মান থাকিয়া সেই বল্মীক স্তুপ ভাঙ্গিয়া মহর্ষিকে স্তুপ মধ্য হইতে বাহির করিলেন। দেখেন অতি স্থবির মুনিবরের দুই চক্ষে রক্তধারা বহিতেছে। দেখিবামাত্র সুকন্যা মহর্ষির পদতলে পতিত হইয়া অতি দুঃখিত চিত্তে কহিলেন মুনিবর সকল অনিষ্টের মুল আমি। এই মন্দভাগিনীই আপনাকে এতাদৃশ যন্ত্রণা দিয়াছে। যাহা শাস্তি দিবার আমাকে দিউন। নিরপরাধ সৈন্যমণ্ডলীর যন্ত্রণা দূর করুন।

রাজা কহিলেন মুনিবর একের পাপে অপরকে শাস্তি দেওয়া আপনার ন্যায় মহানুভব মহর্ষির পক্ষে উচিত নয়। আমার কন্যায় অজ্ঞানতাজনিত অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমার সঙ্গীসকলের ক্লেশ দূর করুন। যাহা ইচ্ছা আপনার আমার কন্যাকে সেইরূপ শাস্তি প্রদান করুন। রাজকুমারী নিজকৃত দুষ্কর্ম্ম দর্শনে ও

ঋষির অন্ধত্ব ও নিজ কৃত যন্ত্রণা দর্শনে করুণ হৃদয়ে অত্যন্ত বেদনা পাইয়াছিলেন। অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া যুক্ত করে মুনিবরের চরণ ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন—হে করুণাময় আমি চিরদিন আপনার পদ সেবন করিয়া আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব, হে ভগবন্ আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন।

এইরূপে রাজা ও রাজ কন্যার কাকুর্ব্বাদে মহর্ষি প্রসন্ন হইলেন। ফলতঃ সজ্জনগণের ক্রোধ শরৎকালের মেঘের ন্যায় অত্যল্প কাল মাত্র স্থায়ী হয়। তখন মুনিবর প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, মহারাজ আমি আপনার বিনয়ে প্রসন্ন হইলাম। আপনার সৈন্যগণ নিরাময় হউক। আর মহারাজ আপনার এই যৌবনমদ দৃপ্তা রূপ ও ঐশ্বর্য্য গর্ব্বিতা কন্যাকে আমার সহিত বিবাহ দিয়া এই আশ্রমে উঁহাকে রাখিয়া দিয়া আপনারা সকলে স্বস্থানে ফিরিয়া যাউন। কারণ রাজনন্দিনী চিরদিন আমার সেবার প্রার্থনা করিয়াছেন। এখন আপনার যাহা অভিরুচি করিতে পারেন।

এ দিকে মুনিবরের প্রসন্নতায় সকল কটকের সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ দূর হইল। রাজা কহিলেন আমার কি সৌভাগ্য যে আমি অভিসম্পাতের পরিবর্ত্তে আপনার ন্যায় মহাতপা ব্রহ্মর্ষিকে জামাতা রূপে প্রাপ্ত হইলাম। হে মন্ত্রি তুমি অবিলম্বে এই আশ্রমেই বিবাহের আয়োজন কর।

ইতিমধ্যে সুকন্যা মহর্ষিকে উত্তম আসনে উপবেশন করাইয়া শীতল জলদ্বারা চক্ষু প্রক্ষালিত করিয়া দিলেন। অঙ্গে বহু কালের মল আবৃত ছিল, তৈল মর্দ্দন করাইয়া ও সুবাসিত গন্ধজলের দ্বারায় অঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া স্নান করাইয়া দিলেন। অতিযত্নসহকারে কিঞ্চিৎউষ্ণ দুগ্ধ পান করাইয়া কৌশেয় বসন পরিধান করাইয়া গন্ধ ও মাল্য দ্বারায় অলঙ্কৃত করিলেন। পরে দুগ্ধ ফেননিভ শুভ্র সুকোমল শয্যায় শয়ন করাইয়া পাদ সংবাহন করিতে লাগিলেন। তখন সুকন্যায় শুশ্রূষায় প্রীত হইয়া মুনিবর পরম স্নেহ সহকারে বলিতে লাগিলেন হে শুভে আমি তোমার করুণ হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া ও তোমার সেবায় অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। তুমি আমার নিকট যে প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলে আমি তাহা প্রত্যাহার করিতেছি। আমার ন্যায় বৃদ্ধ ও চক্ষুহীন স্বামী লাভে কোন রমণী প্রীতিলাভ করিতে পারেনা। এই বৃদ্ধের সেবা করিয়া নিজ সুর বাঞ্ছিত রূপ লাবণ্য নষ্ট করিও না। তোমার পিতাকে বলিয়া উদ্বাহের আয়োজন বন্ধ করিয়া তোমরা নিজরাজ্যে প্রস্থান কর। রাজকন্যা কহিলেন মহর্ষে আপনি আমায় সাধারণ নারীর ন্যায় মনে করিবেন না। আমি সতীর গর্ভে জন্মিয়াছি।

আপনাকে সতী কন্যা ও সতী বলিয়াই জানি। কন্যা একবারই প্রদত্তা হয় আমি আপনাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি। আমার পিতাও আমায় আপনাকে দান করিয়াছেন। এখন যদি আপনি আমায় গ্রহণ না করেন তথাপি আমি আপনার সেবায় নিজ জীবন উৎসর্গ করিব। সুকন্যার বচন শ্রবণে মহর্ষি পরম প্রীত হইলেন। সেই সময় মহর্ষি ভৃগু যোগবলে চ্যবনমুনির অভ্যুত্থানের বিষয় জ্ঞাত হইয়া সেইস্থানে সস্ত্রীক আগমন করিলেন। মহারাজা শর্য্যাতি বহুমানপুরঃসর চরণ প্রক্ষালন করিয়া সিংহাসনে উপবেশনানন্তর নানাবিধ সদালাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাত্রি উপস্থিত হইলে শুভলগ্নে মহর্ষির চ্যবনের হস্তে সুকন্যাকে সম্প্রদান করিলেন। মুনিবর ভৃগু বর ও কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া নিজস্থানে প্রস্থান করিলেন এদিকে বাসর রাত্রি প্রভাত হইল। দিনমনি উদিত হইলেন। নব রবি করে বনস্থলী উদ্ভাসিত হইল। রাজকুমারী সুকন্যার আজি হইতে নব জীবন আরম্ভ হইল। অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া মুনিবরকে প্রাতঃ কৃত্যাদি করাইয়া তাঁহার অগ্নিহোত্র রক্ষা করিয়া সন্ধ্যা বন্দনাদি করাইতে আসনে উপবিষ্ট করিয়া দিলেন। তৎপরে আপনি নিজ প্রাতঃ সন্ধ্যা বন্দনাদি করিয়া মুনিবরকে প্রণাম করিয়া পিতা মাতাকে প্রণামপূর্ব্বক পিতৃ সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া মধুর বাক্যে বলিলেন হে পিতঃ আমার প্রতি স্নেহান্ধতা প্রযুক্ত রাজ্যশ্রীর প্রতি স্নেহহীন হইবেন না। বহুদিন গত হইল আপনি রাজধানী ত্যাগ করিয়া এই আশ্রমে আসিয়াছেন। এক্ষণে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। এখন আপনার রাজধানীতে ফিরিয়া যাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। বহুদিন রাজ্য অরাজক থাকা উচিত নয়। এইরূপ কথোপকথন কালে সেই আশ্রমস্থ পূর্ব্ব অধিবাসিগণ উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ইহারা চ্যবনমুনির সমাধির সময় মহর্ষির সমাধি ভঙ্গের ভয়ে অন্য আশ্রমে গিয়াছিলেন। লোকমুখে মহর্ষির সকল সমাচার অবগত হইয়া একে একে আসিতে লাগিলেন। কন্যার বাক্য শ্রবণানন্তর রাজা কহিলেন মা সুকন্যা তোমায় এরূপ অরক্ষিত অবস্থায় রাখিয়া আমি কিরূপে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে পারি। মহর্ষি যদি অন্ধ না হইতেন তবে তোমার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমার কোনও চিন্তা হইত না। কন্যা কহিলেন হে পিতঃ মহর্ষির যোগ প্রভাবেই আমার রক্ষা হইবে আপনি কোনও চিন্তা করিবেন না। পূর্ব্বে আশ্রমে মনুষ্য সমাগম শূন্য ছিল। এক্ষণে আশ্রমবাসীরা ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হইতেছেন। ইহাদের সহায়তায় ও মুনিবরের যোগপ্রভাবে আমার কোনই ক্লেশ হইবে না। আপনি নিশ্চিন্ত মনে জননী-

গণকে সঙ্গে লইয়া গমন করুন। রাজা কন্যার বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া গমনের উদ্যোগ করিতে মন্ত্রীগণকে আদেশ করিলেন। অন্ধ স্থবির মুনির হস্তে রূপ-লাবণ্যবতী সুশীলা বহুগুণাধার কন্যাকে অর্পণ করিয়া পিতা মাতার অন্তর নিরন্তর রোদন পরায়ণ ছিল। এইক্ষণে সুকন্যার কথায় ও ভাবে কোনও বৈলক্ষণ্য না দেখিয়া মহারাজ আশ্বস্ত চিত্ত হইলেন।

দিবসে তপন তাপে পথশ্রম হইবে বিবেচনায় মন্ত্রী দিবাবসান সময়ে শিবির উঠাইয়া মহর্ষির নিকট সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন। পরে সুকন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাণী বাষ্পাকুলিত লোচনে বহুবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া বিদায় লইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক সকল সৈন্য সামন্ত সহ ক্রমে ক্রমে বনভূমি অতিক্রম করিলেন। পিতামাতার গমনের পর রাজকুমারী কিয়ৎকাল বিমনা হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে সন্ধ্যা সমাগতপ্রায় দেখিয়া মহর্ষির সন্ধ্যা বন্দনার জন্য কি কি প্রয়োজন হইবে মহর্ষির নিকট জানিয়া সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য যথাযথ-ভাবে সুবিন্যস্ত করিয়া মহর্ষিকে জানাইলেন। পরে মুনিবরকে হস্ত মুখ চরণ প্রক্ষালন করিয়া অজিনাসনে উপবেশন করাইয়া নিজ সায়ংকৃত্যের নিমিত্ত কুটীরের বহির্ভাগে আসিয়া তপোবনের সায়ংকালীন শোভা সন্দর্শনে মোহিত হইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

দেখেন অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিমচ্ছটায় বনভূমি শ্যামায়মানা দেখাইতেছে। বিহগগণ নানারবে কুজন করিতে করিতে নিজ নিজ কুলায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে সান্ধ্য সমীরণে, নানা বর্ণের ছটায় নয়ন ও গন্ধে নাসিকার তুষ্টি সম্পাদন করিয়া নানাবিধ কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া দিক আমোদিত করিতেছে। আশ্রমবাসী তপস্বি গণ সান্ধ্য স্নান সমাপন করিয়া অস্তগামী সবিতৃ দেবকে উদাত্তস্বরে বেদোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বিদায় দান করিতেছেন। এই সকল দৃশ্য দর্শনে রাজকন্যার বিয়োগাকুল অন্তর একটী অনির্ব্বচনীয় পবিত্র ভাবে আপ্লুত হইল। তিনি পিতামাতার বিচ্ছেদ বেদনা ভুলিয়া গেলেন। বৃক্ষতলে উপবেশনান্তর সন্ধ্যা কালীন উপাসনায় তন্ময় হইয়া পড়িলেন। এইরূপে ভগবদারাধনায় কিছুক্ষণ গত হইলে সুকন্যা সম্বিত প্রাপ্তে কুটির মধ্যে অতি ধীর ভাবে গমন করিলেন। তাঁহার আগমনে মহর্ষি জিজ্ঞাসিলেন রাজ কুমারীর পদশব্দ শুনিতেছি কি? সুকন্যা কহিলেন হাঁ প্রভু আমি আপনার দাসী সুকন্যা। এক্ষণে আপনার আর কি প্রয়োজন বলুন। যদি আপনার সন্ধ্যা বন্দনাদি শেষ হইয়া থাকে তবে এইবার আপনার আহার্য্য উপস্থিত করিতে প্রার্থনা করি মহর্ষির অনুমতি

প্রাপ্তে কন্যা যত্নসহকারে ফলমূল দুগ্ধ আনিয়া মহর্ষিকে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইলেন। পরে আপনি যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদ লাভ করিয়া গৃহকুটীর পরিষ্কৃত করিয়া মহর্ষির জন্য কুশাস্তরন বিস্তৃর্ণ করিয়া মুনিবরকে শয়ন করাইলেন। পরে পদতলে বসিয়া পাদসংবাহন করিতে লাগিলেন। মুনিবর চ্যবন বলিলেন, হে অনিন্দিতে! তুমি সেচ্ছায় এরূপ ঘৃণিত জীবন বহন করিতে স্বীকৃত হইয়া অতি নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছ। তোমার পিতামাতার সহিত গমন করাই তোমার উচিত ছিল। এই দুরন্ত রাত্রি কালে কে তোমায় রক্ষা করিবে। আমি বৃদ্ধ অন্ধ চক্ষুহীন তোমার রক্ষায় অসমর্থ জানিয়াও তোমার এই বনে থাকা অনুচিত হইয়াছে। তুমি অত্যন্ত সুকুমারী ও চির সুখপালিতা। বনবাসের ক্লেশ সহ্য করিতে পারিবেনা। এই বৃদ্ধের সেবায় তোমার মহৎজীবন নষ্ট হইলে পৃথিবী একটি অমূল্য রত্নে বঞ্চিত হইবেন। এখনও বলিতেছি তোমার যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। এইক্ষণে গৃহে ফিরিয়া যাও আমি অনুজ্ঞা করিতেছি। রাজকন্যা কহিলেন স্বামিন প্রভো! ওরূপ বাক্য উচ্চারণ করিবেন না। আপনার ন্যায় ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মর্ষির পত্নী হইয়া আমি নিজ জীবন ধন্য বোধ করিতেছি। স্বামী সেবাকেই আমি পরমার্থ বলিয়া জানি; আমি ভোগ সুখের আকাঙ্ক্ষা করি না! আপনি বারম্বার আমায় ওরূপ বলিবেন না। এই পাপিষ্ঠা আপনার কাছে অত্যন্ত অপরাধিনী। আমার প্রতি এতাদৃশ করুণা প্রকাশ করা আপনার মহৎঅন্তঃকরণেরই পরিচয়। মুনিবর কহিলেন হে মধুর ভাষিনি! আমার প্রতি তোমার এই যে ভাব লক্ষিত হইতেছে ইহাকে নিগৃহীতের প্রতি দয়া মাত্র। ইহাকে পতি পত্নীর বিমল প্রেম বলা যায় না। সুকন্যা কহিলেন ভগবন্! পতিপত্নীর দর্শন মাত্রেই যে প্রেম তাহা সকল স্থলে হয় না। কিন্তু আমরা হিন্দুরমণীগণ জ্ঞান হওয়া প্রযুক্ত গুরুজনের নিকট শুনিয়া ও সর্ব্বত্র এই আদর্শ দেখিয়া আসিতেছি যে অন্ধ খঞ্জ বধির মত্ত কুদর্শন হইলেও স্বামীই রমণীর পরমারাধ্য দেবতা। পতিই স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ শরীরী নারায়ন। হে দেব! আপনি অন্ধ বা স্থবির যাহাই কেন হউননা আমার চক্ষে আপনি সর্ব্বরূপগুণের আধার। কারণ আমি আপনার বাহিরের রূপ দর্শন না করিয়া আপনার অন্তরে যে পরমাত্মা রহিয়াছেন তাঁহাকেই দর্শন করিতেছি। আপনি কোনও বিপৎকালে আমায় রক্ষা করিতে পারিবেননা বলিতেছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে যদি প্রয়োজন হয় অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে নিশ্চয়ই আপনি আমায় রক্ষা করিতে পারিবেন। চ্যবনমুনি

কহিলেন হে সুচরিতে ধ্যানভঙ্গ মাত্রেই তোমার মনোহর রূপ আমার নেত্রপথে পতিত হইয়া আমার মানস চঞ্চল হয়। অমনি তৎক্ষণেই তোমার হস্তের আঘাতে চক্ষু নষ্ট হয়। সেই পরম ন্যায়বান বিচারক ন্যায় বিচারই করিয়াছেন। যে সমাধিতে মগ্নাবস্থায় বহুদিন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভে কাষ্ঠখণ্ডবৎ জড় অচেতন অবস্থায় ছিল। তাহার সমাধি ভঙ্গের সঙ্গেই রমণীরূপদর্শনে চিত্ত চঞ্চল হয় কেন। সেই ভগবান আমার বাহ্যিক চক্ষু নষ্ট করিয়াছেন। অন্য উপায়ে না নষ্ট করিয়া তোমার ন্যায় মহিয়সী নারী রত্নের দ্বারায় করাইয়াছেন। ও এই সূত্রে এরূপ রত্নের অধিকারী করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই সকল ঘটনা পরম্পরায় আমি বুঝিতে পারিতেছিনা আমি নিগৃহীত হইয়াছি কিম্বা অনুগৃহীত হইয়াছি। যাহা হউক আমি তোমায় পরীক্ষা করিবার জন্য উক্তরূপ বাক্য বলিতেছিলাম। তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ। এক্ষণে নিদ্রা যাও প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিও। হে সুচরিতে! রাজকন্যা হইয়াও তুমি যে ভাবে জীবন যাপন আরম্ভ করিয়াছ তাহা রমণীকুলের আদর্শ হইয়া থাকিবে। এইরূপ নানা কথার পর রাজনন্দিনী নিদ্রিতা হইয়া পড়িলেন। এইরূপে প্রতিদিন সুসংযত ও সমাহিত চিত্তে পতিসেবা করিতে করিতে সুকন্যা পতিগতপ্রাণা হইলেন। পক্ষিমাতা যেরূপ নিজ অজাত পক্ষ সাবকদিগকে নিজ পক্ষদ্বারায় আচ্ছাদিত করিয়া শীত বাত আতপ হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করে, নিজ চঞ্চুপুটে খাদ্য আহরণ করিয়া আহার করায় সেইরূপ অতিযত্নে সমগ্র মনপ্রাণ দিয়া স্বামীর সঙ্গে একাত্মা হইয়া স্বামী সেবা করিয়া নিজ জীবন ধন্য করিতে লাগিলেন। ও স্বামীকে পরম প্রীতিদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার মধুর স্বভাবে আশ্রমবাসী জনগণ সকলেই তাঁহাকে দেবী স্বরূপা ও আশ্রম লক্ষ্মী বলিতেন। নিজগুণে অন্ধস্বামীর নয়নের অমৃত বর্ত্তিকাস্বরূপ হইয়াছিলেন।

এইরূপে কিছুদিন গত হইলে একদা প্রাতঃস্নান সারিয়া মহর্ষির পানীয় জলের জন্য সুকন্যা নদীতে গমন করিয়াছেন, সেই সময় পথে ২টি পরম রূপ-লাবণ্যময় মনোহর দর্শন যুবককে দেখিতে পাইলেন। যুবকদ্বয় কহিলেন হে বরবর্ণিনি! তুমি কে? তোমার আবাসস্থল কোথায়? কোন ভাগ্যবানের দুহিতা ও কোন সৌভাগ্যবান পুণ্যশীল ব্যক্তিকেইবা পতিত্বে বরণ করিয়া সুখী করিয়াছ। সকল পরিচয় জানিবার জন্য অধীর হইতেছি। কৃপাপ্রকাশ পূর্ব্বক সকল পরিচয় প্রদান করিয়া উৎসুকতা নিবারণ করুন।

সুকন্যা কহিলেন মহাভাগ! আপনারা কে অগ্রে পরিচয় প্রদান করুন।

তাঁহারা কহিলেন হে ভদ্রে! আমরা স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমার যুগল। সুকন্যা কহিলেন হে দেবতাযুগল আমি মহারাজ শর্য্যাতির কন্যা ও মহর্ষি চ্যবনের ধর্ম্মপত্নী আমার নাম সুকন্যা বলিয়া জানিবেন। তাঁহারা কহিলেন হে সুর বাঞ্ছিতে! শুনিয়াছি মহর্ষি চ্যবন, অত্যন্ত স্থবির ও অন্ধ। আর তোমার এই লোক ললামভূত রূপ ও নব যৌবন সেই বৃদ্ধের সেবায় ক্ষয় করিয়া কোন ফল লাভের প্রত্যাশা করিতেছ। তুমি সেই কদাকার জরাগ্রস্ত ঋষিকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদের সহিত স্বর্গধামে গমন কর। আমাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা একজনকে পতিরূপে গ্রহণ করিয়া নিজ রূপ যৌবনের সার্থকতা সম্পাদন কর। এরূপ কষিত কনক কান্তি, মললিপ্ত করিয়া রাখিয়াছ কেন? স্বর্গে বহু প্রসাধনে অঙ্গের বর্ণে রতিকেও পরাভূত করিতে পারিবে। এই ক্ষণেই সর্ব্ব সুখে বঞ্চিত ক্ষীণ দেহ যষ্টি, স্বর্গের নানাবিধ ভোগের দ্বারায় পরিপুষ্ট হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিবে। নানাবিধ বসন ভূষণ দ্বারায় ও গন্ধ মাল্যাদির দ্বারায় অলঙ্কৃত হইয়া নন্দন বনে যথা ক্রীড়া সুখে কালাতিপাত করিয়া নিজ রূপ যৌবন উপভোগ কর।

তখন সুকন্যা কহিলেন হে দেবদ্বয়! আমার বৃদ্ধ অন্ধ পতিই আমার সর্ব্বস্ব আমি তাঁহাকেই প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি। আমায় কোনও সুখের প্রলোভনেই প্রলোভিত করিতে পারিবেন না। আমি ভোগ সুখে একান্ত স্পৃহাহীনা জানিবেন। অশ্বিনীকুমার যুগল কহিলেন হে শুভে! আমরা তোমার বাক্যে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলাম। তুমি মুনিকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস ২টী পণে আমরা তাঁহাকে নব যৌবন ও চক্ষু দান করিব। তিনি আরোগ্য লাভ করিয়া তোমায় আমাদের করে সমর্পণ করিবেন। এই পণে আমারা তাঁহাকে আরোগ্য দান করিব। যদি মহর্ষি সম্মত হয়েন তাহা হইলে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া এই তরঙ্গিনীর তীরে আগমন কর।

এইরূপ বাক্য শ্রবণান্তর সুকন্যা দ্রুতপদে আশ্রমে চলিলেন। অনন্তর তিনি ঋষি সকাশে সকল সমাচার অবগত করাইলেন। এই বিবরণ শ্রবণ করিয়া মহর্ষি শিষ্য মণ্ডলী পরিবৃত হইয়া নদীতীরে পত্নীসহ গমন করিলেন। সেই দুই স্বর্গ বৈদ্য তাঁহাকে পণের কথা বলায় তিনি সম্মত হইলেন। তখন তিন জনে জলে নিমজ্জন করিয়া কিছুক্ষণ রহিলেন। যখন জল হইতে উত্থিত হইলেন তখন তিন জনেরই সমান বয়স সমান রূপ ও সমান বেশ ভূষা। ইহা দেখিয়া সমবেত জনগণ অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহারা কহিলেন হে সুচরিতে!

আমাদের তিন জনের মধ্যে কে তোমার পতি বাছিয়া লও। সুকন্যা এতাবৎ কাল এক মনে লজ্জা নিবারণ বিপদ ভয় ভঞ্জন শ্রীহরির শরনাপন্ন হইয়াছিলেন। এক্ষণে এইরূপ সম্বোধিত হইয়া কহিলেন। যদি আমি স্বামী ভিন্ন কখনও অন্য পুরুষের চিন্তা না করিয়া থাকি কায়মন ও বাক্যের দ্বারায় যথার্থ সতী হই যদি একমাত্র স্বামী ভিন্ন আমার অন্য ধ্যান জ্ঞান না থাকে তবে আমি নিজ পতি চিনিয়া লইব। কখনই দ্বিতীয় পুরুষে প্রতারিত হইব না। এই বলিয়া নারায়ণ স্মরণ করিয়া এক মনে নিজ স্বামীর চরণের চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন মহর্ষি চ্যবনের চরণে চিহ্ন প্রকাশিত দেখিয়া গললগ্নিকৃতবাসা হইয়া প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিবামাত্র আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল দেব দুন্দুভি সকল বাজিয়া উঠিল। সমবেত জনবৃন্দ সকলে ধন্য ধন্য করিয়া সুকন্যার জয়গান করিতে লাগিল। মহর্ষি চ্যবন প্রীতি প্রফুল্ল মুখে কহিলেন। অয়ি সাধ্বি! এতদিনে ভগবান তোমায় পতিভক্তির পুরস্কার দিলেন। আজ আমি তোমার প্রেমে ক্রীত হইলাম। হে নয়নানন্দ স্বরূপে! তুমিই আমার চক্ষু নষ্ট করিয়াছিলে আবার তোমার প্রসাদেই আমি চক্ষু রত্নের অধিকারী হইলাম। সঙ্গে সঙ্গে অপরূপ রূপ যৌবন প্রাপ্ত হইলাম।

হে অনবদ্যাঙ্গি! তোমার ওই লোক ললামভূত রূপ এইবার নয়ন ভরিয়া দর্শন করিয়া নয়ন মন তৃপ্ত করিব। সুকন্যা কহিলেন প্রভু দাসীর অতিরিক্ত উচ্চাসন দিবেন না। সকলি আপনার মহিমায় হইয়াছে। আমি অজ্ঞ নারী মাত্র।

ভ্রম সংশোধন।

গত মাসের (অগ্রহায়ণের) উৎসবে পাঠকগণ নিম্নলিখিতরূপ ভ্রম সংশোধন করিয়া লইবেন :—

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৩৩	৩১	বিলম্ব	বিলাপং
৪৩৪	১	পত্তনেতি	পওনেপি
"	৪	রামচন্দ্র	রামচন্দ্রং
"	৩৭	মাতৃমৃত্যু	ভ্রাতৃমৃত্যুঃ
"	"	* * * *	অন্য ভ্রাতৃমৃত্যিংগতঃ

শিবরাত্রি ও শিবপূজা।

চতুর্থ খণ্ড।

দেবতাতত্ত্বে পরমাণুতত্ত্ব।

ইষ্টদেব কিরূপে ভক্তগণকে স্থূল শরীর গ্রহণ পূর্ব্বক দেখা দেন, তাহা বুঝিতে হইলে, পরমাণু প্রভৃতি সূক্ষ্ম পদার্থ সমূহের স্থূলাবস্থা প্রাপ্তি পদ্ধতির স্বরূপাবধারণের চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য। সমাধি বিশেষ দ্বারা পরমাণ্বাদি অতীন্দ্রিয় পদার্থ সমূহকেও প্রত্যক্ষ করা যায়।

বক্তা—ইষ্টদেব কিরূপে ভক্তগণের অভীষ্ট মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দেখা দেন, তাহা কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে হইলে বিশ্বমাতা জগদ্ধাত্রীকে কেন পরমাণুস্বরূপা, কেন দ্ব্যণুকাদি স্বরূপিণী বলা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইলে, পরমাণু প্রভৃতির স্বরূপাবধারণ যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা তুমি ক্রমশঃ স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিবে। পরমাণ্বাদি সূক্ষ্মপদার্থজাতও যে সমাধি নেত্রের অবিষয় নহে, তাহা বিশ্বাস করিও।

শব্দাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের সূক্ষ্মাবস্থাকেই আপাততঃ পরমাণু বলিয়া বুঝিবার চেষ্টা কর।

ধ্যেয় বিষয়ের সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অংশে চিত্ত সমাধান করিয়া শেষে পরমাণুতে উপনীত হইতে হয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণও অন্তঃকরণকে স্থির করিতে করিতে যখন ইহারা অত্যন্ত স্থির হয় তখন সূক্ষ্মতম বিষয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে। শব্দাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যবিষয় সমূহের সূক্ষ্মাবস্থাই যে, '**পরমাণু**' আপাততঃ তাহা শুনিয়া রাখ। আমি তোমাকে যথাস্থানে সমাধি দ্বারা কিরূপে পরমাণু প্রভৃতি সূক্ষ্ম পদার্থ সমূহের জ্ঞান হয়, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব, তত্ত্ব জ্ঞান/

সমাধি বিশেষের অভ্যাস দ্বারা হইয়া থাকে ("সমাধিবিশেষাভ্যাসাৎ।"—ন্যায়দর্শন) ন্যায়দর্শন প্রণেতা পূজ্যপাদ মহর্ষি গোতমের এই কথা কিরূপ সারগর্ভ, যথার্থ তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর কিরূপ হিতকরী, তাহা অনুভব করিতে পারিলে তুমি পরমানন্দ লাভ করিবে। যিনি যথাবিধি সমাধি অভ্যাস করেন নাই, তিনি কখন যথার্থভাবে পূজা বা উপাসনা করিবার যোগ্য হইতে পারেন না, তিনি কখন উপাস্যের সমীপে উপনীত হইতে সমর্থ হন না, তিনি কখন আরাধ্যের দর্শন লাভ পূর্ব্বক জীবনকে সার্থক করিতে, অব্যক্ত প্রকৃতি কিরূপে ক্রমশঃ ব্যক্ত অবস্থাতে আগমন করে, তিনি কখন পূর্ণভাবে তাহা জানিতে ক্ষমবান্ হ'ন না। বিশেষ বিশেষ ভাব সমূহের মধ্যে সামান্যভাবের আবিষ্কার, সামান্যভাবে উপনীত হওয়া, বেদ শাস্ত্রোপদিষ্ট 'পূজা', 'যোগ' বা উপাসনার উদ্দেশ্য, বিশেষ বিশেষ ভাব সমূহের যাহা পর সামান্য, তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইবার জন্যই, তাহাকে যথার্থভাবে জানিবার বা পাইবার নিমিত্তই উপাসক উপাসনা করিয়া থাকেন! যে নিয়মানুসারে সর্ব্বশক্তিমান্ ইন্দ্র (পরমাত্মা) মায়া বা স্বীয় শক্তি দ্বারা বিবিধ বৈচিত্র্যময় জগদাকার ধারণ করেন, যে নিয়মানুসারে সূক্ষ্মতম ভাব ক্রমশঃ সূক্ষ্মতরাদি অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইতে স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থাতে উপনীত হয়, সেই নিয়মানুসারেই সর্ব্বৈশ্বর্য্যবান্ সর্ব্বজ্ঞ দয়া বাৎসল্যাদি কল্যাণ গুণ ভাজন পরমেশ্বর ভক্তের ইচ্ছানুরূপ (ভক্ত যেরূপে তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন সেইরূপ) শরীর ধারণ করিয়া থাকেন। তবে এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে, যে নিয়মানুসারে পরমাণ্বাদি সূক্ষ্মাবস্থা হইতে স্থূলাবস্থা প্রাপ্ত হয়. দেবতাদিগের স্থূল শরীর গ্রহণ সর্ব্বথা তন্নিয়মানুসারে হয় না, দেবতারা অপরিচ্ছিন্ন শক্তিমত্তা বশতঃ স্বাধীনভাবে সংকল্পানুরূপ কর্ম্ম করিতে সমর্থ, পরমাণ্বাদির তাদৃশ সামর্থ্য নাই, ইহাদিগকে ঈশ্বরের সংকল্পবশে কর্ম্ম করিতে হয়।

পরমেশ্বর কিরূপে স্থূল শরীর ধারণ করেন, আকারবিশিষ্ট হন, কিরূপে ভক্তের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়গম্য বিগ্রহবান্ হ'ন, শরীরোৎপত্তির পূর্ণ বিজ্ঞান কি, বিশুদ্ধ ভাবে তাহা জানিতে হইলে, পরমাণু প্রভৃতি সূক্ষ্ম পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধান যে, অবশ্য কর্ত্তব্য, অপিচ সমাধি—ব্যতিরেকে যে, শরীর ধারণের, শরীরোৎপত্তির বিশুদ্ধ বা পূর্ণ বিজ্ঞান কি, তাহা অবগত হওয়া সম্ভব হইতে পারে না, তাহার একটু আভাস দিলাম, এখন পরমাণু সম্বন্ধীয় অবশ্য শ্রোতব্য দুই এক কথা বলিব, এবং ইংরাজী 'এটম্' (Atom) পদ বোধ্য অর্থের স্বরূপ বিষয়ক অতি সংক্ষিপ্ত সংবাদ প্রদান করিব।

জিজ্ঞাসু—দাদা! ইংরাজী 'এটম্' (Atom) পদার্থের স্বরূপ বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিলে আমার কি উপকার হইবে, প্রথমে তৎসম্বন্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।

বক্তা—এতদ্দ্বারা আমার কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, তাহা না জানিলে, কেহই ইচ্ছা পূর্ব্বক কোন কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয় না, অতএব ইংরাজী 'এটম্' (Atom) শব্দবোধ্য অর্থের স্বরূপ অবগত হইলে, তোমাম কি লাভ হইবে,তোমার প্রথমে তাহা জানিবার ইচ্ছা হওয়া প্রাকৃতিক, সন্দেহ নাই। চিন্তা করিবার রীতি, কোন অবিজ্ঞাত পদার্থের তত্ত্ব জানিবার পদ্ধতি (যোগ্যতানুসারে কিছু কিছু বিভিন্ন হইলেও) মূলতঃ একরূপ। স্থূলের সূক্ষ্মাবস্থা আছে, ব্যক্ত পদার্থমাত্রেই অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে স্থূলাবস্থায় আগমন করে, যাহা সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান নাই, তাহা কখন স্থূলভাবে অভিব্যক্ত হয় না, বস্তুতঃ যাহা নাই তাহা কদাচ সৎ হইতে পারে না, অতএব স্থূলের সূক্ষ্ম অবস্থা আছে, কার্য্যমাত্রের কারণ আছে, কার্য্য পদার্থের অন্তঃ ও বহিঃ এই দ্বিবিধ ভাব আছে, বিচারশীল মানুষমাত্রের স্বীয় প্রকৃতির প্রেরণায় সনাতন বেদ বা অনাদি প্রতিভা বশতঃ এই প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহাকে আর ভাগ করা যায় না, যাহা দ্রব্যের অবিভাজ্য অংশ, তাহা 'পরমাণু' 'পরমাণু' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে যে, এই অর্থপ্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা তুমি অবগত হইয়াছ। স্থূলের সূক্ষ্ম অবস্থা আছে, যে কোন পদার্থ স্থূল অবস্থায় অভিব্যক্ত হয়, তাহাই সূক্ষ্ম বা অব্যক্ত অবস্থা হইতে ক্রমশঃ স্থূলাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যাহা বস্তুতঃ অবিদ্যমান, তাহার কখন জন্ম হয় না, যে প্রতিভার প্রেরণায় 'পরমাণু' 'তন্মাত্র', 'অহঙ্কারতত্ত্ব', 'মহত্তত্ত্ব', 'প্রকৃতি', এই সকল পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মে, সেই অনাদি প্রতিভা, অনাদি শব্দভাবনা বা সনাতন বেদের প্রেরণা নিবন্ধনই 'এটম্' 'ইলেক্‌ট্রন্' প্রভৃতি পদার্থের অস্তিত্বে শ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে, উহাদের তত্ত্বানুসন্ধানের প্রবৃত্তি উদ্দীপিত হয়। আত্মা, অন্তঃকরণ, বহিরিন্দ্রিয়, প্রাণ ইত্যাদির সনাতন বেদ বা পরমেশ্বরই যে, মূলপ্রবর্ত্তক, তাঁহার প্রেরণাবশতই যে, আত্মাদির প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু সংস্কার ভেদনিবন্ধন সকলেই ইহা অনুভব করিতে পারেন না, ব্যক্তিমাত্রের প্রবৃত্তি বিশেষতঃ একরূপ হয় না। 'যাহাকে আর ভাগ করা যায় না,' যাহার আর সূক্ষ্মতর অবস্থা নাই, তাহা কি, এই প্রশ্নের সমাধান করিতে যাইয়া, কেহ পরমাণুকে সূক্ষ্মতম ভাব বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন, করিয়া থাকেন, কেহ

তন্মাত্রকে, কেহ অহঙ্কারকে, কেহ মহত্তত্ত্বকে, কেহ প্রকৃতিকে সূক্ষ্মতম ভাব বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন, করিবেন। প্রতীচ্য তত্ত্বচিন্তকেরা স্ব-স্ব বিশিষ্ট প্রতিভানুসারে এটম্ বলিতে কোন্ পদর্থেকে লক্ষ্য করিয়াছেন, করিয়া থাকেন, তাহা জানিবার চেষ্টা করিলে উপলব্ধি হয়, প্রতিভা ভেদ বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থকে সূক্ষ্মতম পদার্থ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন, করিতেছেন। প্রতিভা ও প্রয়োজন ভেদ নিবন্ধন মতভেদ হইয়া থাকে। "প্রতিভা ও প্রয়োজন ভেদ নিবন্ধন মত ভেদ হইয়া থাকে" এতদ্বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা তুমি এখন পূর্ণভাবে অনুভব করিতে পারিবে না, শুনিতে শুনিতে, মনন করিতে করিতে এতদ্বাক্যের যথার্থ অভিপ্রায় কি, তাহা তোমার হৃদয়ঙ্গম হইবে। তত্ত্বদর্শী বা সাক্ষাৎ কৃত নিখিল বস্তুতত্ত্ব ঋষিদিগের মধ্যে যে, মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার কারণ প্রয়োজন ভেদ, অধিকারানুসারে জ্ঞান প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তত্ত্বদর্শী বা সাক্ষাৎকৃত নিখিল বস্তুতত্ত্ব ঋষিদিগেরও আপাত প্রতীয়-মান পরস্পর বিরুদ্ধ মতের আশ্রয় লইতে হইয়াছে। মহর্ষি গৌতম এই নিমিত্ত বলিয়াছেন, সমাধিবিশেষের অভ্যাস ব্যতিরেকে কোন পদার্থের প্রকৃত তত্ত্ব অবধারিত হয় না। কি কারণে মত ভেদ হইয়া থাকে, সত্য জ্ঞানার্জ্জনের প্রকৃত উপায় কি, বিচারশক্তির কিরূপ স্ফুরণ হয়, এই সকল প্রশ্নের সমীচীন উত্তর পাইতে হইলে, প্রত্যেক পদার্থ তত্ত্ব সম্বন্ধে সামান্যতঃ যত প্রকার মত আছে, প্রথমে তাহা জানা আবশ্যক। এই সকল বিষয়ের যথার্থ ভাবে অনু-সন্ধান করিলে, তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর যে, কত উপকার হয়, তাহা স্বয়ং অনুভব করিবার বিষয়, তাহা বাক্য দ্বারা বুঝান অসম্ভব।

জিজ্ঞাসু—যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, অতএব যাঁহারা 'এটম্' সম্বন্ধে প্রতীচ্য তত্ত্ব চিন্তকেরা যে যেরূপ অনুমান করিয়াছেন, তাহা বিদিত নহেন, তাঁহাদের কি তত্ত্ব বিনিশ্চয় হয় না?

বক্তা—যাঁহারা সমাধি বিশেষের অভ্যাস করেন না, তাঁহাদের যে প্রকৃত প্রস্তাবে কোন পদার্থের তত্ত্ব বিনিশ্চয় হয় না, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কোন বিষয়ের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিতে হইলে, একজন তদ্বিষয় সম্বন্ধে যে রীতিতে যথাশক্তি সন্দর্শন ও পরীক্ষা পূর্ব্বক অনুমান করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলে অনেক লাভ হয়। সমাধির সবিচারাদি ভেদ আছে। নির্ব্বিতর্ক সমাধির যোগশাস্ত্র

মতে পর প্রত্যক্ষ, নির্ব্বিতর্ক সমাধি দ্বারাই ধ্রুব সত্য জ্ঞানের -ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার উদয় হইয়া থাকে। সমাধি অভ্যাস করিতে করিতে কোন পদার্থ সম্বন্ধে কত প্রকার মতের আবির্ভাব হয় বা হইতে পারে, বুদ্ধিদর্পণে তাহা প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, অতএব ইংরাজী না জানিলেও, সমাধিশীল পুরুষ প্রত্যেক পদার্থসম্বন্ধে যত প্রকার মত আছে, বা হইতে পারে তাহা জানিতে পারেন। যোগীর সর্ব্ব ভূতের (নিখিল প্রাণীর শব্দ জ্ঞান।

অধ্যাত্ম রামায়ণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

রাক্ষসান্তকং মারুতিমৃতে রামময়জীবিতঃ কো বাহন্যঃ স্যাৎ। অতো যুজ্যতে হনুমৎসান্নিধে রামহৃদয়পাঠঃ ফলবান্। দেবা খলু প্রতিষ্ঠিতাসু প্রতিমাসু সন্নিধীয়ন্ত এব স্বচিত্রাদিম্বিব প্রাকৃতাঃ অয়মহমিদং মমেত্যভিমানবন্তঃ ॥ ৪৪ ॥

প্রাকৃত ব্যক্তি যেমন স্বীয় চিত্রাদিতে "এই আমি" "ইহা আমার" এইরূপ অভিমান যুক্ত হইয়া, চিত্রাদির সম্মানে স্বীয় সম্মান অনুভব করিয়া থাকে, এইরূপ প্রতিষ্ঠিত দেবপ্রতিমাদিতেও সেবকের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে দেবতা ইহা আমি এইরূপ অভিমানে সন্নিহিত হইয়া সেবকপ্রদত্ত অর্চ্চন, বন্দন, আত্মনিবেদনাদি সেবা গ্রহণ করিয়া সেবককে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। প্রতিষ্ঠিত হনুমৎ-প্রতিমাদিতেও মহাবীর হনুমান্ সন্নিহিত হইয়া স্বীয় ভক্তজনকে অনুগৃহীত করিয়া থাকেন। রামময় জীবিত মহাবীর পুরুষশ্রেষ্ঠ হইয়াও পুরুষাধমের কণ্ঠোচ্চারিত রঘুনাথ কথা কীর্ত্তনশ্রবণে সর্ব্বদা সাভিলাষ হইয়া ভরতখণ্ডবাসি প্রজাপুঞ্জের বদন-প্রান্তে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, প্রসঙ্গক্রমেও বা যদি কোন স্থানে কেহ

রঘুনাথ গাথা কীর্ত্তন করে,ভক্তিগদ্‌গদচিত্ত হইয়া মহাবীব সাশ্রুনেত্রে অঞ্জলিবন্ধন-পূর্ব্বক সেইস্থানে উপস্থিত হইতেছেন। ভক্তপ্রধান এই মহাবীর ভিন্ন কে আর এমন আগ্রহে শ্রীরামহৃদয়শ্রবণের পাত্র হইতে পারে? উপেক্ষাতেও কেহ রামনাম উচ্চারণ করিলে যিনি আনন্দ মগ্ন হইয়া স্বীয় অনুত্তম নিবাসস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক রামনাম উচ্চারয়িতার অনুসরণ করিয়া থাকেন, আর যদি কেহ সংযতচিত্তে মৌনব্রতাবলম্বী হইয়া, পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবীরের সমীপে যাইয়া শ্রীরাম-হৃদয় পাঠ করেন, তবে মহাবীর যে তাঁহার প্রতি অতিমাত্র প্রসন্ন হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? শ্রীমান্ মহাবীরের প্রসন্নতাই শ্রীরঘুনাথের প্রসন্নতা। যাঁহার প্রতি মহাবীর প্রসন্ন হইয়াছেন, শ্রীজানকীনাথ তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। যেমন রাজর্ষি ভগীরথের নাম উচ্চারিত না হইয়া ভাগীরথী নাম উচ্চারিত হইতে পারে না, তেমনি মহাবীরের প্রসন্নতা লাভ না করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের প্রসন্নতা লাভ সম্ভাবিত নহে। শ্রীগুরুর প্রসন্নতাই ইষ্টদেবের প্রসন্নতা। আর যিনি শ্রীমান্ মারুতির প্রসাদলাভে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি সমস্ত ঈপ্সিতই লাভ করিয়াছেন, ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে বলা যাইতে পারে॥ ৪৪ ॥

পঠন্ শ্রীরামহৃদয়ং তুলস্যশ্বত্থয়ো যদি।
প্রত্যক্ষরং প্রকুর্ব্বীত ব্রহ্মহত্যাং নিবর্ত্তয়েৎ॥ ৪৫ ॥

মন্দাধিকারিণমেবানুগ্রহীতুং প্রকারান্তর মাহ—যদি কশ্চিদঙ্কুরিতরামভক্তিঃ তুলস্যশ্বত্থয়োর্দেব বৃক্ষয়োঃ সন্নিধৌ ইতি শেষঃ, শ্রীরামহৃদয়ং পঠন্ প্রকুর্ব্বীত প্রদক্ষিণাদিকমিতি শেষঃ, স রামহৃদয়পাঠপ্রবৃত্তো যৎ প্রত্যক্ষরমুচ্চারয়তি তেন ব্রহ্মহত্যাং ব্রহ্মহত্যাজনিতপাপং নিবর্ত্তয়েৎ অপগময়েৎ। বালো যথা হস্তাবষ্টম্ভ-মন্তরেণ নোত্তিষ্ঠেৎ, তথৈব ক্ষীণবলঃ সাধকোঽপি স্বসামর্থ্যেন ভগবৎসান্নিধ্যমাসা-দয়িতুমশক্নুবন্ ভগবদনুগৃহীতস্য কারুণ্যমপেক্ষতে। অতএব হনুমৎপ্রতিমাসন্নিধৌ বা তুলস্যশ্বত্থয়োঃ সন্নিধৌ বা শ্রীরামহৃদয়পাঠেন হনুমদাদীন্ প্রসাদয়ন্ অভীষ্টং প্রাপ্তুং শক্নুয়াৎ। হনুমৎপ্রতিমাসন্নিধৌ শ্রীরামহৃদয়পাঠে প্রদক্ষিণাদি-প্রসাদনান্তরম্ নাপেক্ষতে, পাঠ মাত্রেণ তস্য প্রসাদাবির্ভাবাৎ, তুলস্যশ্বত্থয়োঃ সন্নিধৌ পাঠে তু প্রসাদনান্তরং অপেক্ষতে এব ইতি পূর্ব্বতো বিশেষঃ॥ ৪৫ ॥

অঙ্কুরিতভগবদ্ভাব, ভগবৎকথা কীর্ত্তনশ্রবণাদি দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া সাধকের অভিলষিতসম্পাদনে সমর্থ হইয়া থাকে। এই ভাব অঙ্কুরিত হইবার পূর্ব্বে মানবহৃদয়ে সুপ্ত অবস্থায় থাকে, সুপ্তভাবকে অঙ্কুরিত করিতে ও অঙ্কুরিত ভাবকে পরিপুষ্ট করিতে দুর্ব্বল সাধক নিজে অসমর্থ। ভক্ত সাধক সুপ্রতিষ্ঠিতভাব দৃঢ়ভক্তিসম্পন্ন বলিয়া পারিপার্শ্বিক বিরুদ্ধভাবপ্রবাহের অনায়াসে নিরোধ করিয়া স্বীয় ভাব-প্রবাহে নিজে ভরিত হইয়া অন্যকেও প্লাবিত করিতে পারেন, ক্ষীণশক্তি সাধক তাহা পারেন না বলিয়া, অন্যের ভাবপ্রবাহ দ্বারা স্বীয় ক্ষীণভাবের আপূরণ অপেক্ষা করিয়া থাকেন।

যাঁহার হৃদয়ে রামভক্তি অঙ্কুরিত হইয়াছে, কিন্তু উপযুক্ত পোষণের অভাবে পরিপুষ্ট হইতে পারে নাই, তিনি কাহার নিকটে স্বীয় শুষ্যমাণ ভাবাঙ্কুরের পরিপুষ্টি আকাঙ্ক্ষা করিতে পারেন? এই রামভক্তি যাহার হৃদয় আপূর্ণ করিয়া উদ্বেলিত হইতেছে, এমন স্থিতভাবপূর্ণ রামভক্ত মহাবীরের নিকটে এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে পারে। শ্রোতার উৎকর্ষ ও অপকর্ষবশতঃ বক্তার নিবেদিত ভাবের পুষ্টি ও ক্ষয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। রামভক্তিবিমুখ জনের নিকটে এই পাঠ পাঠকের সঞ্চিত ক্ষীণভাবকে যেমন ক্ষীণতর করিয়া থাকে, সেইরূপ পরমরামভক্ত জনের নিকট পঠিত হইয়া পাঠকের ক্ষীণভাব অতিশয় পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে। স্বভাবতঃ ভগবদায়তন পুণ্যতীর্থে, বা পুণ্য বৃক্ষসমীপে যে রামহৃদয়পাঠের উপদেশ শাস্ত্র করিতেছেন, তাহারও অভিপ্রায় এই যে, স্বভাবদুর্ব্বল, ক্ষীণ ভগবদ্ভাব, যাহা সুপ্ত বা অঙ্কুরিত মাত্র হইয়াছে তাহা ভগবৎসান্নিধ্যপ্রযুক্ত পরিপুষ্ট হইতে পারে। শাস্ত্র তুলসী বা অশ্বত্থ বৃক্ষের যাদৃশ মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন, নষ্টবুদ্ধিমাদৃশ ব্যক্তির নিকটে তাহা প্রতিভাত না হইলেও তাহাতে যে কোনও বস্তু ক্ষতি নাই ইহা স্থির। যাহাদিগকে শ্রোতা বলিয়া মনে কর, তাহারা কি ভাবদরিদ্র জনের ক্ষীণকণ্ঠোচ্চারিত রামহৃদয়শ্রবণে প্রসন্ন হইয়া তাহার শূন্যহৃদয়কে ভরিত করিতে সমর্থ হইবে? না তাহারা প্রসন্নই হইবে? বা শ্রবণই করিবে? আমাদের এই দুর্ব্বাসন অপনয়নের জন্য শাস্ত্র এই শ্রোতৃ-জন সমাজে রামহৃদয়পাঠের উপদেশ না করিয়া মহাবীরের প্রতিমার নিকটে, তুলসী বা অশ্বত্থ বৃক্ষসমীপে এই রামহৃদয় পাঠের উপদেশ করিয়াছেন। যাহার হৃদয়ে শ্রীসীতারাম সর্ব্বদা বিরাজমান, যাহার প্রতি পত্রে, কাণ্ডে, মূলে, শ্রীরাম নিয়ত সমাসীন, যদি কেহ দুর্ব্বাসন ত্যাগ করিয়া শাস্ত্র প্রদর্শিত স্থানে

রামহৃদয় পাঠ করেন, তবে সমস্ত সৌভাগ্য লাভে কৃতার্থ হইবেন সন্দেহ নাই।

যে স্থলে বক্তা বা পাঠক শ্রোতৃবৃন্দকে অনুগৃহীত করিবার জন্য পাঠে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, সে স্থলে তাদৃশ পাঠ বা কীর্ত্তন শ্রোতৃগণের কোনও উপকার ত করিতে পারেই না, পাঠকেরও তাহাতে কোনও কল্যাণ সিদ্ধ হয় না। কোনও স্থলেই অসৎকৃত বা অবজ্ঞাত বস্তু নিবেদিত হইয়া নিবেদয়িতার কোনও কল্যাণ আনয়ন করিতে পারে না। অর্চ্চিত বস্তু অর্চ্চিত প্রসাদিত জনে নিবেদিত হইয়া নিবেদয়িতাকে অনুগৃহীত করিয়া থাকে। স্তুতি, নতি ও প্রদক্ষিণ দ্বারা তুলসী অশ্বত্থপ্রভৃতি দেববৃক্ষের প্রসাদন করিয়া যদি সেই স্থানে শ্রীরাম হৃদয় পঠিত হয়, তবে সেই পাঠকালে উচ্চারিত প্রতি অক্ষর, উচ্চারয়িতার মহাপাতক রাশিকেও বিনষ্ট করিয়া থাকে ॥ ৪৫ ।

শ্রীরামগীতামাহাত্ম্যং কৃৎস্নং জানাতি শঙ্করঃ।
তদর্দ্ধং গিরিজা বেত্তি তদর্দ্ধং বেদ্ম্যহং মুনে! ॥ ৪৬ ॥

অধ্যাত্মরামায়ণসারভূতস্য শ্রীরামহৃদয়স্য মাহাত্ম্যমুক্ত্বা ইদানীমধ্যাত্মরামায়ণাবসানে গীয়মানায়াঃ শ্রীরামগীতায়া মাহাত্ম্যমাহ—শ্রীরামগীতেতি। শঙ্করঃ শ্রীভবানীপতিঃ শ্রীরামগীতয়াঃ কৃৎস্নং সমগ্রং মাহাত্ম্যং জানাতি। গিরিজা শ্রীভবানী শৈলপুত্রী তন্মাহাত্ম্যস্যার্দ্ধং বেত্তি জানাতি। হে মুনে! দেবর্ষে! অহং ব্রহ্মা তস্য অর্দ্ধস্যাপি অর্দ্ধং বেদ্মি জানামি। এতেন ভগবতা ব্রহ্মণা বিদ্যাসম্প্রদায়বিশুদ্ধিঃ প্রদর্শিতা। বিদ্যাসম্প্রদায়হ্রাসোঽপি সূচিতঃ। সীতারামমরুৎসূনুসংবাদব্যাজেন শ্রীরামহৃদয়মাদাবুপক্ষিপন্ ভগবান্ ভবানীপতিরধ্যাত্মরামায়ণমিদমবতারয়ন্ শ্রীরামস্য পারমার্থিকং স্বরূপমাবিষ্কৃতম্। তদেব স্বরূপং হৃদি নিধায় তস্মিন্ পারমার্থিকে স্বরূপে অধ্যস্তাঃ সমস্তা স্তা রামলীলা যথাবৎ প্রতিপাদয়ন্ শ্রীরামলীলামুপসংজিহীর্ষুরুত্তরকাণ্ডে পঞ্চমাধ্যায়ে "ততো জগন্মঙ্গলমঙ্গলাত্মনা" ইত্যাদিনা শ্রীরামগীতোপনিষদমুপনিবধ্নন্ পুনঃ শ্রীরামচন্দ্রস্য পারমার্থিকং স্বরূপমনুসন্দধানঃ আদাবন্তে চ যন্নাস্তি ইতি ন্যায়েন অনাত্মমাত্রস্য পরমাত্মনি শ্রীরামচন্দ্রে কল্পিতত্বং দৃঢ়ী চকার। ভগবতা শ্রীরামচন্দ্রেণ আদিকাণ্ডপ্রারম্ভে হনুমতে যদুপদিষ্টংশ্রীরামতত্ত্বং তদেব শ্রীরামহৃদয়নাম্না প্রখ্যাতম্। যচ্চ

উত্তরকাণ্ডে ভগবতা শ্রীরামচন্দ্রেণ শ্রীলক্ষ্মণায় উপদিষ্টং রামতত্ত্বং তদেব শ্রীরামগীতানাম্না ব্যবহ্রীয়তে। সর্ব্বত্র গীতাপদম্ উপনিষৎপদসামানাধিকরণ্যেন প্রযুজ্যতে। রামেন গীতা উপদিষ্টা যা উপনিষৎ সৈব রামগীতোপনিষৎ ইত্যুচ্যতে॥ ৪৬॥

গগনমণ্ডলে সূর্য্য ও চন্দ্রমা যেমন শোভমান, সেইরূপ এই অধ্যাত্মরামায়ণে শ্রীরামহৃদয় ও শ্রীরামগীতা। অধ্যাত্মরামায়ণের প্রারম্ভে শ্রীরামহৃদয় উপদিষ্ট হইয়াছে, আর অধ্যাত্মরামায়ণের অবসানে উত্তরকাণ্ডের ৫ম অধ্যায়ে শ্রীরামগীতা উপন্যস্ত হইয়াছে। পরম রামভক্ত মুমুক্ষু মহাবীর অঞ্জনাতনয়কে লক্ষ্য করিয়া শ্রীরামহৃদয়ের অবতারণা ও ভগবদ্বিভূতি শ্রীলক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীরামগীতার আবির্ভাব। এই উভয়স্থলেই পরমাত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ উপদিষ্ট হইয়াছে। কেবল অধিকারী শিষ্যজনের বোধসৌকর্য্যমাত্র অপেক্ষা করিয়া তত্ত্বপ্রতিপাদনের শৈলী ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে।

উপনিষদ্দেবীর হৃদয়নির্য্যাস যেমন শ্রীভগবদ্গীতা, সেইরূপ এই রামগীতাও উপনিষদ্দেবীরই স্তন্যধারা। সন্তানের মুখদর্শনে জননীর হৃদয় যেমন উচ্ছসিত হইয়া ক্ষীরধারা বর্ষণ করে,সেইরূপ যথার্থ যোগ্য সন্তানের কণ্ঠ,পিপাসাক্ষীণ হইলে সর্ব্বজীব জননী উপনিষদ্দেবীর হৃদয়ও উদ্বেলিত হইয়া গীতামৃতধারা ক্ষরণ করিয়া থাকে। যেমন পুরুষ ধুরন্ধর অর্জ্জুনের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভগবতী উপনিষৎ ভগবদ্গীতারূপ অমৃতধারা ক্ষরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীমান্ লক্ষ্মণের জন্যও একদিন শ্রীরামগীতা উপনিষৎদেবীর বক্ষঃস্থল হইতে ক্ষরিত হইয়াছিল। জননীর যোগ্য সন্তান যখনই পিপাসাক্ষীণকণ্ঠ হইয়াছে, তখনই জননীর স্তন হইতে গীতারূপিনী অমৃতধারা স্যন্দিত হইয়াছে। এজন্য বৈদিক আর্য্যশাস্ত্রে বহুবার গীতার আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবদ্গীতামৃতরূপ দুগ্ধের দোগ্ধা যে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তিনিই একসময় শ্রীরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীরামগীতা দোহন করিয়াছিলেন। যে গীতাশাস্ত্রের প্রভাবে জীব সদ্যোমুক্তি লাভ করিয়া থাকে, সেই গীতার মাহাত্ম্য নিঃশেষে কীর্ত্তন করিতে কেহই সমর্থ নহে। তবে যিনি গীতাশাস্ত্র প্রভাবে মুক্তিলাভে সমর্থ হইয়াছেন; সেই মুক্ত মহাপুরুষ গীতার মূর্ত্তিবৎ মাহাত্ম্য। আর এই জন্যই বলা হইয়াছে যে শ্রীরামগীতার সম্পূর্ণ মাহাত্ম্য শ্রীশঙ্কর অবগত আছেন। মুক্ত মহাপুরুষেই গীতাশাস্ত্রের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত। আর যাঁহারা এই শাস্ত্রপ্রভাবে চিত্তশুদ্ধি

বা একাগ্রতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা গীতাশাস্ত্রের মাহাত্ম্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে জানিয়াছেন। স্বীয় কৃতার্থতার তারতম্য অনুসারে গীতামাহাত্ম্য পরিজ্ঞানের তারতম্য।

আজকাল আমরা চিত্তশুদ্ধি বা একাগ্রতা বামহস্তের ক্রীড়ার মত অতি অনায়াস সম্পাদ্য একটা কিছু মনে করিয়া থাকি। কিন্তু মনে থাকে যেন এই চিত্তশুদ্ধির প্রভাবে দেবত্ব ও চিত্তের একাগ্রতার প্রভাবে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। দেবলোকে চিত্তশুদ্ধি ও ব্রহ্মলোকবাসীজনের একাগ্রতা বিদ্যমান রহিয়াছে। এজন্য ভগবান্ ব্রহ্মা বলিয়াছেন যে, আমি শ্রীরামগীতার মাহাত্ম্য কিয়ৎপরিমাণে জানিতে পারিয়াছি, শ্রীরামগীতার পূর্ণমাহাত্ম্য শ্রীশঙ্কর জানেন, গিরিরাজপুত্রী শঙ্করী শ্রীরামগীতার মাহাত্ম্যার্দ্ধ ও আমি ব্রহ্মা তদর্দ্ধ অবগত হইয়াছি ॥৪৬

তত্তে কিঞ্চিৎ প্রবক্ষ্যামি কৃৎস্নং বক্তুং ন শক্যতে।
যজ্জ্ঞাত্বা তৎক্ষণাল্লোকশ্চিত্তশুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥৪৭॥

তৎ রামগীতামাহাত্ম্যং তে তুভ্যং নারদায় কিঞ্চিৎ লেশতঃ নতু সমগ্রং প্রকর্ষেণ বক্ষ্যামি, পূর্ণতয়া কথনাভাবে হেতুমাহ—কৃৎস্নং বক্তুং ন শক্যতে ইতি। প্রথমতঃ ময়ৈব পূর্ণং মাহাত্ম্যং ন জ্ঞায়তে, যদপি কিঞ্চিৎ জ্ঞায়তে তদপি সাকল্যেন কথয়িতুং ন শক্যতে। জ্ঞাতস্য নিঃশেষতয়া প্রতিপাদনানর্হত্বাৎ। যদ্যেবং তর্হি অংশাংশতঃ প্রতিপাদনেন মে কিং স্যাদিত্যাশঙ্কায়ামাহ—যজ্জ্ঞাত্বা ইতি। যদ্যপমহং মাহাত্ম্যলেশস্যলেশমেব বক্ষ্যামি তথাপি তদেব মহাফলমতি নাত্রত্বয়া খেদনীয়ং মন ইতি ভাবঃ। মহাফলত্বমেবাহ যৎমাহাত্ম্যং জ্ঞাত্বা লোকঃ ত্বৎসদৃশোঽধিকারী তৎক্ষণাৎ ঝটিতি চিত্তশুদ্ধিং রজস্তমোন্যক্করণাৎ সত্ত্বপ্রাধান্যেন চিত্তস্য নৈর্ম্মল্যম্ অবাপ্নুয়াৎ আসাদয়েৎ। অবহিতমনাঃ শৃণু—তবাপি অভিলষিতং ফলিষ্যতি ইতি তাৎপর্য্যম্ ॥৪৭॥

ভগবান্ ব্রহ্মা বলিতেছেন—হে দেবর্ষে! যদিও শ্রীরামগীতামাহাত্ম্য সম্পূর্ণরূপে আমার অধিগত নহে, তথাপি আমি সেই মাহাত্ম্য যতটুকু জানিতে পারিয়াছি, তাহার কিঞ্চিৎ তোমার নিকটে কীর্ত্তন করিব। সম্পূর্ণ মাহাত্ম্য

আমি নিজেই জানিতে পারি নাই, সুতরাং তাহা কীর্ত্তন করিব কিরূপে? ইহাতে তুমি এরূপ আশঙ্কা করিও না যে, এত অল্প শ্রবণ করিয়া আমার কি উপকার হইবে। এই মাহাত্ম্য অসীম। পূর্ণভাবে এই মাহাত্ম্য অবগত হইতে পারে সাধারণ জীবের এরূপ সামর্থ্য নাই। মাহাত্ম্যের কিঞ্চিৎমাত্র অবগত হইলেও অধিকারী পুরুষ তৎক্ষণাৎ চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইবে। আর তাহাতে তোমার মনোরথও পূর্ণ হইবে। তুমি ত নষ্টবুদ্ধি জনগণের কল্যাণেচ্ছু হইয়াই আমার নিকটে আগমন করিয়াছ, এজন্য চিত্তশোধক গীতামাহাত্ম্য তোমাকে বলিব ॥৪৭॥

শ্রীরামগীতা যৎপাপং ন নাশয়তি নারদ!
তন্ন নশ্যতি তীর্থাদৌ লোকে ক্বাপি কদাচন।
তন্ন পশ্যাম্যহং লোকে মার্গমাণোঽপি সর্ব্বদা ॥৪৮॥

অন্বয়মুখেন শ্রীরামগীতামাহাত্ম্যমুক্ত্বা ব্যতিরেকমুখেনাহ—শ্রীরামেতি। হে নারদ! অধীয়মানা শ্রীরামগীতা যৎ পাপং ন নাশয়তি, লোকে-অস্মিন্ ভুবনে ক্বাপি তীর্থাদৌ কদাচন তৎ পাপং ন নশ্যতি। অহং ব্রহ্মা সদর্ব্বা মার্গমানোঽপি অন্বিষ্যন্নপি পাপনাশকং বস্তু ইতি শেষঃ। তৎ-রামগীতাতিরিক্তং রামগীতাসদৃশং পাপনাশকং বস্তু অস্মিন্ লোকে ন পশ্যামীত্যন্বয়ঃ। ক্বাপি তীর্থাদৌ কদাচনেত্যুক্ত্যা কুরুক্ষেত্রাদি মহাতীর্থে চন্দ্রসূর্য্যোপরাগকালে স্নানদানাদিনেতি বোধ্যম্। এতেন সর্ব্বেষু পাপশোধকেষু শ্রীরামগীতৈব গরীয়সীতি প্রতিপাদিতম্ ॥৪৮॥

এই রামগীতা মহামাহাত্ম্যশালিনী তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সম্প্রতি প্রকারান্তরে এই গীতামাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছেন। চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণকালে কুরুক্ষেত্রপ্রভৃতি পুণ্যতীর্থে স্নান, দান, ইত্যাদি ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াও সেই পাপরাশির বিনাশ করিতে পাবে না যে পাপরাশি শ্রীরামগীতাপাঠে বিনষ্ট না হয় যাহা শ্রীরামগীতা মাহাত্ম্যে বিনষ্ট হয় না তাদৃশ পাপ সম্ভাবিতই নহে। হে দেবর্ষে! পাপশোধক সমস্ত বস্তুর পাপশোধনসামর্থ্য বিশেষভাবে অনুধ্যান করিয়াও শ্রীরামগীতাসদৃশ পাপশোধক আর অন্য কিছুই জানিতে পারি নাই।

উপার্জ্জিত পাপপুঞ্জ জীবগণের চিত্তভূমিতে সুদৃঢ় দুর্গস্থাপন করিয়া ক্ষেত্র, পুত্র, কলত্র, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত দৃশ্যগ্রামে নির্ব্বাধ বিলাসে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। দৃশ্য রাশিতে স্বীয় অপ্রতিহত প্রভাবে পাপ আধিপত্য

স্থাপন করিয়া থাকে। শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা কোনও স্থলে কোনও রূপে পাপ প্রতিহত হইলেও পাপমূল উচ্ছিন্ন হইতে পারে না। সমূলে পাপের উচ্ছেদ একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মচিন্তাদ্বারাই সম্ভাবিত হয়। যে দৃশ্যগ্রাম পাপের লীলাভূমি প্রথমতঃ তাহা ভগবৎ লীলানুচিন্তনদ্বারা ভগবৎলীলাক্ষেত্রে পরিণত করিয়া পাপের সঞ্চার নিরোধ করিতে হইবে। শুভকর্ম্মরাশি শ্রীভগবানের লীলানুধ্যানের উদ্গার মাত্র। ভগবল্লীলাতে চিত্ত নিরত হইলে শুভকর্ম্মানুরাগ স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই অধ্যাত্ম রামায়ণে যে শ্রীরামলীলা কীর্ত্তিত হইয়াছে তাহারও ইহাই অভিপ্রায়। ভগবল্লীলাজলরাশি দ্বারা পাপের লীলাক্ষেত্র সুপ্রক্ষালিত করিতে পারিলেই লীলা চিন্তা সার্থক হয়। তটস্থ ভাবে যাঁহারা এই লীলা চিন্তা করেন তাঁহাদের পাপক্ষেত্রপ্রক্ষালনের সৌভাগ্য কথনও উদিত হয় না। কেমন করিয়া শ্রীভগবানের লীলা চিন্তা করিতে হয়, তাহা সাধু মহাত্মা ভক্ত জনের চরণপ্রান্তে বসিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণিহিত মনে শিক্ষা করিতে হয়। শ্রীভগবানের সমালোচনা করিয়া ক্ষান্ত হওয়ার নাম লীলাচিন্তা নহে। লীলানুচিন্তনের ফলে পাপরাশি নিরুদ্ধগতি হইলে অদ্বয় ব্রহ্ম ভাবনা দ্বারা পাপের সহিত পাপভূমির উৎখাত করিতে হয়। শ্রীরামগীতাতে যে ত্বং পদার্থের শোধন প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাই পাপশোধনের একমাত্র উপায়। লীলাভাবনাদ্বারা পাপরাশির বিরাম প্রাপ্তি হইলে, পাপের যথার্থ শোধন সম্ভাবিত হয়। এজন্য এই রামায়ণে লীলাপ্রসঙ্গ প্রত্যাখ্যান করিয়া কেবল তত্ত্বপ্রতিপাদনের প্রয়াস করা হয় নাই। পাপকলুষিত চিত্ত তত্ত্বাবধারণ কখনই সমর্থ হইতে পারে না। আর তত্ত্বাবধারণ না হওয়া পর্য্যন্ত পাপরাশির যথার্থ উৎখাতও হইতে পারে না। শ্রীরামগীতাদ্বারা কিরূপে জীব পাপ সমুদ্র হইতে নিস্তীর্ণ হইতে পারে, তাহা শ্রীরাম গীতার আলোচনাপ্রসঙ্গে বিশদ ভাবে প্রদর্শিত হইবে ॥ ৪৮ ॥

[ক্রমশঃ]
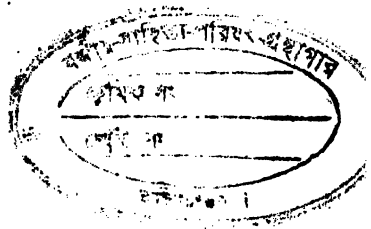
"শ্রীঃ"

ত্রিপুরা রহস্যম্।

(জ্ঞানখণ্ডম্)

শ্রীগণেশায় নমঃ।

ওঁ নমঃ কারণানন্দরূপিণী পরচিন্ময়ী।
বিরাজতে জগচ্চিত্রচিত্রদর্পণরূপিণী ॥ ১ ॥

শ্রীত্রিপুরাম্বায়ৈ নমঃ।

জয়ত্যেষা পরা শ্রীমৎ---ত্রিপুরা সর্ব্বসাক্ষিণী।
যা সেবকানুদ্ধরতি সংসৃতের্গুরুরূপিণী ॥ ১ ॥
নত্বা বিঘ্নেশ্বরং দেবং ত্রিপুরায়া রহস্যকে।
জ্ঞানখণ্ডস্য তাৎপর্য দীপিকেয়ং প্রতন্যতে ॥ ২ ॥
জ্ঞান-খণ্ড-মহাম্ভোধিং গুরুবাক্ প্লবমাশ্রিতঃ।
তিতীর্ষুরস্মি শ্রীদেবী-পদ-নাবিক সঙ্গতেঃ ॥ ৩ ॥

ইহ খলু হারিতায়নো ভগবান্ দুঃখপঙ্কনিমগ্নজনোদ্দিধীর্ষয়া ত্রিপুরা রহস্য-মিতিহাসোত্তমং পঞ্চরূপং সন্দৃব্ধবান্। তত্র চ মুখ্যং বিবক্ষিতং পরপুরুষার্থ---সাধনমেব বিজ্ঞানম্। তদাদৌ চ তৎ সাধনাগ্র্যভক্তিনিদানং মাহাত্ম্যখণ্ডমার-চয্য সম্প্রতি মাহাত্ম্যশ্রুত্যাদিপরিণতাধিকারাণাং জিজ্ঞাসূনাং স্বাত্মতত্ত্বাবগমায় প্রারিপ্সিতং জ্ঞানখণ্ডং নির্ব্বিঘ্নেন সমাপয়িতুং প্রকরণপ্রতিপাদ্যস্বাত্মদেবতা---নমনরূপং মঙ্গলং সম্প্রদায়প্রবর্ত্তনায় গ্রন্থতো রচয়তি---ওঁ নম ইতি।

কারণাত্মকো যঃ আনন্দঃ অবিশেষাৎ সর্ব্বকারণব্রহ্মানন্দঃ স এব রূপমস্যাঃ এবংবিধা পরানবচ্ছিন্না যা চিত্তন্ময়ীতদেবকরূপা। তথা জগদেবাদ্ভুত চিত্রং তস্য দর্পণবৎ প্রতিবিম্বাশ্রয়ংরূপমস্যাঃ। এবং রূপা ওঁকারনির্দেশ্যা যা বিরাজতে বিশেষতস্তত্তদ্রূপেণ সামান্যরূপেণ চ প্রকাশতে তস্যৈ নমঃ। অনবচ্ছিন্ন চিত্তত্ত্বং শাস্ত্রপ্রমেয়ং তদেবানন্দময়ং জগৎকারণং ন প্রকৃত্যাদিদর্পণে প্রতিবিম্ববৎ তস্যামেব জগচ্চিত্র ভাসনমিতি সমস্তশাস্ত্রার্থগর্ভিতং শ্লোক

তাৎপর্যম্। অত্র খণ্ডত্রয়মপি শিবশক্তিপ্রণবসম্পুটিতম্। ওঁ নম ইত্যারভ্য ত্রিপুরৈব হ্রীমিতি সমাপনাৎ। তস্যেদং তাৎপর্যং শিবশক্তিরূপমখিলং জগৎস্বাত্মচিত্তত্ত্বমাত্রমিতি বোধনার্থমিদং প্রকরণমিতি॥ ১॥

সর্ব্বদৃশ্য বস্তুর কারণস্বরূপ যে ব্রহ্মানন্দ সেই ব্রহ্মানন্দ যাহার স্বরূপ এবং যিনি নিরবচ্ছিন্না চিৎস্বরূপা অর্থাৎ যিনি সচ্চিদানন্দরূপা তাঁহাকে নমস্কার করি। আর এই জগদাত্মক অভুদ্ চিত্র, যাঁহাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া, চিত্র প্রতিবিম্বিত দর্পণ সদৃশ যাঁহার রূপ প্রকাশমান হইতেছে তাঁহাকে নমস্কার করি।

উক্ত রূপা যিনি ওঁকার নির্দ্দেশ্যা হইয়া বিশেষ ও সামান্য রূপে রাজমান অর্থাৎ প্রকাশমান তাঁহাকে নমস্কার।

প্রশ্ন—ত্রিপুরা রহস্য গ্রন্থের প্রণেতা কে?

উত্তর—হারিতায়ন ঋষি।

প্রশ্ন—কি জন্য এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল?

উত্তর—ঋষি দুঃখপঙ্কনিমগ্ন জনগণের উদ্ধার জন্য ইহা রচনা করিয়াছেন।

প্রশ্ন—এই গ্রন্থের স্থূল পরিচয় কি?

উত্তর—পদ্যরূপে নিবদ্ধ এই গ্রন্থ একখানি অতি উত্তম ইতিহাস। খণ্ডত্রয়ে এইগ্রন্থ বিভক্ত। প্রথম মাহাত্ম্যখণ্ড, দ্বিতীয় জ্ঞানখণ্ড। তৃতীয় খণ্ডের নাম টীকাকারও উল্লেখ করেন নাই। জ্ঞানখণ্ড আমরা পাইয়াছি। মাহাত্ম্য খণ্ডও মুদ্রিত হইয়াছে শুনিয়াছি। এখনও পাই নাই। তৃতীয় খণ্ডের কথা কিছুই জানি না।

এই শাস্ত্রের তিনখণ্ডই শিবশক্তিপ্রণব দ্বারা সম্পুটিত। গ্রন্থখানি "ওঁ নমঃ" এইরূপে আরম্ভ করিয়া ঋষি ইহাকে "ত্রিপুরৈবহ্রীং" রূপে শেষ করিয়াছেন।

প্রশ্ন—ত্রিপুরা রহস্যের মুখ্য বক্তব্য বিষয় কি?

উত্তর—মৃত্যু সংসারসাগর পার হওয়ার নাম মোক্ষ। ইহাই উত্তম মনুষ্যের পরম পুরুষার্থের বিষয়। এই গ্রন্থ পরম পুরুষার্থ যে মোক্ষ তাহার সাধনীভূত বিজ্ঞান।

প্রশ্ন—এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ জন্য এই গ্রন্থ কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন?

উত্তর—ভগবান্ হারিতায়ন ত্রিপুরা রহস্যের প্রথম খণ্ড অর্থাৎ মাহাত্ম্য খণ্ড রচনা করিয়া পরম পুরুষার্থের সাধন যে ভক্তি তাহা নিরূপণ করিয়াছেন।

ভক্তির কথা শ্রবণ ও ভক্তির সাধন করিবার পরে সাধক জিজ্ঞাসু হইবার অধিকার প্রাপ্ত হয়েন। তখন স্বাত্মতত্ত্ববোধের চেষ্টা করিতে হয়। স্বাত্মতত্ত্ব---বোধের জন্য এই জ্ঞানখণ্ড আরম্ভ হইয়াছে।

প্রশ্ন—সমস্ত গ্রন্থের তাৎপর্য্য কি ?

উত্তর—শিবশক্তি স্বরূপ এই অখিল জগৎ স্বাত্মচৈতন্য মাত্র ইহা বুঝাইবার জন্যই এই গ্রন্থ। জ্ঞানখণ্ড নামক প্রকরণে ইহাই বিশেষ ভাবে বুঝান হইয়াছে।

প্রশ্ন—মঙ্গলাচরণ শ্লোক কেন বলা হইয়াছে ?

উত্তর—মাহাত্ম্যখণ্ড শ্রবণ দ্বারা লব্ধাধিকার জিজ্ঞাসুগণের স্বাত্মতত্ত্ববোধের জন্য এই জ্ঞানখণ্ড প্রারম্ভ করিয়া ভগবান্ হারিতায়ন গ্রন্থের নির্ব্বিঘ্ন পরিসমাপ্তি জন্য এই জ্ঞানখণ্ডপ্রতিপাদ্য স্বাত্মদেবতার প্রমাণরূপ মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। শিষ্যগণের অবগতির জন্য গ্রন্থাকারে সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করিবার অভিলাষে আরম্ভ করিতেছেন ওঁ নমঃ ইত্যাদি।

প্রশ্ন—মঙ্গলাচরণ শ্লোকে কোন্ কোন্ বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে ?

উত্তর—সকল কার্য্যের জন্যই গুরু আবশ্যক। সংসার সাগর পার হইতে হইলে গুরু ভিন্ন অন্য উপায়ই যে নাই তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। সংসারে গুরুরূপিণী সর্ব্বসাক্ষিণী জগন্মাতা ত্রিপুরাদেবী আপন সেবকের উদ্ধার সাধন করেন। গুরুরূপিণী এই দেবীকে ভালবাসিতে হইবে। কিন্তু যাঁহার কথা কিছুই জানি না তাঁহাকে ভালবাসা যায় না আর যাঁহাকে ভালবাসা যায় না তাঁহার আজ্ঞা অনুরাগেও পালন করা হয় না। সেই জন্য এই শ্লোকে গুরুরূপিণী শ্রীদেবীর স্বরূপ ও রূপের কথা উল্লেখ করিয়া "ওঁ নমঃ" করা হইয়াছে।

প্রশ্ন—"ওঁ নমঃ" ইহার অর্থ কি ?

উত্তর—স্বাত্মচৈতন্য স্বরূপিণী জগদম্বা সামান্য ও বিশেষ রূপে সর্ব্বত্র বিরাজমানা—সর্ব্বত্র প্রকাশমানা। ইনি ওঁকার নির্দ্দেশ্যা। ইঁহাকে বলা হইতেছে নমঃ। শ্রুতি নমঃ শব্দের অর্থ করিতেছেন ন মম অর্থাৎ "আমার" বলিয়া কোন কিছুই নাই। সমস্তই 'মায়ের"। সমস্ত সাধনাই নমঃ অর্থাৎ 'ন মম" ইহাই অনুভব করিয়া স্বাত্ম চৈতন্য হইয়া স্থিতিলাভ করিবার জন্য। নমঃ করা ভিন্ন শান্তি লাভের অন্য পথ নাই। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। যত দিন 'আমার" বোধ আছে ততদিন সংসার সাগর হইতে উদ্ধার হইতেছে না

নিশ্চয়। কারণ আমার যাহা বলা হয় তাহাই অনাত্মা তাহাই অজ্ঞান। সূর্য্য উদিত হইলে যেমন অন্ধকার পলায়ন করে সেইরূপ সাধকের হৃদয়ে জগদম্বার উদয় হইলে "আমার" পলায়ন করে। ইহাই মুক্তি।

নমঃ করিবার সাধনা কি তাহাও এই ত্রিপুরারহস্যের জ্ঞানখণ্ডে পত্নী হেমলেখা আপন স্বামী হেমচূড়ের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রশ্ন—জগদম্বার স্বরূপ ও রূপের কথা এই মঙ্গলাচরণ শ্লোকে কিরূপ বলা হইয়াছে ?

উত্তর—জগদম্বা পরচিন্ময়ী অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্না চিৎস্বরূপা এবং ইনি কারণানন্দ রূপিণী। চিৎ এবং আনন্দ ইঁহার স্বরূপ।

প্রশ্ন—নিরবচ্ছিন্না চিৎস্বরূপা—ইহাতে কি বুঝিব ?

উত্তর—চিৎ বলে জ্ঞানকে। এই চিৎ বা জ্ঞান হইতেছেন শুদ্ধ চৈতন্য। জগদম্বা—চৈতন্য স্বরূপিণী। চৈতন্যের কোন আকারও নাই, কোন অবয়বও নাই। চৈতন্য অখণ্ড বস্তু কাজেই ইনি সর্ব্বব্যাপী। আকাশকে সর্ব্বব্যাপী বলা হয় কিন্তু আকাশের মধ্যে অন্য বস্তু থাকিবার অবকাশ আছে। চৈতন্য কিন্তু, নিরন্ধ্র ঘন, নিবিড়, নিরবচ্ছিন্ন—কোন বস্তু প্রবেশ করিবার অবকাশ ইহাঁতে নাই। ঘন, নিবিড়, নিরন্ধ্র, নিরবচ্ছিন্ন এই বিশেষণগুলি জড় বস্তুতে প্রয়োজ্য হয় কিন্তু এখানে যে চৈতন্যকে নিবিড় ঘন বলা হইতেছে ইহাতে ইঁহাকে জড়ভাবে বুঝিতে হইবে না। ইঁহাকে প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। "ন যত্র বাক্ প্রভবতি" এখানে বাক্য প্রসার প্রাপ্ত হয় না। ঘন, নিবিড়, নিরন্ধ্র ইঁহাকে, আরও সূক্ষ্মভাবে বলিতে হইলে বলিতে হয় ইনি সৈন্ধব লবণের মত একরস।

এখন দেখ নিরবচ্ছিন্না চিৎস্বরূপা ইহাতে কি বুঝা যায় ? মনে করা হউক অতি বৃহৎ এক স্ফটিকশিলা। স্ফটিকশিলা যেমন নিরেট—ইহার ভিতরে আর কিছু যেমন প্রবেশ করিতে পারে না সেইরূপ এই নিরেটচৈতন্যবস্তুর ভিতরে অন্য কিছু প্রবেশ করিতে পারে না—অন্য কিছুই ইহাতে নাই। ইনি চৈতন্য স্বরূপিণী। ইনি কেবল চৈতন্য। ইনি পূর্ণ—চৈতন্যই চৈতন্য ইনি। ভিতর নাই, বাহির নাই, ঊর্দ্ধ নাই, অধঃ নাই, মধ্য নাই, পরিপূর্ণ চৈতন্য ইনি। পূর্ণ যাঁহা, তাঁহাতে অন্য কিছু থাকিবার স্থানও নাই। এক অখণ্ড, নিরবচ্ছিন্ন, স্ফটিক শিলার মত নিরেট বস্তু।

শিলোদরাকারঘনং প্রশান্তং
মহাচিতেরূপমিদং স্বমচ্ছম্ ।
নৈবাস্তি নাস্তীতি দৃশৌ কচিত্তু
যচ্চাস্তি তৎ সাধু তদেব ভাতি। ৪৮। স্থিতি ৩১ সর্গঃ

চিদ্ব্যোম—চিদাকাশ—কে ধারণা করিতে পারে—কেই বা বুঝাইতে পারে ইনি কি ? স্ফটিকশিলায়া উদরমিব শূন্যকারং ভাসমানমপি ঘনং তত্র প্রতিবিম্ব-বনগিরিনদ্যাদিস্বরূপ ইবাস্তি নাস্তীতি দৃশৌ কচিনৈব যচ্চ প্রতিভানমাত্রেণাস্তি তৎ তচ্চিতিরূপমেব তথা ভাতীত্যর্থঃ॥ ৺কালীবর বেদান্ত বাগীশ মহাশয় অনুবাদ করিতেছেন, "তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, স্ফটিকশিলার অভ্যন্তরের ন্যায় এই পরচিন্ময়ী মহাচিতির অন্তরে দৃশ্যমান এই জগৎ কেবলমাত্র প্রতিভাস। শুধু প্রতিবিম্ব—বিম্ব নাই অথচ প্রতিবিম্ব উঠিয়াছে। যাহা কিছু আছে বলিয়া মনে হয় সমস্তই এই পরাচিতি। বুঝিতে হইবে এই মহাচিতিই, এই জগদম্বাই তদ্রূপে প্রতিভাত হইতেছেন। এই মহারহস্যে বিশ্বাস স্থাপন কর সুখী হইবে।

অপার পর্য্যন্ত নভ এই চৈতন্যই পরচিন্ময়ী।

এখন আরও দেখ চৈতন্যের দুই প্রকার প্রকার। যিনি অখণ্ড চৈতন্য তিনি হইতেছেন সামান্য চৈতন্য—সাধারণ চৈতন্য—আধার চৈতন্য—অধিষ্ঠান চৈতন্য। ইনি অখণ্ড, অপরিচ্ছিন্ন। ইহার নাম নাই, রূপ নাই। ইনি কিছুই করেন না—কিছু করানও না। ইহাকে জানাও যায় না। "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাহনাশকেন" ইতি। শ্রুতি ইহা বলেন। বশিষ্ঠদেব ইহারই প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলিতেছেন, "তপোবিদ্যাননুভবে স তদেবানুভূতবান্"।

চিন্মাত্রদর্পণাকারা এই নির্ম্মলা পরচিন্ময়ী—এই সর্ব্বব্যাপিনী চৈতন্য হইতেছেন সামান্য চৈতন্য। ইনি যখন উপাধি অবলম্বনে ধরা দেন তখন ইনি বিশেষ চৈতন্য। ইহার প্রথম উপাধি এই বিশ্ব। যখন ইনি বিশ্বাকারে ধরা দেন, তখন ইনি সগুণ ব্রহ্ম—তখন ইনি ঈশ্বরী।

"নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ না কারয়ন্" রূপে যে নির্গুণ ব্রহ্ম—যে সামান্য চৈতন্য সর্ব্ব দৃশ্যপদার্থে বিরাজমান, যিনি সর্ব্বত্র আছেন কিন্তু কিছুই করেন না, কিছুই করান না, যিনি সর্ব্বস্মাদ্ব্যতিরিক্তা—সকল হইতে পৃথক, যিনি আবার—

সর্ব্ব কর্ত্তাপ্যকর্ত্তেব করোত্যাত্মা ন কিঞ্চন।
তিষ্ঠত্যেবমুদাসীন আলোকং প্রতিদীপবৎ॥ ১৭.৫৬। স্থিতি

আত্মরূপিণী মাতা যখন নির্গুণা—যখন গুণাতীতা তখন এই আত্মা কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তার ন্যায়। তিনি কিছুই করেন না। আলোক দানে দীপ যেমন উদাসীন—যেমন চেষ্টাশূন্য ইনিও সেইরূপ উদাসীন।

নিরিচ্ছত্বাদকর্ত্তাসৌ কর্ত্তা সন্নিধি মাত্রতঃ॥ ৩১
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণ্যতীতত্বাৎ কর্ত্তা ভোক্তা ন সন্ময়ঃ॥
ইন্দ্রিয়ান্তর্গতত্বাত্তু কর্ত্তা ভোক্তা স এব হি॥ ৩২

আত্মারূপিণী জগন্মাতাতে কর্ত্তৃত্ব অকর্ত্তৃত্ব উভয়ই আছে। আত্মার ইচ্ছা নাই বলিয়া আত্মা অকর্ত্তা, আবার তিনি সন্নিধানে থাকেন বলিয়া জগৎ উৎপন্ন হয়—তাঁহার সন্নিধি না হইলে কোন কর্ম্মই হয় না বলিয়া তিনি কর্ত্তা। তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অতীত বলিয়া কর্ত্তাও নহেন, ভোক্তাও নহেন, আবার ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গত বলিয়া কর্ত্তাও বটেন, ভোক্তাও বটেন।

বলিতেছিলাম অধর হইয়া থাকিলে সামান্যচৈতন্য, আবার ধরা দিলেই বিশেষ চৈতন্য। অকর্ত্তা যিনি, উদাসীন যিনি, "নৈব কুর্ব্বন না কারয়ন্" যিনি, তাঁহার উপাসনাও নাই, তাঁহার কাছে প্রার্থনাও নাই। ইনিই যখন বিশেষ চৈতন্য হইয়া ধরা দেন তখনই ইঁহার কাছে প্রার্থনা চলে—কাঁদাকাটি চলে। ইনিই তখন দয়াময়ী, ইনিই তখন ক্ষমাসারা, ইনিই তখন জগদম্বা, ইনিই তখন জগত্‌জীবধারিণী।

গাভীর শরীরে দুগ্ধ থাকে—সেই দুগ্ধের মধ্যে ঘৃতও থাকে, কিন্তু সে ঘৃতে গাভীশরীরের পুষ্টি হয় না। দুগ্ধকে মন্থন করিয়া মাখন তোল—পরে ঘৃত বাহির কর, সেই ঘৃত পান কর বুঝিবে "আয়ুর্ব্বৈ ঘৃতং", বুঝিবে ঘৃতই আয়ু।

বৃক্ষে বৃক্ষে অগ্নি থাকে। কিন্তু সেই সামান্যঅগ্নি দগ্ধ করেন না। কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি বাহির কর সেই বিশেষঅগ্নি দগ্ধ করেন। সামান্য-চৈতন্যস্বরূপিণী পরচিন্ময়ী আপনি আপনি থাকেন। ইনিই যখন বিশিষ্ট চৈতন্য রূপিণী হয়েন, তখনই ইনি কল্যাণময়ী।

স্বরূপের এক ভাগ দেখান হইল। মায়ের স্বরূপের দ্বিতীয় ভাগ হইতেছে—জগদম্বা ত্রিপুরাদেবী কারণানন্দরূপিণী।

প্রশ্ন—কারণানন্দরূপিণী—ইহাতে কি বুঝিব?

উত্তর—কারণাত্মক যে আনন্দ তাহা হইতেছে নিরতিশয় আনন্দ। ইহাই অবিশেষ আনন্দ। বিশেষ আনন্দ যাহা তাহা বস্তু অবলম্বনে ফুটিয়া থাকে, কিন্তু অবিশেষ আনন্দ যাহা তাহাতে কোন বস্তু নাই অথচ কেবল আনন্দই আছে। ইহাই সর্ব্বকারণ ব্রহ্মানন্দ। অনবচ্ছিন্না চিন্ময়ী জগন্মাতার স্বরূপ হইতেছে এই সর্ব্বকারণ ব্রহ্মানন্দ।

প্রশ্ন—আনন্দ সর্ব্ববস্তুর কারণ কিরূপে?

উত্তর—শ্রুতি বলেন, "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি" বেদ বলিতেছেন, আনন্দ হইতেই সর্ব্বভূত জন্মিতেছে, আনন্দই সকলের জীবন, সকলে আনন্দেই লয় প্রাপ্ত হয়—ইহাই ব্রহ্মানন্দ।

বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন—

স্ফুরন্তি শীকরা যস্মাদানন্দস্যাম্বরেঽবনৌ।
সর্ব্বেষাং জীবনং তস্মৈ ব্রহ্মানন্দাত্মনে নমঃ॥

নিরতিশয় আনন্দ সমুদ্র হইতে আকাশে ও ভূমিতলে অর্থাৎ স্বর্গের দেবতা হইতে পৃথিবীস্থ মনুষ্যাদি তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত আনন্দকণা স্ফুরিত হইতেছে। ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলের জীবন—সকলের সারভূত আত্মতত্ত্ব হইতেছে এই আনন্দ। শ্রুতি আরও কত প্রকারে এই আনন্দের কথা বলিতেছেন। "ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন। ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ" আবার বলিতেছেন, "এতস্যৈবানন্দস্যান্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি"—আরও বলেন, "কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ"।

নিরতিশয় জ্ঞান সমুদ্র, নিরতিশয় আনন্দ সমুদ্রই আকাশ ও অবনীরূপে ভাসিতেছেন। সচ্চিদানন্দময়ী মাই সৃষ্টিরূপে দেখা যাইতেছে। যিনি সীমাশূন্য, অখণ্ড, অপরিচ্ছিন্ন, তিনি যখন কোন বস্তু অবলম্বনে ফুটিয়া উঠেন তখন সেই অখণ্ডই যেন খণ্ডমত প্রকাশ পায়। কারণ উপাধিটা খণ্ড হইলে অধিষ্ঠানটি সীমাশূন্য হইয়াও খণ্ড মত হয়। কাজেই যখন আকাশ স্ফুরিত হইল তখন অখণ্ড আনন্দ যেন আনন্দকণারূপে ভাসিল। কণা বলা হইতেছে এইজন্য যে, সীমাশূন্য ঈশ্বরের তুলনায় অন্য সমস্তই কণামাত্র।

এখন বুঝিতেছ আনন্দই জগতের কারণ কিরূপে? আরও দেখ প্রকৃতি পুরুষের—বা শক্তি ও শক্তিমানের সঙ্গম ভিন্ন সৃষ্টি নাই। তবেই সৃষ্টির কারণ চৈতন্য ও শক্তির সঙ্গম সম্ভূত আনন্দ।

প্রশ্ন—"মা" এর স্বরূপ চিৎ ও আনন্দ। চিৎ ও আনন্দ কি পৃথক বস্তু?

উত্তর—শ্রবণ কর—ত্রিপুরা রহস্য এই তত্ত্ব কিরূপে বুঝাইতেছেন।

ত্রিপুরারহস্য বলিতেছেন,

ভক্ষিণী দেশকালানাং নাস্ত্যাভাস বিনাশিনী।
সর্ব্বথাস্তিময়ী দেবী সুষুপ্তিঃ সা কথং ভবেৎ॥

মা শুধু চিৎ ও আনন্দই নহেন ইনি সঙ্গে সঙ্গে সৎরূপিণী। এই সৎ-চিৎ-আনন্দ যাঁহাকে দেখাইয়া দেয় তিনি জগদম্বা, জগন্মাতা।

জগদম্বা দেশ ও কালকে ভক্ষণ করেন অর্থাৎ জগদম্বা এই দেশে আছেন অন্য দেশে নাই—এই কালে আছেন অন্য কালে নাই ইহা হয় না। আবার নাস্তিরূপে যদি কিছু ভাসা সম্ভব হয় জগন্মাতা তাহা বিনাশ করেন। মা সর্ব্বপ্রকারে অস্তিময়ী—এই দেবীতে আবার অজ্ঞানপ্রসূত সুষুপ্তি থাকিবে কিরূপে? যিনি সর্ব্বদাই চেতন তিনি অচৈতন্য হইবেন কিরূপে? মা সর্ব্বদাই জাগিয়া আছেন।

জগতে এমন কোন্ পদার্থ আছে যাহার সম্বন্ধে 'আছে' বা 'অস্তির' প্রয়োগ হয় না? আছে বা অস্তি বাদ দিলে কি হয় তাহাত চিন্তা করা যায় না। ঘট আছে, পট আছে, তুমি আছ, আমি আছি, মা আছেন—এই যে "আছে" ইহা সেই অখণ্ড সৎ বস্তুকেই দেখাইয়া দিতেছে, খণ্ডউপাধির মধ্য দিয়া। অস্তির অনুভব সদাই হয়। এই অনুভবে কোন ক্লেশ নাই।

"মা" সম্বন্ধে "আছেন"—ইহার প্রয়োগ হয় কিরূপে? মাকে ত কখন দেখি নাই। চিৎ আছেন, আনন্দ আছেন—ইহাতে কোনটি ধরা যায়?

একটি বস্তুই আছে। এই বস্তুটিই সৎ, ইনিই চিৎ, আর ইনিই আনন্দ। কিন্তু চিৎ বা চৈতন্য যাহা তাহাকেই নিজের মধ্যে অনুভব করা যায়। আনন্দকে সহজে অনুভব করা যায় না।

অস্তি, জ্ঞান ও আনন্দ এই মায়ের স্বরূপ। মৃত্তিকা পর্ব্বতাদি জড়পদার্থে মায়ের অস্তিতা বা সত্তা মাত্র প্রকাশ পায়, জড়ে কিন্তু মায়ের চৈতন্য ও আনন্দ—এই উভয়ের প্রকাশ হয় না। রজঃ ও তমঃ বৃত্তিতে সত্তা ও চৈতন্য উভয়ের প্রকাশ দেখা যায় কিন্তু এই বৃত্তিদ্বয়ে আনন্দের প্রকাশ হয় না। শান্ত বৃত্তিতে বা সত্ত্ব বৃত্তিতে সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দ—এই তিনেরই প্রকাশ দেখা যায়।

এই তিন বৃত্তি অনুসারে ধ্যানও তিন প্রকার। মন্দ অধিকারী সত্তা

হইয়া দর্শন বা স্পর্শন করুক আর না করুক তুমি ইচ্ছাশূন্য ও আত্মবান্ হও।

ইন্দ্রিয় যে সমস্ত বিষয়কে ভাল বলে, বলিয়া মমত্ব করে সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থে তুমি মমত্ব ত্যাগ কর। কারণ অসৎ যাহা তাহাতে মমত্ব করিলেই বিপদ হইবে। তুমি ইন্দ্রিয়ের অভিলষিত বিষয়কে গ্রহণ কর বা না কর তুমি অজ্ঞের মত মনকে তাহাতে মগ্ন করিও না।

হে রাঘব! যখন ইন্দ্রিয় প্রদর্শিত বিষয় সুখ আর তোমার হৃদয়ে রমণীয় বোধ হইবে না—ঐন্দ্রিয়িক সুখে যখন তোমার রুচি থাকিবে না তখন তুমি জ্ঞান লাভ করিয়া সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবে। কি ইহলৌকিক কি পারলৌকিক ইহাতে আ সমন্তাৎ অস্বাদিতাঃ—সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থে যাহার অরুচি আসিয়াছে সে ব্যক্তি ব্যুত্থান কালে দেহে অভিমান করুক বা সমাধিতে দেহ বোধশূন্য হইয়া থাকুক এইরূপ ব্যক্তির নিকটে অর্থবশাৎ অর্থাৎ অনায়াসে ইচ্ছা না করিলেও মুক্তি আপনিই আসিবে। রাম! তুমি বাসনা হইতে চিত্তকে পৃথক কর। বাসনা প্লাবিত এই সংসার সাগরে তত্ত্বজ্ঞানের তরণীতে যিনি আরোহণ করিয়াছেন—তিনি সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইয়াছেন "বুড়িতাঃ পরে" অপর সকলে সাগরে নিমগ্ন। তুমি সূক্ষ্ম ও উদার বুদ্ধিতে আত্মতত্ত্ব বিচার কর, করিয়া আপনি আপনি ব্রহ্মপদে প্রবেশ কর।

যথা তত্ত্ববিদঃ প্রাজ্ঞা জ্ঞানবৃংহিতচেতসঃ।
বিহরন্তি তথা রাম বিহর্ত্তব্যং ন মূঢ়বৎ ॥ ২৪

জ্ঞানপ্রসারিতচিত্ত প্রাজ্ঞ জীবন্মুক্তগণের মত রাম তুমি আহার বিহারাদি কর, মূঢ়গণের মত বিহার করিও না।

জীবন্মুক্তা মহাত্মানো নিত্যতৃপ্তা মহাধিয়ঃ।
আচারৈরনুগন্তব্যা ন ভোগকৃপণাঃ শঠাঃ ॥ ২৫

নিত্যতৃপ্ত মহাবুদ্ধিধর, মহাত্মা জীবন্মুক্তগণের আচারের অনুগমন করিবে। ভোগ-লম্পট শঠগণের (স্ব-পর-বঞ্চকগণের) অনুগামী হইও না। পারাবারবিদ্ অর্থাৎ পার হইতেছে ব্রহ্মতত্ত্ব ও অবার-

জগতত্ত্ব, ইহা যাঁহারা জানিয়াছেন তাঁহারা জগদ্‌গত ব্যবহারের ত্যাগও করেন না, ইচ্ছাও করেন না—কিন্তু সমস্ত ব্যবহারে অনুবর্ত্তন করেন। যশ, শ্রী, প্রভুত্ব কোন কিছুরই ইহাঁরা অভিলাষ করেন না। সুশূন্যে বা সর্ব্বনাশে ইহাঁদের খেদ নাই, দেবোদ্যান পাইয়াও আসক্তি নাই। সূর্য্য যেমন আপন পথ কখন ত্যাগ করেন না সেইরূপ ইহাঁরাও শাস্ত্র নিয়ম কখনও উল্লঙ্ঘন করেন না। নিয়তিঞ্চ ন মুঞ্চন্তি মহান্তোভাস্করা ইব। ২৮

বিগতেচ্ছা যথা প্রাপ্ত—ব্যবহারানুবর্ত্তিনঃ।
বিচরন্তি সমুন্নদ্ধাঃ স্বস্থা দেহরথে স্থিতাঃ ॥২৯

ইহাঁরা কোন কিছুরই ইচ্ছা রাখেন না তথাপি যথাপ্রাপ্ত ব্যবহারে স্পন্দিত হইয়া আপনি আপনি স্থিতি লাভ করিয়া বিজ্ঞান সারথি ও মনোরজ্জু সহায়ে দেহরথে চড়িয়া বিচরণ করেন। রাম তোমারও সব হইয়াছে তুমিও স্পষ্ট দৃষ্টি পাইয়াছ, তুমি মানও চাও না, আর তুমি মৎসর রহিত—তুমি তত্ত্বদর্শিগণের ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ কর, ইহাতে তোমার সিদ্ধির বাধা হইবে না।

স্বস্থঃ সর্ব্বেহিতত্যাগী দূরালোকনবাঞ্ছনঃ।
পরাং শীতলামন্তরাদায় বিহরানঘ ॥ ৩২

হে অনঘ! আপনাতে আপনি থাকিয়া—সমস্ত বাঞ্ছিত বিষয় ত্যাগ করিয়া এবং বিষয় কৌতুক দর্শনেচ্ছা ত্যাগ করিয়া, অন্তঃশীতল হইয়া মহীতলে বিচরণ কর।

এই সমস্ত উপদেশ শ্রবণে রামের অন্তঃকরণ পরিমার্জ্জিত-দর্পণের ন্যায় প্রভা সম্পন্ন হইল আর তিনি পূর্ণ শশধরের ন্যায় শীতলতা প্রাপ্ত হইলেন।

যোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ৪৭ সর্গঃ।

অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড—অসংখ্য ব্রহ্মা—অসংখ্য নারায়ণ—অসংখ্য শিব

রাম—ভগবন্—আপনার পবিত্র বাক্যে আমি "আশ্বস্ত ইব তিষ্ঠামি" আমি আশ্বস্ত হইয়াই স্থিতি লাভ করিতেছি। আপনার বাক্য শুনিয়া শুনিয়া "শ্রোতুং তৃপ্তিং ন গচ্ছামি" আমি তৃপ্ত হইতে পারিতেছি না। রাজসসাত্ত্বিক জীবজগতের কথায় আপনি নানাবিধ সৃষ্টি প্রতিপাদক শ্রুতি পুরাণাদি প্রমাণে ব্রহ্মার উৎপত্তি যাহা বলিয়াছেন তাহাই বিস্তারিতরূপে বলিতে আজ্ঞা হয়।

বশিষ্ঠ— রাঘব! বহু বহু ব্রহ্মা, লক্ষ লক্ষ শঙ্কর, শত শত ইন্দ্র, সহস্র সহস্র নারায়ণ অতীত হইয়াছেন। অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডেও কত শত ব্রহ্মাদি ভিন্ন ভিন্ন আচার ব্যবহারে বিহার করিতেছেন। ভবিষ্যতে ও কত হইবেন। অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে পদ্মযোনি প্রভৃতির উৎপত্তি ইন্দ্রজালের ন্যায় বিচিত্র। অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে কোন সৃষ্টি শিব কর্ত্তৃক, কোনটা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক, বা বিষ্ণু কর্ত্তৃক, কোথাও বা সৃষ্টি মুনিগণ দ্বারা নির্ম্মিত।

কদাচিৎ পদ্মজোব্রহ্মা, কদাচিৎ সলিলোদ্ভবঃ।
অণ্ডোদ্ভবঃ কদাচিত্তু কদাচিজ্জায়তেম্বরাৎ ॥৭॥

ব্রহ্মা কখন পদ্ম হইতে, কখন সলিল হইতে, কখন অণ্ড হইতে, কখন বা আকাশ হইতে উদ্ভূত হন। কোন ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা শিব, কোথাও বাসব, কোথাও বিষ্ণু, কোথায় সূর্য্য। কাহারও সৃষ্টিতে পৃথিবী তরুগণে নিবিড়, কোথাও মনুষ্যে, কোথাও পর্ব্বতে। কোন ব্রহ্মাণ্ড কেবল মৃত্তিকাময়, কোথাও ইহা প্রস্তরময়। ভূমি কোথাও সুবর্ণময়ী, কোথাও তাম্রময়ী। এই ব্রহ্মাণ্ডে আশ্চর্য্যের শেষ নাই অপরাপর ব্রহ্মাণ্ডও এইরূপ আশ্চর্য্যময়। কোথাও সূর্য্যাদিবৎ আলোক, কোথাও বা ইহা অপ্রকাশ। এই ব্রহ্মতত্ত্বমহাকাশে অনন্ত জগৎ,

সমুদ্রে তরঙ্গের মত কখন আবির্ভূত হইতেছে, কখন তিরোভূত হইতেছে। যেমন সাগরে তরঙ্গ, মরুভূমিতে মৃগতৃষ্ণা, চূতবৃক্ষে কুসুম সেইরূপ বিশ্বশ্রী পরব্রহ্মে।

ভানোর্গণয়িতুং শক্যা রশ্মিষু ত্রসরেণবঃ।
আলোলবপুষো ব্রহ্ম তত্ত্বেন জগতাং গণাঃ॥ ১৬

সূর্য্য রশ্মিতে ত্রসরেণু সকল যেমন গণনার অতীত সেইরূপ ব্রহ্ম-তত্ত্বে যে কত চঞ্চল জগৎ ভাসিয়া বেড়াইতেছে তাহা গণনা করিবে কে? লোক-সৃষ্টি—বর্ষাকালে মশকের ন্যায় কত হইতেছে যাইতেছে তাহা কে বলিবে? সৃষ্টি কবে আরম্ভ হইয়াছে কে বলিবে? যেমন সমুদ্রের কোন্ তরঙ্গটি প্রথম, কোন্ সময়ে তরঙ্গের প্রথমারম্ভ ইহা জানা যায় না, সৃষ্টি তরঙ্গ সম্বন্ধেও সেই কথা। সৃষ্টি অনাদি। তবে এইমাত্র বলা যায় এই সৃষ্টির পূর্ব্বে এইরূপ অন্য সৃষ্টি ছিল, তাহার পূর্ব্বেও এইরূপ অন্য ছিল—এই অনাদি ভাবই পাওয়া যায়। নদী-তরঙ্গের মত সুরাসুর মানব সঙ্কুল হইতেছে, যাইতেছে। বৎসরে ঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার মত সহস্র সহস্র ব্রহ্মাণ্ড ক্ষয় হইয়া যাইতেছে।

অন্যাঃ সম্প্রতি বিদ্যন্তে বর্ত্তমানশরীরকাঃ।
প্রান্তে ব্রহ্মপুরস্থাস্থ বিততে ব্রহ্মণঃ পদে॥ ২২

আরও কত কত ব্রহ্মাণ্ড এখনও এই ব্রহ্মোপলব্ধি স্থান—এই ব্রহ্মপুর—এই শরীর—ইহার প্রান্ত যে এই হৃদয় পুণ্ডরীক দেশে—এই স্থানে স্থিত—অত্যন্ত বিস্তীর্ণ ব্রহ্মপদে—ব্রহ্মে মূর্ত্তিমান হইয়া অবস্থান করিতেছে। "অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে ইতি শ্রুতেরিতি-ভাবঃ।" ব্রহ্মপুর এই হৃদয়াকাশ। ইহার শোভা স্বরূপ কত শত ব্রহ্মাণ্ড আবার ব্রহ্মাই উঠিবে এবং লয় পাইবে কে বলিবে? মৃৎপিণ্ডে কত ভাবিঘট থাকে, অঙ্কুরে কত ভাবিপল্লব থাকে—সেইরূপ পরব্রহ্মেও কত ভাবিব্রহ্মাণ্ড আছে তাহা জানিবে কে? এই সকল দৃষ্ট হইলেও সত্য নহে, ইহারা মূর্খকল্পিত আকাশলতার ন্যায় অসত্য। মূর্খেরা বুঝিতে পারে না বলিয়াই ব্রহ্মাণ্ড সকলকে সত্য বলে।

ব্রহ্মাণ্ড সকল পরব্রহ্ম হইতেই আবির্ভূত হয় কিন্তু সৃষ্টি ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ অভিন্ন—উভয়ই এক।

কদাচিৎ প্রথমং ব্যোম প্রতিষ্ঠামধিগচ্ছতি।
ততঃ প্রজায়তে ব্রহ্মা ব্যোমজোসৌ প্রজাপতিঃ॥ ৩২
কদাচিত প্রথমং বায়ু প্রতিষ্ঠামধিগচ্ছতি।
ততঃ প্রজায়তে ব্রহ্ম বায়ুজোসৌ প্রজাপতিঃ॥ ৩৩

কোন কল্পে প্রথমে আকাশ সৃষ্ট হয় সেই ব্যোম হইতে ব্যোমজ প্রজাপতি ব্রহ্মা আবির্ভূত হন। কোন কল্পে বায়ু—পরে বায়ুজ প্রজাপতি এইরূপে তেজ ও তেজ হইতে তৈজস প্রজাপতি। এইরূপে বারিজ প্রজাপতি, পার্থিব প্রজাপতি আবির্ভূত হয়েন। যখন প্রত্যেক ভূত অপর চারি ভূতের অংশ গ্রহণ করিয়া পরিবর্দ্ধিত হয়—স্থূল হয় তখন প্রজাপতি স্থূল সৃষ্টি আরম্ভ করেন।

পূর্ব্ব কল্পের প্রকৃতিলীন আত্মা এতৎকল্পে আপনার বাসনা মত জন্মিবেক এই নিয়ম থাকায় কেহ বায়ুর আধিক্যে, কেহ তেজের আধিক্যে, কেহ বা জলের আধিক্যে ঐ ঐ অভিমানী হন। সেই জন্য তাঁহাদিগকে সেই সেই ভূতে উৎপন্ন বলা যায়। পরে সেই প্রথম উৎপন্ন প্রজাপতির দেহ হইতে সৃষ্টি হইতে থাকে। কিরূপে হয় যদি জিজ্ঞাসা কর তবে বলি মুখাবয়ব হইতে ব্রাহ্মণাদি শব্দ অর্থাৎ তাহাদের অর্থ অর্থাৎ তজ্জাতীয় মনুষ্যাদি জন্মে। কোন কল্পে পদাবয়ব, কোথাও পুরোভাগ, কোথাও পশ্চাদ্ভাগ, কোথাও নেত্রভাগ, কোথাও হস্ত হইতে সৃষ্টি হয়। কোন কল্পে নারায়ণাখ্য পুরুষের নাভিতে পদ্ম জন্মে—তাহা হইতে পদ্মজ ব্রহ্মা হন।

রাম—কোন কারণ নাই, প্রজাপতি জন্মান—ইহা কিরূপে হয়?

বশিষ্ঠ—কোন প্রকার উৎপত্তি—তা ব্রহ্মাই বল—বা ব্রহ্মাণ্ডের অন্য কিছু বল—উৎপত্তিটা মায়া; মায়ার রচনা স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা—ভ্রম মাত্র। আপাত-সুন্দর কিন্তু মনোরাজ্য মত। মনোরাজ্যকে মিথ্যা বলিয়া যদি স্বীকার না কর তবে বল এই অসঙ্গ অদ্বিতীয় ব্রহ্মে সৃষ্টি

কিরূপে ভাসিবে ? মনের বা মায়ার অচিন্ত্য রচনা শক্তি বলে বিশুদ্ধ আকাশে সুবর্ণময় ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়।

রাম—নারায়ণ ও ব্রহ্মা একই। তবে আপনার নাভিপদ্মে আপনার জন্ম সম্ভব হয় কিরূপে ?

বশিষ্ঠ—মায়াতে অসম্ভব কিছুই নাই—অঘটন ঘটনা পটীয়সী ইনি। তাই অসঙ্গস্বভাব, জ্ঞানস্বরূপ, নিরবয়বব্রহ্মে, অবয়ব বিশিষ্ট জগতের আবির্ভাব অসম্ভব নহে। বল দেখি বালকের মনোরাজ্য হয় কেন ? কখন সেই মনোনামক পুরুষ আপনাকে অণ্ডরূপে সৃষ্টি করেন, কখন আপনাকে জলরূপে সৃষ্টি করিয়া আপনি বীজরূপী হন, আর জলে বীজ রোপণ করেন। সেই বীজ কখন পদ্মাকারে, কখন অণ্ডাকারে পরিণত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড হয়। সেই অণ্ড হইতে কখন ব্রহ্মা প্রজাপতি, কখন ভাস্কর প্রজাপতি, কখন বরুণ প্রজাপতি, কখন বায়ু প্রজাপতি আবির্ভূত হন।

এবমন্তর্ব্বিহীনাসু বিচিত্রাস্বিহ সৃষ্টিষু।
বিচিত্রোৎপত্তয়ে রাম ব্রহ্মণো বিবিধা গতাঃ ॥ ৪৬

রাম এইরূপে অন্তর্ব্বিহীনাসু—অন্তঃ প্রত্যগাত্মনি বিহীনাসু অসতীষু—অর্থাৎ প্রত্যগাত্মতে যাহা আদৌ নাই সেইরূপ বিচিত্র সৃষ্টি পরম্পরা এবং হিরণ্যগর্ভের বিচিত্র উৎপত্তি পরম্পরা কত কতবার হইয়া গিয়াছে। একের বর্ণনা অন্যান্য সকলের দৃষ্টান্ত। তোমাকে উৎপত্তির কথা বলিলাম কিন্তু "ন তত্র নিয়মঃ ক্বচিৎ"—কিন্তু সৃষ্টির কোন নিয়ম নাই।

মনোবিজৃম্ভণমিদং সংসার ইতি সম্মতম্।
সম্বোধনায় ভবতঃ সৃষ্টিক্রম উদাহৃতঃ ॥ ৪৮

সংসারটা কেবল মনের বিজৃম্ভণ—মনোবিলাস—চিত্তস্পন্দন কল্পনা—ইহাই সিদ্ধান্ত। তোমার সম্যক বোধের জন্য সৃষ্টিক্রম বর্ণন করিলাম।

পুনঃ সৃষ্টিঃ পুনর্নাশঃ পুনর্দ্দুঃখং পুনঃ সুখম্।
পুনরজ্ঞঃ পুনস্তজ্জ্ঞো বন্ধমোক্ষদৃশঃ পুনঃ।৫০

মনকে যতদিন না সমূলে নাশ করিবে ততদিন সৃষ্টি, নাশ, দুঃখ, সুখ, অজ্ঞত্ব, জ্ঞত্ব, বন্ধ, মোক্ষ কল্পনা পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত তিরোভূত হইবেই।

পুনঃ কৃতং পুনস্ত্রেতা পুনঃ সদ্বাপরঃ কলিঃ
পুনরাবর্ত্ততে সর্ব্বং চক্রাবর্ত্ততয়া জগৎ ॥ ৫৩

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি পুনঃ পুনঃ আসিতেছে যাইতেছে; জগৎটাও চক্রের ন্যায় আবর্ত্তিত হইতেছে। মন্বন্তর, সৃষ্টি কল্প পরম্পরার উদয়, নানাপ্রকারের কার্য্য, দিবা রাত্র ইত্যাদি ইহারা চিদাকাশেই উঠিতেছে ও লয় হইতেছে—অথচ তত্ত্বদৃষ্টিতে কিছুই আসিতেছে না যাইতেছে না। চিদাকাশে প্রতপ্ত লৌহপিণ্ডে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মত সমস্তই অবস্থান করিতেছে; মায়ার স্বভাববশে কখন ব্যক্ত কখন অব্যক্ত থাকে। যাহা কিছু হইতেছে তাহাই ভ্রান্তি। সমস্ত চিৎ বিবর্ত্ত। আর চিৎ বিবর্ত্তই এই সৃষ্টি। ব্রহ্মে এই সংসার সত্যরূপে নাই কাজেই এই সংসার মিথ্যা।

জগৎকে যে ভাবে লোকে দেখে তাহাই ইহার প্রকৃত রূপ নহে। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্। সর্ব্বশক্তির মধ্যে সংসার শক্তিও আছে। সর্ব্বশক্তির সার হইতেছে চিৎশক্তি। চিৎশক্তিই যখন সর্ব্বশক্তির আধার তখন জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা যাহা দেখ তাহাই ব্রহ্ম দেখিবে, তখন বল সংসার দর্শন কোথায় থাকিল? বাস্তবিক সংসার উৎপন্নও হয় না। আবার মোক্ষ হইলেও সংসার থাকেনা। সেই জন্যই বলা হয় সংসার কোন কালেই স্বরূপতঃ নাই। সংসারটা অজ্ঞানে আছে জ্ঞান হইলে ইহা থাকে না। যাহা বাস্তবিক সৎ তাহার বিনাশ নাই। অসৎ সংসার যে সত্য বলিয়া মনে হয় তাহা সত্য ব্রহ্মে সংসারের আরোপ হয় বলিয়া। মীমাংসকেরা বলেন জগৎপ্রবাহ নিত্য। ইহার কারণ অজ্ঞান দৃষ্টিতে অনবরত সংসাররূপই দেখা যায়। এইজন্য সংসার মায়া

নিত্য। কিন্তু সংসারটা জ্ঞান দৃষ্টিতে থাকে না বলিয়া অনিত্য। ফলে এই জগৎ, এখানকার জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, দিক, কাল আকাশ, সমুদ্র, পর্ব্বত, সমস্তই পুনঃ পুনঃ জন্মে ও বিনষ্ট হয়। সৃষ্টি ও প্রলয় পুনঃ পুনঃ হয় ও যায়। যেমন একই সূর্য্যের কিরণ নানা গবাক্ষে, নানা আকারে, দৃষ্ট হয় সেইরূপ একই পরমাত্মা নানা কল্পিত পদার্থে নানাভাবে প্রকাশিত হয়েন। দৈত্য, দানব, স্বর্গ, ইন্দ্র, চন্দ্র, নারায়ণ যে কতবার আবির্ভূত হইলেন ও হইবেন তাহার ইয়ত্বা করিবে কে? স্বর্গরূপ পদ্মে এক ইন্দ্র ভ্রমর আসিল, আবার কিছুদিন পরে চলিয়া গেল, অন্য ইন্দ্র ভ্রমর আসিল। এক কলি আসিয়া সব পবিত্রতা নষ্ট করিল আবার সত্যযুগ আসিয়া পবিত্রতা স্থাপন করিল। কাল-কুম্ভকার কল্পচক্র ঘুরাইয়া কত জীব শরাব করিতেছে। জীবগণ কয়েক বৎসর জীবন ধরিল আবার জীর্ণ দেহ হইয়া লীন হইয়া গেল। ভ্রান্ত মানুষ যেমন শূন্যে গন্ধর্ব্ব নগর কল্পনা করে সেইরূপ এক এক আদি মন, এক এক সময়ে বহু জগৎ কল্পনা করেন। এইরূপে একবার সৃষ্টি আবার লয় আবার সৃষ্টি চলিতেছে। অনল দগ্ধদেহ জীবগণের অস্থি সমাকীর্ণ হইয়া এই জগৎ যে কতবার শ্মশানে পরিণত হইতেছে তাহা কে বলিবে? এইরূপে নিখিল বিশ্ব চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তাই বলি মায়ার আড়ম্বরের আবার সত্যাসত্য নির্ণয় কি করিবে? এই সংসার চক্র দাশূরোপাখ্যান সদৃশ কল্পনায় রচিত কিন্তু বাস্তবিক ইহাতে কোন বস্তু নাই—শুধুই কল্পনা। অজ্ঞান কল্পিত এই জগৎ মনঃকল্পিত হইয়া প্রকাশিত। একমাত্র ব্রহ্ম সত্তাই আছে তিনিই জগৎরূপে বিরাজ করিতেছেন। রাম আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি জগৎটা মিথ্যা; মিথ্যাতে ভয়ই কেন হইবে আর মোহই বা কেন হইবে?

"উৎসবের" নিয়মাবলী।

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।/০ আনা। নমুনার জন্য ।/০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে "উৎসব" "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি **কার্য্যাধ্যক্ষ** এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র-বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার **অর্দ্ধেক মূল্য** অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত

Registered No. C. 583

২২শ বর্ষ।] মাঘ, ১৩৩৪ সাল। [১০ম সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত ও

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"

শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

শিবরাত্রি ও শিবপূজা ১ম ভাগ—।০, ২য় ভাগ ৮০ ৩য় ভাগ ১৲, উপক্রমণিকা ॥০ ।

দুর্গা, দুর্গার্চ্চন ও নবরাত্র তত্ত্ব—পূজাতত্ত্ব সম্বলিত—প্রথম খণ্ড—১৲ ।

পূজ্যপাদ ভার্গব শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ প্রণীত।

এই পুস্তক দুইখানির অনেক অংশ "উৎসব" পত্রে বাহির হইয়াছিল। এই প্রকারের পুস্তক বঙ্গসাহিত্যে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বেদ অবলম্বন করিয়া কত সত্য কথা যে এই পুস্তকে আছে, তাহা যাঁহারা এই পুস্তক একটু মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন, তাঁহারাই বুঝিবেন। শিব কি, রাত্রি কি, শিবরাত্রি অবশ্য করণীয় কেন? ভাবের সহিত এই তত্ত্ব এই পুস্তকে প্রকাশিত। দুর্গা সম্বন্ধে এই ভাবে আলোচনা হইয়াছে। আমরা আশা করি বৈদিক আর্য্যজাতির নর নারী মাত্রই এই পুস্তকের আদর করিবেন।

প্রাপ্তিস্থান—"উৎসব" আফিস

নির্ম্মাল্য।

২৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এ্যাণ্টিক কাগজে সুন্দর ছাপা। রক্তবর্ণ কাপড়ে মনোরম বাঁধাই। মূল্য মাত্র এক টাকা।

"ভাই ও ভগিনী" প্রণেতা শ্রীবিজয় মাধব মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

আমাদের নূতন গ্রন্থ **নির্ম্মাল্য** সম্বন্ধে "বঙ্গবাসীর" সুদীর্ঘ সমালোচনার কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"নির্ম্মাল্য" শ্রীযুক্ত বিজয় মাধব মুখোপাধ্যায় রচিত একখানি গ্রন্থ। গ্রন্থ পড়িয়া মনে হয়, গ্রন্থকার ভগবৎ কৃপা লাভ করিয়াছেন। ভগবৎ কৃপা লাভ না করিলে এমন সাধকোচিত অনুভূতিও লাভ হয় না; তা সে সাধনা ইহজন্মেরই হউক বা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেরই হউক। এক একটী প্রবন্ধে লেখকের প্রাণের এক একটী উচ্ছ্বাস। সে উচ্ছ্বাস গদ্যে লেখা বটে, কিন্তু সে গদ্যের ভাষা এমন অলঙ্কৃত যে, সে লেখাকে গদ্য কাব্য বলা যাইতে পারে। ভাষা অলঙ্কৃত বলিয়া ভাব লুকায়িত নহে, পরন্তু অলঙ্কৃত ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভাব ঝঙ্কৃত।"

প্রকাশক—শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়
"উৎসব" অফিস।

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

২১শ বর্ষ। | মাঘ, ১৩৩৪ সাল। | ১০ম সংখ্যা।

সুরদাসের ভজন।

সাঁঝ ভয়ে ঘর নে আওয়ে মুরারী
কাঁহা আট্‌কে বনোয়ারী,
(সখি হো)

ঢুঁড়ত ফিরে মাতু যশোদা
ঘর ঘর কর্ পোছারি,
কারণ কৌন্ নাথ নাহি আওয়ে
কন্‌স অসুর-দল ভারি।
(সখি হো)

ঝুণ্ডু ঝুণ্ডু সখিগণ আওয়ে
পাড়্‌হে যশোদা জিকো গারি,
বর্‌জো যশোদা আপ্‌নে লালকো
ফড়ি দিন পটুসাড়ি।
(সখি হো)

রোয়ত রোয়ত মোহন আওয়ে
নয়নন নির বহাই'

মুরলী মেরা ছিন লিয়া হ্যায়
সব সখিগণ মিলি মারি।
(সখি হো)

তর্‌হে তর্ সখি মোচ্‌কায়ে
দেখো হরিজিকো চতুরাই
সুর-দাস প্রভু আশ চরণকো
তোম্ জিতো হাম্ হারি।
(সখি হো)

যাঁহারা হিন্দী ভাল বুঝেন না তাঁহাদের জন্য বাঙ্গলায় ভাবসহ এই সুমধুর লীলা ভজন লিখিত হইল।

সন্ধ্যা হইল—মুরারী ঘরে এল না—বনোয়ারী কোথায় আট্‌কে রহিল? মাতু যশোদা খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন আর ঘরে ঘরে সকলকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কি কারণে এল না—চারিদিকে যে কংসের অসুর ফিরিতেছে। দলে দলে সখিরা আসিল—আসিয়া যশোমতীকে গালি দিতেছে। যশোদা তোমার দুলালকে বারণ করিতে পার না—দেখ আমাদের পট্টসাড়ী ছিঁড়িয়া দিয়াছে। এমন সময়ে কাঁদিতে কাঁদিতে মদনমোহন আসিল—চক্ষের জল কতই ফেলিতেছে। মা—আমার মুরলী কাড়িয়া লইয়াছে আর সব সখী মিলিয়া আমাকে মারিয়াছে। সখী সকল মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতেছে আর বলিতেছে শ্রীহরির চতুরাই দেখ। সুরদাস প্রভুর চরণ আশা করে—আর বলিতেছে তোমারই জিত আর আমার হার।

প্রথমে এই ভজনটির ভাব হৃদয়ে আনিয়া যদি কেহ পুনঃ পুনঃ ইহা গান করেন তবে কি হয় তাহা না বলাই ভাল। লীলা চিন্তায় প্রাণ কিরূপে ভরিয়া উঠে এই গীত তাহারই পরিচয় দিতেছে।

সম্পাদক।

গীত (গজল)

হায় আমার এই কুঁড়ে ঘরে চাঁদের আলো এলো না—
(গোরা) চাঁদের আলো এলো না।
এই ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে চাঁদের আলো এলো না।
দিনেই হেথায় নিবিড় আঁধার তাইতে খুঁজে পেলে না॥

শুনেছি গো সবার মুখে
(এক) চাঁদ নেমেছে ধরার বুকে
(তার) স্বভাব নাকি কাঙ্গাল খোঁজা
পেলে পায়ে ঠেলে না।
(বাহু পসারিয়ে লয় গো কোলে)
পেলে পায়ে ঠেলে না।

(আমায়) বল্লে আর এক প্রতিবাসী
সে যে অকলঙ্ক পূর্ণশশী
শচী-গর্ভ সিন্ধু-রতন
(এ রতন) অন্য কোথাও মেলে না॥

(মুখে) হরিবোল হরিবোল বলে
(চাঁদ) ঘুরে বেড়ায় সুরধুনীর কুলে
(তার) চলায় নাচন কথায় গান
দেখা শুনা হল না।
আমার ভাগ্যে দেখা শুনা হল না।
আমার পোড়া কপাল দোষে
এ কুঁড়ের সন্ধান পেল না সে
আশায় আশায় জীবন গেল
দেখা দিয়ে গেল না—
আমায় দেখে গেল না সে—
দেখা দিয়ে গেল না॥

তোমার হওয়ার যাচ্ঞা।

গৃহের সব দ্বার খোলা, বাহিরে বায়ুর উন্মত্ততা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে, ভিতরে ক্ষীণ প্রদীপ মিট্ মিট্ করিয়া আলো দিতেছে, কখন কোন ঝট্কা বাতাসে প্রদীপ নিবিয়া যায় তাহাও বলা যায় না—তথাপি আলোক নিবিয়া না যায় এই ইচ্ছা প্রবল—কারণ প্রদীপ লইয়া যাহা দেখিবার কথা তাহা যে এখনও দেখা হইল না—আরও একবার শেষ চেষ্টা না করিলে অন্তঃশীতলতা লাভ করা যে যায় না—তাই এখানে আসিয়াছি। হরি! হরি!! এখানে কর্ণ জ্বালাকর কোন শব্দ নাই, এখানে প্রাণ দগ্ধ করে এমন বাক্য ব'লবারও কেহ নাই, আহা! এখানে সব শান্ত, সব আনন্দময়, প্রকৃতি তাঁহার পরিবারবর্গকে কি যেন কোন্ সুখে ভরিত করিয়া রাখিয়াছেন। বৃক্ষশাখা হেলিয়া তুলিয়া কথা কহিয়া যেন কত আশ্বাস দিতেছে, পাখীরা সুন্দর কাকলী করিয়া প্রাণে যেন কত আশার কথা বলিতেছে, এখানকার সকলেই যেন কাহার কথা লইয়া আছে, সম্মুখেই ক্ষীণ সলিলা প্রবাহিনী—প্রবাহিনী তীরস্থিত ভগ্ন দেবমন্দিরের ভগ্নাংশ সকল বক্ষে ধারণ করিয়াও প্রফুল্ল অন্তঃকরণে যেন প্রারব্ধ ভোগ করিয়া যাইতেছে, আর এখানকার সকলের সঙ্গে যেন যোগ দিতেছে।

এখানকার আকাশ দেখিতে দেখিতে প্রাণ যেন কোন সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম শব্দ ধরিয়া কোথাও যাইতেছে, শব্দ যে স্পন্দন হইতে উত্থিত সেই স্পন্দনের মূর্ত্তি ধরিয়া কি যেন কোন চিত্ত বিশ্রান্তির দেখা পাইতেছে—আহা! এমন সময়ে এ কাহার আশ্বাস বাণী অন্তরের অন্তস্তলে ঝঙ্কার তুলিল—কে বলিল দিনান্তে একবারও যে বলে "তোমার আমি", প্রপন্ন হইয়া—নিতান্ত কাতর হইয়া—ছল কপট ছাড়িয়া—সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া—সব ছাড়িয়া শরণাপন্ন হইয়া—যে একবারও আমার কাছে প্রার্থনা করে—ঠাকুর তুমি আমাকে তোমার করিয়া লও—যে একবারও "তোমার আমি" ইহা যাচ্ঞা করে—এই প্রকার যে কেহ হয়—এমন সকল লোককে আমি অভয় দিয়া থাকি—এই আমার ব্রত।

এখন কথা এই প্রপন্ন হইয়া—যথার্থ শরণাপন্ন হইয়া কখন কি প্রার্থনা করিয়াছ "তোমার করিয়া লও"? এই ত হইতেছে ভক্তিমার্গের প্রার্থনা। লোকে বলে ভক্তিমার্গ সহজ, কিন্তু সত্যই ভক্তি পথ কি সহজ? সকলেই কি

ভক্ত হইতে পারে? কি করিয়া বলা যাইবে সুলভ পথ ইহা? হৃদয়ের মধ্যে কোন কিছুর জন্য অভিলাষ যখন না থাকে, মন হইতে সমস্ত আকাঙ্ক্ষা যখন বাহির হইয়া যায়, কিছুই আর থাকে না—কেবল তারে পাইবার জন্য প্রাণ যখন ছটফট করে, তখনই না ঠিক্ ঠিক্ শরণাপন্ন হওয়া যায়। পাপ, অপরাধ, ত্রুটি, স্মরণ করিয়া করিয়া মানুষ যখন বড় কাতর হয়, যখন দেখে কোন মানুষ আর তার দুঃখ দূর করিতে পারে না, তখন সে ভগবানের শরণাপন্ন হয়। শ্রীভগবানের স্বভাবের কথা যদি শাস্ত্রমুখে, গুরুমুখে বা সাধুমুখে শুনা থাকে, যদি শুনা থাকে ভগবান্ বড় ক্ষমাসার, তিনি পাপী তাপীকেও ত্যাগ করেন না, তিনি কাহারও অপরাধ গ্রহণ করেন না, যত বড় পাপী হউক, বা দুষ্কৃতকারী হউক যদি কেহ "আর করিব না" বলিয়া বলে "এইবারটি ক্ষমা কর" আর বলে আমাকে রক্ষা কর আর আমাকে পাপ কর্ম্ম করিতে দিও না, আর আমাকে ভোগের পথে যাইতে দিওনা, "তুমি" "তুমি" করিয়া আমাকে সব ত্যাগ করাইয়া শুধু তোমার করিয়া লও—এইরূপ মানুষই তোমার হইতে পারে —সব রাখিয়া যে তোমাকে পাবার আশা করে তার আশা বৃথা আশা। তোমাকেই আমি চাই—কেননা তোমার মত সুন্দর কেহ নাই, তোমার মত গুণও কাহারও নাই, তোমার স্বরূপই একমাত্র বস্তু আর যা কিছু তাহা মায়া, এই মায়া তোমার উপরে ভাসিয়া তোমাকেই ঢাকিয়া রাখে, তোমাকে দেখিতে দেয় না এই জন্য তুমি ভিন্ন আর যাহা কিছু সবই ত্যাগের বস্তু—সব ত্যাগ করিয়া তবে তোমার হইতে হয়—ইহা যদি সত্য সত্য ধারণা হয় তবে তোমার ভক্ত হওয়া যায়, তবে যথার্থ সাধক হওয়া যায়।

সম্পাদক।

নির্জ্জনে বৈখরী হইতে মধ্যমায়।

সেই তুমি, সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া আছ। কত "বাত বরিখ" যায়, কত "গরজন ঘন ঘন" হয়, তবু তুমি যেন নির্জ্জনে কার অপেক্ষায় আছ। সত্যই কি তুমি কাহারও অপেক্ষায় শত কোলাহলের মধ্যেও—কাহারও অপেক্ষায় নির্জ্জন অনুভব কর? শীতের অন্তে দেখিলাম তোমার সব আভরণ ঝরিয়া পড়িল—শুষ্ক কঙ্কাল লইয়া তুমি যে ভাবে ছিলে, আবার বসন্তে নূতন সাজে

সাজিয়া বহু বহু বিচিত্র আগন্তুকের কোলাহলে মুখরিত হইয়া সেই ভাবেই নির্জ্জনে কাহারও অপেক্ষায় যেন দাঁড়াইয়া আছ। কাহারও অপেক্ষায় না থাকিলে বুঝি শত কোলাহলেও নির্জ্জনতা অনুভবে আসে না?

লোকে বলে নির্জ্জনে না যাইতে পারিলে কিছুই হয় না। সাধারণের পক্ষে এ কথা সত্য কিন্তু তোমার ত দেখিতেছি অসাধারণ ভাব। সাধারণের মধ্যে দেখা যায় এক ঘরে অন্ততঃ দুই জন থাকিলেও যেন নির্জ্জনে তার সঙ্গ হয় না। নির্জ্জন না হইলে বুঝি সঙ্গই হয় না। পড়্‌তা লোকের সাড়া পেলে সে আসে না, তা সঙ্গ হইবে কার সঙ্গে? কিন্তু তোমার মতন অসাধারণ যাঁরা তাঁরা শত লোকের মধ্যে থাকিয়াও নির্জ্জনে থাকেন ইহাঁরা যে অপেক্ষায় থাকেন তাই। কিন্তু আমি তোমাকে ত ভালবাসি। সেই কবে দেখিয়া গিয়াছিলাম—কত দিন গেল—তোমার কথা আমার মনেও ছিল না—এখন কি জানি কোন্ ঘটনাচক্রে তোমার নিকটে আসিলাম, তোমায় দেখিলাম—দেখিলাম সেই তুমি —সেই ভাবেই সেই অপেক্ষাতেই দাঁড়াইয়া আছ। তোমার কাক কোলাহলেও যা—আর কঙ্কালসার হইয়া সর্ব্বসঙ্গ বিরহিত হইয়াও তাই। শত কোলাহলেই ত আমি থাকি। কখন ভাল থাকি, কখন বিরক্ত হইয়া মন্দ হইয়া যাই। আমার মনের অবস্থাত ভাল মন্দ থাকা। হায়রে যে দিন মনের অবস্থা ভাল থাকে সে দিন ত সকলেই ডাকিতে পারে—ইহাতে বেশী কি হইবে? কিন্তু যে দিন মনের অবস্থা ভাল থাকে না, সেদিন যদি তোমার স্মরণ করিয়া তোমার সঙ্গ লাভ করিতে পারি, মন হইতে সব ধুইয়া পুঁছিয়া ফেলিয়া কেবল তোমাকে লইয়া থাকিতে পারি, তবে বুঝিতে পারি "আমি তোমার" নতুবা সবই মৌখিক।

তুমি একটু শিখাইয়া দাওনা-কোন্ সাধনায় তুমি নানা প্রকার অবস্থার মধ্যেও একভাবে আছ। বল বল একটু ভাল করিয়া বল যাহাতে আমার মত লোকও কিছু ধরিতে পারে, কিছু করিতে পারে। শরীর ভাল নয়, শত কোলাহল চারিধারে যাতনা একটা নিরন্তর অনুভব হইতেছে তথাপি বসিতে বলিতেছ। বসিলাম। আহা! ঠিক ত যাহা বলিয়া দিলে তাহা করিয়া দেখিলাম ঠিক হয়। লোকে আমায় ভাল বলে লোকে বলে আমার শিক্ষায় তাদের কাজ হয় কিন্তু গুহ্য কথা আমি আজ তোমার প্রসাদে জানিতে পারিতেছি। বহুলোকে তাদের কথা আমাকে বলিয়া যায়। হৃদয়ের উচ্ছ্বাসও বলে আবার বুদ্ধির যুক্তি বিচারের কথাও বলে। আমি দেখি তুমি বহুমুখে

আমাকে শিক্ষা দিয়া যাও। কত দয়া তোমার? আমি ত তোমাকে ভালবাসিতে পারি না তবু তুমি আমায় এত কৃপা কর। তোমার এই অযাচিত দান দেখিয়া আমার প্রাণ যে কি করে তাহা ত আমি বলিতে পারি না।

১৩৩৪ সালের পৌষ মাসের মাঝামাঝি সময়। কি জানি কোন সূত্রে তোমার কাছে আসিলাম। যাহা পাইলাম তাহাও অপূর্ব্ব। পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যার সময় একজন ভক্ত আসিয়া শিক্ষা দিয়া গেলেন—মরণ মূর্চ্ছায় তিনি সাধকের জীবনে কি দেখিয়াছিলেন। শ্বাস পড়িতেছে আর উচ্চারণ হইতেছে রাম—শ্বাস ভিতরে যাইতেছে আর স্পষ্ট শুনা যাইতেছে রাম। এই ত শেষের সম্বল। যাঁহারা সাধক হইতে চান তাঁহাদের শেষ অবলম্বন ইহাই যদি হয় তবে আর তাঁহাদের কোন ভয় থাকে না। বড় বড় সাধকের কথা স্বতন্ত্র তাঁহারা "ইহৈব সমবলীয়ন্তে" হইতে পারেন। কিন্তু সকল প্রকার সাধকের পক্ষে প্রযোজ্য হয় এই শ্বাসের সঙ্গে নাম মাখাইয়া রাখা। বড় সহজ সাধনা ইহা। নাম করা, সন্ধ্যা করা, সমস্তই যখন শ্বাসের সঙ্গে চলে তখন বৈখরী হইতে মধ্যমায় আসা যায়।

নিত্য কর্ম্ম সব সারিয়া—স্বাধ্যায় শেষ করিয়া স্থির হইয়া বসিতে হয়, আর দেখিতে হয় শ্বাস কোথায় কি ভাবে খেলা করিতেছেন। শ্বাসের যাওয়া আসা ধরিয়া রাম রাম অভ্যাস করিতে হয়। বুঝিলে শত কোলাহলের মধ্যেও সাধনা চলে কিরূপে? শত উৎপাতের মধ্যেও স্থির থাকা যায় কিরূপে?

শ্বাস ত তোমার সাথের সাথী। সবই তোমায় ছাড়িয়া যায় দিন থাকিতে, শ্বাস কিন্তু সবার শেষে যান। যদি তুমি এই শ্বাসের সঙ্গে নাম করিয়া করিয়া সাধনা করিয়া থাক তবে মরণ মূর্চ্ছাতেও যখন শ্বাস চলিবে তখন নাম হইবে। যাঁহাদের নাম শুনাইবার লোক আছে, যাঁহাদের পুণ্য বল আছে, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যাঁহাদের সাহায্য করিবারও কেহ নাই, তাঁহাদের শ্বাসই পরম বন্ধু। এই শ্বাসের অন্য নাম প্রাণ। প্রাণ বলিতে যাহাই বুঝ না কেন ইহা কিন্তু ঠিক যে, প্রাণ ছাড়িয়া গেলেই তুমি গেলে। তাই শ্রুতি প্রাণ সম্বন্ধে বলেন, "প্রাণোহি ভগবান্ ঈশঃ।" প্রাণের সকলটিই ঈশ্বরের সমান। প্রাণ যতক্ষণ থাকেন ততক্ষণ জীব চেতন থাকে। প্রাণ গেলেই সব যায়। তোমার সঙ্গে অন্য যাঁহারা আছেন তাহারা বহু বিষয়ে আসক্ত হয়েন—চক্ষু সর্ব্বদা রূপে আসক্ত, কর্ণ সর্ব্বদা শব্দে আসক্ত, ইত্যাদি। জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার—ইঁহারা সর্ব্বদাই আপন আপন বিষয়

লইয়া কোলাহল করেন। কিন্তু প্রাণ শত শত কোলাহলেও আপনার সাধনা ছাড়েন না। সেই "সোঽহং" লইয়াই ইনি থাকেন।

তাই বলা হয় সঙ্গ করিতে হইলে এই শ্বাসেরই সঙ্গ করিতে হয়, নাম ইহাঁরই আশ্রয়ে করিতে হয়। সাধকের সারা জীবনের কার্য্য ইহা। তবেই মরণ মূর্চ্ছায় এই শ্বাসের সঙ্গেই নাম হইবে। শাস্ত্রও বলেন—

১। "যন্নামাজ্ঞোঽপি মরণে স্মৃত্বা তৎসাম্যমাপ্নুয়াৎ" অজ্ঞ জনও মরণকালে যদি এই নাম স্মরণ করিতে পারে তবে সেই দয়াময় প্রভু অজ্ঞকেও তাঁহার স্বরূপ দিয়াদেন।

২। যে চাপি তে রাম পবিত্র নাম
গৃণন্তি মর্ত্ত্যা লয় কাল এব
অজ্ঞানতো বাপি ভজন্ত লোকান্
স্তানেব যোগৈরপি চাধিগম্যান্।

করিয়া দেখ বুঝিবে সকল অবস্থাতেই শ্বাসে লক্ষ্য রাখা যায় আর অনায়াসে নির্জ্জনে নাম হয়। অপেক্ষায় থাকিলেত কথাই নাই।

শ্রীগুরু চরণে।

আমার গুরুর মাঝে তুমি
কর সদা আনাগোনা
যতই কেন লুকিয়ে এস
হাসিটিতে যায় যে জানা।
গোপনতা ব'লে দিল
গুরুদেবের করুণ আঁখি
রামভক্ত মূর্ত্তি দিয়ে
রাখিয়াছ আপন ঢাকি॥
ভাব তুমি দিচ্ছ ফাঁকি
স্বরূপটী যে আপন প্রকাশ
যতই কর ঢাকাঢাকি
গুরুতে গো তোমার বিকাশ।

৺ কাশীধাম (ভ)

মা ডাকা।

সব জুড়িয়া যে রহিয়াছে, তাঁহার কাছ হইতেই মানুষ আসিয়াছে। পূর্ণকে অপূর্ণ করিয়া সে আসে নাই, তাই মানবের অপূর্ণ বহিরাবরণের অন্তস্তলে পূর্ণত্বের অদৃশ্য সংস্কার সমান ভাবেই রহিয়া গিয়াছে। ঐ সংস্কার বশেই মানুষ যাহা চায়, তাহা পরিপূর্ণ ভাবেই চাইতে ইচ্ছা করে; যাহা সে পায়, তাহা সম্পূর্ণরূপেই পাইবার ইচ্ছা রাখে। মানবের চাওয়া-পাওয়ার ভিতর এই যে পূর্ণত্বের তীব্র লীলা চলিতেছে—মানুষ অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন হইয়া তাহা বুঝিয়াও বুঝে না, দেখিয়াও দেখে না। কিন্তু এটাও আবার সত্য যে ঐ লীলামাধুরী না বুঝা পর্য্যন্ত, না দেখা পর্য্যন্ত তাহার কোন সাধই মিটিবে না। তাই এই সংসারে মানুষ তাহার সকল সাধের ভিতর অপূর্ণতা লইয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছে।

মানুষ সাধ করে,—সাধ মিটাইবার জন্য কিছু কর্ম্ম করে,—তাহা দ্বারা কিছু সাধ হয়ত মিটেও; কিন্তু ঐ কিছু-মিটার ভিতরে ভিতরে দুষ্ট ব্রণের মুখের মত কতশত আকাঙ্ক্ষার নালি যে চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, তাহা একটু সাধ মেটার পরেইত ধরা পড়ে। একটু ভাল লাগিলেই বেশী ভাল লাগাইতে ইচ্ছা যায়। বেশী হইলে আরও বেশী তার পর আরো, আরো, আরো, কিন্তু হায়রে—কয়টা আরো-পর্য্যন্ত মানুষের জীবনের দৌড়! "আরো, আরো" করিয়াই আয়ু ফুরাইয়া যায়, 'আরো আরো' করিতেই আবার জন্মগ্রহণ করে।

সব দেখিয়া শুনিয়া এই প্রশ্নইত জাগে,—মানুষ কি এই বুক ফাটা অতৃপ্তি লইয়াই কেবল যাওয়া আসা করিতে থাকিবে? তাহার এই চাওয়ার শেষে পৌঁছিবার কোন ফাঁড়ি রাস্তা কি নাই? চাওয়াকে ছাড়িতে বলি না—ও হইলেত গোলই মিটিয়া গেল। মানুষ তাহার চাওয়া ছাড়িবে কেন? ঐ চাওয়াকে সম্পূর্ণ করিবার অর্থাৎ চাওয়াকে পাওয়ার ভিতর লয় করিয়া দিবার মত কোন উপায় নাই কি? প্রথম "ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা" মানুষের মনে ঐ প্রশ্নের নিরসন-কল্পেই জাগিয়াছিল। এবং ঐ প্রশ্নই পরে "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"-রূপে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ধর্ম্ম এবং ব্রহ্মের কথা বাদই দিলাম, কারণ ধর্ম্মের কিই বা জানি! আর ব্রহ্ম?—তাঁর নামই শুধু জানা আছে। তবে শুনিয়াছি, মনেও হয় এবং বুঝাও যায় যে ধর্ম্ম হইতে ব্রহ্মে যাইবার যে সেতুটি রহিয়াছে, তাহা—(ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানসুঃ।)

সুতরাং চাওয়াই যদি মানুষের ধর্ম্ম হয়, তবে তাহার পরিসমাপ্তিও ত্যাগ দ্বারাই হইবে (অর্থাৎ-একেবারে পূর্ণত্বে গিয়া পৌঁছিবে। এখন এই ত্যাগ, কি ত্যাগ? চাওয়া ত নয়। চাওয়ার পথে পাওয়ার বাধা যাহা, তাহার ত্যাগ।

এই যে তুমি, আমার মা; তোমাকে আমি চাই। এইত তুমি কাছেই দাঁড়াইয়া আছ। পাইলাম কি? তোমায় স্পর্শ করিলাম,—পাইলাম কি? তোমার কোলে বসিলাম—কোথায় মা? ঐ কোলের মধ্যে কি? তোমাকে যদি পূর্ণ ভাবেই চাই, তবে দেখিতে হইবে, বুঝিতে হইবে কোথায় আমার "তুমি"। এই যে 'তুমি' 'তুমি' বলিতেছি, এইটাত আমার নিজের মনেরই পরিকল্পনা। মনটা হয়ত তোমার এই স্থূল "যথাবাঞ্ছিত" দেহটাকেই 'তুমি' 'তুমি' করিতেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তুমি ত এই দেহটাই নও। আমার চাওয়া ধন সাধের বস্তু দেহটি নয়—(আমার বলিয়া কি কাহারো নয়)। দেহ চলিয়া গেলে যে মানুষ কাঁদে, তাহার কারণ সে এতদিন ভুল করিয়াছে বলিয়া। দেহটাকে মনে করিয়াছিল চাওয়া ধন, চিরকালের—সে ভুল ভাঙ্গে, তাই আপন ভুলে আপনি কাঁদে।--এর নামই মায়া। কাজেই চাওয়ার বস্তুকে যদি পাইতে চাই, তবে দেহকে বাদ অর্থাৎ ত্যাগ করিতেই হইবে। স্থূল দেহ গেল, রহিল কি? সূক্ষ্মদেহ; তাহাও গেল। রহিল কি? কারণ দেহ—তাহাও গেল, রহিল কি? এখন রহিল যাহা, তাহাই মা, তোমার কোল। এই কোল খানিই মায়ের। মায়েরই চরণ-বিন্নাসে এই কোল খানি রচিত। এই মাইত তুমি। এই তোমাকেই, কেবল আমি নহি, সবেই চায়। এই তুমিকেই কিন্তু সবে আমার আমার বলে। তোমাকেই চাই, কিন্তু তোমারই দেওয়া মনের তৈয়ারি এই দেহে বুনা পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়াইয়া যখন তুমি ডাক,—তখন তোমাকে দেখি না, দেখি তোমার ছায়া। তোমার স্বর শুনিনা, শুনি তার প্রতিধ্বনি। তাহার ভিতরেও যে ক্ষণিক সুখ পাই, তাহার কারণ তোমারই অর্থাৎ সত্যেরই প্রতিচ্ছবি বলিয়া, ছায়ার ভিতর মূর্ত্তির আংশিক সৌসাদৃশ্য থাকে বলিয়া।

এমনি করিয়াই মানুষের দেহ-মন-প্রাণ এক অপরিজ্ঞাত কুহেলিকার ভিতর দিয়া 'চাই' 'চাই' 'চাই' বলিতে বলিতে চলিয়াছে। এ ত্যাগের সূর্য্য উদয় না হইলে "বধির যবনিকা" উঠিবে না; চাওয়াও তাহার মিটিবে না।

শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পাপীর আশা।

এক

তোমায় আমার সকল দিতে
　হায় গো মরি লাজে,
　বড়ই প্রাণে বাজে!
সবার আছে মন্দ ভালো,
তিক্ত মধুর আঁধার আলো,
আমার কেবল কালোয় কালো.
　তাইতে প্রাণে বাজে,
তোমার সোনার অঙ্গ কালি হবে
আমার দে'য়া সাজে!

দুই

তোমায় আমি কইব কি নাথ!
　কইতে পরাণ কাঁপে,
　পাপের নিঠুর চাপে;
কঠিন কঠোর পাষাণ-সমা
দুস্কৃতি এই চিত্তে জমা,
(ওগো) ক'বার মোরে করবে ক্ষমা!—
　তাইতে পরাণ কাঁপে,
লজ্জা ভয়ে স্মৃতির চাপে
　পতন-পরিতাপে।

তিন

তোমার নিষেধ ধূলার মত
　হেলায় দলিয়াছি,
শুধু কথায় ছলিয়াছি,

শুধু তোমার আসনখানি
উচ্চ হ'তে নামায়ে আনি
নিজেরে বড় করিয়া মানি
গর্ব্বে চলিয়াছি,
সংসারেরি সরল পথে
নিজেরে ছলিয়াছি।

চারি

নিজেই কাঁটা নিজের পথে
ছড়িয়ে দিয়েছি গো,
এক্ষণ জড়িয়ে পড়েছি গো!
আজকে ভীতির ভীষণ ঘায়ে,
জীবন-মরণ-বিষম দায়ে
দয়াল, আবার তোমার পায়ে
ছুটিয়ে গিয়েছি গো,
ব্যাকুল ভয়ে আকুল হয়ে
শরণ নিয়েছি গো।

পাঁচ

পাপীর পাপ যে তোমার পায়ে
পুণ্য হ'য়ে ফুটে
মোর চিত্ত কেঁদে উঠে!
সেই ভরসায় লোলুপ আশে,
পরাণে আমার এখনো ভাসে
তুমিই তোমার রাখ্‌বে দাসে,
আঁধার য বে ছুটে,
চরণ দিবে মাথার পরে,
চিত্ত আশায় লুটে।

শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়।

উৎসবে আর্য্যশাস্ত্র-প্রদীপ প্রণেতা
৺ যোগত্রয়ানন্দ।

আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ, মানবতত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়নের পর এই মহাপুরুষ লোককে বাচনিক উপদেশ মাত্র দিতেন, কোন কিছু লিপিবদ্ধ করেন নাই। বাঙ্গলা ১৩২৫ সালে উৎসবে এই মহাপুরুষের "অবতার সন্দর্ভ" "রামায়ণ বেদচন্দ্রিকা বা সীতারাম তত্ত্ব কৌমুদী" এবং "যোগতত্ত্ব" প্রথম প্রকাশিত হয়। যে ভাবে তিনি লেখা আরম্ভ করেন তাহা বলিয়া আমরা অবতার সন্দর্ভে তিনি যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহার কথা আলোচনা করিব।

আমরা তখন রাণামহলের আশ্রমে থাকিতাম। সেখান হইতে কখন নৌকাযোগে কখন এক্কায় চড়িয়া রাজঘাটে এই মহাত্মার সহিত সাক্ষাত করিতে আসিতাম। একদিন একটি স্ত্রীলোক —নাম মনে নাই— আসিয়া বলিলেন আমি সান্ন্যাল মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিলাম এবং তাঁহার সহিত বহু গল্পও হইল। আমি সেই দিনই রাজঘাটে আসিতেছিলাম। প্রথমেই স্ত্রীলোকটির গল্প শুনার কথা বলিলাম। একদিন ডাক্তার সুরেশ সর্ব্বাধিকারীর কথা তাঁহার মুখেই শুনিয়াছিলাম। তিনি বালকের মত অপরের মন্তব্যও আমাদের নিকট বলিতেন। বলিয়াই বলিতেন অতিশয় স্নেহ করি বলিয়া বলিতেছি সুরেশ বলিয়া গেল এত বড় "রাসভারী" মানুষ আমি আর দেখি নাই। বাস্তবিক তাই। কাশ্মীরের মহারাজাই হউন আর সাধারণ মানুষই হউন এই মহাপুরুষ কাহারও সহিত প্রথম কোন কথাই কহিতেন না। কিন্তু কে যথার্থ জিজ্ঞাসু হইয়া আসিয়াছে তাহা তিনি যেন জানিতে পারিতেন। যদি কেহ সরলপ্রাণে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিত তখন তিনি বড় আগ্রহে তাহাকে তত্ত্বকথা বুঝাইয়া দিতেন। স্থান বিশেষে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিলেও প্রায় দেখা যাইত কথা কহিবার পূর্ব্বে তিনি যেন নির্ব্বাক্ হইয়া থাকিতেন তাহাতেও তিনি যেন শাস্ত্রআজ্ঞা পালন করিয়া চলিতেন। শাস্ত্রে আছে "না পৃষ্টঃ কস্যচিদ্ ব্রূয়াৎ" ইহা যেন তিনি পালন করিতেন এবং আমার মনে হইত তিনি কথা কহিবার পূর্ব্বে যেন আপন ইষ্টদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া মুখ খুলিতেন। ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া সকল কার্য্য করার অভ্যাস

কত সুন্দর। মহাপুরুষেরা আপনি আচরণ করিয়া ইহা ধরাইয়া দিয়া যান। সে দিন আমি গিয়া প্রথমেই সেই স্ত্রীলোকটীর গল্প করার কথা কহিলাম তিনি গম্ভীর হইয়া বলিলেন—তুমি জান আমি কাহারও সহিত গল্প করি নাই, তবে সেই স্ত্রীলোকটি আসিয়াছিল বটে। ক্রমে অন্য কথা উঠিল। আমি বলিলাম উৎসবে কিছু কিছু লিখিলে বহুলোকের উপকার হইতে পারে মনে হয়। তিনি বলিলেন আমি আজ ৩০।৪০ বৎসর ধরিয়া কত কথা বলিতেছি কিন্তু মনে হয় লোকে শুনিয়াই সব শেষ করিয়া দেয় কাজে বড় একটা কিছু করে না— আর দেখিতেছি ব্যভিচার দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। তিনি লিখিতে রাজি হইলেন না। আমি কিন্তু যখনই যাইতাম তখনই লেখার কথা বলিতাম। আমার ঠিক মনে নাই কিন্তু তিনিই বলিয়াছেন—অন্যেও শুনিয়াছে—আমি তাঁহার উপাধানের উপরে লিখিয়া রাখিয়া আসিতাম লিখিয়া উপদেশ দিলে পথভ্রষ্ট বৈদিক আর্য্যসন্তানের পরম কল্যাণ সাধিত হইবে। অনেক দিন এইভাবে কাটিয়া যায়। এক দিন আমি রাজঘাটে গিয়া সাক্ষাৎ করিবামাত্র তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন "আমি লিখিব"। বলিয়াই সূত সংহিতা হইতে পড়িয়া শুনাইলেন—বেদান্তের শিক্ষা প্রচার করা সকলেরই কর্ত্তব্য। বৈদিক ধর্ম্ম যিনি জানেন তিনি যদি তাহা প্রকাশ না করেন তবে ব্রহ্মহত্যার পাপ তাঁহাপ হয় এমন কি যিনি না জানেন তিনিও অন্যের নিকটে জানিয়া তাহা প্রকাশ করিবেন। আমার মনে হয় শাস্ত্রের অনুমতি যতদিন না পাইয়াছিলেন ততদিন কার্য্যে হাত দেন নাই। শেষে বলিলেন তুমি ত কলিকাতায় যাইতেছ আমি তোমার কাগজের জন্য অবতারসন্দর্ভ ইত্যাদি লিখিতেছি লইয়া যাইও। আরও বলিলেন আমি বহু পুস্তক লিখিব—সমস্ত ঠিক করিয়াছি। সেই অবধি শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা কত বিষয়ে যে কত অমূল্যনিধি রাখিয়া গিয়াছে তাহা উৎসবের পাঠকপাঠিকা মহাশয় মহাশয়াগণ কতক কতক দেখিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ পাঠকে ধৈর্য্য ধরিয়া তাঁহার লেখা পড়িলেন না বলিয়া তাঁহারা নানাবিধ সমালোচনাও করিতেন। আমরা আমাদের নিজের জন্য এবং অপরে যদি ইচ্ছা করেন তাঁহাদেরও জন্য তাঁহার উপদেশ সমস্ত সহজ করিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জীবনীর কথাও যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহার বর্ণনা করিব।

প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বলিয়া রাখি আজ বহুদিন হইল এই মহাপুরুষ

স্বধামে গিয়াছেন কিন্তু আমরা একদিনও মনে করিতে পারি নাই তিনি নাই। যখনই তাঁহার কথা মনে ভাবি তখনই মনে হয় সেই স্মেরানন, সেই উজ্জ্বল চক্ষু, সেই কেশকলাপ, সেই যোগগঠিত দেহ—সেই তিনি যেন সেইরূপ আসন করিয়া সম্মুখেই রহিয়াছেন। তাঁহার ফটোগ্রাফ দেখিলে যেন জীবন্ত তিনিই মনে হয়। তিনি যে কার্য্যের জন্য শেষ জীবনে অতিশয় পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন আমরা তাঁহার সার উপদেশ – কোথাও তাঁহার লেখা উদ্ধৃত করিয়া—কোথাও তাহা আমাদের ভাষায় লিখিয়া একত্র সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিব; আর যদি কেহ এই বিষয়ে কোন কথা জানিতে চান অথবা কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন তাহাও আমরা যথাসাধ্য জানাইতে প্রয়াস পাইব।

নিতান্ত ভরিত হৃদয়ে আমরা প্রকাশ করিতেছি আমাদের বহু করণীয় যেন তাঁহার নিকটে ছিল। আমরা অনুপযুক্ত বলিয়াই তিনি যেন আমাদের স্থূল নয়নের অন্তরালে গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার যে করুণার্দ্র হৃদয় আমরা দেখিয়াছি তাহাতে ভরসা করিয়া বলিতে পারি তিনি যেখানেই থাকুন আমরা কাতর প্রাণে তাঁহার নিকট যাহা প্রার্থনা করিব তিনি তাহাই পূর্ণ করিবেন। ভগবান্ ভৃগুদেবও তাঁহার জন্মকুণ্ডলীতে তাহা পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করিয়াছেন।

আগামী বারে আমরা অবতার সন্দর্ভে তাঁহার উপদেশ সমস্ত সংগ্রহ করিব।

বিদ্যালয়ে পারিতোষিক।

জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মফলের বশবর্ত্তী হইয়া, বর্ত্তমান জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের সূক্ষ্মতত্ত্ব সর্ব্বথা শিরোধার্য্য করিয়া আমাদের মনে হয়, বর্ত্তমান জীবনের মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে যে যে কর্ম্ম আচরিত হয় তাহা সাধারণতঃ বাল্যজীবনের শিক্ষানুযায়ী। প্রথমতঃ পিতামাতার সংসারে কর্ম্মধারা বালকগণ অদ্ভুত শক্তি বলে নিরীক্ষণ করিতে থাকে। পিতা মাতা যদি সততঃ প্রতারক, মিথ্যাবাদী, আচারভ্রষ্ট হইয়া সংসারে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম করিতে থাকেন, সেই পিতামাতার সন্তানগণ অবাধে ঐ পথ অনুসরণ করিবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আর পিতা মাতা সচ্চরিত্র ও ধর্ম্মপরায়ণ হইলে সন্তানগণও নিশ্চয়ই চরিত্রবান ও

ধার্ম্মিক হইবে। তবে কদাচিৎ ক্ষেত্র বিশেষে কখন কখন উক্ত নিয়মের বিপরীত ভাবও লক্ষিত হয়। বালক ও যুবকগণ এই পরীক্ষাক্ষেত্রে কর্ম্মাচরণ করিতে করিতে যথেষ্ট জ্ঞানোপার্জ্জন করে ও জীবনের মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে সেই জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতানুসারে জীবন সমাপন করে।

কোন বালককে উন্নতমনা, চরিত্রবান ও ধার্ম্মিক করিতে হইলে পিতামাতার বালকের জ্ঞান সঞ্চার হইবার সময় হইতেই কর্ম্মাচরণকালে স্বয়ং সাবধান হওয়া অতি কর্ত্তব্য। পরে বিদ্যালয়ে সৎগুরু সাহায্যে বালকের যাহাতে সুশিক্ষা হয় তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। বিদ্যালয়ে প্রবেশ করাইয়া দিয়া পিতামাতার কিয়ৎপরিমাণে দায়িত্বের লাঘবতা হয় বটে, কিন্তু অপর দিকে শিক্ষক মহাশয়ের অতি মহৎ ভার স্কন্ধে পড়ে। বর্ত্তমান যুগের শিক্ষকগণ ভারতক্ষেত্রের পুরাকালের গুরুগণের ন্যায় শিষ্য বা ছাত্রগণের শিক্ষা দীক্ষা সম্বন্ধে যে মনোযোগী নহেন তাহা এক প্রকার সর্ব্ববাদী সম্মত। তবে তাঁহারা যে তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের পরিমাণ অন্তরে অন্তরে অনুভব করেন না এমত নহে, তবে নানা কারণে তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম পূর্ণ মাত্রায় সম্পন্ন করিতে পারেন না। কথিত আছে পুরাকালের গুরুগণ সকল প্রকৃতির বালককে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইতেন না। যখন বুঝিতেন বালকটি তাঁহার শিষ্য হইবার উপযুক্ত পাত্র তখনই মাত্র তাহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিতেন, ইহার শত শত গল্প কথা আছে। কথিত আছে, কোন এক ভূপতি তাঁহার একমাত্র পুত্রকে তাঁহার অধীকার ভুক্ত স্থানে বাস এমত একজন গুরুকে, শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি ভূপতিকে বলেন যে "মহারাজ আপনার পুত্রটীকে আমার নিকট তিন মাসকাল রাখিতে হইবে। আমি যদি দেখি, বালকটি আমার শিষ্য হইবার উপযুক্ত পাত্র, তাহা হইলে আমি তাহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিব নতুবা নহে।" মহারাজ উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইয়া পুত্রটীকে ঋষি হস্তে সমর্পণ করেন। ঋষি মহোদয় বালটীকে প্রথমে কোন পাঠাভ্যাস করিতে না দিয়া তিন মাসকাল পরে, তাহাকে সম্মুখে বসাইয়া একটি প্রশ্ন করেন। প্রশ্নটি এই—"রাজকুমার! রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া অবধি এই তপোবনে তোমার মনে কোন্ বস্তুর অভাব অনুভব হইতেছে, আর অপর কি কষ্ট হইতেছে, তাহা যথাযথ বল।" রাজপুত্র উত্তর করেন—"দেব! আমার কোনও খাদ্য সামগ্রীর, কোন সাজ সজ্জার, অভাবজনিত কষ্ট অনুভব হয় নাই, আমি ফল মূল আহার করিয়া ও সামান্য পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া

সুখে আছি, কেবল মাত্র আমার একটী হস্তীশিশুর অভাব জনিত অহঃরহঃ মনে কষ্ট হইতেছে, হস্তীশিশুটিকে আমি বড়ই যত্ন করিতাম; এখানে তাহাকে দেখিতে না পাইয়া মনে দারুণ কষ্ট হইতেছে, যে দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছি সেইদিকেই যেন হস্তীশিশুকে দেখিতেছি।” ঋষি বুঝিলেন, ইহা অতি শুভ লক্ষণ, যদি এই রাজপুত্রকে শিক্ষা দীক্ষা দিয়া তাহার মনকে হস্তীশিশুর দিক হইতে ফিরাইয়া দিয়া, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরের দিকে ধাবিত করাইয়া দিতে পারি তাহা হইলে এই রাজপুত্র আমার সর্ব্বপ্রধান শিষ্য হইবে—রাজকুমার হস্তীশিশুর ন্যায় সর্ব্বত্র—ঊর্দ্ধে, পাতালে, চতুর্দ্দিকে নারায়ণকে দেখিতে থাকিবে—একজন মহাযোগী হইবে—তামার গৌরব বৃদ্ধি হইবে—আমি ধন্য হইব। এদিকে মহারাজ তিন মাস পরে অতি উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে ঋষি মহোদয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পরম পুলকিত হৃদয়ে তাঁহার একমাত্র প্রাণসম পুত্রকে ঋষি হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বগৃহে গমন করেন।

বর্ত্তমান কালে উক্তবিধ গুরুও নাই, উক্তবিধ শিষ্য হইবার যোগ্য পাত্রও নাই। তবে শিক্ষক ও ছাত্রদিগের কিয়ৎ পরিমাণেও যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। সেই কর্ত্তব্য কর্ম্মানুসারে, শিক্ষকগণের উচিত ছাত্রগণ কিয়ৎপরিমাণেও যদি চরিত্রবান হয়, কিয়ৎপরিমাণেও যদি ধার্ম্মিক হয়, কিয়ৎপরিমাণেও যদি তাঁহার ছাত্রেরা তাহাদের মনপ্রাণকে ভগবৎমুখী করিতে শিক্ষা করে তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

এ সম্বন্ধে আমাদের যে একটি উপায় বা পন্থা মনে সতত জাগরিত হইয়া থাকে তাহাই সকল শিক্ষকগণকে, সকল ছাত্রগণকে, এমন কি সকল পিতামাতাকে ও শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণকে, তাঁহাদের বিবেচনার জন্য জ্ঞাত করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম মনে করি এবং সেইজন্যই এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের উৎপত্তি। সাধারণতঃ ৩৬৬ দিনে বৎসর গণনা করিয়া শিক্ষকগণের প্রত্যেক দ্বাদশ বর্ষীয় ও তদূর্দ্ধবর্ষীয় বালকগণকে ৩৬৬ পাতাযুক্ত একখানি সাদা খাতা রাখিবার আদেশ দেওয়া উচিত। আমরা যেমন নিত্য তারিখের আয় ব্যয়ের হিসাব রাখি, তাহাদের সেই মত ঐ খাতায় আয় ব্যয়ের হিসাব রাখিবার জন্য কঠিন নিয়ম বিধিবদ্ধ করা উচিত। ঐ খাতায় বালকগণ যথাজ্ঞানে প্রত্যহ, তাহাদের আচরিত ভাল মন্দ কর্ম্মের তালিকা লিপিবদ্ধ করে এমত ব্যবস্থা করা উচিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহার আমরা নিম্নে সংক্ষিপ্ত প্রণালী দিলাম।

জমা ———	খরচ——
১লা বৈশাখ	১লা বৈশাখ
(ক) শয্যাত্যাগ করিয়া গৃহ দবতাকে ভক্তিভরে প্রণাম।	(ক) নিদ্রিতা মাতার অঞ্চল হইতে চারি পয়সা লওয়া ও উহাতে ক্রিড়ার জন্য বল খরিদ।
(খ) পিতাকে ও মাতাকে প্রণাম।	(খ) ৮টী মিথ্যা কথা বলা
(গ) জলযোগের পয়সা হইতে একটি পয়সা অন্ধকে দান।	(গ) পরনিন্দা
(ঘ) শ্রীকৃষ্ণচরিত পাঠ।	(ঘ) নির্দ্দোষ ভ্রাতাকে আঘাত কর
(ঙ) শ্রীরামচরিত পাঠ	(ঙ) কুৎসিৎ গীত গান
ইত্যাদি। -	ইত্যাদি।—

এই আয় ব্যয়ের খাতা যদি শিক্ষক মহাশয় মাসের শেষ দিবসে পরীক্ষা করিয়া স্বয়ং কৈফিয়ৎ কাটিয়া দেন. এবং কোন ছাত্রের জমা বেশী ও খরচ কম পূর্ব্বোক্ত ঋষির ন্যায় কৌশলে পরীক্ষা করিয়া তাহাকে পারিতোষিক দিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন, তাহা হইলে ছাত্রগণের ঐহিক ও পারত্রিক মহা উপকার করা হয়, সমাজের ও দেশের উপকার করা হয় এবং ভারতের পূর্ব্ব গৌরব রক্ষা করা হয়।

শ্রেষ্ঠ ছাত্রকে কি প্রকার গ্রন্থ পুরস্কার দেওয়া উচিত তাহা লেখা বাহুল্য মাত্র। ছাত্রের জ্ঞান ও বুদ্ধি পরীক্ষা করিয়া ও জমার অল্লাধিক বিচার করিয়া কাহাকেও মহা গ্রন্থ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীরামায়ণ, বেদান্তসূত্র দেওয়া উচিত, কাহাকেও বা ৺মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, কাহাকেও বা স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের, কাহাকেও বা ৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবন চরিত পুরস্কার দেওয়া উচিত। জীবনচরিত পাঠে যে ছাত্রগণের নানাপ্রকার শিক্ষা ও অর্থোন্নতির চেষ্টা বৃদ্ধি হয় তাহা লেখা বাহুলতা মাত্র। ইতি

শ্রীজ্ঞানানন্দ দেবশর্ম্মাঃ
(রায় চৌধুরী)
৭৭।১ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
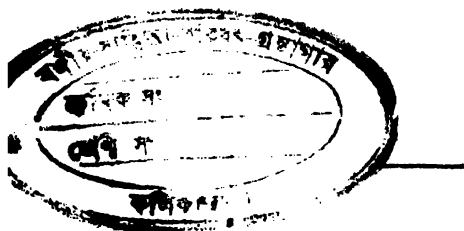
সতী মাহাত্ম্য

তৃতীয় চিত্র পৌরাণিক কাহিনী

উজ্জয়িণীতে ব্রাহ্মণ দেবদত্তের বাস। ব্রাহ্মণ যৌবনে যথেচ্ছাচারের ফলে ধনের সহিত স্বাস্থ্য বিসর্জ্জন দিয় এক্ষণে কুষ্ঠ ব্যাধি গ্রস্থ হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। সুরপুরী সদৃশ নিজ বিশাল ভবন উত্তমর্ণের করে সমর্পণ করিয়া এক্ষণে রাজধানীর শেষ প্রান্তে জীর্ণ তৃণ কুটীরে দিন যাপন করিতেছেন। যাঁহার প্রসাদ আকাঙ্ক্ষায় কত শত নর নারী সর্ব্বদা অবহিত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত এক্ষণে ধর্ম্মপত্নী ইন্দুমতী ভিন্ন অন্য কোনও সঙ্গী নাই। পূর্ব্বে কত কত মহার্হ্য আহার্য্য দ্রব্য ভুক্তাবশিষ্ট হইয়া আহার পাত্রে পড়িয়া থাকিত এক্ষণে পত্নীর ভিক্ষা লব্ধ যথাকথঞ্চিৎ আহার্য্যে ক্ষুন্নিবারণ করিতে হয়। সুখের দিনে সামান্য ভৃত্য বর্গও যে তাহার ও পরিধেয় ব্যবহার করিত না, এক্ষণে তদপেক্ষা কদর্য্য আহারে জঠর জ্বালা নিবারণ করিতে হয়। এপর্য্যন্ত কোনও আত্মীয় বন্ধু দর্শন দান করেন নাই। ঘৃণিত ব্যাধির ভয়ে ও পাছে সাহায্য করিতে হয় এই ভয়ে কেহই আসিতেন না। এক্ষণে আত্মীয় বলিতে, বন্ধু বলিতে, দাসী বলিতে, এক-মাত্র পত্নীইন্দুমতী ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই।

ইন্দুমতী পরমা সুন্দরী ও পূর্ণ যৌবনা। ইহার পিতা একজন কুলপতি মহর্ষি। জামাতার দুরবস্থার বিষয় লোক পরম্পরায় অবগত হইয়া, কন্যা ও জামাতাকে লইতে আসিয়া ছিলেন।

তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া ইন্দুমতী বলিলেন "পিতঃ আমি আপনার নিকটেই শিক্ষা পাইয়াছি যে, দুরবস্থার দিনে কখনও আত্মীয় স্থলে গমন করা উচিত নয়।" পিতা আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। যদি শ্রীভগবানের কৃপায় আপনার জামাতা পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়েন, তবেই আবার আমি আপনার ও জননীর চরণ বন্দনা করিতে যাইব। কন্যার এইরূপ বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া ঋষিবর তাঁহাকে বর প্রদান করিয়াছিলেন, "বৎসে! আশীর্ব্বাদ করি অচিরে সেইদিন উপস্থিত হউক; জামাতা রোগমুক্ত হউন, ব্রহ্মবিদ হউন; এবং সর্ব্বোপরি শ্রীভগবান তোমাদের সর্ব্ববিধ মঙ্গল করুন।" এইরূপ আশীর্ব্বাদান্তে ইন্দুমতীর পিতা প্রস্থান করিলেন।

ইন্দুমতী আপনা হারা হইয়া স্বামীর সেবা ও শুশ্রূষা করেন। সুখের দিনে যে স্বামীকে মাসান্তেও দর্শন করেন নাই; কখনও স্বামীর সেবা করিয়া আপনার নারী জন্ম চরিতার্থ করেন নাই, সেই স্বামীকেই সেবা যত্ন করিয়া এক্ষণে আপনাকে ধন্য বোধ করিতেছেন।

স্বামীর নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়া নিজ নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম সমাপনান্তে গৃহ পরিষ্কার করিয়া স্বামীর নিদ্রাভঙ্গের জন্য অপেক্ষা করিতেন।

পরে স্বামীকে উঠাইয়া তাঁহার শৌচাদি কার্য্য সমাপন করাইয়া মুখ প্রক্ষালন করাইয়া দিতেন। তৎপরে ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা ক্ষত সকল ধৌত করিয়া দিতেন; তৈল মর্দ্দন করাইয়া স্নান করাইতেন ও ক্ষত গুলিতে ঔষধ লেপন করিয়া কিঞ্চিৎ আহার করাইয়া স্বামীকে সুস্থ করিয়া ভিক্ষায় বাহির হইতেন। পরিচিত দুই চারি স্থানে ভিক্ষাগ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে আগমন করিয়া স্বামীকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া রন্ধনাদি কার্য্য সমাপন করিতেন। পরে পতিকে আহার করাইয়া ও নিজে আহার করিয়া সত্বর গৃহকর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক স্বামীর নিকট উপবেশনান্তে স্বামীর ইচ্ছানুরূপ সেবা করিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিতে চেষ্টা করিতেন।

এইরূপে কিছু কাল গত হইল। ইন্দুমতীর যথাসাধ্য শুশ্রূষা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে দেবদত্ত এতদিনে নিজ পূর্ব্বাবস্থা বিস্মৃত হইতে লাগিলেন। একদা দেবদত্ত ইন্দুমতীকে বলিলেন, "তুমি আমার জন্য নিত্য স্নানার্থ জল আনয়ন কর। আমার ইচ্ছা একদা সাধারণের স্নানার্থ জলাশয়ে যাইয়া অবগাহন স্নান করিয়া আসি। এবিষয় তোমার মত কি বল।" ইন্দুমতী কহিলেন, "ইহাতে আমার অন্য মত নাই। আপনার যাহা অভিরুচি তাহাই হইবে। কল্য প্রত্যুষে আপনাকে চন্দন সরোবরে স্নান করাইয়া আনিব। নগরবাসী সকল সরোবরে আসিবার পূর্ব্বেই আমরা স্নান কার্য্য সমাপন করিব।" এইরূপ স্থির হইয়া রহিল।

পরদিন প্রত্যূষে ইন্দুমতী গাত্রোত্থান করিয়া দেবদত্তকে জাগরিত করিলেন। উষ্ণ বারিতে মুখ প্রক্ষালন ও ক্ষত ধৌত করিয়া ও তৈল মর্দ্দনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ইন্দুমতী স্বামীকে স্কন্ধে করিয়া সরোবরের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। সরোবরে যাইয়া স্বামীকে স্নান করাইয়া ঘাটের একপার্শ্বে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং স্নান করিয়া আসিলেন। স্নান

করিয়া আসিয়া দেখেন পরবর্ত্তী ঘাটে একটি রূপ লাবণ্য সম্পন্না ললনা নানারূপ ভঙ্গিমাতে জল কেলি করিতেছেন এবং দেবদত্ত পলকহীন নেত্রে তাহাই নিরীক্ষণ করিতেছেন। পত্নীকে সম্মুখে দেখিয়া দেবদত্ত ঈষৎ লজ্জিত হইয়া পত্নীর স্কন্দে আরোহণ পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

কিছুদিন পরে ইন্দুমতী লক্ষ্য করিলেন যে তাঁহার স্বামী সর্ব্বদাই বিষন্ন হইয়া থাকেন। রাত্রে নিদ্রা নাই, অতি ধীরে সময় সময় দীর্ঘ শ্বাস বহিতেছে এবং তাঁহার শরীর ক্রমশঃ শীর্ণ হইতেছে। এইরূপ দেখিয়া একদা ইন্দুমতী তাঁহার স্বামীকে অতি বিনীত ভাবে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। "হে প্রভো! আপনাকে এইরূপ বিমনায়মান দেখিতেছি কেন? আপনার কোন অসুখ উপস্থিত হইয়াছে না আমার সেবার কোনও ব্যতিক্রম হইয়াছে? আপনাকে এইরূপ দেখিয়া আমি বড়ই মনঃক্লেশ পাইতেছি। আপনার মনঃকষ্টের বহু কারণ বিদ্যমান থাকিলেও সম্প্রতি এরূপ ভাবান্তরের কারণ কি, আমায় বলুন। দেখি, যদি কোনও উপায় উদ্ভাবন করিতে পারি।

তখন দেবদত্ত অত্যন্ত অনুতপ্ত স্বরে বলিতে লাগিলেন, সাধ্বী, আমার মনোকষ্টের কারণ মনে করিতেও লজ্জা বোধ হয়। আমার যেরূপ কলুষিত মন সেইরূপ পাপ বাসনার এখনও নিবৃত্তি হয় নাই। কুষ্ঠ ব্যধিগ্রস্থ দীন হীন কাঙ্গালের মনোভিলাষ শ্রবণ করিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিবে না। বামনে চাঁদ ধরিবার ন্যায় আমারও ইচ্ছা হইয়াছে, শুন— নগরের শ্রেষ্ঠ গায়িকা বিদ্যুৎলেখাকে সেইদিন সরোবরে জল কেলি করিতে দেখিয়া তাহার সেই কিন্নর কণ্ঠের গীত শ্রবণের বাসনা হইয়াছে। তুমি এপর্য্যন্ত দেখিয়াছ আমি বাসনা দমন করিতে অভ্যস্থ নহি। আমার সমস্ত দুঃখের প্রধান কারণ এই প্রবল বাসনা,—এই বাসনাই আমায় দগ্ধীভূত করিতেছে। এই বিদ্যুল্লেখা আমার গৃহে বহুবার নৃত্যগীত করিয়া আমার মনোরঞ্জন করিয়াছে। আমি উহার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছি। এই বারাঙ্গনা বিদ্যাবতী সুশীলা ও ধর্ম্মপরায়ণা আমি বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি। এখনও স্বভাব দোষে আমি ক্লেশ পাইতেছি। তোমার সেবার কোনও ত্রুটি হয় নাই, প্রিয়ে! আমার এমন অমূল্য রত্ন গৃহ আলোকিত করিয়া রহিয়াছে, তথাপি খদ্যোতের আলোকে নয়ন মুগ্ধ হয় কেন?

তুমি কোন ক্ষোভ করিও না, কিছুদিন পরেই মনের এভাব আপনিই গত হইবে।

আমার পূর্ব্বের ব্যবহার ও তোমার এখনকার এই অক্লান্ত সেবা স্মরণ করিয়া আমি সময়ে সময়ে অত্যন্ত লজ্জানুভব করি। জানি না, তোমার ন্যায় দেবীর এইরূপ পামর স্বামী, তোমার কোন কর্ম্মের ফল? আমার জীবনে ধিক্কার জন্মিয়াছে। সে যাই হোক্! সতী তোমার পৌরাণিক আখ্যান গুলি গল্পচ্ছলে বল। এ আলোচনা এই খানেই থাকুক! আর অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

ইন্দুমতী পতির ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইলেন। বিদ্যুৎ লেখার এক দাসীর নিকট আপনার কাহিনী বিবৃত করিয়া তাহার কর ধারণ পূর্ব্বক অত্যন্ত কাতর ভাবে কহিলেন, মাতা এই সময়ে যদি তুমি আমায় কিছু সাহায্য কর তবে বোধ হয় স্বামীর শেষ সাধ পূর্ণ করিতে পারি। পরিচারিকা তৎক্ষণেই কহিল "জননি আমায় তোমা হেন সতী সাবিত্রী এতদূর সম্মান দেওয়ায় আমি আত্মহারা হইতেছি। যদিও প্রভুর বিনা অনুমতিতে কোন কার্য্য করা বেতন ভোগী ভৃত্যের উচিত নহে তথাপিও আমি আপনার বাক্যে সম্মত হইলাম। আমাকে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন। ইন্দুমতী শেষ রাত্রিতে গৃহের দ্বার খুলিয়া রাখিতে বলিলেন। দাসী স্বীকৃত হইল। রজনীর তৃতীয় যামে ইন্দুমতী শয্যা ত্যাগ করিয়া বিদ্যুল্লেখার আলয়ে উপস্থিত হইয়া গৃহদ্বারে করাঘাত করিবামাত্র দ্বার খুলিয়া গেল। দাসী পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে দ্বারের অর্গল খুলিয়া রাখিয়াছিল। ইন্দুমতী নীরবে অতি ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া অতি সন্তর্পণে গৃহকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। অতি নিপুণ হস্তে পরিপাটি রূপে গৃহের আলিন্দ প্রাঙ্গন সুপরিষ্কৃত করিলেন। স্নানের গৃহে স্নানের জল ও বসনাদি যাহা কিছু প্রয়োজনীয় তাহাও সকল সজ্জিত করিয়া রাখিলেন। এইরূপে অতি শীঘ্র গৃহ কর্ম্ম সমাপন করিয়া নিজ গৃহে গমন পূর্ব্বক নিজ নিত্য কর্ম্ম সমাপন করিতে লাগিলেন।

এদিকে বিদ্যুল্লেখা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া শয়ন গৃহের বাহির হইয়া ঘরদ্বার অঙ্গনের শ্রী দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। স্নানের গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন যে আজ দাসীর আমার একি হইল? এই গৃহে বহুদিন কর্ম্ম করিয়া স্থবির হইল

কখনও ত এরূপ কর্ম্মের কুশলতা দেখি নাই। আজ নয়ন মনের প্রীতিপদ এরূপ কর্ম্ম উহার হস্তের বলিয়া ত মনে হয় না। যাহা হউক উহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাউক। এই চিন্তা করিয়া দাসীকে সুধাইতেই দাসী সকল কর্ম্ম নিজ কৃত বলিয়া জানাইল। এইরূপ ৩।৪ দিন যাবৎ ইন্দুমতী গৃহকর্ম্ম করিয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমে বিদ্যুল্লেখার সন্দেহ হইল যে ইহা অশিক্ষিত দাসীর কর্ম্ম নহে। প্রত্যেকটী কর্ম্মে সুশিক্ষিত পটু হস্তের আভাষ পাওয়া যাইতেছে। অন্তরে সন্দেহ হইতেই বিদ্যুল্লেখা সন্দেহ নিরাকরণ মানসে সে দিন রাত্রি জাগরণ পূর্ব্বক উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। সে দিন অমনি ত্রিযামা রজনীতে যখন ইন্দুমতি অতি সন্তর্পণে গৃহকর্ম্ম করিতেছেন এমন সময়ে বিদ্যুল্লেখা তথায় আগমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন। কে তুমি এত রাত্রে আমার অজ্ঞাতসারে আমার গৃহে চোরের ন্যায় প্রবেশ করিয়াছ? গৃহ স্বামিনীর উপস্থিতিতে ইন্দুমতী নতবদনে দণ্ডায়মানা রহিলেন, তখন তাঁহার রূপলাবণ্য দর্শনে বিদ্যুৎ চমকিত হইয়া যুক্তকরে কহিলেন রূপে লক্ষ্মীস্বরূপিণী কে মা, তুমি? এই অধমার গৃহে নীচ পরিচর্য্যা কার্য্যে রত হইয়া আমায় পাপভাগী করিতেছেন, আপন পরিচয় দিয়া আমার সংশয় দূর করুন। ইন্দুমতী কহিলেন তোমার পরিচারীকাকে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা কর। তখন বিদ্যুল্লেখা নিজ দাসীকে আহ্বান করাতে দাসী আসিয়া ইন্দুমতীর সকল বিবরণ আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিল। তদ্শ্রবণে বিদ্যুল্লেখা অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া অত্যন্ত সম্ভ্রম সহকারে প্রণত হইয়া কহিতে লাগিল, "ভগিনি আমি জ্ঞানতঃ তোমার নিকট কোনও অপরাধ করি নাই যে জন্য তুমি এরূপ কর্ম্ম করিয়া আমায় নিরয়গামিনী কর। একে তুমি লোক নমস্যা ব্রাহ্মণ তনয়া তাহাতে দ্বিজবর দেবদত্তের সহধর্ম্মিণী। তুমি আমার গৃহে এরূপ নীচ সেবা করিয়া আমায় অধিকতর পাপভাগিনী করিতেছ কেন? যে মহাভাগ দেবদত্ত পূর্ব্বে আমার সঙ্গীত শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া বহু স্বর্ণ দান করিয়াছেন, এক্ষণে সেই মহাত্মা দেবদত্তের পত্নী ঘোর নিশাকালে আমার গৃহকর্ম্ম করিতেছেন কোন প্রয়োজনে, বুঝিতে পারিতেছি না। আমি আপনাদিগের অবস্থা বিপর্য্যয়ের সংবাদ বহু পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম। এক্ষণে আমার নিকট কোন্ অভিপ্রায়ে আসিয়াছেন প্রকাশ করিয়া বলুন। ইন্দুমতী ধীরে ধীরে আপনার কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিলেন। সকল শুনিয়া বিদ্যুল্লেখা বলিলেন ভগিনি! আমার জীবনের

কিঞ্চিৎ ঘটনা আপনার নিকটে বিবৃত করিতেছি শ্রবণ করুন। "আমি গণিকার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি বটে কিন্তু কখনও অসৎবৃত্তি গ্রহণ করি নাই। বাল্যকালে গণিকার দুঃখময় জীবন দর্শন করিয়া আমার মনে দৃঢ়-সঙ্কল্প জন্মিয়াছিল প্রাণান্তেও পাপপথে পদার্পণ করিব না আমার জননী বহুবিত্ত লাভের আশায় বহু অর্থব্যয়ে আমায় সঙ্গীত শিক্ষা দিয়াছিলেন। আমি প্রথম প্রথম কোনও পুরুষের সম্মুখে গাহিতে পারিতাম না। সর্ব্বদা মাতা ভৎর্সনা করিতেন যে তোর প্রতি অকারণে অর্থব্যয় করিয়াছি সেগুলি থাকিলে আমার শেষদশায় অর্থ চিন্তা করিতে হইত না; নিত্য এইরূপে ভৎর্সিতা হইয়া উপায় উদ্ভাবন করিলাম। আমার সঙ্গীত শিক্ষকগণের দ্বারায় নগরে প্রচার করিয়া দিলাম যে আমার ন্যায় সঙ্গীতনিপুণা ও রূপবতী কুত্রাপি নাই। যিনি আমার নিজগৃহে গীতশ্রবণার্থে আসিবেন লক্ষ মুদ্রা দর্শনী ভিন্ন আমার দেখা পাইবেন না। যদি কেহ তাঁহার নিজ গৃহে সঙ্গীত শুনিবার মানস করেন তবে উহার দ্বিগুণ মুদ্রা দিতে হইবে। ইহাতে আমার এক উপকার হইল এই সর্ব্ব সাধারণে আমার দর্শন পাইত না। ইহাতে আমার সঙ্গীত চর্চ্চার সুবিধা হইল। এইরূপ প্রচারের ফলে বহু গুণী ব্যক্তির আগমন হইতে লাগিল। তাহার ফলে আমার সঙ্গীতের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

কিন্তু নগরে ধনীর অভাব নাই। প্রথমেই আপনার পতির গৃহে নিমন্ত্রণ হয়। এইরূপ মধ্যে মধ্যে কয়েক স্থলে নিমন্ত্রিতা হইয়াছিলাম। আমার সঙ্গীত আপনার প্রাসাদে বহুবার হইয়াছে। আজি আমি বহু অর্থশালিনী হইয়া ও ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছি। লক্ষ মুদ্রা আমার সঙ্গীতের মূল্য বলিয়া জনসাধারণে আমার নাম লক্ষহীরা দিয়াছে।

আপনি আগত সন্ধ্যায় আপনার পতীকে লইয়া আসিবেন। আমি তাঁহাকে গান শুনাইয়া পরিতুষ্ট করিব। আপনার পবিত্র পদরজ স্পর্শে আমার জীবন ধন্য হইল।

ইন্দুমতী হৃষ্টান্তঃকরণে নিজ কুটীরে গমন করিলেন। নিয়মিত পতীসেবা করিয়া জানাইলেন যে আজ লক্ষহীরার আবাসে তাঁহাকে লইয়া যাইবার সকল আয়োজন করিয়াছেন। ইন্দুমতীর কথিত সকল কাহিনী শুনিয়া দেবদত্ত আনন্দে অধীর হইলেন। দুইদণ্ড বেলা থাকিতে থাকিতে পত্নীদত্ত বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া দিবাবসানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া সত্বর আহারাদি

সম্পন্ন করিয়া ইন্দুমতী নিজ পতীকে স্কন্ধে লইয়া লক্ষহীরার আবাসে উপনীত হইলেন। তথায় লক্ষহীরা ও পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে সজ্জিত হইয়াছিলেন। উহারা উপস্থিত হইবামাত্র লক্ষহীরা উঁহাদিগকে বহু সম্মান পুরঃসর উত্তম আসনে উপবেশন করাইয়া কুশল প্রশ্নাদি করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে সঙ্গীত আরম্ভ হইল। বহু রাত্রি পর্য্যন্ত গীতবাদ্য শ্রবণে ব্রাহ্মণ বহুদিন পরে পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। রুগ্ন দুর্ব্বল শরীরে বহুক্ষণ বসিয়া থাকায় ব্রাহ্মণ পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন। পিপাসার্ত্ত হইয়া পানীয় প্রার্থনা করিতে বিদ্যুল্লেখা মৃত্তিকা পাত্রে বিশুদ্ধ গঙ্গোদক পূর্ণ করিয়া ও রৌপ্য-পাত্রে করিয়া সুগন্ধ কূপোদক আনিয়া সম্মুখে উপস্থিত করিলে দেবদত্ত গঙ্গা-বারি লইয়া পান করিলেন। তখন লক্ষহীরা কহিতে লাগিলেন মহাভাগ রৌপ্য পাত্রের স্বচ্ছ কূপোদক ফেলিয়া রাখিয়া আপনি মৃণ্ময়পাত্রের অপরিষ্কৃত সুরধুনীর জল পান করিলেন কেন জানিতে ইচ্ছা করি? দেবদত্ত কহিলেন "শুভে! সুপেয় হইলেও পবিত্র জাহ্নবী বারি ত্যাগ করিয়া কূপের জলে প্রবৃত্তি হইল না। তখন বিদ্যুল্লেখা সহাস্যে কহিল দ্বিজবর এইতো আপনার দিব্যজ্ঞান রহিয়াছে দেখিতেছি। তবে সাধ্বী পত্নীর বিমল প্রেম ও শ্রদ্ধা ভক্তি সত্বেও বারাঙ্গনার উপর লোভ জন্মিয়াছিল কেন জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? আপনি বহু জন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফলে এই দেবীকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। সতীর অমর্য্যদা আর কখনও করিবেন না।

লক্ষহীরার বাক্য অবসানে দেবদত্ত কহিলেন হীরা তোমার কথায় আমার দৃষ্টি লাভ হইল। যথার্থই তোমার গৃহে আমার আগমন অন্যায় কার্য্য হইয়াছে ইহাতে আমার সাধ্বী পত্নীর অমর্য্যদা করা হইয়াছে নিশ্চয়। তবে চল ইন্দু রাত্রি গভীর হইয়াছে এইবার নিজ কুঠীরে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাউক। স্বামীর অনুজ্ঞা পাইবামাত্র ইন্দুমতী স্বামীকে স্কন্ধে আরোহণ করাইলেন, লক্ষহীরা কহিলেন মহাশয় অদ্য আমানিশার গভীর তিমিরাবৃত রাত্রি। এই অন্ধকার নিশায় একাকী আপনাদের গৃহে গমন অনুচিত হইতেছে। আজি আমার গৃহে রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতে গন্তব্য স্থানে গমন করিবেন। দেবদত্ত কহিলেন হীরা তুমি সতীর মর্য্যদা রক্ষা করিতে গিয়া নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছ। কিন্তু এ বিষয় যদি জনসাধারণে প্রকাশ হয় তাহা হইলে তোমায় কতই বিপদগ্রস্ত হইতে ও কতই লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে তাহা একবার মনে

স্মরণ কর। তুমি চিন্তা করিও না সাধ্বীর পুণ্য প্রভাবে কোন বিপদ ঘটিবে না।

লক্ষহীরা কহিলেন "অনুমতি করুন সঙ্গে আলোক লইয়া একজন লোক যাউক! নহিলে অন্ধকারে পথভ্রম হইলে দেবী এই নিশাকালে আপনাকে লইয়া অত্যন্ত ক্লেশ পাইবেন। আপনারও রুগ্ন শরীরে অত্যন্ত ক্লেশ হইবে। ব্রাহ্মণ আর বাদানুবাদ না করিয়া পত্নীকে গমনের অনুমতি দিলেন। রজনী গভীর, আমানিশার গাঢ় অন্ধকারে অতি নিকটের বস্তুও লক্ষ্য হয় না। নগরী যেন মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। কেবল মধ্যে মধ্যে শিবাদল চীৎকার করিয়া রজনীর গভীরতা আরও বৃদ্ধি করিতেছে।

প্রকৃতির এইরূপ ভয়াবহ মূর্ত্তি দর্শনে ইন্দুমতী মনে মনে শিহরিয়া নারায়ণ স্মরণ করিয়া ধীরে ধীরে পতীকে লইয়া চলিলেন। এই তামসী নিশায় সত্যই সাধ্বী পথভ্রান্ত হইলেন। নিজ গন্তব্য পথ ভুলিয়া নিজের অজ্ঞাত বিপথে চলিলেন। এইরূপে বহুক্ষণ চলিয়া অতর্কিত ভাবে কোনও বস্তুর উপর আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। তখন ইন্দুমতী সভয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বিস্তার করিয়া দেখেন যে রাজ দ্বারের অপরাধীগণের দণ্ডস্থান মশানে আগমন করিয়াছেন। সম্মুখে যেন কোনও নর দেহ লম্বমান রহিয়াছে ও সেই মনুষ্য দেহ হইতে অতি ঘোর রবে উচ্চারিত হইতেছে, কেরে! কার মৃত্যু সন্নিকট হইয়াছে যে আমাকে অবজ্ঞা করিয়া আমার অঙ্গে পদাঘাত করিয়া আমার সমাধি ভঙ্গ করে। ইন্দুমতী ভয়ে ভয়ে কহিলেন আপনি কে মহাশয় আমি অন্ধকারে দেখিতে না পাইয়া আপনার উপর পতিত হইয়া আপনাকে আঘাত করিয়াছি আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা করুন। সম্মুখস্থ মূর্ত্তি বলিতে লাগিল আমি বিনা দোষে শূল দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছি লোকে আমায় মাণ্ডব্য মুনি বলিয়া থাকে। কিন্তু তুমি কে? তোমার স্কন্ধোপরি এক মনুষ্য মূর্ত্তি বোধ হইতেছে। শীঘ্র বল এই ঘোর রজনীতে একা নারী পথে চলিতেছ কেন।

ইন্দুমতী কহিলেন ব্রহ্মণ্ আমি এই নগরবাসী দেবদত্ত ব্রাহ্মণের পত্নী নাম ইন্দুমতী। স্কন্ধে আমার রুগ্ন অক্ষম পতী দেবদত্ত। স্বামীর কোন কার্য্যানুরোধে গৃহের বাহির হইয়াছিলাম এক্ষণে কার্য্য সারিয়া পতীকে লইয়া গৃহে গমন

করিতেছি। মুনি অতিশয় রোষ পরবশ হইয়া বজ্র কঠিন স্বরে কহিলেন পাপীয়সি! জানিলাম তুমি সেই কুষ্ঠ রোগী দেবদত্তের পত্নী, ইহাকে দুষ্ট ব্যাধিগ্রস্থ দৃষ্টে নগরবাসিগণ নগর প্রান্তে নিক্ষেপ করিয়াছে। তুমি সেই দুষ্টকে লইয়া যাইতে আমার অঙ্গে তাহার গলিত কুষ্ঠি ও চরণের আঘাত লাগিয়াছে। আমি অভিসম্পাৎ করিতেছি আজি রজনী প্রভাত হইলে তোর স্বামীর জীবন নাশ হইবে।

এই ভয়ঙ্কর শাপ বাণী শ্রবণে ইন্দুমতী হাহাকার করিয়া উঠিলেন। মাণ্ডব্য মুনিকে কাতর বচনে বহুবিধ স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু মুনিবর বলিলেন আমার বাক্য অমোঘ। প্রভাতে তোমার বৈধব্য অনিবার্য্য। তখন ইন্দুমতী বলিতে লাগিলেন কার সাধ্য আমার বৈধব্য সাধন করে। আমায় আপনি অজ্ঞাত দোষে দুষী করিয়া শাপ প্রদান করিলেন। আমি বলিতেছি যদি আমি প্রকৃতই সতী হই যদি সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞানে পতীর সেবা করিয়া থাকি তবে অদ্যাবধি রজনী প্রভাতও হইবে না। এই ত্রিযামা নিশা আমার অনুমতী ব্যতিরেকে একপল এক বিপল মাত্রও অগ্রসর হইও না। যদি প্রভাতে আমার স্বামী হীনা হইতে হয় তবে প্রভাত আর হইও না। এই বাক্য বলিয়া দৃঢ়ভাবে পদক্ষেপ করিয়া নিজ পতীকে বহন করিয়া ইন্দুমতী নিজ কুটীরে উপস্থিত হইলেন। এইরূপ অতর্কিত ঘটনা দর্শন করিয়া ভয়ে দেবদত্ত মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। পত্নীর স্কন্ধ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কহিতে লাগিলেন অহো ইন্দুমতি আমি তোমায় নানারূপে ক্লেশ দিয়া আবার বৈধব্য রূপ অপার দুঃখ সাগরে নিক্ষেপ করিলাম। যাহা হউক আমি তোমার নিকট অনেক অপরাধী আছি আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিও। ইমন্দুতী কহিলেন কাহার সাধ্য আমার নিকট হইতে আপনাকে এক ক্ষণেকের নিমিত্ত অপহরণ করিতে পারে?

মৃত্যুর কি সাধ্য প্রিয়তম আমার নিকট হইতে তোমায় হরণ করে। প্রভু আমার বাক্য কদাচ অন্যথা হইবে না। অদ্যাবধি রজনী প্রভাতা হইবে না। যদি বিধাতা কোনও উপায় করেন তবেই নিশাবসান হইবে সূর্য্যোদয় হইবে। নচেৎ এইরূপ ত্রিযামা রাত্রির শেষ হইবে না। তুমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছ আর আমার অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হইতেছে। শয়ন করিয়া শ্রান্তি অপনোদন করিতে ইচ্ছা কর প্রভু। দেবদত্ত কহিলেন ইন্দুমতী বিপ্রকুলে অতি কদাচারী আমার জন্ম হইয়াছিল। আমার কারণে জগতের

বিপর্য্যয় সঙ্ঘটিত হইল। তুমি তোমার বাক্য প্রত্যাহার কর। আমার ন্যায় দুষ্টের মরণই মঙ্গল।

ইন্দুমতী কহিলেন গত কর্ম্মের জন্য বৃথা অনুতাপ করিয়া কোনও ফল নাই। ভবিষ্যতে সাবধান থাকিবার চেষ্টা করাই উচিত। সুখ দুঃখ কেহ কাহাকেও দিতে পারে না। নিজকৃত কর্ম্ম ফলই জীবের সুখ দুঃখ দাতা। আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সদসৎ কর্ম্মই আমার অদৃষ্ট রূপে আমায় পরিচালিত করিতেছে। নচেৎ আপনি বাসনা পরিচালিত হইয়া এতাদৃশ দুঃখ ভোগ করিবেন কেন? আপনি যথাকালে গুরুগৃহে বাস ও সমগ্র বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন। গুরু দক্ষিণা দান করিয়া গুরুর অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহাশ্রমে আসিয়াছেন। পিতা মাতার অনুমতি অনুসারে দার পরিগ্রহণ করিয়াছেন। ধর্ম্মানুসারে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিতেছিলেন। পিতৃমাতৃ বিয়োগের পর সঙ্গদোষে পড়িয়া প্রবৃত্তি শ্রোতে ভাসমান হইয়া ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এতাদৃশ দারুণ দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। আপনার অন্তরে সমস্ত বেদের বাণী সুপ্ত ভাবে লীন রহিয়াছে। আপনি জড়ভাব পরিত্যাগ করুন। ব্রহ্ম ভাবকে উদ্‌বুদ্ধ করুন। পশ্চাত্তাপ ভুলিয়া যান। পূর্ব্বের ন্যায় একাসনে বসিয়া সেই পরমব্রহ্মের ধ্যানে মগ্ন হউন। এই নশ্বর জীবন গত হইলে সেই পরম পদ প্রাপ্ত হইবেন। "সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা।" এই বাণী চিন্তা করিয়া মনকে দৃঢ় করুন। মৃত্যুভয় ত্যাগ করুন রজনীর অবসান হইবে না।

তখন দেবদত্ত পত্নীর বাক্যে জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া প্রসন্ন চিত্তে পত্নীর সহিত একাসনে যোগে মগ্ন হইলেন। ইন্দুমতী আশ্বস্ত হইয়া স্বামীর পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক নিবাত নিষ্কম্প দীপের ন্যায় স্থির ভাবে রহিলেন। বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয় সমূহকে অন্তর্ম্মুখীন করিয়া পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

এদিকে প্রকৃতির বিপর্য্যয় উপস্থিত হওয়াতে জগৎ সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। জীবলোকে নানারূপ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল।

পশু পক্ষী মনুষ্য সকলেই অতি দীর্ঘ রাত্রির জন্য ভয়ে ও উৎকণ্ঠায় নিশা যাপন করিতে লাগিল। অতি দীর্ঘ অমা নিশি ত্রিযামাতেই স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। গ্রহ নক্ষত্রগণ অচঞ্চলভাবে নিজ নিজ কেন্দ্রে অবস্থিত রহিল। সকলে স্থির ভাবে সতীর আজ্ঞা পালন করিতে লাগিল।

এদিকে দেবলোকে দেবগণের মধ্যেও চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। দিনমণির উদয় অভাবে সমস্ত যাগ যজ্ঞ বন্ধ হইল। যজ্ঞীয় হবির অভাবে দেবতাগণ কৃশ ও মলিন হইলেন। এইরূপে ষষ্ঠ দিবারাত্রি গত হইলে দেবতাগণ ব্রহ্ম লোকে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। দেবগণকে এবম্বিধ মলিন ও কৃশ দর্শন করিয়া ব্রহ্মা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে দেবরাজ ইন্দ্র বলিতে লাগিলেন হে সর্ব্বলোক পিতামহ মাণ্ডব্য মুনি ও পরমা সতী ব্রাহ্মণী ইন্দুমতীর কলহের ফলে উভয়ে উভয়কে অভিসম্পাত করায় মর্ত্ত্যলোকে আজি সপ্তম দিন রজনী রূপে অতিবাহিত হইতেছে। যাগ যজ্ঞ বন্ধ রহিয়াছে। সুদীর্ঘ রাত্রি দেখিয়া জীব কুল ও মনুষ্যগণ অতি ভয়ে ভীত হইয়াছে। এক্ষণে যাহাতে ইন্দুমতীর স্বামীর প্রাণরক্ষা হয় ও ঋষি বাক্য মিথ্যা না হয় সত্বর তাহার উপায় উদ্ভাবন করুন। সকল বিষয় অবগত হইয়া কমলযোনী ব্রহ্মা দেবগণ সহ অত্রি মুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন। মহর্ষি অত্রি পত্নীসহ সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া পাদ্য অর্ঘ্য আসনাদি দ্বারায় যথাযথভাবে সকলের সমুচিত সংকার পূর্ব্বক গললগ্নী কৃতবাসে কহিতে লাগিলেন, হে পদ্মযোনি ও সমবেত দেববৃন্দ এই ঘোরা রজনীতে আমার আশ্রমে আপনারা কোন্ প্রয়োজনে আগমন করিয়াছেন বলুন? আপনাদের কোন্ অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে হইবে বলুন?

তখন ভগবান্ ব্রহ্মা বলিলেন, বৎস আমি অনুসূয়া দেবীর সাহায্য যাচ্ঞা করি। তুমি বোধ হয় এরূপ সুদীর্ঘ তামসী নিশি আর কখনও নয়ন গোচর কর নাই। নিশ্চয়ই যোগপ্রভাবে ইহার কারণ অবগত আছ। বৎসে অনুসূয়ে তুমি ভিন্ন সাধ্বী ইন্দুমতীর সহিত এ বিষয়ে কথোপকথন করিতে ও জগতের হিত প্রার্থনা করিতে অন্য কাহাকে উপযুক্ত দেখিতেছি না। দেবী অনুসূয়া বলিলেন হে পিতামহ ইন্দুমতীর পতীর প্রাণ ভিন্ন তাহাকে সম্মত করা কঠিন হইবে। কমলযোনী বলিলেন বৎসে তুমি নিজ সতীত্ব প্রভাবে ইন্দুমতীর স্বামীর প্রাণ রক্ষা করিবে ভরসা করি। তুমি যাও মা জগতের মঙ্গল সাধন কর ও সতীর প্রভাব দেখাইয়া জগৎবাসীকে মুগ্ধ কর। এই বলিয়া দেবতাগণ সহ ব্রহ্মা প্রস্থান করিলেন।

তখন সেই ঘোর রজনী কালে অনুসূয়া দেবী পতি সহ দেবদত্তের কুটীর উদ্দেশে গমন করিলেন। কুটীরে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে সতী পতি সহ একাসনে উপবেশন করিয়া ধ্যান মগ্না রহিয়াছেন অনুসূয়া দেবীর স্পর্শে ইন্দুমতী সম্বিৎপ্রাপ্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন। মাতঃ কে আপনি আমার এই সঙ্কট

সময়ে দুঃখিনীর কুটীরে আগমন করিয়াছেন। মাণ্ডব্য মুনির অভিশাপে আমার পতির প্রাণ সংশয় হইয়াছে।

দেবী সহাস্যে কহিলেন বৎসে আমি তাহা অবগত আছি। ইহাও জানি যে তোমার আজ্ঞায় এইরূপ সুদীর্ঘ রজনী হইয়াছে। ইন্দুমতী মুনিবর ও দেবীর চরণ প্রক্ষালন পূর্ব্বক উভয়কে আসন প্রদান করিলেন। পরে গললগ্নী বাসা হইয়া প্রণাম করিলেন। তখন মুনিদম্পতী উভয়ে অবৈধব্য হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনুসূয়া দেবী কহিলেন ইন্দুমতী আমি ব্রহ্মার নিয়োগানুসারে তোমার নিকট জগতের কল্যাণ ভিক্ষার্থে আসিয়াছি। জননি তুমি বর্ত্তমানে তোমার স্বামীর প্রাণ যাইবার নহে। মা সতীরাণি অনুমতি কর মা সর্ব্বরী প্রভাতা হউক। ধরিত্রী রক্ষা হউক। ইন্দুমতী কহিলেন অয়ি পতি দেবতে আমি আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে আমার পতির প্রাণ ও আমার প্রাণ আপনার হস্তে ন্যস্ত করিলাম। প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বামীর দেহ হইতে প্রাণ প্রয়াণ করিবে। তৎপূর্ব্বেই আমার প্রাণ দেহত্যাগ করিয়া যাইবে তবেই আপনার অবৈধব্য বাণী সার্থক হইবে। হে রজনি আমি অনুমতী করিতেছি প্রভাতা হও।

মৃত্যু আসন্ন জানিয়া দেবদত্তের অন্তরে তীব্র বৈরাগ্যোদয় হইয়াছিল। সমস্ত ইন্দ্রিয় নিচয় রোধ পূর্ব্বক স্থির চিত্তে ধ্যানমগ্ন থাকায় বাহ্যিক কোনও জ্ঞান না থাকাতে ইহাদের কথোপকথন কিছুই জানিতে বা শুনিতে পাইলেন না।

ইন্দুমতীর আজ্ঞায় ক্রমে ক্রমে শর্ব্বরী প্রভাত হইল। এই সময় ইন্দুমতী দেবদত্তের জীবন দানের প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক দেবী অনুসূয়া দেবদত্তের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণ পূর্ব্বক ধীরকণ্ঠে কহিলেন যদি আমি ও এই ইন্দুমতী কায়মন ও বাক্যে সতী হই নিজ নিজ পতী দেবতাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞানে অন্তরে বাহিরে পূজা করিয়া থাকি তবে সেই পুণ্য প্রভাবে এই দেবদত্তের জীবন মাণ্ডব্য মুনির বাক্য রক্ষার্থ দেহ হইতে বহির্গমন মাত্রেই দেহে পুনরাগমন করুক। দেবী এই বলিয়া নিমীলিত নয়নে দণ্ডায়মানা রহিলেন।

এদিকে মহামুনি অত্রি ও ইন্দুমতী দেখিতে লাগিলেন, ক্রমে ক্রমে নিশাবসান হইতে লাগিল। বিহঙ্গমগণ আনন্দে কূজন আরম্ভ করিল। প্রভাত বায়ু মন্দ মন্দ বিচরণ করিতে লাগিল, পূর্ব্বাকাশ উজ্জ্বল হইল। এ দিকে

দেবদত্তের শরীরে প্রাণ বায়ু অতি ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল। পূর্ব্বদিকে দিনমণি যেমন ঈষৎ মাত্র দর্শন দিলেন অমনি দেবদত্তের প্রাণ বায়ু বহির্গত হইল। তৎক্ষণেই অনুসূয়া দেবী তীব্রস্বরে কহিলেন প্রাণবায়ু পুনরাগমন করুক দেবীর বাক্যাবসানের সঙ্গে সঙ্গে দেবদত্ত নয়ন উন্মীলিত করিলেন। এই সময় আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, নগরবাসী সকল সপারিষদ রাজা মাণ্ডব্য মুনিকে অগ্রে করিয়া আগমন করিলেন। মাণ্ডব্য মুনি দেবদত্তকে পুনর্জ্জীবিত দর্শন করিয়া মহর্ষি অত্রিকে প্রণামান্তর অনুসূয়া দেবীকে কহিলেন সাধ্বী আমার অভিবাদন গ্রহণ কর। বৎসে ইন্দুমতি! আশীর্ব্বাদ করি তোমার ন্যায় পতিব্রতা রমণী সকল দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া জগৎ পবিত্র করুক। তুমি জগতের আদর্শ স্থানীয়া হও। সতীর প্রভাব প্রচারের নিমিত্ত আমাদের যে কলহ উপস্থিত হইয়াছিল তাহার অবসান হইল। এক চোর রাজভাণ্ডারের দ্রব্যাদি চুরি করিয়া আমার আশ্রমে লুক্কায়িত রহিয়াছিল। আমি সমাধি মগ্ন থাকায় ইহার কিছুই জানিতে পারি নাই। রাজপ্রহরিগণ অনুসন্ধানে আশ্রম হইতে দ্রব্যাদি বাহির করায় আমাকেই চোর বলিয়া বিচারালয়ে আনয়ন করে। সেখানে প্রচলিত প্রথানুসারে আমার শূলদণ্ডোবিধান হয়। আমি এতাবৎ সমাধিমগ্ন অবস্থাতে ছিলাম। শূলদণ্ডোপরি অবস্থান কালে তোমার পতীরপদ স্পর্শ হওয়াতে এইরূপ বিভ্রাট ঘটে। এদিকে দীর্ঘ রজনী অবসান না হওয়াতে সেই বিচারক রাজার নিকট গমন করিয়া সকল বিষয় জানাইলে মহারাজ শশব্যস্তে মশানে গমন করিয়া বহু বিনয় সহকারে আমাকে বহু বিস্তর স্তুতি দ্বারা প্রসন্ন করিলেন। তৎক্ষণেই কর্ম্মকার ডাকাইয়া শূল দণ্ডটি কর্ত্তন করাইয়া দিলেন। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও শূল হইতে মুনিকে উত্তোলন করিতে সমর্থ হইলেন না।

ইতিমধ্যে রজনী প্রভাত হইতে লাগিল। তখন আমার নিকট সকল সম্বাদ শ্রবণে আমার সঙ্গে তোমাদিগকে দর্শন করিতে আগমন করিয়াছেন। খণ্ডিত শূলের অগ্রভাগ আমার গুহ্যদেশে থাকিয়া পীড়া দিতেছে। আমি এক্ষণে পাপ পুণ্যের ফলদাতা ধর্ম্মরাজের নিকট চলিলাম। আমি আমার জ্ঞান সঞ্চার হওয়াবধি এরূপ কোনও কর্ম্ম করি নাই যাহাতে এরূপ দণ্ডভোগ করিতে হয়। এই শূলদণ্ড আমার কোন্ কর্ম্মের ফল জানিতে হইবে। এইরূপ বলিয়া মাণ্ডব্য মুনি দক্ষিণ দিকে গমন করিতে লাগিলেন।

এদিকে জনতা জয় সতী রাণীর জয় বলিয়া উচ্চরব করিতে লাগিল।

অনুসূয়া দেবীর কৃপায় দেবদত্তের দেহ নিরাময় হইল। পূর্ব্ব রূপ লাবণ্যে দেহ উদ্ভাসিত করিল। রাজা বহু সম্ভ্রম সহকারে বহু ধন ও সুরম্য আবাস দানের ইচ্ছা জানাইলে দেবদত্ত বিনয় সহকারে প্রত্যাখান করিয়া মহামুনি অত্রি ও অনুসূয়া দেবীর সহিত ইন্দুমতীকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর সতীর স্মৃতি রক্ষার্থে মহারাজা সেই স্থানে সতী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার মধ্যে অনুসূয়া দেবীর ও ইন্দুমতীর প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া প্রতিষ্ঠা করাইলেন।

ইতি—

রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড অন্ত্যলীলা।

একবিংশ অধ্যায়।

কুশল প্রশ্নচ্ছলে রাজধর্ম্ম উপদেশ।

"যাং বৃত্তিং বর্ত্ততে তাতো যাঞ্চ নঃ প্রপিতামহাঃ।
তাং বৃত্তিং বর্ত্তসে কচ্চিদ্ যা চ সংপথগাশুভা॥
রাজাতু ধর্ম্মেণ হি পালয়িত্বা
মহীপতি দণ্ডধরঃ প্রজানাম্।
অবাপ্য কৃৎস্নাং বসুধাং যথাব
দিতশ্চ্যুতঃ স্বর্গমুপৈতি বিদ্বান্॥"

বাল্মীকি।

(১) রাজা বা রাজপুত্রের নিকটে ভগবান্ রামচন্দ্রের এই রাজধর্ম্ম উপদেশ অমৃততুল্য হইবে মনে করিয়া আমরা ইহা সংক্ষেপ করিতে সাহসী হইলাম না। কিন্তু এই অধ্যায় ধৈর্য্য অবলম্বনে পাঠ করাও কলির জীবের পক্ষে দুঃসাধ্য। জটামণ্ডিত চীরধারী ভরত কৃতাঞ্জলি হইয়া ভূতলে

পতিত আছেন, রাম দেখিলেন যেন যুগান্ত কালীন দুর্দ্দর্শ সূর্য্য আজ ধরাশায়ী। রাম তাঁহাকে ভরত বলিয়া কথঞ্চিৎ চিনিতে পারিলেন; ভরত যারপরনাই কৃশ ও বিবর্ণবদন। রাম ভরতের হস্তধারণ করিলেন, পরে ভরতের মস্তক আঘ্রাণ করিলেন, ক্রোড়ে তুলিয়া আলিঙ্গন করিয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন তাত! পিতা কোথায় যে তুমি বনে আসিলে? তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার সেবা ত্যাগ করিয়া তোমার বনে আসা উচিত হয় নাই। বহু দিনের পর তোমাকে মাতুলালয় হইতে আগত দেখিলাম। তুমি কি জন্য এই ভয়ঙ্কর বনে আসিলে? রাজা ত প্রাণধারণ করিয়া আছেন? না আমাদের বিয়োগে শোকে অভিভুত হইয়া সহসা লোকান্তরে গিয়াছেন? সৌম্য! তুমি বালক, চিরস্থায়ী রাজপদ ত তোমার হস্তচ্যুত হয় নাই? সত্যপরাক্রম! তুমি ত পিতার শুশ্রূষায় রত আছ? রাজসূয় ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, সত্যপ্রতিজ্ঞ, ধর্ম্মপরায়ণ রাজা দশরথ ত কুশলে আছেন? বিদ্বান্, নিত্যধর্ম্মপরায়ণ, পরম তেজস্বী, ইক্ষ্বাকুলের উপাধ্যায়, ব্রহ্মজ্ঞ, বশিষ্ঠদেবের ত তুমি যথাযোগ্য সৎকার করিয়া থাক? আর্য্যা কৌশল্যা, সুমিত্রা—ইহাঁরা ত সুখে আছেন? দেবী কৈকেয়ী ত আনন্দে আছেন? বিনয়সম্পন্ন, মহাকুলপ্রসূত, শাস্ত্রজ্ঞ, অসূয়াপরিশূন্য, অনুৎপথদর্শী তোমার পুরোহিত বশিষ্ঠদেবের পুত্র সুযজ্ঞ ত সংকৃত হইতেছেন? সকল হোমবিধিজ্ঞ মতিমান্ সরল হোতা সকল তোমার অগ্নিকার্য্যে নিযুক্ত আছেন ত? ইহাঁরা সর্ব্বদা যথাকালে তোমাকে হোমের সংবাদ দিয়া থাকেন ত? তাত! দেবগণ,পিতৃগণ, ভৃত্যগণ, পিতৃসম গুরুগণ, বৃদ্ধগণ, চিকিৎসানিপুণ বৈদ্যগণ এবং ব্রাহ্মণগণ ইহাঁদিগকে যথাযোগ্য সম্মান করিয়া থাক ত? অমন্ত্র বাণপ্রয়োগ কুশল, সমন্ত্র বাণপ্রয়োগ সমর্থ, রাজনীতি শাস্ত্রবিৎ, সুধন্বা নামক ধনুর্ব্বেদাচার্য্য—ইহাঁদিগকে কখন অমান্য করনা ত? তাত! আত্মসম, বীর, শাস্ত্রজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, সৎকুলপ্রসূত, ইঙ্গিতজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে মন্ত্রী করিয়াছ ত? রাঘব! নীতিশাস্ত্রজ্ঞ, মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ, অমাত্য দ্বারা সুরক্ষিত অর্থাৎ গুপ্তমন্ত্রণাই রাজগণের বিজয় সমৃদ্ধির মূল। তুমি ত নিদ্রার বশীভূত হও নাই? যথাকালে ত জাগরিত হইয়া থাক? রাত্রিশেষে নিপুণ হইয়া অর্থপ্রাপ্তির উপায় চিন্তা কর ত? একা কিম্বা বহুলোকের সঙ্গে মন্ত্রণা করনা ত? তোমার মন্ত্রণা রাষ্ট্রমধ্যে প্রচারিত হয় না ত? অল্প যত্নসাধ্য অথচ মহাফলপ্রদ কার্য্য নিশ্চয় করিয়া তাহা শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন করত? করিতে বিলম্ব ত কর না?

তোমার নিষ্পন্ন সর্ব্ব কার্য্য অথবা প্রায় সম্পন্ন কার্য্য সকল (কিন্তু ভবিষ্যৎ কর্ম্ম নয়)—ইহাত সামন্ত রাজগণ জানিতে পারেন? তোমার বা তোমার মন্ত্রিগণের মন্ত্রণা অন্যে যুক্তি বা অনুমানে বুঝিতে সক্ষম হয় না ত? আর তোমরা অন্যের অপ্রকাশিত মন্ত্রণা বুঝিতে পার ত?

কচ্চিৎ সহস্রৈর্মূর্খাণামেকমিচ্ছসি পণ্ডিতম্।
পণ্ডিতো হ্যর্থকৃচ্ছ্রেষু কুর্য্যান্নিঃশ্রেয়সং মহৎ॥

সহস্রমূর্খ উপেক্ষা করিয়া একজন পণ্ডিতের সঙ্গ কর ত? অর্থ সঙ্কট উপস্থিত হইলে পণ্ডিতই কল্যাণ সাধন করেন। মহীপতি সহস্র বা অযুত মূর্খেরও যদি উপাসনা করেন, তাহাতে তাঁহার কোন উপকার হয় না। একজন মন্ত্রী যদি বুদ্ধিমান, শূর, দক্ষ ও বিচক্ষণ হয়েন তাহা হইলে তিনিই রাজা বা রাজপুত্রের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি করেন। তাত! তুমি মহতের জন্য উত্তম, মধ্যমের জন্য মধ্যম এবং জঘন্যের জন্য জঘন্য ভৃত্য নিয়োগ কর ত? যে সকল অমাত্য উৎকোচ গ্রহণ করেন না, যাঁহারা বংশপরম্পরা ক্রমে ভিতরে বাহিরে শুচী এইরূপ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সকলকে শ্রেষ্ঠ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছ ত? ভরত! উগ্রদণ্ডে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া রাজ্যে তোমার প্রজা সকল ও মন্ত্রীবর্গ ত তোমায় অবজ্ঞা করে না? স্ত্রীলোকে বল প্রয়োগকারী কামুককে যেমন ঘৃণা করে সেইরূপ যাজকেরা তোমার দোষ অনুসন্ধান করিয়া তোমাকে পতিত মনে করিয়া ত তোমায় অসম্মান করে না? উপায়কুশল বৈদ্য—রাজার নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ জন্য ব্যাধিবর্দ্ধনোপায় কুশল বৈদ্য · রাজনীতি শাস্ত্রজ্ঞ, লোক সকলকে দূষিত করিতে রত ভৃত্য, মরণ নির্ভয় শূর এবং ঐশ্বর্য্যকামী—ইহাদিগকে যে রাজা নষ্ট না করেন তিনি স্বয়ং বিনষ্ট হন। তুমি ত শূর, বিপদে প্রশস্ত ধৈর্য্য, বুদ্ধিমান্, শুচি, সৎকুলোদ্ভব, অনুরক্ত, চতুর—এইরূপ ব্যক্তিকে সেনাপতি করিয়াছ? যাঁহারা বলবান্, মুখ্য, যুদ্ধ বিশারদ, যাঁহারা লোক সমক্ষে আপনাদের পৌরুষের পরীক্ষা দিয়াছেন তুমি ত তাঁহাদের সৎকার করিয়া মান্য করিয়া থাক? সৈন্যগণকে তুমিত যথাকালে দৈনন্দিন অন্ন ও মাসিক বেতন দিয়া থাক, ইহাতে বিলম্ব ত কর না? কারণ অন্ন ও বেতনের কালাতিক্রম ঘটিলে ভৃত্যেরা প্রভুর প্রতি কুপিত ও বিরক্ত হয়—ইহাতে মহান্ অনর্থ ঘটে। সকলে ত তোমার প্রতি অনুরক্ত—বিশেষ প্রধান প্রধান জ্ঞাতিগণ? ইঁহারা তোমার জন্য প্রাণ পরিত্যাগেও প্রস্তুত ত?

ভরত! জনপদবাসী, বিদ্বান্, অনুকূল, প্রত্যুৎপন্নমতি, যথোক্তবাদী, পণ্ডিত—এইরূপ ব্যক্তিকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছ ত? ১ মন্ত্রী ২ পুরোহিত ৩ যুবরাজ ৪ সেনাপতি, ৫ দৌবারিক ৬ অন্তঃপুর রক্ষী ৭ কারাধ্যক্ষ ৮ ধনাধ্যক্ষ ৯ রাজাজ্ঞা বাহক, ১০ ব্যবহারাভিজ্ঞ জজ ১১ ধর্ম্মাসনাধিকারী, ১২ ব্যবহার নির্ণেতা (জুরী) ১৩ বেতন দানাধ্যক্ষ, ১৪ কর্ম্মান্তে বেতন গ্রাহী ১৫ নগরাধ্যক্ষ, ১৬ আটবিক ১৭ দুষ্টগণের দণ্ডাধিকারী এবং ১৮ জলগিরিবনস্থল দুর্গপাল অন্যপক্ষের এই অষ্টাদশ ও স্বপক্ষের মন্ত্রী পুরোহিত ও যুবরাজ বাদ দিয়া পঞ্চদশ, পরস্পর পরস্পরকে অবগত নহে এইরূপ তিন তিন গুপ্তচরকে এক এক বিষয়ে নিযুক্ত করিয়া তুমি প্রত্যেক তীর্থে ইহাদের সমস্ত জানিতেছ ত? রিপুসূদন! যে শত্রুকে দূর করিয়া দিয়াছ তাহারা পুনরায় আসিলে দুর্ব্বলবোধে অবজ্ঞা কর না ত? তুমি ত প্রত্যক্ষ মাত্র বাদী লোকায়ত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ চার্ব্বাকগণের আনুগত্য কর না? ইহারা অনর্থ উৎপাদনে অতিশয় পটু, ইহারা বালকের মত মূঢ়বুদ্ধি অথচ পণ্ডিতাভিমানী। ইহারা উৎকৃষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র থাকিতেও শুষ্কতর্ক বিদ্যা প্রসূত কূট বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া নিরর্থক বহু কথা কহিয়া থাকে। ভ্রাতঃ যে অযোধ্যাতে বীরাগ্রগণ্য আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ রাজত্ব করিয়াছেন, যে অযোধ্যা সার্থক নাম ধারিণী, যাহার পুরদ্বার সকল দৃঢ়, যেখানে বহুসংখ্যক হস্তী অশ্ব রথ রহিয়াছে, যে অযোধ্যা সর্ব্বদা স্বধর্ম্ম পরায়াণ, জিতেন্দ্রয়, উৎসাহশালী সহস্র সহস্র আর্য্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দ্বারা আবৃত, যে অযোধ্যায় বিবিধ আকারের প্রাসাদ দৃষ্ট হয়, যে অযোধ্যা সর্ব্বদা বিদ্বৎজনাকুল, সেই স্ফীতা প্রসিদ্ধা অযোধ্যাকে তুমি ত উত্তমরূপে রক্ষা করিয়া থাক?

যে অযোধ্যা শত শত চৈত্য শোভিত, যাহা সুপ্রতিষ্ট জননিবিড়; দেবস্থান, জলাশয় ও তড়াগ সমূহে যাহা সুশোভিত, যেখানে নরনারী সকলে অতি হৃষ্ট, যেখানে সমাজ ও উৎসব সতত অনুষ্ঠিত, যেখানে ক্ষেত্র সকল হলকর্ষিত, যেখানে গো মহিষাদি পশু প্রচুর, যেখানে হিংসার নাম গন্ধ নাই, যে অযোধ্যা নদীমাতৃক অর্থাৎ নদীজলেই যেখানকার কৃষিকার্য্য হয়, বৃষ্টি জলের অপেক্ষা নাই বলিয়া দেব মাতৃক নহে, যাহা অতি রমণীয়, যেখানে হিংস্র জন্তু নাই, কোন প্রকার ভয় যেখানে নাই, যে অযোধ্যা বহু রত্নের খনি দ্বারা সুশোভিত, যেখানে পাপী পামর মানুষ নাই, যে অযোধ্যাকে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ সুন্দররূপে রক্ষা করিতেন, সেই সুসমৃদ্ধ জনপদ

ত উপদ্রব শূন্য? কৃষি গোরক্ষজীবী বৈশ্যগণ তোমার প্রিয় হইয়াছে ত? ইহারা আপন আপন বানিজ্য কার্য্য দ্বারা সুখে কালাতিপাত করিতেছে ত? ইহাদের গুপ্তি পরীহারে—ইহাদের ইষ্টসাধন ও অনিষ্ট নিবারণ করিয়া তুমি ইহাদের পোষণ করিয়া থাকত? আপন অধিকারস্থ সকলকে ধর্ম্মানুসারে রক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য। বৎস! স্ত্রীলোকদিগকে সান্ত্বনা করিয়া থাকত? তাহারা ত তোমার দ্বারা সুরক্ষিতা?

"কচ্চিন্ন শ্রদ্ধধাস্থাসাং কচ্চিদ্‌গুহ্যং ন ভাষসে?"

বিশ্বাস করিয়া স্ত্রীলোকদিগের নিকট কোন গুহ্য কথা প্রকাশ ত কর না? যে সকল অরণ্যে হস্তী শাবক প্রসূত হয় সেই সকল নাগবন রক্ষা কর ত? ধেণু সকলকে পোষণ করিয়া ত থাক? করিণী, অশ্ব, হস্তী—ইহাদের তৃপ্তিসাধন কর ত? রাজপুত্র! রাজবেশে সজ্জিত হইয়া পূর্ব্বাহ্নে প্রজাপুঞ্জকে রাজপথে ও সভামধ্যে দর্শন দিয়া থাকত? কর্ম্মচারিগণ নির্ভয়ে তোমার প্রত্যক্ষে উপস্থিত হয় না ত? না তাহারা একেবারেই অন্তরালে থাকে? নিয়ত দর্শন ও একান্ত অদর্শন এই উভয়ের মধ্য পথই অভীষ্ঠ সিদ্ধির কারণ। তোমার দুর্গ সকল ধন ধান্য অস্ত্রশস্ত্র জল যন্ত্র শিল্পী ও ধনুর্দ্ধর-গণে পরিপূর্ণ থাকেত? তোমার আয় ত বিপুল তার ব্যয় ত অল্প? রাঘব! তোমার রাজকোশ কেবল নট গায়ক ইত্যাদি অপাত্রে বর্ষিত হইয়া শূন্য হইতেছে না ত? দেব কার্য্যে, পিতৃকার্য্যে, ব্রাহ্মণ ও অভ্যাগত সেবায়, যোদ্ধা ও মিত্রগণের জন্য তুমি অর্থব্যয় করিয়া থাক ত? কোন শুদ্ধাত্মা শ্রেষ্ঠব্যক্তি মিথ্যাপবাদে দূষিত হইয়া বিচারার্থ আনীত হইলে ধর্ম্ম শাস্ত্রবিৎ বিচারকের নিকট দোষ সপ্রমাণ না হইলেও তুমি অর্থলোভে তাঁহাকে দণ্ড দাওনা ত? অথবা যে তস্কর ধৃত, প্রশ্ন দ্বারা যাহার চৌর্য্য প্রমাণ হইয়াছে, কিম্বা চুরী করার সমস্ত লক্ষণ যেখানে সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে ধন লোভে তাহাকে ত ছাড়িয়া দেওয়া হয় না? ধনবান ও দরিদ্রের বিবাদ উপস্থিত হইলে তোমার বহু শাস্ত্রজ্ঞ অমাত্যগণ লোভশূন্য হইয়া তাহাদের প্রতি অপক্ষপাত করেন ত?

যানি মিথ্যাভিশস্তানাং পতন্ত্যশ্রূণি রাঘব।
তানি পুত্রপশূন্ ঘ্নন্তি প্রীত্যর্থ মনুশাসতঃ॥

রাঘব! মিথ্যা অপরাধে অভিযুক্ত নিরীহ প্রজার নেত্র হইতে যে অশ্রুবিন্দু নিপতিত হয় তাহা শুদ্ধ রাজ্যভোগজ প্রীতির জন্য রাজ্যশাসনে নিযুক্ত

রাজার পুত্র ও পশু সকল বিনষ্ট করিয়া ফেলে। বৃদ্ধ, বালক ও প্রধান বৈদ্য সকলকে তুমি অভিমত বস্ত্র দান করিয়া, মাল্যমান দিয়া এবং বাক্য ব্যবহার এই ত্রিবিধ উপায়ে বশ করিতে অভিলাষ কর ত? গুরু, বৃদ্ধ, তাপস, দেবতা, অতিথি, চৈত্য অর্থাৎ চতুষ্পথ মধ্যবর্ত্তী মহাবৃক্ষ এবং সিদ্ধ ব্রাহ্মণ—ইঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া থাকি ত?

কচ্চিদর্থেন বা ধর্ম্মমর্থং ধর্ম্মেণ বা পুনঃ।
উভৌ বা প্রীতিলোভেন কামেন ন বিবাধসে॥

অর্থ দ্বারা ধর্ম্মের ব্যাঘাত হয় না ত? অর্থাৎ ধর্ম্মাচরণ সময়ে—পূর্ব্বাহ্নে অর্থার্জ্জনের ব্যাপার ঘটিলে অর্থ দ্বারা ধর্ম্ম বাধা পায়। আবার ধর্ম্ম দ্বারা অর্থের ব্যাঘাত ঘটে না ত? অর্থ অর্জ্জন কালে ধর্ম্ম লইয়া বসিয়া থাকিলে অর্থের বাধা ঘটে। আবার বিষয় সন্তোষ লোভজ কামের দ্বারা ধর্ম্ম অর্থ উভয়ের ব্যাঘাত ঘটে না ত? হে জয়িশ্রেষ্ঠ, কালজ্ঞ, বরদ যথা কালে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম সমভাবে সেবা করিয়া ত থাক? ধর্ম্মশাস্ত্রার্থ কোবিদ ব্রাহ্মণেরা নগরবাসী ও জনপদবাসীদিগের সহিত তোমার সুখ প্রার্থনা করেন ত? নাস্তিকতা, মিথ্যাবাদ, ক্রোধ, প্রমাদ বা অনবধানতা, দীর্ঘসূত্রতা, জ্ঞানবানের সহিত দেখা না করা, আলস্য শব্দ স্পর্শাদি বিষয় পঞ্চকাসক্তি বা ইন্দ্রিয় সেবা, এক জনের সহিত রাজ্য প্রয়োজন চিন্তা, বিপরীতদর্শী ব্যক্তি লইয়া পরামর্শ, নিশ্চিত বিষয় আরম্ভ না করা, মন্ত্রণা প্রকাশ, প্রাতঃকালে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অপ্রবৃত্তি, এককালে চারিদিকের শত্রুর উদ্দেশে যুদ্ধযাত্রা, তুমি এই চতুর্দ্দশ রাজদোষ বর্জ্জন করিয়াছ ত? মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরিবাদ, স্ত্রী পারতন্ত্র্য, মদ্য, নৃত্য, গীত, বাদ্য ও বৃথাপর্য্যটন এই দশবর্গ; জলদুর্গ, গিরিদুর্গ, বৃক্ষ দ্বারা নির্ম্মিত দুর্গ, সর্ব্ব শস্যশূন্য প্রদেশে শত্রুর অগম্য দুর্গ এবং ধান্বন দুর্গ (উষ্ণ কালে দুর্গং ভবতি) এই পঞ্চবর্গ, সামদান ভেদ এবং দণ্ড এই চতুর্বর্গ; রাজা অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, বল, দুর্গ ও রাষ্ট্র এই সপ্তবর্গ; ক্রূরতা, সাহস, দ্রোহ, ঈর্ষা, অসূয়া, অর্থ দূষণ, বাগদণ্ড ও পরুষতা এই অষ্টবর্গ; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ; তিন বেদ, কৃষ্যাদি শাস্ত্র ও দণ্ডনীতি এই বিদ্যা এবং ইন্দ্রিয়জয়, সন্ধি, যুদ্ধ, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা, বিপক্ষের সহিত যুদ্ধার্থ কালপ্রতীক্ষায় অবস্থান, মিত্ররাজগণের মধ্যে কলহ উৎপাদন ও বলবানের আশ্রয়; দৈববিপদ অর্থাৎ রাজভয়, রাজপুরুষ ভয়, চৌর ভয়, শত্রুভয় ও অধিকারী ভয়, কৃতা অর্থাৎ অল্পবেতন, লুব্ধ, মানী ও

অবমানিত এই চতুর্ব্বিধ ব্যক্তিকে ক্রুদ্ধ ও কোপিত, ভীত ভীষিত করিবার জন্য রাজকৃত্য; বালক, বৃদ্ধ, চিররোগী, জ্ঞাতি বহিষ্কৃত, ভীরু, ভয়জনক, লুব্ধ, লুব্ধজনক প্রজাগণের বিরাগভাজন, ইন্দ্রিয় সুখে আসক্ত, বহু লোকের সহিত মন্ত্রণাকারী, দেব ব্রাহ্মণ নিন্দক, দৈব বিড়ম্বিত, দৈব চিন্তক, দুর্ভিক্ষপীড়িত সৈন্যক্ষয়ে নিতান্ত দুস্থভাবাপন্ন, অদেশস্থ, বহুশত্রু যথাকালে কার্য্যে অনিযুক্ত ও সত্য কর্ম্মে অনাসক্ত, সন্ধির অযোগ্য এই বিংশতিবর্গ; অমাত্য প্রকৃতি বর্গ, মণ্ডল, যাত্রা, দণ্ডবিধান, দ্বিযোনি, সন্ধি ও বিগ্রহ—এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে ত্যাজ্য ও গ্রাহ্য অংশ জানিয়া অনুজ্ঞা প্রচার করিয়াছ ত? নীতি শাস্ত্র মত মন্ত্রী লইয়া মন্ত্রণা কর ত? বেদোক্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠান দ্বারা, ক্রিয়া সকল ফল প্রসব দ্বারা, স্ত্রী সকল ধর্ম্ম চর্চ্চা ও সন্তান দ্বারা, শাস্ত্র ও শিক্ষা বিনয় বিধান দ্বারা সফল হইয়াছে ত? যাহা বলিলাম সেই বিষয়ে আমার ন্যায় তোমার বুদ্ধি ত আয়ুষ্করী যশস্করী এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গে অনুগত হইয়া আছে ত?

আমাদের পিতা পিতামহগণ ও, প্রপিতামহগণ যে বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন তুমি ত সেই সৎপথানুসারিণী বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ? তুমি সুস্বাদু ভোজন একাকী ভক্ষণ করনা ত? প্রার্থনা পরায়ণ স্নেহপাত্র যাহারা তাহাদিগকে দান করিয়া থাক ত? দেখ ভরত! বিদ্বান্ রাজা, স্বধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন ও পৃথিবী ভোগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

শোকসম্বাদ

নিষ্ক্রান্তমাত্রে ভবতি সহ সীতে সলক্ষ্মণে।
দুঃখ শোকাভিভূতস্তু রাজা ত্রিদিবমভ্যগাৎ॥

বাল্মীকি।

ভরতের প্রতি শ্রীভগবানের এই ধর্ম্মোপদেশ—ইহার কতক কতক ও যদি কোন রাজা বা রাজপুত্র পালন করিতে চেষ্টাও করেন, তিনি আজকালকার দিনে যে আদর্শ রাজা হয়েন সে বিষয়ে সংশয় মাত্রও নাই। মহানাটকে অতি সংক্ষেপে ভরতের প্রতি ভগবানের যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে

তাহাতে শুধু রাজা কেন সকল মানুষের জীবন গঠনের সমৃদ্ধ উপাদান রহিয়াছে আমরা তাহাও এই উপদেশের সঙ্গে গ্রথিত করিয়া রাখিলাম।

পরস্ত্রী মাত্বেব, ক্কচিদপি ন লোভঃ পরধনে,
ন মর্য্যাদা ভঙ্গঃ, ক্ষণমপি ন নীচেম্বভিরুচিঃ।
রিপৌ শৌর্য্যং, ধৈর্য্যংবিপদি, বিনয় সম্পদি সতা—
মিদং বত্ম্ব ভ্রাতর্ভরত নিয়তং যাস্যসি সদা॥
বাঞ্ছা সজ্জন সঙ্গমে, পরগুণে প্রীতি, গুরৌনম্রতা,
বিদ্যাসু ব্যসনং, স্বযোষিতি রতি, লোকাপবাদাদ্ভয়ম্।
ভক্তি শূলিনি, শক্তিরাত্মদমনে, সংসর্গমুক্তিঃ খলে
ম্বেতে যেষুবসন্তি নির্ম্মলগুণা স্তেভ্যো নরেভ্যো নমঃ॥
সামান্যোঽয়ং ধর্ম্ম সেতুর্নরাণাং কালে কালে পালনীয়ো ভবদ্ভিঃ।
নত্বানত্বা ভাবিনঃ পার্থিবেন্দ্রান্ ভূয়োভেয়া যাচতে রামচন্দ্রঃ॥

পরনারী মাতৃতুল্য জানহ নিশ্চয়।
পরধনে লোভ যেন কদাচ না রয়॥
কাহারও মর্য্যাদা ভঙ্গ না কর ক্কচিৎ।
ক্ষণ তরে নীচ সঙ্গে রুচি না উচিত॥
শত্রুপ্রতি শৌর্য্যবীর্য্য করিবে প্রকাশ।
বিপদকে ধীরভাবে করিবে সম্ভাষ॥
সম্পদে সবার কাছে বিনীত রহিবে।
সাধুমার্গ ভবে ইহা নিশ্চয় জানিবে॥
এপথে ভরত ভাই সদাই চলিবে।
আত্মার কল্যাণ লভি নিত্য সুখে রবে॥
সজ্জন মিলনে বাঞ্ছা সর্ব্বদা রাখিবে।
পর প্রশংসায় চিত্ত আনন্দে জাগাবে॥
গুরু পদে অনুরক্তি সদা নম্র রবে।
সদা ' আত্মা আমি" বিদ্যা অভ্যাস করিবে॥
এক পত্নীব্রতে সদা রহিবেক রতি।
লোক অপবাদে যেন সদা থাকে ভীতি॥
স্মরহরে ভক্তি রাখি মনের দমন।
খলের সংসর্গে ইচ্ছা না রাখ কখন॥

এসব নির্ম্মল গুণ আছয়ে যে জনে।
আমারও নমস্কার জানিহ সেখানে॥
এইত সামান্য ধর্ম্ম সেতু মানবের।
কালে কালে প্রতিপাল্য ইহা তোমাদের॥
নমোনমঃ পৃথিবীর ভাবী রাজগণে।
আমি রাম বলি ইহা পালিবে যতনে॥

শ্রীভরতকে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া হইল। তখন রাম ভরতকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন ভাই এখন বল দেখি কি জন্য তুমি তোমার গুরুকর্ত্তব্য ত্যাগ করিয়া বনে আসিয়াছ? কেনই বা জটাবল্কল ও মৃগচর্ম্ম ধারণ করিয়াছ? কেন এরূপ করিয়াছ স্পষ্ট করিয়া বল।

ভরত শোক সম্বরণ করিয়া অতিকষ্টে তখন বলিতে লাগিলেন আর্য্য! পিতা আমার মাতার উৎপীড়নে জ্যেষ্ঠ সন্তানকে অতিক্রম করিয়া কনিষ্ঠকে রাজ্য দিয়া পুত্রশোকে নিতান্ত পীড়িত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। কৈকেয়ীও এই মহৎ পাপে লিপ্ত হইয়া নিজের যশ নষ্ট করিয়াছেন। এক্ষণে রাজ্যলাভে বঞ্চিতা বিধবা ও শোকার্ত্তা হইয়া তিনি ঘোর নরকে পড়িবেন। আমি আপনার সেই দাসই আছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ইন্দ্রের ন্যায় অদ্যই রাজ্যে অভিষিক্ত হউন।

এই সমস্ত প্রজা এবং এই সমস্ত বিধবা মাতা আপনার নিকটে আসিয়াছেন, আপনি প্রসন্ন হউন। আপনি জ্যেষ্ঠ বলিয়া রাজ্যলাভের উপযুক্ত। মানদ ধর্ম্মমত আপনারই রাজা হওয়া উচিত! ধর্ম্মানুসারে আপনি রাজ্যগ্রহণ করিয়া সুহৃদগণের বাসনা পূর্ণ করুন। 'শশিনা বিমলেনের শারদী রজনী যথা' শারদী রজনী যেমন বিমল শশি দ্বারা পতিমতী হন সেইরূপ সমগ্রাভূমি আপনাকে পতিত্বে বরণ করিয়া অবিধবা হউন এই সমস্ত সচিবের সহিত আমি অবনত মস্তকে প্রার্থনা করিতেছি—আমি আপনার ভ্রাতা, শিষ্য, দাস আপনি প্রসন্ন হউন। পুরুষব্যাঘ্র এই সমস্ত পরম্পরা প্রাপ্ত সচিবমণ্ডল ইহাঁরা কখন উপেক্ষিত হন নাই, ইহাঁদের প্রার্থনা অতিক্রম করা আপনার উচিত হইতেছে না।

মহাবাহু ভরত এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পুনরায় মস্তক দ্বারা রামের চরণদ্বয় গ্রহণ করিলেন। ভরতকে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় পুনঃ পুনঃ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে দেখিয়া রাম ভতরকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন—

বৎস! আমার মত সৎকুল জাত সত্ত্বসম্পন্ন, তেজস্বী ও ব্রতাচারী ব্যক্তি কিরূপে রাজ্যের জন্য পাপাচরণ করিবে? শত্রুসূদন! তোমার মধ্যে অল্প পরিমাণেও আমি দোষ দেখি না, বাল্য চাপল্যবশতঃ তোমার জননীকে নিন্দা করা তোমার উচিত নহে। হে মহাপ্রাজ্ঞ! হে নিষ্পাপ! গুরুজন উপযুক্ত পুত্রে ও কলত্রে সর্ব্বদা স্বেচ্ছাচার করিতে পারেন। সৌম্য! ইহলোকে সাধুরা ভার্য্যা, পুত্র ও শিষ্যগণকে যেমন ইচ্ছামত নিয়োগের পাত্র বলিয়া জানেন পিতার নিকটে আমরাও সেইরূপ ইহা তোমার জানা উচিত। প্রিয়দর্শন! আমার ঈশ্বর মহারাজ দশরথ আমাকে চীর বসন ও কৃষ্ণাজিন পরাইয়া বনেও দিতে পারেন এবং রাজ্যঅর্পণও করিতে পারেন। ধর্ম্মজ্ঞ! সর্ব্বলোক সংকৃত পিতার যেমন গৌরব করা উচিত হে ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ! মাতারও তদ্রূপ। এই ধর্ম্মশীল পিতামাতা যখন বলিয়াছেন "রাঘব বনং গচ্ছ" বনে যাও আমি পিতামাতা কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া "কথমন্যৎ সমাচরে" কিরূপে অন্যথাচরণ করিব?

ত্বয়া রাজ্যমযোধ্যায়াং প্রাপ্তব্যং লোকসৎকৃতম্।
বস্তব্যং দণ্ডকারণ্যে ময়া বল্কল বাসসা॥১০১।২৩
এবমুক্তা মহারাজো বিভাগং লোকসন্নিধৌ।
ব্যাদিশ্য চ মহারাজো দিবং দশরথো গতঃ॥১০১।২৪

তুমি অযোধ্যায় সর্ব্বলোকসম্মত রাজ্য প্রাপ্ত হও এবং আমি বল্কল পরিধান করিয়া দণ্ডকারণ্যে বাস করি মহারাজ সর্ব্বজন সমক্ষে এইরূপ ব্যবস্থা ও আদেশ করিয়া স্বর্গারোহন করিয়াছেন। ধর্ম্মাত্মা লোকগুরু রাজাই তোমার প্রমাণ—তাঁহার আজ্ঞাপালন করা তোমার কর্ত্তব্য। তিনি তোমায় যেরূপ ভাগ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া গিয়াছেন তুমি গিয়া তাহাই উপভোগ কর। প্রিয়দর্শন! আমিও চতুর্দ্দশ বৎসর দণ্ডকারণ্য আশ্রয় করিয়া মহাত্মা পিতার দত্তভাগ উপভোগ করি। পিতা নরলোক পূজনীয়, তিনি মহাত্মা, তিনি দেবতাদিগের অধীশ্বর ব্রহ্মার সমান। পিতা যাহা আমাকে বলিয়াছেন তাহাই আমার পরম হিতকর ইহা আমি মনে করি। অব্যয় সর্ব্ব লোকেশ্বরত্বও পিতার যদি অননুমোদিত হয় তাহাও প্রীতিকর নহে।

রামের কথা শুনিয়া ভরত প্রত্যুত্তর করিলেন আর্য্য! আমি ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছি। রাজধর্ম্ম শিখিয়া আমি কি করিব? নরর্ষভ পুরুষ পরম্পরায় আমাদের বংশে ইহাই স্থির রহিয়াছে যে রাজাদিগের জ্যেষ্ঠপুত্র সত্ত্বে কনিষ্ঠের

রাজ্যাধিকার নিষিদ্ধ। অতএব আপনি আমার সহিত অযোধ্যায় চলুন এবং কুলের কল্যাণের জন্য অভিষিক্ত হউন। সকললোক যদিও রাজাকে মানুষ বলে তথাপি আমার দেবতা বলিয়া জ্ঞান আছে, কারণ রাজার ধর্ম্মার্থ-সঙ্গত চরিত্র মনুষ্যে থাকা সম্ভব নহে। আমি ছিলাম কেকয় দেশে আর আপনি বনবাসে, এই অবকাশে সাধুসম্মত পরম যাগশীল রাজা স্বর্গে গমন করিয়াছেন। সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত আপনার নিষ্ক্রান্তমাত্রে দুঃখশোকে অভিভূত হইয়া রাজা ত্রিদিব প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুরুষ ব্যাঘ্র! আপনি উঠুন, উঠিয়া পিতার উদকক্রিয়া (তর্পণ) সম্পাদন করুন। আমি এবং শত্রুঘ্ন পূর্ব্বেই ইহা করিয়াছি।

প্রিয়েণ কিল দত্তংহি পিতৃলোকেষু রাঘব।
অক্ষয়ং ভবতি প্রাহুর্ভবাংশ্চৈব পিতুঃ প্রিয়ঃ॥ ১০২৮

রাঘব! আপনি পিতার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন, প্রিয়জনের প্রদত্ত বস্তু পিতৃ-লোকে অক্ষয় হয়, পণ্ডিতেরা ইহা বলিয়া থাকেন।

ত্বামেব শোচংস্তব দর্শনেপ্সু
ত্বয্যেব সক্তামনিবর্ত্ত্য বুদ্ধিম্।
ত্বয়া বিহীনস্তব শোকরুগ্ন
ত্বাং সংস্মরন্নেব গতঃ পিতা তে॥ ১০২৯

তোমার দর্শন লালসায়, তোমার জন্য পিতা কতই শোক করিয়াছিলেন, তোমাতেই তাঁহার চিত্ত নিতান্ত আসক্ত হইয়াছিল, তিনি তাঁহার বুদ্ধিকে কিছুতেই নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। তোমার বিরহে তিনি তোমার শোকেই রুগ্ন হইলেন এবং তোমাকে স্মরণ করিয়া করিয়া তোমার পিতা গত হইলেন।

"সাধনের পথে"—

(গান)

জানি এই লোকে সফল জন্মাকে
শরণ সদা যে হরি ওম্
দেখিয়া শুনিয়া পড়িয়া ভাবিয়া
মোহিত হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়া
হরি হরিনাম গণি অনুক্ষণ
(প্রাণে) ভজিব নাই বলে পাপম্ ।১।
কিন্তু এ মানব— মন শ্বা স্বভাব
ভরসা কিঞ্চিতে পাইলে পার্থিব
ছুট সেই ধা'রে কর্ত্তব্য পাসরে
ভুলে যায় ভব তারণম্ ।২।
অথবা মোহগ্রস্ত সে তথাকথিত
প্রশংসা অন্যের শুনে বিহ্বলিত
হইয়া সাদরে অনুকার করে
(মুখে) নাম মাত্র থাকে শ্রীহরিম্ ।৩।
একে মন জানি আশা বৈতরণি
পাপঘ্ন গঙ্গা সে নির্ব্বাণ তরণী
যেমন চলাই চলায় সবাই
ইন্দ্রিয়, ষড়রিপু—মিত্রম্ ।৪।
তাই যেন মন হাহা হু হু স্বন
দেখে জগতের আশা পরিণাম
ক্ষণে ডুবে যায় ঈপ্সিতেরে পায়
(যেন) আনন্দ-বন-বিহরণম্ ।৫।
দেখি তবে মন মোক্ষ বা বন্ধন
সকাম নিষ্কাম সকল নিদান
আত্মদেব রূপ জগতের তাপ
(মন) দেখিলে না থাকে স্পন্দনং ।৬।

করি এইবার দৃঢ় অঙ্গীকার
ভরসাদি কিছু পাইলে আবার
মনকে আয়ত্ত করিব এমত
আমি সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।৭।

শ্রীআনন্দচন্দ্র মহান্তি কটক

"বিদুলা"

বিদুলা একজন ক্ষত্রিয়কুলসম্ভূতা তেজঃস্বিনী অতিশয় ক্ষত্রধর্ম্মনিরতা এবং বহুশাস্ত্রাভিজ্ঞা রমণী ছিলেন। এই তেজঃস্বিনী রমণী স্বীয় ভোগবিলাসী পুত্র সঞ্জয়কে নানাপ্রকার কঠোর বাক্যে উত্তেজিত করিয়া যুদ্ধে পাঠাইয়া মাতৃত্বের এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি এক দিন পুত্র সঞ্জয়কে শত্রুহস্তে পরাজিত এবং শায়িত দেখিয়া কহিয়াছিলেন—হে কাপুরুষ! গাত্রোত্থান কর পরাজিত হইয়া শত্রুগণের হর্ষ ও মিত্রগণের শোক বর্দ্ধনপূর্ব্বক শয়ান থাকিও না। কুনদী অল্প জলে পরিপূর্ণ হয়। মুষিকের অঞ্জলী অল্প দ্রব্যে পূর্ণ হয় এবং কাপুরুষ অল্প মাত্র লাভেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। হে অধম! কি নিমিত্ত বজ্রাহত মৃত্যের ন্যায় শয়ান রহিয়াছ? গাত্রোত্থান কর; শত্রুহস্তে পরাজিত হইয়া নিদ্রিত হইও না। তুমি অস্তগত না হইয়া স্বকর্ম্ম দ্বারা বিখ্যাত হও। তিন্দুক কাষ্ঠের অলাতের ন্যায় মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রজ্জ্বলিত হও। জীবনাভিলাষী তুষাগ্নির ন্যায় চিরকাল ধূমায়িত হইও না। চিরকাল ধূমায়িত হওয়া অপেক্ষা ক্ষণকাল প্রজ্জ্বলিত হওয়া শ্রেয়ঃ। হে পুত্র! হয় স্বীয় প্রভাব উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হও নচেৎ প্রাণ পরিত্যাগ কর; ধর্ম্মে নিরপেক্ষ হইয়া জীবিত থাক কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। হে ক্লীব! তোমার ইষ্টাপূর্ত্ত বিনষ্ট হইয়াছে, কীর্ত্তি সকল বিলুপ্ত হইয়াছে ও ভোগমূল রাজ্যধন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে; তবে আর কি নিমিত্ত বৃথা জীবন ধারণ করিতেছ? বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপনার পতন সময়েও শত্রুর জঙ্ঘা গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার সহিত নিপতিত হয়; ছিন্নমূল হইলেও কদাপি ভগ্নোত্তম হয় না এবং আজানের অশ্বের দৃষ্টান্তানুসারে উত্তম সহকারে ভার বহন কর; হে পুত্র! স্বীয় পুরুষকার সত্ত্ব ও মান অবলম্বন কর। এই কুল তোমার দোষেই নিমগ্ন প্রায় হইয়াছে, অতএব তুমি ইহার উদ্ধার কর। লোকে যাহার অদ্ভুত মহৎ চরিত্রের কথা

জল্পনা করে, সে স্ত্রীও নয়, পুরুষও নয়. তাহার জন্ম কেবল সংখ্যা বর্দ্ধনের নিমিত্ত। দান, তপস্যা, সত্য, বিদ্যা ও অর্থলাভ বিষয়ে যাহার যশঃ উচ্চারিত না হয় সে কেবল মাতার মলস্বরূপ। যে ব্যক্তি অধ্যয়ন, তপস্যা সম্পত্তি, বিক্রম প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারা অন্যকে পরাভব করিতে সমর্থ হয়, সেই যথার্থ পুরুষ। হে পুত্র! মূর্খের ন্যায়, কাপুরুষের ন্যায় অযশস্কর, দুঃখজনক ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করা তোমার কদাপি বিধেয় নহে, শত্রুগণ যে ব্যক্তিকে অভিনন্দন করে এবং যে ব্যক্তি লোকে অজ্ঞাত, গ্রাসাচ্ছাদন বিহীন হীন-বীর্য্য ও নীচাশয়; বন্ধুগণ তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া কখনই সুখী হয় না।”

বিদুলানন্দন সঞ্জয় জননীর বাক্যে উত্তেজিত হইয়া তাঁহার বাসনানুরূপ সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিলেন। পাণ্ডব জননী কুন্তী বিদুলার এই জলন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে নষ্ট রাজ্য উদ্ধার সাধনে উৎসাহ দিয়াছিলেন। এই তেজস্বিতার জন্য আজিও তাঁহার মহিমা ভারতে জাগ্রত রহিয়াছে। বিদুলা মরেন নাই এখনও আছেন—সে দিনও রাজপুতনার গৃহে গৃহে শত শত বিদুলা স্বামী ও পুত্রগণকে শত্রুর বিরুদ্ধে উৎসাহিত করিয়াছেন। সেদিনও মা তুমি জাপান, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের গৃহে গৃহে এই সমস্ত জলন্ত বাক্যে উৎসাহিত করিয়া বীরপুত্রগণকে দেশরক্ষার জন্য সম্মুখ মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিয়াছ।

শ্রীমতী সুধাহাসিনী রায়।

শ্রীগৌড়পুর পরাবিদ্যাপীঠ।

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বঙ্গের গৌরব নবদ্বীপমণ্ডল এককালে সর্ব্ববিদ্যার বিলাস কেন্দ্ররূপে বিরাজিত থাকিয়া সকলের শ্রদ্ধা-অর্ঘ্যে প্রপূজিত হইতেছিলেন। এই নবদ্বীপমণ্ডলের অন্তর্গত শ্রীমায়াপুর সর্ব্ববিদ্যাধিপতি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান ও বিদ্যাবিলাসের ক্ষেত্র বলিয়া একদিন পণ্ডিত, দিগ্বিজয়ী, পড়ুয়া, যতি, ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, প্রেমিকগণের বিহার-স্থান ছিল। শ্রীগৌড়পুরের পরাবিদ্যার সেই লুপ্ত অনুশীলন-গৌরব পুনরুদ্ধারার্থ শ্রীমায়াপুরে একটী পরাবিদ্যাপীঠ বা তত্ত্ববিদ্যাহরণ বেদ-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই বিদ্যাপীঠে বেদাঙ্গের সহিত শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্গ শ্রীল জীবগোস্বামি প্রণীত শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণশ্রুতি, স্মৃতি,

পুরাণ, ইতিহাস এবং দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপনার্থ বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রত্যেক বিষয়ের পারদর্শী ও অভিজ্ঞ অধ্যাপকগণের দ্বারা তত্তদ্বিষয় অধ্যাপিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকগণ অধ্যাপনার্থ নিযুক্ত আছেন। এতদ্ব্যতীত এই স্থানে বিভিন্ন দর্শন-শাস্ত্রের তুলনা-মূলক আলোচনা ও শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ অধ্যাপনা একটী প্রধান বিশেষত্ব। বয়ো ও বর্ণ-নির্ব্বিশেষে বর্ত্তমানে আরও একশত জন পাঠার্থী ব্যাকরণ-শ্রেণীতে গৃহীত হইবে। বিনা ব্যয়ে থাকিবার স্থান ও ভগবৎ-প্রসাদের বন্দোবস্ত থাকিবে। স্থানটী অতীব স্বাস্থ্যকর ও প্রাচীন তপোবনের ন্যায় চিত্ত-প্রসাদক; এতদ্ব্যতীত এখানে বহু দেবালয় ও ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ স্থান-সমূহ বিরাজিত রহিয়াছে। শিক্ষার্থিগণের সুবিধার জন্য কয়েকটী নলকূপ ও উৎকৃষ্ট দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রভৃতির বন্দোবস্ত আছে। শিক্ষার্থিগণ তাঁহাদের যোগ্যতা উল্লেখ করিয়া প্রশংসা-পত্রাদি-সহ ফাল্গুনী পূর্ণিমার মধ্যেই নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

অধ্যক্ষ শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর। পোঃ বামনপুকুর, নদীয়া। অথবা মঠরক্ষক শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

সংগ্রহ।

(১)

ভালবাসা ও বিচার।

যে ভালবাসা অবিচারিত সিদ্ধা সেটা শ্রীভগবানের নিকটে যাইতে পারেনা—সেটা কাম, প্রেম নহে অবিচারিত ভালবাসা পাপ পথে লইয়া যায়। ইহা ভোগেচ্ছা জনিত উৎকণ্ঠা মাত্র। যে ভালবাসা অমৃতত্ব প্রদান করে তাহার ভিত্তি হইতেছে সংযম। বিনা বিচারে সংযম থাকিতেই পারে না। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক।

লঙ্কাদগ্ধ হইয়া গেল। মহাবীর মা জানকীর নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছেন। দুঃখকর্ষিতা জানকী তখন হনুমান কে বলিতেছেন— তোমাকে দেখিয়া আমি দুঃখ ভুলিয়াছিলাম। এখন তুমি ত যাইবে। এখন আর রাম কথা শুনিতে ত পাইব না— কি করিয়া থাকিব বৎস?

মারুতি ব্যথিত হইলেন—বলিলেন মা যদি তুমি এইরূপই মনে কর, তবে আমার স্কন্ধে আরোহণ কর আমি ক্ষণকালের মধ্যে তোমাকে রামের সঙ্গে মিলন করিয়া দিতেছি।

এই পর্য্যন্ত ভালবাসার কথা, ভালবাসার স্বাভাবিক হৃদয়বেগ। মা কিন্তু এই স্বাভাবিক হৃদয়বেগ দমন করিলেন। যাহা স্বভাবতঃ হইতে চায় তাহাকে ভিতরে লইয়া যাওয়াই দেবতার ধর্ম্ম ; মা বিচারের কথা বলিলেন।

না—ইহা উচিত নয়। রাম সমুদ্র শোষণ করিয়া বা সমুদ্র বন্ধন করিয়া বানর গণের সহিত লঙ্কায় আসিয়া রাবণকে বিনাশ করুন এবং আমার উদ্ধার করুন। এই করিলে আমার প্রিয়তমের কীর্ত্তি চিরদিন থাকিবে। অতএব বৎস তুমি যাও "কথঞ্চাপি প্রাণান্ সন্ধারয়াম্যহম্"—তুমি যাও—আমি কোন রূপে জীবন ধারণ করিয়া থাকিব। ইহা প্রেম। আমার ক্লেশ হয় হউক—আমি রাম রাম করিয়া সমস্তই সহ্য করিব। যাহাতে আমার প্রভুর কীর্ত্তির বিঘ্ন হয় তাহা আমি করিব না।

তুমি ত প্রেম প্রেম করিয়া ব্যাকুল হও। বিচার করিয়া দেখ ইহা কি তোমার ভোগেচ্ছা না ইহাতে কোন শ্রেয়ঃ সাধন হইবে? যে ভালবাসায় এই বিচার নাই তাহা কাম—তাহাকে নির্ম্মল করিয়া প্রেমে পরিণত কর, আত্মসুখেচ্ছা বিসর্জ্জন দাও—শ্রেয়ঃ লাভের জন্য বিচার কর, করিয়া সকল দুঃখ সহ্য কর আর তার জন্য অপেক্ষা কর তবেই মঙ্গল হইবে নতুবা সর্ব্বথা অমঙ্গল। আর এক কথা তোমার সুখের জন্য যদি ভাল বাস তাহা জানিও কাম। কামই প্রেম হইয়া যায় যখন নিজের সুখ মনে থাকে না।

(২)

যোগ মার্গে সাবধানতা।

অনাহারী থাকিয়া, ক্ষুধিত হইয়া, পরিশ্রান্ত হইয়া, চিত্ত ব্যাকুল রাখিয়া যোগাভ্যাস করিবে না। অতি শীতে, অতি উষ্ণে, অথবা এই শীত এখুনি উষ্ণ এমন কালে, বায়ু প্রবল সময়ে, ধ্যান তৎপর যোগী যোগাভ্যাস করিবে না।

(৩)

ভক্তি যোগ

তোমরা ত চিরদিন আমার সঙ্গী। তোমাদের কথা এত দিন শুনিয়াছি—

তোমাদের প্রদর্শিত পথে এতদিন চলিয়াছি—যে ফল ফলিয়াছে তাহা তোমরাও জান আর আমিও জানি—এখন আমি যাহা বলি তাহাই একবার করিয়া দেখ। এতদিন কর নাই, নাই কর এখন একটু আমার উপকার কর

হে স্মৃতি! আমি তাঁর চরণে প্রণাম করিতেছি এইটি আমার স্মরণে যেন সর্ব্বদা রাখিয়া দাও। ভিতরে বাহিরে আমার প্রিয়তমের অবস্থিতির অভাব কখন হয় না এবিশ্বাস তোমরাও ত রাখ? হে বাক্—সর্ব্বদা তাঁর নাম যেন আমার কর্ণপুটে ধ্বনিত হয়, হে জিহ্বে!—তুমি যেন সর্ব্বদা তাঁর কথামৃত আমায় পান করাও; হে হস্তদ্বয়! তোমরা যেন সর্ব্বদা সেই পাদপদ্ম অর্চ্চনা করিতেছ—তোমাদিগকে দেখিলে যেন ইহাই আমার ভাবনা হয়; হে মস্তক! তুমি সেই চরণে সর্ব্বদা প্রণাম করিতেছ ইহা যেন আমার মনে থাকে; আমার দেহের যখন যে ইন্দ্রিয়ের দিকে দৃষ্টিপড়ে—অথবা অন্য কোন নরনারীর, যখন যে ইন্দ্রিয়ের দিকে দৃষ্টিপড়িবে—এমন কি পশু পক্ষীর যখন যে রূপ বা শব্দের দিকে দৃষ্টিপড়ে তখনই যেন ইন্দ্রিয়ের ঐ ঐ প্রধান কার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপড়ে—আমার ইন্দ্রিয়ের রাজা যে মন তিনি যেন ইহাই স্মরণ করেন ইহাই প্রার্থনা।

(৪)

স্ত্রীলোকের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখ কি?

আজ কালকার সকল লোকে বুঝিতে পারুক আর না পারুক যাঁহারা সত্য সত্য সাধুপথে চলিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারেন স্ত্রীজনের সম্বন্ধে শাস্ত্র যাহা বলিয়াছেন তাহাই পূর্ণ মাত্রায় সত্য। মূল রামায়ণ উত্তরকাণ্ডত্রিংশ সর্গের ৪২ ও ৪৩ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

ন হীদৃশং ভয়ং কিঞ্চিৎ কুলস্ত্রীণামিহোচ্যতে। ৪২
ভয়ানামপি সর্ব্বেষাং বৈধব্যং ব্যসনং মহৎ॥ ৪৩

যাঁহারা কুলস্ত্রী তাঁহাদের স্বামীর মৃত্যু অপেক্ষা ভয় আর কিছুতেই হইতে পারে না। সকল ভয় অপেক্ষা স্ত্রীলোকের বৈধব্যই গুরুতর ভয়।

চিন্তা করিয়া দেখ—নিজের জীবনের ঘটনা সমস্ত আলোচনা করিয়া দেখ—যদি কুলের বাহিরে দাঁড়ানকে সভ্যতা বিবেচনা না করিয়া থাক—তবে অতি সহজেই বুঝিবে স্বামী স্ত্রীকে অপবিত্রতা হইতে কি ভাবে রক্ষা করেন এবং বিধবা হইলে স্ত্রীলোকের কোন্ দশা হয়।

যোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ৪৮ সর্গঃ।

কদম্ব দাশূর।

রাম—এই সংসার চক্র যদি কল্পনা মাত্রই হইল আর যদি ব্রহ্মই তত্ত্বতঃ আছেন তবে এটা কি যে মেধা প্রতিভা কৌশলশালী মহাজনেও কেহ ইহা দেখেন না ?

বশিষ্ঠ—ভোগ আর ঐশ্বর্য্যে মনদিয়া আত্মবঞ্চক ও পরবঞ্চক শঠ মানুষ সকল ভোগ ও ঐশ্বর্য্য লাভ জন্য বহু বহু কর্ম্ম করিয়া কেবল কামেরই কর্ম্মকরে, তত্ত্বজ্ঞানের কোন অপেক্ষা রাখেনা এই জন্য সত্য যিনি তাঁহার দর্শন পায়না। যাঁহারা ভোগ ছাড়িয়াছেন, যাঁহারা বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন—কিছুই থাকিবেনা, সমস্তই ক্ষণিকের জন্য, যাঁহারা ইন্দ্রিয়ের লালসা ছাড়িয়াছেন বলিয়া ইন্দ্রিয়ের বশ নহেন তাঁহারাই সংসারকে মায়া বিজৃম্ভিত বলিয়া অনাস্থা করিতে পারেন। "সর্ব্বং মায়েতি ভাবনাৎ" সকলই মায়া এই ভাবনার দৃঢ় অভ্যাস করিয়া ইঁহারাই বাহিরে কর্ত্তা সাজিয়া থাকিয়াও ভিতরে সংসারকে হেয় জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদা উদাসীন থাকেন। "ইঁহারাই সর্পের কঞ্চুক ত্যাগের ন্যায় অহঙ্কারময়ী মায়াকে ঈশ্বরের শরণে পরিত্যাগ করিতে পারেন। এই সমস্ত লোকের আর সংসারে জন্মাইতে হয় না। ভৃষ্ট বীজ বহুকাল ক্ষেত্রে পতিত থাকিলেও যেমন তাহা হইতে অঙ্কুর জন্মেনা; পরন্তু উহা পচিয়া মৃত্তিকাই হইয়া যায় সেইরূপ মায়াকে অর্থাৎ অহং মম কে যিনি ত্যাগ করেন তিনি দীর্ঘ কাল জীবিত থাকিলেও কখন কর্ম্মে লিপ্ত হন না।

আধিব্যাধি পরীতায় প্রাতর্ব্বাত্থ বিনাশনে।
প্রযতন্তে শরীরায় হিতমজ্ঞাস্তু নাত্মনে॥ ৫

যাহারা মূর্খ তাহারাই আধিব্যাধি শঙ্কুল, ক্ষণবিধ্বংসী শরীরের

হিতচেষ্টা করে আত্মার জন্য ইহাদের কোনই যত্ন হয় না। শরীর ভোগে অজ্ঞ জন যেমন সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে তুমি তাহা করিওনা; ইহাতে কেবল দুঃখই পাইবে। তুমি আত্ম পরায়ণ হও।

রাম—ভগবন্ অপনি আত্মপরায়ণ হওয়াকেই মৃত্যুসংসার সাগর অতিক্রমের একমাত্র উপায় বলিতেছেন। সর্ব্বদা আত্মপরায়ণ হইতে হইলে যাহা করিতে হইবে তাহা একবার অপনাকে শুনাইতে চাই।

বশিষ্ট—বল।

রাম—আত্মাকে দেখিতে হইবে; সেই জন্য আত্মার কথা পুনঃ পুনঃ শুনিতে হইবে; শুনিয়া শুনিয়া বিরুদ্ধ যুক্তি খণ্ডন করিয়া আত্মার কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। এইরূপ করিলে আত্মার নিদিধ্যাসন হইবে অর্থাৎ আমিই সেই আত্মা ইহার নিশ্চয় ধারণা হইবে তখন আত্মার দর্শন হইবে।

বশিষ্ট—ইহাই করণীয়। কিন্তু আত্মপরায়ণ হওয়ার প্রধান বিঘ্ন কি এবং তাহার অপসারণ করিবে কিরূপে?

রাম—ভগবন্—যতদিন মায়াকে এবং মায়ার কার্য্যকে অনাস্থা না করা যায় ততদিন আত্মপরায়ণ কিছুতেই হওয়া যাইবেনা।

বশিষ্ঠ—কিরূপে করিবে?

রাম—"সর্ব্বং মায়েতি ভাবনাৎ"—সমস্তই মায়া ইহা অভ্যাস করিয়া ফেলিতে হইবে। এই জগৎ, এই সংসার, এই দেহ, এই মন—এই সমস্তই মায়া। তুমি যাহা দেখ, যাহা শ্রবণ কর, যাহা স্মরণ কর সমস্তই মায়া। একমাত্র আত্মাই সত্য। আর সমস্তই অনাত্মা সেই জন্য অনাস্থার বস্তু। সমস্তই মিথ্যা, সকলই ক্ষণধ্বংসি জানিয়া নিরন্তর সমস্তকেই অগ্রাহ্য করিয়া কেবল আত্মার কথাই শুনিতে হইবে। আত্মা কখনও মরেন না, আত্মার কোন দুঃখও নাই, আত্মা সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্ব হৃদয়স্থ, আত্মা সর্ব্বশক্তিমান্। আর আমিই

এই আত্মা, আমি দেহ নই, আমি মনও নই, জগতের কোন কিছুরই সহিত আমার সম্পর্ক নাই, আত্মা ভিন্ন কোন কিছুতেই আমার প্রয়োজন নাই। যিনি দ্রষ্টারূপে, যিনি সাক্ষীরূপে আমার মধ্যে আছেন—তিনিই সত্য। তিনিই আমারই জন্য মন্ত্রমূর্ত্তি ধরেন, তিনিই সকলের জন্য অবতার হয়েন, ইষ্ট দেবতা হয়েন। সমস্ত অবতারই আত্মা। এই ভাবে আত্মাকে লইয়া থাকিতে হইবে আর সমস্তই অনাত্মার বস্তু ইহা অভ্যাস করিয়া ফেলিতে হইবে। সর্ব্ববিধ ভোগ ত্যাগ করিতে পারিলেই সর্ব্বপ্রকারে অনাত্মা অগ্রাহ্যের বস্তু হইয়া যায় এবং আত্মাই গ্রাহ্যের বস্তু হয়েন। এই যে জগৎ দেখা যাইতেছে এটা আত্মাই মায়া কর্ত্তৃক জগৎরূপে দেখা যাইতেছে। বাহিরের মায়া অগ্রাহ্য করিয়া ভিতরের আত্মাকে লইয়াই থাকিতে হইবে। জন্মমৃত্যু, ক্ষুধা পিপাসা, শোক মোহ, আমার নাই, আমি পরম শান্ত, জ্ঞানময়, আনন্দময়।

বশিষ্ট—ইহাই সত্য।

রাম—আপনি বলিলেন এই সংসার চক্র মনঃকল্পিত ভিতরে বস্তু নাই সুতরাং মিথ্যা। ইহা দাশূর আখ্যায়িকার সমান। দাশূর আখ্যায়িকা কি ?

বশিষ্ট—জগৎটা মায়াময়। ইহা বুঝাইবার জন্য দাশূর আখ্যায়িকা বলিতেছি মনোযোগ কর।

রাম—বলুন।

বশিষ্ট—বসুধাপীঠে বিচিত্র কুসুমদ্রুম মাগধ নামক এক অতিবিস্তৃত জনপদ আছে। কত কত বিস্তৃত কদম্ববন, লীলাস্থান বেষ্টিত বহু জঙ্গল এখানে। বিচিত্র বর্ণের মনোহর কত কত পক্ষী এখানে সুন্দর গান করিয়া থাকে। উহার সীমান্ত প্রদেশ শস্যপূর্ণ, তাহার নিকটে উপবন। সমস্ত নদী কমল উৎপল কহ্লারে পূর্ণ। উদ্যান সকল দোলা বিলাসে ও ললনা সকলের গীতধ্বনিতে মুখরীকৃত। নিশাকালে উপভুক্ত ম্লান উৎকৃষ্ট কুসুম রাশি মন্মথ শরের ন্যায় অবনিতল সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখে। সেই জনপদের একদেশে এক পর্ব্বত। পর্ব্বতের তটভূমি

কর্ণিকার বৃক্ষে, কদলী বনে ও কদম্ব শ্রেণীতে সর্ব্বদা শোভমানা। বৃক্ষে বৃক্ষে ফল পুষ্প এবং সরোবর সকল হংস কারণ্ডবাদির কলনাদে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিত। সেই পর্ব্বতের উপরিস্থিত এক কদম্ব বৃক্ষের অগ্রভাগে মহাতপা পরম ধাম্মিক দাশূর নামা এক মহামুনি বাস করিতেন।

রাম—মুনি কি নিমিত্ত বনে কদম্ব বৃক্ষের উপরে বাস করিতেন?

বশিষ্ঠ—দাশূর মুনির পিতা শরলোমা ঐ পর্ব্বতে বাস করিতেন। বৃহস্পতির একমাত্র পুত্র কচের ন্যায় দাশূরও মুনির একমাত্র পুত্র। পুত্রের সহিত মুনি অরণ্যেই থাকিতেন। বহু বৎসর পরে শরলোমা গত হইলেন, দাশূর পিতৃবিয়োগে কুরর পক্ষীর ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। পিতা মাতার বিয়োগে মুনি হেমন্তকালীন কমলের ন্যায় ম্লান হইতে লাগিলেন। ঋষিকুমারকে কাতর দেখিয়া অদৃশ্য শরীরিণী বনদেবী এই বলিয়া আশ্বাসিত করিলেন—হে ঋষিতনয় তুমি প্রাজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞ ব্যক্তির মত রোদন করিতেছ কেন? "কিমজ্ঞ ইব রোদিষি।" সংসারের চঞ্চল স্বরূপ তুমি কি কাহারও নিকট হইতে অবগত হও নাই? সংসার সর্ব্বদা চঞ্চল। যাহা এখানে জন্মায় তাহা কিছুদিন থাকে পশ্চাৎ অবশ্যই বিনষ্ট হয়। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া যাহা কিছু এখানে দেখা যায় তাহারই নাশ হয়। পিতার মরণে বৃথা শোক করিতেছ। সূর্য্যদেব উদিত হইলে তাঁহার অস্ত গমন যেমন অবশ্যম্ভাবী সেইরূপ জাত বস্তুর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অনবরত রোদনে আরক্ত লোচন ঋষিপুত্র মেঘধ্বনি শ্রবণে শিখণ্ডী (ময়ুরের) ন্যায় সেই দৈববাণী শুনিয়া ধৈর্য্য ধরিলেন। তিনি পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন, করিয়া মৃত্যুসংসার সাগর পার হইবার জন্য দৃঢ়তা সহকারে তপস্যাচরণে দৃঢ়সঙ্কল্প করিলেন। তিনি নিষ্ঠাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের কার্য্য যে বেদাধ্যয়ন ও বেদার্থ বিচার—তাহাই করিতে লাগিলেন। শ্রোত্রিয়তা লাভ করিলেও জ্ঞেয়তত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব অজ্ঞাত থাকায় তাঁহার চিত্ত, বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারিল না। ধরাতলে বাস করা তাঁহার পক্ষে ক্লেশকর বোধ হইতে লাগিল, শুদ্ধি অশুদ্ধির বিচারে তিনি

ধরাতলের কোন স্থানকেই শুদ্ধ মনে করিলেন না। পৃথিবীতলে বাস করা অরুচিকর মনে হইল। তখন তিনি বৃক্ষাগ্রকে শুদ্ধ মনে করিয়া তথায় বাস করিতে মনস্থ করিলেন। পক্ষীর ন্যায় বৃক্ষে বাস করার জন্য তিনি তপস্যা করিতে লাগিলেন। যজ্ঞোপযোগী বহ্নিস্থাপন করিয়া স্বীয় স্কন্ধদেশ হইতে মাংস কর্ত্তন করিয়া হুতাশনে আহুতি দিতে লাগিলেন। অগ্নিদেব বিচলিত হইলেন। আমি দেবগণের মুখস্বরূপ। এই বিপ্র আমাতে স্বমাংস আহুতি দিতেছেন। ইহাতে দেবগণের গলদেশ দগ্ধ হইতে পারে। অগ্নিদেব তখন ঋষির নিকট আগমন করিলেন এবং বলিলেন বর গ্রহণ কর। ঋষিকুমার অগ্নিদেবকে পুষ্পার্ঘ্য দিয়া পূজা করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন আমি এই ভূতপূর্ণ ভূমণ্ডলের কোন স্থানকেই শুদ্ধ মনে করিতেছি না, আপনি আমাকে এই বর দিন যাহাতে আমি অনায়াসে বৃক্ষাগ্রে অবস্থান করিতে পারি। “তথাস্তু” বলিয়া অগ্নিদেব জলদপটলে বিন্দুমালার ন্যায় অদৃশ্য হইলেন। ঋষিকুমার সিদ্ধকাম হইয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন; তাঁহার প্রসন্ন বদনদ্যুতি দেখিয়া মনে হইল যেন তথায় শশী ও পদ্ম যুগপৎ উদিত হইয়াছে। একালের মানুষ দেবদর্শন হয় না কেন বলিয়া দুঃখ করে। পারিবে তপস্যা করিতে? পারিবে স্বমাংস আহুতি দিতে? তবে ত হইবে; নতুবা শুধু বচনে যাহা পাইবে তাহা বচনই। তপস্যা কর— নিশ্চয়ই দেব দর্শন হইবে।

স্থিতি ৪৯ সর্গঃ

দাশূর কদম্ব বর্ণন।

কানন মধ্যে অম্বুদমণ্ডল চুম্বিত এক অত্যুচ্চ বৃক্ষ। বৃক্ষ এত উচ্চ যে মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যাশ্ব সকল খিন্ন হইলে মনে হয় যেন তাহার স্কন্ধ দেশে বিশ্রাম করেন। দিক্‌কুক্ষির বিতান (চাঁদোয়া) স্বরূপ ঘন

সন্নিবিষ্ট দীর্ঘ বাহু বিস্তার করিয়া বৃক্ষ আপন বিকশিত কুসুম নয়নে যেন দশদিক অবলোকন করিতেছে। বায়ু দ্বারা পরাগশূন্য কুসুম নিকটে বহু বহু ভ্রমর ইতস্তত আসিতেছে যাইতেছে, মনে হইতেছে যেন কুন্তল-রাশি দুলিতেছে। বায়ুভরে পল্লবাগ্র দুলিতেছে, মনে হইতেছে বৃক্ষ যেন পল্লবরূপ কর দ্বারা দিগ্‌বধূ সকলের মুখমণ্ডল প্রমার্জ্জন করিয়া দিতেছে। বৃক্ষের পল্লবপ্রান্তে গুলঞ্চ লতার অরুণ বর্ণ মঞ্জরীপুঞ্জে বিন্দু বিন্দু হিমজল শোভা পাইতেছে, মনে হইতেছে বৃক্ষ যেন তাম্বুলরাগযুক্ত সহাস্য আস্যে বনমালিকাদিগের প্রতি চাহিয়া হাস্য করিতেছে। শোভাতিশয় উল্লাসে উল্লসিত লতার পুষ্প কেসর নিবিষ্ট পরাগাবদ্ধ মণ্ডলাকার শোভা বৃক্ষকে এরূপ সুশোভিত করিয়াছে দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন পূর্ণেন্দু শোভা পাইতেছে। চকোর কূজিত লতাচ্ছাদিত কুঞ্জশালী বৃক্ষের নিবিড় শাখাপংক্তি সিদ্ধগণের গতাগতি অবরোধ করতঃ ঊর্দ্ধপ্রদেশে দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে। ঐ বৃক্ষের স্কন্ধপীঠে উপবিষ্ট ময়ুর বৃন্দের পুচ্ছ কলাপে বৃক্ষটি আকাশে মেঘগাত্রে ইন্দ্রধনুর শোভা ধারণ করিয়াছে। বৃক্ষের ভূসংলগ্ন বৃহৎ বৃহৎ অধঃস্কন্ধ কোটরে শুক্লবর্ণ চমর মৃগগণ কোথাও বহিরাগত, কোথাও কোটর প্রবিষ্ট, কোথাও অর্দ্ধপ্রবিষ্ট হওয়ায় কখন দৃষ্ট কখন অদৃষ্ট সমগ্রবর্ষের উদিত অস্তমিত চন্দ্রের মত দেখা যাইতেছে, তাহাতে বৃক্ষটি যেন উদিত অস্তমিত চন্দ্র সমূহে পূর্ণ বৎসরের মত বোধ হইতেছে। কপিঞ্জল পক্ষীর আলাপে, কোকিল কুলের কাকলীতে, জীবঞ্জীব অর্থাৎ চকোরগণের শব্দে বৃক্ষ যেন সর্ব্বদাই গান করিতেছে। অসংখ্য কলহংস ঐ বৃক্ষে নীড় প্রস্তুত করিয়া সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতেছে মনে হইতেছে যেন বৃক্ষটি স্বর্গ বিশ্রান্ত সিদ্ধগণে পরিপূর্ণ দ্বিতীয় জগৎ। ঐ মহান্ বৃক্ষ নবপল্লবে মণ্ডিত ও বিলোল মঞ্জরী সমূহে অলঙ্কৃত। মনে হয় যেন বিলোল প্রবাল হস্তা, ভ্রমর নয়না অপ্সরাগণ স্বর্গ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। নীলোৎপল কোকনদাদি সদৃশ নানা বর্ণের লতা-পুষ্প এবং তাহাদের কুসুম রাশি সমুত্থিত পরাগে সেই মঞ্জরী পিঙ্গলিত

বৃক্ষ ইন্দ্রধনুবিমণ্ডিত জলধর পটলের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। বৃক্ষের সহস্র সহস্র শাখা আকাশ কোটর পর্য্যন্ত প্রসারিত হওয়ায় বৃক্ষ যেন চন্দ্র সূর্য্যরূপ কুণ্ডলালঙ্কৃত বিশ্বরূপ প্রদর্শয়িতা বিষ্ণুর ন্যায় সমুন্নত দৃষ্ট হইতেছে। তলপ্রদেশে নাগেন্দ্রগণ, উপরে গ্রহ নক্ষত্রগণ, মধ্যে লতা পুষ্পাদি—ইহা দ্বারা এইস্থান পাতাল ব্যোমমণ্ডল এবং ভূতল সমন্বিত যেন অন্য একটি ব্রহ্মাণ্ডের মত শোভা পাইতেছে। চারিদিকের শোভা দেখিলে বৃক্ষকে বনদেবীদিগের উত্তম অন্তঃপুর বলিয়া মনে হয়। পর্ব্বত হইতে ঝঙ্কার করিয়া যেমন নদীসকল নির্গত হয়, সেইরূপ ঝঙ্কারকারী ভ্রমররূপ তরঙ্গ সমাকুল পুষ্প ও কিঞ্জল্ক রাশি বৃক্ষ হইতে নিরন্তর নিপতিত হইতেছে। মন্দ মন্দ সমীরণ দ্বারা বিচলিত পত্র ও পুষ্প সমূহে আচ্ছাদিত স্কন্ধ ঐ বৃক্ষ বায়ু বিচলিত অভ্র পটলাবৃত ভূধরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। বৃক্ষের মূলভাগ বহু স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে—উহা এত উচ্চ যে মাতঙ্গগণ উহাতে গণ্ড ঘর্ষণ করে। ভগবান্ বিষ্ণুকে যেমন বহু পরিষদ বেষ্টন করিয়া থাকে, সেইরূপ স্কন্ধ ও কোটরে বিচরণকারী বিচিত্র বর্ণের বহু পক্ষী ঐ বৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া আছে। আমার নিখিল অবয়বই, প্রায় সকলের আশ্রয় স্থল, বৃক্ষ যেন ইহা চিন্তা করিয়া পল্লব সঞ্চালনে নৃত্য করিতেছে। বহু লতার কাণ্ড বলিয়া বৃক্ষ যেন শৃঙ্গার রসে মগ্ন হইয়া মধুকর গুঞ্জনচ্ছলে গান করিতেছে। ইহার কোকিল কুলের কলধ্বনি যেন সিদ্ধগণকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিতেছে। ইহার সহস্র গুচ্ছে সহস্র সহস্র পুষ্প প্রস্ফুটিত—মনে হয় বৃক্ষ যেন সহস্র মণিসম্পন্ন সহস্র ফণাশালী অনন্ত নাগ পাতাল হইতে উত্থিত হইয়া নভোদর্শন করিতেছেন। ভস্মভূষিত শঙ্কর কেবল ভক্তগণেরই মঙ্গল-প্রদ কিন্তু পুষ্পরেণু বিভূষিত এই বৃক্ষ ছায়া পুষ্প ফল প্রদানে সমস্ত ভূতের শঙ্কর। ঐ কদম্ব বৃক্ষ শত শত পুষ্প লতা মণ্ডপে সমাকীর্ণ। শত শত বিহগগণের নিবাস স্থান—ইহা যেন একটি গগনস্থিত নগর। দাশূর এই কদম্ব বৃক্ষ দর্শন করিলেন।

স্থিতি ৫০ সর্গ।

দাশূর দিগবলোকন।

ভূমি অপবিত্র বলিয়া দাশূর শ্রীহরির একার্ণবগত বটবৃক্ষে আরোহণ করার মত, সেই বনস্থিত কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। পূর্ব্বে তপস্যা করিয়া অগ্নিদেবের নিকট বর পাইয়াছিলেন সেই বর প্রভাবে সেই বৃক্ষের সর্ব্বোচ্চ শাখার প্রান্তস্থিত পল্লবে আরোহণ করিয়া তপস্যার্থ তথায় উপবিষ্ট হইলেন। ঐ বৃক্ষের ঐ অভিনব পল্লব তাঁহার আসন হইল। ক্ষণকাল কৌতূহল তরল ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া চারিদিক একবার দেখিয়া লইলেন। দেখিলেন দশ দিক দশটি অঙ্গনা, সমুন্নত ভূধরগণ তাঁহাদের পয়োধর, নদী সকল একাবলী হার, নীল নভোমণ্ডল কেশকলাপ, চঞ্চল মেঘশ্রেণী বিলোল অলকাবলী। বৃক্ষ সমূহের নীলবর্ণ পল্লব তাহাদের নীলাম্বরী, পুষ্পরাশি কর্ণভূষণ, তাঁহারা সাগর-রূপ পূর্ণকলস ধারিণী। প্রফুল্ল পদ্মিনীগণ তাহাদের করধৃত পুষ্পগুচ্ছ পবন প্রচলিত পুষ্পগন্ধ তাহাদের মুখ মারুত। ঐ দিগাঙ্গনাগণ কোকিল প্রভৃতির কূজনে কলনাদিনী এবং নির্ঝর সলিল ঝঙ্কারে নূপুরধ্বনি কারিণী। সর্গ উহাদের মস্তকে, পৃথিবী পদতলে, বনশ্রেণ রোমরাজি, জঙ্গল গুরু নিতম্ব ভার' ইহারা চন্দ্রসূর্য্যরূপ কুণ্ডলধারিণী। সমীর চালিত শাল্যাদি শস্য স্পন্দন ইহাদের অঙ্গভঙ্গী বিলাস, ইহাদের ললাটদেশ চন্দনচর্চ্চিত। তাহাদের পর্ব্বত শিখর লক্ষণ স্তনমণ্ডল সকলে আসমন্তাৎলগ্ন হিমমিব শুভ্র অংশুক। সলিল পরিপূর্ণ মহা সমুদ্র—তাহাদের নূতন বেশভূষা মণ্ডিত মুখ সন্দর্শনের দর্পণ। নক্ষত্র পংক্তি ইহাদের ভালতটে ঘর্ম্মপুলক -স্বেদবিন্দু। ইহারা ত্রিভুবনরূপ দেব অন্তঃপুর আলো করিয়া রহিয়াছে। বিভিন্ন ঋতু সম্ভূত কুসুমনিচয় তাহাদের স্তন কঞ্চুক—তাহাতে আবার সূর্য্য কিরণের কুঙ্কুম লগ্ন রহিয়াছে। বিচিত্র কুসুমরূপ চন্দ্ররশ্মি তাহাদের চন্দন প্রলেপ। গগন গত শাখা পল্লবে উপবিষ্ট দাশূর হৃষ্টান্তঃকরণে দেখিলেন বিস্তীর্ণ বন সমূহ এবং মেঘ সমূহ ইহাদের কৃত্রিম আকার ভেদক অলঙ্কার, নিরন্তর

তিনখানি নূতন গ্রন্থঃ—

অনুরাগ।

ব্রহ্মচারিণী শ্রীমতি মৃনালিনী দেবী প্রণীত। মূল্য ১৲ মাত্র।

ভগবানের প্রতি অনুরাগ ভরা কবিতাগুচ্ছ। কবিতাগুলি পড়িলে সাধকের হৃদয় আনন্দে ভরিয়া যাইবে। রচনায় ভাবের গাম্ভীর্য্য, ও পবিত্রতা লক্ষ্য করিবার বিষয়!

সুন্দর পুরু চিক্কন কাগজে বড় বড় অক্ষরে সুন্দর কালিতে ছাপা ১৭৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। একখানি রঙ্গিন হরগৌরীর সুন্দর ছবি আছে।

বঙ্গবাসী, বসুমতি, সার্ভেণ্ট, অমৃতবাজার, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি পত্রিকায় বিশেষ প্রশংসিত।

শ্রীশ্রীরামলীলা। মূল্য ১৷৹ মাত্র।

(আদিকাণ্ড)

ভূমিকা শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল
বেদান্তরত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত।

অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বনে পদ্যে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লিখিত। ২২০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। সুন্দর বাঁধাই। সোনার জলে নাম লেখা।

উপরোক্ত গ্রন্থ দুইখানি ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট উৎসব আপিসে প্রাপ্তব্য)।

শ্রীভরত।

শ্রীশ্রী অদ্বৈত মহাপ্রভুর বংশোদ্ভবা সাধনরতা ব্রহ্মচারিণী শ্রীমতী মানময়ী দেবী প্রণীত। মূল্য ১৷৹ মাত্র। একখানি অপূর্ব্ব ভক্তিগ্রন্থ। শ্রীভরতের অলৌকিক সংযম, ত্যাগস্বীকার ও বৈরাগ্য এবং সর্ব্বোপরি জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি ভাব অবলম্বনে সাধকের ভাষায় মর্ম্মস্পর্শী ভাবে লিখিত। সুন্দর বাঁধাই কাগজ ও ছাপা। সোনার জলে নাম লেখা। ২৫৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

বঙ্গবাসী, বসুমতী, সার্ভেণ্ট, অমৃতবাজার, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি পত্রিকায় বিশেষ প্রশংসিত।

"নিত্যসঙ্গী বা মনোনিবৃত্তি।"

উত্তম বাঁধাই—মূল্য ১৷৷৹ টাকা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল দেবশর্ম্মা (মজুমদার) প্রণীত।

স্থানাভাবে পুস্তকের বিশেষ পরিচয় দিতে পারিলাম না। পুস্তকের নামই ইহার পরিচয়।

"উৎসবের" নিয়মাবলী।

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা প্রতিসংখ্যার মূল্য ।/০ আনা। নমুনার জন্য ।/০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে "উৎসব" [illegible] না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। [illegible] কেহ অনুরোধ করিলে উহা [illegible] করিতে আমরা সক্ষম হইব না

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি **কার্য্যাধ্যক্ষ** এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র-বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার **অর্দ্ধেক মূল্য** অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত

Registered No. C. 583

২২শ বর্ষ।] ফাল্গুন ১৩৩৪ সাল। [১১শ সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"

আত্মারামায় নমঃ

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

২১শ বর্ষ। ফাল্গুন, ১৩৩৪ সাল। ১১শ সংখ্যা

ভজন রহস্য।

জপ ত কর কিন্তু ধ্যানের সঙ্গে জপ কি কর? আবার ধ্যানের সঙ্গেও যদি জপ কর জপ ধ্যানের সঙ্গে আত্মবিচার রাখ কি? যদি জপ ধ্যান আত্মবিচার সমকালে না হয় তবে যাহা চাও তাহা পাইবে কি? পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এই গুলি অভ্যাস করিতে গেলে বিশেষ কিছুই হইবে না। ইহাত দেখিতেছ। কত লোক শুধু জপ করে, কিন্তু মুখে জপ করিতেছে আবার সেই কালে মনেও উঠিতেছে বড় মেয়েটা শ্বশুর বাড়ী গিয়াছে কোন সংবাদ দিল না—"নমঃ শিবায়" অথবা "হরি হরি হরি।" বলনা এই ভাবে পূজা হয় কি না, এই ভাবে জপ হয় কিনা? যদি এই অসম্বন্ধ প্রলাপও উঠে আর জপ পূজাও কর তবে তোমার হইবে কি? কিছুই হইবে না। মরণ মূর্চ্ছায় অসম্বন্ধ প্রলাপ তুলিয়া তোমার মন তোমাকে পুনঃ পুনঃ মৃত্যু সংসার সাগরে উন্মজ্জিত নিমজ্জিত করিবেই। আবার ধ্যান কি না বুঝিয়া অথবা বুঝিয়াও শুধু ধ্যান যদি কর তার সঙ্গে জপ এবং আত্মবিচার যদি না থাকে তবে ক্ষণকালের জন্যও যদি ধ্যান হয় তাহাতে কিন্তু সামান্য বিঘ্নে মন ধ্যান ছাড়িয়া দিয়া তোমাকে নানা কারণে বিরক্ত করিয়া তুলিবে—শেষে তুমি শুধু বলিবে এতদিন এই সব করিতেছি কিছুই ত হইতেছে না। আবার শুধু আত্মবিচার যদি কর, জগৎ মিথ্যা—আত্মাই সত্য ইহা ধারণা করিয়াও

যদি শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন কোটিকল্পও কর তবে ত্রিপুরা রহস্য বলিতেছেন তোমার আত্মবিচারের সঙ্গে সমকালে সঙ্কল্প ক্ষয়, মনোনাশের সাধনা না থাকায় তুমি একটা মৃত দেহকে সুন্দর বস্ত্র অলঙ্কারে সজ্জিত কর মাত্র। অথবা আত্মবিচারের সঙ্গে—আমি কি জগৎ কি—এই বিচারের সঙ্গে সমকালে যদি জপ ও ধ্যান না থাকে তবে তুমি তুঁষ কাঁড়িয়াই যাইবে কখন ধান্য পাইবে না—অথবা হস্তি-স্নানের মত স্নান করিয়াই ধূলা কাদা মাখিবে। এই ভীষণ কলিযুগে কত মানুষ কত দিন ধরিয়া শুধু জপ করে, কত মানুষ কত দিন ধরিয়া শুধু ধ্যান করে, কত সাধু সন্ন্যাসী কত দিন ধরিয়া শুধু আত্মবিচার করেন কিন্তু ইঁহাদের রাগ দ্বেষও যায় না, শীত উষ্ণ সুখ দুঃখে কাতরতা ও যায় না—বচন ধার্ম্মিক হইলেও ইঁহারা ভগবানে ডুবিতে পারেন না। পানা পুকুরে ঢিল ফেলার মত ক্ষণকালের জন্য পানা সরিয়া জল দেখা গেলেও ঢিল তলাইয়া গেলে যে পানা সেই পানাই সব আচ্ছাদন করিয়া ফেলে—প্রকাশের আবরণ ইহাদের কিছুতেই সরে না—সমকালে জপ ধ্যান আত্মবিচার না করিলে এই দুর্গতি হইবেই। অথবা সমকালে বাসনা ক্ষয়, মনোনাশ এবং তত্ত্বাভ্যাস সাধন না করিলে তোমার কোটিকল্প সাধন ভজনেও কিছু হইবে না। সমকালে বাসনাক্ষয়, মনোনাশ এবং তত্ত্বাভ্যাসের কথা আমরা এখানে আলোচনা করিব না। আমরা আলোচনা করিতে যাইতেছি সমকালে জপ ধ্যান এবং আত্মবিচারের কথা।

জপ ধ্যান ও আত্মবিচার সমকালে করিতে হইবে শাস্ত্র এই উপদেশ দিতেছেন। কিরূপে ইহা করিতে হইবে—এই রহস্য এখানে একটু খুলিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

প্রথমেই বলিয়া রাখা উচিত যাঁহারা তোমার ভক্ত তাঁহারাই তোমার ভজন রহস্য বলিতে পারেন, আমরা বলিব কিরূপে? আমরা তোমার ভক্তের কথাই আলোচনা করিতে চেষ্টা করি—যদি তোমার কৃপা হয় তবে হয়ত কোন দিন আমাদের দ্বারাও তোমার ভজন হইলেও হইতে পারে।

বলিতেছিলাম ধ্যানের সঙ্গে জপ করা আবশ্যক এবং সঙ্গে সঙ্গে জপ ভিন্ন অন্য কথা মনে উঠিলে তাহা মায়িক, তাহা মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে হইবে। লোকে ত জপ করে কিন্তু জপকালে অন্যচিন্তা—অসম্বন্ধ প্রলাপ কতই না উঠে। তাহাতে জপ ত জমাট বাঁধিতে পারে না। হাজার দুহাজার চারি হাজার জপ করিয়া আসিলাম কিন্তু মনত সেই চরণে ডুবিয়া

গেল না। জপকালে কত অসম্বন্ধ প্রলাপ উঠিতে লাগিল—আর ঐ সময়েই যেন প্রলাপ বেশী বেশী করিয়াই আইসে—সেই সময়ে মনে হয় এটা করা হইল না ওটা করিতে হইবে ইত্যাদি। কাজেই জপ করিয়া উঠিয়া আসিলাম কিন্তু মনে হইল কিছুই করা হইল না—হস্তি-স্নানের মত স্নান করিয়া আসিয়াই আবার ধূলা কাদা মাখিলাম—একটুতেই বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। তবেই ত হইল তুষাণাং কণ্ডণং যথা—তুঁষ কাঁড়িয়া উঠিয়া আসিলাম চাউল কিছুই পাইলাম না। এরোগ সারিবে কি প্রকারে? বহু বহু জাপকের জীবনে এইত নিত্য ঘটে। শাস্ত্র তাই কৃপা করিয়া শিক্ষা দিতেছেন সমকালে জপ, ধ্যান ও আত্মবিচার করিতে হইবে। ধ্যানের সঙ্গে জপ করার কথা পরে বলিতেছি। কিন্তু জপ ও ধ্যানের সঙ্গে যে আত্মবিচার করিতে হইবে তাহার সম্বন্ধে দুই এক কথা প্রথমেই বলিয়া রাখি। সত্য কি এবং মিথ্যা কি ইহার বিচার করিতে পারিলেই আত্মবিচার হয়। আত্মাই সত্য এবং অনাত্মাই মিথ্যা। উপাসনা হয় সত্য বস্তুর, আর অনাস্থা করিতে হয় মিথ্যা বস্তুকে। একমাত্র সত্য বস্তুই আত্মা, চৈতন্য এবং অন্য সমস্তই সেই চৈতন্য পুরুষের অঙ্গে ভাসিয়া মিথ্যা হইয়াও সত্য মত ভাসিতেছে। এই চৈতন্য পুরুষের উপাসনা করিতে হয় এবং যে মিথ্যা বস্তু সত্য চৈতন্যের উপর প্রথমে সঙ্কল্প আকারে পরে স্থূল জড়রূপে ভাসিয়া সত্য মত প্রতিভাত হয় সেই মিথ্যাকে তাড়াইতে হইবে—অমান্য করিয়া তাহাতে অমনোযোগ করিতে হইবে। সত্যের উপাসনা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে মিথ্যাকে মুছিয়া ফেলা যায় না। একটা দৃষ্টান্ত দিয়া ইহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

মনে কর তোমার এই ত্রিতল গৃহের মধ্যে এক পুষ্করিণী রহিয়াছে। সেই পুষ্করিণীর মধ্যস্থান হইতে এক বটবৃক্ষ উঠিল এবং পুষ্করিণীর চারিধারে ছায়া বিস্তৃত করিয়া রাখিল। সকলেই দেখে এই সমস্ত মিথ্যাই—ইহা অলীক কল্পনা। মিথ্যাত বলিতেছ কিন্তু ছাড় দেখি এই মিথ্যা কল্পনা? ভুলিতে যত চেষ্টা করিবে ততই এই মিথ্যা ব্যাপার দৃঢ় হইবে। তাই বলা হইতেছে মিথ্যাকে এই ভাবে সরান যায় না। দেহ মিথ্যা, মন মিথ্যা, সংসার মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা। আজকালকার মানুষকে সংসার মিথ্যা বলিলে মানুষ বড় বিরক্ত হয়। আর টিট্‌কারী দিয়া বলে জগৎ মিথ্যা জগৎ মিথ্যা করেন অথচ সংসারটি বেশ করিয়া চালাইবার ব্যবস্থাও বেশ করেন। টিটকারী দিলে কি হইবে—বৈদিক ধর্ম্ম বলেন সংসার মিথ্যা, দেহ মিথ্যা, মন মিথ্যা এবং জগৎ মিথ্যা।

আত্মাই একমাত্র সত্য বস্তু। তুমি মনে মনে সমস্ত সঙ্কল্পকে অজস্রভাবে মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য কর এবং তুমিই সেই সত্য আত্মা ইহার অভ্যাস কর ইহাই মনস্থির করিবার একমাত্র উপায়। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারাই মিথ্যার হস্ত এড়াইয়া সত্য লইয়া থাকা যায়। বাহিরে জানিয়া শুনিয়া একটা মিথ্যা কর্ত্তৃত্ব লইয়া থাকিতে হইবে কিন্তু মনে মনে নিশ্চয় করিতে হইবে এ সব কিছুই নয়—লোক দেখান মিথ্যা সংস্কারের কার্য্য।

এই আত্মবিচার যে করে না সে মূঢ়। এরূপ ব্যক্তির ধর্ম্মকর্ম্ম করাই বিড়ম্বনা। বৈদিক ধর্ম্মের উপদেশ এই যে তোমার উপাস্য দেবতা হইতেছেন এই আত্মা। শিবোপাসক শিবকে সম্বোধন করিরা বলেন "আত্মা ত্বং গিরিজা মতি" ইত্যাদি। আবার শক্তির উপাসকও বলেন "আত্মা এবাসি মাতঃ পরমিহ ভবতী ত্বৎপরং নৈব কিঞ্চিৎ। ক্ষন্তব্যোমেহপরাধঃ প্রকটিত বদনে কামরূপে করালে॥" এখন আমরা ধ্যানপূর্ব্বক জপের কথা আলোচনা করিব। এই যে জপও চলে আর বহুবিধ প্রলাপও মন তুলে ইহার একমাত্র কারণ হইতেছে মানুষ শুধু জপ করে ধ্যানের সহিত জপ করে না বলিয়া। ধ্যানের সহিত জপ করিতে অভ্যাস কর দেখিবে মন আর এই অসম্বন্ধ প্রলাপ তুলিতে পারিবে না। সর্ব্ব শাস্ত্রময়ী গীতা এই জন্য উপদেশ করিতেছেন "মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে"। ধ্যান নিয়ত হইয়া জপাদি আরাধনা করিতে হইবে।

একটি দৃষ্টান্ত দিয়া ধ্যানের সঙ্গে জপ কিরূপে করিতে হইবে তাহাই চেষ্টা করা হউক।

গোস্বামী তুলসী দাসের ভজন ধরিয়া ইহার আলোচনা চলুক।

রামজী চরণ সুখদায়ী—ভজ মন
রামজী চরণসুখদায়ী॥
সীতারাম্ লখণ ভরত শত্রুহন
হনুমত চাঁয়োর দোলাই॥
যঁহি চরণনকো চরণ পাদুকা
ভরত রহয়ে মন লাই॥
যাঁউ চরণনে নিকলে সুরেশ্বরী
শিবজিকে জটামে সমায়ী।
জটা শঙ্করী—নাম ধরায়ে ত্রিভুবন
তারণী আই॥

তুলসী দাস প্রভু তোঁমরে দরশ কো
চরণ কমল চিত লাই ॥

শ্রীভগবানের চরণ কমলে গোস্বামী তুলসীদাস মন রাখিয়া জপ করিতে করিতে দর্শন অপেক্ষা করিতেছেন আর বলিতেছেন শ্রীরামচন্দ্রের চরণ কমল বড় সুখ দান করে। এই চরণ কমল চিন্তা করার সঙ্গে দেখি সীতার সহিত রাম উপবিষ্ট। শ্রীশত্রুঘ্ন চামর হইয়া সীতার পার্শ্বে, শ্রীলক্ষণ শ্রীরামের দক্ষিণে ছত্র ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আর শ্রীভরত চামর লইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে ব্যজন করিতেছেন। শ্রীহনুমান জোড় হস্তে সম্মুখে দাঁড়াইয়া। এই ধ্যানের চিত্র। কিন্তু চরণকমল ধ্যান করিব কিরূপে? চরণ কমল দেখিতেছি আর সেই সঙ্গে ভাবিতেছি এই চরণ কমলের পাদুকা লইয়া শ্রীভরত বহু বহুকাল তাহার ধ্যান করিয়া নন্দীগ্রামে অপেক্ষা করিয়া ছলেন। আহা! যাঁহারা ঠাকুরকে দেখিতে চান তাঁহাদের পক্ষে জগতের সমস্ত উপেক্ষা করিয়া একমাত্র দর্শনের অপেক্ষায় প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিতে হইবে। এই অপেক্ষাই হইতেছে প্রধান সাধনা। বিনা বৈরাগ্যের উপেক্ষায় এই অপেক্ষার সাধনা হয় না। আবার এই চরণ দেখিতে দেখিতে মনে হইতেছে এই চরণ হইতে শ্রীগঙ্গা উঠিয়া মহাদেবের জটা জূটে কুল কুল করিয়া প্রবেশ করিতেছেন। শঙ্করী স্বর্গ হইতে ধরায় নামিয়া ত্রিভুবন পবিত্র করিতেছেন। আরও আছে। এই চরণকমলের রজঃকণা প্রাপ্ত হইয়া কত যুগ যুগান্তরের পাষাণী অহল্যা মানবী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন আর সেই পীতকৌষেয় বসন ধারী চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রগদা-ধারী শ্রীভগবানের ধ্যান কালে দেখিতেছেন—

ধনুর্ব্বাণধরং রামং লক্ষ্মণেন সমন্বিতম্।
স্মিত বক্ত্রং পদ্মনেত্রং শ্রীবৎসাঙ্কিত বক্ষসম্।
নীলমানিক্যসঙ্কাশং দ্যোতয়ন্তং দিশো দশ ॥

তুমি ভাবনা করনা এই মূর্ত্তি—এই হর্ষবিস্ফারিতেক্ষণ রমানাথকে মনে মনে দর্শন করিতে করিতে কি হয় আপনিই বুঝিবে। আরও আছে—গঙ্গাপারে যাইতে গিয়া নাবিক শ্রীভগবানের সঙ্গে কি কথা কহিয়াছিল তাহাও ত মনে আসিবে। চরণকমল ভাবনা করিতে গিয়া যখন শ্রীভগবানের এই সমস্ত লীলা স্মরণ হইবে বল দেখি তখন কি তোমার মনে অন্য কোন প্রলাপ উঠিতে পারে? বল দেখি তখন তুমি যে রাম রাম রাম জপ করিবে তাহাতে তোমার মন সেই শ্রীরাম চরণ কমলে লুটাইয়া লুটাইয়া লীন হইতে চাহিবে না

কি ? এইরূপ কৃষ্ণলীলা ধ্যানের সঙ্গে কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপ কর, দুর্গালীলা ধ্যানের সঙ্গে দুর্গা দুর্গা জপ করিয়া দেখ না, মনের অসম্বন্ধ প্রলাপ দূর হইয়া কোথায় যাও। এই ভাবে তোমার মন হইতে সমস্ত জগৎ মুছিয়া যাইবে, তোমার মন বাহ্য সমস্ত বিস্মৃত হইয়া শ্রীচরণ কমলে ভৃঙ্গের মত "মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার" হইয়া পড়িয়া থাকিবে। ইহাই জপ করিতে করিতে ডুবিয়া যাওয়া। কর ইহার অভ্যাস—ইহার জন্য কাতর হইয়া প্রাণপণ কর তবে ত ধ্যানের সঙ্গে জপ হইবে, সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিচারও থাকিবে।

ধ্যানের সঙ্গে জপের কথা আরও কত বলা যায়। দেবাদিদেব মহাদেব—"আপনি হর গঙ্গাধর" পঞ্চমুখে যে রাম রাম করেন তাহাও ধ্যানের সঙ্গে। একদা এক গন্ধর্ব্বরাজ রূপ যৌবন গর্ব্বিত হইয়া ভগবান অষ্টাবক্রের আট অঙ্গ বক্র দেখিয়া হাসিয়াছিলেন। ভগবান্ অষ্টাবক্র ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দিলেন। গন্ধর্ব্বরাজ হইয়া গেল কবন্ধ রাক্ষস। শ্রীভগবানের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়া এই রাক্ষস আপন স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তিনি তখন শ্রীভগবানের রূপ তাঁহার দেহ দেখিয়া ভাবনা করিয়া করিয়া স্তব করেন। সূক্ষ্ম রূপ দেখিয়া স্তব করিয়া পরে স্থূলরূপের ধ্যান করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ রোমাঞ্চিত কলেবরে প্রেমরসে আপ্লুত হইতে থাকেন। ইনি তখন শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে প্রার্থনা করেন ভগবান্ জটামুকুট বদ্ধ ধনুর্ব্বাণধারী শ্যাম মূর্ত্তি— এই তরুণ বয়সের এই মূর্ত্তি—যে মূর্ত্তিতে তুমি শ্রীলক্ষ্মণের সহিত বনে বনে সীতার অন্বেষণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়া ছিলে এই মূর্ত্তি যেন সর্ব্বদা আমার হৃদয়ে স্ফুরণ হয়। পরে বলিলেন,—

> সর্ব্বজ্ঞঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ পার্ব্বত্যা সহিতঃ সদা।
> ত্বদ্রূপমেবং সততং ধ্যায়ন্নাস্তে রঘূত্তমঃ॥

সর্ব্বজ্ঞ শঙ্কর জগজ্জননী পার্ব্বতীর সহিত তোমার এই—সীতা শোকে বনে বনে ভ্রমণের রূপ সর্ব্বদা ধ্যান করেন।

এক নবদূর্ব্বাদল প্রভু, শ্যামসুন্দর পুরুষ, মস্তকে জটাকে মুকুটাকারে বন্ধন করিয়া হস্তে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া বনে বনে আপন শক্তির অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন—করনা এই মূর্ত্তির ধ্যানের সঙ্গে রাম, রাম, রাম! আহা—কত সুন্দর এই ধ্যান। মহাদেব নিজশক্তি উমাকে দেখিয়া আনন্দে তাণ্ডব নৃত্য করেন। কখন নিজশক্তিকে কি দেখিয়াছ ? দেখ নাই। ভোগ লম্পট

রাবণ তোমার শক্তি হরণ করিয়াছে। শক্তি হারা হইয়াছ—তথাপি শোক তোমার হইতেছে না। যথার্থ অবস্থা স্মরণ করিয়া এই শক্তির অন্বেষণ কর—করিলেই উপর হইতে সাহায্য পাইবে। তখন ভোগের হস্ত হইতে শক্তি উদ্ধার করিয়া রাম রাম করিতে করিতে ধন্য হইয়া যাইবে। ধ্যানের সহিত জপের কথা এই পর্য্যন্ত থাকিল। এই গুলি আলোচনা করিয়া প্রভাতে পুনঃ পুনঃ বল না "রামজী চরণ সুখদায়ী" দেখ না রাম রাম করায় মন কিসে ডুবিয়া যায়। শুধু মুখে বলিলে কি হইবে? করিয়া দেখ মুক্ত হইবে—না কর মর এই পর্য্যন্তই।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার।

ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ

তোমাকে স্মরণ না করাই মানুষের—নরনারীর গুরুতর অপরাধ। এই যে দিনের পর দিন যায়, রাত্রির পর রাত্রি যায়, বল দেখি তাঁহাকে স্মরণ কর কতক্ষণ? যাঁহার নিকট হইতে এই দুর্ল্লভ মানব জীবন পাইয়াছ, যে জীবন পাইয়া তুমি আশা করিতে পার, তুমি নির্ম্মল হইয়া তাঁহারই হইয়া যাইতে পার, যে জীবন পাইয়া তুমি আশা করিতে পার তুমি তাঁহার হইয়া আপনি আপনি থাকিয়া তোমার সর্ব্বপ্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি করিতে পার আর আপনার আনন্দ স্বরূপে অবস্থান করিতে পার, বল বল সেই জীবনের একমাত্র স্বার্থকতা যাহাতে হয় সেই স্মরণ কার্য্য কতক্ষণ কর? আহা! তাঁহাকে প্রতিনিয়ত—প্রতি কার্য্যে—প্রতি বাক্যে—প্রতি ভাবনায়—স্মরণ করিবে বলিয়াই যে তুমি এই সংসারে আসিয়াছিলে আর ইহাই যে তোমার দুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তির একমাত্র উপায়—আহা! ইহাই যদি তোমার না হইল তবে তোমার উপদেশে কাহার কি হইবে বল? তোমার কার্য্যে কাহার উপকার হইবে বল? তোমার ভাবনায় কাহাকে তুমি তাঁহার সমীপবর্ত্তী করিবে বল? অন্ধকে অন্ধ কোন্ পথ দেখাইবে? স্বয়ং অসিদ্ধ হইয়া তুমি কাহাকে সিদ্ধি দিবে বল? বল বল তুমি জগতকে—

মানব জাতিকে কি দিয়া উন্নত করিবে? তুমি প্রাচীনের ও নবীনের দোষ যতই দেখাও না কেন আর যতই যুক্তি দাওনা কেন তোমা অপেক্ষা সূক্ষ্ম বুদ্ধি যাঁহার তিনি তোমার যুক্তি উড়াইয়া দিয়া আবার নূতন ভাবে কত কথাই বলিবেন। ইহাতে জগতের উন্নতি হইবে না। উন্নত আপনি হও—হইয়া পরকে উপদেশ কর, আপনি আচরণ করিয়া যে যেমন অধিকারী তাহাকে তাহার উপযোগী পথ ধরাইয়া দাও হইবে নতুবা নয়।

উন্নত হইব কিরূপে?

হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া সাধনা কর—ব্যাকুল হৃদয় না হইলে সাধনা হয় না।

বিশ্বাস রাখ জগতের মা আছেন। তিনি করুণা বরুণালয়া—শত অপরাধ করিয়াও আর করিবনা বলিয়া ক্ষমা চাহিলে তিনি ক্ষমা করিয়া কোলে তুলিয়া লইয়া থাকেন। এমন করুণাময়ী! এমন ক্ষমাসারা আর কেহ নাই। তাঁহাকে করুণাময়ীই বল বা করুণাময়ই বল—ইহাতে কিছুই আসে যায় না। যিনি করুণাময় তিনিই করুণাময়ী। যিনি শক্তিমান্ তিনিই শক্তি। আহা! এই ঈশ্বরের অসীম দয়া কখন কি স্মরণ করিয়াছ? যদি কখন না করিয়া থাক তবে এখন একবার স্মরণ কর—জীবের প্রতি তাঁহার অনন্ত দয়া—অনন্ত করুণার কথা প্রতিদিন একবার করিয়া স্মরণ কর—স্মরণ করিতে করিতে যখন চক্ষের জলে বক্ষ ভিজিয়া যাইবে তখন তুমি তাঁহার সেবক হইয়া যাইতে পারিবে।

দয়াই তাঁহার স্বভাব—অনুগ্রহ করাই তাঁহার স্বভাব। তুমি যাহাই করিয়া থাকনা কেন তথাপি তিনি তোমায় দয়া করেন, তথাপি তিনি তোমাকে অনুগ্রহ করেন। এমন ভগবানকে স্মরণ করিবে না? "ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ" আমার অপরাধ ক্ষমা কর—এ অধিকার যে তিনি সকলকে দিয়াছেন।

তাই বলিতেছিলাম দিনের মধ্যে কতটুকু সময় তাঁহাকে স্মরণ কর বল? নিজের অপরাধ স্মরণ কর—তাঁকে স্মরণ করিতে পারিবে। অপরাধ যে অনুভব হয় না—এই না তুমি বল? দেখ শাস্ত্র কি ভাবে এই অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিবার চিন্তা করিতে বলিতেছেন।

না স্মরণ করাই ত অপরাধ। এজন্মে যে এতকষ্ট আমায় ঘিরিয়াছে তাহার কারণ কি? আহা পূর্ব্বজন্মে মা আমি তোমার চরণ যুগল আশ্রয় করি

নাই, তোমাকে অর্চ্চনাও করিনাই সেই জন্য জননি গুরুতর অকীর্ত্তি সমূহ আমায় ঘিরিয়াছে আর এই জঠরানল আমায় যন্ত্রণা দিয়া ইহার নিবৃত্তি জন্য আমায় কত কি করাইতেছে। আর এই জন্মেও কোথায় তোমার আশ্রয় পাইব কিম্বা কোথায় তোমার ভজনা করিব কিছুই স্থির হইতেছে না—মা আমার অপরাধ ক্ষমা কর। বাল্যকালে বালকসুলভ অভিলাষে বুদ্ধি জড়ের মতছিল আমি কেবল বালকের খেলা ধূলা লইয়াইছিলাম, তোমাকে তখন জানি নাই, জানিতে চাইও না। আচার নাই, পূজা নাই, শ্রুতিজ্ঞানও নাই, কোন সেবাও নাই, আহা! কত অপরাধ হইয়া গিয়াছে মা আমায় ক্ষমা কর।

যৌবন পাইলাম, বিষধর সদৃশ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা দংশিত কলেবর হইলাম—বিবেকবুদ্ধি রহিল না—পরস্ত্রী দেখিয়া লোভ, পরধন আত্মসাৎ করিতে ইচ্ছা—তোমার চরণ যুগল ভুলেও স্মরণ করিলাম না—মা কত অপরাধ হইয়া গিয়াছে—তুমি ক্ষমা না করিলে আমার উপায় কি?

প্রৌঢ় দশায় স্ত্রীপুত্র কন্যার ভরণ পোষণার্থ কত চেষ্টা; ভিক্ষা ইচ্ছা করিয়া, কোথায় পাইব কোথায় যাইব প্রতিদিন এই চিন্তায় দেহজীর্ণ করিলাম কিন্তু তোমার চিন্তা করি নাই, করিবার প্রবৃত্তি ও ছিল না। তোমার ভজনই বা কে করে, নাম কীর্ত্তনই বা করে কে? মা এই অপরাধের ক্ষমা আর কে করিবে?

এখন বৃদ্ধাবস্থা, বুদ্ধিহীন হইয়াছি, শ্বাস কাশ অতিসার দেখা দিয়াছে; চক্ষে দেখিনা, গলিত দন্ত হইলাম, শ্রবণশক্তি, ঘ্রাণ শক্তিও নাই—সকল কর্ম্মের অযোগ্য হইলাম; জীবনের শেষে অনুতাপ আসিতেছে, কেবল মরণই চিন্তা করি, তোমার চিন্তা করি না; জননি! আমার অপরাধের ক্ষমা আর কে করিবে?

মা শাস্ত্রমত সন্ধ্যা পূজা সময়ে করিতে পারিনা, কোন ভাব আসে না, ভক্তিরও উদয় হয় না. কখন তোমার ন্যাস পূজা গুণ কথন হয় না, তোমার সম্বন্ধে কোন চিন্তাও আসে না—মা আমায় ক্ষমা কে করিবে?

মা আমার সমান পাতকী কেহ নাই। আর তোমার সমান পাপঘ্নীও কেহ নাই মা আমার অপরাধ সমূহের অন্ত কর আমি তোমার হইয়া আর যে কয়টা দিন আছে তোমার স্মরণে ধন্য হইয়া যাই। এই কটা দিনের জন্যই আমার পুনর্জ্জন্ম হউক। আমি তোমার হইয়া তোমার জন্য

সকল কর্ম্ম করিয়া ধন্য হইয়া যাই। তোমার ভজনে আমার সাধ জাগুক—সবইত করিয়া দেখিয়াছি, কোথাও শান্তি পাই নাই। কেবল তোমার স্মরণ, তোমার ভজন এইগুলি মাত্র বাকী আছে। মা আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া এই দিক দিয়া আমায় চালাইয়া লও।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার

গানে প্রার্থনা।

যদি সরমে চলিতে নারি বিফলিত পথ-মাঝে
আমার মরমের কোণে আসি.ম্বা দিও।
অমিয় আশীষ-ভরা, দীপ্ত করুণা ধারা
রিক্ত পরাণ পরে ঢালিও।
যদি হতাশে উছলি' উঠে' তপ্ত লোচন-লোর,
চকিতে ঢাকিয়া ফেলে নয়নেরি দিঠি মোর,
তবে শুভ আঁচলে তাহা, মুছাইয়ে দিয়ে নাথ,
বারেক নয়ন পাশে ভাতিও।
যদি অতীত সুখেরে স্মরি' হ'য়ে পথে ম্রিয়মাণ,
শুনিতে না পারি ঐ সমুখের আহবান,
তবে শান্ত জলদ-নাদে জাগাইয়া দিয়ে প্রাণে
ভীতির শাসনে প্রভু শাসিও।
শোধিত হইবে যবে ভবের সুখের ঋণ,
আসিবে আমার যবে ভীতি-ভরা শুভ দিন,
সেই সে পূত দিনে আমারে করুণা করে
চরণে টানিয়া তুলে লইও।

শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়।

আমার কথা কহিবার মানুষ।

(শ্রীরাম দয়াল মজুমদার)

যতদিন মায়াকে, মায়ার কার্য্যকে, সত্য বলিয়া মানিতেছ ততদিন যাহা দেখ, যাহাশুন, যাহা ভাব, যাহাবল সব সত্য। কিন্তু যদি কখন মায়া মিথ্যা হইয়া যায় তবে সবই মিথ্যা হইয়া লোপ পায়—থাকে একটি বস্তু। একটিই আছে আর কিছুই নাই। "আমি আছি" ইহার অনুভব এইটিকেই জানাইয়া দেয়। "আর কিছুই নাই" এইটিরও অনুভব সকল মানুষেই করিয়া থাকে। সুষুপ্তিতে সকলেই অনুভব করে আর কিছুই নাই।

যখন আর কিছুই নাই—তখনকার অবস্থা কিরূপ? সেই স্তিমিত গম্ভীর কি যেন কি আছে—সেখানে আলোও নাই অন্ধকারও নাই—কি আছে কে বলিবে? কোন আকার নাই কোন অবয়ব নাই—কিরূপে বলা যাইবে সে বস্তু কি? স্থানও নাই কালও নাই বলা যাইবে কিরূপে কোথায় তিনি? কোথাও নাই অথচ যেখানে ভাবিবে তিনি সেইখানেই। কোথাও নাই অথচ সর্ব্বত্র আছেন। এই "আছেন" কথা দিয়া "অস্তি" কথা দিয়া সেই অবিজ্ঞাত স্বরূপকে বলিতে হয়; যেমন "আমি আছি" ইহার অনুভব সকলেই করিতে পারে অথচ "আমি" কোন বস্তু কেহ ধরিতে ছুঁইতে পারেনা সেইরূপ সেই স্তিমিত গম্ভীর পরম পদ "আছেন" ইনি ভাষায় অনুভূত হয়েন আর কিছুই তাঁহার সম্বন্ধে বলা যায় না। ইহাই সৎ।

সকল কথা বলিবার স্থান ইহা নহে। এই মাত্র বলা যায় নির্গুণ যিনি তাঁহাতে স্থিতি হয়—আর কিছুই তাঁহার সম্বন্ধে বলা যায় না। নির্গুণ যখন সগুণ হয়েন তখন সৃষ্টি কর্ত্তা সৃষ্টিরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। উপরে স্পন্দন বা সৃষ্টি, ভিতরে তিনি। উপরে মায়া, ভিতরে মায়াধীশ। কিন্তু যিনি অস্পন্দ স্বভাব, যিনি অনেজৎ সর্ব্ব প্রকার কম্পন শূন্য, তাঁহাতে কম্পন আসিবে কোথা হইতে? কাজেই যাহাকে স্পন্দন বলা যায় তাহা কল্পনা মাত্র; তাহা সর্ব্বকালে থাকেনা বলিয়া মিথ্যা। মিথ্যাতে থাকে কিন্তু সত্যে নাই। কাজেই কম্পন স্পন্দন মায়া অবিদ্যা অজ্ঞান অন্ধকার আদৌ উঠে নাই—কল্পনায় মায়ায় মিথ্যায় উঠে

বলিয়া মনে হয়—মনও একটা বস্তুই নহে—তাই মনে হয় যেন স্পন্দন উঠিল কিন্তু সত্য সত্যই কিছু উঠে নাই। এই স্পন্দন হইতে জগৎ। এই জন্য জগৎ মায়িক—জগৎ সকল কালে থাকেনা—জগৎ মিথ্যা—জগৎ উঠেই নাই তার আবার স্থিতিই বা কি আর সংহারই-বা কি। এক স্তিমিত গম্ভীর পরিপূর্ণ পরম শান্ত পরম ব্যোম পরম পদ অনেজদেকংই আছেন আর কিছুই নাই। আর কিছু যাহা মনে হয় তাহা স্বপ্ন সঙ্কল্প মত, গন্ধর্ব্ব নগর মত—নাই তথাপি মনে হয় যেন আছে। এই মনে হয় টা এত বেশী মনে হয় যে "নাই "টাই "আছে" হইয়া আকার ধরিয়াছে আর যাহা "আছে" সত সত্য আছে তাহা যেন আদৌ "নাই"। মায়াকেই দেখা যায়, শোনা যায় ব্রহ্মকে দেখাও যায়না শোনাও যায়না। অথচ তিনি মায়া ঢাকা বস্তু, "নাই" ঢাকা "আছে"। অতি বিচিত্র। ইহা এই পর্য্যন্তই থাকিল।

"আছে" যিনি—সৎ যিনি—তিনি প্রকাশ হইলেন আপনার মহিমা লইয়া—আপনার গৌরব লইয়া—আপনার তেজ লইয়া—আপনার তেজোময় মন্ত্র লইয়া—আপনার তেজোময়;মন্ত্রময় মূর্ত্তি লইয়া ইনিই অবতার। এই অবতারই কখন শিব কখন শিবানী, কখন রাম কখন রামরাণী, কখন কৃষ্ণ কখন রাধা রাণী। তাই বলা হয়—তুমিই আছ। তুমিই কুলকুণ্ডলিনী তুমিই শিবসিমন্তিনী তুমিই জনক নন্দিনী আর তুমিই রাধারাণী। শুধু কি তাই—তুমিই সব নর নারী, তুমিই সব আকাশ পাতাল—তুমিই সব পশু পাখী—তুমিই সব-যাহা কিছু আকারবান আছে তাহা তুমিই। তুমি এই সুন্দর নরাকারে নার্য্যাকারে আমার সর্ব্বস্ব। তুমিই আমার কথা কহিবার মানুষ।

শাস্ত্র এই এককে ধরাইয়া দিলেন, তোমার কর্ম্ম তুমি একনিষ্ট হও। একনিষ্ঠ হইবার জন্য নাম গ্রহণ কর। এই নামই নামী আর এই নামই সন্ধ্যা পূজার মন্ত্র, এই নামই আমার স্বাধ্যায়, এই নামই আমার তমঃগুণ, রজঃগুণ ও সত্বগুণ। এই নামই আমার বন্ধু আবার এই নামই আমায় আদর করে, কর্কশ কথায় অনাদরও করে। যা দেখি যা শুনি যা স্মরণ করি সবই এই নাম। যখন যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মে স্পন্দিত হইলাম তখনও দেখিলাম নামই এই সংযোগ আনিল আর যখন—যে মুহূর্ত্তে কর্ম্ম বিরাম প্রাপ্ত হইল তখন নামই জপিতে হইবে।

মানুষের আয়ুক্ষয়।

কেচিৎ দুষ্কর্ম্মণি রতা বিরতা অপি কর্ম্মণঃ।

নরকান্নরকং যান্তি দুঃখাদ্দুঃখং ভয়াদ্ভয়ম্॥ উপঃ ৬।৩

কেহ নিষিদ্ধ কর্ম্মে রত হয় এবং সৎকর্ম্ম হইতে বিরত হয়। এইরূপ নর নারী এক নরক হইতে অন্য নরকে, এক দুঃখ হইতে অন্যপ্রকার দুঃখে এবং একপ্রকার ভয় হইতে অন্যপ্রকার ভয়ে পতিত হয়।

বিহিতস্যাননুষ্ঠানান্নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ।

অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি॥ মনু

শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া এবং শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম্ম সেবা করিয়া এবং ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ না করিয়া স্বেচ্ছাচারে ছাড়িয়া দিয়া যাহা ভাল লাগে তাহাতেই চলিয়া পড়িতে দিয়া মানুষ অপনার পতন আপনি আনয়ন করে।

স্বস্ববর্ণাশ্রমাচার লঙ্ঘনাদ্দুষ্প্রতিগ্রহাৎ।

পরস্ত্রীধন লোভাচ্চ নৃণামায়ুঃ ক্ষয়ো ভবেৎ॥ কুলার্ণব

আপন আপন বর্ণ ও আশ্রমের আচার লঙ্ঘন করিয়া—কুৎসিৎ মনুষ্য হইতে যাহা তাহা দান গ্রহণ করিয়া, পরস্ত্রী ও পরধনে লোভ বাড়াইয়া মানুষ আপনার আয়ু আপনি ক্ষয় করে।

বেদশাস্ত্রাণ্যনভ্যাসাত্তথৈব গুরুবঞ্চনাৎ।

নৃণামায়ুঃ ক্ষয়োভূয়াদিন্দ্রিয়ানামনিগ্রহাৎ॥

বেদাদি শাস্ত্র অভ্যাস না করিয়া, গুরু বঞ্চনা করিয়া ইন্দ্রিয় নিগ্রহ না করিয়া মানুষ আয়ুঃ ক্ষয় করে।

অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্য চ বর্জ্জনাৎ।

আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্ব্বিপ্রান্ জিঘাংসতি॥ ৫।৪ মনু

বেদের অনভ্যাস হেতু, সদাচার বর্জ্জন হেতু, সামর্থ্য সত্ত্বেও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মে অনুৎসাহরূপ আলস্য হেতু, যেখানে সেখানে যার তার হাতে আহার হেতু, মৃত্যু বিপ্রগণকে হিংসা করিয়া থাকেন।

শ্রীরাম দয়াল মজুমদার।

বাঙ্গালীর অগৌরবের কথা।

শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম, এ কর্ত্তৃক লিখিত।
গৌহাটী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায়।

সে দিন কোনও পত্রিকায় 'বাঙ্গালীর গৌরব' * নামধেয়, একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবীর বিরচিত, গ্রন্থের সমালোচনা দেখিলাম। সুখের কথায় যেমন দুঃখের কথাও আসে আলোকের সঙ্গে যেমন অন্ধকারের বিষয়ও মনে পড়ে,---সেইরূপ গৌরবের কথায়ও বাঙ্গালীর অগৌরবের বিষয়গুলি চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়া পড়িল। বাঙ্গালী জাতিটা খুবই বুদ্ধিমানের জাতি বলিয়া ভূ-ভারতে প্রশংসালাভ করিয়াছে—করিবার বিশেষ কারণও রহিয়াছে। কিন্তু আজকাল অবস্থাটা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে—তাহাতে মনে হয় জাতিটা যেন মস্তিষ্কবিহীন হইয়া পড়িয়াছে—কেবল যে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া ধ্বংসেরপথে চলিয়াছে—তাহা নহে আপন বুদ্ধি বিবেচনার ত্রুটিতেও এমন পন্থা ধরিয়াছে, যাহাতে জাতি হিসাবেও ইহা বিলোপের দিকে ধাবমান হইতেছে।

আমি বাঙ্গালী বলিয়া নিজকে গৌরবান্বিত মনেকরি—যদিও দুর্ভাগ্য বশতঃ আমার "জন্মভূমি" শ্রীহট্ট আজ বঙ্গপ্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রহিয়াছে। তবে যে আজকালকার বাঙ্গালী জাতিটাকে মস্তিষ্ক বিহীন বলিয়া অভিযোগ করিতেছি তাহা নিতান্ত দুঃখের সহিতই করা হইতেছে। আর জাতি তুলিয়া কথা বলিলেও আমি ইহা কখনও মনে করিনা যে বাঙ্গালাদেশের সকল লোকই তাদৃশ অভিযোগের বিষয়ীভূত; এখনও সমগ্র ভারতবর্ষ—এমন কি বিলাতে পর্য্যন্ত খ্যাতিপ্রতিপত্তি লাভ করিয়া অনেক বাঙ্গালীই মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন।

---

* এই পুস্তকখানি বাঙ্গালীর গৌরব জ্ঞাপক বটে—কিন্তু প্রকাশক কোনও সাহেব কোম্পানী; বাঙ্গালী যে বাঙ্গলা পুস্তক বেচিয়া অন্নসংস্থান করিবে, তাহাতে আসিয়া যাঁরা ভাগ বসাইয়াছেন! গৌরবান্বিত বাঙ্গালীদের মধ্যে কোনও প্রাচীনপন্থা অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তো নাই-ই—যিনি স্বীয় সম্পত্তি তাদৃশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গণের সেবায় অর্পিত করিয়া গিয়াছেন—সেই ৺ ভূদেব ও স্থান পান নাই। অতএব ইহাতেও অগৌরবের আঁচ রহিয়াছে।

অভিযোগের প্রধান সূচক বাঙ্গালীর অনুকরণ প্রিয়তা।

শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

যদ্ যদাচারতিশ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ ৩।২১

ইংরেজ আজ আমাদের মধ্যে "শ্রেষ্ঠ"এবং আমরা "ইতর"(যে অর্থই হউক) হইয়া দাঁড়াইয়াছি—কিন্তু এভাবটা মোসলমান আমলে খুব কম ছিল—ইংরেজ আমলের প্রথম শতাব্দ কালেও কমই ছিল -রাজধানী কলিকাতায় কচিৎ কদাচিৎ ঐ ভাবের লোক দেখা যাইত বটে, কিন্তু তাহাদের প্রভাব অন্যত্র পরিদৃষ্ট প্রায় হইতই না। মোসলমান আমলে বেশভূষার আদবকায়দার-অনেকটা অনুকরণ রাজকর্ম্মচারিদের মধ্যেই দেখা যাইত—কিন্তু সমাজের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে অনুকরণ বৃত্তি প্রসৃত হয় নাই। এমন কি মোসলমানেরা এদেশে ক্রমশঃ উপনিবিষ্ট হইয়া—এবং হিন্দুদের মধ্যে অনেকের জাতিনাশ করিয়া যদিও সংখ্যায় বাড়িতেছিল তথাপি সমাজ এত সাবধানে ছিল যে আহার বিহারে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখিলেই দণ্ডবিধান করিত তাহাতে সংশোধিত না হইলে উরগক্ষত অঙ্গুলির ন্যায় ঐ ভাবাপন্ন ব্যক্তিকে ছাটিয়া ফেলিয়া দিয়া সমাজের পবিত্রতা রক্ষা করিত। ইহাতে সমাজের শক্তি ও বৈশিষ্ট্য অব্যাহত থাকিত। ইংরেজ শাসনের প্রথম ভাগেও ঐরূপই অবস্থা ছিল। ইহার ফলে সমাজের অবস্থা কি ছিল তাহার পরিচয় আমরা অবান্তর ভাবে ইংরেজ লিখিত গ্রন্থাদি হইতেও পাই। ইং ১৮৭৪ সনে (বোধহয়), লেথ্‌ব্রিজ সাহেব তাঁহার "হিস্‌টরি অব ইণ্ডিয়া" (ভারতবর্ষের ইতিহাস) লিখিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীতে মিগাস্থিনিস্ নামধেয় একজন গ্রীকদূত অবস্থান করিতেন—তিনি ভারতবর্ষের তদানিন্তন সামাজিক অবস্থা যাহা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—তাহার আলোচনা করিয়া লেথ্‌ব্রিজ সাহেব লিখিয়াছিলেন যে এখনও সমাজের অবস্থা প্রায় ঐ রূপই রহিয়াছে। আজ যদি লেথ্‌ব্রিজ সাহেবের ইতিহাসের নূতন সংস্করণ হয় তাহা হইলে ঐ অংশ পরিবর্ত্তিত করিয়া লিখিতে হইবে যে সমাজে এখন ঘোরতর পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। ইংরেজের অনুকরণের ফলে এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে।

মোসলমানের সময়ে বা ইংরাজ অধিকারের প্রথমযুগে—সমাজের লোক মোসলমান বা ইংরেজকে "শ্রেষ্ঠ" মনে করে নাই—লোকে মোসলমানকে দূর হইতে 'সেলাম' করিয়াছে ইংরাজকেও 'সেলাম' জানাইয়া দূরেই রহিয়াছে।

সেকালে সদাচার নিষ্ঠা ছিল—তাই লোকে শাস্ত্রের নিষিদ্ধ আহার বিহারাদি কারক মোসলমানকে 'যবন' এবং ইংরেজকে 'ম্লেচ্ছ' বলিয়া তাহাদের সংসর্গ যথাসম্ভব পরিহার করিয়াছে। ঐ যুগে চাকরির জন্ম ফারসী এবং ইংরেজীও শিখিয়াছে বটে কিন্তু জাতীয়শিক্ষা অবহেলা করে নাই তাই—মোসলমান বা ইংরাজের অনুকরণের প্রবৃত্তিও জন্মে নাই।

ইংরাজ মুসলমান অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমান ও কৌশলসম্পন্ন। যে পর্য্যন্ত রাজত্ব দৃঢ়মূল হয় নাই ইংরাজ সবই সহিয়াছিলেন—কিন্তু তারপর দেখিলেন সাত সমুদ্র পার হইয়া এখানে আসিয়া এদেশে উপনিবিষ্ট না হইয়া এতদ্দেশীয়-দিগকে বশীভূত করিয়া শাসনে রাখিতে হইলে কৌশল অবলম্বন আবশ্যক। তাই বশীকরণার্থ মায়াজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন।

মেস্‌মেরিজম্ বা বশীকরণ বিদ্যা যাহারা জানে তাহারা তাহাদের পাত্র নির্ব্বাচন করিয়া অবিরত উহার কাণের কাছে বলিতে থাকে—"তুই মেড়া—তুই ভেঁ ভেঁ কর" ইত্যাদি—তখন সেই লোকটাও ভেঁ ভেঁ করিতে আরম্ভ করে এবং মেড়ার ন্যায় যাদুকরের অনুসরণ করে। ইংরাজ এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলন করিয়া লোকদিগকে পাশ্চাত্য মোহাবিষ্ট করিবার জন্য যত্নচেষ্টা করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন—মেকলে সাহেব বলিলেন—"এক্ শেল্ফ ইংরেজ কেতাবে যে জ্ঞান আছে রাশি রাশি সংস্কৃত ও আরবি পারসীতে তাহা নাই" —ব্যস' লাগ্ ধান্ধা। ক্রমশঃ ধাঁধা লাগিয়া গেল! মেস্‌মেরিজমের পাত্র যদি চতুর বুদ্ধিমান হয়—তবে সহজে ভেল্কিতে ভুলে না—কিছুটা সময় লাগে। * বাঙ্গালী জাতি বুদ্ধিমান সুচতুর ছিল—তাই ধাঁদা লাগিতে কতকটা সময় গেল —কালক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল। প্রবল বেগে বশীকরণ কার্য্য চলিতে লাগিল। বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের জোরও ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে লাগিল—তাই এখন

* ঐ মেকলে সাহেব বাঙ্গালীর বুদ্ধিমত্তা ও চতুরতারও একটা অপব্যাখ্যা করিয়া তদীয় "ওয়ারেন হেষ্টিংস" প্রবন্ধে যে সেই মহাবাক্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—চিরকাল যাহা দেশবৎসল বাঙ্গালীর মর্ম্মে শল্যঘট্টনের ন্যায় পীড়াদায়ক হইবে তাহাতে বুদ্ধি চাতুর্য্যের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে 'Deceit' প্রতারণা। তবে লোকমাত্রেই নিজের দোষটা পরের ঘাড়ে চাপাইতে চেষ্টা করে ইহাই স্বাভাবিক; মেকলেও তাহাই করিয়াছেন—নিজেদের প্রতারণা বাঙ্গালীর উপরে আরোপ করিয়াছেন।

ক্ষীণ মস্তিষ্ক বাঙ্গালী মেষের ন্যায় "গড্ডলিকা প্রবাহে" গা ঢালিয়া দিয়া চলিয়াছে। এই অনুকরণ যদি ইংরেজ জাতির গুণের অনুকরণ হইত তাহা হইলে সেটা দোষাবহ হইত না—তাহা গড্ডলিকা প্রবাহে পরিণত হইত না। ইংরেজ মুক্তকণ্ঠে বলে—

"England, with all thy faults I love thee still."

ইহা শুনিয়া যদি আমরাও বলিতাম—

হে বঙ্গভূমি তোমার অশেষ দোষ সত্ত্বেও তোমাকে আমি ভালবাসি তাহা হইলে গুণানুকরণ হইত। ইংরেজ শীতপ্রধান দেশ হইতে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আসিয়া তাহাদের আঁটা সাঁটা পোষাক ছাড়েনা তাহাদের মদ্য মাংস অরিষ্ট আহার পরিত্যাগ করেনা আমরাও যদি এদেশ হইতে বিলাত গিয়াও আমাদের ঢিলে ধুতি ছাড়িতাম না—আহার অন্নব্যঞ্জনই সার করিতাম—তবে সেটা সদনুকরণ হইত।

কিন্তু তাহা দূরে থাকুক—আমরা এদেশে থাকিয়াও বিলাতী পোষাক ধরিতেছি—বিলাতী ভোজ্যপানীয় আস্বাদ গ্রহণে অভ্যস্ত হইতেছি—আর যদি ভাগ্যক্রমে একবার বিলাতে পাড়ি দিতে পারি—তবে তো কথাই নাই—বিলাতটা হোম হইয়া যায়—নীলবর্ণ শৃগালবৎ আপন স্বজন গোষ্ঠীগোত্র হইতে তফাৎ থাকিতেই প্রাণপণ যত্নচেষ্টা করিয়া থাকি—প্রায়শঃ বিলাতী মেমের পায়ে পুরুষত্ব জলাঞ্জলি দিয়া বিকাইয়া স্বদেশবাৎসল্যের সপিণ্ডীকরণ করিয়া জন্ম সফল করিয়া থাকি।

এই বিলাতীমোহাবিষ্টতার যুগ এখন অতি প্রবলভাবে বাঙ্গালী সমাজে লক্ষিত হইতেছে—ধর্ম্মে, সামাজিক ব্যাপারে, সাহিত্যে সঙ্গীতে সর্ব্বত্র ইহার প্রভাব দেখা যাইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম তো খৃষ্টধর্ম্মের একটা নূতন কলেবর মাত্র এমন কি ইহাকে ইউনিটেরিয়ান্ চার্চ্চ এর বাঙ্গালা অনুবাদ বলিলেও চলে। ইংরাজ এই সমাজের খুব পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন—কেশব সেন বক্তৃতা দিতে গেলে গবর্ণর জেনারল প্রভৃতি সভাস্থ হইতেন। মনিয়ার উইলিয়াম তাঁহার ভারতীয় ধর্ম্মের ইতিহাসের উপসংহারে এই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি প্রবল সহানুভূতি দেখাইয়াছেন। কথাটা এই যে ইহার প্রবর্ত্তক রামমোহন রায় হইতে প্রচারক কেশব সেন প্রভৃতি দ্বারা বিলাতী সমাজের ভাব ধারা যথেষ্ট পরিমাণে বঙ্গীয় সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সতীর সহমরণ নিবারণ, বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তন, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মবিলোপ খাদ্যাখাদ্য স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার পরিবর্জ্জন—সমস্তই

ইহাদের এই ব্রাহ্ম সমাজের প্রবর্ত্তক প্রচারকাদির দ্বারা সমর্থিত ও প্রচারিত হইয়াছে। তাহাতে ইংরাজেরই লাভ হইয়াছে। তাঁহাদিগকে এখন ম্লেচ্ছ বলিয়া পরিহার করা দূরে থাকুক তাঁহাদের পাত্রাবশিষ্ট ভোজন করিতেও * এখন অনেকেই আর সঙ্কোচ বোধ করিতেছে না।

এদিকে স্বদেশ সঙ্গীত রচিত হইতেছে—কিন্তু তাহার সুর হইতেছে বিলাতী; বাদ্য বেণু বীণার পরিবর্ত্তে—হারমোনিয়ম সমাদৃত হইয়াছে। সাহিত্যের কথা আর কি বলিব—বর্ত্তমানে বিলাতী ভাবধারার অনুবর্ত্তন গদ্যেপদ্যে নাটকে উপন্যাসে সব বিভাগেই হইতেছে। ভূদেব বা গুরুদাস, চন্দ্রনাথ বা অক্ষয় সরকার ইহাদের ন্যায় অত্যুচ্চ শিক্ষিত অথচ মহামনস্বী চিন্তাশীল সমাজসেবী বিলাতি মোহ পরিমুক্ত ব্যক্তিগণের স্থলবর্ত্তী এখন আর কাহাকেও দেখা যায় না—ইহাঁদের গ্রন্থাদি এখন আর সমাদৃত হইতেছে না। এখন যে যত বিলাতী মাল আমদানী করিতে পারিতেছে—তাহারই তত পসার হইতেছে। অথচ আমরা মুখে 'স্বদেশী' 'অসহযোগ' ইত্যাদি কথা খুব জোরেই বলিতেছি—কিন্তু প্রকৃত স্বাদেশিকতা ও অসহযোগিতা যাঁহারা জীবনে ও গ্রন্থাদিতে দেখাইয়া গিয়াছেন—তাঁহাদের পন্থা মোটেই পসন্দ করিতেছি না। অধুনা বিলাতী বর্জ্জনের প্রস্তাব হইতেই বিল্বমঙ্গলের কথা মনে পড়ে; শ্রীকৃষ্ণ অন্ধ বিল্বমঙ্গলের হাতছাড়া হইলে ঐ ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়াছিলেন—

"হস্তমাক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াদ্ যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥"

বিলাতী মোহাবিষ্ট আমাদের স্বদেশীওয়ালাদের সম্বোধন করিয়া বলিতে পারি—"তোমরা কাপড় লবণ ছাড়িতে পার! ইহাতে বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই—কিন্তু তোমাদের হৃদয় হইতে যদি বিলাতী ভাব দূর করিতে পার তবে বুঝিব তোমরা কেমন বাহাদূর!"

বাঙ্গালীর মস্তিষ্কহীনতার অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। বাহুল্যভয়ে এখানে কেবল দুইটির উল্লেখ করা যাইতেছে।

---

* ইহা অত্যুক্তি নহে কোনও শহরে সাহেবদের একটা ভোজ দেওয়া হয় তাহাতে একটেবিলে একত্র তাঁহাদের সঙ্গে আহারের সৌভাগ্য দুএকজন মাত্র বাঙ্গালীর ঘটিয়াছিল। ভোজের শেষে ঐ টেবিলে ভুক্তাবশিষ্ট ভক্ষণের জন্য তথাকথিত শিক্ষিতদের হুড়াহুড়ি কাড়াকাড়ি দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম।

লর্ড কর্জ্জন—বাঙ্গালীর কতদূর হিতৈষী তাহাতো সকলেরই বিদিত। তিনি কলিকাতার প্রকাশ্য এক সভায় চা-করদিগকে বলিলেন, 'তোমাদের হাতের কাছে—এ দেশে একটা প্রকাণ্ড ফিল্ড্ পড়িয়া রহিয়াছে সেখানে তোমাদের মাল অর্থাৎ চা চালাইয়া তোমরা সমধিক লাভবান্ হইতে পার। বাঙ্গালী অবশ্যই শুনিয়াছিল—এবং বুদ্ধি থাকিলে বুঝিয়া সাবধান হইতে পারিত। কিন্তু তাহা হইল না—চা পানে মনোনিবেশ করিল। এখন এমন চাখোর হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে কলিকাতার তো কথাই নাই মফঃসলের ও শহরে—এমন কি কোনও কোনও গ্রামেও চায়ের প্রচলন হইয়াছে এবং ইহা বিস্তারলাভই করিতেছে। এই 'চা' দ্বারা কোনও উপকার হয় না। বৈজ্ঞানিকাচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন "চা-পান না বিষ-পান, এই বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে আমি ৪৫ বৎসরের চা-পান অভ্যাস একদিনে ছেড়েছি।" *

অপর দৃষ্টান্ত বাঙ্গালীর অবতারবাদ। সুপ্রসিদ্ধ ত্রৈলিঙ্গস্বামীর যোগবল প্রত্যক্ষ করিয়া লোকে বিস্ময়াবিষ্ট হইত—বাঙ্গালীও কাশীতে আসিয়া জঙ্গম-মহাদেব স্বরূপ এই মহাত্মাকে দেখিয়াছে—কিন্তু 'অবতার' বলিয়া ঘোষণা করে নাই। আজকালকার দিন হইলে বোধহয় তিনি 'অবতার' ভাবে বাঙ্গালী কর্ত্তৃক (অন্ততঃ) খ্যাপিত হইতেন। তবে তিনি স্বয়ং অবশ্যই অবতারবাদের প্রশ্রয় দিতেন না। সে যাহা হউক আজকাল বাঙ্গালা-দেশে এবং অন্যত্রও (যথা কাশীতে) বহু 'অবতারের' কথা শুনা যাইতেছে—আর বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষিত এবং কার্য্যক্ষেত্রে সম্মানিত পদবী বিশিষ্ট বহু বাঙ্গালী এই 'অবতার'দের চেলা হইয়া পশার বাড়াইতেছে। এই অবতারদের অধিকাংশই মূর্খ—শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য—হয়তো দু একটা হঠ যোগের প্রক্রিয়া শিখিয়া ভেল্কী দেখাইয়া লোক বশীভূত করে। ইহাদের কেহ যদি লম্পট হয়—তখন চেলারা বলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তো বস্ত্রহরণ রাসলীলা ইত্যাদি করিয়াছিলেন। অবতার যদি প্রতারক হয় তবে বলা হয় ভগবান্ বামন অবতারে বলিকে ছলনা করিয়াছিলেন। অবতার যদি প্রায়শ্চিত্তার্হ পীড়ায় ভুগিয়া আর্ত্তনাদ করে চেলারা বলিবে—ভগবান রামচন্দ্র সীতার নিমিত্তে বিলাপ করিয়াছিলেন ইত্যাদি। অতএব 'অবতার' সাজা ত নিরাপদ—যা খুসি তাই করা যায় অপকার্য্যেরও

---

* ভারতবর্ষ—পৌষ ১৩৩৪—"সময়ের সদ্ব্যবহার" প্রবন্ধ—৭২ পৃষ্ঠা।

নজীর দশাবতারের মধ্য হইতেই যখন ঐভাবে বাহির করা চলে। এদিকে 'অবতার'দের অধিকাংশই উপদেশ দেয়—শাস্ত্রটাস্ত্র কিছু নয়—যা' ইচ্ছা খাও দাও—যেরূপ খুসী চল ফের—আর চেলারা প্রচার করে—ঠাকুর যা' বলেন তাই বেদবাক্য। * এযাবৎ পুরুষ—অবতারের কথাই শুনিয়া আসিতেছিলাম সম্প্রতি নারী অবতারের সংবাদও শুনা যাইতেছে।

ফল কথা বাঙ্গালী জাতি বুদ্ধিমান বলিয়া যে খ্যাতি আছে—ঐসব দেখিলে তদ্বিষয়ে সন্দেহ জন্মে এবং ইহা এ জাতির অগৌরবের বিষয় নয় কি ?

অযোধ্যাকাণ্ডে—অন্ত্যলীলা

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

পিতার মরণ সংবাদে

"বাগ্বজ্রং ভরতেনোক্তমমনোজ্ঞং পরন্তপঃ।
প্রগৃহ্য রামো বাহূবৈ পুষ্পিতাঙ্গ ইব দ্রুমঃ।
বনে পরশুনা কৃত্তস্তথা ভুবি পপাত হ—১০৩।২

ভরতের মুখে পিতার মরণ ঘটিত নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম গত চেতন হইলেন। যুদ্ধে ইন্দ্র নিক্ষিপ্ত বজ্রতুল্য অত্যন্ত ক্লেশদায়ক বাগ্‌বজ্র যখন ভরত প্রয়োগ করিলেন রাম তখন বাহুপ্রসারণ পূর্ব্বক পরশুচ্ছিন্ন পুষ্পিতাঙ্গ দ্রুমের ন্যায় ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। জগতীপতি রাম এইরূপে

---

* এস্থলে বলা আবশ্যক যে মন্ত্রদাতা গুরুকে ইষ্টদেবতা হইতে অভিন্ন ভাবনা করা শিষ্যের কর্ত্তব্য—ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। কিন্তু শিষ্যদের তাই বলিয়া আপন গুরুকে 'অবতার' বা স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া প্রচার করিবার কোনও বিধি নাই। আবার কুলগুরু পরিত্যাগ করিয়া অন্য গুরু গ্রহণ করিতে হইলে বিশেষরূপে গুরু পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা আছে—শাস্ত্রে সদ্‌গুরুর লক্ষণও নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। 'অবতার'দের সেইসব লক্ষণ আছে কিনা তাহা দেখিলে বিড়ম্বনার কারণ ঘটিত না।

ধরাশায়ী হইলে মনে হইল যেন কোন মত্ত মাতঙ্গ নদীকূল ভগ্ন করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া নিদ্রাবেশে শয়ন করিয়া আছে। বৈদেহীর সহিত রামভ্রাতাগণ রোদন করিতে করিতে শোককর্ষিত মহাধনুর্দ্ধর রামের চৈতন্য আনয়ন জন্য জলসেক করিতে লাগিলেন। চৈতন্য লাভ করিয়া ধর্ম্মাত্মা রাম অশ্রুসিক্ত নয়নে বহু বিলাপ করিতে করিতে দীনভাবে ভরতকে বলিতে লাগিলেন ভরত— পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন আমি আর অযোধ্যায় গিয়া কি করিব? কে আর সেই রাজাধিরাজ বিহীনা অযোধ্যাকে পালন করিবে? আমি অতি অশুভ জন্মা; পিতা মহাত্মা -আমার দ্বারা তাঁহার আর কি কার্য্য হইবে? যিনি আমার শোকে প্রাণত্যাগ করিলেন, আমি তাঁহার অগ্নিসংস্কারাদি কিছুই করিতে পারিলাম না। অহো ভরত! তুমি নিষ্পাপ! তুমি ধন্য! তুমি শত্রুঘ্নের সহিত পিতার সমুদায় প্রেতকার্য্য করিয়া সৎকার করিয়াছ! একমাত্র নরেন্দ্রশূন্য হইয়া অযোধ্যাপুরী আজ প্রধান পুরুষ হীন এবং বহু নায়ক বিশিষ্ট। বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অযোধ্যায় যাইতে আর আমার উৎসাহ নাই। পরন্তপ! বনবাস সমাপ্ত করিয়া আমি অযোধ্যায় ফিরিয়া গেলে কে আর আমায় হিতাহিত উপদেশ করিবেন—পিতা যে লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। পূর্ব্বে সুচারুরূপে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিলে পিতা আমাকে উৎসাহ দিয়া যে সমস্ত বাক্য বলিতেন সেই শ্রুতি-সুখকর বাক্য আর কাহার নিকট শ্রবণ করিব? রাঘব ভরতকে এইরূপ বলিয়া অত্যন্ত শোকতপ্ত হৃদয়ে পূর্ণচন্দ্রনিভাননা ভার্য্যার নিকটে গিয়া বলিতে লাগিলেন

সীতে মৃতস্তে শ্বশুরঃ পিতৃহীনোঽসি লক্ষ্মণ।
ভরতো দুঃখমাচষ্টে স্বর্গতিং পৃথিবীপতেঃ॥ ১৫

সীতে! তোমার শ্বশুর প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, লক্ষ্মণ তুমি পিতৃহীন হইয়াছ, ভরত এই শোকসংবাদ দিতেছেন। রাম এই কথা বলিলে সকলের নেত্র হইতে প্রবলবেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। যশস্বী রাজকুমারগণ জ্যেষ্ঠকে সান্ত্বনা করিলেন এবং জগৎপতি পিতার উদক কার্য্য করিতে বলিলেন। সীতা মহারাজ শ্বশুরের স্বর্গ গমনের কথা শুনিয়া এতই কাঁদিতে লাগিলেন যে তিনি কোন মতেই প্রিয়তমকে দেখিতে পারিলেন না। রাম রোরুদ্যমানা জনকাত্মজাকে সান্ত্বনা করিয়া দুঃখিত মনে করুণ বাক্যে লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন বৎস তুমি এক্ষণে ইঙ্গুদী ফল চূর্ণ করিয়া পেষণ

করিয়া আনয়ন কর এবং একখণ্ড নূতন বল্কল আনয়ন কর। আমি মহাত্মা জনকের জল ক্রিয়ার জন্য গমন করিব। সীতা অগ্রে গমন করুন, তুমি ইঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হও, তৎপশ্চাৎ আমি যাইতেছি। শোককালে এই গতি নিতান্ত সুদারুণ। অনন্তর সূর্য্যবংশীয়গণের চিরানুচর, আত্মস্বরূপজ্ঞ মহামতি, শান্ত স্বভাব, দান্ত, প্রিয়দর্শন, রামের প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমান্ সুমন্ত্র রাজ কুমারগণের সহিত রামকে সান্ত্বনা করিতে করিতে সকলকে শুভজলা মন্দাকিনী নদীতে আনয়ন করিলেন। পরে পরম যশশালী রাজকুমারগণ সুন্দর অবতরণ পথ হইলেও অতিকষ্টে তথায় গমন করিলেন। চতুর্দ্দিকেই সদা পুষ্পিত কানন আর মন্দাকিনী নদী অতি মনোহারিণী। কর্দ্দম শূন্য মনোহর অবতরণ পথে তাঁহারা শীঘ্র-স্রোতা নদীতে অবতরণ করিয়া "এতত্তবতু" বলিয়া রাজার উদ্দেশে জল দিতে লাগিলেন। তখন মহীপাল শ্রীরাম জলপূরিত অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া দক্ষিণমুখে দণ্ডায়মান হইয়া গদশ্রুলোচনে বলিতে লাগিলেন

"এতত্তে রাজশার্দ্দূল বিমলং তোয়মক্ষয়ম্।
পিতৃলোক গতস্যাদ্য মদ্দত্তমুপতিষ্ঠতু॥ ২৭।:০৩

রাজশার্দ্দূল! আপনি পিতৃলোকে গমন করিয়াছেন, অদ্য মদ্দত্ত এই নির্ম্মল জল অক্ষয় হইয়া পিতৃলোকে উপস্থিত হউক। অনন্তর তেজস্বী রাঘব ভ্রাতৃগণের সহিত মন্দাকিনী তীরে উত্তীর্ণ হইলেন এবং সকলে পিতার উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলেন। তখন রাম দর্ভময় আস্তরণে বদরী ফল মিশ্রিত তিল কল্কযুক্ত ইঙ্গুদী পিণ্ড সংস্থাপন করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত মনে রোদন করিতে করিতে কহিলেন—

ইদং ভুঙ্ক্ষ্ব মহারাজ প্রীতো যদশনা বয়ম্।
যদন্নাঃ পুরুষো রাজন্ তদন্নাস্তস্য দেবতাঃ॥ ১০৩।৩০

মহারাজ! আপনি প্রীত হইয়া এই পিণ্ড ভক্ষণ করুন। আমরা বনে ইহাই ভক্ষণ করিয়া থাকি। রাজন্! পুরুষের যাহা অন্ন—ভোজন দ্রব্য তাহার পিতৃদেবতাগণ তাহাই ভোজন করেন। পরে পুরুষ ব্যাঘ্র রাম নদীতট পরিত্যাগ করিয়া, যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথ দিয়া চিত্রকুটের রমণীয় সানুদেশে আরোহণ করিলেন। জগতীপতি তখন পর্ণকুটীরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন আর ভরত ও লক্ষ্মণের হস্ত ধারণ করিলেন। বৈদেহীর সহিত ভ্রাতাগণ রোদন করিতেছিলেন, তাঁহাদের রোদনধ্বনি সিংহনাদের ন্যায়

পর্ব্বত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। ভরতের সৈন্যগণ সেই তুমুল রোদনধ্বনি শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিল। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল ভরত রামের সহিত নিশ্চয়ই মিলিত হইয়াছেন। তাঁহারা মৃত পিতার জন্য শোক করিতেছেন সেই জন্য এই মহান্ শব্দ উঠিয়াছে। অনেকে যান বাহন পরিত্যাগ করিয়া সেই শব্দমাত্র লক্ষ্য করিয়া সেই দিকেই একমনে প্রধাবিত হইল। বহু লোকে কেহ অশ্বে, কেহ হস্তীতে, কেহ অলঙ্কৃত রথে এবং যাঁহারা সুকুমার তাঁহারা পাদ যানেই চলিলেন। রাম অল্পদিন প্রবাসী কিন্তু অযোধ্যাবাসী তাঁহাকে চির নির্বাসিতের ন্যায় ভাবিয়া তাঁহার দর্শন লাভে অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া সহসা আশ্রমে গমন করিল। ভ্রাতৃগণের সমাগম দর্শনোৎসুক সকলে ত্বরান্বিত হইয়া যখন বিবিধ যান বাহনে আরোহণ করিয়া চলিলেন তখন বনভূমি রথচক্রে দলিত ও তুরগ খুরে সমাহত হইয়া মেঘাচ্ছন্ন গগনের ন্যায় তুমুল শব্দে পরিপূরিত হইল। করেণু পরিবৃত মত্ত হস্তিগণ ভয় পাইয়া মদগন্ধে চারিদিক সুরভীকৃত করিয়া দ্রুতবেগে বনান্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল। বরাহ, মৃগ, সিংহ, মহিষ, সৃমর মৃগ, গোকর্ণ মৃগ, গবয় এবং চিত্র হরিণ সকল ত্রস্ত হইয়া উঠিল। রথাঙ্গ অর্থাৎ চক্রবাক, হংস, জলকুক্কুট, বক, কারণ্ডব, পুংস্কোকিল ও ক্রৌঞ্চগণ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। আকাশ সেই শব্দবিত্রস্ত পক্ষিগণে আবৃত হইয়া এবং ভূমি মনুষ্যগণে সমাকুল হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সহসা জনগণ দেখিলেন পুরুষব্যাঘ্র যশস্বী নিষ্কলঙ্ক রামচন্দ্র চত্বরে উপবেশন করিয়া আছেন। কৈকেয়ী ও অহিতকারিণী মন্থরাকে নিন্দা করিতে করিতে বাষ্পপূর্ণ মুখে সকলে রামের নিকট উপস্থিত হইল। রাম তখন বাষ্পপূর্ণনয়ন সুদুঃখিত জনগণকে দর্শন করিয়া আলিঙ্গন যোগ্য সকলকে পিতামাতার মত আলিঙ্গন করিলেন।

স তত্র কাংশ্চিৎ পরিষস্বজে নরান্
নরাশ্চ কেচিৎ তু তমভ্যবাদয়ন্।
চকার সর্ব্বান্ সবয়স্যবান্ধবান্
যথার্থমাসাদ্য তদা নৃপাত্মজঃ॥ ৪৮।১০৩

রাম কাহাকেও আলিঙ্গন করিতেছেন, কেহ বা রামকে অভিবাদন করিতেছেন, নৃপাত্মজ তখন বয়স্য বান্ধব সকলকে যথাযোগ্য সম্মান করিলেন।

মহাত্মাগণের রোদন ধ্বনিতে পৃথিবী, আকাশ, গিরিগুহা ও দিঙ্মণ্ডল মৃদঙ্গ ধ্বনিত মহাশব্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

ভক্তগণ ভগবান্ সম্বন্ধে অনেক গুহ্য কথা কহিয়া থাকেন। ভক্ত বলেন

কো বা দয়ালুঃ স্মৃতকামধেনুরন্যো জগত্যাং রঘুনায়কাদহো।
স্মৃতো ময়া নিত্যমনন্য ভাজা জ্ঞাত্বা স্মৃতিংমে স্বয়মেব যাতঃ॥

স্মরণ করিলে কামধেনুর মত সর্ব্বমনোরথ পূর্ণ করিতে—সকলকে দয়া করিতে—অহো এই জগতে রঘুনাথের মত আর কে আছে? অনন্য মনে যিনি নিত্য তাঁরে স্মরণ করেন, সেই স্মরণ জানিয়া তিনি স্বয়ং আগমন করেন। স্মরণ করিয়া দেখনা—তিনি স্বয়ং আসেন কি না?

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

চিত্রকূটে কৌশল্যা প্রভৃতি

অথ তাঃ মাতরঃ সর্ব্বাঃ সমাজগ্মুস্তরান্বিতাঃ।
রাঘবং দ্রষ্টুকামাস্তাস্তৃষার্ত্তা গৌর্যথা জলম্॥ অধ্যাত্ম রামায়ণ

জল তৃষ্ণা পীড়িতা গাভী সকল যেমন জলের নিকটে ছুটিয়া যায়, রাম দর্শন লালসা ব্যগ্রা—রাম মাতাগণ সেইরূপ ত্বরান্বিত হইয়া রামদর্শনে চলিয়াছেন। সঙ্গে ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব। কতক্ষণে রামকে দেখিব—চরণ যেন আর থামিতে চায় না। দ্রুত বেগে প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে। চক্ষে অশ্রু, হৃদয় বিষাদ ভরা। শুধু কৈকেয়ীর চক্ষে জল নাই। জলভরা মেঘের মত দেবী কৈকেয়ী গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। রাজদারাগণ মন্দাকিনীর দিকে আসিতেছেন, পদে পদে পদস্খলন হইতেছে। তাঁহারা দেখিতেছেন রাম লক্ষ্মণ পর্ব্বত হইতে যে পথে অবতরণ করেন সম্মুখে সেই পথ। মহারাণী কৌশল্যা শুষ্কমুখে বাষ্পপূর্ণ নয়নে সুমিত্রা ও অন্যান্য রাজমহিষীদিগকে বলিতে লাগিলেন দেখ এই সেই রাজ্য নিষ্কাশিত, বনবাসী, অনাথ, অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম লক্ষ্মণের অবতরণ ঘাট। আহা! তাহারা কতকষ্টে এই ঘাটে অবতরণ করে। সুমিত্রে! তোমার পুত্র সৌমিত্রি আমার পুত্র ও পুত্রবধূর জন্য স্বয়ং

নিরলস হইয়া এই পথ দিয়া জল লইয়া যায়। জল আহরণাদি নীচ কর্ম্ম করিয়াও তোমার পুত্র নিন্দনীয় হইতেছেন না কারণ যাহাতে জ্যেষ্ঠের কোন প্রয়োজন নাই তাদৃশ কার্য্য মাত্রই তাঁহার গর্হিত। এক্ষণে লক্ষ্মণ যে ক্লেশ সহ্য করিতেছেন সেই নীচজনোচিত অনুষ্ঠান তাঁহার যোগ্য নহে; অদ্য রাম অযোধ্যায় ফিরিলে তাঁহাকে আর এরূপ করিতে হইবে না। এই বলিতে বলিতে আয়তলোচনা কৌশল্যা গমন করিতেছেন আর দেখিতেছেন দক্ষিণাভিমুখ দর্ভোপরি ইঙ্গুদী ফলের পিণ্ড রাম পিতার উদ্দেশে ভূতলে ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। ধার্ম্মিক রাম আর্ত্ত হইয়া পিতার পিণ্ড, ভূমিতে ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন দেখিয়া দেবী কৌশল্যা রাজা দশরথের পত্নী সকলকে বলিতে লাগিলেন—দেখ দেখ—এই, মহাত্মা ইক্ষাকুনাথ রাজা দশরথের পিণ্ড, রাম যথাবিধানে এই পিণ্ড দিয়াছেন। যিনি বিবিধ ভোগ উপভোগ করিয়াছিলেন, পৃথিবীতে দেবতার সমান সেই মহারাজের এইরূপ দ্রব্য ভোজন কোন মতেই উচিত বলিয়া বোধ হয় না। যিনি চতুঃ সাগরান্তা মেদিনী ভোগ করিয়াছিলেন, যিনি পৃথিবীতে মহেন্দ্র সদৃশ ছিলেন সেই বসুধাধিপ কিরূপে ইঙ্গুদিপিণ্যাক ভক্ষণ করিবেন? হায়! ইহলোকে ইহা অপেক্ষা দুঃখতর আমার আর কিছুই বোধ হয় না, যে ঋদ্ধিমান্ রামকেও পিতার উদ্দেশে ইঙ্গুদি—পিষ্টক দিতে হইল। রামকে ইঙ্গুদিপিণ্যাক দিয়া পিতার শ্রাদ্ধ করিতে দেখিয়া "কথং দুঃখেন হৃদয়ং ন স্ফোটতি সহস্রধা" দুঃখে আমার হৃদয় সহস্রধা বিদীর্ণ হইল না কেন? লৌকিকীশ্রুতি—লোক প্রসিদ্ধ কথা এখন আমার সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে "যদন্নাঃ পুরুষো নূনং তদন্নাস্তস্য দেবতাঃ" যাহার যেরূপ অন্ন, তাহার পিতৃলোককে তাহাই আহার করিতে হয়।

রাজমহিষী সকল নিতান্ত কাতর হইয়া, কৌশল্যাকে সান্ত্বনা করতঃ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, আর দেখিলেন রাম সেখানে স্বর্গচ্যুত অমরের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। সর্ব্ব প্রকার ভোগ সুখে বঞ্চিত রামকে দেখিয়া শোককর্ষিতা মাতাগণ শোকে অধীর হইয়া করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। মনুজব্যাঘ্র সত্যপ্রতিজ্ঞ রাম মাতাগণকে দেখিবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া সকলের পাদপদ্মগ্রহণ করিলেন আর আয়তলোচনা মহষীগণ সুখস্পর্শ সুকোমল পাণিতল দ্বারা রামের পৃষ্ঠ দেশের ধূলিমার্জ্জনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। লক্ষ্মণও মাতাগণকে দেখিয়া দুঃখিত মনে রামের পরে উঁহাদিগকে

ভক্তি ভরে অভিবাদন করিলেন। সকলেই রামের মত শুভলক্ষণ দশরথাত্মজ লক্ষ্মণকে স্নেহ ও যত্ন করিলেন। সীতাও অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া শ্বশ্রূদিগকে প্রণাম করিলেন এবং অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন।

কৌশল্যার হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। নিতান্ত দুঃখিত হইয়া মাতা যেমন কন্যাকে আলিঙ্গন করেন সেইরূপে তিনি সেই বনবাস কৃত দীন ভাবাপন্না বধূকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন

> বিদেহ রাজস্য সুসুতা সুষা দশরথস্য চ।
> রামপত্নী কথং দুঃখং সংপ্রাপ্তা বিজনে বনে॥
> পদ্ম-মাতপ সন্তপ্তং পরিক্লিষ্টমিবোৎপলম্।
> কাঞ্চনং রজসাধ্বস্তং ক্লিষ্টং চন্দ্রমিবাম্বুদৈঃ॥
> মুখন্তে প্রেক্ষ্য মাং শোকো দহত্যগ্নিরিবাশ্রয়ম্——

আহা! বিদেহ রাজকন্যা, দশরথের পুত্রবধূ, রামের পত্নী—মা আমার এই বিজন বনে কি করিয়া দুঃখ ভোগ করিতেছে। হায়রে বাছার এই মুখ আতপ সন্তপ্ত পদ্মের ন্যায়, দলিত রক্তোৎপলের ন্যায়, ধূলিলিপ্ত সুবর্ণের ন্যায়, মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রের ন্যায় মলিন দেখিয়া, অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে দগ্ধকরে শোকাগ্নি সেইরূপে আমার হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছে।

জননী শোকাকুলা হইয়া এইরূপ বলিতেছেন এমন সময়ে ভরতাগ্রজ রাম বশিষ্ঠ দেবের চরণ বন্দনা করিলেন। অমরাধিপ ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতির চরণ গ্রহণ করেন, রাঘব সেইরূপে অগ্নিসদৃশ অমিততেজা পুরোহিত বশিষ্ঠ দেবের চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহার সহিত উপবেশন করিলেন। ভরত তখন মন্ত্রী, সেনাপতি ও ধর্ম্মপরায়ণ পৌরগণের সহিত রামের পশ্চাদ্ভাগে উপবেশন করিলেন। উপবেশন করিয়া ভরত, দেবরাজ যেমন ব্রহ্মাকে দেখেন সেইরূপে কৃতাঞ্জলি পুটে অতিবীর্য্যবান্ তপস্বীবেশী রামের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। ভরত আজ রামকে প্রণাম ও সৎকার করিয়া কি বলিবেন তাহা শুনিবার জন্য আর্য্যগণ নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছেন। সুহৃদগণ পরিবৃত সত্যধৃতি রাঘব, মহানুভব লক্ষ্মণ এবং ধার্ম্মিক ভরত তখন সদস্য বেষ্টিত তিন যজ্ঞাগ্নির ন্যায়শোভাধারণ করিলেন।

———

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ভরত নির্ব্বন্ধে রামের অদ্ভুত স্থৈর্য্য

(১)

"শিরসা ত্বাংভিযাচেঽহং কুরুষ্ব করুণাং ময়ি"—বাল্মীকি

সেদিন সকলেই উপবাসী ছিলেন, আর শোক করিতে করিতে অতি দুঃখে সেই রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রভাতে চারি ভ্রাতা সুহৃদ্‌গণে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাতঃকালীন উপাসনা, হোম, গায়ত্রীজপাদি সমাপন করিয়া আশ্রমে আসিলেন। সকলেই মৌন, কেহ কোন কথা কহিতেছেন না।

কতক্ষণ পরে ভরত রামকে বলিতে লাগিলেন—রাজা আমার মাতাকে এই রাজ্য দিয়া আশ্বাস প্রদান করেন, সেই রাজ্য আমি আপনাকেই দিতেছি, আপনি নিষ্কণ্টকে ইহা ভোগ করুন। বর্ষাকালে জলবেগে ভগ্ন সেতুর ন্যায় অযোধ্যাদেশীয় এই বিপুল রাজ্যখণ্ড রক্ষা করিতে আপনি ভিন্ন আর কাহারও সামর্থ্য নাই। অশ্বগতির অনুগমনে যেমন গর্দ্দভের শক্তি নাই, গরুড়ের গতির অনুগমনে যেমন ইতর পক্ষী অশক্ত সেইরূপ আপনার রাজ্যপালন শক্তির অনুগমনে আমার শক্তি নাই। সুখের জীবন তাঁর যিনি প্রতিদিন অন্যের জীবিকানির্ব্বাহ করেন কিন্তু রাম! যে পরমুখাপেক্ষী তার জীবন বড়ই দুঃখের —এই জন্য রাজ্যভার গ্রহণ করা আপনারই উচিত। যদি কেহ একটি বৃক্ষ রোপণ করে এবং যত্নের সহিত তাহাকে বর্দ্ধিত করে, স্কন্ধ বিশিষ্ট, বামনের দুরারোহ মহাদ্রুম রূপে পরিণত ঐ বৃক্ষ পুষ্পিত হইয়াও যদি ফল প্রসব না করে, তবে যিনি ইহা রোপণ করিয়াছিলেন তাঁহার ইহাতে প্রীতির অনুভব হয় না—এই দৃষ্টান্ত আপনার জন্যই প্রদর্শিত হইল। আপনি আমাদের সকলের শ্রেষ্ঠ, আমাদের পালনকর্ত্তা, আমরা আপনার ভৃত্য, আপনি আমাদিগকে পালন করিতেছেন না। অতএব মহারাজ! নানা শ্রেণীর প্রধান লোকেরা আপনাকে প্রতপ্ত সূর্য্যের ন্যায় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখুক; কাকুৎস্থ! মদমত্ত মাতঙ্গ সকল এখন আনন্দে গর্জ্জন করিতে করিতে আপনার অনুগমন করুক; অন্তঃপুরচারিণী মহিলাগণ আহ্লাদিত হইয়া আনন্দধ্বনি করুক।

বিবিধ নাগরিকগণ ভরতের এই সাধু বাক্য অনুমোদন করিলেন। শিক্ষিত বুদ্ধি রাম ভরতকে দুঃখিত চিত্তে বিলাপ করিতে দেখিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—

নাত্মনঃ কাম্ কারোহি পুরুষোঽয়মনীশ্বরঃ।
ইতশ্চেতরতশ্চৈনং কৃতান্ত পরিকর্ষতি॥

দেখ ভরত! জীবের স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কিছুই করিবার সামর্থ্য নাই, কারণ মানুষ অনীশ্বর—ঈশ্বরের ন্যায় স্বাতন্ত্র্যরহিত, এই কারণে কৃতান্ত ইহলোকে এবং পরলোকে স্বীয় বশে ইহাকে ইহার কর্ম্মানুরূপে পরিচালিত করে। অতএব রাজা বা কৈকেয়ী কেহই আমার বনবাসের কারণ নহেন, দৈবই কারণ।

সর্ব্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রযোগান্তা মরণান্তঞ্চ জীবিতম্॥
যথা ফলানাং পক্কানাং নান্যত্র পতনাদ্ভয়ম্।
এবং নরস্য জাতস্য নান্যত্র পতনাদ্ভয়ম্॥

সমুদায় বস্তরই নাশ আছে, বিদ্যাদিকৃত উন্নতিরও পতন হয়, সংযোগেরও বিয়োগ আছে, আর যেখানে জীবন সেইখানে মরণও আছে। যেমন ফল পক্ক হইলে বৃক্ষ হইতে পতন ভিন্ন অন্যত্র পতন ভয় আর কিছুই নাই সেইরূপ জন্মিলে অবশ্যই মরণ আছে অন্য ভয় নাই। এইজন্য রাজার মৃত্যুতে তোমার শোক করা উচিত নহে। যেমন দৃঢ়স্তম্ভ বিশিষ্ট গৃহ জীর্ণ হইলে পতিত হয় সেইরূপ মনুষ্য মাত্রেই জরা মৃত্যুবশে অবসাদ প্রাপ্ত হয়। যে রাত্রি গত হয় তাহা আর ফিরে না; যমুনার প্রবাহ সাগরে মিলিলে আর ফিরে না। রবি-কিরণ গ্রীষ্মে যেমন জল শোষণ করে সেইরূপ গমনশীল অহোরাত্র দেখিতে দেখিতে মানুষের আয়ুক্ষয় করিতেছে।

আত্মানমনুশোচ ত্বং কিমন্যমনুশোচসি।
আয়ুস্তে হীয়তে যস্য স্থিতস্যাথ গতস্য চ॥
সহৈব মৃত্যুর্ব্রজতি সহ মৃত্যুর্নিষীদতি।
গত্বা সুদীর্ঘমধ্বানং সহ মৃত্যুর্নিবর্ত্ততে॥

তুমি আপনার জন্য শোক কর, কি জন্য অপরের জন্য শোক করিতেছ? কারণ তুমি এক স্থানে বসিয়াই থাক বা ইতস্ততঃ পর্য্যটনই কর আয়ু কিন্তু ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। মৃত্যু তোমার সহিত গমন করিতেছে, তোমার সহিত উপবেশন করিতেছে, তোমার সহিত বহু পথ গমন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে।

গাত্রেষু বলয়ঃ প্রাপ্তাঃ শ্বেতাশ্চৈব শিরোরুহাঃ।
জরয়া পুরুষো জীর্ণঃ কিং হি কৃত্বা প্রভাবয়েৎ॥

গাত্রের চর্ম্ম শ্লথ হইল, কেশ সকল শুক্ল হইল, পুরুষ জরায় জীর্ণ হইয়া পড়িল, বল দেখি কি উপায়ে এই সকল নিবারিত হইবে?

নন্দন্ত্যাদিত আদিত্যে নন্দন্ত্যস্তমিতেঽহনি।
আত্মনোনাব বুধ্যন্তে মনুষ্যা জীবিতক্ষয়ম্॥

মানুষ সূর্য্য উদিত হইলে আনন্দ করে, দিন অস্তমিত হইলেও আনন্দ করে কিন্তু মানুষ আপনার জীবন ক্ষয় বুঝিতে পারে না। ঋতু প্রারম্ভে নূতনকে আসিতে দেখিয়া আহ্লাদিত হয়, কিন্তু ঋতু পরিবর্ত্তনে যে আয়ুঃক্ষয় হইতেছে তাহা লক্ষ্যও করে না এবং প্রবুদ্ধও হয় না। যেমন মহাসমুদ্রে নৌকাদি জলযানে জলযানে সংযোগ হয় আবার কালবশে বিয়োগ হয় সেইরূপ ভার্য্যা, পুত্র, জ্ঞাতি ও বিষয় বিভব কিছুকালের জন্য মিলিত হইয়া পুনরায় বিযুক্ত হইয়া যায়। এই জীবলোকে কোন প্রাণীই জনন মরণরূপ সংসার স্বভাব লঙ্ঘন করিতে পারে না, সুতরাং অন্যের মৃত্যুতে যে শোককরে, তাহারও প্রেতত্ব নিবারণে সামর্থ্য কোথায়, যেমন একজন পথিক আর একজনকে অগ্রে যাইতে দেখিয়া তাহার অনুসরণ করে, সেইরূপ পূর্ব্ব পিতৃ পিতামহের গমন পথে সকলকেই নিশ্চয় গমন করিতে হয়। এইরূপে যখন নিজে মরিবে, যখন তাহার ব্যতিক্রম করিতে পারিবে না, তখন মৃতের উদ্দেশে শোক করা কখনই উচিত নহে।

বয়সঃ পতমানস্য স্রোতসোবাঽনিবর্ত্তিনঃ।
আত্মা সুখে নিয়োক্তব্যঃ সুখভাজঃ প্রজাঃ স্মৃতাঃ॥

একবার প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিলে যাহাকে আর ফিরান যায় না এইরূপ গঙ্গাদি প্রবাহের ন্যায় প্রত্যাবর্ত্তন রহিত বয়সের চলন দেখিয়া

আত্মাকে সুখকর কার্য্যে নিয়োগ করাই কর্ত্তব্য কারণ সকল মানুষই সুখের অভিলাষী। বৎস! পিতা আমাদের ধর্ম্মপরায়ণ ও সজ্জনপূজিত ছিলেন তিনি যথাবিধানে দক্ষিণা দান সহকারে শুভযজ্ঞাদি করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন তাঁহার জন্য শোক করা উচিত হইতেছে না। পিতা জীর্ণ মানুষ দেহ পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চয়ই ব্রহ্মলোক বিহারের উপযোগী দৈবী সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার জন্য শোক, প্রাজ্ঞ জনের উচিত নহে তবে তোমার বা আমার মত অধ্যাত্ম বিদ্যানুরাগীর কি ইহা কর্ত্তব্য? বুদ্ধিমান্ ধীর যাঁহারা, সকল অবস্থাতেই শোক, বিলাপ ও রোদন বর্জ্জন করাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য। তুমি প্রকৃতিস্থ হও, শোক করিওনা, অযোধ্যায় গিয়া বাস কর। বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! পিতা সত্যের অধীনে থাকিয়া তোমাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন তুমি তাহাই কর। পুণ্যকর্ম্মা পিতা আমাকেও যে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন আমি তাহাই করিব। তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা তোমারও কর্ত্তব্য নহে, আমারও উচিত নয়। তাঁহাকে মান্য করা আমাদের কর্ত্তব্য; তিনি আমাদের পিতা, তিনি আমাদের বন্ধু। রাঘব! আমি বনে বাস করিয়া ধর্ম্মচারিসম্মত পিতৃবাক্য পালন করিব। নর-ব্যাঘ্র! যে সকল লোকে ধার্ম্মিক হইতে চায়, যাহারা কাহাকেও হিংসা করিতে চায় না, যাহারা পরলোক জয় করিতে অভিলাষী তাহাদিগের উচিত গুরুর বশবর্ত্তী হওয়া।

আত্মানমনুতিষ্ঠ ত্বং স্বভাবেন নরর্ষভ।
নিশাম্য তু শুভং বৃত্তং পিতুর্দশরথস্য নঃ॥

নরোত্তম! পিতা দশরথের আচরণ কত শুভছিল তাহার আলোচনা করিয়া তোমার উচিত ধর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়া তুমি আপনার হিতচিন্তায় প্রবৃত্ত হও। মহাত্মা রামচন্দ্র পিতার আজ্ঞা পালন জন্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরতকে ইহা বলিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

(২)

প্রকৃতি-বৎসল রাম মন্দাকিনীতীরে এই সমস্ত ইহ পরলোক হিতকর উপদেশ প্রদান করিয়া ক্ষান্ত হইলেন। ধর্ম্মাত্মা শ্রীভরত তখন যুক্তিযুক্ত ধর্ম্মসম্মত বাক্যে সর্ব্বলোকের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া বলিতে লাগিলেন—

কো হি স্যাদীদৃশো লোকে যাদৃশ স্তমরিন্দম।
ন ত্বাং প্রব্যথয়েদ্ দুঃখং প্রীতির্বা ন প্রহর্ষয়েৎ॥

অরিন্দম! আপনি যেরূপ, ইহলোকে এমন আর কে আছে? দুঃখ আপনাকে ব্যথা দিতে পারে না এবং সুখও হর্ষ দিতে পারে না। ধর্ম্মবিষয়ে "রামের মত আমরা আচরণ করিব" আপনি এইভাবে বৃদ্ধগণের সম্মত হইলেও আপনি তাঁহাদিগকে সংশয়াস্পদ ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। আপনার নিকট জীবন মরণ, থাকা যাওয়া, উভয়ই সমান; যে রাজযোগী এই বুদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাঁহার পরিতাপ আর কিসে হইবে? মনুজাধিপ! যিনি পরাবরজ্ঞ—যিনি প্রপঞ্চের সহিত আত্মতত্ত্ব জানিয়াছেন, বিপদ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে বিষণ্ণ করিবে কে? আপনি ঈশ্বরের সমান, শুদ্ধ সত্ত্বগুণ সম্পন্ন, আপনি মহাত্মা, আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনি সমদর্শী, আপনার বুদ্ধি সর্ব্বদা নির্ম্মল—আপনি এই সমস্ত গুণ বিশিষ্ট, আপনি ভূতগণের উৎপত্তি ও বিনাশ দেখিতে পান, দুর্ব্বিষহ দুঃখও আপনাকে অবসন্ন করিতে পারে না। প্রবাস কালে ক্ষুদ্রাশয়া মাতা আমার জন্য যে পাপ করিয়াছেন তাহা আমার অভিপ্রেত নহে অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ধর্ম্মবন্ধনে আমি আবদ্ধ, সেই জন্য পাপকারিণী, দণ্ডনীয়া মাতাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করি নাই; পুণ্যশীল রাজা দশরথ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম জানিয়া আমি কিরূপে ঘৃণিত কর্ম্ম করিব? রাজা আমাদের গুরু, তিনি ক্রিয়াবান্-শ্রেষ্ঠ যজ্ঞাদি করিয়াছেন, তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি পিতা, তিনি স্বর্গে গিয়াছেন; তিনি দেবতা, এই সভায় আমি তাঁহার নিন্দা করিতেছি না কিন্তু, ধর্ম্মজ্ঞ, ধর্ম্মবিদ্ হইয়া কোন্ ব্যক্তি স্ত্রীর প্রিয়কামনায় এইরূপ ধর্ম্ম ও অর্থ বিবর্জ্জিত পাপকর্ম্ম করিয়া থাকেন? এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে আসন্নকালে লোকের বিপরীত বুদ্ধি ঘটে, রাজাকে এইরূপ করিতে দেখিয়া সেই জনশ্রুতি যে সত্য তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। কৈকেয়ীর ক্রোধ ভয়ে, কৈকেয়ীর মোহে এবং অবিমৃশ্যকারিতায় পিতার যে ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, শুভ সাধনোদ্দেশে আপনি তাহা প্রত্যাহরণ করুন।

পিতুর্হি সমতিক্রান্তং পুত্রো যঃ সাধুমন্যতে।
তদপত্যং মতং লোকে বিপরীতমতোঽন্যথা॥

পিতার অসাধু আচরণ অতিক্রম করিয়াও পুত্র যখন, যাহা সাধু তাহা আচরণ করেন তখন তিনি পিতার পতন নিবারণ করেন বলিয়া লোকে পুত্রকে অপত্যবলে, ইহার বিপরীত যিনি আচরণ করেন তাঁহাকে অপত্য বলেনা। আপনি অপত্যের কার্য্য করুন, পিতার দুর্ব্ব্যবহারের অনুমোদন করা আপনার উচিত নহে, পিতার, ধর্ম্ম অতিক্রমণের পোষকতা আপনি করিবেন না। কৈকেয়ীকে, আমাকে, পিতাকে, আমাদের সুহৃদ বন্ধু বান্ধব সকলকে এবং পুরবাসীও জনপদবাসী সকলকে আপনি পরিত্রাণ করুন! কোথায় অরণ্য আর কোথায় বা ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম, কোথায় জটাধারণ আর কোথায় বা রাজ্যপালন! অতএব পিত্রাদিষ্ট ঈদৃশ বিরুদ্ধ কার্য্য করা আপনার উচিত নহে। মহাপ্রাজ্ঞ! যদ্দ্বারা প্রজাপালনে সমর্থ হওয়া যায় সেই অভিষেচনই এই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। প্রজাপালনরূপ প্রত্যক্ষ সুখসাধন ধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া কোন্ ক্ষত্রিয়-বন্ধু সংশয়াত্মক, অসুখলক্ষণ, উত্তর-বয়ঃ-প্রাপ্য অনিশ্চিত বানপ্রস্থধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে? যদি ক্লেশকর ধর্ম্মাচরণে আপনার ইচ্ছা হইয়া থাকে তাহা হইলে ধর্ম্মানুসারে বর্ণচতুষ্টয়কে পালন করিয়া ক্লেশ ভোগ করুন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! ধার্ম্মিকেরা বলেন যে চারি আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্যই শ্রেষ্ঠ; আপনি কি নিমিত্ত তাহা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন? বিদ্যাতে আমি আপনার নিকট বালক, জন্মেও আমি কনিষ্ঠ অতএব আপনি বিদ্যমানে আমার পৃথিবীপালন কি সম্ভব? আমি হীন বুদ্ধিগুণ— সত্বগুণহীন, আমি আপনার পরে জন্মিয়াছি বলিয়া হীনস্থান বালক, আপনার সাহায্য ব্যতীত প্রাণ ধারণেও সাহসী নহি— আমি রাজ্যপালন করিব কিরূপে? হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনিই ধর্ম্মানুসারে বান্ধবগণের সহিত অব্যাকুলচিত্তে এই শত্রুশূন্য পৈত্রিক রাজ্যশাসন করুন। এই স্থানেই আপনার অভিষেক হউক; হে মন্ত্রবিৎ! বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋত্বিক কোবিদ্গণ প্রকৃতিগণের সহিত ত এই খানেই রহিয়াছেন। আমরা আপনাকে অভিষেক করিতেছি, আপনি অযোধ্যা পালনে চলুন। ইন্দ্র যেমন স্বীয়বলে শত্রু লোক জয় করিয়া মরুদ্গণের সহিত স্বর্গে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেইরূপে আপনিও স্বীয় বলে শত্রুলোক জয় করিয়া আমাদের সহিত অযোধ্যায় প্রবেশ করুন। দেবঋণ, পিতৃঋণ, ঋষিঋণ—এই ত্রিবিধঋণ হইতে আত্মমোচন করিয়া দুর্হৃদ্গণের বিনাশ এবং সুহৃদ্গণের সুখসাধন করিয়া আপনি আমাকেও শাসন করুন। আর্য্য! অদ্য আপনার অভিষেক দেখিয়া সুহৃদ্গণ সন্তুষ্ট হউন, অদ্য দুঃখপ্রদ শত্রুগণ ভয় পাইয়া দশদিকে পলায়ন করুক। পুরুষর্ষভ! আমার

মাতার কলঙ্ক ক্ষালন করিয়া অদ্য পূজ্যপাদ পিতৃদেবকে পাপ হইতে রক্ষা করুন।

শিরসা ত্বাঽভিযাচেঽহং কুরুষ্ব করুণাং ময়ি।
বান্ধবেষু চ সর্ব্বেষু ভূতেম্বিব মহেশ্বরঃ॥

অবনত মস্তকে আমি আপনাকে প্রার্থনা করিতেছি, মহেশ্বর যেমন সর্ব্বভূতের প্রতি করুণা করেন সেইরূপ আপনি আমার উপরে এবং বন্ধু বান্ধব সকলের উপরে করুণা করুন। যদি আমার অনুরোধ রক্ষা না করিয়া এখান হইলে বনান্তরে গমন করেন তবে আমিও আপনার সঙ্গে যাইব।

ভরত অত্যন্ত কাতর হইয়া অবনত মস্তকে রামকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন, সত্ত্বসম্পন্ন মহীপতি রাম কিন্তু পিতৃআজ্ঞাপালনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া অযোধ্যাগমনে সম্মত হইলেন না। রাঘবের অদ্ভুত স্থৈর্য্য দেখিয়া সকলে সমকালে হর্ষ বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন; অযোধ্যায় যাইব না ইহাতে দুঃখিত এবং স্থির প্রতিজ্ঞা দেখিয়া হর্ষিত হইলেন; তখন ঋত্বিকগণ, পুরবাসিগণ, প্রধান প্রধান কুলপতিগণ, অশ্রু-প্রচুরা মাতাগণ ভরতের নির্ব্বন্ধ দেখিয়া তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে রামকে ফিরাইবার জন্য প্রণত ভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

সর্ব্বজনমাননীয় ভরতাগ্রজ শ্রীমান্ রাম জ্ঞাতিমধ্যে পুনরায় শ্রীভরতকে বলিতে লাগিলেন—ভরত! তুমি যাহা বলিলে তাহা সমুচিত সন্দেহ নাই, কারণ তুমি রাজশ্রেষ্ঠ দশরথ হইতে কৈকেয়ীর গর্ভে জন্মিয়াছ। কিন্তু ভ্রাতঃ দেখ পূর্ব্বে আমাদের পিতা তোমার মাতার বিবাহকালে তোমার মাতামহের নিকট অঙ্গীকার করেন যে রাজন্ তোমার এই কন্যাতে যে পুত্র জন্মিবে আমি তাহাকেই সমস্ত রাজ্য অর্পণ করিব; পরে দেবাসুর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে তিনি তোমার জননীর শুশ্রূষায় পরিতৃপ্ত হইয়া দুইটি বর দান করেন। অনন্তর ত্বদীয় যশস্বিনী বরবর্ণিনী জননী, রাজাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া সেই দুই বর যাচ্ঞা করেন। নরব্যাঘ্র! এক বরে তোমার জন্য রাজ্য এবং দ্বিতীয়ে আমার নির্ব্বাসন ইহাই তিনি প্রার্থনা করেন। তোমার মাতা কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া রাজা তাহাই প্রদান করেন। পুরুষষভ! রাজা সম্মত হইয়া আমাকে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাসে নিয়োগ করেন। এক্ষণে পিতার সত্য রক্ষার জন্য

সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত আমি নির্ব্বিবাদে এই নির্জ্জন বন আশ্রয় করিয়াছি। তুমিও পিতার আজ্ঞাক্রমে এবং তাঁহার সত্যরক্ষার জন্য অবিলম্বে রাজ্যগ্রহণ কর। রাজা আমাদের প্রভু ছিলেন—করিতে, না করিতে, অন্যথা করিতে তিনিই সমর্থ ছিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ তুমি আমার প্রীতিজন্য পিতাকে কৈকেয়ি সম্বন্ধি ঋণ হইতে মুক্ত কর, পিতার উদ্ধার কর এবং মাতারও সন্তোষ বিধান কর। তাত! জনশ্রুতি আছে পূর্ব্বে যশস্বী গয় গয়াপ্রদেশে যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া পিতৃ-লোকের প্রীতি কামনায় এই গাথা গান করিয়াছিলেন। "যে হেতু পুত্র পিতাকে পুৎ নামক নরক হইতে ত্রাণ করেন এবং পিতৃপুরুষগণকে ইষ্ট ও পূর্ত্ত কার্য্যদ্বারা স্বর্গ লোকে প্রেরণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে পালন করেন সেই জন্য তাঁহাকে পুত্র নামে অভিহিত করা হয়"। এই জন্য লোকের বিদ্যাবান্ গুণবান্ বহু পুত্রের আকাঙ্ক্ষা করা উচিত; কারণ বহু পুত্রের মধ্যে একজনও গয়া যাত্রা করিতে পারে। রঘুনন্দন! রাজর্ষিগণ সকলেই পিতৃপরলোক সাধনের প্রতি বিশ্বাসবান ছিলেন। অতএব নরশ্রেষ্ঠ! তুমি পিতাকে নরক হইতে ত্রাণ কর। ভরত! তুমি প্রজাপালন জন্য অযোধ্যায় গমন কর, দ্বিজাতি সকলকে সঙ্গে লইয়া শত্রুঘ্নও তোমার অনুগমন করুক। আমিও সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অবিলম্বে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করি। ভাই! তুমি স্বয়ং মানুষের রাজা হও আর আমি বন্য মৃগগণের রাজাধিরাজ হই। তুমি আজ হৃষ্ট চিত্তে পুরীশ্রেষ্ঠ অযোধ্যায় প্রবেশ কর। আমিও সন্তুষ্ট হইয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করি। শ্বেতচ্ছত্র সূর্য্যকিরণ নিবারণ পূর্ব্বক তোমার মস্তকে শীতল ছায়া প্রদান করুক, আমি ও এই সকল কাননদ্রুমের অতিশয় শীতল ছায়া আশ্রয় করি। কুশল-মতি শত্রুঘ্ন তোমার সহায় আর সকলেই জানে সৌমিত্রি আমার প্রধান মিত্র। ভরত! আমরা চারিভ্রাতা নরপতির সহায় হই আইস, এস আমরা তাঁহাকে সত্যে স্থায়ী করি, তুমি বিষাদ প্রাপ্ত হইও না।

ক্রমশঃ
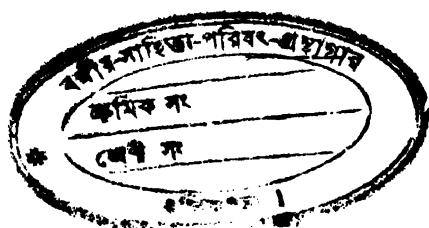
অবতার কথায়—

আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ প্রণেতা ৬ভার্গব শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ

যে অবতার না হইলে পরম সত্যকে মানুষ ধরিতে পারে না, যে অবতার না হইলে ব্রহ্মে স্থিতি, জ্ঞান, ভক্তি, ধর্ম্মাচরণ ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে, যে অবতার না হইলে জনসাধারণের ঈশ্বরানুভূতি শুধু বচন মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে, ধর্ম্মভাবের স্থায়িত্ব হয় না, যে অবতার আচরিত ধর্ম্ম ভারতবাসীর আদর্শ, সেই অবতার কথা নিষ্প্রয়োজন কেন হইবে? রাজা রামমোহন রায় "অবতার বেদে নাই" ইহা প্রচার করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার যুক্তি তর্ক আমরা জানিয়াছি। রাজার কথা মত কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ যে মত একদিন পোষণ করিয়াছিলেন, সেই মতে বিশ্ব প্রেমের প্রচার কতদূর হইতেছে তাহাও আমারা দেখিতেছি। কবিবর এখনও সেই মত পোষণ করেন কিনা আমরা জানি না। ১৩৩৭ সালের আষাঢ়ের প্রবাসীতে রবিবাবু বলিয়াছিলেন "যিনি গভীরতম তাঁকে দেখা শোনার সামগ্রী ক'রে বাইরে এনে ফেলবার অদ্ভুত আবদার আমাদের খাটতেই পারে না। যদি কোন গুরু বলেন আচ্ছা বেশ তাঁহাকে খুব সহজ করে দিচ্ছি, ব'লে সেই নিহিতং গুহায়াং তাঁকে আমাদের চখের সম্মুখে যেমন খুসি এক রকম করে দাঁড় করিয়ে দেন, তাহলে বল্‌তেই হবে তিনি অসত্যের দ্বারা গোপনকে আরও গোপন ক'রে দিলেন। শেষে বল্‌চেন

তোমার সেই সুধাময় অতলস্পর্শ গভীরতাকে যারা নিজের মূঢ়তার দ্বারা আচ্ছন্ন ও সীমাবদ্ধ করেচে, তারা পৃথিবীতে দুর্গতির পঙ্ককুণ্ডে লুটচ্চে ইত্যাদি।

প্রতিভাশালী শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁহার ব্রহ্মবিদ্যার কয়েক সংখ্যায় সেদিন প্রমাণ করিলেন অবতার যাহা তাহা আবেশ মাত্র। অবতার হইতেই পারে না ইহা না বলিয়া হীরেন বাবু অবতারকে আবেশ পর্য্যন্ত বলিলেন।

এখন অবতার সম্বন্ধে বেদ, পুরাণ, তন্ত্রাদি শাস্ত্র কি বলেন তাহাই আমরা ৬ভার্গব শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ তাঁহার অবতার সন্দর্ভ পুস্তকে যাহা বলিতেছেন তাহাই দেখাইতেছি। তিনি প্রশ্নোত্তরচ্ছলেই তাঁহার এখনকার

সকল পুস্তক লিখিয়াছেন আমরাও প্রশ্নোত্তরচ্ছলেই তাঁহার কথা আলোচনা করিতেছি।

প্রশ্ন—ঈশ্বরের অবতার সম্বন্ধে লোকে কি কি সংশয় তুলিয়া থাকে?

উত্তর—বেদে ঈশ্বরের অবতার সম্বন্ধে কোন কথা নাই। ঈশ্বরের অবতার-বাদ পুরাণাদি অর্ব্বাচীন শাস্ত্রসমূহ হইতেই জন্মিয়াছে।

প্রশ্ন—বিরুদ্ধবাদিগণ অবতার অসিদ্ধি পক্ষে কি হেতু দেখান?

উত্তর—বিরুদ্ধবাদিগণ বলেন ঈশ্বরের শরীর ধারণ মর্ত্তধামে অবতরণ কোনরূপেই সম্ভবপর হয় না। কারণ ঈশ্বর পূর্ণ, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, ঈশ্বরকে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই সব ক্লেশ স্পর্শ করিতে পারে না, তাঁহার ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কার বা কোনরূপ কামনা থাকিতেই পারে না, বিনা প্রয়োজনে কেহ কোন কর্ম্ম করে না; যাঁহার প্রয়োজন আছে তিনি অপূর্ণ, অভাব বিশিষ্ট; শরীর ভোগায়তন, কর্ম্মফল ভোগ করিবার নিমিত্তই শরীর গ্রহণ করিতে হয়, কর্ম্মভূমিতে আসিতে হয়। ঈশ্বর যখন পূর্ণ, সর্ব্ব-শক্তিমান্, তাঁহার যখন কোন প্রয়োজন নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কার নাই, কোনরূপ কামনা বাসনা নাই, তখন তাঁহার শরীর গ্রহণ অসম্ভব পর, তাঁহার শরীর ধারণের কোন প্রয়োজন হইতেই পারে না। প্রয়োজন আছে বলিলে বলিতে হয় তিনি অপূর্ণ, অভাব বিশিষ্ট কাজেই তিনি ঈশ্বর নন। সর্ব্বব্যাপকের পরিচ্ছিন্ন শরীরে প্রবেশ বলিলে তাঁহার সর্ব্বব্যাপকত্ব নষ্ট হয়। ঈশ্বর কখন আপনার স্বরূপ ধ্বংস করেন না।

প্রশ্ন—ঈশ্বরের শরীর ধারণ যে অসম্ভব এই সমস্তই ইঁহাদের যুক্তি। এই সমস্ত যুক্তি যে অসার তাহা আপনি দেখাইয়া দিলে ঈশ্বরের অবতার গ্রহণ সম্বন্ধে আর কোন সংশয় থাকিবে না।

উত্তর—শ্রবণ কর। (১) অবতার কথা বেদে নাই ইহার উত্তর প্রথমেই দিতেছি।

বেদকে শব্দব্রহ্ম বলা হয়। ঈশ্বর যেমন অনন্ত—শব্দরাশি স্বরূপ বেদও সেইরূপ অনন্ত। বেদে অবতার নাই একথা তবে কে বলিতে পারে? আমাদের এই বাঙ্গলা দেশে আমরা ৺ভার্গব শিবরাম কিঙ্করের শ্রীমুখে যতদূর বেদের কথা শুনিয়াছি সেরূপ আর কাহারও নিকটে শুনি নাই। এই মহাপুরুষ কিরূপে বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহার কথা আমরা পরে বলেতেছি। তিনি অবতার বেদে আছে কিনা তৎসম্বন্ধে যাহা বেদ হইতে

দেখাইতেছেন প্রথমে তাহাই প্রদর্শন করিতেছি। অবতার সন্দর্ভের শেষ ভাগে তিনি বলিতেছেন "যত্র কামাবসায়িত্ব বা সত্য সঙ্কল্পত্ব ইহা অষ্টসিদ্ধির মধ্যে একটি সিদ্ধি। ঈশ্বরের এই অষ্ট ঐশ্বর্য্য নিত্য বিদ্যমান আছে। লোকের কর্ম্ম সিদ্ধির জন্য অর্থাৎ লোকে কর্ম্ম ও কর্ম্মের ফলভোগ করিতে পারিবে এই উদ্দেশ্যে সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বর ভূত-ভৌতিক পদার্থে, পূর্ব্ব হইতে যেরূপ সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছেন, যোগীরা শক্তি থাকিলেও, তাহার বিপর্য্যায় করিতে পারেন না, কিন্তু যোগীরা ঈশ্বর সঙ্কল্প যুক্ত পদার্থে যথোচিত শক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন; ভগবান্ যাস্ক এই কথাই বলিয়াছেন। দেবতারা যে অমানুষিক কর্ম্ম করিতে পারেন তাহা অপ্রাকৃতিক নহে। মনুষ্যের অসাধ্য হইলেও ইহা দেব প্রকৃতির অসাধ্য নহে। অতএব আমি যাহা করিতে পারি না, আমি যাহা অসম্ভব মনে করি, তাহা যে কেহই করিতে পারে না, তাহা যে কখন সম্ভব পর হইতে পারে না এবম্প্রকার ধারণা অল্পজ্ঞেরই হইয়া থাকে। 'দেবতা নাই', 'দেবতা থাকিতে পারেন না', রাগদ্বেষ বিহীনের কর্ম্ম করা সম্ভব নহে, যিনি জন্মগ্রহণ করেন, তিনি আমাদেরই ন্যায় অপূর্ণ, অল্পজ্ঞ মানুষের এবম্প্রকার বিশ্বাস হওয়াই স্বাভাবিক। দেবতা আছেন কিনা, তাহা নিশ্চয় করিতে হইলে যাঁহারা দেব দর্শন করেন, দেবতাদিগের সহিত আলাপ করেন, তাঁহাদের উপদেশানুসারে দেবদর্শনোপযোগী সাধনা করা কর্ত্তব্য। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন যথাবিধি স্বাধ্যায়শীল পুরুষ দেবতার দর্শন লাভ করেন, দেবতা-দিগের দ্বারা উপকৃত হন। স্বাধ্যায়াদিষ্ট দেবতা সম্প্রয়োগঃ। পাঃ দঃ ২।৪৪ অর্থাৎ যথাবিধি স্বাধ্যায় হইতে সিদ্ধপুরুষের অভীষ্ট দেবতাদিগের, ঋষি-দিগের এবং সিদ্ধপুরুষদিগের সম্প্রয়োগ হয় অর্থাৎ সাক্ষাৎকার লাভ হয়।

করুণাময় বেদে ভূয়োভূয়ঃ এই সত্য বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। সত্যসঙ্কল্প পরমেশ্বর স্বীয় শক্তি দ্বারা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বরূপ ধারণ করিতে পারেন বেদে বহুশঃ ইহা উক্ত হইয়াছে। "রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি মায়াঃ কৃণ্বানস্তন্বং পরিস্বাম্" ঋগ্বেদ সংহিতা ৩।৩।২০।৩। ঐ ঋগ্বেদ সংহিতা অন্য স্থানে বলিতেছেন "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপো ঈয়তে॥ "সহস্রং যাবদ্ব্রহ্ম বিষ্ঠিতং তাবতী বাক্" ঋগ্বেদ সংহিতা ৮।১০।১১৪ ইন্দ্রঃ মায়াভিঃ কৃত্বা পুরুরূপো বহুরূপঃ ঈয়তে জায়ত ইত্যমুনা প্রকারেণ শ্রুতিঃ ব্যাপকং ব্রহ্ম বদতি।

তথাপি বেদে অবতারের কথা নাই, পূর্ণ ঈশ্বর শরীর পরিগ্রহ করিতে পারেন না—ইত্যাদি মত যাঁহাদের তাঁহারা হয় বেদ দেখেন নাই, অথবা

নিজের স্বার্থ সাধন জন্য সত্য কথার মিথ্যা প্রয়োগ করিয়াছেন ইহা বলিতেই হইবে। কাজেই কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কথায় ইঁহাদিগকেই বলিতে হয় 'যাঁহারা সেই নিহিতং গুহায়াংকে গুহাতেই রাখিয়া দিলেন তাঁহারা অসত্যের দ্বারা গোপনকে আরও গোপন করে দিলেন। সেই সুধাময় অতলস্পর্শ গভীরতাকে যারা নিজের মূঢ়তার দ্বারা আচ্ছন্ন ও সীমাবদ্ধ করেচে, তাহারা পৃথিবীতে দুর্গতির পঙ্ককুণ্ডে লটচ্চে। কবির বচনের প্রয়োগ এখানে এই হইতেছে যে কোন গুরু অবতার প্রস্তুত করেন না কিন্তু যারা সত্যসর্ব্বস্ব ঈশ্বরের অবতার গ্রহণ অস্বীকার করিতেছেন তাঁহারাই পৃথিবীতে দুর্গতির পঙ্ককুণ্ডে লুটচ্চে ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে ইহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে যোগত্রয়ানন্দ বেদ কাহার নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন? তিনি বলিয়াছিলেন প্রথম বয়সে তিনি পাণিনি অধ্যয়ন জন্য ৺ জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের নিকট গমন করেন। তাঁহার নিকট হইতে ব্যাকরণ অধ্যয়ন জন্য বহু কাকুতি মিনতি করেন বিদ্যাসাগর কিছুতেই সম্মত হন না। শেষে তিনি তাঁহার চরণে পড়েন তাহাতে জীবানন্দ তাঁহাকে পদাঘাত করেন। নিতান্ত মর্ম্মপীড়িত হইয়া তিনি যে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন সেই দেবতা যদি শিক্ষা দেন তবেই শিক্ষা হইবে নতুবা নয় এই সঙ্কল্প দৃঢ় করেন। তাঁহার মুখেই আমরা শুনিয়াছি তিনি প্রতি বৎসর শিবরাত্রিতে আশ্চর্য্যরূপে শিক্ষা পাইতেন। প্রহরে প্রহরে যথাবিধি শিবপূজা করিয়া তিনি নিতান্ত কাতর হইয়া প্রার্থনা করিতেন হে শিবরাত্রি! হে বিশ্বের পিতামাতা! তুমি আমাকে তোমার স্বরূপ দেখাও, আমি অকিঞ্চন,, আমি অপরাধের আলয়, তুমি শরণাগতের শরণ্য, তুমি দুর্গতি নাশিনী, তাই প্রার্থনা করিতেছি তুমি আমাকে চরণে গ্রহণ কর, আমার অজ্ঞানান্ধকারকে অপসারিত কর, আমাকে জ্ঞানালোকে আলোকিত কর, আমাকে বিমল ভক্তি প্রদান কর। এইরূপ কাতর প্রার্থনার ফলে তিনি কাহাকে যেন দেখিতেন এবং তাঁহার নিকটে শাস্ত্রের সংশয় তুলিতেন আর তাহার উত্তরও পাইতেন। অন্য সময়ে রাত্রিকালে স্বপ্নে কত তর্ক বিতর্ক করিতেন। এইভাবে এক একদিনে বড় বড় এক এক শাস্ত্র অধীত হইত। তাঁহার পূর্ব্বাভ্যস্ত বিদ্যাই একটি একটি উপলক্ষ্য পাইয়া তাহাকে কৃপা করিতেন।

বেদে অবতার কথা আছে ইহা তিনি ঋগ্বেদ সংহিতা হইতে দেখাইয়াছেন। কিন্তু কে না জানে ১০৮ খানি উপনিষদের কতকগুলি উপনিষদে অবতারের কথা আছে। সরস্বতী রহস্য উপনিষদ্, সীতা উপনিষদ্, নৃসিংহ তাপনী, রাম তাপনী, কৃষ্ণোপনিষদ্, দেবী উপনিষদ্, কতই ত আছে। উপনিষদ্গুলি বেদের শীর্ষ। যাহারা বলেন ভগবান্ শঙ্কর দশখানি মাত্র উপনিষদের ভাষ্য করিয়াছেন ঐগুলিই উপনিষদ্ অন্য সমস্ত গ্রন্থ প্রামাণিক নহে—ইহাদের কথা গ্রহণ যোগ্য নহে। কারণ অদ্বৈত তত্ত্ব প্রচারের জন্য ভগবান্ শঙ্কর প্রধান প্রধান দশখানি উপনিষদের ভাষ্য করিয়াও নৃসিংহ তাপনীর ভাষ্য করিয়াছিলেন। এই নৃসিংহ দেব তাঁহার শিষ্য পদ্মপাদ দ্বারা উপাসিত হইয়া দুই বার তাঁহার জীবন রক্ষাও করিয়াছিলেন। গীতার অবতরণিকায় দেবকীনন্দন কৃষ্ণ যে অবতার তাহা তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন।

বেদে অবতারের কথা আছে এ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা হইল। আগামী বারে আমরা দেখাইব বিরুদ্ধবাদিগণের এই উক্তি অর্থাৎ ঈশ্বরের অবতার বাদ পুরণাদি অর্ব্বাচীন শাস্ত্র সমূহ হইতেই জন্মিয়াছে, ইহা কতদূর যুক্তি সঙ্গত।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার।

অশুদ্ধি শোধন।

উৎসব অগ্রহায়ণ ১৩৩৪।

নমস্তে জগত্তারিণিত্রাহি দুর্গে।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪০১	৮	জাতিরূপেণ সংস্থিতা।	মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
,,	৯	উভয় এই।	উভয়ত্রই।
৪০২	২	কাত্যায়ণী।	কাত্যায়নী।
,,	৩	পূজালাভ করিয়াছ।	পূজালাভ করিতেছ।
,,	৪	ঢোড়া।	ঢোঁড়া।
,,	৫	আঁখরে আঁখরে।	আখরে আখরে।
,,	২৮	গড্ডালিকা।	গড্ডলিকা।
৪০৩	১৩	রেষ্টুরেণ্ট।	রেষ্টরেণ্ট।
,,	২২	"সতী" ধর্ম্মই একনিষ্ঠ।	"সতী" ধর্ম্ম—একনিষ্ঠ।
,,	২৩	কর্ত্তক।	কর্ত্তৃক।
৪০৪	১৩	ব্রাহ্মণ সৃষ্টি।	ব্রাহ্মণের সৃষ্টি।
,,	২৭	বাধিয়াছে।	বাঁধিয়াছে।

বিশ্বাসে মিলায়।

দূর হইতে শ্রীবৃন্দাবনের শ্যামল ছবি দেখিয়া নরহরি সর্দ্দার বুঝিল সে বৃন্দাবনের নিকট আসিয়াছে। আজ কত দিন হইল বঙ্গদেশ হইতে সে বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে এতদিন পরে তার বাসনালতিকা ফলোন্মুখী হইয়াছে। এতদিনে তার দারিদ্র্যের অবসান হইবে ভাবিয়া সে আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছে। আর তাহাকে চুরি করিতে হইবে না—কি আনন্দ! আহা সে সাধ করিয়া চুরি করে না। বাড়ীতে অনেকগুলি কুপোষ্য একালা সে উপার্জ্জনকারী, যখন শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা অভাব নিবারণ করিতে পারে না তখনই সে চুরি করিতে বাধ্য হয়, সে তাহার জন্য অনুতাপ করে। নিত্য ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করে ভগবানের নাম করে অতিথি সজ্জনকে ভক্তি করে এই পাপ ক্ষয় হইবে বলিয়া সে যে-স্থানে ভগবানের কথা হয় সে সেই স্থানে কথা শুনিতে যায় মোটের উপর লোকটী সরল প্রকৃতি; অভাবের জ্বালায় সে স্বভাব স্থির রাখিতে পারে না।

দোলের সময় বাবুদের বাটীতে কথকতা হইতেছে নরহরি সর্দ্দার কথা শুনিতে গিয়াছে। কথক মহাশয় শ্রীভাগবতের কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিতেছেন।

মা যশোদা প্রাতে তাঁর নীলমণিকে উঠাইয়া ননী খাওয়াইয়া সর্ব্বাঙ্গে মণিমুক্তা বিজড়িত স্বর্ণালঙ্কার পরাইয়া দিলেন পদে সোণার নূপুর দিলেন, মস্তকে মণিমুক্তা-খচিত ময়ূর পুচ্ছ সমন্বিত চূড়া পরাইয়া দিলেন, নীলমনির নূতন মেঘের মত রং, চোক্ দুইটী বড় বড়, মুখখানি চাঁদের মত, কোঁকড়ান কোঁক্ড়ান চুলগুলি এসে মুখে পড়িতেছে। মা যশোদা গোপালকে অলকা তিলকা পরাইয়া দিয়াছেন, পরণে পীতবাস, পৃষ্ঠে পীতবস্ত্র, হাতে বাঁশী লইয়া গোপাল গোচারণে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, মা যশোদা শতবার গোপালের মুখ চুম্বন করিতেছেন বিদায় আর দিতে পারেন না। অন্যান্য বালকগণ আসিয়া উপস্থিত হইল অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বে তিনি গোপালকে ধেনু চরাইতে পাঠাইলেন, গোপাল সারাদিন মাঠে মাঠে বালকগণের সঙ্গে গোচারণ করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিতেন।

আহা তাঁর কুঞ্চিত কেশে গোখুরোত্থিত ধূলিতে ধূসরিত সারাদিন ভ্রমণে

মুখখানি ম্লান হইয়া পড়িয়াছে তিনি বংশীধ্বনি করিতেছেন তাঁর বংশীধ্বনি শ্রবণে গাভী ও বৎসগুলি চিত্রিতের ন্যায় স্থির হইয়া আছে "দন্তদষ্ট কবলা" ভোজন করিবে বলিয়া যে তৃণাদি গ্রহণ করিয়াছিল তাহা আর ভোজন করা হয় নাই দন্তের দ্বারাই ধারণ করিয়া আছে, বৃক্ষশাখে পক্ষিগণ স্থির হইয়া সেই বংশীধ্বনি শ্রবণ করিতেছে, তাহারা জীবিত কি মৃত বুঝিবার উপায় নাই। জড়া যমুনা সেই বংশীরবে স্থির হইয়া গিয়াছে, যমুনার স্থির হইবার আর একটু কারণ ছিল ; চপল পবন বংশীরবে আকৃষ্ট হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল বংশীরব বড় মধুর লাগিল সেই বংশীরব বহন করিয়া সকলকে শুনাইবার জন্য ধাবিত হইবার সময় শ্রীভগবানের পদরজ উড়াইয়া যমুনায় নিক্ষেপ করিয়াছিল, যমুনা সেই পদরজ মস্তকে ধারণ করিয়া গতি ও তরঙ্গহীনা হইয়া সেই বংশীধ্বনি শুনিতে লাগিল ; কত কত জন্মের পুঞ্জীকৃত পুণ্যের ফলে সে পদরজ লাভ করিয়াছে পাছে সে পদরজে বঞ্চিত হয় এই ভয়ে সে স্থির হইয়া আছে, সে বংশীধ্বনি শ্রবণে বৃক্ষ সকল স্থির হইয়া আছে তাহাদের দেখিলে মনে হয় তাহারা যেন বংশীধ্বনি শুনিবার জন্যই এইরূপ ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে। যাঁর বংশীধ্বনি শুনিয়া জড় বৃক্ষ লতা যমুনাদির এই অবস্থা নর নারী সে বংশীধ্বনি শ্রবণে কিরূপ অবস্থা লাভ করিয়াছে সে অবস্থা বর্ণনা করিবার ভাষা জগতে আসে নাই। গোপীকাগণ উন্মাদিনী, তারা মন শূন্য প্রাণ শূন্য হইয়া বংশীরব শুনিতেছে—গোপগণও যেন কেমন হইয়া গিয়াছে।

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্ বাসঃ কনক কপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চমালাং।
রন্ধ্রান্ বেণোরধর সুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈঃ
বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতকীর্ত্তিঃ।

শ্রীকৃষ্ণ ময়ূরের পুচ্ছ রচিত চূড়া, কর্ণযুগলে কর্ণিকার পুষ্প, কণক তুল্য কপিশ বা নীল পীত মিশ্রিত বর্ণের বসন এবং পঞ্চবর্ণ পুষ্পে গ্রথিত বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিয়া নটবরের ন্যায় স্বীয় অঙ্গ নিরন্তর নূতন নূতন শোভার আবির্ভাবে সমৃদ্ধি করিতে করিতে অধরামৃতে বেণুর রন্ধ্র সকল পরিপূর্ণ করিতে করিতে বৃন্দাবনে যেস্থানে তদীয় অসাধারণ পদচিহ্ন সমূহ সকলেরই নিরতিশয় আনন্দ সম্পাদন করিতেছে সেই বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। এদিকে গোপগণ তাঁহার যশোগান করিতে লাগিল। এইরূপ ভাবে মায়া

মানুষরূপী শ্রীভগবান বৃন্দাবনে গোচারণ করিতেন, এই বলিয়া কথক মহাশয় গান ধরিলেন। ছোট ছেলে এক গা গহনা শুদ্ধ মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়ায় এই কথা শুনিবামাত্র নরহরি সর্দ্দার কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল সে ভাবিতে লাগিল যেমন তেমন করিয়া একবার বৃন্দাবনে যাইয়া সে গোপালের গা থেকে গহনাগুলা খুলিয়া লইতে পারিলে তাহাকে আর চুরি করিতে হইবে না; তাই যাব বৃন্দাবনেই যাব—হাতে বাঁশী কাল মেঘের মত রং চোক দুটা বড় বড় কোঁক্ড়ান কোঁক্ড়ান চুল পরণে হল্‌দে কাপড় মাথায় চূড়া গায়ে একগা গহনা একথা তার বার বার মনে হচ্ছে সে যেন সেই গোপালকে সুমুখে দেখ্‌ছে এরূপ ভাবে সে তচ্চিন্তায় মগ্ন হইয়া আছে তাহার আর বাহ্যজ্ঞান নাই কথা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে সকলে চলিয়া গিয়াছেন আর নরহরি স্তিমিত নয়নে সেই কাল ছেলেটার কথা ভাব্‌ছে।

গোমস্তা মহাশয় দুইবার নরহরি নরহরি বলিয়া ডাকিলেন নরহরির উত্তর নাই ঈষদুচ্চ কণ্ঠে ডাকিলেন নরহরি ঘুমুলে নাকি নরহরির চমক ভাঙ্গিল আজ্ঞে না না ঘুমাই নাই বলিয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই!

গোমস্তা মহাশয় হাসিলেন নরহরি প্রণাম করিয়া বাড়ী আসিল সেই কাল ছেলেটার কথা ভাবিতে ভাবিতে ভাত খাইল ঘুম আর হয় না। চোক বুজিলে দেখে চোখের সামনে সেই কাল ছেলেটার কোঁক্ড়ান চুল বড় বড় চোক্ চাঁদের মতন মুখখানি, চোক চাহিলেও তাই; সমস্ত রাত্রি ঘুম হইল না, সে স্থির করিল কাল প্রভাতেই বৃন্দাবনে যাইবে।

২

লোকেশ চৈতন্য ময়াধিদেব
শ্রীকান্ত বিষ্ণোভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসার যাত্রা মনুবর্ত্তয়িষ্যে॥

বলিতে বলিতে কথক মহাশয় দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন দেখিলেন দ্বারের পার্শ্বে নরহরি বসিয়া আছে।

জিজ্ঞাসা করিলেন কি নরহরি সকালে কি মনে করে?

আজ্ঞে একটী কথা আছে আপনি হাত মুখ ধুয়ে আসুন।

কথক মহাশয় প্রাতঃকৃত্য সারিয়া আসিয়া উপবেশন করিলেন।

নরহরি তামাক সাজিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল আচ্ছা ঠাকুর মশাই কাল যে আপনি সেই গোপালের কথা বলিলেন এক গা গয়না পরে বৃন্দাবনের মাঠে মাঠে গরু চরিয়ে বেড়ায় আচ্ছা এখনও কি বেড়ায় ?

কথক মহাশয় ভাবিলেন এমন বোকাও থাকে ? প্রকাশ্যে বলিলেন "হাঁ বাপু শ্রীবৃন্দাবন তার নিত্যধাম তিনি শ্রীবৃন্দাবনে সর্ব্বদা অবস্থান করেন তিনি বলেছেন "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি" বৃন্দাবন ছাড়িয়া তাঁহার আর যাইবার উপায় নাই ; কেন গা নরহরি ?"

নরহরি বলিল "আজ্ঞে কাল আপনার মুখে কথা শুনে পর্য্যন্ত এই কথাটা মনে হচ্ছিল তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি আচ্ছা ঠাকুর মশাই ? বৃন্দাবন কোথা দিয়ে যায় ?"

কথক মহাশয় বলিলেন "এই নবাবের বড় রাস্তা ধরে যাওয়া যায় কেন নরহরি তুমি যাবে নাকি ?"

নরহরি আজ্ঞে আজ্ঞে করিতেছে এমন সময় কর্ত্তাবাবু সেস্থানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "কথক মহাশয় সকালেই নহররিকে কোথায় পেলেন ?"

কথক মহাশয় স্মিতমুখে বলিলেন "নরহরি আমার কাছেই এসেছে।"

কর্ত্তাবাবু হাঁসিতে হাঁসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি নরহরি তুমি কি কথক মহাশয়ের চেলা হবে ?"

নরহরি আজ্ঞে আজ্ঞে বলিতে বলিতে প্রণাম করিল, তাঁহাদের অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ হইল। নরহরি চলিয়া আসিল। নরহরি কিন্তু আর বাড়ী যাইল না। বরাবর নবাবের রাস্তা ধরিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিল পাছে নাম ভুলিয়া যায় বলিয়া অবিরাম গোপাল গোপাল করিতেছে পাছে তাহার চেহারা ভুলিয়া যায় বলিয়া হাতে বাঁশি বড় বড় চোক কোঁকড়ান চুল কালো রং একথা বার বার মনে করিতেছে। পথে ফল জল যা জুটিল তাহাই খাইয়া গোপাল গোপাল করিতে করিতে নরহরি সর্দ্দার শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। প্রাণে বড় আনন্দ আর চুরি কর্‌তে হবে না গোপালের গহনা গুলো আন্‌তে পার্‌লে আর কোন ভাবনা থাকিবে না—ভেবে খেতে হবেনা গোপালের রূপ ভাবিয়া ভাবিয়া তাহার নাম করিয়া নরহরির এরূপ অবস্থা হইয়াছে সে যেন চোখের সাম্‌নে ছায়া ছায়া গোপালকে দেখিতেছে, চক্ষু বুজিলেও দেখিতেছে, বাহ্যজ্ঞান শূন্য নরহরি সর্দ্দার গোপাল গোপাল করিতে করিতে ছুটীয়াছে ; কেহ যদি কিছু দেয় খায়, না দেয় না খায় ; ফল পায় ফল খায় জল পায় জল খায় কোনদিন অনশনে

কোন দিন অর্দ্ধাশনে নরহরি সর্দ্দার বঙ্গদেশ হইতে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া আজ বৃন্দাবনের নিকট আসিয়াছে চতুর্দ্দিকে শুধু রাধে রাধে ধ্বনি ;—দিবাকরের অস্তাচল গমনের সঙ্গে সঙ্গেই মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। নরহরি কাঁসর ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া একটী মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিল তার সেই কাল ছেলেটার মত পাথরের মূর্ত্তির আরতি হচ্ছে সে আরতি দেখিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিল। অবিরাম গোপাল গোপাল করিয়া তার জিহ্বা এরূপ হইয়া গিয়াছে যে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অবশভাবে গোপাল গোপাল উচ্চারণ করিতেছে, শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে, চক্ষুতে জল আসিতেছে, তাহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া মন্দির রক্ষক বৈষ্ণব আজ একজন পরম বৈষ্ণবের সাক্ষাৎ লাভ কধিয়াছি ভাবিয়া আনন্দিত হইলেন এবং অতি যত্ন সহকারে অতিথি সৎকার করিলেন।

নরহরি গোপাল গোপাল করিতেছে এবং রাধে রাধে ধ্বনি শুনিতেছে সকলের মুখেই রাধে রাধে রাধে রাধে ধ্বনিতেই যেন বৃন্দাবন মুখরিত ;—চৌকীদার রাধে রাধে বলিয়া চৌকী দিতেছে নরহরি পাছে গোপালের নাম ভুলিয়া যায় বলিয়া অবিরত গোপালের নাম করিতেছে, সে জানে না যে তার আর নাম ভুলিবার শক্তি নাই। একবার সকাল হইলে হয় সব গহনা কাড়িয়া লইব এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তার আর নিদ্রা হইল না।

(৩)

তাই ত গোপাল ত এলো না, ভোর হইতে না হইতে বৈষ্ণবটীকে না বলিয়াই নরহরি মাঠে গিয়া বসিয়া আছে। এই ত রাস্তা, এই রাস্তা দিয়ে গরু নিয়ে যাবে আর আমি পিছু পিছু যাব। একদৃষ্টে পথপানে চাহিয়া বসিয়া আছে, গোপাল আসিবে হায় গোপাল আর আসে না,—ক্রমশ: বেলা হইল দেখিল পাহাড়ের কাছে কয়েকটী বালক গরু চরাইতেছে সে ভাবিল গোপাল আজ এ মাঠে আসে নাই ওখানে আছে, গোযুথ লক্ষ্য করিয়া কম্পিত বক্ষে ছুটিল, ওহরি—এখানে ত গোপাল নাই—অন্য বালকেরা গরু চরাইতেছে সে বালকগণকে জিজ্ঞাসা করিল "হাঁ ভাই তোমাদের গোপাল কোথা ?"

'কে গোপাল ?' "সেই যে রে সেই কাল রং কোঁকড়ান চুল, বড় বড় চোক, চাঁদের মত মুখ, হাতে বাঁশি গায়ে একগা গয়না, সে কোন মাঠে আজ গরু চরাচ্ছে ভাই ?''

তাহারা অবাক হইয়া খানিক ক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল পরে বলিল কৈ আমরা ত তাকে চিনি না।

নরহরি ভগ্ন মনোরথ হইয়া বসিয়া পড়িল আবার দূরে একটী গরুর পাল দেখিয়া ছুটিল দেখিল সেখানে গোপাল নাই আবার গোপাল গোপাল করিতে করিতে অন্য পাল লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। এইরূপ সমস্ত দিন আনাহারে গোপাল গোপাল করিয়া নরহরি মাঠে মাঠে ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যার সময় ক্লান্ত দেহে একটা গাছ তলায় পড়িয়া রহিল।

প্রাতে উঠিয়া আবার পথ পানে চাহিয়া আপেক্ষা করিতে লাগিল, প্রত্যেক পালে পালে গোপাল গোপাল করিয়া উন্মাদের মত খুঁজিয়া বেড়াইল, নামের আর বিরাম বিশ্রাম নাই। এ মাঠ ও মাঠ ছুটিয়া ছুটিয়া সন্ধ্যার পর ক্লান্ত দেহে এক গাছ তলায় পড়িয়া থাকিল, দুই দিন খাওয়া নাই জিহ্বা কিন্তু অনিবার নাম করিতেছে, একবার সংশয় উঠিল তবে কি কথক ঠাকুর মিথ্যা কথা বলিল; না—না তা নয় যতদিন গোপালকে না পাব ততদিন খাবো না আর যাবোও না। ভোরের সময় নরহরির তন্দ্রা আসিল দেখিল চাঁদের ভিতর থেকে তার গোপাল বাহির হইয়া তার কোলে আসিয়াছে। প্রাতে ধীরে ধীরে উঠিল—আর নড়িতে পারিতেছে না। দুই দিন নিরম্বু উপবাস গিয়াছে শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল আজ যদি লোপালকে না পাই তা হলে এই পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে মরব, এত কষ্ট করে এসে শুধু হাতে ফিরে যাবো না।

আবার মাঠে মাঠে প্রতি পালে গোপাল গোপাল করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল, হায় তার সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হইল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল তথাপি সে গোপালের কোন সন্ধান করিতে পারিল না। তার শরীর আর চলে না; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল গোপাল এলিনে তবে আমি মরি শুধু হাতে দেশে ফিরব না। গোপাল গোপাল করিতে করিতে নরহরি পাহাড়ের উপর উঠিল পাহাড়ের শিখরে বসিয়া গোপাল গোপাল করিয়া খুব কাঁদিল। গোপাল তোর জন্যে আমি দেশ ছেড়ে এলাম তুই এলি না, আচ্ছা তবে আমি মরি আমি মলেই তুই সুখী হ'স্ এই বলিয়া সে পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে লম্ফ দিবার উদ্যোগ করিল, এই কোমল কঠিন কাল ছেলেটার আসন টলিল আর স্থির থাকা হলো না।

নরহরি লম্ফ দিবার পূর্ব্বে একবার আকাশের দিকে চাহিল দেখিল তাহার সম্মুখস্থ একটা শৃঙ্গে চাঁদ উঠছে সেই চাঁদের ভিতর থেকে তার গোপাল

বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে বাহির হইয়া আসিতেছে ; নরহরি আনন্দে উন্মত্ত প্রায় হইয়া ওই যে গোপাল ওই যে গোপাল বলিতে বলিতে ছুটিল—সেখানে গিয়া দেখিল, গোপাল নাই ; গোপাল গোপাল করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, দেখিল আরও উচ্চ শৃঙ্গে গোপাল দাঁড়াইয়া আছে—সেই বড় বড় চোক, সেই কোঁকড়ান চুল—নরহরি আবার পোপাল গোপাল করিতে করিতে ছুটিল দেখিল গোপাল আরও উচুতে দাঁড়িয়ে তাহাকে হাত নাড়িয়া ডাকিতেছে। এবার রাগে দুঃখে অভিমানে নরহরি কাঁদিয়া ফেলিল। গোপাল গোপাল করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আবার ছুটিল দেখিল গোপাল আরও উচ্চ শৃঙ্গে নৃত্য করিতেছে। গোপাল রে আর তোকে ধর্‌তে পার্‌লুম না এই বলিয়া নরহরি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ঠাকুরটী রঙ্গ নিয়েই আছেন, সাধক যখন ধরি ধরি করে ছোটে তখন আশা দিতে উপরে নিয়ে যান কিন্তু ধরা দেন না আর পার্‌লুম না বলে যখন সাধক লুটিয়ে পড়ে ওগো আমার দ্বারা আর হইল না বলিয়া ভক্ত যখন সব ছাড়িয়া দেয় তখন অহঙ্কারের ময়লা ধুয়ে মুছে কালাচাঁদ হাঁসতে হাঁসতে উদয় হন, যাবৎ অহং তাবৎ দুঃখ।

মূর্চ্ছা ভঙ্গে নরহরি বুঝিল কাহার কোলে তাহার মাথা রহিয়াছে, শরীরে যেন দ্বিগুণ বল আসিয়াছে, সে চোক চাহিয়া দেখিল, তার গোপাল রূপের প্রভায় দশদিক আলোকিত করে তার মাথা কোলে নিয়ে বসে আছে, আর ছোট হাতখানি তার মথায় বুলাইতেছে, নরহরির শরীর মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইতেছে, সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া আছে।

এইবার তার গোপাল তাকে বলিল "নরহরি দাদা! তোর বড় লেগেছে" নরহরি এমন মিষ্ট কথা কখন শুনে নাই—নরহরি বলিল "গোপাল তুই কি দুষ্টু, এত কষ্ট দিতে হয়? কত কাঁদ্‌ছি কত ডাক্‌ছি তুই বড় কঠিন।" গোপাল বলিল "কেন এই তো আমি এসেছি আমার গয়না গুলো নিবি বলেই তো ডাক্‌ছিস্ এই নে গয়না"—গোপাল গহনা খুলিতে আরম্ভ করিল, নরহরি বাধা দিয়া বলিল, "নারে না খুলিস না আমি আর গয়না নিব না তোকেও ছাড়ব না, আমি গয়না চাই না।"

নরহরি গোপালের মুখপানে আকুল হইয়া চাহিয়া আছে তাহার সর্ব্ব শরীর যেন কেমন কর্‌ছে। নরহরি সেই কাল মুখখানি দেখ্‌তে দেখ্‌তে যেন জগৎ সংসার দেহ প্রাণ মন সব ভুলিয়া গেল, সে যেন কি হইয়া গেল, সে যেন

দেহ প্রাণ মন সব হারাইয়া পড়িয়া রহিল আর তার গোপাল মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কত সোহাগ করিতে লাগিল।

৪

ঠাকুর মহাশয় ঘুমুলেন নাকি?

কে হে?

একবার দোর খুলুন না—

কথক মহাশয় দরোজা খুলিয়া দেখিলেন নরহরি সর্দ্দার দাঁড়াইয়া আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন নরহরি এতদিন কোথায় ছিলে?

নরহরি বলিল দোর বন্ধ করে বল্‌ছি এই বলিয়া দরজা বন্ধ করিয়া গহনার পুঁটুলী খুলিয়া বলিল "এই নিন্।" কথক মহাশয় বলিলেন এ কি নরহরি? নরহরি বলিতে আরম্ভ করিল "সেই যে বৃন্দাবনে গোপালের কথা বলেছিলেন এই সেই গোপালের গয়না; আমার সংসারে বড় কষ্ট, আপনার মুখে গোপালের সন্ধান পেয়ে আমি গহনার লোভে সেখানে যাই—বহু কষ্টে তিন দিনের পর গোপালকে পাই তাকে দেখে গহনা নেবার ইচ্ছা আর রহিল না সে ছাড়্‌লে না গহনা গুলো দিলে, আমার আর দরকার নাই, আপনি নিন্ আমি তাকে ছেড়ে আর থাক্‌তে পাচ্ছি না—এই বলিয়া নরহরি গোপাল গোপাল করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কথক মহাশয় অবাক হইয়া গেছেন দেখিলেন মণিমুক্তাখচিত কতকগুলি বালকের গায়ের স্বর্ণালঙ্কার; কথক ঠাকুরের সন্দেহ হইল তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আচ্ছা নরহরি গোপাল দেখ্‌তে কেমন?

নরহরি বলিল "কেন কালমতন রং ঠিক কাল নয় কালোর ভিতর জৌলস আছে, পরণে হল্‌দে কাপড়, পিঠে হলদে পিঠের কাপড়, বড় বড় চোক, চাঁদের মত মুখ, কোঁকড়ান চুল, মুখখানি হাসিমাখা, ঠোঁট দুখানি লাল টুক্‌টুক করছে, গায়ে গয়না, মাথায় চুড়ো, তাতে ময়ূরের পাখা, হাতে বাঁশি, পায়ে নূপুর। এইত সেই চুড়ো, এইতো সেই নূপুর, এইতো হার, এইত বালা, এই সেই অনন্ত, এই কাণের গয়না, এই কোমরের গয়না সব খুলে দিয়েছে; আমার গোপাল সব খুলে দিয়েছে, এত বারণ কল্লুম, তবু সব খুলে দিলে। নরহরি গোপাল গোপাল করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কথক ঠাকুর উন্মাদের মত হইয়া দৌড়িয়া গিয়া নরহরিকে জড়াইয়া ধরিলেন ভাই নরহরি আমায় একবার গোপালকে দেখাতে পারবি?

নরহরি বলিল চলুন কেন পার্‌বো না—আপনিই ত আমায় সন্ধান বলে দিয়েছিলেন।

কথক ঠাকুর বলিলেন চল এখুনি চল; কথকঠাকুরের আর শয়ন করা হইল না। উভয়ে বৃন্দাবন অভিমুখে ধাবিত হইল। নানাদেশ অতিক্রম করতঃ শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া মাঠে মাঠে গোপালের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিল। দুইদিন অতিবাহিত হইল তন্ন তন্ন করিয়া পাহাড়ে ঘুরিয়া গোপালের কোন রকম সন্ধান করিতে পারিল না।

কথকঠাকুর বলিল কৈ নরহরি গোপাল কৈ?

তাইত ঠাকুর, আচ্ছা এইখানে বসে বসে ডাকি। এই বলিয়া নরহরি ডাকিতে লাগিল; ও গোপাল আয় ভাই তোকে কথকঠাকুর দেখবেন্‌ বলে এসেছেন আয় ভাই আর কষ্ট দিস্‌নে ভাই, আর লুকিয়ে থাকিস্‌ না ভাই ও গোপাল গোপাল ও গোপাল গোপাল ওরে গোপাল গোপাল বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিতে লাগিল।

কথক ঠাকুর নিরাশ হইয়া গেলেন, সহসা সেস্থান স্বর্গীয় গন্ধে আমোদিত হইয়া উঠিল, নরহরি বলিল ওই যে ঠাকুর মশাই আমার গোপাল এসেছে, আয় গোপাল আয় এই তোর গয়না নে এই কথক ঠাকুর তোকে দেখ্‌তে এসেছেন। কৈ নরহরি গোপাল কৈ তাও কি সম্ভব আমার মত কপটীকে গোপাল দেখা দিবে।

নরহরি বলিল—ওই যে ঠাকুর মশাই গোপাল হাসছে।

কৈ নরহরি কৈ?

সেকি ঠাকুর মহাশয় এই যে গোপাল রাধা রাধা বলে বাঁশী বাজাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন না।

কৈ বাবা নরহরি আমি দেখতে পেলাম না তোর গোপালকে দেখা দিতে বল।

গোপাল কথক ঠাকুরকে দেখা দে ভাই এই তুই দাঁড়িয়ে রইছিস্‌ কথক ঠাকুর দেখতে পাচ্ছেন না কেন? তোর পায়ে পড়ি দেখা ভাই এই বলিয়া নরহরি গোপালের পায়ে ধরিল। (আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র পুরাণ তীর্থ।
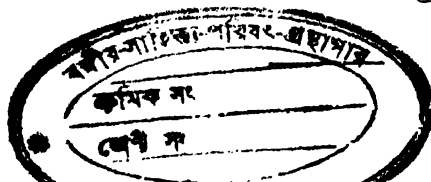
কুসুম মণ্ডিতা এই দশদিক রূপিণী অঙ্গনাগণ ত্রিভুবনস্থ জন গণের উপভোগ বলিয়া ইহারা ত্রিভুবন বনিতা।

স্থিতি ৫১ সর্গঃ

পুত্র প্রবোধ

ঘোর তপস্যারত দাশূর মুনিকে সেই তাপসাশ্রমে সকলে কদম্ব দাশূর নাম দিলেন। কদম্ব বৃক্ষপত্রে উপবেশন করিয়া তিনি দশদিক নিরীক্ষণান্তে স্বীয়চিত্তকে দিক্‌সমূহ হইতে আকর্ষণ করিলেন, পরে পদ্মাসনে বসিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। দাশূর পরমার্থ জানিতে পারেন নাই। অন্য সকলকে যজ্ঞাদি করিতে দেখিয়া সেই বিষয়েই তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল। এক্ষণে ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া মনে মনে যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। ঐকার্য্যে তাঁহার দশ-বৎসর লাগিল। তিনি মনে মনে বিপুল দক্ষিণা সহ গোমেধ, অশ্ব-মেধ ও নরমেধ যজ্ঞ করিলেন।

কালেনাগলতাং যাতে বিততে তস্য চেতসি।
বলাদবততারাস্ত জ্ঞানমাত্মপ্রসাদজম্॥৬

কালে চিত্ত নির্ম্মল হইল, চিত্তপ্রসার প্রাপ্ত হইল তখন হটাৎ প্রাক্তন সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইল এবং আত্ম প্রসাদ জনিত জ্ঞানের আবির্ভাব হইল। পরে প্রকাশের আবরণ সরিয়া গেল, বাসনামল বিগলিত হইল। পরে একদিন তিনি লতার অগ্রভাগে স্থিতা, এক বনদেবীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি বিশাল নয়না, আলোক কুসুম বসনা, সুন্দর বদনা, মদঘূর্ণিত লোচনা, অতীব সুমনোহরা এই কামিনী নীলোৎপল বিভূষিতা বলিয়া পদ্মগন্ধবতী, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কোকিল

কাকলিতে ও কুসুমভরে অবনত লতার ন্যায় ভক্তি প্রণাম লজ্জা প্রভৃতিতে অবনত বদনা। দাশূর ইহাকে দেখিয়া বলিলেন কে তুমি উৎপল পত্রাক্ষি! তুমি স্বীয় কান্তিতে মদনকেও বিক্ষোভিত করিতেছ। তুমি পুষ্পিত লতার বয়স্যার মত এই লতাদলে কিজন্য দাঁড়াইয়া আছ? তখন সেই মৃগশাবাক্ষী, গৌরবর্ণা, পীনোন্নত পয়োধরা বনদেবী মৃদুমধুর স্বরে বক্ষ্যমান স্নিগ্ধাক্ষর যুক্ত বচন পরম্পরা বলিতে লাগিলেন—

মহতের সেবায় অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য বস্তুও লাভ করা যায়, মহতের নিকট প্রার্থনাও অমোঘ। ব্রহ্মন্ আমি এই লতাকীর্ণ ভবদীয় কদম্ব সমলঙ্কৃত বিপিনের বনদেবতা। এই কদম্ব বৃক্ষে আমিও বাস করি। চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষীয়া ত্রয়োদশীতে মদনোৎসব উপলক্ষে নন্দন বনে বনদেবী গণের সমাগম হয়। আমি সেই সভায় গিয়াছিলাম। সেখানে সকলেই পুত্রবতী কেবল আমারই পুত্র নাই। সেই জন্য আমার দুঃখ। তাই আমি ভাবিলাম সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ কল্পতরু স্বরূপ আপনি এইখানে আছেন আমি কি জন্য পুত্রহীনা হইয়া অনাথার ন্যায় শোক করি? ভগবন্ আপনি আমাকে পুত্র প্রদান করুন নচেৎ আমি অগ্নিতে দেহ আহুতি দিয়া পুত্রাভাব জনিত অসহ্য দুঃখ দূর করিব।

মুনির দয়া জন্মিল তিনি হাস্য সহকারে বনদেবীকে একটি পুষ্প প্রদান করিয়া বলিলেন কৃশাঙ্গি তুমি স্বস্থানে গমন কর। লতা যেমন পুষ্প প্রসব করে সেইরূপ তুমি একমাস মধ্যেই একটি জগৎপূজ্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, ভৃঙ্গ নেত্র পুত্র প্রসব করিবে। মরণে কৃতসঙ্কল্প করিয়া বৈরাগ্যবতী হইয়া তুমি পুত্র চাহিয়াছ সেই জন্য তোমার পুত্র তত্ত্বজ্ঞানী হইবে অন্য বনদেবী পুত্রগণের ন্যায় ভোগ লম্পট হইবে না। "এই এইখানে থাকিয়া পরিচর্য্যা করিব" বনদেবী এই ইচ্ছাত্যাগ করিয়া নিজ নিকেতনে গমন করিলেন।

যথাকালে বনদেবীর এক পুত্র জন্মিল। বনদেবী পুত্রকে পালন করিতে লাগিলেন। পুত্রের বয়স দ্বাদশ বর্ষ হইলে বনদেবী মুনির

নিকটে আসিলেন। আসিয়া ভ্রমরী যেমন সহকার সমীপে গুঞ্জন করে সেইরূপ কলস্বরে মুনিকে বলিলেন ভগবন্ এই আমাদের সেই পুত্র। আমি ইহাকে সকল বিদ্যায় পণ্ডিত করিয়াছি। কেবল ইহার আত্মজ্ঞান নাই। যাহাতে সংসার চক্রে পড়িয়া বালক দুঃখ পীড়িত না হয় আপনি ইহাকে সেইরূপ অধ্যাত্ম জ্ঞান প্রদান করুন। সৎকুল জাত সন্তানকে কে মূর্খ করিয়া রাখে? পুত্রকে রাখিয়া মুনি রমণীকে বিদায় দিলেন। বালক সংযমী হইয়া পিতার নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিল। গুরুশুশ্রূষা, ব্রতপালন ক্লেশ সহ্য করিয়া বালক পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিল। ক্রমে মুনি তাহাকে বহুদিন ধরিয়া অপরোক্ষ জ্ঞান লাভের জন্য উপদেশ করিতে লাগিলেন। যাহাতে বালকের আত্মচৈতন্যানুভূতিতে দৃঢ়তা আইসে সেইজন্য তিনি শত শত আখ্যায়িকা, যুক্তি পূর্ণ বহু দৃষ্টান্ত, বহু ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত, বেদান্তাদির সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা এবং সহস্র সহস্র জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিতে লাগিলেন। মেঘ যেমন ময়ূর ময়ূরীর নৃত্যের উপযোগী গর্জ্জন দ্বারা ময়ূর ময়ূরীকে প্রবুদ্ধ করে, মহাত্মা দাশূরও সেইরূপ, যাঁহারা অনুভব অর্থাৎ স্বাত্মবোধচমৎকার দ্বারা আত্মাকে সর্ব্বরসাতিশায়ী বলিয়া জানিয়াছেন তাঁহাদের মত বোধগম্য যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্র বাক্য দ্বারা পুত্রকে প্রবুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

স্থিতি ৫২ সর্গঃ

খোত্থ উপাখ্যানে—রাজার বিভব বর্ণন।

বশিষ্ঠ—আমি একদিন কৈলাসবাসিনী মন্দাকিনাতে স্নান জন্য দাশূর কদম্ব তরুর উপরিভাগস্থ গগন পথে গমন করিতেছিলাম। নভোমণ্ডলান্তর্গত সপ্তর্ষি মণ্ডল হইতে বাহির হইয়া রাত্রিকালে সেই কদম্বতরু প্রাপ্ত হইলাম। তখন দাশূর মুনি পুত্রকে উপদেশ দিতে-ছিলেন। পদ্মকোষ মধ্যে ভ্রমর ধ্বনির ন্যায় আমি তাঁহার কথা শুনিতে পাইলাম।

দাশূর বলিতেছেন পুত্র! আমি তোমার নিকটে সংসার কি তাহার উপমা স্বরূপ এক আখ্যায়িকা বলিতেছি শ্রবণ কর। এই জগতে খোত্থ নামে এক প্রবল পরাক্রমশালী রাজা আছেন। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ এই রাজার আজ্ঞা অবনত মস্তকে পালন করেন ইনি কৌশলে ত্রিভুবনের সকল লোককে বশে রাখিয়াছেন। তাঁহার কার্য্য সকল বলিয়া শেষ করা যায় না। এই রাজাকে কেহই অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা আক্রমণ করিতে পারে না। আকাশকে যেমন আক্রমণ করা যায় না এই রাজাও সেইরূপ দুরতিক্রম্য। তিনি যাহা সৃষ্টি করেন, হরি হর, মহেন্দ্রও তাহা পারেন না। এই রাজার উত্তম মধ্যম অধম এই তিন দেহ। সমস্ত জগৎ এই দেহত্রয়ে আক্রান্ত। এই ত্রিদেহ রাজা আকাশে জন্মিয়া তাহাতেই স্থিতি লাভ করিয়া পক্ষীর মত তাহাতেই পরিভ্রমণ করেন। পক্ষী যেমন আকাশে অণ্ডময়, পিণ্ডময় ও পক্ষময় এই ত্রিবিধ দেহ ধারণ পূর্ব্বক আকাশে উৎপন্ন হয় এবং ফলাস্বাদ লোলুপ হইয়া বিচরণ করে আবার কোন স্থানে বসিলে শব্দ শ্রবণ মাত্রেই সেখান হইতে উড়িয়া যায় সেইরূপ এই খোত্থ মহারাজও শরীরত্রয় ধারণ করিয়া, আকাশে উৎপন্ন হইয়া তুচ্ছ বিষয়ে আসক্ত হন এবং ভয়ে ভয়ে বিধি নিষেধরূপ বাক্যের অনুবর্ত্তী হইয়া যথায় তথায় ভ্রমণ করেন। আকাশেই ইনি মহানগর

নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ মহানগর চতুর্দ্দশ লোকে বিভক্ত। ঐ নগরের তিন বিভাগ। কত বন কত উপবন কত ক্রীড়াপর্ব্বত ঐ নগরে। মুক্তাহার শোভিত সাতটি বাপীতে ঐ নগর বিভূষিত। নগরে শীতল উষ্ণ দুইটি দীপ প্রজ্বলিত। ঊর্দ্ধে ও অধে ওখানে দুইটী বাণিজ্য পথ।

রাজা আপন রাজ্যে বিষয় বিমূঢ় বহু জঙ্গম অপবরক (আকৃতি) সৃজন করেন। ঐ সমস্ত অপবরক বা দেহের মধ্যে কোনটি ঊর্দ্ধে কোনটি নিম্নে, কোনটি মধ্যে নিয়োজিত। কোনটী বহু কালের পর নষ্ট হয়, কোনটি শীঘ্র নষ্ট হয়। ঐ সমস্ত গৃহ শ্যামবর্ণ তৃণে আচ্ছাদিত, নব দ্বার যুক্ত, বহু বাতায়ন বিশিষ্ট, সর্ব্বদা বায়ু সঞ্চার যুক্ত, পঞ্চদীপ প্রকাশিত, স্থূণাস্তম্ভ ত্রয়ে স্থাপিত। গৃহের কাষ্ঠসকল শুক্লবর্ণ, স্নিগ্ধ মসৃণ মৃত্তিকা দ্বারা গৃহ সকল প্রলিপ্ত এবং ইহারা রথ্যা-রূপভুজ সঙ্কুল। মহাত্মা নরপতি মায়া বলে ঐ সমস্ত দেহ গেহ রচনা করিয়াছেন। আলোকভীরু মহাযক্ষ সমুদায় ঐ গৃহের রক্ষক। রাজা এই নগরে যক্ষগণ সুরক্ষিত ক্ষুদ্র বৃহৎ গৃহ সমূহে নীড়মধ্যে বিহঙ্গমের ন্যায় বিবিধ ক্রীড়া করিয়া থাকেন। রাজা যক্ষগণের সহিত ক্রীড়া পরতন্ত্র হইয়া কিয়ৎকাল ঐ সমস্ত গৃহে বিহার করেন, পুনরায় তথা হইতে প্রস্থান করেন। ঐ চঞ্চল চিত্ত রাজা কখন ইচ্ছা করেন অন্য নগর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিব। এই বাসনা করিয়া ভূতাবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় সহসা পুরী হইতে বেগে বহির্গত হন এবং সহসা গন্ধর্ব্ব নির্ম্মিত নগরের ন্যায় নব পুরীতে (স্বপ্ন) প্রবেশ করেন। আবার এই চঞ্চল রাজা কখন ইচ্ছা করেন আমি বিনাশ প্রাপ্ত হই। তখন স্বীয় বাসনা বশে অচিরাৎ স্বনগরের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হন (সুষুপ্তি)। আবার জল হইতে তরঙ্গের স্বয়ং উত্থানের ন্যায় আপনি উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বস্বভাব বশে আরম্ভ-মন্থর ব্যবহার সকল বিস্তার করেন। কখন বা ইনি ব্যবহার পরম্পরায় ব্যাপৃত থাকিয়া নিজেই ইচ্ছা দ্বারা শত্রু রোগ দারিদ্র্য দ্বারা উৎপীড়িত হন হইয়া—

"কিং করোম্যহমজ্ঞোস্মি দুঃখিতোস্মীতি শোচতি" ।২৭

আমি অজ্ঞ, এখন আমি কি করি আমি এখন বড় দুঃখে পড়িয়াছি ইত্যাদি শোক করেন। কখন বা বর্ষা কালের নদী বেগের ন্যায় পূর্ব্বানুভূত সুখ স্মরণ করিয়া হর্ষে উৎফুল্ল হন আবার নদীবেগ কমিতে থাকিলে আপনি আপনি দীন ভাবাপন্ন হন।

জয়তি গচ্ছতি তদগতি জৃম্ভতে
স্ফুরতি ভাতি ন ভাতি চ ভাস্বরঃ।
স্থত মহামহিমা স মহীপতিঃ
পতিরপামিব বাতরয়া কুলঃ ॥২৯

হে পুত্র! এই মহীপতি পরাভিভব সামর্থ্যে কখন অন্যের নিকট গমন করিয়া জয় যুক্ত হন, কখন সম্পদপ্রাপ্ত হইয়া জৃম্ভন করেন—স্ফীত হন, কখন স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হন, কখন জাগ্রৎ স্বপ্নাবস্থায় প্রকাশিত হন কখন সুষুপ্তিতে অপ্রকাশিত হন। ইনি অন্তর্গত আত্মচৈতন্য জ্যোতিতে দীপ্তিমান; বায়ু বিতাড়িত অপাম্পতি সাগরের ন্যায় ইনি মহামহিমান্বিত —গম্ভীর ও অগাধ।

স্থিতি ৫৩ সর্গঃ।

আখ্যায়িকা তাৎপর্য্য—সঙ্কল্প তত্ত্ব।

বশিষ্ঠ—জম্বুদ্বীপে সেই ব্রহ্মগৃহে পুত্র তখন কদম্বশাখাগ্রের ভূষণস্বরূপ পবিত্রাশয় পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—পিতঃ সেই খোথ নামা উত্তমাকৃতি রাজা কে? রাজার কথা আপনি কিজন্য বলিলেন স্পষ্ট করিয়া বলুন। যে পুরী এখনও নির্ম্মিত হয় নাই—ভবিষ্যতে হইবে, বর্ত্তমান সময়ে তাহাতে প্রবেশ করা কি? ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমকালে রহিয়াছে ইহাত যুক্তি বিরুদ্ধ। আপনার কথা আমি বুঝিতে না পারিয়া মোহ জালে জড়িত হইতেছি।

দাশূর—পুত্র! যাহা তোমাকে বলিলাম তাহার তত্ত্ব বলিতেছি শ্রবণ কর।

"যেন সংসার চক্রস্য তত্ত্বমস্যা ববুদ্ধসে" ৪। ইহা শুনিলে তুমি সংসার চক্রের রহস্য বুঝিতে পারিবে।

অসদপ্যুত্থিতারম্ভমবস্তুময় মাততম্।
সংসার সংস্থানমিদমেবমা কথিতং ময়া ॥৫

এই সংসার স্থিতি সম্বন্ধে যাহা বলিলাম তাহা অসৎ—পরমার্থ সত্তাশূন্য অজ্ঞান হইতে ইহার আরম্ভ। বাস্তবিক এই সংসার মায়াময় বলিয়া বিস্তৃত বোধ হইতেছে।

পরমান্নভসোজাতঃ সঙ্কল্পঃ খোত্থ উচ্যতে।
জায়তে স্বয়মেবাসৌ স্বয়মেব বিলীয়তে ॥৬

সঙ্কল্পই হইতেছে খোত্থ মহারাজ। খ অর্থাৎ আকাশ। আকাশ হইতে ইনি উত্থিত বলিয়া ইঁহার নাম খোত্থ। মায়া শবলিত অর্থাৎ মায়া চিত্রিত আকাশ হইতেছেন সগুণ ব্রহ্ম বা পরমাকাশ। সঙ্কল্প মায়া শবলিত ব্রহ্ম হইতে আপনিই উঠে আবার আপনি লয় হইয়া যায়। স্বয়মেব স্বসঙ্কল্পজন্য প্রবৃত্তি বাসনোদ্ভবা দেব জায়তে নিবৃত্তিবাসনা-দাঢ্যাচ্চ স্বয়মেব লীয়ত ইত্যর্থঃ। নিজের সঙ্কল্প জন্য যে প্রবৃত্তি বাসনা তাহা হইতে আপনি জাত হয় আবার নিবৃত্তিবাসনা দৃঢ় হইলে সঙ্কল্প আপনা হইতে লয় হয়। এই যে বিচিত্র জগৎ এটা সঙ্কল্পেরইরূপ। কারণ "জায়তে তত্র জাতে তু তস্মিন্নষ্টে বিনশ্যতি" সঙ্কল্প জন্মিলেই, জগৎ উঠে সঙ্কল্প নষ্ট হইলে জগৎ নষ্ট হয়। তবে যে শাস্ত্র বলেন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হইতে জগতের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ হয়? ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ইন্দ্র এই সমস্তই সঙ্কলপেরই অবয়ব। যেমন বৃক্ষের অবয়ব হইতেছে বৃক্ষের শাখা এবং পর্ব্বতের অবয়ব হইতেছে শৃঙ্গ সেইরূপ। ঐ সঙ্কল্প বা মন অধিষ্ঠান ভূত চৈতন্যের অনুগ্রহে বিরিঞ্চি বা ব্রহ্মার আকার ধারণ করিয়া শূন্য ব্যোমে অর্থাৎ ব্রহ্মেই এই ত্রিজগৎ পুর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ ত্রিজগৎপুরে সূর্য্যাদি প্রভাদীপ্ত চতুর্দ্দশ

লোক হইতেছে উপাখ্যান কথিত চতুর্দ্দশ মহামার্গ বা মহারণ্য। চতুর্দ্দশ ভুবনে জীব সকলের নিরন্তর গতাগতি হইতেছে বলিয়া ইহারা মহামার্গ; নন্দনাদি উদ্যান পরম্পরাকে বন উপবন বলা হইয়াছে। সহ্য, মন্দর, সুমেরু—এই সকল আখ্যায়িকা কথিত ক্রীড়াপর্ব্বত। চন্দ্র ও সূর্য্য শীতস্পর্শ ও উষ্ণস্পর্শ দুই দীপ। নদী সমূহকে মুক্তা লতা বলা হইয়াছে কারণ নদীর তরঙ্গ মালা সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া মুক্তা মালার ন্যায় দেখাইতেছে। ইক্ষু সমুদ্র, ক্ষীর সমুদ্র প্রভৃতি সপ্ত সমুদ্রকে ঐ নগরের সরোবর বলিয়াছি। ইক্ষুরসাদি ঐ সরোবর সমূহের সলিল, বাড়বানল পদ্ম, তলস্থিত মণিরত্নাদি পদ্মের মৃণাল। ঐ পুরীর অধঃ ঊর্দ্ধ ও মধ্য এই তিনভাগ। অধে পৃথিবী, ঊর্দ্ধে স্বর্গ ও মধ্যে অন্তরীক্ষ। পুণ্য ও পাপ অর্জ্জন করিয়া নর, অমর ও পুণ্য বহিষ্কৃত ম্লেচ্ছ বণিকেরা এখানে বাণিজ্য করিতেছে, পাপ পুণ্য ক্রয় বিক্রয় করিতেছে। এই জগৎপুরের রাজা খোত্থ অর্থাৎ সঙ্কল্প আপনার ক্রীড়ার নিমিত্ত বিচিত্র দেহরূপ অপবরক বা ক্রীড়াদেহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ঊর্দ্ধ বিভাগে দেবতাদেহ, অধোবিভাগে মনুষ্যাদি দেহ, নাগাদিদেহ পাতালে এবং খেচরাদি দেহ অন্তরীক্ষে সংস্থাপিত। দেহ সকল প্রাণবায়ু রূপ বাত-যন্ত্র-সঞ্চালিত, দেহের মাংস হইতেছে মৃত্তিকার প্রলেপ, শুভ্রবর্ণ অস্থি হইতেছে কাষ্ঠ। ত্বক্ উপরিভাগকে মসৃণ করিয়া রাখিয়াছে। দেহ গেহের কতকগুলি শীঘ্রনষ্ট হয় কতকগুলি বিলম্বে নষ্ট হয়। যে শ্যামলতৃণে গৃহ আচ্ছাদিত তাহা হইতেছে কেশ ও লোম। চক্ষু কর্ণাদিকে নবদ্বার বলিয়াছি। গৃহের মধ্যে উষ্ণ ও শীতল বায়ু নিরন্তর বহিতেছে। প্রাণবায়ু উষ্ণ ও অপান শীতল। কর্ণ নাসা মুখ তালু ইত্যাদি গৃহের বাতায়ন। হস্তাদি অঙ্গ ইহার রাস্তা। জ্ঞানেন্দ্রিয় এখানে কুদীপক কারণ ইহারা এমন দ্রব্য প্রকাশ করে যাহাতে বহু অনিষ্ঠ হয়।

মায়য়া রচিতাস্তেষু সঙ্কল্পেন মহামতে।
অহঙ্কার মহাযক্ষাঃ পরমালোকভীরবঃ ॥ ২১

মহামতে! খোত্থ রাজা মায়ার কল্পনা দ্বারা ঐ দেহ সমূহে

শিবরাত্রি ও শিবপূজা উপক্রমণিকা ও ১ম এবং ২য় খণ্ড একত্রে ২৲। ৩য় ভাগ ১৲।

দুর্গা, দুর্গার্চ্চন ও নবরাত্র তত্ত্ব—
পূজাতত্ত্ব সম্বলিত—প্রথম খণ্ড—১৲।

শ্রীরামাবতার কথা—১ম ভাগ মূল্য ১৲।

আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপকার শ্রীশ্রীভার্গব শিবরাম কিঙ্কর
যোগত্রয়ানন্দ সরস্বতী প্রণীত গ্রন্থাবলী।

এই পুস্তক তিনখানির অনেক অংশ "উৎসব" পত্রে বাহির হইয়াছিল। এই প্রকারের পুস্তক বঙ্গসাহিত্যে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বেদ অবলম্বন করিয়া কত সত্য কথা যে এই পুস্তকে আছে, তাহা যাঁহারা এই পুস্তক একটু মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন, তাঁহারাই বুঝিবেন। শিব কি, রাত্রি কি, শিবরাত্রি অবশ্য করণীয় কেন? ভাবের সহিত এই তত্ত্ব এই পুস্তকে প্রকাশিত। দুর্গা ও রাম সম্বন্ধে এই ভাবেই আলোচনা হইয়াছে। আমরা আশা করি বৈদিক আর্য্যজাতির নর নারী মাত্রেই এই পুস্তকের আদর করিবেন।

প্রাপ্তিস্থান—"উৎসব" আফিস।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

শ্রীরামনবমী উপলক্ষে পরমারাধ্যপদ শ্রীশ্রীভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ স্বামিকৃত **"শ্রীরামাবতার কথা"** দরিদ্র জনসাধারণকে অর্দ্ধমূল্যে অর্থাৎ ১৲ স্থলে ॥০ আনায় প্রদত্ত হইবে। গ্রাহকগণ শ্রীরামনবমীর পূর্ব্বেই পত্রদ্বারা আবেদন করিবেন।

প্রাপ্তিস্থান—উৎসব আফিস।

শ্রীযোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

প্রথম খণ্ড বৈরাগ্য ও মুমুক্ষু প্রকরণ বাহির হইয়াছে।

মূল্য ১৲ একটাকা।

"উৎসবে" ধারাবাহিকরূপে বাহির হইতেছে, স্থিতি প্রকরণ চলিতেছে। প্রথম খণ্ড বাহির হইতেছে। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, আমাদিগকে জানাইলেই তাঁহাদের নাম গ্রাহক তালিকাভুক্ত করিয়া লইব।

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

মূল্য হ্রাস।

আমরা গ্রাহকদিগের সুবিধার জন্য ১৩২৪।২৫।২৬ সালের "উৎসব" ২৲ স্থলে ১৷০ দিয়া আসিতেছি। কিন্তু যাঁহারা ১৩৩৪ সালের গ্রাহক হইয়াছেন এবং পরে হইবেন, তাহারা ১৷০ স্থলে ১৲ এবং ১৩২৭ সাল হইতে ১৩৩৩ সাল পর্য্যন্ত ৩৲ স্থলে ২৲ পাইবেন। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

"উৎসবের" নিয়মাবলী।

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।/০ আনা। নমুনার জন্য ।/০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে "উৎসব" "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষ এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র-বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার অর্দ্ধেক মূল্য অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত

[illegible] বর্ষ] চৈত্র, ১৩৩৪ সাল। [১২শ সংখ্যা

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা, ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"
শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

২২শ বর্ষ। } চৈত্র, ১৩৩৪ সাল। { ১২শ সংখ্যা

বর্ষশেষে পৃথিবীর কর্ম্মঝঞ্ঝা ও পথ নির্দ্ধারণ।

পৃথিবীর বড় দুঃসময় আসিয়াছে—কি ভারত, কি ইয়ুরোপ, কি আমেরিকা, আফ্রিকার ত কথাই নাই—মানব জাতির বড় দুঃসময় পড়িয়াছে। মানুষ সর্ব্বত্র কর্ম্ম করিতে ছুটিতেছে, নর নারী কর্ম্ম করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছে কিন্তু কোন পথে নরনারী চলিবে তাহা ঠিক হইতেছে না। আমাদের দেশের লোক এই আধুনিক জগতের অশান্তির কথা বলিলে বলিয়া থাকেন তোমাদের কথা কাল্পনিক ইহার কোন ভিত্তি নাই। কিন্তু এই কথা ইয়ুরোপের কোন ব্যক্তি যদি বলেন তবে মস্তক অবনত করিয়া আমাদের দেশের লোকে তাহা স্বীকার করিয়া লইতে দ্বিধা করেন না। ইহাতেই মনে হয় আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই সত্য বস্তু নিশ্চয় করিতে আদৌ প্রস্তুত নহেন।

প্রবুদ্ধ ভারতে (১৯২৮ সাল মার্চ্চ মাসে) স্বামী অশোকানন্দ ফ্রান্সের বিখ্যাত প্রতিভাশালী রমা রোলার নিকট হইতে যে একখানি চিঠি পাইয়াছিলেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ চিঠিতে রমা রোলা বলিতেছেন—Now we are in Europe and in the whole world at an hour of social tempest coming out from a tempest of action, and on the eve

of a new Cyclone of action, still more formidable than the preceding one, in which millions of men are seeking for a direction. One must try and give it to them as clearly, as simply and as shortly as possible and without waiting for the cyclone will never wait." আমরা এখন ইউরোপে এবং সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে এমন এক সময়ে আসিয়া পড়িয়াছি যখন একটা কর্ম্মের প্রবল ঝঞ্ঝাবাত হইতে সামাজিক বিপুল ঝঞ্ঝাবাত আসিয়া পড়িয়াছে। কর্ম্মের এই প্রবল ঝটিকা পূর্ব্ববর্ত্তী ঝটিকা অপেক্ষা অত্যন্ত ভয়ানক। লক্ষ লক্ষ নর নারী এখন তাহাদের পথ অনুসন্ধান করিতেছেন। যাঁহারা কর্ম্মের সত্য পথ পাইয়াছেন তাঁহারা এই সমস্ত নর-নারীকে পরিষ্কার রূপে সেই পথ দেখাইয়া দিবেন; সহজ ভাবে এবং সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহাই জগতের সম্মুখে ধরিতে হইবে; এখন আর কালবিলম্ব করিলে চলিবে না কারণ তুমি প্রস্তুত থাক বা না থাক ঝটিকা তোমার জন্য অপেক্ষা করিবে না।

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রই পৃথিবীর এই কর্ম্ম প্রবাহ দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছেন। যাহারা পৃথিবীর নর নারীকে উন্নত করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা সত্য কি এবং সত্য, অসত্য দ্বারা আবৃত কিরূপে তাহা জগতের সম্মুখে ধরিবার জন্য পুস্তকাদি প্রচার করিতেছেন। সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য পুরুষই জগতের একমাত্র সত্য বস্তু। তদ্ভিন্ন সমস্তই মিথ্যার আবরণ। এই মিথ্যার আবরণ সরাইতে পারিলেই সত্য বস্তু পাওয়া যায় ইহাই সর্ব্বজাতির ধর্ম্মের সার মর্ম্ম।

সত্য ও মিথ্যার বিচার যে মানব জাতির উন্নতির জন্য একান্ত আবশ্যক তৎসম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। তথাপি এই সত্য নির্দ্ধারণে যে কত প্রকার মত ভেদ আছে তাহারও ইয়ত্বা করা যায় না। আজকাল বেদান্ত মতটিকে জগতের প্রধান প্রধান ব্যক্তিই সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া নিশ্চয় করিতেছেন। ইহা বরং সহজ কিন্তু সত্য যাহা তাহা অনুভব করিয়া আপনাকে সেই সত্য স্বরূপ মনে করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা অত্যন্ত দুরূহ। কথাটি পরিষ্কার করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় মানুষ যেরূপ অবস্থায় আসুক না কেন মানুষের—শুধু মানুষের কেন—সমস্ত জীবের অথবা চরাচর সমস্ত বস্তুর স্বরূপটি হইতেছে একমাত্র সত্য সেই চৈতন্য পুরুষ। সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পুরুষই পূর্ণ সত্য এবং ইনিই সকল জীবের, সকল বস্তুর

স্বরূপ। কোন মনুষ্যই হীন নহে। কারণ স্বরূপ ছাড়িয়া কেহই অবস্থান করিতে পারে না। স্বরূপকে জানিয়া সেই স্বরূপে অবস্থান করার জন্যই কর্ম্মের আবশ্যক—সাধনার প্রয়োজন। পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্ম উঠিয়াছে সকল ধর্ম্মের লক্ষ্যই এই স্বরূপে স্থিতি লাভ করা। গঙ্গা এক কিন্তু গঙ্গাস্নান জন্য অবতরণ পথ অনেক। প্রধান পথ দুইটী।

মানুষের মধ্যে প্রধান বস্তু দুইটি। একটি হৃদয় দ্বিতীয়টি বুদ্ধি। ভাব হৃদয়ের এবং বিচার বুদ্ধির সার বস্তু। কেহ হৃদয়ের দিক দিয়া ভগবানকে লাভ করিতে বলেন, কেহ বুদ্ধির দিক দিয়া ঈশ্বর লাভে প্রয়াস করেন। কিন্তু যেখানে হৃদয়ের ও বুদ্ধির সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না সেইখানেই সাংঘাতিক বিপদ উপস্থিত হয়। কিন্তু সত্য পথ হইতেছে ভাবকে বিচার দ্বারা সংযমিত করিতে হইবে এবং বিচারান্তে ভাবের সাহায্য লইয়া চলিতে হইবে। ইহার ব্যতিক্রমে উভয় পথেই ব্যভিচার ঘটিবেই। বিচার শূন্য ভাবের সাধক ব্যভিচারের হস্ত হইতে যেমন পরিত্রাণ পান না, ভাবশূন্য বিচারের সাধকও সেইরূপ একদেশদর্শী শুষ্ক হইয়া সত্য লাভ করিতে পারেন না। এই দুয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যাহারা ঈশ্বর লাভ করিয়াছেন তাঁহারাই কর্ম্মের পথ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন।

(২)

পৃথিবীর নরনারী—কর্ম্মশূন্য হইয়া কেহই নাই। সকলেই কর্ম্ম করিতেছে। কেহ সাধু কর্ম্ম করিতেছে, কেহ অসাধু কর্ম্ম করিতেছে। যে কর্ম্ম করিলে জগতের কল্যাণ হয় এবং নিজেরও বন্ধন হয় না সেই কর্ম্ম নিশ্চয় করিয়া তাহাই করিতে হইবে। মানুষে ইহা নিশ্চয় করিতে পারে না বলিয়া শ্রীভগবান্ ধরাধামে মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। জগতের জীব আজ হাহাকার করিতেছে কিন্তু হাহাকার করিবার বহু পূর্ব্বে ভগবান্ সেই কর্ম্ম দেখাইয়া দিয়াছেন। শুধু তাই নহে আপনি আচরণ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন কিরূপে কর্ম্ম করিতে হইবে।

গীতা শাস্ত্রে সকল প্রকার মানুষের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। জগতের লোক যদি সেই পথে চলে তবেই জগতের অশান্তি দূর হয়, জগতের প্রকৃত কল্যাণ হয়। ভারত আজ যদি গীতার উপদেশ জগৎবাসীকে ধরাইতে পারে তবেই এই জটিল সমস্যার সমাধান হয়। গীতাশাস্ত্রে অষ্টাদশ অধ্যায়ে

অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে প্রশ্ন করিলেন তুমি সমস্ত গীতা ধরিয়া সন্ন্যাস ও ত্যাগ আমাকে বুঝাইলে। মানুষকে প্রথমেই কিছুত্যাগ করিতে হইবে পরে সম্পূর্ণ ত্যাগে অধিকারী হইলে মানুষ আপনার স্বরূপে অবস্থান করিবার পথ পাইবে।

গীতা মানুষকে প্রথমে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বলিতেছেন না। মানুষ ফলের আকাঙ্ক্ষা লইয়াই কর্ম্ম করে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ জগতে চিরদিনই আছে, ছিল ও থাকিবে। ইহাদের কেহ বা সত্ত্বগুণান্বিত, কেহবা রজো-গুণান্বিত কেহবা তমঃপ্রকৃতি বিশিষ্ট। ইহাদের কর্ম্ম কখন একরূপ হইতে পারে না। শ্রীভগবান্ উপদেশ করিতেছেন তুমি যেমন প্রকৃতির মানুষ হওনা কেন তুমি ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া কর্ম্ম করিও না। এই কর্ম্ম করিলে আমার সুখ হইবে আর ঐ কর্ম্ম করিলে আমার দুঃখ হইবে—অতএব—সুখপ্রাপ্তি এবং দুঃখ পরিহার জন্য আমাকে কর্ম্ম করিতে হইবে। ইহাই মানুষ স্বভাবতঃ করিয়া থাকে। কিন্তু আমার সুখপ্রাপ্তিতে যদি অন্য দশজনের দুঃখ হয় তাহা হইলে আমার সুখ প্রাপ্তির জন্য কর্ম্ম পাপ কর্ম্ম। মানুষ বিচার করিতে পারেনা বলিয়া শ্রীভগবান্ জীবকে আজ্ঞা করিতেছেন সুখ প্রাপ্তি ও দুঃখ পরিহার রূপ ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া তুমি আমার আজ্ঞা ধরিয়া কর্ম্ম কর। কারণ যে কর্ম্মে তোমার সুখ হয় তাহাতে অন্যের প্রচুর দুঃখ আসিতে পারে এবং যখন কর্ম্ম করিয়াও তুমি ফললাভ করিতে পারনা তখন তোমার মর্ম্মপীড়া বড়ই সাংঘাতিক হইয়া পড়ে। কিন্তু তুমি যদি আমার আজ্ঞা বলিয়া কর্ম্ম কর সুখ দুঃখের দিকে না চাহিয়া আমি করিতেছি বলিয়া কর্ম্ম করিয়া যাও তাহা হইলে তোমার কোন মনস্তাপের কারণ থাকে না। জগৎবাসীকে তাজ এই ধর্ম্ম শিক্ষা দাও। রমা রোলার প্রশ্নের মীমাংসা গীতা বহু পূর্ব্বে করিয়া রাখিয়াছেন। কারণ ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।

তবে কি করিতে হইবে? ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিতে হইবে। তাঁহার আজ্ঞা সমস্ত তিনি প্রকাশ করিয়াছেন সেইগুলি শাস্ত্রমুখে ও গুরুমুখে জানিতে হইবে এবং তাহার প্রচার করিতে হইবে। আজ যে জগতে নানা প্রকারের দুঃখ আসিতেছে তাহার একমাত্র কারণ ঈশ্বরে অবিশ্বাস, শাস্ত্রে অবিশ্বাস, গুরুতে অবিশ্বাস। সকল জাতির মধ্যেই ঈশ্বর আবির্ভূত হইয়া কর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন। খৃষ্টান বাইবেলের উপদিষ্ট কর্ম্ম করুক, মুসলমান কোরাণের উপদেশ মত কর্ম্ম করুক, হিন্দু বেদ বা বেদপ্রমুখ শাস্ত্রের উপদেশ মত কর্ম্ম

করুক জগতের দুঃখ প্রতীকার করিতে পারিবে। আর যাহারা ধর্ম্ম পুস্তক মত কর্ম্ম করিবার সুযোগ পায় না তাহারা যাহাতে আপন আপন ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস করিতে পারে, ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে পারে সেইরূপ অনুষ্ঠান যাহাতে তাহারা করিতে পারে, রাজা সাধুজনের পরামর্শে তাহাই সমাজে চালাইতে থাকুন জগতের হাহাকারের প্রতীকার হইবে। ইহা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে জীবের দুঃখ ঘুচিবেনা। ধর্ম্ম শূন্য রাজনীতি—মানুষের বুদ্ধি প্রসূত। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি যদি ঈশ্বরের বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত না হয় তবে তাহা কখন সুপথে চলিতে বা চালাইতে পারিবেনা। তাহাতে রাজায় প্রজায়, প্রজায় প্রজায় ঘোরতর বিবাদ লাগিবেই।

আজ যে কারণে হিন্দুর দুর্গতি হইয়াছে সেই কারণে পৃথিবীর সকল জাতির দুর্গতি হইতেছে। হিন্দুর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করাই আছে। যাঁহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ভিতরে তাঁহাদের কর্ত্তব্য সনাতন ধর্ম্ম। ঋষিগণ সকল কালের জন্য ইহা নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। হিন্দু ইহা বুঝিয়া যদি কার্য্য করে তবে তাহাকে কোন অসাধু কর্ম্ম করিতে হয়না। আর যাহারা বর্ণাশ্রমের বাহিরে তাহারা যদি ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভের জন্য তাঁহার আজ্ঞাগুলি জানিয়া সেইমত কার্য্য করে তবে আধুনিক জগতের জটিল প্রশ্ন সহজেই সমাধান হইয়া যায়।

যাঁহারা সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তি তাঁহাদিগকে আমরা গীতার অষ্টাদশাধ্যায়োক্ত ত্যাগ ও সন্ন্যাসের পার্থক্য কি এবং ত্যাগ কিরূপে করিতে গীতা উপদেশ করিতেছেন জগতের কল্যাণ জন্য তাহাই জগতে প্রচার করিতে বলি এবং এই ধর্ম্ম অনুসারে নিজের জীবন গঠিত করিতে পরামর্শ দি। আমরা আমাদের কাগজে আজ ২২ বৎসর ধরিয়া ইহাই বলিতেছি। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা না হইলে মানুষের কোন কার্য্য সুফল প্রদান করেনা। কেহ শুনুক বা না শুনুক সেদিকে লক্ষ্য না দিয়া আমরা ভগবানের আজ্ঞা মত চলার প্রয়াসকেই প্রধান কর্ত্তব্য মনে করি। যতদিন ঈশ্বরে অনুরাগ না আইসে ততদিন আজ্ঞা মত চলিতেই হইবে—পরে যখন অনুরাগ আসিবে তখন ভগবানই জীবের চালক।

তোমার সঙ্গে।

যতই চরণ তুমি লইবে টানিয়া।
ততই ধরিব আমি সুদৃঢ় করিয়া॥
দেখি তুমি কতদিন খেল লুকোচুরী।
কত খেলা তুমি জান খেলত শ্রীহরি॥
তোমার হইনু বলি লইনু আশ্রয়।
তবু তুমি কর রঙ্গ একি প্রাণে সয়॥
নতুন তরঙ্গ তুলি গিয়াছ সরিয়া।
কোথায় লুকাও তুমি আছি যে চাহিয়া॥
সব সেজে আছ হরি তবু লুকাইবে।
লুকাইতে গিয়া চোর ধরা যে পড়িবে॥
ওই তুমি রহিয়াছ আকাশের কোলে।
বাতাস হইয়ে ওই আমারে ছুঁইলে॥
সূর্য্য হয়ে ওই তুমি দেখিছ আমায়।
পাখীদের সুর সব তোমায় দেখায়॥
ওই তুমি জল হয়ে কর নিরীক্ষণ।
ওই তুমি মা-টী হয়ে করেছ ধারণ।
ওই তুমি গাছ হয়ে কত কও কথা।
ওই তুমি সরে গিয়ে দাও প্রাণে ব্যথা॥
তুমিই ত পিতা হয়ে হেথায় আনিলে।
তুমিই ত মাতা সেজে কোলে তুলে নিলে॥
তুমিই ত ভ্রাতা হয়ে শিক্ষক হইলে।
তুমিই শ্রীগুরুরূপে পথ ধরাইলে॥
তুমিই ত নারী সেজে এসেছিলে ভাল।
তুমিই অপত্য রূপে গৃহ কর আলো॥
দারিদ্র্য সাজিয়া তুমি নিত্য বর্ত্তমান।
তুমিইত কতরূপে দিতেছ সম্মান॥

তুমিইত দুঃখরূপে করহে বিহার।
তুমিইত হর্ষরূপে করহে বিহার॥
ও চোর এবার তুমি পড়িয়াছ ধরা।
কোথায় শিখেছ প্রিয় হেন প্রেম করা॥
ছুটে ছুটে চিরদিন চাও পলাইতে।
বড় কষ্ট হয় কিগো নিকটে আসিতে ?
আহা যদি কষ্ট হয় থেকনা হেথায়।
আমি যদি কেঁদে মরি কিবা ক্ষতি তায়॥
না গো মোরে দেখিবার নাই প্রয়োজন।
চলে যাও চলে যাও যেথা যায় মন॥
গুরুদত্ত নাম লয়ে রহিনু বসিয়া।
যত পার রঙ্গ কর আসিয়া যাইয়া॥
শোন শোন মনে হয় তোমার মাঝারে।
চিরদিন ডুবে থাকি ভুলিয়া আমারে॥
কতদিন ঘুরিতেছি কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
এ ক্ষীণ আমিত্বটুকু মাথায় করিয়া॥
আর কতদিন আমি করিব বহন।
বলত বলত প্রিয় পরাণ রতন ?
নয়নের জল পায়ে ধুইয়া চরণ।
আমিত্ব অর্ঘ্যটি শিরে করিনু অর্পণ॥
লহ লহ অর্ঘ্য মোর প্রাণের পরাণ।
মুছে যাক্ সব স্মৃতি থেমে যাক্ মন॥
আহা বেশ আহা বেশ বেশ বেশ বেশ।
আনন্দ আনন্দ এযে আনন্দের দেশ॥
আনন্দ আনন্দ শুধু আনন্দ অপার।
আনন্দ আনন্দ এযে আনন্দ পাথার॥

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র পুরাণতীর্থ, কামালপুর।

বিশ্বাসে মিলয়ে।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কথক মহাশয় দেখিলেন একা নরহরি পায়ে ধরার অভিনয় করিতেছে; তাঁহার গোপালের কথা শুনিয়া পর্য্যন্তই সন্দেহের আগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছে; কলিযুগে চর্ম্ম চক্ষে দর্শন এও কি সম্ভব? অবশ্য ভাবে হইতে পারে। এতক্ষণে বুঝিলেন নরহরির মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে এ হইতেই পারে না। কলিতে চর্ম্ম চক্ষে দর্শন হইতেই পারে না। এ পাগল। এই সময়ে দিক্ অম্বর ধ্বনিত করিয়া গম্ভীর স্বরে কে বলিল "অবিশ্বাসী আমাতে সবই সম্ভব।"

একি একি এমন গম্ভীর স্বর তো কখন শুনি নাই, কথক ঠাকুরের থর থর করিয়া সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল ঝরঝর চক্ষের জল ধারায় বক্ষস্থল প্লাবিত হইয়া গেল।

নরহরি স্থির হইয়া গিয়াছে তাহার আর দেহের স্পন্দন নাই, সে স্থূল দেহের অভিমান ত্যাগ করে সূক্ষ্ম দেহে খেলা করিতেছে, স্থূল দেহের অভিমান ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই তার শত শত জন্মের ছবি নয়ন সমক্ষে ফুটে উঠেছে; সে সূক্ষ্ম দেহ হইতে কারণ দেহে কারণ হইতে মহাকারণে গিয়া উপস্থিত হইল শুধু আনন্দ শুধু আনন্দ অনন্ত অসীম অনীর্ব্বচনিয় আনন্দ নিত্য জ্ঞান আনন্দ শুধু আনন্দ।

আর কথক ঠাকুর পর্ব্বতের পাদমূলে পড়িয়া ওগো আমায় বিশ্বাস দাও বিশ্বাস দাও; শাস্ত্র নাও জ্ঞান নাও তপস্যা নাও আমায় বিশ্বাস দাও বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আকাশের দিকে চাহিয়া শূন্য প্রাণে হাহাকার করিতে লাগিলেন, বিশ্বাস দাও বিশ্বাস দাও প্রতিধ্বনিও যেন ব্যঙ্গ করিয়া বিশ্বাস দাও বিশ্বাস দাও বলিতে লাগিল। কথক ঠাকুরের হাহাকারে পাহাড়টা যেন হাহা করে উঠিল, বাতাস হাহা করিতে লাগিল, রাত্রিচর পক্ষী সকল হাহা করিতে করিতে ছুটিল, গাছের পাতাগুলো হাহা করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। আর কথক ঠাকুর বিশ্বাস দাও, বিশ্বাস দাও বলিয়া সেইখানে লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হরি ওঁ তৎসৎ

শ্রীপ্রবোচন্দ্র পুরাণতীর্থ।

ফাল্গুনে—অতিথি।

একি! বাতাস সহসা মদির চঞ্চল বহিছে ব্যাকুল গন্ধে,
বনবীথিকার মরমর্ নাদে চকিতে জাগায়ে ছন্দে।
হোমধূমে কার পরশ মাখা,
আকাশের বুকে রাঙা-রং আঁকা;
নিখিল রসের উৎস উছলিত, আঁধারের বুক বেয়ে,
অজস্র মুকুলে টুটিয়া পড়িল ব্যাকুল নিশ্বাসে ছেয়ে।
মর্ম্ম—বিতানে মধুপের গানে
আশ্বাসে আশা জাগাইয়া প্রাণে
শিহরণ তুলি, মগ্নচেতন প্রাণে কৌতুক রস রঙ্গে,—
প্রীতির অঞ্চলে পরিমল-বাস ঢলায় সকল সঙ্গে।
আজ সারা জীবনের সাধনা
কারে পেতে চায় করি কামনা।
আসন্ন আঁধারে নিভনিভ দীপে কে দিল আবার জ্বেলে,
স্বপনের মালা-গাঁথা দেখি হাতে কে গেছে হেথায় ফেলে?
উদাস মনের নীরব পারে—
ধ্যানেতে চেয়েছি খুঁজিতে যারে
সুচির-অতিথি এসেছে কি দ্বারে, কার ও মোহন বাঁশী?
দ্যুলোকে ভূলোকে জাগায় পুলকে মঞ্জীর চরণে আসি।
ফাল্গুনে নব পূর্ণ করি যাগ;
মৃত্যুলগনে মাখাইয়া ফাগ,
সুন্দর আজ আবির চন্দনে এল কি মোহন সাজিয়া?
শিশির-সজল-ধৌত-হৃদয়ে নূতনের দাগে রাঙিয়া?

মৃঃ—

বদরী-পথে।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নিকটেই শ্রীলক্ষ্মণদেবের তপস্যার স্থান। এই সমস্ত স্থান অতি পবিত্র; পুণ্যক্ষেত্র তপস্যারই যোগ্যভূমি। রাবণ ইন্দ্রজিৎ ইঁহারা অসুর হইলেও মহাভক্ত ছিলেন। ভক্ত হত্যার মহাপাতক ক্ষালনে ভগবান বহুস্থানে তপস্যা করিয়া প্রতিকর্ম্মে সাধনের প্রয়োজনীয়তা লোক সকলকে তাঁহার আচরণে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষ আজ সাধনা হারাইয়াছে, আবশ্যকতা ভুলিয়াছে, তাই আজ ভারতের এ দুরবস্থা। কর্ম্মভূমি ভারতের প্রতিকর্ম্মের আরম্ভে তপস্যারই প্রয়োজন হইত, বিনা সাধনায় যে কোন কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না এবং সাধনার দ্বারাই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরম দুর্ল্লভ শ্রেষ্ঠ অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদ লাভও অভাবনীয় নহে ভারত ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। তপস্যাই ভারতের প্রাণ এবং অত্যন্ত গৌরবের বস্তু এবং একমাত্র আদর্শ ছিল। এই উত্তরাখণ্ড ভ্রমণে বহুলোকের পদাশ্রিত আচরিত বিষয় শ্রবণে চিত্ত, মহাজন পথানুসরণে ব্যাকুল হইয়া লুব্ধ ভ্রমরের ন্যায় চরণপদ্মের মধুপানে আকৃষ্ট হইতে চাহে, কিন্তু কইসে একান্ত নিষ্ঠা প্রাণের সংযম, চিরধৈর্য্যের সহিষ্ণুতায় স্থির একমাত্র আপন প্রেমাস্পদের মুখ স্মরণে বিপদে অচল অটল অথচ ব্যাকুলতার উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ আবেগ লইয়াও সমুদ্রের তলদেশের চঞ্চলতার লেশশূন্য গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ হৃদয়? জগৎ চিত্রপটে যে ছবি একদিন ভারত অঙ্কিত দেখিয়াছিল, আজ বিলাসের চঞ্চলতায় গা ঢালিয়া দিয়া ভারতের সে চিত্র স্মরণ নাই তাই আদর্শ ভুলিয়া মোহমদিরা পানে প্রমোদ বিলাসে আপাত রমণীয়কে সত্যজ্ঞান করিয়া গ্রহণের জন্য উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়াছে "পীত্বা মোহময়ীং প্রমোদমদিরাং উন্মত্ত-ভূতংজগৎ" এইত জগতের আধুনিক গতি। সেই সরল ভক্তের কনকছবি উদার আত্মোৎসর্গ—

"যাস্যামি পৃষ্ঠতো রাম সেবাং কর্ত্তুং তদাদিশ।
অনুগৃহ্লীষ মাং রাম নো চেৎ প্রাণাংস্ত্যজাম্যহম্॥"

ভক্তের এ রাম অনুসরণ সেবার ভার গ্রহণ আপনাকে বিলাইয়া নিজত্ব হারাইয়া; ভক্ত আপন আহার নিদ্রার কাল পাইতেন না, অথবা সে অবসর

কোথায়? ভক্তের আবার স্বতন্ত্র ইচ্ছা, সুখ দুঃখের স্বতন্ত্রতা কোথায়? এখানে ভক্ত আমি হারাইয়া আপনার মধ্যে প্রেমময়কে নিত্যসত্যকে পাইয়া সেই পরিপূর্ণ আনন্দময় সত্তায় আপনার ক্ষুদ্র আমিকে লয় করিয়া আত্মা হইতে অতিরিক্ত স্বতন্ত্র কোন কিছুকে আত্মা বলিয়া ভাবিবার অবকাশ পায় না, কাজেই দেহের সুখ দুঃখ অসত্য বস্তুর উপর মমত্ব আর কি থাকিবে? প্রেমময়ের পানে তাকাইয়া তাকাইয়া নিমেষ হারা হইয়া সেই একান্ত পথের সাথীকে আপনার বলিয়া পাইয়া তাঁহাতে যুক্ত রহিয়া সকল সুখাভিলাষ সেই পরম বস্তুতে অর্পণ করিয়া তাঁহার তৃপ্তিকে বরণ করিয়া লইয়াছে; ভক্ত— প্রাণ রসে আপ্লুত, সর্ব্বদা মধুর গুঞ্জনে গুঞ্জরিত, প্রেমময়ের স্বপ্নে বিভোর। সেই চির অম্লান নির্ম্মাল্যের ন্যায় ফুল্ল, সতত উদাসীন প্রেমোজ্জ্বল সুবর্ণময় কান্তি, প্রেমভরা প্রস্ফুট হৃদয়ের আবেগ পূরিত বৈর্য্য দুটী হেমদণ্ড বিশাল বাহুর অক্লান্ত সেবা, পরিচর্য্যা, ভ্রাতৃ বাৎসল্যে প্রিয় সেবায় আপনাকে উৎসর্গীকৃত করিয়া জগৎকে শিখাইয়া গিয়াছে। ভারত আজ পাশ্চাত্যের চাকচিক্যতার মোহে প্রাচ্যের আদর্শগরিমা ভুলিয়াছে, এই ভারত কণ্ঠে যেদিন সহোদর প্রেমে গলিত কণ্ঠের প্রেমোচ্ছ্বাস ধ্বনিত হইয়াছিল—আজ সেথায় গরল পূরিত।

"দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ
অস্মিন্ দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ॥"

ভগবান্ রামচন্দ্র প্রাণের প্রিয়তমা জানকী বিসর্জ্জনেও স্থির হইয়া অবিচলিত চিত্তে রাজত্ব করিয়াছিলেন—কিন্তু লক্ষ্মণবর্জ্জনে আর একদিনও স্থির থাকিতে পারেন নাই। ভক্তনিষ্ঠা আপন আত্মার বিসর্জ্জনে, আত্মারামকে আপন আত্মায় সমাহিত হইতে হইয়াছিল।

ভক্তের ব্যাকুলতা চিরস্নেহময়কেও স্নেহে আত্মবিস্মৃত করায়। আহা! কতই সুন্দর ভক্তের ভক্তিভরা আবেগভরা এ মধুর সংযম! যিনি একমাত্র আপন ইষ্টসেবায় এমনিই তন্ময়, তাঁহার প্রয়োজন অতিরিক্ত অন্য কোন কিছুতে দৃষ্টি দিবার অবসর কোথায়? সীতারাম লইয়াই যাঁহার সব, সাথে সাথে যিনি ছায়ার ন্যায় প্রতি নিমিষে মিশিয়া চলিয়াছেন, মা জানকীকে দেখার তাঁহার অবকাশই হয় নাই; প্রয়োজন তাঁহার যুগল চরণে, তাই তিনি সেই চরণদুটীতেই সকল সাধ আশা বিসর্জ্জন দিয়া এমনি মগ্ন যে অন্য অঙ্গে দৃষ্টি পতিত হয় নাই। চরণ লইয়াই যে ভক্ত তন্ময় চরণের অনন্ত গুণ কর্ম্ম

স্মরণে অনন্ত বৎসর তাঁহার স্বপ্নের মত চলিয়া যায়, তাই জানকী হরণের পর সীতার অলঙ্কার প্রাপ্তে রামচন্দ্রের ব্যগ্র ব্যাকুলকণ্ঠের জিজ্ঞাসায় ভক্ত শোকাকুলিত কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত ভাষায় বলিয়াছিলেন—

"নাহং জানামি কেয়ূরে নাহং জানামি কঙ্কণে।
নূপুরে চাভিজানামি নিত্যং পাদাভিবন্দনাৎ॥"

"আমি এক নূপুর ছাড়া মা জানকীর কোন অলঙ্কার চিনিনা, নিত্য চরণবন্দনায় মায়ের পায়ের নূপুর যুগলই চিনিয়া রাখিয়াছি; এত নূপুর নয়, আর অন্য অঙ্গের কোন অলঙ্কারইত চিনিনা।"—কি গভীর সংযমের উজ্জ্বল ছবি, জগৎ এ চিত্র আর কোথায় পাইবে? সেই সাধনার চির উজ্জ্বল যুগলমূর্ত্তি, ইহা শুধু ভক্তের ভাবেরই রূপ আর সেই সাধে পাগল ভক্তজনের অমরকীর্ত্তিকলাপ জড়িত সেই সব পুণ্যস্মৃতি সকল স্থানকেই পবিত্র করিয়া তাঁহাদের নাম স্মরণে পূর্ণ পরিস্ফুট করিয়া তোলে। কিন্তু কই সে একনিষ্ঠা, ভক্তের সাধের প্রাণভরা জীবন্ত সাধনা? জড়ের পুত্তলিকার ন্যায়, জড়ের সুখ দুঃখে জড় লইয়া টানিতে টানিতে চিত্তটাও জড়ের মত নিশ্চেষ্ট হইয়া গিয়াছে। আজ আমারই দোষে আমার প্রাণবল্লভ আত্মারাম চির নির্ব্বাসিত, আত্মদর্শন অভাবে বিষয় প্রাপ্তির লোভে কৈকেয়ীর ন্যায় রামকে বনে পাঠাইয়াছি। প্রেমময়কে ভুলিয়াছি তাই আজ অন্ধনয়ন দৃষ্টি হারা! তরঙ্গায়িত বক্ষে বহু উচ্ছ্বাস আন্দোলিত হইয়া কি একটা গভীরতার মধ্যে কারে যেন আস্বাদন করিতে ব্যাকুল আগ্রহে একান্ত চাইতেছিল, আমি কি যেন ব্যথাভরা আর্ত্তপ্রাণের করুণতা ভরা দৃষ্টি লইয়া শ্রীলক্ষ্মণ চরণে আত্মনিবেদন করিয়া সম্মুখে অল্পদূরে অবস্থিত একটী পল্লব বহুল বিজন বৃক্ষতলে কতকগুলি উপলখণ্ড বিছানর উপর উপবিষ্ট হইয়া শ্রান্তি দূর করিতেছিলাম, সঙ্গিনীসকলের মধ্যে ২।১ জন দূর হইতে আমাকে দেখিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আসার পর অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়াই আমরা উঠিলাম।

শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী।
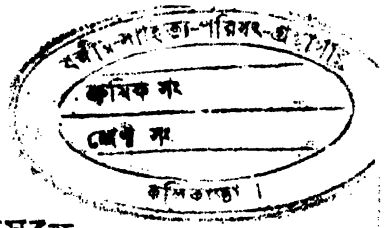
অবতার প্রসঙ্গে

৺ভার্গব শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি বেদে অবতারের কথা আছে। এই প্রবন্ধের আলোচনার বিষয় "অবতার কথা পুরাণেই বিশেষ ভাবে আছে; কিন্তু যাঁহারা অবতার মানিতে চান না তাঁহারা বলেন পুরাণাদি শাস্ত্র অর্ব্বাচীন শাস্ত্র। আর পুরাণাদি আধুনিক শাস্ত্র হইতে যে ঈশ্বরের অবতারবাদ জন্মলাভ করিয়াছে তাহা আধুনিক মানুষের কল্পিত। এই জন্য অবতার অবিশ্বাস্য।"

ঈশ্বরের অবতার বাদ পুরাণাদি অর্ব্বাচীন শাস্ত্র সমূহ হইতেই জন্ম লাভ করিয়াছে এই মতের খণ্ডন করা হইতেছে।

যাহা ইতিহাস পুরাণাদিতে আছে তাহা কখন বেদ বিরুদ্ধ হইতে পারে না। ইতিহাস পুরাণাদিকে পঞ্চম বেদ বলা হয়।

যাঁহারা ঋষি যাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা তাঁহারাই ইতিহাস পুরাণের প্রবক্তা; ইঁহারা সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা, ইঁহাদের জ্ঞান আগম বা বেদ পূর্ব্বক, আগমোক্ত ধর্ম্ম দ্বারা সংস্কৃত-হৃদয় পুরুষবৃন্দই ঋষিত্ব লাভ করেন।

"ন চাগমাদৃতে ধর্ম্মস্তর্কেণ ব্যবতিষ্ঠতে।
ঋষীণামপি যদ্ জ্ঞানং তদপ্যাগম হেতুকম্।।

বাক্যপদীয় ১।৩০

আগমোক্ত ধর্ম্ম সংস্কৃতানামেব ঋষিত্বেন তদ্ জ্ঞানস্যাপ্যাগম পূর্ব্বকত্বাৎ।

শারীরক ভাষ্য প্রণেতা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য "ভাবং তু বাদরায়ণোঽস্তিহি" এই সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, মন্ত্র ব্রাহ্মণ দ্রষ্টা ঋষিদিগের সামর্থ্য আমাদের সামর্থ্য দ্বারা উপমিত হওয়া উচিত নহে, এবং ঋষিরাই যখন ইতিহাস পুরাণাদির প্রবক্তা তখন ইতিহাস পুরাণও যে বেদমূলক তাহা মানিতেই হইবে। "ঋষীণামপি মন্ত্র ব্রাহ্মণদর্শিনাং সামর্থ্যং নাস্মদীয়েন সামর্থ্যেন উপমাতুং যুক্তম্—তস্মাৎ সমূলমিতিহাস পুরাণম্"। বাৎস্যায়ন মুনি "পাত্র চয়ান্তানুপপত্তেশ্চ ফলাভাবঃ" এই ন্যায়সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন "প্রমাণেন খলু ব্রাহ্মণেনেতিহাস পুরাণস্য প্রামাণ্যমভ্যনুজ্ঞায়তে তে বা খল্বেতে অথর্ব্বা-

ঙ্গিবস এতদিতিহাস পুরাণমভ্যবদন্নিতিহাস পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদ ইতি। ইত্যাদি। অতএব ইতিহাস পুরাণাদতে যখন ভগবানের শরীর গ্রহণ ও মর্ত্ত্যধামে আগমনের কথা আছে তখন অবতার বাদ নিশ্চয়ই বেদমূলক। অবতারবাদ বেদবিরুদ্ধ হইলে,—বেদপ্রাণ, বেদজ্ঞ বেদব্যাসাদি ঋষিগণ কখন ইতিহাস পুরাণে অবতারের কথা বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিতেন না।

এক্ষণে অবতার সম্বন্ধে ভার্গব শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ বহুযুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন।

প্রশ্ন—বিনা প্রয়োজনে কেহ কোন কর্ম্ম করে না—ঈশ্বর কোন্ প্রয়োজনে শরীর ধারণ করিয়া মর্ত্তধামে অবতরণ করেন?

উত্তর—লোকানুগ্রহার্থ।

প্রশ্ন—যাঁহার প্রয়োজন আছে তিনি অপূর্ণ ও অভাব বিশিষ্ট। ঈশ্বর তবেত অপূর্ণ ও অভাব বিশিষ্ঠ হইয়া গেলেন।

উত্তর—না তাহা হন না। তিনি আপন স্বরূপে সর্ব্বদা থাকিয়াও মায়া দ্বারা শরীর গ্রহণ করেন। এইজন্য তাঁহাকে মায়া-মানুষ বলা হয়। যদি একজন বৃদ্ধ, সর্ব্বদা আপনার বৃদ্ধত্ব জানিয়াও বালক সাজিয়া বালকের সহিত ঘোড়া ঘোড়া খেলিতে পারেন তাহা হইলে যিনি সর্ব্ব শক্তিমান্ যাঁহাতে সমস্ত হইবার, সব করিবার শক্তি আছে, তিনি আপন স্বরূপে সর্ব্বদা থাকিয়াও আপন সর্ব্বশক্তিমত্তার সাহায্যে বহুরূপ ধারণ করিতে না পারিবেন কেন? ইহাতে তাঁহার স্বরূপের ধ্বংস কখনও হইতে পারে না।

প্রশ্ন—ঈশ্বরের অবতার হইবার আরও কিছু কারণ কি আছে?

উত্তর—আছে। পরমেশ্বর সত্যের সত্য। অতএব তাঁহার অবতার রূপে অবতরণ মিথ্যাকে বিদূরিত করিবার নিমিত্ত, অজ্ঞান নাশ পূর্ব্বক জ্ঞান বিকাশার্থ, অধর্ম্মের নাশ ও ধর্ম্মের সংস্থাপনের জন্য। ভগবান্ যদি ইচ্ছা পূর্ব্বক শরীর গ্রহণ ও মর্ত্তধামে আগমন না করেন, তাহা হইলে সত্যের সত্যকে মানুষ জানিতে পারে না, তাহা হইলে ধর্ম্মের গ্লানি অপসারিত, এবং অধর্ম্মের বৃদ্ধি প্রশমিত হয় না, তাহা হইলে জীবের দুঃখের পরিসীমা থাকে না। তাই বলিতেছি যে কোন সত্য হউক, তাহাকে সত্য বলিয়া না জানিতে পারিলে, সত্যের আবিষ্কার না হইলে, যে ক্ষতি হয়, অবতার বাদের প্রতিষ্ঠা না হইলে ততোধিক ক্ষতি হয়। আর সত্য স্বরূপ পরমেশ্বর ভিন্ন পূর্ণভাবে সত্যের আবিষ্কারে আর কাহার শক্তি আছে? মানুষ যে কোন সত্যের রূপ

দেখিতে পায়, তাহা তাঁহারই কৃপায় অথবা কেবল মানুষের কথা কেন, ব্রহ্মা হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেই সাক্ষাৎ পরম্পরা ভাবে পরমেশ্বর হইতে সত্যজ্ঞান লাভ করেন; পরমেশ্বর ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে প্রথমে সর্ব্ব সত্যজ্ঞান প্রসূতি বেদ প্রদান করেন, ব্রহ্মা বেদের সাহায্যে জগৎ সৃষ্টি করেন এবং জগতে গুরুপরম্পরা ক্রমে সত্যজ্ঞানের প্রচার করেন। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন—

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে।

যিনি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি পূর্ব্বক তাঁহাকে বেদ প্রদান করেন, যিনি আত্মবুদ্ধি প্রকাশ স্বরূপ, পরমকল্যাণ প্রার্থি—মুমুক্ষুর তিনি ভিন্ন আর কে শরণ্য আছেন?

প্রশ্ন—পরমেশ্বর যে ব্রহ্মাকে বেদ দান করেন, তিনিই যে বিশ্বের সনাতন জ্ঞান দাতা, তাহা মানিলাম, কিন্তু তাহা মানিলেই যে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের শরীর গ্রহণের, মর্ত্ত্যধামে অবতরণের প্রয়োজন অঙ্গীকার করিতে হইবে, তাহার কারণ কি? বেদ ত বলেন—

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥

শ্বেতাশ্বতর ৩য় অধ্যায়

সর্ব্বশক্তিমান্ পরেমেশ্বর বিনা চরণে গমন করিতে পারেন, বিনা কর্ণে শুনিতে পান, বিনা চক্ষুতে দেখিতে পান, হস্তবিনা গ্রহণে সমর্থ তবে জ্ঞান দান ও ধর্ম্ম সংস্থাপনাদি কার্য্য নিষ্পাদন করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে শরীর গ্রহণ করিতে হইবে কেন? শরীর গ্রহণ না করিয়াও তিনি কি এই সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন না?

উত্তর—ভগবান শরীর গ্রহণ না করিলে মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন তৃপ্তি আর কিরূপে হইবে? চক্ষু ত কত কি দেখিল কিন্তু ভগবানের রূপ না দেখা পর্য্যন্ত ইহা কি আপ্যায়িত হইবে? ইহাঁকে দেখিবার জন্যই যে নয়ন দর্শন শক্তি-রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ভগবান্ শরীর গ্রহণ না করিলে মানুষ তাঁহার শ্রীমুখ বিনির্গত, শ্রবণ তৃপ্তিকর, চিত্ত রমণ মধুর বচন আর কোথায় শুনিবে? ইহা শুনিবার জন্যই যে শ্রবণেন্দ্রিয় শ্রবণশক্তি পাইয়াছে, যাহা শুনিতে না পাইয়া মানুষের কর্ণযুগল অতৃপ্ত থাকে ভগবানের মুখের কথা শুনিলে তবেত শ্রবণেন্দ্রিয় চরিতার্থ হইবে, তখন আর শুনিবার আকাঙ্ক্ষা থাকিবেনা। তৃষার্ত্ত সুশীতল

জল পাইলে, যাবৎ পিপাসার শান্তি না হয়, তাবৎ তাহার মন যেমন অন্য বিষয়ে গমন করে না, সেইরূপ মানুষের শ্রবণ যুগল যাহা শুনিতে চায়, ভগবানের শ্রীমুখ হইতে বাক্য শুনিয়া তবেত উহাদের শুশ্রূষা মিটে। করুণাময় সর্ব্বসন্তাপ—হর প্রিয়তমের শ্রীচরণযুগল বক্ষে ধারণ করিয়া, সেবা করিলে যে সুখানুভব হয় তাহার বর্ণনা কে করিতে পারে? এই সমস্ত কল্পনা করিলেও কত সুখ হয়—কিন্তু যখন মানুষ তাঁহাকে পাইয়া সকল ইন্দ্রিয় তৃপ্ত করে তখন আর কি তাহার প্রয়োজন থাকে? অবতার না হইলে—মানুষের সর্ব্বইন্দ্রিয়, সর্ব্বাঙ্গ কখন কি আপ্যায়িত হইতে পারে? মানুষকে এইরূপে তৃপ্তি দিবার জন্যই তিনি মূর্ত্তিধারণ করিয়া ধরাধামে অবতরণ করেন। হস্তপদ, চক্ষুকর্ণ—ইত্যাদি না থাকিলেও যিনি সর্ব্বব্যাপী তাঁহার পক্ষে কোন কিছু গ্রহণ বা কোথাও গমন, কোন কিছু দেখা ইহা অসম্ভব হয় না কিন্তু মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন তৃপ্তি তিনি অবয়ব না ধরিলে হয় কি? বুদ্ধিকে তৃপ্ত করা যায় বিচার দিয়া কিন্তু হৃদয়কে তৃপ্ত করিবার কি অন্য উপায় আছে? ইন্দ্রিয়কে চরিতার্থ করিতে আর কে পারে? এই জন্যও তাঁহার মূর্ত্তির আবশ্যক হয়। শাস্ত্র তাই বলেন "ভক্ত চিত্তানুসারেণ জায়তে ভগবানজঃ।" মহাত্মা যোগত্রয়ানন্দ এই অবতার সন্দর্ভ প্রবন্ধের শেষে বলিতেছেন বাধা না পাইলে শক্তি ক্রিয়োন্মুখ অবস্থায় আসে না, অনুগ্রহের পাত্র না পাইলে দয়ালুর দয়া বৃত্তির স্ফুরণ হয় না, অর্থী না পাইলে দাতার দান বৃত্তির প্রখ্যাতি অর্থাৎ বিকাশ হয় না, আর ঈশ্বর ঐশ্বর্য্যবান্—অণিমাদি শক্তিমান্ হইলেও, যদি ঐশ্বর্য্য প্রকাশের পাত্র না পান তাহা হইলে তাঁহার ঐশ্বর্য্য অনভিব্যক্ত থাকে। ঈশ্বর কেন শরীর ধারণ করেন এই প্রশ্নের উত্তর হইতেছে ঈশ্বরের লোকানুগ্রহার্থ শরীর ধারণের সামর্থ্য আছে, লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিবার সময় আসিলেই তাঁহার শরীর ধারণ সামর্থ্য স্বভাবতঃ ব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি শরীর গ্রহণ না করিয়াও লোকের কর্ম্ম সাধন করিতে পারেন তথাপি তিনি যে শরীর ধারণ করেন তাহার কারণ তাঁহার ইহা করিবার শক্তি আছে, ঈশ্বরত্বকে অক্ষুন্ন রাখিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপনাদি কার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত, তাঁহাকে শরীরী দেখিবার জন্য ব্যাকুল হৃদয় ভক্ত বৃন্দের তীব্র আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি শরীর গ্রহণ করেন।

ঈশ্বর চন্দ্রকে শীতরশ্মি না করিয়া প্রখর কর করিলেন না কেন, জগৎ সৃষ্টি না করিয়া তিনি নিশ্চেষ্টভাবে থাকিলেনা কেন, জীবকে জন্ম জরা মৃত্যু

প্রভৃতির অধীন করিলেন কেন এই জাতীয় প্রশ্নের মত হইতেছে ঈশ্বর শরীর ধারণ না করিয়া লোকের হিত সাধন করেন না কেন?

ইহার পর অবতার এই শব্দের অর্থ ধরিয়া ঈশ্বরের অবতার হওয়ার সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

অযোধ্যাকাণ্ডে—অন্ত্যলীলা

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

জাবালি ও রাম।

"বেদাঃ সত্যপ্রতিষ্ঠানাস্তস্মাৎ সত্যপরো ভবেৎ" বাল্মীকি।

(১)

রাম ভরতকে বুঝাইতেছেন এমন সময়ে ব্রাহ্মণোত্তম জাবালি রামচন্দ্রকে লোকায়তিক মত অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মবিরুদ্ধ কথা বলিতে লাগিলেন। রাঘব তুমি সাধু, পামর মানুষের ন্যায় তোমার এই পিতৃআজ্ঞা পালন বিষয়িনী বুদ্ধি যেন অনর্থদর্শিনী না হয়। কে কার বন্ধু? কার কাছে কে কি পায়? মানুষ একাই জন্মে একাই মরে। অতএব রাম মাতাপিতা বলিয়া যে আসক্ত হয় সে উন্মত্ত; ফলে কেহই কাহারও নয়। গ্রামান্তরে যাইবার কালে মানুষ যেমন গ্রামের বহির্দেশে বাস করে, পরদিন আবার সেই আবাস সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, কাকুৎস্থ! পিতামাতা গৃহ ধন ইহাদের সহিত সম্বন্ধও সেইরূপ ক্ষণস্থায়ী; সজ্জনেরা কোনমতেই তাহাতে আসক্ত হন না। নরোত্তম! পৈত্রিক রাজ্য ত্যাগ করিয়া, বহুবিঘ্নময়, বিষম দুঃখজনক বনমার্গ আশ্রয় করা তোমার অনুচিত। রাজপুত্র তুমি সমৃদ্ধ অযোধ্যায় গমন করিয়া রাজপদে অভিষিক্ত হও। অযোধ্যা একবেণী-ধারিণী বিরহিণীর ন্যায় তোমার সমাগম প্রতীক্ষা করিয়া আছে। নৃপকুমার তুমি তথায় মহার্হ রাজভোগ ভোগ করিয়া

দেবলোকে ইন্দ্রের ন্যায় বিহার কর। দশরথ তোমায় কেহ নহেন, তুমিও তাঁহার কেহ নও ; রাজাও অন্য তুমিও অন্য, যাহা বলিতেছি তাহাই কর। দেখ জন্ম বিষয়ে পিতা শুধু বীজপ্রদ ; ঋতুমতী মাতা গর্ভে যে শুক্রশোণিত ধারণ করেন, সেই সংযোগই জন্মের কারণ। রাজা যেখানে যাইবার সেই খানেই গিয়াছেন, এই লয় পাওয়াই মানুষের স্বভাব। সকল ভূতের প্রবৃত্তিই এই, তুমি বুদ্ধি দোষে বৃথা নষ্ট হইতেছ। অর্থধর্ম্মপরা যাহারা—প্রত্যক্ষসিদ্ধ পুরুষার্থ পাইয়াও যে তাহা ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে তাহাদের জন্যই আমি দুঃখিত—অন্যের জন্য নহে ; কারণ ইহারা ইহলোকে দুঃখ পায় আর পরলোকেও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অষ্টকাশ্রাদ্ধ পিতৃদেবতার জন্য করিতে হয় লোকের এই ধারণা—অন্নের প্রতি উপদ্রব দেখ, মৃত ব্যক্তি কি আহার করে? যদি একজন ভোজন করিলে অন্যের ভোজন সিদ্ধ হয়, তবে প্রবাসী আত্মীয়ের জন্য এক ব্যক্তিকে ভোজন করাও, সেই ভুক্ত অন্নে প্রবাসীর তৃপ্তি হউক। যে সকল গ্রন্থে "যজীস্ব দেব" —দেবতার পূজা কর, "দেহি অন্নাদি দানম্"—অন্নাদি দান কর, যজ্ঞে দীক্ষিত হও, চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা কর, সন্ন্যাস লও—এই সমস্ত উপদেশ আছে, জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য বুদ্ধিমান লোকে লোক প্রতারণা করিয়া এই সমস্তগ্রন্থ লিখিয়াছে —পামরকে প্রতারণা এবং অনায়াসে লোকের ধনগ্রহণ ইহাই বেদাদির মুখ্য প্রয়োজন। ঐহিক ভিন্ন পরলোক প্রয়োজন কোন ধর্ম্ম নাই ; যাহা প্রত্যক্ষ তাহারই অনুষ্ঠান কর, যাহা অপ্রত্যক্ষ তাহা "পৃষ্ঠতঃ কুরু"—তাহা ত্যাগ কর। সর্ব্বলোক সম্মত সৎ বুদ্ধি অবলম্বন কর ; ভরত তোমাকে অনুরোধ করিতেছেন তুমি রাজ্য গ্রহণ কর।

(২)

এই কলিযুগে চার্ব্বাকের ধর্ম্মই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, করিতেছে আরও করিবে। ইহকালই মানুষ জানে, পরকাল কেহ দেখে নাই। ইহকালের সুখ ত্যাগ করিয়া যে পরকালে সুখ পাইবার জন্য চেষ্টা করে সেই নির্ব্বোধ। পিতার আজ্ঞা পালন করা আবার কি? রাজ্য সুখ ত্যাগ করিয়া ইহার জন্য ক্লেশ করা নিতান্ত দুর্ভাগ্যের চিহ্ন। পিতা মরিয়াছেন তাঁর জন্য আবার শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কেন? "মৃতোহি কিমশিষ্যতি" মরা মানুষ আবার কি খায়? মরা গরু কি ঘাস খায়? স্বভাবতঃ মন যাহাতে সুখ পায় - তা ইন্দ্রিয় সুখই হউক বা কামজনিত সুখই হউক—তা ক্ষণস্থায়ীই হউক বা অধিক ক্ষণের জন্যই হউক —প্রত্যক্ষ সুখ ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া কঠোরতা করে সে

সকলদিকে বঞ্চিত হয়—সেই ব্যক্তিই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ত্রেতা যুগেও কপটি সাজিয়া জাবালির মত কথা কওয়া চলিত। কিন্তু কলিযুগের সঙ্গে ইহার পার্থক্য এই যে কপটি সাজার এই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত রামায়ণে পাওয়া যায়। যদি বল রাবণের বংশেও ত এই স্বভাবের ধর্ম্ম দেখা যায়, সত্য কথা কিন্তু অসুরের থাক পৃথক। ইহারা যাহা ভাল মনে করে, ছলে বলে কৌশলে তাহা করিবেই। অসুর চিরদিনই আছে, থাকিবে কিন্তু যে কপট সাজা—ব্রাহ্মণের মত একজনের মাত্র দৃষ্টান্ত রামায়ণে পাওয়া যায় সেই দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান হইল তখনও এই ধর্ম্মবিরুদ্ধ অসত্য কথা ছিল। এখন এই কলিযুগ গৃহে গৃহে সমাজে সমাজে অসত্যধর্ম্মে ভরিয়া যাইতেছে—তখনকার সহিত এখনকার পার্থক্য ইহাই। শ্রীলক্ষ্মণে শ্রীভরতে যখন মোহ আসিয়াছিল তখনও এই কলিধর্ম্ম মস্তক উন্নত করিয়াছিল কিন্তু শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র তখন সর্ব্বতোভাবে আচরণ করিয়া দেখাইলেন অসৎপথে যাওয়া উচিত নহে।

কলিতে মানুষ কোন্ পথে চলিবে? কলিই হউক আর সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরই হউক মানুষকে সত্য পথেই চলিতে হইবে। কলির প্রধান প্রধান, লব্ধপ্রতিষ্ঠ মানুষ যাহা বলেন তাহাই কি সত্য পথ? কখনই না, যদি সেই পথ বেদ বিরুদ্ধ হয়? "বেদাঃ সত্যপ্রতিষ্ঠানাস্তস্মাৎ সত্যপরো ভবেৎ" বেদ সত্যেই প্রতিষ্ঠিত—ঈশ্বরের শ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় সমস্ত সত্য ঈশ্বর হইতে আবির্ভূত হইয়াছে—একালেই হউক আর সে কালেই হউক সত্য চিরদিনই সত্য—আর বেদ যাহাকে সত্য বলেন না তাহা কোন কালেই সত্য নহে। বেদ হইতেছেন শব্দ ব্রহ্ম। পরব্রহ্ম শব্দব্রহ্মের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করেন। পরব্রহ্ম যদি শব্দব্রহ্মের সহিত জড়িত না থাকেন তবে তিনি স্পন্দিত হইতেও পারেন না আর হইবার সামর্থ্যও তাঁহার থাকে না। প্রভু বলে যিনি "কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুং সমর্থঃ স প্রভুঃ" যিনি করিতেও পারেন, না করিতেও পারেন এবং অন্যরূপ করিতেও পারেন তিনিই প্রভু। এই জন্য বেদ বা শব্দ-ব্রহ্ম বাক্যকে প্রভুসম্মিত বাক্য বলে। যিনি বেদের বিরুদ্ধ শিক্ষা দেন তিনিই নাস্তিক—সকল যুগেই স্বভাববাদী নাস্তিকগণকে বর্জ্জন করিবে। উপস্থিত কলিযুগে করণীয় কি অকরণীয় কি তাহার মীমাংসা এই জাবালির এই সাজা মত খণ্ডন হইতে পাওয়া যায়—যদি কেহ সত্য পথে চলেন।

যাহা হউক সত্য প্রধান রাম জাবালির বাক্য শুনিয়া তাহা খণ্ডন করিবার জন্য বেদের প্রমাণ দিয়া বলিতে লাগিলেন আপনি আমার হিত কামনায়

আমার ভোগসম্পাদনার্থ যাহা বলিলেন, বস্তুতঃ তাহা অকার্য্য কিন্তু শুনিতে বেশ কর্ণরোচক; আপনার কথা অপথ্য—মুখরোচক হইলেও—আপাত-রমণীয় হইলেও বস্তুত: অপথ্য— বস্তুতঃ নিতান্ত অকল্যাণকর। নির্ম্মর্য্যাদঃ—উৎপথবর্ত্তী ব্যভিচার প্রথাবলম্বী স্বভাববাদী পুরুষ যাঁহারা তাঁহারই পাপী—পাপ আচরণ ইহাঁরাই করেন। ইহাঁরা সাধু সম্মত শাস্ত্র ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রের বিপরীত ব্যবহার প্রতিপন্ন করিয়া লোকায়তিক শাস্ত্রপ্রসক্ত। এই সমস্ত ব্যক্তি কখন সাধুগণের নিকটে পূজা পান না। উচ্চবংশীয় বা নীচ-বংশীয়, বীর বা পুরুষাভিমানী, শুচি বা অশুচি—মানুষ যাহাই হউক বেদানুমত আচার এবং তাহার অভাব দ্বারাই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

আপনি যে সমস্ত ব্যভিচার করিতে বলিতেছেন তাহাতে লোকে কার্য্যত অনার্য্য হইলেও আর্য্যের মত, শৌচাচার হীন হইয়াও শুচির মত, অলক্ষণ হইয়া লক্ষণযুক্তের মত এবং দুঃশীল হইয়াও আপনাকে শীলবান মত মনে করিবে। আমি যদি আপনার উপদেশ মত লোক-সঙ্কর-কারক অধর্ম্মমার্গকে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করি এবং প্রকৃত শুভপথ পরিত্যাগ করিয়া অবৈধ আচরণে প্রবৃত্ত হই, তবে কার্য্য কি অকার্য্য কি ইহা যাঁহারা নিশ্চয় করিয়াছেন সেইরূপ চেতনবান্ পুরুষ মাত্রেই আমাকে লোক-দূষণ দুর্ব্বৃত্ত ভাবিয়া কোন মতেই আমাকে বহু-মান্য করিবেন না। আপনার উপদেশ মত যদি আমি চলি তবে কোন্ আচরণ আমার করা হইল? আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল তখন আর আমার সদ্গতি লাভের প্রত্যাশা কি রহিল? আমি যখন প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনই করিতে পারিলাম তখন ত আমি কামবৃত্ত হইলাম—যথেচ্ছাচারীই হইলাম তখন সমস্ত লোক আমার দৃষ্টান্ত মতই চলিবে কারণ

"যদ্বৃত্তাঃ সন্তি রাজানস্তদ্বৃত্তাঃ সন্তি হি প্রজাঃ"

রাজার যেরূপ আচার প্রজারও সেইরূপ হইয়া থাকে। সত্য এবং অনিষ্ঠুরতা—সর্ব্বভূতে দয়া ইহাই সনাতন রাজধর্ম্ম। সুতরাং রাজার রাজ্য সত্যে প্রতিষ্ঠিত, অধিক কি সমস্ত লোক সত্যেই বিধৃত। ঋষিগণ, দেবতাগণ সকলেই সত্যেরই আদর করেন "সত্যবাদী হি লোকেঽস্মিন্ পরং গচ্ছতি চাক্ষয়ম্" কারণ সত্যবাদী যাঁহারা এই লোকে কেবল তাহারাই অক্ষয় ব্রহ্মলোক লাভ করেন।

"উদ্বিজন্তে যথা সর্পান্নরাদনৃতবাদিনঃ"

"ধর্ম্মঃ সত্যপরো লোকে মূলং সর্ব্বস্য চোচ্যতে"

"সত্যমেবেশ্বরো লোকে সত্যে ধর্ম্মঃ সদাশ্রিতঃ"
"সত্যমূলানি সর্ব্বাণি সত্যান্নাস্তি পরং পদম্"

সর্প যেমন লোকের উদ্বেগের কারণ মিথ্যাবাদী লোকও সেইরূপ। সত্য প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মই সকল উন্নতির মূল বলিয়া উক্ত হয়। ইহলোকে সত্যই ঈশ্বর, সত্যকেই ধর্ম্ম সর্ব্বদা আশ্রয় করিয়া থাকেন, সমস্তই সত্যমূলক, সত্য অপেক্ষা পরমপদ আর নাই। দান, যজ্ঞ, হোম, তাপ প্রদানকারী তপস্যা বেদই বিধান করিতেছেন আর বেদ সত্যেই প্রতিষ্ঠিত এই জন্য লোকমাত্রেরই সত্যপরায়ণ হওয়া উচিত। কেহ লোক পালন করেন কেহ বা স্বকুল পালন করেন, কেহ নরকে নিমজ্জিত হয়েন, কেহ বা স্বর্গে গমন করেন; এইপ্রকার ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিয়া আমি পিতার নির্দ্দেশ কি জন্য পালন করিব না? আমি সত্য পালনে প্রতিশ্রুত আছি। আমি সদাচারবান্, অতএব সত্যই আমার প্রতি উক্ত হইয়াছে, আমাকে সত্য পালনই করিতে হইবে। অতএব লোভ, মোহ বা অজ্ঞানবশতঃ মুগ্ধচিত্ত হইয়া পূর্ব্বে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া এক্ষণে পিতৃদেবের সত্য সেতু আমি ভগ্ন করিব না। শুনিয়াছি অসত্যসন্ধ চঞ্চল অস্থির মতি ব্যক্তির প্রদত্ত হব্যকব্যাদি কি পিতৃলোক কি দেবলোক কেহই গ্রহণ করেন না। প্রত্যগাত্মা বা জীবকে লক্ষ্য করিয়া এই যে সত্যপালন ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে ইহাকেই আমি সর্ব্বধর্ম্মের মধ্যে মুখ্য ধর্ম্ম বলিয়া দেখি। এই যে বনবাসে জটাবল্কলাদি ভার অথবা সত্যপালন-রূপ ভার, পূর্ব্ব পুরুষেরা ইহা আচরণ করিয়া গিয়াছেন, আমিও ইহার পক্ষপাতী। ক্ষুদ্র, হিংসুক, লোভী, পাপীরা ধর্ম্মবৎ প্রতিভাসমান বস্তুতঃ অধর্ম্ম যাহা সেবা করে আমি তাহা ত্যাগ করিব।

কায়েন কুরুতে পাপং মনসা সংপ্রধার্য্য তৎ।
অনৃতং জিহ্বয়া চাহ ত্রিবিধং কর্ম্মপাতকম্॥

মানসিক, কায়িক ও বাচনিক—পাপ এই তিন প্রকার। যদিও "কলৌ তু পাপ সংকল্পাদিতো ন দোষ ইত্যুক্তং ভাগবতে তথাপি মানুষ মনে মনে পাপ সঙ্কল্প করিয়া শরীর দ্বারা পাপ করে আবার তাহা ঢাকিবার জন্য মিথ্যা কথা কয়। যে পুরুষ সত্যপরায়ণ তাঁহাকেই ভূমি, কীর্ত্তি, যশ এবং লক্ষ্মী প্রার্থনা করিয় থাকেন, এই জন্য সত্য আশ্রয় করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আপনি যুক্তি দিয়া আমার রাজা হওয়া উচিত বলিয়া উহার যে শ্রেষ্ঠতা উপদেশ করিলেন তাহা নিতান্ত অনার্য্যের কার্য্য, নিতান্ত গর্হিত। পিতা আমার গুরু—

পিতার অগ্রে বনবাস করিব অঙ্গীকার করিয়া আমি এক্ষণে ভরতের কথায় গুরুবাক্য লঙ্ঘন করিব কিরূপে? পিতার সমক্ষে স্থিরপ্রতিজ্ঞা করিতে দেখিয়া দেবী কৈকেয়ী অতিশয় হৃষ্টমানসা হইয়াছিলেন আমি তাঁহার কাছেও মিথ্যাবাদী হইব কেন? অতঃপর আমাকে শুচি, সংযতাহারী হইয়া বনেই বাস করিতে হইবে। পবিত্র ফল মূল পুষ্প দ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণের তৃপ্তি সাধন করিয়া এবং পঞ্চইন্দ্রিয়ের সন্তোষ সাধন করিয়া আমি লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিব। অকপট হইয়া, শ্রদ্ধাবান হইয়া, কার্য্যাকার্য্য বিচার পরায়ণ হইয়া এই কর্ম্মভূমিতে যাহা শুভ তাহারই অনুষ্ঠান করা শ্রেয়ঃ। অগ্নি, বায়ু, সোম ইহারা শুভ কর্ম্ম করিয়াই আপন আপন লোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। শত যজ্ঞ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র দেবলোকের রাজা হইয়াছেন এবং মহর্ষিগণ উগ্রতপস্যা করিয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উগ্রতেজা রাজপুত্র জাবালির নাস্তিকতা পূর্ণ বাক্য সহ্য না করিয়া তাঁহার বাক্যের নিন্দা করিয়া তাঁহাকে পুনরায় বলিতে লাগিলেন—সত্য, ধর্ম্ম, চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা, ভূতে দয়া, প্রিয়বাদিতা, দেব দ্বিজ অতিথির পূজা—সাধুসন্তগণ এইগুলিকেই স্বর্গের পথ বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ এই গুলিকে সুখাফলপ্রদ বলিয়া শ্রবণ করিয়া, যুক্তি দ্বারা উহা নিশ্চয় করিয়া যথাবিহিত অনুষ্ঠান দ্বারা উৎকৃষ্টলোক আকাঙ্ক্ষা করেন। আমার পিতা যে আপনাকে যজ্ঞে ব্রতী করিয়াছেন তাঁহার এই কার্য্যের আমি নিন্দা করিতেছি; কারণ আপনি ধর্ম্মপথ হইতে একবারেই ভ্রষ্ট, আপনি নাস্তিক, আপনার বুদ্ধি বেদবিরোধিনী, আপনি নাস্তিক বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া পর্য্যটন করিয়া থাকেন। চোর যেমন দণ্ডার্হ, বুদ্ধমতাবলম্বী তথাগত নামক নাস্তিকও সেইরূপ দণ্ডার্হ। প্রজাগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য নিশ্চয়ই এইরূপ নাস্তিককে রাজার দণ্ড দেওয়া উচিত। আর দণ্ডের অযোগ্য যে সমস্ত জ্ঞানী ব্রাহ্মণ—তাঁহাদের উচিত নয় এইরূপ লোকের সঙ্গে বাক্যালাপও করা। আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা বহু শুভকর্ম্ম সাধন করিয়াছেন। ঐহিক আমুষ্মিক ফলে কামনা ত্যাগ করিয়া ইহারা শুধু ইহা বেদোক্ত ধর্ম্ম এই বলিয়া এই ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। সেইজন্য যে সমস্ত ব্রাহ্মণ অহিংসা সত্য প্রভৃতি প্রতিপালন করেন, যাঁহারা তপস্যা, দান, পরোপকারাদি এবং যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা বেদনির্দ্দিষ্ট পথে চলেন বলিয়াই শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা একমাত্র ধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্, তেজস্বী, অহিংসক, শুদ্ধচিত্ত, যাঁহারা প্রধানতঃ দানগুণ পরতন্ত্র ও সৎসঙ্গী

বশিষ্ঠাদি তাদৃশ ঋষিই লোকের পূজনীয় হয়েন ; আপনার মত স্বভাবাদী নাস্তিককে কেহই আদর করেন না।

মহাত্মা অদীনসত্ত্ব রাম ক্রোধভরে জাবালি ব্রাহ্মণকে বহু তিরস্কার করিলেন, বিপ্র তখন বিনয় বচনে সত্য সুপথ্য আস্তিক বাক্যে বলিতে লাগিলেন—

ন নাস্তিকানাং বচনং ব্রবীম্যহং
ন নাস্তিকোঽহং ন চ নাস্তি কিঞ্চন।
সমীক্ষ্য কালং পুনরাস্তিকোঽভবং
ভবেয় কালে পুনরেব নাস্তিকঃ॥

আমি নাস্তিকের কথা বলিতেছি না, আমি নাস্তিকও নহি, পরলোকাদি যে কিছুই নাই তাহাও নহে। লৌকিক ব্যবহার কাল লক্ষ্য করিয়া আমি নাস্তিকও হই আবার পারলৌকিক কাল লক্ষ্য করিয়া আস্তিকও হই। সেই কালও ক্রমশঃ সমাগত হইল—এই সময়ের জন্যই আমি নাস্তিক বাক্য বলিয়াছি। আমি যদি নাস্তিক বাক্য না বলিতাম তবে তোমার মুখ হইতে আস্তিক বাক্য শুনিয়া লোকে, ইতিহাসে তোমার প্রসিদ্ধি লাভ হইত কিরূপে? এখন আবার তোমার প্রসন্নতা লাভ জন্য আস্তিক বাক্য বলিলাম।

———

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

শ্রীগুরুর উপদেশ।

"ইমাং লোকসমুৎপত্তিং লোকনাথ! নিবোধ মে" বাল্মীকি

বংশস্মৃতি মানুষকে অতি শীঘ্র প্রকৃতিস্থ করে। রামকে ক্রুদ্ধ জানিয়া ভগবান্ বশিষ্ঠদেব বলিতে লাগিলেন জাবালিও লোকের ইহলোক ও পরলোকে গতাগতি জানেন। তোমাকে বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত তিনি ঐরূপ বলিলেন। যাহা হউক লোকনাথ! লোক সকলের সমুৎপত্তির কথা এখন শ্রবণ কর।

প্রলয়ে সমস্তই জলময় ছিল, সলিল হইতে পৃথিবী নির্ম্মিত হয়। পরে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা দেবগণের সহিত আবির্ভূত হইলেন। বিরাট পুরুষ বরাহ রূপ ধারণ করিয়া জলমগ্না বসুন্ধরাকে উত্তোলন করেন এবং সৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন স্বীয় পুত্রগণের সহিত সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মা নিত্য শাশ্বত অব্যয়। ইনি কারণোপাধি ব্রহ্মেশ্বর বিরাট, আকাশ হইতে উৎপন্ন। ইহাঁ হইতে মরীচি, মরীচি হইতে কশ্যপ, কশ্যপ হইতে বিবস্বান সূর্য্য, তাঁহা হইতে বৈবস্বত মনু। বৈবস্বত মনুই প্রথম প্রজাপতি, ইহাঁর পুত্র ইক্ষ্বাকু। মনু ইক্ষ্বাকুকে পৃথিবী দান করেন। এই ইক্ষ্বাকুই অযোধ্যার প্রথম রাজা। ইক্ষ্বাকুর পুত্র কুক্ষি। পরেপরে রাজগণের পুত্র সকলের নাম বলা হইতেছে। বিকুক্ষি —বাণ—অনরণ্য+অনরণ্যের রাজত্ব কালে কখন অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ বা তস্করতা ছিল না। পৃথু—ত্রিশঙ্কু (সত্যবাদী ছিলেন বলিয়া সশরীরে স্বর্গে গমন করেন)—ধুন্ধুমার—যুবনাশ্ব—মান্ধাতা—সুগন্ধি—(দুই পুত্র) ধ্রুবসন্ধিও প্রসেনজিৎ। ধ্রুবসন্ধি—ভরত—অসিত (হৈহয়, তাল জঙ্ঘ, শশবিন্দু রাজারা ইহাঁর শত্রু)। পরাজয় করিতে না পারিয়া মুনিবৃত্তি অবলম্বনে হিমালয়ে গমন। এই রাজার এক রাজ্ঞী কালিন্দ ভৃগুনন্দন চ্যবনের উপাসনা করেন, অপর রাজ্ঞী ইহার গর্ভ নষ্ট করিবার জন্য গরল প্রদান করেন। রাজ্ঞী গৃহে আসিয়া গরের (বিষের সহিত) পুত্র প্রসব করেন। পুত্রের নাম সগর—(ইনিই পুত্র-গণের সাহায্যে সাগর খনন করান)।—অসমঞ্জা (সর্ব্বদা পাপাচরণ করায় সগর পুত্রকে ত্যাগ করেন)—অংশুমান—দিলীপ—ভগীরথ—ককুৎস্থ—হইতে কাকুস্থ —রঘু। ককুৎস্থ হইতে কাকুস্থ এবং রঘু হইতে রাঘব নাম বংশ পরম্পরায় প্রচলিত। রঘু—প্রবৃদ্ধ, পুরুষাদক, কল্মাষপাদ ও সৌদাস। কল্মাষপাদ—শঙ্খন—(দৈবাৎ সসৈন্যে বিনষ্ট হন) শঙ্খন—সুদর্শন—অগ্নিবর্ণ—শীঘ্রগ—মরু —প্রশুশ্রব—অম্বরীষ—নহুষ—নাভাগ—অজও সুব্রত। অজ—দশরথ—দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র তুমি রাম। তুমি এখন রাজ্য গ্রহণ কর ও জগৎ পালন কর। জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমানে কনিষ্ঠ রাজা হইতে পারে না। তুমি বংশের এই সনাতন কুলধর্ম্ম বিনাশ করিওনা; পিতার ন্যায় যশস্বী হইয়া পৃথিবী শাসন কর।

বশিষ্ঠদেব পুনরায় বলিলেন—পুরুষ জন্মিলেই তাঁহার তিনজন গুরু হয়েন। পিতা, মাতা ও আচার্য্য। পিতামাতা শরীর দেন আর আচার্য্য প্রজ্ঞা দেন বলিয়া তিনিই গুরু। আমি তোমার পিতার ও তোমার গুরু। মম ত্বং বচনং কুর্ব্বন্নাতিবর্ত্তে সতাং গতিম্ আমার কথা শুনিলে তোমার অসৎগতি হইবে না।

এই এখানে তোমার পারিষদ, জ্ঞাতি, অধীন রাজা আছেন। ইঁহাদের প্রতি ধর্ম্মাচরণ করিলে তুমি সংগতি ভ্রষ্ট হইবে না। তোমার জননীও ধর্ম্মশীলা ও বৃদ্ধা। জননী বাক্য লঙ্ঘন করাও তোমার উচিত নহে। ইঁহার আজ্ঞা পালন করিলেও তোমার অসংগতি হইবে না। সত্যধর্ম্মপরাক্রম ভরত তোমাকে রাজা হইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন। তুমি রাজ্য গ্রহণ কর। রাম তখন বশিষ্ঠদেবকে বলিলেন—পিতামাতা পুত্রের যে উপকার করেন তাঁহাদের ঋণ কেহ শোধ করিতে পারে না। ইঁহারা বালকের জীবন রক্ষার্থ ক্ষীরান্নাদি প্রদান করেন, নিদ্রা আহরণ ও অঙ্গ মার্জ্জন করান, প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করেন। রাজা দশরথ আমার জনক ও প্রতিপালক। তিনি আমাকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন তাহা কখন মিথ্যা হইবে না।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

শ্রীরাম ও ভরত।

"কিং মাং ভরতকুর্ব্বাণং তাত প্রত্যুপবেক্ষ্যসে"। বাল্মীকি

কিছুতেই কিছু হইল না। পিতার নিকট প্রতিশ্রুতি কিছুতেই লঙ্ঘিত হইল না। রাম তখন ভরতকে বলিতে লাগিলেন—

ততঃ পিত্রৈব সুব্যক্তং রাজ্যং দত্তং তবৈব হি।
দণ্ডকারণ্যরাজ্যং মে দত্তং পিত্রা তথৈব চ॥

পিতা যে তোমাকে রাজ্য দিয়াছেন ইহা যেমন সুব্যক্ত সেইরূপ আমাকেও তিনি দণ্ডকারণ্য রাজ্য দিয়াছেন। "অতঃ পিতুর্ব্বচঃ কার্য্যমাবাভ্যামতি—যত্নতঃ" আমাদের অতি যত্নে পিতার বাক্যমত কার্য্য করাই উচিত।

পিতুর্ব্বচনমুল্লঙ্ঘ্য স্বতন্ত্রো যস্তু বর্ত্ততে।
স জীবন্নেবমৃতকো দেহান্তে নিরয়ং ব্রজেৎ॥

পিতৃবাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী হয় সে জীবদ্দশাতে ত মৃতই আর দেহান্তে তাহাকে নরকেই যাইতে হইবে। অতএব তুমি রাজ্য পালন কর আর আমরা দণ্ডক পালক হই। ভরত রামকে বলিলেন—কামুকো মূঢ়ধী-পিতা—পিতা কামুক, পিতা মূঢ়বুদ্ধি, আর রাম স্থির ভাবে বলিলেন—

ন স্ত্রীজিতঃ পিতা ব্রূয়ান্ন কামী নৈব মূঢ়ধীঃ।
পূর্ব্বং প্রতিশ্রুতং তস্মৈ সত্যবাদী দদৌভয়াৎ॥

পিতাকে স্ত্রী বশীভূত বলিওনা, তিনি কামকিঙ্করও ছিলেন না আর মূঢ়—বুদ্ধিও ছিলেন না। পিতা সত্যবাদী ছিলেন। পূর্ব্বে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘনের ভয়ে পাছে অসত্য স্পর্শ করে তাই এইরূপ করিয়াছেন। নরক অপেক্ষাও তাঁহার অসত্যের ভয় অধিক ছিল। বল দেখি রাঘব হইয়া আমরা সত্যলঙ্ঘন করি কিরূপে? জ্যেষ্ঠ থাকিতে কনিষ্ঠের রাজ্যে অধিকার নাই ইহাও সত্য; আর ইহাও আমাদের সনাতন কুল প্রথা; গুরুদেবও রাজা হইতে বলিতেছেন কিন্তু পিতা যে তোমাকে রাজ্য দিয়াছেন এবং আমাকে বন দিয়াছেন ইহার ব্যত্যয় যদি আমরা করি তবে ত অসত্যই পূর্ব্ববৎ থাকিয়া গেল। অতএব ইহা আমি করিবনা। "রাম বচন শুনি সভয় সমাজু। জনু জলনিধি মহুঁ বিকল জহাজু॥ রামের কথায় সকলে ভীত হইল—যেমন সাগর মধ্যে জাহাজ ব্যাকুল হয় সেইরূপ।

ভরতের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার আশা নাই। তখন ভরত বলিতে লাগিলেন আমিও লক্ষ্মণের মত বনে থাকিয়া তোমার সেবা করিব নচেৎ প্রায়োপবেশনে কলেবর ত্যাগ করিব। ভরত তখন সুমন্ত্রকে বেদীতে কুশ বিস্তার করিতে বলিলেন, আর্য্যের সম্মুখে প্রয়োবেশনই করিব দেখি ইহাতেও যদি তিনি আমার উপর প্রসন্ন হয়েন। নিরাহারে অবগুণ্ঠিত আননে ধনহীন উত্তমর্ণ ব্রাহ্মণ যেমন স্বধন গ্রহণের নিমিত্ত অধর্ম্মের দ্বারে শয়ন করিয়া থাকে আমিও সেইরূপ এই পর্ণকুটীরের দ্বারে প্রয়োপবেশন করিব। সুমন্ত্র রামের মুখাপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সুমন্ত্রকে বিলম্ব করিতে দেখিয়া ভরত আপনি কুশাসন আস্তীর্ণ করিয়া লইলেন। ভরত আতপে দর্ভ বিস্তার করিয়া মনে মনে প্রয়োপবেশনে কলেবর তাগ করিবেন নিশ্চয় করিয়া পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিলেন। আর রাম? হায়! স্বয়ং ভগবান বড়ই ব্যাকুল হইয়াছেন। ব্যাকুল হইয়া বলিতে লাগিলেন—

"কিং মাং ভরত কুর্ব্বাণং তাত প্রত্যুপবেক্ষ্যসে"

ভরত! ভাই! আমি এমন কি করিলাম যাহার জন্য তুমি আমার সমক্ষে প্রাণত্যাগ করিতে বসিলে? দেখ ভরত—

ব্রাহ্মণো হ্যেকপার্শ্বেন নরান্ রোদ্ধুমিহার্হতি।
নতু মূর্দ্ধাভিষিক্তানাং বিধি প্রত্যুপবেশনে॥

অপহৃত ধন ব্রাহ্মণই ধন আদায় করিবার জন্য লোকদিগকে উপরুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়া এই প্রকার একপার্শ্বে অধমর্ণের দ্বারদেশে শয়ন করিতে পারেন; কিন্তু মূর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয়গণের এইরূপ প্রত্যুপবেশনে অধিকার নাই। তাই অশাস্ত্রীয় কার্য্য করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে। নরশার্দ্দূল! তুমি উঠ! এই নিদারুণ ব্রত ত্যাগ কর। তুমি অবিলম্বে বনভূমি ত্যাগ করিয়া পুর-শ্রেষ্ঠ অযোধ্যায় প্রত্যাগমন কর।

ভরত ঐ ভাবে থাকিয়াই চারিদিকে দৃষ্টি প্রসারণ পূর্ব্বক গ্রাম ও নগরের অভ্যাগত সমস্ত লোকদিগকে বলিতে লাগিলেন আপনারা কি জন্য আর্য্যকে এই কার্য্যে অনুরোধ করিতেছেন না? সকলে বলিতে লাগিলেন আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা কোন প্রকারে অসঙ্গত নহে আর এই মহানুভব রামচন্দ্রও পিতৃবাক্য পালনে যে নির্ব্বন্ধ প্রদর্শন করিতেছেন তাহাও সর্ব্বাংশেই সঙ্গত। অতএব আমরা কাহাকেও প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিতেছি না। সেইজন্য নিরুত্তর আছি। রাম তখন বলিতে লাগিলেন ভরত! তুমি ত ইঁহাদের কথা শুনিলে? এক্ষণে তুমি সম্যক বিচার করিয়া দেখ! তুমি প্রায়োপবেশন হইতে উঠ এই কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত জন্য আমাকে স্পর্শ কর ও উদক স্পর্শ কর। ভরত তাহাই করিয়া বলিতে লাগিলেন—দেখুন আপনারা সকলেই আমার কথা শ্রবণ করুন।

ন যাচে পিতরং রাজ্যং নানুশাসামি মাতরং।
আর্য্যং পরমধর্ম্মজ্ঞং নানুজানামি রাঘবম্॥
যদি ত্ববশ্যং বস্তব্যং কর্ত্তব্যঞ্চ পিতুর্বচঃ।
অহমেব নিবৎস্যামি চতুর্দ্দশ বনে সমাঃ॥

আমি পৈতৃক রাজ্য প্রার্থনা করি নাই, জননীকেও অসৎ অভিসন্ধি সাধনের পরামর্শ দি নাই, পরম ধর্ম্মজ্ঞ আর্য্যের অরণ্য আশ্রয়ের কথাও জানিতাম না। যদি বনে বাস করিয়া, পিতৃবাক্য পালন করাই অবশ্য কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে আমিও ইঁহার সমান চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিব। রাম বিস্মিত হইয়াছেন, সকলের দিকে চাহিয়া রাম পৌরজানপদগণকে বলিতে লাগিলেন—পিতা জীবদ্দশায় যাহা ক্রয়, বিক্রয় বা বন্ধক সূত্রে আদান প্রদান

করিয়াছেন তাহার অপলাপ করিতে আমার বা ভরতের সামর্থ্য নাই। বনবাসে প্রতিনিধি নিয়োগ আমার পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয়। কৈকেয়ী যাহা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সঙ্গত আর পিতা যাহা করিয়াছেন তাহা ভালই করিয়াছেন। আমি ভরতকে জানি। ইনি ক্ষমাশীল ও গুরুজনের মর্য্যাদারক্ষক। সমস্ত কল্যাণই এক্ষেত্রে সত্যসন্ধ মহাত্মা ভরতেই শোভা পায়। আমি বন হইতে প্রত্যাগমন করিয়া এই ধর্ম্মশীল ভ্রাতার সহিত পৃথিবীর রাজা হইব। রাজা, কৈকেয়ী-বরদানে যাহা করিয়াছেন আমি সেইরূপই করিয়াছি। তুমি ভরত! এখন পিতাকে প্রতিজ্ঞা ঋণ হইতে মুক্ত কর।

ক্ষেপার ঝুলি।

পরশ মণি (ক)

আহা কি মধুর পরশ তোমার আমাকে নূতন করিয়া তুলিল, সুখ দুঃখে আকুল সে পুরাণ আমি আর নই, আমি নূতন, সব মধুর, সব মধুর ; ঐ সংসার, দুঃখের কারণ, ঐ স্ত্রী পুত্র দুঃখের কারণ,ঐ অভাব দুঃখের কারণ, ঐ বিষয় বাসনা দুঃখের কারণ, কত দুঃখের কারণ কল্পনা করে, রাম রাম জপ্‌তে জপ্‌তে দুঃখ ভোগ কর্‌ছিলাম, তারপর সরস পরশ সেজে কোথা দিয়ে তুমি এলে, আমায় পরশ কর্‌লে, সব কোথায় চলে গেল, শুধু আনন্দ! আহা ডুবিয়ে রাখ, তোমার পরশ মাঝে আমায় ডুবিয়ে রাখ ; আমায় ছেড়ে যেওনা, এ পরশ কেড়ে নিও না, তোমার পরশে সব নূতন হয়ে যায়। একপল পূর্ব্বে যাহা দুঃখের ব'লে মনে হচ্ছিল, পরশের সঙ্গে সঙ্গে তাহা আর খুঁজে পাই না। যদি পাই, দেখি, তাহা তোমার মঙ্গল হস্ত. যখন মনে হয় তোমার কোলে বসে আছি, তুমি আমায় দৃঢ় করে ধরে রেখেছ. তখন কেমন হয়, বেশ হয় নয়? আচ্ছা তোমার অনেক কাজ নয়? তুমি অমন করে ছুঁয়ে ছুঁয়ে পালিয়ে যাও কেন? একবারে ছুঁয়ে থাকনা, না না তুমি পালাবে কেন আমার মন পালায়—হাঁরে দুষ্ট মন

কেন পালাস্ কেহ কথা কবে না মন কথা কবে না তুমিও কথা কবে না।

শোন শোন তোমার পরশের সঙ্গে সঙ্গে যেন আমি আর একজন হয়ে যাই। সুখ দুঃখের বস্তু যা কিছু ছিল তার পরিবর্ত্তন হয় না; কিন্তু আমার আর হাহাকার থাকে না, থাকে শুধু আনন্দ আর আনন্দ। তোমার পরশের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কত আকুলি ব্যাকুলি, কত সঙ্কল্প বিকল্প, কত হাসি কান্না, যেমন পরশ আর কিছুই নাই। যদি জোর করে দুঃখ চিন্তা কর্‌তে যাই, দুঃখ খুঁজে পাই না, সত্যি তুমি একজন বড় ঐন্দ্রজালিক। যেমন পরশ কর্‌বে আর কিছু নাই। ছেড়ে দিলেই হাহাকার। তোমার মনের ইচ্ছা সবাই তোমায় ধরে থাকুক নয়? বেশত তাতে আমার আপত্ত কি, আমি কি তোমায় যেতে বলি, না ছেড়ে থাক্‌তে চাই, তুমি এমনি করে ধরে অনন্ত অনন্ত কাল থাক না, আমি তোমাতে ডুবে থাকি। আমি তোমায় ছেড়ে অন্য জিনিস চাই একথা যদি বল সে কথা আমি শুনব না। আমি ত তোমায় চাচ্ছি, আজ বলে কেন, কত দিন তা মনে কর্‌তে পাচ্ছি না। কত সাজে সেজে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি। স্ত্রী পুত্র, অর্থ সম্পদ এ সকলকে ভালবাসি আনন্দ হবে বলে, এইত সে আনন্দ ত তুমি, আমি ত আনন্দই খুঁজ্‌ছি। তবে আমি মণি খুঁজ্‌তে গিয়ে কাচ নিয়ে নৃত্য কর্‌ছি এই যা, তবু তুমি বল্‌বে আমি তোমায় চাই না; দেখ অপরে একথা বল্লে শোভা পায়, তোমার কিন্তু এ কথা বলা সাজে না। তুমি অন্তর্যামী তুমিত অন্তরের ভাব বোঝ আমি না হয় জিনিস ভুল করেছি কিন্তু আনন্দরূপী তুমি আমি তোমাকেই চাচ্ছি।

কিরে ক্ষেপা কি লিখ্‌ছিস্?

কিআর লিখব তোমার গুণের কথা।

লিখে কি কর্‌বি?

জগতে প্রচার করব।

তাতে তোর লাভ?

কেহ আর তোমায় চাবে না তখন একা হয়ে থাক্‌তে হবে যেমন দুষ্ট তেমনি হবে।

আমিত একাই রে।

তবে এই যে নর নারী কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতা এই যে জগৎ সংসার দেখ্‌ছি এসব কি?

ও কিছু নয়, আমি একাই আছি ও সব ভ্রম।

বা বা বেশ বুঝিয়ে দিলে আমি সব দেখ্‌তে পাচ্ছি তুমি বল্‌ছ কিছু নাই।

না কিছু নাই, আমিই আছি। তুই বেশ করে দেখ দেখি সব আমি কিনা! তুই দেখ না, তুই দেখ না বৃক্ষ লতা কীট পতঙ্গকে জিজ্ঞাসা কর না, সব আমি কিনা? তুই ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোমকে জিজ্ঞাসা কর না সব আমি কিনা? তুই শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধকে জিজ্ঞাসা কর না? চুপ করে রইছিস, দশ ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কারকে জিজ্ঞাসা কর না সব আমি কিনা?

আচ্ছা আমি স্বীকার কচ্ছি তুমিই সব কিন্তু তা হ'লেও তুমি একা নও আমি ত আছি।

কৈ তুই?

তুমিত মজার লোক আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ করতে চাও, এই আমি রয়েছি।

কে তুই?

এই তুমি ভগবান্—আমি তোমার—

বল তুই আমার কে?

আমি, আমি তোমার—তুমি বড় দুষ্ট, বল্‌তে দিলে না জিভটাকে চেপে ধর্‌লে কি করে বলি!

বুঝলি ত আমিই আছি এইবার আমাতে ডুব্‌তে চেষ্টা কর।

তাইত রাম রাম করে চীৎকার করি।

দেখ যে দূরে আছে তাকে চেঁচিয়ে ডাক্‌তে হয় যে কাছে থাকে তাকে ত চেঁচিয়ে ডাক্‌তে হয় না। একথা সাধুমুখে বলেছি তুই এখন মনে মনে ডাক।

তুমি আমার কাছে আছ একথা যখন ভুলে যাই তখন চীৎকার করা ছাড়া উপায় থাকে না।

বেশত কাছে আছি যখন বুঝতে পার্‌বি তখন আর ডাকতেও হবে না একথা সাধু মুখে বলেছি। এখন নাম লীলা স্বরূপ ইহার একটা না একটার চিন্তায় মনকে নিযুক্ত রাখ্‌বি নচেৎ তোর মন সংসার পাতিয়ে বড় সংসারী হয়ে হাহাকার কর্‌তে থাক্‌বে।

সত্যি তোমায় ভুলে গেলেই মনটা হাহাকার করেত? তাইত বল্‌ছি একবারও ভুলিস্ না, মনে ভুলিস ত জিবে ভুলিস না। ডাক ডাক খুব ডাক।

আচ্ছা ডাকি— রাম রাম সীতারাম
জয় জয় রাম সীতারাম।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র পুরাণতীর্থ।
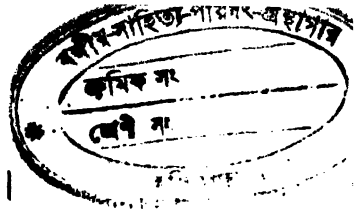
মরণ-রহস্য।

প্রায় ষষ্টিতম বর্ষ অতীত হইল শৈশবে স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের "বিভুর পূজা" শীর্ষক কবিতায় নিম্নে উদ্ধৃত যে চারিটি পদ পাঠ করিয়াছিলাম, এতদিনেও তাহা মন হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। অপিচ সততই মনে হয় ভক্তিমান্ গুপ্তকবি "মরিলে কি হয় কেহই জানে না" একথা কেন লিপিবদ্ধ করিয়া গেলেন ?

'শূন্য হতে পুণ্য পাপ গণ্য করি লয়।
অথচ জানে না কেহ, মরিলে কি হয়॥
যা হয় তা হয় মলে, বিফল বিচার।
প্রভুহে তোমার প্রতি, প্রণতি আমার॥

মরিলে কি হয়, তাহা যদি একেবারেই স্থির না থাকে, ইহ জন্মের ভাল মন্দ কর্ম্মাচরণের ফলাফল যদি স্থির না থাকে, তাহা হইলে এসংসারে সৎ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান, ধর্ম্মাচরণ ও তন্ময় চিত্তে ভগবানের আরাধনার, সঙ্গে সঙ্গে বা বিলম্বে ফলপ্রাপ্তির আশা একেবারে ব্যর্থ হইয়া যায়। "মলে যা হয় তা হয়" এ ধারণাকে মনে স্থান দেওয়া কি কর্ত্তব্য ? মৃত্যুরহস্য ভেদ করিয়া এই ভারতভূমিতে, মেধাবী, ভক্ত, দৈবশক্তি সম্পন্ন, প্রত্যক্ষদর্শি ব্যক্তিগণ এবং ঋষি যোগিগণ সময়ে সময়ে যিনি যে মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহা সকলেই স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য। ভক্ত, প্রত্যক্ষদর্শী ও দৈব শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ যে কেবল মাত্র ভারতক্ষেত্রেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এমত নহে। জগদীশ্বর তাঁহার বিশাল রাজ্যের সর্ব্বত্রই ঐ প্রকার ব্যক্তিগণকে কালে কালে প্রয়োজনানুসারে পাঠাইয়া থাকেন ও তাঁহার সূক্ষ্মবিচারের, মহিমার ও দয়ার পরিচয় দেন। আমাদের জ্ঞান ও শক্তি অতি অল্প। সেই জন্যই তাঁহার বিচারের, মহিমার ও দয়ার জলন্ত দৃষ্টান্ত আমরা সকল সময়ে সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাই না, আবার দেখিতে পাইয়াও আত্মকর্ম্ম দোষ বুঝিতে পারি না। সঙ্গে সঙ্গে বা বিলম্বে আমাদের আচরিত কর্ম্মের ফলভোগ দান যে শ্রীভগবানের নিত্য কর্ম্ম তাহা একেবারে সত্য। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস তাঁহার রচিত শ্রীমদ্ভাগবতে "কর্ম্মই ঈশ্বর" ইহা জলন্ত অক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন। জীবগণ কর্ম্মের দ্বারাই উত্তম, মধ্যম, অধম নানারূপ

দেহলাভ করিয়া থাকে, আবার কর্ম্ম দ্বারাই তাহা ত্যাগ করে। কর্ম্মই জীবের শত্রু, মিত্র ও উদাসীন।

"দেহানুচ্চাবচান্ জন্তুঃ প্রাপ্যোৎসৃজতি কর্ম্মণা।
শত্রুর্মিত্র মুদাসীনঃ কর্ম্মৈব গুরুরীশ্বরঃ॥ ১৭।২৪ অ।১০ম স্কন্ধ
শ্রীমদ্ভাগবতম্।

পুরাকালের ইতিহাস পাঠে জানা যায় উৎকট পুণ্য বা উৎকট পাপ কর্ম্ম করিলে ইহ শরীরেই তাহার ফলাফল ভোগ হয়। কথিত আছে নন্দীশ্বর নামক জনৈক ব্যক্তি উৎকট তপস্যা করিয়া তদ্দেহেই দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র তীব্রতম তপস্যা দ্বারা ইহ শরীরেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন ও রাজানহুষ উৎকট পাপে সর্পশরীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

'ত্রিভিব র্ষৈস্ত্রিভির্মাসৈ স্ত্রিভিঃ পক্ষৈ স্ত্রিভির্দিনৈঃ।
অত্যুৎকটৈঃ পুণ্যপাপৈরিহৈব ফলমশ্নুতে॥"

তর্কস্থলে আমরা যাহাই বলি না কেন আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মাচরণের ফল যে কখন কখন বর্ত্তমান দেহে ও কখন কখন বর্ত্তমান দেহ ত্যাগ করিলেও ভোগ করিতে হয়, তাহা অনেক সময়ে, বিশেষতঃ জ্ঞানত বিনা অপরাধে কষ্ট পাইলে আমরা অন্তরে অন্তরে বিলক্ষণ বুঝিতে পারি ও দেহস্থিত কোন এক অজ্ঞাত শক্তি সময়ে সময়ে আমাদেরই মুখ হইতে জন্মান্তর বিশ্বাস ধারণা বাক্য বাহির করাইয়া দেয়। যাহাই হউক অভিজ্ঞতা, গ্রন্থ পাঠের ফলে ও সংস্কার বশতঃ এ সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা ও যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান জন্মিয়াছে তাহাই সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া হৃদয়ের ভার লাঘব করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ঈশ্বর নিরূপণ বিদ্যাই প্রকৃত সার বিদ্যা। এই বিদ্যাই ভারতক্ষেত্রের চিরপ্রসিদ্ধ ষড়দর্শন। গৌতম, কণাদ, কপিল, পতঞ্জলি, জৈমিনি প্রভৃতি মুনিগণ ও মহর্ষি বেদব্যাস উক্ত ষড়দর্শন প্রণেতা। ষড়দর্শন একমতে বলেন, মানব যে কর্ম্ম করে, এক জন্মেই হউক আর বহু জন্মেই হউক তাহাকে তাহার শুভাশুভ ফল ভোগ করিতে হয়। এ জনমের আচরিত কর্ম্মই দৃষ্টকর্ম্ম, আর পূর্ব্বজন্মের আচরিত কর্ম্মই যোগিগণের ভাষায় "কর্ম্মাশয়" ও যাজ্ঞিকগণের ভাষায় "অদৃষ্ট" অর্থাৎ যাহা প্রত্যক্ষ হয় না। ভগবান্ স্বয়ং কর্ম্মের বশতাপন্ন। তিনি যে কর্ম্মের বশতাপন্ন তাহা তিনি

ব্রহ্মাণ্ডে স্বয়ং সৃষ্টিকাল হইতে দেখাইয়া আসিতেছেন। এই কর্ম্মবশে, লোক—হিতার্থে ও গুণ প্রকাশের অভিপ্রায়ে, তিনি নৃসিংহ, জামদগ্ন্য, কল্কী, নারদ, ব্যাস, বরাহ, রামচন্দ্র, যজ্ঞ, ধন্বন্তরি, পৃথু, বলরাম, মোহিনী, বামন, দত্তাত্রেয়, মৎস্য, কপিল, সনৎকুমার, নরনারায়ণ, কূর্ম্ম ও ঋষভ ইত্যাদি রূপে জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যথা নৃসিংহ, জামদগ্ন্য ও কল্কী অবতারে তাঁহার ধৈর্য্যগুণ প্রকটিত করেন। নারদ, ব্যাস, বরাহ ও বুদ্ধ অবতারে ঐশ্বর্য্যের অঙ্গ ধর্ম্ম প্রকটিত করেন। রামচন্দ্র যজ্ঞ, ধন্বন্তরি, ও পৃথু অবতারে তাঁহার কীর্ত্তি প্রকটিত করেন, বলরাম, মোহিনী এবং বামন অবতারে তাঁহার জ্ঞান প্রকটিত করেন। নরনারায়ণ কূর্ম্ম ও ঋষভ অবতারে তাঁহার বৈরাগ্য প্রকটিত করেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ অবতারে ঐ সকল শক্তি ও গুণ একত্রে প্রকটিত করেন। শাস্ত্রে ইহাও লিখিত আছে যে যে শক্তিবলে তিনি ব্রহ্মা নামে অভিধেয় ও প্রকাশিত সেই ব্রহ্মাও কর্ম্মের বশতাপন্ন হইয়া কখন পদ্ম হইতে, কখন সলিল হইতে, কখন অণ্ড হইতে, কখন আকাশ হইতে উদ্ভূত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডে কোথাও শিবের আকারে, কোথাও বাসবের আকারে, কোথাও বিষ্ণুর আকারে, কোথাও সূর্য্যের আকারে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। ইহাও কথিত আছে। পুরাকালে দণ্ডকারণ্যবাসী যে সকল মহর্ষি কর্ম্মফলে শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়াছিলেন, তাঁহারাই যুগান্তরে কর্ম্মফলের বশবর্ত্তী হইয়া স্ত্রী দেহ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোকুলে একত্র হইয়া পরমানন্দ ভোগ করিয়াছিলেন। সুতরাং আমাদের মনে হয়, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অবয়ব ধারণ স্বয়ং ভগবানের অভিপ্রেত। আবার শাস্ত্রে ইহাও লিখিত আছে যে, যে মহাপুরুষ—যে বৈষ্ণব শিরোমণি, চ্যবনমুনির পুত্র দস্যু রত্নাকরকে শ্রীরামচরিত শ্রবণ কাইরয়া ভক্তিভরে তন্ময় হইয়া রামনাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে উপদেশ দেন, সেই হরিভক্তি পরায়ণ পুরুষই, সহস্রবর্ষ পরে ভূমণ্ডলে আবির্ভাব হইয়া বেদান্তদর্শন প্রণেতা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নকে ভক্তিমার্গ অবলম্বনে মহাগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত্ রচনা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। দেবর্ষি নারদ, ব্যাস সমক্ষে আত্মজীবন কাহিনী বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়া বলিয়াছিলেন "দেখ ব্যাস! পূর্ব্বকল্পে আমার নরযোনিতে জন্ম হয়। তৎকালে বেদাধ্যয়ন ও বেদগানরত কোন ব্রাহ্মণ গৃহে এক দাসীর গর্ভে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। ঐ সময়ে কতকগুলি যোগী বর্ষাকালে অরণ্য ছাড়িয়া লোকালয়ে নিরাপদবাস করিবার উদ্দেশ্যে ঐ ব্রাহ্মণের গৃহে আগমন

করিয়াছিলেন। আমি বেদবাদিগণের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলাম। বালক হইয়াও একেবারে চপলতাশূন্য ছিলাম; এবং আমার মন, বুদ্ধি ও দেহাদি সংযত ছিল, সেই জন্য অল্প কথা কহিতাম এবং নিয়ত যোগিগণের সেবা করিতাম *। সেই সকল দেখিয়া, অর্থাৎ আমার যোগ্যতা বিচার করিয়া যোগিগণ আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যোগিগণের আচরণে তাঁহাদের গীতের সুমধুর স্বর, আমার মনকে আকৃষ্ট করিত। আমি গীতগুলিনের অর্থ বুঝিতে পারিতাম না। ক্রমে আমার মনে শ্রদ্ধা, জ্ঞান ও ভক্তির সঞ্চার হয় ও অলক্ষিতভাবে আমার কৃষ্ণ কথা শুনিবার ঘোর আসক্তি জন্মায়। অবশেষে আমার মন শ্রীহরিতেই নিবদ্ধ হইয়া পড়ে।"

এই সময়ের কিয়দ্দিবস পরে নারদের মাতার সর্পাঘাতে মৃত্যু হয় ও নারদ-মনের আবেগে গৃহত্যাগ করিয়া শ্রীহরির দর্শন প্রাপ্তির জন্য অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহার শ্রীহরির দর্শন লাভ হয়। শ্রীহরি নারদের কর্ম্ম বিচার করিয়া পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে "সপ্তস্বর বিভূতি" নামক একটী বীণা দান করেন। কাল পূর্ণ হইলে নারদ দেহ ত্যাগ করেন। তৎপরে শ্রীহরি তাঁহার কর্ম্মফল স্বরূপ তাঁহাকে "শুদ্ধাং ভাগবতীংতনুম" দান করেন।

"প্রযুয্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্।
আবদ্ধ কর্ম্মনির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ॥" ২৯।৬ অ। ১ম স্কন্দঃ।
শ্রীমদ্ভাগবতম্।

কল্পাবসানে বা প্রলয়ের নিশার অবসানে, নারদ, শ্রীহরির শরীর হইতে তাঁহার ন্যায় কর্ম্মী ও ভক্ত মরীচি মিশ্রা ঋষিগণের সহিত পুনরায় জগতে দেখা দেন।

---

* অহং পুরাতীত ভবেঽভবংমুনে
দাস্যাশ্চ কস্যাশ্চন বেদবাদিনাম।
নিরূপিতো বালক এব যোগিনাং
শুশ্রূষেণ প্রাবৃষি নিবিবিক্ষতাম্। ২৩।
তে ময্যপেতাখিল চাপলেঽর্ভকে
দান্তেঽধৃতক্রীড়নকেঽনুবর্ত্তিনি।
চক্রুঃ কৃপাং যদ্যপি তুল্যদর্শনাঃ
শুশ্রূষমাণে মুনয়োঽল্প ভাষিণি॥ ২৪। ৫ম অ। ১ম স্কন্দঃ
শ্রীমদ্ভাগবতম।

"সহস্রযুগপর্য্যন্ত উত্থায়েদং সিসৃক্ষতঃ।
মরীচিমিশ্রা ঋষয়ঃ প্রাণেভ্যোঽহঙ্কজজ্ঞিরে॥" ৩১।৬ অ। ১ম স্কন্দঃ ঐ।

শ্রীনারদের মন্ত্রে দীক্ষিত শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস তাঁহার প্রণীত জগতের অতুলনীয় শ্রীমদ্ভাগবত্ নামক মহাগ্রন্থে সহজবোধ্য ভাষায় ঐ ভাবই প্রকারান্তরে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, অর্থাৎ বলিয়াছেন যে, যে প্রকার গমনকারী ব্যক্তি এক পদে অগ্রবর্ত্তী ভূভাগ অবলম্বন করিয়া অন্যপদে প্রাচীন ভূভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম্মুখস্থ অপর ভূভাগকে আশ্রয় করিয়া গমন করিতে থাকে, কিম্বা যে প্রকার তৃণ জলৌকা এক তৃণ অবলম্বন পূর্ব্বক অন্য তৃণ পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতে থাকে, সেই প্রকার একদেহ অঙ্গীকার পূর্ব্বক অপর দেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহাভিমানী জীবও **কর্ম্মমার্গে** গমন করে।

"দেহেপঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কর্ম্মাঽনুগোঽবশঃ।
দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতেবপুঃ॥ ৩৯
ব্রজংস্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি।
যথাতৃণ জলৌ(লূ)কৈবং দেহী কর্ম্মগতিংগতঃ॥" ৪০।১ অ।
১০ম স্কন্দঃ। শ্রীমদ্ভাগবতম্।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে এ সম্বন্ধে অর্জ্জুনের সংশয় নিবারণার্থে স্বয়ং শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপ ধারণ করিয়া ঐ মতই প্রকাশ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ বলিয়াছিলেন, "হে অর্জ্জুন! যাবৎ কর্ম্মক্ষয় দ্বারা মুক্তি না হয় তাবৎ মৃত্যু ও পুনর্জ্জন্ম নিশ্চয়, অর্থাৎ যেমন জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ করিয়া আমরা নববস্ত্র পরিধান করি, দেহীর মরণও তদ্রূপ অর্থাৎ জীর্ণ দেহত্যাগ ও অভিনব দেহ ধারণ। স্বতন্ত্র ভাষায় পুনরায় বলিয়াছেন, মানবের জীবিতাবস্থায় যেমন কৌমার, যৌবন ও জরাবস্থা প্রাপ্তি প্রত্যক্ষ, সেইমত দেহান্তর প্রাপ্তি অনিবার্য্য অবস্থা, তবে ভাল মন্দ কর্ম্ম বিচার করিয়া আমি জীবকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের দেহ দান করি। পরাগতি প্রাপ্তি বহুজন্মের প্রযত্নের দ্বারা উপার্জ্জিত পুণ্যের ফল।"

জাতস্যহিধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্মমৃতস্য চ।"
২৭।২ অ। শ্রীগীতা।

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা—
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী"। ২২।২ অ। ঐ

"অনেক জন্ম সংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাংগতিম্" । ৪৫।৬ অ। ঐ
''দেহিনো হস্মিন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তি ধীর স্তত্র ন মুহ্যতি॥'' ১২। ২অ। ঐ
"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তি র্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥" ১৩।২ অ। ঐ

শ্রীকৃষ্ণের মুখোচ্চরিত "কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্" বাক্য স্মরণ করিয়া ও সকল ঋষি যোগিগণের মতের সারাংশ গ্রহণ করিয়া, ভগবান মনু তাঁহার বিখ্যাত সংহিতায় সংক্ষেপে লিখিয়া গিয়াছেন যে প্রলয়ের পরে পুনঃ সৃষ্টি কালে সৃষ্টিকর্ত্তা জীবের কর্ম্মবিচার করিয়া দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি পর্য্যন্ত সৃষ্টি করেন। আরও লিখিয়াছেন, মন, বাক্য, দেহ দ্বারা নিষ্পন্ন যে কর্ম্ম তাহা পুণ্য পাপ বা যোগাদি ধ্যান আচরণ অনুসারে সুখদুঃখফলক, তজ্জন্য মনুষ্য তির্য্যগাদিরূপে বা বক্রগতিতে উত্তম, মধ্যম, অধম জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়।

যেষাস্তু যাদৃশং কর্ম্ম ভূতানামিহ কীর্ত্তিতং।

তত্তথা বোঽভিধাস্যামি ক্রমযোগঞ্চ জন্মনি॥" ৪১।১ম অধ্যায় মনুসংহিতা।

শুভাশুভফলং কর্ম্ম মনোবাগ্‌দেহসম্ভবং।

কর্ম্মজা গতয়ো নৃণামুত্তমাধমমধ্যমাঃ॥ ৩।১২ অঃ ঐ

আমরা দেখিতে পাই ভারতের পৌরাণিক কালের ঋষি যোগিগণের ন্যায় অপরাপর ভূভাগের মনস্বীগণ এই মরণ রহস্য ভেদ করিবার অভিপ্রায়ে ভিন্ন ভিন্ন যুগে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং ভারতের পৌরাণিক কালের ঋষি যোগিগণের সহিত সমস্বরে মরণের পর নবদেহ ধারণ যে অবশ্যম্ভাবী তাহা স্বীকার করিয়াগিয়াছেন।

কথিত আছে পূর্ব্বজন্মের সংস্কারের অস্তিত্ব পরীক্ষার জন্য মিশর দেশের রাজা সমিসটিকস্ (Psamitichus) দুইটী অজ্ঞাত সদ্য প্রসূত শিশুকে কোন এক মেষ পালকের হস্তে সমর্পণ করিয়া আদেশ দেন যে তাহাদের সম্মুখে যেন কোন বাক্য উচ্চারণ করা না হয়। শিশুদ্বয়ের দুই বৎসর বয়ঃক্রম হইলে তাহাদের পরীক্ষার জন্য রাজসমীপে আনায়ন করা হয়। রাজা লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন তাহারা উভয়েই "বিকস" (Bekos) এই শব্দ স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিতেছে। অনুসন্ধানে রাজা জ্ঞাত হইলেন বিকস শব্দের অর্থ রুটি ও উহা ফ্রিজিয়ান (Phrygian) ভাষা। তখন রাজা অনুসন্ধানের দ্বারা স্থির করিলেন যে শিশুদ্বয় ফ্রিজিয়ান জাতি, পূর্ব্বজন্মের সংস্কার বশতঃ তাহারা ঐ শব্দ উচ্চারণ করিতেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানানন্দ দেব শর্ম্মা (রায় চৌধুরী)

২২শে

১৩৩৪ সালের—বর্ষসূচী।

ব

ভ

ম

য

র

স

শ

হ

ক্ষ

মাত্র ধ্যান করেন, মধ্যম অধিকারী সত্তা ও চৈতন্য ধ্যান করেন এবং উত্তম অধিকারী অস্তি, ভাতি ও প্রিয় অথবা সত্তা, চৈতন্য ও সুখ অথবা সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই ত্রিবিধ স্বরূপ ধ্যান করেন।

শাস্ত্র বলেন কাষ্ঠ শিলাদিতে নাম রূপ ত্যাগ করিয়া কেবল সত্তা মাত্র চিন্তা করিবে; রজঃ ও তমঃ অথবা ঘোর ও মূঢ় বৃত্তিতে দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্য মাত্রের ধ্যান করিবে এবং সত্ত্ব বা শান্ত বৃত্তিতে সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দ এই তিনেরই ধ্যান করিবে।

স্বরূপ সম্বন্ধে এই শাস্ত্র নিশ্চয় করিলেন যে নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্য তত্ত্বই এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য আর এই চৈতন্য তত্ত্বই আনন্দময় ও জগৎ কারণ। কিন্তু প্রকৃত্যাদি জড় বর্গ জগতের কারণ নহে। দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় এই চৈতন্যেই জগচ্চিত্র ভাসমান হইয়া থাকে। শিব শক্তি স্বরূপ এই অখিল জগৎ স্বাত্মচৈতন্য মাত্র ইহা বুঝাইবার জন্য ত্রিপুরা রহস্যের জ্ঞান খণ্ড নামক প্রকরণ।

প্রশ্ন—স্বরূপের কথা কথঞ্চিৎ বলা হইল এখন রূপের কথা বলিতে হইবে। জগদম্বা কোন রূপে জগতে বিরাজ করেন?

উত্তর এই জগৎ কি এবং জগদম্বার সহিত ইঁহার সম্বন্ধ কি ইহা না জানিলে জগদম্বাতে স্থিতি লাভ করা যাইবে না।

প্রশ্ন – বলুন।

উত্তর—নিরবচ্ছিন্না চিৎস্বরূপা যিনি, সমস্ত দৃশ্য বস্তুর কারণ স্বরূপ যে ব্রহ্মানন্দ, সেই ব্রহ্মানন্দ যাঁহার স্বরূপ তাঁহাতে এই জগদাত্মক অদ্ভুত চিত্র প্রতিবিম্বিত হইয়া এই অরূপকে রূপ দিয়াছে। যে রূপ ধরিয়া ইনি জগতে প্রকাশমান সেই রূপটি হইতেছে দর্পণে চিত্র-বিচিত্র প্রতিবিম্বিত হইলে দর্পণের যে রূপ হয় সেইরূপ। আবার বলি ইঁহার রূপ হইতেছে চিত্র প্রতিবিম্বিত দর্পণের ন্যায়। তাই মঙ্গলাচরণ শ্লোকের শেষ অংশে বলা হইয়াছে "বিরাজতে জগচ্চিত্রচিত্রদর্পণ রূপিণী"। "নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি" - ইনি নিত্যা কারণ ইনি সচ্চিদানন্দরূপিণী। ইনি জগৎ প্রতিবিম্ব মাখিয়া জগৎমূর্ত্তি। আবার দেবতা-গণের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য তিনি করচরণ সম্বলিত মূর্ত্তি ধারণ করেন।

মা—অতি স্বচ্ছ দর্পণ মত। স্ফটিক শিলা ঘন, নিরন্ধ্র, নিরেট বলিয়া যেমন ইহার ভিতরে কোন কিছুই প্রবেশ করিতে পারে না সেইরূপ এই কারণানন্দরূপিণী পরচিন্ময়ী জগদম্বা শুদ্ধ চৈতন্যরূপিণী—ইহঁার ভিতরে কোন কিছুই থাকিতে পারে না কারণ ইনি সর্ব্বদা পরিপূর্ণ। চৈতন্যে চৈতন্যই আছে; আর কিছুই

নাই। সাগরের উপরে যে তরঙ্গ ভাঙ্গে ভাসে তাহা জল ভিন্ন আর কিছুই নহে। রূপ দ্বারা এই অরূপের রূপ ঢাকা পড়ে। তাই বলা হইয়াছে জগদাত্মক বিচিত্র চিত্র এই দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া জগতের বিচিত্ররূপে এই অরূপের রূপ হইয়াছে।

জগৎটা তবে কি? ইহা যদি প্রতিবিম্বই হয় তবে ইহার বিম্ব কোথায়? স্ফটিক শিলায় যে পার্শ্ববর্ত্তী বন পর্ব্বত বৃক্ষাদির প্রতিবিম্ব ভাসে, সেই সমস্ত প্রতিবিম্বের বিম্ব আছে কিন্তু এখানে প্রতিবিম্ব ভাসিয়াছে অথচ বিম্ব নাই। এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে প্রতিবিম্ব কাহার? কোথা হইতে আসিল? ভাসিল কিরূপে? উত্তর হইতেছে ইহা সঙ্কল্পের প্রতিবিম্ব। এই সঙ্কল্প-স্পন্দ শক্তির ভিতরে জীবের অপূর্ণ বাসনার চিত্র মাত্র। সেই জন্য জগৎটা কল্পনা মাত্র—ইহা চিত্তস্পন্দন কল্পনা। অস্পন্দ যিনি তিনি ব্রহ্ম, তিনি পরচিন্ময়ী, কারণানন্দরূপিণী। ইহাঁরই আর একটা স্বভাব হইতেছে স্পন্দশক্তি। এই স্পন্দশক্তিই চেত্যতা প্রাপ্ত হয়েন—ইনিই স্বভাবতঃ বহির্ম্মুখে আসিয়া জগৎ বিস্তার করেন। কল্পনার মূর্ত্তি এই জগৎ ভিতর হইতে বাহিরে বিচিত্রভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়া চিদানন্দ-রূপিণী জগন্মাতাকে রূপ দিয়াছে। মায়ের স্থূলরূপ ও যেমন আছে, সেইরূপ সূক্ষ্মরূপ হইতেছে মন্ত্র আর পরারূপ হইতেছে বাসনা। যাহা হউক কল্পনা এই আছে, এই নাই বলিয়া ইহা মিথ্যা। সেই ভাবে জগতও মিথ্যা।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে কল্পনা ত ভিতরেই ভাসে কিন্তু জগতকে তবে বাহিরে দেখা যায় কেন? ইহার উত্তরে বেদান্ত শাস্ত্র বলেন "বিশ্বং দর্পণ দৃশ্যমান নগরী তুল্যং নিজান্তর্গতং। পশ্যন্নাত্মনি মায়য়া বহিরিবোদ্ভুতং যথা নিদ্রয়া॥" নিদ্রাকালে জীব যে স্বপ্ন দেখে তাহাতে কিন্তু বাহিরের কোন বস্তুই থাকে না অথচ সমস্ত যেন বাহিরে দেখিতেছি মনে হয়। এক্ষেত্রে বাহিরের কোন বস্তু না থাকিলেও মনই বহু আকার ধরিয়া ভিতরেই নৃত্য করে আর এই সমস্তই যেন বাহিরে দেখিতেছি মনে হয়। ইহাই আত্মমায়া।

জগৎ সম্বন্ধে তবে কি নিশ্চয় হইল? শাস্ত্র স্পষ্টভাবে মীমাংসা করিয়া দিতেছেন জগৎটা ভিন্ন প্রকৃতির মানুষের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়। যাহারা মূঢ়বুদ্ধি, তাহাদের কাছে জগৎ সত্য; যাঁহারা বিচারবান তাঁহাদের নিকটে জগৎ অনির্ব্বচনীয় আর যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহাদের নিকটে জগৎ মিথ্যা। এই বিম্বশূন্য, মিথ্যা গন্ধর্ব্ব নগরবৎ প্রতীয়মান প্রতিবিম্ব মরুমরীচিকার ন্যায় না থাকিয়াও যেন আছে বলিয়া মনে হয়। এই গন্ধর্ব্বনগরকে, এই মরুমরীচিকাকে,

এই রজ্জু সর্পকে মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারিলে, এই মিথ্যকে মিথ্যা জানিয়া ভুলিতে পারিলে তবে জগদম্বাকে সর্ব্বদা লইয়া থাকা সম্ভব।

তাই বলা হইতেছে, বেদ যাহা বলিতেছেন, বেদান্ত যাহা বলিতেছেন, তন্ত্র শাস্ত্রও রূপ ও স্বরূপ সম্বন্ধে তাহাই বলিতেছেন। তন্ত্র শাস্ত্র বেদ হইতে ভিন্ন শাস্ত্র নহে। যদি তাহাই হইত তবে তন্ত্র ভারত হইতে বিতাড়িত হইত। বেদ বিরোধী কোন কিছুই এই বৈদিক আর্য্যজাতি গ্রহণ করেন নাই, করিতেও পারেন না; কারণ বেদবিরোধী যাহা, তাহা মিথ্যা, তাহা মনগড়া কল্পনা মাত্র।

শ্রুতং কচিন্নারদৈতৎ সাবধানেন চেতসা।
মাহাত্ম্যং ত্রিপুরাখ্যায়াঃ যচ্ছ্রুতিঃ পরসাধনম্॥ ২॥

অথতে কথয়াম্যদ্য জ্ঞানখণ্ডং মহাদ্ভুতম্।
যচ্ছ্রুত্বা ন পুনঃ ক্বাপি মনুষ্যঃ শোকমৃচ্ছতি॥৩

বৈদিকং বৈষ্ণবং শৈবং শাক্তং পাশুপতং তথা।
বিজ্ঞানং সম্যগালোচ্য যদেতৎপ্রবিনিশ্চিতম্॥ ৪

আদ্যেঽধ্যায়ে শ্রুতমিতপদৈ্যঃ পূজাদ্যুপাসনৈঃ। শুদ্ধচিত্তস্য রামস্য বিচারোদয় উচ্যতে॥ শ্রোতারমভিমুখয়িতুং শ্রুতমিত্যাদি॥২॥

মহাদ্ভুতত্বমেবাহ—যচ্ছ্রুত্বেতি॥৩॥

প্রকৃত জ্ঞানস্য সর্ব্বোত্তমত্বং বক্তুমাহ—বৈদিকমিতি। বৈদিকমৌপনিষদম্। বৈষ্ণবং পাঞ্চরাত্রোক্তম্। শৈবং ষড়র্দ্ধশাস্ত্রীয়ম্। শাক্তং মহোচ্ছুষ্মাদ্যুক্তম্। পাশুপতম্ কামিকোক্তম্। বিজ্ঞানম্ আত্মতত্ত্বনিশ্চায়কোপপত্তিজালম্॥

হাঁ নারদ! তুমি কি ইহা প্রণিহিত (সাবধান) চিত্তে শুনিয়াছ? সেই ত্রিপুরা দেবীর মাহাত্ম্য - যাহা শ্রবণ করিলে মোক্ষলাভ হয়?॥১॥

সেই মহা অদ্ভুত মাহাত্ম্য যাহা জ্ঞানখণ্ড নামে প্রসিদ্ধ তাহা অদ্য তোমাকে বলিব যাহা শ্রবণ করিয়া মানুষ আর শোকগ্রস্ত হয় না॥৩॥

উপনিষৎ, বৈষ্ণব পাঞ্চরাত্র, শৈবাগম, শক্তিপ্রদিপাদক শাস্ত্র, পাশুপত মত সম্যগালোচনা করিয়া যে নিশ্চিতবিজ্ঞান লব্ধ হইয়া থাকে তাহা তোমাকে বলিব॥৪॥

নৈতদ্বিজ্ঞানসদৃশমন্যন্মান সমারুহেৎ।
যথা শ্রী.দত্তগুরুণা ভার্গবায় নিরূপিতম্ ॥ ৫

উপপত্ত্যুপলব্ধিভ্যাং সমেতং বহুচিত্রিতম্।
অত্রোক্তেনাপি নো বেদ যদি কশ্চিদ্বিমূঢ়ধীঃ ॥৬

স কেবলং দৈবহতঃ স্থাণুরেব ন সংশয়ঃ।
ন তস্য স্যাদপি জ্ঞানং সাক্ষাচ্ছিবনিরূপিতম্ ॥৭॥

তত্তে শৃণু সমাখ্যাস্যে জ্ঞানখণ্ডাত্মনাস্থিতম্।
অহো সত্ত্বামদ্ভূতং হি বৃত্তং সর্ব্বগুণোত্তরম্ ॥ ৮

যন্মত্তোপ্যেষ দেবর্ষিঃ শুশ্রূষত্যপি কিঞ্চন।
অনুগ্রাহকতা চৈষা সতাং সহজসম্ভবা ॥ ৯

সর্ব্বোত্তমত্বাদেবাহ—নৈতদিতি। দত্তগুরুনিরূপিতম্ যথা মানসমারুহেন্ন তথান্যদিত্যর্থঃ ॥৫॥

কুত এবন্তদাহ—উপপত্তীতি। উপপত্তির্যুক্তিঃ। উপলব্ধিরনুভবঃ। বহু—কথাচিত্রিতম্। অত্রোক্ত জ্ঞানং চিত্তমারুহেদেবেতি ব্যতিরেক মুখেন দ্রঢ়য়তি-অত্রেতি ॥৬।৭॥

তৎ জ্ঞানখণ্ডাত্মনা স্থিতং শাস্ত্রম্। সর্ব্বজ্ঞকল্পং নারদং স্বস্মাদাখ্যানং শুশ্রূষন্তং স্তৌতি—অহো ইতি। সর্ব্বগুণৈরুত্তরং শ্রেষ্ঠম্ ॥ ৮ ॥ এষা শুশ্রূষা ॥৯॥

এই বিজ্ঞান সদৃশ হৃদয়ঙ্গম বিজ্ঞান অন্য কিছুই নাই, যাহা শ্রীদত্ত গুরু পরশুরামকে উপদেশ করিয়াছিলেন ॥৫॥

এই বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ কেন—তাহা বলিতেছেন। এই বিজ্ঞান যুক্তি ও অনুভব সমন্বিত এবং বহু কথা দ্বারা চিত্রিত। এই দত্তগুরুর উপদেশ দ্বারা যাহার তত্ত্ববোধ হয় না সে মূঢ় বুদ্ধি ॥৬॥

(এই শাস্ত্র হইতেও যাহার বোধের উদয় হয় না) সে দৈবহত বৃক্ষ তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার সাক্ষাৎ শিবনিরূপিত জ্ঞান কখন হইবে না ॥৭॥

সেই দত্ত গুরু নিরূপিত বিজ্ঞান, যাহা জ্ঞানখণ্ড নামে প্রসিদ্ধ তাহা তোমাকে বলিব তুমি শ্রবণ কর। শুশ্রূষু নারদকে প্রশংসা করিতেছেন অহো ইত্যাদি। অহো! দেবর্ষির সাধুতা এবং গুণোত্তর চরিত্র! যেহেতু আমার নিকট হইতেও এই দেবর্ষি নারদ কিঞ্চিৎ শ্রবণ করিতেও ইচ্ছা করেন। আমার

যথা ঘ্রাণোল্লাসকতা মৃগনাভেঃ স্বতঃ স্থিতাঃ।
এবং দত্তাত্রেয়মুখাচ্ছ্রুত্বা মহাত্ম্যবৈভম্॥ ১০
রামঃ সর্ব্বজনারামো জামদগ্ন্যঃ শুভাশয়ঃ।
ভক্ত্যাপহৃতসচ্চিত্তস্তূষ্ণীং কিঞ্চিদ্বভূব হ॥ ১১
অথাসাদ্য বহির্বৃত্তিং ভরিতানন্দলোচনঃ।
রোমাঞ্চ পীবরবপুঃ স্বান্তরানন্দনির্ভরঃ॥ ১২
হর্ষোঽস্মায়ন্ রোমকূপ বিভেদান্নির্গমন্নিব।
প্রণনাম দত্তগুরুং দণ্ডবচ্চরণান্তিকে॥ ১৩
উত্থায় হর্ষভরিতঃ প্রাহ গদ্‌গদসুস্বরঃ।
ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং শ্রীগুরো ত্বৎপ্রসাদতঃ॥ ১৪

এবং মাহাত্ম্যখণ্ডোক্তবৎ॥ ১০॥ ভক্ত্যা অপহৃতং নিলীনং সৎ শুদ্ধং চিত্তং যস্য॥ ১১॥

আনন্দ আনন্দাশ্রু। স্বীয়ঃ অন্তরঃ ভক্তিজনিতো য আনন্দঃ তেন নির্ভরঃ পূর্ণঃ॥১২॥

স্বান্তরমায়ন্ যো হর্ষঃ স রোমকূপবিভেদান্নির্গমন্নিব রোমাঞ্চপীবরবপু রিতি সম্বন্ধঃ॥১৩॥

যৎ প্রাহ তদেবাহ—ধন্য ইতি ১৪।১৫॥

নিকট হইতে দেবর্ষির এই শুশ্রূষা কেবল অনুগ্রহ মাত্র। আর সজ্জনগণের এই অনুগ্রহ স্বভাবসিদ্ধ; যেমন মৃগনাভিতে ঘ্রাণোল্লাসক সদ্‌গন্ধ স্বতঃস্থিত। জ্ঞানখণ্ডের পূর্ব্ববর্ত্তি ত্রিপুরারহস্যের মহাত্ম্যখণ্ড দত্তাত্রেয় মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া সর্ব্বজন সুখপ্রদ শুভাশয় জামদগ্ন্য রাম ভক্তিবিলীন চিত্ত হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন॥৮-১১॥

অনন্তর বাহ্যবৃত্তি লাভ করিয়া আনন্দাশ্রুপূর্ণ নেত্র, রোমাঞ্চ কঞ্চুকিত শরীর এবং ভক্তিজনিত আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিলেন॥১২॥

সেই ভক্তিজনিত আনন্দ তাঁহার হৃদয় পূর্ণ করিয়া, উছলিয়া রোমকূপ দ্বারা যেন নির্গত হইতেছিল আর তাহাতেই তিনি রোমাঞ্চ কঞ্চুকিত হইয়াছিলেন। এইরূপে আনন্দ ভরিত হইয়া পরশুরাম গুরু দত্তাত্রেয় চরণপ্রান্তে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়াছিলেন॥১৩॥

আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে উত্থিত হইয়া ভক্তি গদগদ কণ্ঠে মধুর স্বরে পরশুরাম

যস্য মে করুণাসিন্ধুস্তুষ্টঃ সাক্ষাদ্ গুরুঃ শিবঃ।
যস্মিংস্তুষ্টে ব্রহ্মপদমপি স্যাৎ তৃণ সম্মিতম্॥ ১৫॥
মৃত্যুরপ্যাত্মতাং যাতি যস্মাত্তুষ্টাদ্ গুরোর্নৃণাম্।
মনাকাণ্ডাদেব গুরুঃ সোঽদ্যতুষ্টো মহেশ্বরঃ॥ ১৬॥
মন্যে সর্ব্বং ময়াপ্রাপ্তমিত্যেব কৃপয়া গুরোঃ।
নাথ মাহাত্ম্যমখিলং শ্রুতং ত্বৎ কৃপয়াধুনা॥ ১৭
তামুপাসিতুমিচ্ছামি ত্রিপুরাং পরমেশ্বরীম্।
তদুপাস্তি—ক্রমং ব্রূহি মহ্যং সুকৃপয়া গুরো॥ ১৮
ইতি সংপ্রার্থিতো দত্তগুরুরালক্ষ্য ভার্গবে।
যোগ্যতাং ত্রিপুরোপাস্তৌ সচ্ছ্রদ্ধাভক্তিবৃংহিতাম্॥ ১৯॥
ক্রমেণদীক্ষয়ামাস ত্রিপুরোপাস্তি হেতবে।
জামদগ্ন্যোঽপি সংপ্রাপ্য ত্রৈপুরং দীক্ষণং শুভে॥ ২০

গুরুতোষহেতুকো মৃত্যুরাত্মতাং যাতীতি। অকাণ্ডাৎ অনিমিত্তেন। স বহু প্রয়াসেন তোষণীয়ঃ॥১৬॥

গুরুং প্রত্যাহ নাথেত্যাদি। ১৭।১৮।১৯।২০॥

বলিয়াছিলেন হে গুরো! আপনার অনুগ্রহে আমি ধন্য ও কৃতকৃত্য হইয়াছি। ১৪॥

আমার প্রতি করুণাসিন্ধু সাক্ষাৎ শিব সন্তুষ্ট হইয়াছেন, আর তাঁহার তুষ্টিতে ব্রহ্মপদও তৃণতুল্য হইয়া থাকে॥১৫॥

যে শ্রীগুরুর সন্তোষে মৃত্যুও আত্মভাব প্রাপ্ত হয়—মৃত্যুও আত্ম হইয়া যায়, সেই আমার শ্রীগুরু মহেশ্বর বিনাহেতুতে আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন॥১৬॥

মনে হইতেছে শ্রীগুরুর কৃপাতে আমি সমস্তই প্রাপ্ত হইয়াছি। হে নাথ! তোমার অনুগ্রহে আমি ত্রিপুরা মাহাত্ম্য সমস্ত শ্রবণ করিয়াছি। সম্প্রতি সেই পরমেশ্বরী ত্রিপুরা দেবীকে আরাধনা করিতে ইচ্ছা করি। সেই ত্রিপুরা দেবীর উপাসনাক্রম হে গুরো কৃপাপূর্ব্বক আমাকে বলুন॥১৭-১৮॥

এইরূপে গুরু দত্তাত্রেয় প্রার্থিত হইয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তিদ্বারা ত্রিপুরা দেবীর উপাসনাতে পরিপুষ্ট যোগ্যতা পরশুরামে লক্ষ্য করিয়া ত্রিপুরা দেবীর উপাসনা জন্য পরশুরামকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। জামদগ্ন্য পরশুরামও শুভক্ষণে ত্রৈপুর

সর্ব্বদীক্ষাসমধিকং পূর্ণতত্ত্বপ্রবোধনম্।
মন্ত্রযন্ত্রবাসনাভিরন্বিতমখিলং ক্রমম্ ॥ ২১

প্রাপ্য শ্রীগুরুবক্ত্রাব্জাদ্রসং মধুকরো যথা।
তৃপ্তান্তরঙ্গ আনন্দমাদিতো ভার্গবস্তদা ॥ ২২

শ্রীনাথেনাভ্যনুজ্ঞাত ত্রিপুরাসাধনোত্থতঃ।
পরিক্রম্য গুরুং নত্বা মহেন্দ্রাদ্রিমুপাযযৌ ॥ ২৩

তত্র নির্ম্মায় বসতিং শুভামতিসুখাবহাম্।
অভূদুপাসনপরো বর্ষদ্বাশকং তদা ॥ ২৪

নিত্যনৈমিত্তিকপরঃ পূজাজপপরায়ণঃ।
সদা শ্রীত্রিপুরেশান্যা মূর্ত্তিধ্যানৈক তৎপরঃ ॥ ২৫

এবং তস্যাত্যগাৎকালো দ্বাদশাব্দো নিমেষবৎ।
অথৈকদা সুখাসীনো জামদগ্ন্যোঽনুচিন্তয়ৎ ॥ ২৬

মন্ত্র যন্ত্রয়োর্বাসনা ভাবনা ভেদাঃ ॥ ক্রমপদ্ধতিঃ ॥২১ ॥ উপাস্তিক্রমজিজ্ঞাসা—নিবৃত্তিস্তৃপ্তিঃ তজ্জনিতানন্দপূর্ণত্বান্মাদিতো মত্তঃ ॥ ২২, ২৩ ২৪, ২৫, ২৬,

দীক্ষা লাভ করিয়া শ্রীগুরু মুখ পঙ্কজ হইতে সমস্ত দীক্ষা হইতে শ্রেষ্ঠ পূর্ণতত্ত্বের প্রবোধক মন্ত্র যন্ত্র এবং ভাবনাযুক্ত সমস্ত উপাসনাক্রম প্রাপ্ত হইয়া মধুকর যেমন পদ্মরস লাভে তৃপ্ত হইয়া থাকে সেইরূপ পরশুরামও তৃপ্ত হৃদয় হইয়া আনন্দে মত্ত হইয়াছিলেন ॥১৯-২২॥

সেই শ্রীনাথ দত্তাত্রেয় গুরুকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ত্রিপুরা সাধনোত্থত পরশুরাম গুরুদত্তাত্রেয়কে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন ॥২৩॥

মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করিয়া অতি সুখাবহ শুভ বসতি নির্ম্মাণ করিয়া পরশুরাম দ্বাদশ বৎসর ত্রিপুরা দেবীর উপাসনা রত হইয়াছিলেন ॥২৪॥

নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং পূজা জপ পরায়ণ হইয়া সর্ব্বদা শ্রীত্রিপুরা ঈশানীর মূর্ত্তি ধ্যান তৎপর হইয়াছিলেন ॥২৫॥

এইভাবে জামদগ্ন্যের দ্বাদশ বৎসর কাল নিমেষ কালের মত অতীত হইয়া গিয়াছিল। অনন্তর একদা ভগবান্ জামদগ্ন্য সুখাসীন হইয়া চিন্তা করিয়া-

পুরা যৎ প্রাহ সম্বর্ত্তো ময়া স্বভ্যর্থিতঃ পথি ।
তন্ময়া নৈব বিদিতমংশেনাপি তদা ননু ॥ ২৭
বিস্মৃতঞ্চ ময়া যস্মাৎ প্রাঙ্ন পৃষ্টঃ গুরুং প্রতি ।
মাহাত্ম্যং ত্রিপুরাশক্তেঃ শ্রুতং শ্রীগুরুবক্ত্রতঃ ॥ ২৮
পরন্তু তন্ন বিদিতং যৎ সম্বর্ত্তঃ পুরাঽব্রবীত্ ।
ময়া সৃষ্টিপ্রসঙ্গেন পৃষ্টং কিঞ্চিদ্ গুরুং প্রতি ॥ ২৯
তদা কটকৃদাখ্যানং বর্ণয়িত্বা চ মে গুরুঃ ।
না ব্রবীদ প্রকৃতত্তন্মে তত্তাদৃশং স্থিতম্ ॥ ৩০
লোকস্য গতিমেতান্ত ন জানাম্যপি লেশতঃ ।
কস্মাদিদং সমুদিতং জগদাড়ম্বরং মহৎ ॥ ৩১
কুত্র বা গচ্ছতি পুনঃ কুত্র সংস্থানমৃচ্ছতি ।
অস্থিরন্তু প্রপশ্যামি সর্ব্বং সর্ব্বত্র কিঞ্চন । ৩২

পুরারামাত্যরাজয়ানন্তরম্ । এতচ্চ মাহাত্ম্যখণ্ডে জ্ঞেয়ম্ ॥ তৎ সম্বর্ত্তোক্তং জ্ঞানম্ ॥ ২৭ ।

প্রষ্টুং বিস্মৃতম্ ॥ ২৮ ॥

ময়া সৃষ্টৌ ত্যাত্মপি প্রথম খণ্ডে জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৯ ॥ কুতো নাব্রবীত্তদাহ অপ্রকৃতত ইতি । তাদৃশম্ অবিদিতম্ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

অস্থিরং প্রতিক্ষণ পরিণামি ॥ ৩২ ॥

ছিলেন যে, পূর্ব্ব সময়ে আমা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া পথিমধ্যে ভগবান্ সম্বর্ত্ত যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আমি সেই সময়ে কিছুই বুঝিতে পারি নাই ॥২৬-২৭॥

শ্রীগুরুমুখ হইতে যে ত্রিপুরাশক্তির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিলাম তাহা আমি বিস্মৃত হইয়াছি । আর গুরুর নিকটে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসাও করিতে পারি নাই ॥ ২৮ ॥

ভগবান্ সম্বর্ত্ত পূর্ব্বে আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই । আমি সৃষ্টিপ্রসঙ্গে যখন শ্রীগুরুর নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সেই সময়ে আমার গুরু কটকারের (কটমাদুর) উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া অপ্রাসঙ্গিক বোধে আর কিছু বলেন নাই, এজন্য আমার জিজ্ঞাসিত বিষয় অজ্ঞাতই রহিয়াছে ।

প্রাণিগণের এই গতি আমি কিঞ্চিৎমাত্রও অবগত নহি । কোথা হইতে

অহঙ্কাররূপ মহাযক্ষ সকলকে পুর রক্ষক স্বরূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহারা পরমালোক দেখিলে ভীত হয়। অহংকার, মমকার, ইদং ইত্যাদি অভিমান হইতেছে যক্ষ। সমস্ত অভিমান বিনষ্ট হয় তত্ত্বজ্ঞানে। বিবেচনা করিয়া দেখ, "আমার" "আমার" যাহা তাহাই অনাত্মা। সমস্ত "আমার" ত্যাগ করিলে যিনি অবশিষ্ট থাকেন তিনিই আত্মা। কাজেই আত্মাকে জানিলেই অনাত্মার নাশ হয়। তাই বলা হইতেছে আত্মালোকে অভিমান রূপ অন্ধকার পলায়ন করে। সঙ্কল্প মহারাজ দেহরূপ আবরণের মধ্যে মিথ্যা সমুদিত অহং মম ইত্যাদি মহাযক্ষের সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়া করেন। কুসূল (ধানের মরাই) মধ্যে যেমন বিড়াল, ভস্ত্রা (কুম্ভকারের যাঁতা) মধ্যে যেমন সর্প, বেণু মধ্যে যেমন মুক্তাফল দেহ মধ্যে সেইরূপ অহঙ্কার, অর্থাৎ অহঙ্কার দেহ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সঙ্কল্প সকল দেহ মধ্যে যে ভাবে ক্রীড়া করে তাহা দেখ।

ক্ষণমভ্যুদয়ং যান্তি ক্ষণং শাম্যন্তি দীপবৎ।
দেহগেহেষু সঙ্কল্পতরঙ্গাঃ সাগরেষ্বিব ॥ ২৪

সাগরে তরঙ্গ মালার ন্যায় সঙ্কল্পের তরঙ্গ বা বৃত্তি সকল এই উঠিতেছে আবার পরক্ষণেই দীপের মত শান্ত হইয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে যে বলিলাম এই রাজার যখন ইচ্ছা হয় তখনই ভবিষ্যৎ নগর নির্ম্মাণ করেন ইহার অর্থ এই যে সঙ্কল্প যখন ক্ষণমধ্যে সঙ্কল্পিত বস্তু সন্দর্শন করেন তখনই তিনি ভবিষ্যৎ নগরে উপস্থিত হয়েন। সঙ্কল্পমাত্রেই রাজা সূক্ষ্মভাবে সঙ্কল্পিত বস্তু প্রাপ্ত হয়েন সেই জন্য বলা হইতেছে তিনি তৎক্ষণাৎ নব নির্ম্মিত ভবিষ্যৎ পুরী প্রাপ্ত হয়েন। অসঙ্কল্প মাত্রেই রাজা অতিশীঘ্র বিনাশ প্রাপ্ত হন। জাগ্রত ও স্বপ্নে বিবিধ ক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত হইয়া শ্রম শান্তির নিমিত্ত যখনই ইনি সুষুপ্ত হন তখনই অসঙ্কল্প হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হন। স্বীয় সঙ্কল্প দ্বারা জাত হইয়াই ইনি দুঃখ পান। বালকের কল্পিত যক্ষ যেমন বালকের সঙ্কল্প মাত্র প্রসূত সেইরূপ খোখ রাজাও আপন সঙ্কল্প মাত্রেই জাত। তাঁহার জন্ম অনন্ত আত্ম দুঃখেরই জন্য কদাচ আনন্দের জন্য নহে।

"ইদং স্ফারং জগদ্দুঃখং" এই বিস্তৃত জগৎ দুঃখ, ইহা—সঙ্কল্প থাকাতেই হয়, সঙ্কল্প না থাকিলে নিবিড় অন্ধকারের আচ্ছাদন সরিয়া যায়। সঙ্কল্প, দুঃখদায়িনী আত্ম চেষ্টাতেই রোদন করেন যেমন বানর অর্দ্ধ বিদারিত কাষ্ঠের কীলক উৎপাটন করিয়া ঐ কাষ্ঠবদ্ধ অণ্ডকোষ যাতনায় অস্থির হয় সেইরূপ সঙ্কল্প বিকল্পময় মনও (খোখ রাজা) স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া স্বকীয় দুঃখদ চেষ্টা দ্বারা দুঃখিত হইয়া রোদন করেন। সঙ্কল্পিত আনন্দ বিন্দুর আশায় মন বা সঙ্কল্পরাজা অকস্মাৎ আগত মধুবিন্দুভুক গর্দ্দভের মত সর্ব্বদাই উর্দ্ধদিকে মুখ তুলিয়াই থাকে। বলিতেছি সঙ্কল্প থাকিতে থাকিতে বিষয়সুখও রাসভের মধুলেহনের ন্যায় অতি দুর্ল্লভ, মোক্ষ সুখের কথাইত নাই। বালকের যেমন কর্ম্মে, এই বিরতি, এই রতি, এই বিকার, আপনিই আসে—সঙ্কল্পরাজেরও তাই।

এনং সকলভাবেভ্যঃ কৃত্বা নির্ম্মলমাদরাৎ।
মতিরন্তঃপদং যাতি যথা পুত্র তথা কুরু॥ ৩২

ভাব হইতেছে বস্তু বা অনাত্মা। সকল প্রকার ভাব হইতে এই সঙ্কল্পের মূল পর্য্যন্ত যত্ন পূর্ব্বক উৎপাটন করিয়া অর্থাৎ কোন প্রকার বস্তুর জন্য আর সঙ্কল্প না করিয়া যাহাতে মন অন্তর্ম্মুখী হইয়া ভিতরে আত্মপদে প্রবেশ করে পুত্র তুমি তাহারই চেষ্টা কর।

ত্রয়স্তস্যা মতের্দ্দেহা অধমোত্তম মধ্যমাঃ।
তমঃ সত্ত্বরজঃ সংজ্ঞাঃ কারণং জগতঃস্থিতেঃ॥ ৩৩
তমোরূপোহি সঙ্কল্পো নিত্যং প্রাকৃত চেষ্টয়া।
পরাং কৃপণতামেত্য প্রয়াতি কৃমি কীটতাম্॥ ৩৪
সত্ত্বরূপোহি সঙ্কল্পো ধর্ম্মজ্ঞানপরায়ণঃ।
অদূর কেবলীভাবং স্বারাজ্যমধিতিষ্ঠতি॥ ৩৫
রজোরূপোহি সঙ্কল্পো লোক সংব্যবহারবান্।
পরিতিষ্ঠতি সংসারে পুত্রদারানুরঞ্জিতঃ॥ ৩৬
ত্রিবিধস্তু পরিত্যজ্য রূপমেতন্মহামতে।
সঙ্কল্পঃ পরমায়াতি পদমাত্মপরিক্ষয়ে॥ ৩৭
সর্ব্বাদৃষ্টীঃ পরিত্যজ্য নিয়ম্যমনসা মনঃ।

স বাহ্যাভ্যন্তরার্থস্য সঙ্কল্পস্য ক্ষয়ং কুরু॥ ৩৮
যদি বর্ষ সহস্রাণি তপশ্চরসি দারুণম্।
যদি বা বিলয়াত্মানং শিলায়াং চূর্ণয়স্যলম্॥ ৩৯
যদি বাগ্নিং প্রবিশসি বড়বাগ্নিমথাপি বা।
যদি বা পতসি শ্বভ্রে খড়্গধারাজবে তথা॥ ৪০
হরো যদ্যুপদেষ্টা তে হরিঃ কমলজোপি বা।
অত্যন্তকরুণাক্রান্তো লোকনাথোথবা যতিঃ॥ ৪১
পাতালস্থস্য ভূস্থস্য স্বর্গস্থস্যাপি তত্তব।
নান্যঃ কশ্চিদুপায়োস্তি সঙ্কল্পোপশমাদৃতে॥ ৪২
অনাবাধে বিকারে চ সুখে পরমপাবনে।
সঙ্কল্পোপশমে যত্নং পৌরুষেণ পরং কুরু॥ ৪৩
সঙ্কল্পতন্তাবখিলা ভাবাঃ প্রোতাঃ কিলানঘ।
ছিন্নে তন্তৌ না জানে তে ক্ব যান্তি বিশরারবঃ॥ ৪৪
অসৎ সৎ সদসৎ সর্ব্বং সঙ্কল্পাদেব নান্যতঃ।
সঙ্কল্পং সদসচ্চৈবমিহ সত্যং কিমুচ্যতাম্॥ ৪৫

মতির অর্থাৎ সঙ্কল্পাত্মা মনের অধম উত্তম মধ্যম এই তিন দেহ। তামসিক দেহ-অধম, সাত্ত্বিক দেহ উত্তম এবং রাজস দেহ মধ্যম। তমঃ সত্ত্ব রজঃ নামক দেহত্রয় জগৎ স্থিতির কারণ। তমোরূপ সঙ্কল্প যাহাদের প্রবল তাহারা সর্ব্বদা প্রাকৃত চেষ্টা পরম্পরা দ্বারা অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশে কার্পণ্য বা নরক দুঃখ ভোগ করে, শেষে মরিয়া কৃমি কীটাদির দেহ প্রাপ্ত হয়। সত্ত্বরূপ সঙ্কল্প যাহাদের প্রবল, তাহারা ধর্ম্মজ্ঞান মাত্র আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ শাস্ত্রীয় কর্ম্মে ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানে আপনার স্বাভাবিক কর্ম্ম ও জ্ঞান নিয়মিত করিয়া কেবলীভাব বা মোক্ষের সন্নিহিত হইয়া স্বারাজ্য বা হৈরণ্যগর্ভভাব বিশিষ্ট দেবতা-পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। রজোরূপ সঙ্কল্প যাহাদের প্রবল তাহারা রজোগুণের উত্তেজনায় লোকব্যবহার পরায়ণ হইয়া স্ত্রী পুত্রকন্যা প্রভৃতিতে আসক্ত হইয়া সংসারে অবস্থান করে এবং কখন সুখ, কখন দুঃখ ভোগ করে।

হে মহামতে—হে সুবুদ্ধিমান্ সঙ্কল্প এই ত্রিবিধরূপ পরিত্যাগ করিলে আত্মক্ষয়ে সমর্থ হয় (আত্মক্ষয়ে—আত্যন্তিক সঙ্কল্পোচ্ছেদে) অর্থাৎ সঙ্কল্পের আত্যন্তিক উচ্ছেদ সাধন করিয়া পরম পদে স্থিতি লাভ করেন।

কি উপায়ে স ক্ষয় হয়?

বাহিরের সমস্ত দৃষ্টি ত্যাগ করিয়া প্রবৃত্তি বিশিষ্ট মনকে নিবৃত্তি মন দ্বারা নিরোধ কর। বিচার করিয়া দেখ যাহা দেখ, যাহা শুন, যাহা স্মরণ কর সমস্তই মায়ার কার্য্য এই জন্য মিথ্যা, এই জন্যই এই আছে এই নাই। সমস্ত মায়িক ব্যাপারই অন্তে দুঃখ প্রদ। কাজেই বৈরাগ্য অভ্যাস সকলেই করিতে পারে। বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া বাহিরে আর ছুটাছুটি করিওনা—বহির্ম্মুখী না হইয়া মনকে অন্তর্ম্মুখী কর অর্থাৎ বাহিরের ও ভিতরের কোন প্রয়োজন জন্য যে সঙ্কল্প তাহার ক্ষয় কর। যদি সহস্র বৎসর ধরিয়াও দারুণ তপস্যা কর, যদি বা বিলয়স্বভাব এই দেহকে শিলাখণ্ডে চূর্ণ বিচূর্ণ কর, যদি বা প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে অথবা বাড়বানলে প্রবেশ কর, যদি তুমি গভীর গর্ত্তে নিপতিত হও বা প্রচণ্ড বেগ বিঘূর্ণিত খড়্গধারে দেহকে খণ্ডবিখণ্ডিত কর; যদি হর হরি বা ব্রহ্মা কর্ত্তৃকও উপদিষ্ট হও, যদি লোকনাথ অথবা যতি শ্রীদত্তাত্রেয় বা দুর্ব্বাসা তোমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তোমার প্রতি অতিশয় করুণাও করেন (ত্রিপুরারহস্যে শ্রীদত্তাত্রেয় পরশুরামকে অত্যন্ত করুণা করিয়াছিলেন) তুমি পাতালেই যাও বা পৃথিবীতেই থাক বা স্বর্গেই যাও—সঙ্কল্প ক্ষয় ভিন্ন তোমার পরিত্রাণের অন্য উপায় আর নাই। সঙ্কল্পের উপশমে বাধাশূন্য বিকারশূন্য সুখস্বরূপ পরমপবিত্রপদে স্থিতি লাভ হয়। সেই জন্য তুমি সঙ্কল্প উপশমের জন্য দৃঢ় পুরুষকার অবলম্বন করিয়া পরম যত্ন কর। সঙ্কল্পের উপশমই ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতি জানিও। পরম যত্ন হইতেছে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন লক্ষণ সাধন চতুষ্টয় সম্পত্তি

সঙ্কল্প উপশমে সর্ব্বজগৎবন্ধন নিবৃত্তি কিরূপে হইবে যদি জিজ্ঞাসা কর বলিব একমাত্র সঙ্কল্প বস্তুতে নিখিল ভাব পরম্পরা জগতের

সমস্ত বস্তু নিবদ্ধ। সঙ্কল্প তন্তু ছিন্ন হইলে নিখিল ভাব কোথায় যে বিশীর্ণ হইয়া পড়িবে তাহা জানিতেও পারিবে না। অসৎ সৎ সদসৎ সমস্তই সঙ্কল্প হইতে জাত। ইহারা সঙ্কল্প ব্যতীত আর কিছুই নহে। সৎ অসৎ সঙ্কল্প বিকল্প যে পরমার্থ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না ইহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে? যে প্রকারে যে যে বিষয়ের সঙ্কল্প করিবে ক্ষণকাল মধ্যে তাহা সেইরূপই হইয়া থাকে। হে তত্ত্বজ্ঞ তুমি কদাচ কোন সঙ্কল্প করিও না। সঙ্কল্প শূন্য হইয়া যথা প্রাপ্ত কর্ম্মে স্পন্দিত হও। সঙ্কল্প ক্ষয় হইলে চিৎ আর চেত্যতাপ্রাপ্ত হইবে না অর্থাৎ চিৎ আর বহির্ম্মুখে স্পন্দিত হইবে না।

উত্থায় সত্ত্বরূপেণ যোন্যা সত্যময়াত্মকম্।
ন তজ্জগদ্দুঃখমিদং ব্যর্থং সদৃশমাত্মনঃ॥ ৪৮

সত্যময়াত্মক—একমাত্র সত্য স্বভাব ব্রহ্ম, অসত্য মায়াবশে সুরনর তির্য্যগাদি চতুরশীতি যোনি দ্বারা সেই সেই বিভিন্ন প্রাণিরূপে আবির্ভূত হইয়া বৃথাই জগদ্দুঃখ অনুভব করিয়া থাকেন। এই বৃথা যোনি ভ্রমণ আত্মার সদৃশ কার্য্য নহে, আত্মার অনুপযুক্ত। হে অনঘ! অনন্ত সংসারের অসৎ দুঃখ পরম্পরা ভোগ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ মৃত্যুতে কি ফল বল। যাহাতে কোন দুঃখ নাই সেই মোক্ষ পথই প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আশ্রয় করেন—তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই (অন্য দুঃখপ্রদ সংসার) তাঁহারা আশ্রয় করেন না। তুমি বলপূর্ব্বক বিকল্পজালের মূলোচ্ছেদ কর, করিয়া পরমার্থ গ্রহণ কর—আপনার স্বরূপটি লাভ কর, করিয়া চিত্তবৃত্তিকে সুষুপ্ত করিয়া পরম সুখের জন্য সেই অদ্বয় পরম পদের সাধনা কর। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিতে দেহের প্রতিইন্দ্রিয়দ্বারে জ্ঞানের প্রকাশ হয়—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সঙ্কল্প বস্তুর স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ বা শক্তি অবস্থা ত্যাগ করিয়া সাক্ষী যিনি তাঁহাকেই লইয়া থাকেন। এই সময়ে বৈরাগ্য, ক্ষমা, ঔদার্য্য প্রভৃতি গুণের প্রকাশ হয়। রজের প্রাবল্যে ধনাগমের লোভ, তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা, নানাবিধ কর্ম্মের আরম্ভ, ইহা করিয়া ঐটা করিব এইরূপ সঙ্কল্প বিকল্প, সামান্য

বস্তুতেও তৃষ্ণা, এই সমস্ত জন্মে। কাম ক্রোধ লোভ ইত্যাদি দ্বারা রজঃ জন্মায়, তমোগুণের আধিক্যে বিচারের অপ্রকাশ, উদ্যমহীনতা, কর্ত্তব্যে অনিচ্ছা, নিদ্রা আলস্য এই সমস্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

স্থিতি ৫৪ সর্গঃ

সঙ্কল্প চিকিৎসা।

পুত্র—হে তাত! সঙ্কল্প কীদৃশ? হে প্রভো! ইহা কিরূপে উৎপন্ন হয়? কিসে বৃদ্ধি পায়? আর কিরূপেই বা ইহা বিনষ্ট হয়?

দাশূর—পুত্র—সঙ্কল্প শক্তি দ্বারা কি হয় তাহাত দেখিলে। সঙ্কল্প সম্বন্ধে শ্রুতি যাহা বলিয়াছেন তাহাও শ্রবণ কর—পরে সঙ্কল্প কোথা হইতে আইসে তাহা শুনিবে।

শ্রুতি বলেন—তানি হ বা এতানি সঙ্কল্পৈকায়নানি সঙ্কল্পাত্মকানি সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিতানি, সমক্লৃপতাং দ্যাবা পৃথিবী, সমকল্পেতাং বায়ুশ্চাকাশঞ্চ, সমকল্পন্তাপশ্চ তেজশ্চ, তেষাং সংক্লৃপ্ত্যৈ বর্ষং সঙ্কল্পতে, বর্ষস্য সংক্লৃপ্ত্যা অন্নং সঙ্কল্পতেঽন্নস্য সংক্লৃপ্ত্যৈ প্রাণাঃ সঙ্কল্পন্তে, প্রাণানাং সংক্লৃপ্ত্যৈ মন্ত্রাঃ সঙ্কল্পন্তে, মন্ত্রাণাং সংক্লৃপ্ত্যৈ কর্ম্মাণি সঙ্কল্পন্তে, কর্ম্মণাং সংক্লৃপ্ত্যৈ লোকঃ সঙ্কল্পতে, লোকস্য সংক্লৃপ্ত্যৈ সর্ব্বং সঙ্কল্পতে; স এষঃ সঙ্কল্পঃ, সঙ্কল্পমুপাস্স্বেতি॥ ছান্দোগ্য ৪র্থ খণ্ড সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ৪৮৫।২

সঙ্কল্প অসাধারণ পদার্থ। সঙ্কল্প মন প্রভৃতির আশ্রয়, বিশ্বের সৃষ্টি

স্থিতি ভঙ্গ সঙ্কল্পমূলক, সঙ্কল্পে জগৎ সৃষ্ট হয়, সঙ্কল্পে জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে, সঙ্কল্পে জগৎ প্রলীন হইয়া থাকে, শৈত্য ও তেজের অর্থাৎ অগ্নি ও সোমের সঙ্কল্পে জল বাষ্পাকার ধারণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে গমন করে এবং পুনর্ব্বার বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে আগমন করে, বৃষ্টির সঙ্কল্পে অন্ন উৎপন্ন হয়, অন্নের সঙ্কল্পে প্রাণের সঙ্কল্প, প্রাণের সঙ্কল্পে মন্ত্রের সঙ্কল্প, মন্ত্রের সঙ্কল্পে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের সঙ্কল্প, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের সঙ্কল্পে লোকের সঙ্কল্প, এবং লোকের সঙ্কল্পে জগতের সঙ্কল্প হইয়া থাকে। অতএব সঙ্কল্পের উপাসনা কর। যে ব্যক্তি সঙ্কল্পকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিতে পারে, যে ব্যক্তি সঙ্কল্পতত্ত্ব অবগত হইয়া দৃঢ়সঙ্কল্প হইতে পারে, সে কামচার হয়, তাহার কোন কামনা অতৃপ্ত থাকে না। কোন কর্ম্মই তাহার অসাধ্য নহে"। এখন শ্রবণ কর সঙ্কল্প কোথা হইতে উৎপন্ন হয়

দাশূর বলিতে লাগিলেন

অনন্তস্যাত্মতত্ত্বস্য সত্তা সামান্যরূপিণঃ।
চিতশ্চেত্যোন্মুখত্বং যৎ তৎ সঙ্কল্পাঙ্কুরং বিদুঃ ॥ ২

আত্মতত্ত্ব অনন্ত। অসীম আত্মতত্ত্বের স্বরূপ হইতেছে সত্তা সামান্য। সমস্ত বস্তুরই বিশেষ সত্তা ও সামান্য সত্তা এই দুইরূপ সত্তা আছে। অল্পদেশে, অল্পকালে যাহা থাকে তাহাকে বিশেষ বলে। যেমন ঘটসত্তা, পটসত্তা, পুষ্পসত্তা, পর্ব্বতসত্তা—এই অল্পদেশস্থিত যে সত্তা তাহাই হইল বিশেষ সত্তা। কিন্তু যে সত্তা সর্ব্বত্র আছে, যাহা কোন উপাধি দ্বারা খণ্ডিত নহে—যাহা অসীম, তাহাই হইল সামান্য সত্তা। ঘট অবলম্বনে যে সত্তাকে খণ্ডমত বোধ হয় তাহা বিশেষ সত্তা। কিন্তু বিশেষ সত্তায় যে ঘট পটাদি বিশেষণ সেই বিশেষণগুলি গলিত করিতে পারিলে যে অখণ্ড সত্তা পাওয়া যায় তাহাই সামান্য সত্তা। চিৎ যাহা, শুদ্ধ জ্ঞান যাহা, তাহা সত্তা সামান্য। এই অখণ্ডচিৎ, যখন অজ্ঞান প্রভাবে সত্তা সামান্য ত্যাগ করিয়া—স্বরূপ ত্যাগ করিয়া বহির্ম্মুখ হয়েন, যখন চেত্যতা প্রাপ্ত হয়েন, অখণ্ডচিৎ এর

এই চেত্যোন্মুখত্ব যাহা তাহাকেই সঙ্কল্পের অঙ্কুর বলিয়া জানিও। চেতত্ত্যা প্রাপ্ত—বা বিষয়োন্মুখ চিৎ যখন অবিদ্যা উদ্ভূত কোন উপাধিতে প্রতিবিম্বিত হয়েন, তখন আপন স্বরূপ ছাড়িয়া আপনাকে খণ্ড মত বোধ করেন—এই সামান্য চৈতন্যের বিশেষ চৈতন্য হওয়াকেই সঙ্কল্পের অঙ্কুর বলিয়া জানিও।

লেশতঃ প্রাপ্তসত্তাকঃ স এব ঘনতাং, শনৈঃ।
যাতি চিত্তসমাপূর্য্য দৃঢ় জাড্যায় মেঘবৎ॥ ৩

লেশমাত্র সত্তা লাভ করিয়া সেই সঙ্কল্প অঙ্কুর অধিষ্ঠান চৈতন্যের চিৎস্বভাব তিরোধান করে, চৈতন্য ভাবটি না দেখিয়া ইহা জড়প্রপঞ্চ সম্পাদন জন্য মেঘের ন্যায় চিত্তাকাশ পরিব্যাপ্ত করিয়া ক্রমে ঘনীভাব প্রাপ্ত হয়।

ভাবয়ন্তী চিতিশ্চেত্যং ব্যতিরিক্তমিবাত্মনঃ।
সঙ্কল্পতামুপায়াতি বীজমঙ্কুরতামিব॥ ৪॥

সমষ্টি সঙ্কল্প হইতে সূক্ষ্ম জগতের উৎপত্তির কথা বলিয়া আবার বলিতেছেন বীজই যেমন অঙ্কুরতা প্রাপ্ত হয় সেইরূপ চিতি বা চিতের শক্তি বা চিৎশক্তি আপনার স্বরূপ যে চৈতন্য—সেই চৈতন্য হইতে ভিন্ন যে চেত্য তাহা ভাবনা করিয়া সঙ্কল্প ভাব প্রাপ্ত হয়। বুঝিতেছ চিৎশক্তিই চেত্য বা চিতের প্রকাশ্য বস্তু ভাবনা করিয়া সঙ্কল্প ভাব প্রাপ্ত হয়। ক্রমে এক সঙ্কল্প হইতে অন্য সঙ্কল্প জন্মে। এইভাবে অতিশীঘ্র সঙ্কল্পের জন্ম ও বৃদ্ধি হইতে থাকে। তবেই দেখ সঙ্কল্প চিৎএর অনন্ত দুঃখের জন্য আপনা হইতে জন্মে—ইহা কদাচ সুখ দিতে পারে না।

সঙ্কল্প মাত্রং হি জগজ্জলমাত্রং যথার্ণবঃ।
ঋতে সঙ্কল্পমন্যা তে নাস্তি সংসার দুঃখিতা॥ ৬

সমুদ্র যেমন জল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে সেইরূপ জগৎটা সঙ্কল্প ভিন্ন আর কিছুই নয়। সঙ্কল্পই দুঃখ। সঙ্কল্প ভিন্ন সংসারে অন্য দুঃখ নাই।